ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা কার্যক্রম ঃ পর্যালোচনা ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়

মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ

Dhaka University Library
436804

436804

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
২০০৮

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৬৬১৯০০-১৯/৪৩১০

Dhaka University Institutional Repository

DEPARTMENT OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH
Phone : 9661900-19/4310

স্মারক নং..........................

Date 22.10.2006

প্রত্যয়ন পত্র

জনাব মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, পি-এইচ.ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **"ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা কার্যক্রম ঃ পর্যালোচনা ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে প্রত্যয়ন করছি যে,

১. এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে লিখিত হয়েছে ;

২. এটি সম্পূর্ণরূপে জনাব মোহাম্মদ হারুনূর রশীদের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম;

৩. এটি একটি তথ্যবহুল ও মৌলিক গবেষণা কর্ম ;

৪. আমার জানামতে কোথাও এই শিরোনামে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। গবেষণা কর্মটি পি-এইচ.ডি.ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি আদ্যোপান্ত এই অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত কপিটি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছি এবং পি-এইচ.ডি.ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

22.10.2006
(ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচি

ইফাবা	ঃ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
সা	ঃ	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
রা	ঃ	রাদিয়াল্লাহু আনহু
র	ঃ	রহমাতুল্লাহ্ আলাইহ্
আ	ঃ	আলাইহিস্-সালাম
জ	ঃ	জন্ম
মৃ	ঃ	মৃত্যু
হি.	ঃ	হিজরী সন
খ্রি.	ঃ	খ্রিষ্টাব্দ
বাং	ঃ	বাংলা
ইং	ঃ	ইংরেজী
দ্রঃ	ঃ	দ্রষ্টব্য
বিঃদ্রঃ	ঃ	বিশেষ দ্রষ্টব্য
খঃ	ঃ	খণ্ড
ডঃ	ঃ	ডক্টর
পৃ.	ঃ	পৃষ্ঠা
পিপি	ঃ	প্রজেক্ট প্রফর্মা
পিসিপি	ঃ	প্রজেক্ট কনসেপ্ট পেপার
এডিপি	ঃ	এনুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
আই.এম.ই.ডি.	ঃ	ইমপ্লিমেন্টেশন, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ডিভিশন
এনসিটিবি	ঃ	ন্যাশনাল কারিকুলাম এন্ড টেকস্টবুক বোর্ড
অনু	ঃ	অনুবাদ
অনূ	ঃ	অনূদিত
অনু.	ঃ	অনুযায়ী
ঢা.বি	ঃ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তাঃ বিঃ	ঃ	তারিখ বিহিন
সং	ঃ	সংস্করণ
OIC	ঃ	Organization of Islamic Conference
P.	ঃ	Page

436804

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অধ্যায়/পরিচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
	ভূমিকা	১-৫
প্রথম অধ্যায়	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর পরিচিতি	৬-২২
দ্বিতীয় অধ্যায়	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বিভাগভিত্তিক কার্যক্রম	২৩-৩৬
তৃতীয় অধ্যায়	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা কার্যক্রম	৩৭-৫৫
চতুর্থ অধ্যায়	প্রকাশনা কার্যক্রম ঃ পর্যালোচনা ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়	৫৬-২৮৩
পরিচ্ছেদ ঃ ১	আল-কুরআন ও তাফ্সীর বিষয়ক প্রকাশনা	৫৭-৭৮
পরিচ্ছেদ ঃ ২	আল-হাদীস বিষয়ক প্রকাশনা	৭৯-১০১
পরিচ্ছেদ ঃ ৩	ইসলামী বিশ্বকোষ,সীরাত বিশ্বকোষ ও সীরাত বিষয়ক প্রকাশনা	১০২-১২৮
পরিচ্ছেদ ঃ ৪	ইসলাম, ইসলামী আদর্শ, আইন ও বিধান বিষয়ক প্রকাশনা	১২৯-১৫৯
পরিচ্ছেদ ঃ ৫	সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশনা	১৬০-১৮৯
পরিচ্ছেদ ঃ ৬	সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি বিষয়ক প্রকাশনা	১৯০-১৯৮
পরিচ্ছেদ ঃ ৭	ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা	১৯৯-২২২
পরিচ্ছেদ ঃ ৮	জীবনী ও অবদান বিষয়ক প্রকাশনা	২২৩-২৪০
পরিচ্ছেদ ঃ ৯	শিশু-সাহিত্য বিষয়ক প্রকাশনা	২৪১-২৬০
পরিচ্ছেদঃ ১০	নারী বিষয়ক ও অন্যান্য প্রকাশনা	২৬১-২৭৫
পরিচ্ছেদঃ ১১	ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা পর্যালোচনা	২৭৬-২৮৩
পঞ্চম অধ্যায়	প্রকাশিত পুস্তকের বিষয়ভিত্তিক তালিকা	২৮৪-৩৪৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	উপসংহার ও প্রস্তাবনা	৩৪৯-৩৫৩
	গ্রন্থপঞ্জী	৩৫৪-৩৬৯

Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ভূমিকা

"ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা কার্যক্রম ঃ পর্যালোচনা ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি অভিসন্দর্ভ আকারে উপস্থাপন করার সুযোগ পাওয়ায় আমি পরম করুনাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং অসংখ্য দরুদ ও সালাম পেশ করছি তাঁর প্রেরিত মহান পুরুষ মানব জাতির মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি।

এ অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য হলো ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সম্পর্কে ও এর প্রকাশনা কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা এবং প্রকাশনা কার্যক্রমের উপর বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে এর বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করার প্রয়াস চালানো।

আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা, প্রচার-প্রসার ও এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সামগ্রিক জীবনকে ইসলামের কল্যাণময় স্রোতধারায় সঞ্জীবিত করার মহান লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা। ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারী করে এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। 'বায়তুল মুকাররম সোসাইটি' এবং 'ইসলামিক একাডেমী' নামক তৎকালীন দুইটি সংস্থার বিলোপ সাধন করে এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ঢাকার কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ ১৯৫৯ সালে 'দারুল উলূম' নামক একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরের বছর 'ইসলামিক একাডেমী' নামে এর নতুন নামকরণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য বিচারপতি হামুদুর রহমান এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং অধুনালুপ্ত ফ্রাংকলিন পাবলিকেশন্স-এর পরিচালক এ.টি.এম. আবদুল মতিন এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নির্বাচিত হন। বায়তুল মুকাররম চত্তরের উত্তর পার্শ্বে তৎকালে অবস্থিত বয়েজ স্কাউট ভবনের উপর তলায় 'দারুল উলূমের' কার্যালয় স্থাপিত হয়।

১৯৬০ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে করাচীতে কেন্দ্রীয় ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাভাবিকভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দাবী উঠে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনাক্রমে ঢাকার 'দারুল উলূম'কে কেন্দ্রীয় ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের শাখারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং এর পরিবর্তিত নাম হয় 'ইসলামিক একাডেমী-ঢাকা'। অধিকন্তু একে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়া হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর পদাধিকারবলে একাডেমীর পৃষ্ঠপোষক থাকতেন। একাডেমী কর্তৃপক্ষের মধ্যে ছিল একটি উপদেষ্টা বোর্ড, বোর্ড অব গভর্নরস এবং নির্বাহী কমিটি। বিচারপতি হামুদুর রহমান একাডেমীর প্রথম চেয়ারম্যান মনোনীত হন। ২৮ নভেম্বর, ১৯৬০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মরহুম মুহাম্মদ আইয়ুব খান প্রবীন রাজনীতিজ্ঞ ও ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আবুল হাশিমকে একাডেমীর প্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত করেন।

উপরোক্ত সাংগঠনিক বিবর্তনাদি সত্ত্বেও ইসলামিক একাডেমী তার কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের খুবই অপ্রতুল অনুদান হতে কোনক্রমে একাডেমীর ব্যয় নির্বাহ হত। পুস্তক বিক্রয়সহ অন্যান্য সূত্রে অর্জিত একাডেমীর নিজস্ব আয় ছিল অতিসামান্য। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা এবং সভা-সেমিনার, গ্রন্থ-সাময়িকীর মাধ্যমে গবেষণাপ্রসূত তত্ত্ব ও তথ্যের প্রচারই ছিল মূলত ইসলামিক একাডেমীর কর্মসূচী। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত একাডেমীর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের মধ্যে ছিল ঃ 'কুরআন করীম' শিরোনামে প্রকাশিত কুরআনের একটি প্রামাণিক এবং প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, 'দি ক্রীড অব ইসলাম ' ইত্যাদি কয়েকখানি ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশ, ত্রৈমাসিক 'ইসলামিক একাডেমী প্রত্রিকা' ও 'সবুজ পাতা' নামক একটি শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা প্রকাশনা ও আরবী শিক্ষার একটি কোর্স পরিচালনা। এতদভিন্ন একাডেমী বিভিন্ন উপলক্ষে ও বিষয়ে সেমিনার এবং আলোচনা সভার আয়োজন করত।

অপরদিকে ঢাকায় একটি বৃহৎ মসজিদ স্থাপন এবং এর আওতায় একটি 'দারুল উলূম', একটি 'দারুল ইফ্‌তা' (ফাতাওয়া প্রদান দফতর) এবং একটি পাঠাগার পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালে 'বায়তুল মুকাররম সোসাইটি' নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল ওমরাও খানের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আলহাজ্জ 'আবদুল লতিফ ইব্রাহিম বাওয়ানী প্রমুখ কয়েকজন শিল্পপতির উদ্যোগে

Dhaka University Institutional Repository

কতিপয় মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বায়তুল মুকাররম মসজিদের নির্মাণ এবং প্রকল্পটির ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি বিপণীকেন্দ্র স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মরহুম মুহাম্মদ আইয়ুব খান। সোসাইটির কর্মসূচী ছিল অত্যন্ত ব্যাপক এবং এর অন্তর্ভূক্ত ছিল ঃ ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার, ইসলামী তাহ্যীব-তামাদ্দুনের আদর্শে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন, সেবা প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা, ইসলামী গ্রন্থ ও সাময়িকী প্রকাশ, ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মুসলিম বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

কিন্তু বায়তুল মুকাররম সোসাইটিও এর কর্মসূচী বাস্তবায়নে তেমন অগ্রগতি লাভ করতে সমর্থ হয়নি। মসজিদ ভবন এবং বিপণিকেন্দ্র উভয়ের নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত থাকে। গবেষণা, সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা, প্রশিক্ষণ, গ্রন্থাগার স্থাপন ইত্যাদি কর্মকান্ডে সোসাইটি মোটেই অগ্রসর হতে পারেনি। ১৯৭০-৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোতে সোসাইটির কর্মকর্তাগণ স্থানচ্যুত হওয়ার প্রেক্ষাপটে বিপণিকেন্দ্রের বহু দোকান পরিত্যক্ত হয় এবং বহু ক্ষেত্রে সেগুলো অনধিকার প্রবেশকারীদের কবলে পড়ে। অতঃপর সোসাইটির কার্যনির্বাহী কমিটি পুনর্গঠিত হয়। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে পরিত্যক্ত দোকানগুলো পত্তন হতে পারেনি। বরং এতে নানা বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। ফলে বিপণীকেন্দ্রের আয় কমে যায়। সুতরাং বায়তুল মুকাররম মসজিদ পরিচালনের মধ্যেই সোসাইটির কর্ম প্রায় সীমাবদ্ধ থাকে।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ 'বায়তুল মুকাররম সোসাইটি' এবং 'ইসলামিক একাডেমী' এই দুই সংগঠনের স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত করে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' নামে একটি নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। প্রথমতঃ বাংলাদেশ সরকারের 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়' এবং পরে ১৯৭৯ সালে 'ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়' প্রতিষ্ঠার পর-এর আওতাধীন সংস্থাটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করে এবং এর পরিচালনার ভার একটি শক্তিশালী বোর্ড অব গর্ভনরস এর উপর ন্যস্ত হয়। সরকার ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এবং সচিব নিযুক্ত করার দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

ইসলামিক একাডেমী এবং বায়তুল মুকাররম সোসাইটি প্রায় একই সময়ে মূলত অভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। নতুন প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন সেই কর্মসূচীকে সমন্বিত ও সম্প্রসারিত করে। যেমন-

- মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার, একাডেমী, ইনস্টিটিউট ইত্যাদি স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণ বা এগুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদান যাতে এগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয়;
- সংস্কৃতি মনন, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলাম ও মুসলিমদের অবদান সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা;
- সার্বজনীন ভ্রার্তৃত্ব , সহনশীলতা ও ন্যায় বিচার সংক্রান্ত ইসলামের মৌল আদর্শের প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা;
- ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি প্রদান, গবেষণাক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পুরস্কার এবং পদক প্রবর্তন ও প্রদান, এই সকল বিষয়ে আলোচনা বক্তৃতা, বিতর্ক-সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন, গবেষণা ও আলোচনা প্রসূত গ্রন্থ-প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ, অনুবাদ ও সংকলন, সাময়িকী এবং পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদি।
- উপরোক্ত কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রকল্প রচনা, সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানাদিকে প্রকল্প প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নে সহায়তা-সাহায্য দান এবং ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুকূল অন্য যে কোন কর্মসূচী গ্রহণ।

উপরোক্ত অধ্যাদেশ বলে বায়তুল মুকাররম সোসাইটি কর্তৃক স্থাপিত বিপণিকেন্দ্রের আয় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হস্তগত হয়। বিলি বন্টনের মধ্যে ক্রুটি এবং তজ্জন্য মামলা-মোকাদ্দমা সৃষ্টি এবং দোকান ভাড়ার হার খুবই নিম্ন হওয়ার দরুন ফাউন্ডেশন ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এই আয় এবং সরকারের অনুদান ছিল উল্লেখ্যযোগ্য। 'কুরআন মঞ্জিল' নামক একটি মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, যা পরিত্যক্ত সম্পত্তিরূপে সরকারের কর্তৃত্বাধীন ছিল, তা ফাউন্ডেশনকে প্রদান করা হয়। সুতরাং ফাউন্ডেশন সবল অথচ ধীর পদক্ষেপে এর কর্মসূচী বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হয়।

১৯৭৮ সালের ২০-২২ মার্চ বাংলাদেশসহ ১৬টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে ঢাকায় ও.আই.সি-র যে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, তার মাধ্যমে এই সময়ে ফাউন্ডেশন মুসলিম বিশ্বের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'মুসলিম দেশসমূহের মানবিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদ' শিরোনামে ও.আই.সি-র উদ্যোগে একটি সেমিনার (২০-২২ মার্চ, ১৯৭৮ খ্রি.) ঢাকার পুরাতন বিধান সভার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এর সাংগঠনিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ছাড়া ১৫টি মুসলিম দেশ হতে আগত প্রতিনিধিগণ এ সেমিনারে যোগদান করেন। ও.আই.সি, যুক্তরাজ্যের ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ইউনেস্কো এ সেমিনারে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। সেমিনারের ভাষা ছিল আরবি, ইংরেজী ও ফারসী এবং এই সেমিনারেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যুগপৎ তরজমার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঢাকায় এটাই ছিল এ ধরনের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সেমিনার। তৎকালীন মহাপরিচালক আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদীর নেতৃত্বে এই সেমিনার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

১৯৭৯-৮০ অর্থবছর হতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রায় উল্লেখযোগ্য গতি সঞ্চারিত হয়। এ সময় হতে সরকার ফাউন্ডেশনের প্রতি অধিকতর সক্রিয় মনোযোগ প্রদান করেন এবং উদ্যমশীল ইসলামভক্ত জনাব এ.জেড.এম. শামসুল আলমকে ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও কর্মদক্ষতায় ফাউন্ডেশনের পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রমে অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ এবং সাফল্য লাভ ঘটে ও ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। অসম্পূর্ণ বায়তুল মুকাররম মসজিদ ভবনের সমাপ্তি এবং মসজিদ অঙ্গনের শোভা বর্ধনমূলক কাজের নীল নক্‌শাও তখন তৈরী হয়।

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও রাষ্ট্রপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বায়তুল মুকাররম-কে 'জাতীয় মসজিদ' হিসেবে ঘোষণা করেন। মসজিদ ভবনের অসমাপ্ত অংশ নির্মাণের এবং মসজিদের শোভা বর্ধনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্যও তিনি নির্দেশ দেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তৎকালীন মহাপরিচালক এ. জেড. এম. শামসুল আলমের নিরলস প্রচেষ্টায় উপরোক্ত কাজগুলোর নীল-নক্‌শা নতুন ভাবে তৈরী করা হয় এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত মহাপরিচালক জনাব এ.এফ.এম.ইয়াহিয়া-র ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মসজিদের উত্তর পাশের অসমাপ্ত কাজ, শোভা বর্ধনসহ ফোয়ারা, উদ্যান ও কারুকার্যমন্ডিত পাঁচিল নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়। সরকারের গণপূর্ত বিভাগ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বায়তুল মুকাররম কমপ্লেক্সের যাবতীয় নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পালন করে। মিনার ও পূর্ব দিকের ডি.আই.টি সড়কের সাথে সংযোগ রাস্তা নির্মাণ, সাহান শীতল পাথরে মন্ডিত ও লিফ্‌ট সংস্থাপনসহ আরো কিছু কাজ বাকী থাকার প্রেক্ষিতে তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব এম. এ. সোবহান এইসব কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮৬ সালের ৭ জানুয়ারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এক অধ্যাদেশ বলে দেশের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ চট্টগ্রামস্থ আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্সকে তার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও সকল দায়-দায়িত্বসহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীনে আনয়ন করেন। অক্টোবর ১৯৮৭ সালে রাজশাহী শহরের হেতেম খাঁ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, তৎকর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ও সরকারী মধ্যস্থতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তরিত হয়। ফলে তার প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও আর্থিক দায়-দায়িত্ব ফাউন্ডেশনের উপর ন্যস্ত হয়।

পর্যায়ক্রমে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ছাপাখানার উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ হয়। সাবেক মহাপরিচালক জনাব আ.ফ.ম.আবদুল হক ফরিদী কর্তৃক সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলনের কাজ এই আমলে গতিশীল এবং সমাপ্ত হয়। সাবেক মহাপরিচালক এ. জেড. এম. শামসুল আলম-এর উদ্যোগে ফাউন্ডেশন কয়েকটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে। যথা- ১. ফাউন্ডেশনের শাখারূপে ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে, বিভাগীয় ও জেলা সদরে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন ; ২. ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, যাতে মসজিদের ইমামগণ ইমামতি ছাড়াও আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব এবং উন্নয়ন কর্মে সক্রিয় সহায়তা দান করতে পারেন; ৩. মসজিদ পাঠাগার স্থাপন এবং মসজিদভিত্তিক সমাজ-কল্যাণ কার্যক্রম গ্রহণ; ৪. বাংলায় একটি বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ; ৫. কুরআনের একটি বৃহৎ তাফ্‌সীর সংকলনের কাজের সূচনাও হয় ফলে, দেশ-বিদেশের 'উলামা' ও বিজ্ঞজনের দৃষ্টি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত দেশের শিক্ষিত সমাজ এবং বুদ্ধিজীবীগণের দৃষ্টিতেও ফাউন্ডেশনের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। জনাব এ.জেড.এম. শামসুল আলম-এর পরবর্তী মহাপরিচালক জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া (কার্যকাল ৩০-৭-৮২ হতে ১২-৪-৮৪ খ্রি.) স্বীয় যোগ্যতা ও কর্মকুশলতার সাথে ফাউন্ডেশনের কর্মসূচী বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কয়েকটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেন, যথা- ১. ইসলামিক মিশন প্রকল্প, ২. মক্তব শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ, ৩. সীরাতুন্নবী (সা) পক্ষ উদ্‌যাপন। এ ছাড়া তিনি কয়েকটি সম্পাদনা বোর্ড গঠন করে জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়নের দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত করেন। তাঁর গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ১. আল-কুরআনে অর্থনীতি, ২. আল-কুরআনে বিজ্ঞান, ৩. ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র ইতিহাস, ৪. বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান, ৫. মুসলিম বাংলার উৎপত্তি ও বিকাশ। জনাব এ. এফ. এম. ইয়াহিয়া-র পরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব এম. এ. সোবহানকে ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন (১২-৪-৮৪ হতে ২৪-১২-৮৭ খ্রি.)। তিনি ও অত্যন্ত সততা, ন্যায়পরায়নতা, যোগ্যতা, সতর্কতা ও স্থির পদক্ষেপে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং আর্থিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সাধন করেন। ফাউন্ডেশনের শত শত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে পেনশন স্কীম গ্রহণসহ চাকুরীর বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে আরো তেরজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন এবং কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। বর্তমানে জনাব মোঃ ফজলুর রহমান (৩১-১০-২০০৫ খ্রি. থেকে) ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় ফাউন্ডেশন ব্যাপক ও বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন বিভাগ দায়িত্ব প্রাপ্ত। এসব কর্মসূচীর মধ্যে রাজস্ব ও উন্নয়ন উভয়বিধ কার্যক্রম রয়েছে। গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ১৩টি বিভাগ*(Department)*, ৪টি বিভাগীয় ও ৬০টি জেলা কার্যালয়, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ও ৩১টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র এবং ৮টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কোন কোন বিভাগের একাধিক শাখা ও রয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্যে প্রকাশনা কার্যক্রম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও বিশ্বকোষ কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অন্যতম বৃহৎ ফলপ্রসূ এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী। ইসলামের মৌলিক আদর্শ, শিক্ষা, শান্তি-সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব-সৌহার্দ, উদারতা, বিশ্বজনীন মানবতার আদর্শ বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রচার ও প্রসার কল্পে এই কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন ধরনের বই-পুস্তক প্রকাশ করা হয়ে থাকে। দু'দশকের অধিককাল ধরে ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রমের আওতায় ইতিমধ্যে পুনর্মুদ্রণসহ তিন হাজার পাঁচশতের অধিক শিরোনামের বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ, আল-কুরআনুল করীম, বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফসহ সিহাহ্ সিত্তাহভূক্ত বিশ্ববিখ্যাত হাদীস গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনসহ অন্যান্য প্রামাণ্য তাফ্সীর গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, আল-বিদায়া ওয়াননিহায়াসহ বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ, আল-কুরআনে অর্থনীতি, *Scientific Indications in the Holy Quran,* ফাতাওয়া ও মাসাইল, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, শিশু-কিশোর সাহিত্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থ ব্যাপকভাবে পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু বই আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সমাদৃত হয় ও স্বীকৃতি লাভ করে।

ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম ইসলামী চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মসূচী। জাতির বাস্তব প্রয়োজনে তথা জনগণের ধর্মীয়, নৈতিক, মননগত উৎকর্ষ সাধন এবং কল্যাণবোধের বিকাশে এ কার্যক্রমের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। প্রকাশনা কার্যক্রমের এ সাফল্যের প্রেক্ষিতে উক্ত কর্মসূচী যাতে আগামীতে আরও ব্যাপকভাবে এবং সুসমন্বিতভাবে এর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বাস্তবায়ন করা যায় সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়নের উদ্যোগ আলোচ্য গবেষণা কর্মে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া আলোচ্য গবেষণা কর্মের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা কার্যক্রমের সফলতা ও ব্যর্থতা নিরূপণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে-যা থেকে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে।

অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে একটি ভূমিকা ও ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর পরিচিতি"। এ অধ্যায়ে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ব্যবস্থাপনা, সাংগঠনিক কাঠামো, তহবিলের উৎস ও এর অগ্রযাত্রাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বিভাগভিত্তিক কার্যক্রম"। এ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তাকারে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সামগ্রিক কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা কর্যক্রম"। এ অধ্যায়ে প্রকাশনা কার্যক্রমের পরিচিতি, বিবরণ, পুস্তক প্রকাশের নীতিমালা ও পদ্ধতি এবং অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "প্রকাশনা কার্যক্রম ঃ পর্যালোচনা ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়"।

এ অধ্যায়ে ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত পুস্তকের পর্যালোচনা ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের প্রয়াস চালানো হয়েছে। বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

১. আল-কুরআন ও তাফ্সীর বিষয়ক প্রকাশনা
২. আল-হাদীস বিষয়ক প্রকাশনা
৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, সীরাত বিশ্বকোষ ও সীরাত বিষয়ক প্রকাশনা
৪. ইসলাম, ইসলামী আদর্শ, আইন ও বিধান বিষয়ক প্রকাশনা

Dhaka University Institutional Repository

৫. সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশনা
৬. সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি বিষয়ক প্রকাশনা
৭. ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা
৮. জীবনী ও অবদান বিষয়ক প্রকাশনা
৯. শিশু-সাহিত্য বিষয়ক প্রকাশনা
১০. নারী বিষয়ক ও অন্যান্য প্রকাশনা এবং
১১.ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা পর্যালোচনা।

পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের তথ্য-সম্বলিত বিষয়ভিত্তিক তালিকা সংযোজন করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "উপসংহার ও প্রস্তাবনা"। পরিশেষে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী সংযোজন করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

অত্র অভিসন্দর্ভ রচনা করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান ও গবেষণা করার কাজে গবেষককে বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কেননা একই বিষয়ে ইতিপূর্বে সামগ্রিক পরিকল্পিত কোন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। তাই এক্ষেত্রে প্রাথমিক কাজের সকল অসুবিধারই সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষত ইতিপূর্বে এ বিষয়ে গবেষণা কর্ম না থাকায় রেফারেন্স গ্রন্থের অপ্রতুলতা তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে। এজন্য তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। তবুও যথাসাধ্য নির্ভূল তথ্য আহরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এ গবেষণাই যে চূড়ান্ত বা পূর্ণাঙ্গ এমন দাবী করা ঠিক হবে না। এ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে অনাগত ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক গবেষণার পথ উন্মুক্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে আমাকে সবচেয়ে বেশী যিনি সহযোগিতা করেছেন, তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন। তাঁর পান্ডিত্য, ধৈর্য্য, বিচক্ষণতা ও স্নেহ এ গবেষণা কর্মে সব সময় আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তিনি আমার জন্য যেভাবে ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন সত্যিই তার তুলনা হয় না। এজন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তাঁর পাশাপাশি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ গবেষণার কাজে আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছেন। এজন্য তাঁর নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, সচিব জনাব হাসান জাহাঙ্গীর আলম, সমন্বয় বিভাগের পরিচালক জনাব আবদুল জলিল জমাদার, গবেষণা বিভাগের পরিচালক জনাব এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, উপ-সচিব জনাব মুহাম্মদ এবাদুল্লাহ, উপ-পরিচালক জনাব মুহাম্মদ আবদুল হালিম, উপপরিচালক জনাব আ.ন.ম.আবদুর রাজ্জাক, সম্পাদক জনাব ফতেহ আলী আযাদ, উপপরিচালক জনাব এম.এ. আহাদ, সহকারী পরিচালক জনাব মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুস, সেকশন অফিসার জনাব আ.ন.ম মঈনুল আহসান, গবেষণা কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মাসুদ ও জনাব খাজা সাইফুদ্দীনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি তাও আজ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমার স্ত্রী মিসেস নার্গিস আক্তার সদাসর্বদা আমাকে গবেষণা কাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর নিরলস সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনে যাদের লেখা বই, বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনা-পর্যালোচনা এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধ থেকে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমার এ দীনী খেদমতটুকু কবুল করে নেন। আমীন!!

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা
অক্টোবর ২০০৮ খ্রি.

মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর পরিচিতি

প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্র প্রধান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারী করে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করেন।[২] একই বছর জুন-জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ অধিবেশনে এ অধ্যাদেশটি অনুমোদন করে অ্যাক্ট বা আইনে রূপান্তরিত করা হয় এবং ১৯৭৫ সালের ১৪ জুলাই এটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।[৩]

'বায়তুল মুকাররম সোসাইটি' এবং 'ইসলামিক একাডেমী' নামক তৎকালীন দু'টি সংস্থার বিলোপ সাধন করে এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রথমোক্ত দুই সংস্থার সমুদয় সম্পদ, দায়-দায়িত্ব এবং কর্মসূচি নবগঠিত এই ফাউন্ডেশনের আওতাভূক্ত হয়।[৪] প্রসঙ্গক্রমে এই দুই সংস্থার পরিচয় নিম্নে পেশ করা হল ঃ

বায়তুল মুকাররম সোসাইটি

১৯৫৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের পূর্ব অংশ পূর্ব পাকিস্তানে (ঢাকায়) একটি বৃহৎ মসজিদ স্থাপন এবং এর আওতায় একটি দারুল উলূম, একটি দারুল ইফ্তা (ফাতাওয়া প্রদান দপ্তর) এবং একটি ইসলামী পাঠাগার পরিচালনার উদ্দেশ্যে 'বায়তুল মুকাররম সোসাইটি' নামক একটি সমিতি গঠন করা হয়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন পাকিস্তানের বিখ্যাত শিল্পপতি জনাব লতিফ বাওয়ানী এবং তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র জনাব ইয়াহিয়া বাওয়ানী।[৫] পাকিস্তানে তখন সামরিক আইন বলবৎ ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন মেজর জেনারেল ওমরাও খান। জনাব লতীফ বাওয়ানী মেজর জেনারেল ওমরাও খানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনহিতকর কাজের চিন্তাভাবনা নিয়ে সাক্ষাত করতে গিয়ে তার মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। পূর্ব পাকিস্তানে একটি ঐতিহাসিক মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনার কথা জেনে মেজর জেনারেল ওমরাও খান আনন্দের সাথে তা বাস্তবায়নে সহযোগিতা দানের আশ্বাস দেন।

লতীফ বাওয়ানীর পরিকল্পনা ওমরাও খানকে দারুনভাবে অনুপ্রাণিত করে। ঢাকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও জনগণের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে ওমরাও খান এমন কিছু করতে চেয়েছিলেন, যাতে পাকিস্তানের এই অঞ্চলের জনগণের মনে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সম্পর্কে শুভ ধারণার সৃষ্টি হয়। ঢাকায় তখনও প্রায় ৮০০-এরও বেশী মসজিদ ছিল। ঢাকায় এমন অনেক ঐতিহাসিক মসজিদ রয়েছে, যেগুলো সারা উপমহাদেশের স্থাপত্য কীর্তি সমতুল্য।

---

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠার তারিখ সম্পর্কে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত *বাংলা পিডিয়ার* ১ম খণ্ডের ৪৪১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে-"১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ বায়তুল মুকাররম সোসাইটি এবং ইসলামিক একাডেমীকে একীভূত করে এক অধ্যাদেশ বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অ্যাক্ট প্রণীত হয়।"

২. এম রহুল আমীন, *বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ*, ইফাবা, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৮৯ খ্রি. পৃষ্ঠা-৩৩।

৩. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, ইফাবা, ঢাকা, প্রকাশনা নং ঃ ১৯১৭, পৃষ্ঠা-২।

৪. আ.ন.ম. আবদুর রহমান, প্রবন্ধ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৮৮ খ্রি., পৃষ্ঠা-৩৫১।

৫. বাওয়ানী পরিবারের সদস্যগণ মূলতঃ পাকিস্তানের নাগরিক। তাঁদের আবাসস্থল পাকিস্তানের করাচিতে। পঞ্চাশের দশকে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্জ আবদুল লতীফ ইবরাহিম বাওয়ানী যাকে সংক্ষেপে লতীফ বাওয়ানী বলা হয় এবং তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র ইয়াহিয়া আহমদ বাওয়ানী যাকে সংক্ষেপে ওয়াই. এ. বাওয়ানী বলা হয় বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) আগমন করে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এছাড়া সমাজ কল্যাণমূলক অনেক প্রতিষ্ঠানও তাঁরা গড়ে তোলেন। তন্মধ্যে বায়তুল মুকাররম সোসাইটি অন্যতম। ইয়াহিয়া আহমদ বাওয়ানী বায়তুল মুকাররম সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন মরহুম আলহাজ্জ আহমদ ইবরাহিম বাওয়ানী। ১৯৬২ সালে ইয়াহিয়া আহমদ বাওয়ানী তাঁর পিতার নামে ঢাকার আরমানিটোলায় 'আহমদ বাওয়ানী একাডেমী' প্রতিষ্ঠা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

লতীফ বাওয়ানীর অনুরোধে ঐতিহাসিক বায়তুল মুকাররম মসজিদের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে লতীফ বাওয়ানীর বাড়িতেই তৎকালীন পাকিস্তানের বিশিষ্ট শিল্পপতিদের একটি সভা ১৯৫৯ সালের ২৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রস্তাবিত বায়তুল মুকাররম মসজিদ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত শিল্পপতি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি ব্যবস্থাপনা পরিষদ[৬] গঠন করা হয় ঃ

১. জনাব জি. এ. মাদানী
২. জনাব এম. এইচ আদমজী
৩. জনাব এ. জেড. এম .রেজাই করিম
৪. জনাব মি.এ. রাজ্জাক
৫. জনাব এ. সাত্তার মনিয়া
৬. জনাব কায়সার এ. মান্নু
৭. জনাব এ. রশিদ
৮. জনাব ইয়াহিয়া আহমদ বাওয়ানী

বায়তুল মুকাররম মসজিদ প্রকল্পের জন্য অর্থ সংগ্রহের নিমিত্তে লতীফ বাওয়ানীর করাচীর বাসভবনেও আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতেও মেজর জেনারেল ওমরাও খান উপস্থিত ছিলেন। ঢাকার ন্যায় এখানেও শিল্পপতিদের কাছ থেকে উৎসাহ ব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়।[৭] লতীফ বাওয়ানীর অবদান এই মসজিদ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শিল্পপতি হিসেবে লতীফ বাওয়ানী সমাজের একজন সম্মানিত লোক ছিলেন। জনহিতকর কাজ ও ধর্মের জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ মুক্ত হস্তে মসজিদ নির্মাণে অর্থ দান করেন।

প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহের পর মসজিদের স্থান নির্বাচনের কাজ শুরু হয়। অবশেষে জি. এ. মাদানী মসজিদের বর্তমান স্থানটি নির্বাচন করেন। কমিটির সবাই স্থানটি পছন্দ করেন। তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ছিলেন জাকির হোসেন। স্থানটি তাঁরও পছন্দ হয়। স্থানটি ছিল খুব অপরিস্কার , ঝোঁপঝাড়ে ভরা ও বস্তি এলাকা। গোয়ালারা এখানে গরু পালত। তাছাড়া ছিল কচুরিপানায় ভরা একটি ডোবা। ডোবাটিকে মাটি দিয়ে ভরাট করার ব্যবস্থা নেন মাদানী। আবুল হোসেন থারিয়ানী ছিলেন বিখ্যাত স্থপতি। তাঁর উপর অর্পিত হল এই পবিত্র মসজিদের নক্শা প্রস্তুত করার দায়িত্ব। তিনি তার স্থপতি জীবনের বিরাট অভিজ্ঞতা দিয়ে আজকের ঐতিহাসিক বায়তুল মুকাররম মসজিদের নক্শা প্রণয়ন করেন।[৮]

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ডমার্শাল আইয়ুব খান ২৭ জানুয়ারী ১৯৬০ সালে মহাড়ম্বরে বায়তুল মুকাররম মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।[৯] প্রেসিডেন্ট এই মসজিদের সার্বিক পরিকল্পনার জন্য বাওয়ানী পরিবারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মসজিদের উন্নয়ন, এর ব্যয়ভার নির্বাহ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অর্থ সংগ্রহের একটা উত্তম উপায় হিসাবে ব্যবস্থাপনা পরিষদ মসজিদের নীচ তলায় বাজার ব মপ্লেক্স নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মেজর জেনারেল ওমরাও খান বলেন "মসজিদ নির্মাণের কাজ যখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে কমিটি তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, জানুয়ারীতে মসজিদে প্রথম জুমার নামাজ আদায় করা হবে। আমি তখন লাহোরে ছিলাম। এই শুভ কার্যোপলক্ষ্যে বায়তুল মুকাররম সোসাইটির সেক্রেটারী ওয়াই.এ. বাওয়ানী আমাকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এই দৃশ্য আমার অন্তরে চিরদিন জাগরুক থাকবে। আল্লাহর দরবারে লাখো শুকরিয়া, বায়তুল মুকাররম মসজিদের নির্মাণ কাজ প্রায় চূড়ান্ত। ঢাকার এই অংশে বায়তুল মুকাররমের ন্যায় একটি স্থাপত্য কীর্তি ইসলামী রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। লতীফ বাওয়ানী আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি এই মসজিদ নির্মাণে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন।"

মেজর জেনারেল ওমরাও খান বলেন, জি. এ. মাদানী, হানীফ আদমজী, ওয়াই.এ. বাওয়ানী, মি.এ রাজ্জাক, মরহুম সাত্তার মনিয়া ও অন্যান্য জনদরদী শিল্পপতির উদারতা, সহৃদয়তা ও সহায়তা না পেলে এই বিরাট কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

---

৬. এম রহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১।
৭. এম রহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩।
৮. এম রহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫।
৯. এম রহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ঢাকা মসজিদের নগরী। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাড়তে থাকে। প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর ধরে (১২০২-১৭৫৭) পাঠান সুলতান ও মোগল সম্রাটগণ বাংলাদেশ শাসন করেন। বাংলার সুবেদার, জেনারেলগণ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রাসাদ, মসজিদ ও মন্দির নির্মাণ করেন। মোগলগণ ঢাকাকে তাদের রাজধানী হিসেবে ব্যবহার করেন। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর নওয়াব ইসমাইল খান চিশতীকে যখন বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন, তখন ১৬০৮ সালে ঢাকার নাম রাখা হয় জাহাঙ্গীরনগর। কিন্তু জনগণ তখনো ঢাকাকে ঢাকা বলেই অভিহিত করত।[১০]

১৬৬৪ সালে নওয়াব শায়েস্তা খান বাংলার সুবেদার হয়ে এসে ঢাকার বিভিন্ন উন্নতি সাধন করেন। তাঁর আমলে বিভিন্ন স্থানে বহু সুরম্য মসজিদ নির্মিত হয়।

মোগল ঢাকার সমৃদ্ধি বজায় ছিল মোটামুটিভাবে এক শতাব্দী (১৬০৮ থেকে ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত । এর মধ্যে আবার শাহ সুজা রাজনৈতিক কারণে ঢাকা থেকে ১৬৩৯ সালে রাজধানী রাজমহলে নিয়ে যান এবং রাজমহল ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত রাজধানী ছিল। এরপর ঢাকা থেকে দ্বিতীয় বারের মত মুর্শীদকুলী খান মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ১৭১৭ সালে। ১৭১৭ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত প্রায় দুই শতাব্দী ঢাকা ছিল একটি সামান্য জেলা শহর। কিন্তু ১৯০৫-সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত হলে ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ১৭১৭ সালে সুবেদার নওয়াব মুর্শীদকুলী খান বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। ১৭৫৭ সালে মুসলমানদের পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে শাসনভার হস্তান্তরিত হয়। তখন থেকেই পূর্ব বাংলার ভাগ্যে তথা বাংলাদেশের জন্য দুর্দিন নেমে আসে। পরিশেষে রাজধানী কলকাতায় স্থানান্তর হওয়ার কারণে উন্নয়নমূলক সকল প্রকার কাজকর্ম কলকাতায় চলতে থাকে। এ সময় অনেক মসজিদ ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে। অনেক মসজিদ সংস্কারের অভাবে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলতে থাকে।

বৃটিশ ভারতের তৎকালীন লর্ড কার্জন পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ আসাম নামে একটি প্রদেশ সৃষ্টি করেন। নতুন প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। বিভিন্ন দিকে ঢাকা আবার অগ্রগতি সাধন করতে থাকে। নতুন প্রদেশে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় মুসলিমরা হিন্দুদের চক্ষুশুলে পরিণত হয়। হিন্দুরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তথা নতুন প্রদেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে থাকে। ঢাকা রাজধানী হওয়ায় এখানে আরো অনেক নতুন নতুন মসজিদ গড়ে উঠতে থাকে এবং অনেক পুরাতন মসজিদের সংস্কার করা হয়।

মুসলিম জাগরণ

হিন্দুদের সাম্প্রদায়িকতা ও বৃটিশ নীতির বৈরিতার কারণে মুসলিমদের অনুভূতিতে বিরাট আঘাত আসে। মুসলিমরা তাদের বৈধ অধিকার আদায়ের জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব স্যার খাজা সলিমুল্লাহ[১১] ও অন্যান্য মুসলিম নেতারা এক বৈঠকে মিলিত হন। এই ঐতিহাসিক বৈঠকে মুসলিম লীগ-এর জন্ম হয়। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক তৎপরতার ফলেই মুসলিমদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি তৎকালীন পাকিস্তানের জন্ম হয়। ঢাকা হয় পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী।

মুসলিমদের হতাশা আর অসন্তোষের মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। ঢাকার উন্নয়ন অগ্রগতি আবার স্তিমিত হয়ে পড়ে। মুসলিমদের আবেগ-অনুভূতিতে আবার আঘাত আসতে থাকে। মুসলিমদের শান্ত করার উদ্দেশ্যে এ সময় ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২] দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্ররা শিক্ষা লাভের জন্য ভর্তি হতে থাকে।

---

১০. এম রহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭।

১১. ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুন নবাব স্যার খাজা সলিমুল্লাহ ঢাকার খাজা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকাতেই তাঁর শৈশব ও কৈশর অতিবাহিত হয়। বৃটিশ ও জার্মান শিক্ষক এবং উর্দু-ফার্সীর বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে তিনি স্বগৃহে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার কমিশনার লটমন জনসনের সুনজর ও নিজ বংশ গৌরবের আনুকূল্যে তিনি জুনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। এ পদে তিনি ১৮৯৩ সালের ১ নভেম্বর থেকে ১৮৯৪ সালের ১১ মার্চ পর্যন্ত ময়মনসিংহে এবং তৎপর ১৮৯৫ সালের মার্চ পর্যন্ত মুযাফফরপুরে (বিহার) চাকরীরত ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এ পদ থেকে ইস্তফা দেন। তখন থেকে ১৯০১ সালের মধ্য ডিসেম্বরে নওয়াবরূপে (ওয়ারিশসূত্রে) পিতার স্থলাভিষিক্ত হওয়া পর্যন্ত পাঁচ-ছয় বছর তাঁকে অতিকষ্টে দিন যাপন করতে হয়। তারযোগে পিতার মৃত্যুর (১৬ ডিসেম্বর) খবর পেয়ে খাজা সলিমুল্লাহ পরের দিন প্রাতে ঢাকায় উপনীত হন। জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে নওয়াব পদে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি পিতার এস্টেট পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তখন থেকে নওয়াব পরিবারের প্রধানরূপে তাঁর উপর ঢাকার নাগরিক ও সামাজিক জীবনের উন্নতি সাধনে পুরোপুরি নিয়োজিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা নগরী

প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ায় এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছিন্নমূল মানুষ দলে দলে এসে ভিড় জমানোর কারণে ঢাকার লোকসংখ্যা দিন দিন দ্রুত বেড়ে যেতে থাকে। নতুন প্রদেশের নতুন রাজধানীতে বিভিন্ন অফিস আদালত গড়ে ওঠার ফলে রাজধানী ঢাকা ব্যবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

স্বাধীনতার পর জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে নতুন নতুন জায়গা শহর এলাকার আওতায় চলে আসতে থাকে। নতুন সরকার রাজধানী ঢাকার উন্নয়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ঢাকাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী করার ঘোষণা প্রদান করে এবং জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ ও প্রাদেশিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এভাবে বৃহত্তর ঢাকা নগরী উন্নয়নের মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

তখন বৃহত্তর ঢাকা নগরীর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১০ লক্ষ, যা বর্তমানে প্রায় এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে। নগরীর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে নগরীর মসজিদ এবং মসজিদের আয়তনের পরিমাণ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়। তখন কুর্মিটোলা, টিকাটুলী ,আমিনবাগে কিছু কিছু মসজিদ তৈরী হলেও প্রয়োজনের তুলনায় ছিল অনেক কম। এই সব মসজিদে তখন বাৎসরিক ঈদের নামায আদায়ের মত জায়গার ব্যবস্থা ছিল না। বায়তুল মুকাররম মসজিদের ন্যায় একটি বিরাট মসজিদই সে অভাব পূরণ করে।

বিরাট আকারের এরূপ একটি মসজিদ নির্মাণের কথা সর্ব প্রথম চিন্তা করেন ১৯৫৯ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল ওমরাও খান। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে বায়তুল মুকাররম সোসাইটির জন্ম। প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই বায়তুল মুকাররম সোসাইটি ঢাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বায়তুল মুকাররমের ন্যায় একটি মসজিদ নির্মাণের চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। বায়তুল মুকাররম মসজিদকে আরো বহু গুনে সার্থক করে তোলার জন্য সোসাইটি দারুল উলুম, দারুল ইফ্তা, সীরাত লাইব্রেরী, ইসলামিক লাইব্রেরী ও শপিং সেন্টার খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বায়তুল মুকাররমের বিভিন্ন কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শপিং সেন্টার খোলার চিন্তা-ভাবনা করা হয়।

জনাব জি. এ. মাদানী ছিলেন বায়তুল মুকাররম সোসাইটির নির্বাচিত চেয়ারম্যান। জনাব হানিফ আদমজী কোষাধ্যক্ষ। জনাব ইয়াহিয়া আমদ বাওয়ানী সচিব। প্রত্যেক বছরই কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো। এই কমিটি ত্যাগের মনোভাব নিয়েই সব সময় কাজ করতেন।

বায়তুল মুকাররম নামটি জনাব জি.এ. মাদানী সাহেব প্রস্তাব করেছিলেন, আর ম্যানেজিং কমিটি তা অনুমোদন করে। জনাব মাদানী সাহেব মসজিদের স্থানও নির্বাচন করেছিলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁর নির্বাচিত স্থান অনুমোদন করেছিলেন।

বায়তুল মুকাররম সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. স্কুল, কলেজ,ইনষ্টিটিউট, বোর্ডিং, হোষ্টেল, ডিস্পেন্সারী, হাসপাতাল, এতিমখানা স্থাপন ও পরিচালনা;
২. মসজিদ, অফিস, হল, তথ্যকেন্দ্র, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা, কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রকাশনা কর্মসূচী গ্রহণ। পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশ;
৩. কুরআন-হাদীসের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ, বিক্রয় ও বন্টন;
৪. ইসলামের নীতি ও আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করা;
৫. জনগণের মধ্যে ধর্মীয়, নৈতিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রচার ও প্রসার;
৬. ইয়াতিম ও অসহায় শিশুদের প্রতিপালন ও সেবা প্রদান;
৭. উচ্চ-শিক্ষার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা;
৮. গরীব নিঃস্ব, ঋণগ্রস্থ, মুসাফির ও নওমুসলিমদেরকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান;
৯. ইসলামের দৃষ্টিতে সাধারণ জীবন যাপনের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

১২.(ক) এম রহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯। (খ) ড.আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক, *বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, প্রমিনেন্ট পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী/২০০৩, পৃষ্ঠা-৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

বায়তুল মুকাররম সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন ঃ

১.	জনাব জি.এ. মাদানী (কমিশনার ওয়ার্কস, হাউজিং এন্ড সেটেলমেন্ট)	চেয়ারম্যান
২.	জনাব হানিফ আদমজী (আদমজী জুট মিলস লিঃ)	কোষাধ্যক্ষ
৩.	জনাব এ.জেড.এম. রিযা-ই-করীম (সাত্তার ম্যাচ ওয়ার্কস লিঃ)	সচিব
৪.	জনাব এ.রাজ্জাক (আমীন জুট মিলস লিঃ)	সদস্য
৫.	জনাব এ.সাত্তার মানিয়া (করীম জুট মিলস লিঃ)	সদস্য
৬.	জনাব কায়সার এ. মান্নু (অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ)	সদস্য
৭.	জনাব এ. রশীদ (ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান)	সদস্য
৮.	জনাব ওয়াই.এ. বাওয়ানী (লতীফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লিঃ)	সদস্য

উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের সমন্বয়ে সোসাইটির প্রথম ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়। বায়তুল মুকাররম কমপ্লেক্সের নীল নক্শা প্রণয়ন করেন প্রখ্যাত স্থপতি আবুল হোসাইন থারিয়ানী, কর্ম তত্ত্বাবধানে ছিলেন তাঁর সুযোগ্য সন্তান জনাব টি. থারিয়ানী এবং ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার জনাব মুঈনুল ইসলাম।[১৩.]

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইয়ুব খান ২৭ জানুয়ারী ১৯৬০ সালে বায়তুল মুকাররম মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মসজিদের জন্য উদার হস্তে দান করার আহবান জানানো হলে উপস্থিত জনতা থেকে সাথে সাথে পাঁচ লক্ষ টাকা আদায় হয়। জেনারেল ওমরাও খান এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জাকির হোসেনও উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিনে মসজিদের মহাপরিকল্পনার মডেল জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে রাখা হয়।[১৪.]

সোসাইটি দ্রুত শপিং সেন্টারের অংশটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে এবং যাঁরা শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণে সালামী প্রদান করেন, তাঁদের জন্য দোকানগুলো বন্টন করে দেওয়া হয়। বায়তুল মুকাররম মসজিদ ও তার সন্নিহিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য শপিং কমপ্লেক্স তখন থেকেই অর্থের যোগান দিয়ে আসছিল। মসজিদের মূল ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছিল হিতাকাঙক্ষী লোকদের প্রদত্ত চাঁদার টাকা থেকে। পরীবাগের পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ শাহ্ আবদুর রহীম সাহেব ১৩৭৯ হিজরীর ২৭ রমযান জুম'আতুল বিদার (২৫ মার্চ ১৯৬০ খ্রি.) নামাযে মিহরাবের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে উক্ত কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মসজিদে প্রথম নামায অনুষ্ঠিত হয় ২৫ জানুয়ারী ১৯৬৩, রোজ শুক্রবার। প্রথম তারাবীর নামায অনুষ্ঠিত হয় ২৬ জানুয়ারী ১৯৬৩ সালে।[১৫.]

ভবনের বিস্তারিত বর্ণনা

মসজিদসহ পুরো প্রকল্পটি মোট ৮.৩০ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। মসজিদ ভবনটি মোট আট তলা বিশিষ্ট হলেও এর প্রধান মসজিদ ভবনটি ছয় তলা বিশিষ্ট। নীচতলার প্রধান কক্ষটি হলো ১১৭ x ৮৩ এবং ৮২ x ১৬, এর মোট আয়তন ১১,০২৩ বর্গফুট। নীচতলার সাথে রয়েছে সুপরিসর বারান্দা। এর ব্যালকনির আয়তন ১,৮৫৬ বর্গফুট। নীচের বারান্দাসহ নীচতলার মোট আয়তন ১২,৩৫০ বর্গফুট। পূর্ব পার্শ্বের সাহানটির আয়তন ২৯,০০০ বর্গফুট। সাহানের দক্ষিণ পার্শ্বের ওযুখানাটির আয়তন ৩,৬৭৬ বর্গফুট। এতে রয়েছে ১২০টি আসন ও ১২০টি টেপ। সাহানের উত্তর পার্শ্বেও রয়েছে একটি ওযুখানা, এর আয়তন ৩,০৫৯ বর্গফুট। ওযুর জন্য রয়েছে কৃত্রিম লেক। দক্ষিণ পার্শ্বের ওযুখানার ওপরেই রয়েছে ৪,৫০২ বর্গফুটবিশিষ্ট একটি মহিলা নামায কক্ষ। এখানে মহিলাদের সব ব্যবস্থা মহিলা খাদিমের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। দক্ষিণ পার্শ্বের মহিলা ওযুখানার আয়তন ৬২৭ বর্গফুট।

মসজিদের তিন দিকেই বিস্তৃত বারান্দা। সূর্যের আলো আর বাতাস প্রবেশের প্রচুর সুবিধা রয়েছে। মসজিদের ভেতরের অংশটিও মনোমুগ্ধকর। এটিও মনে এনে দেয় অনাবিল শান্তি। ইসলামী স্থাপত্য আর আধুনিক স্থাপত্যের এ এক অপূর্ব সমন্বয়। সব কিছুই এর আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। অতি অলঙ্করণ করে স্বাভাবিকতাকে খর্ব করার কোন চেষ্টাও এখানে নেই। অনাড়ম্বর অথচ সৌন্দর্যমন্ডিত এরূপ মসজিদ ইসলামের অনাবিল স্থাপত্যকীর্তির পরিচায়ক। সাধারণভাবে ভাবতে গেলে মসজিদটিকে আপন স্থাপত্যকর্মে অপূর্ব মহিমাময় মনে হয়।

---

১৩. *বায়তুল মুকাররম মঞ্চ নামক মুখপাত্র*, ১৯৬৮ খ্রি., পৃষ্ঠা-৬।

১৪. এম রহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫।

১৫. এম রহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের সামনের সাহানটিকে চোখে আটকায় না–এমন লাল রঙে রঙিন করা হয়েছে, যাতে সকাল বিকালের রোদ অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা করে। সাহানের ডানে ও বাঁয়ে মহিলা মুসল্লীদের জন্য সুপ্রশস্ত মহিলা নামায কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। সাহানের পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে আরেক ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ি থেকে পূর্ব গেটেই আরেকটি কৃত্রিম লেক, ঝরনা, ফুল আর সবুজ ঘাসে ভরা খোলা মাঠ। পূর্ব দিকে গেটটিকে রাজউক রোড পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এটি সম্পন্ন হলে বায়তুল মুকাররম মসজিদকে আরো নয়নাভিরাম মনে হবে।

মসজিদের উত্তর পার্শ্বেও রয়েছে দক্ষিণ পার্শ্বের ন্যায় তিনটি সিঁড়ি। সিঁড়ির পার্শ্বেই ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অফিস। মসজিদের দক্ষিণ পশ্চিম এবং উত্তর পূর্ব কোণে মুসল্লীদের সুবিধার জন্যে রয়েছে দুটো গাড়ি পার্কিং এরিয়া। মসজিদের সাথেই রয়েছে বাংলাদেশের ইসলামী লাইব্রেরীর জগতে একটি শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধশালী লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরীতে রয়েছে বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ও লক্ষাধিক গ্রন্থের এক অমূল্য ভান্ডার।

মসজিদের দোতলা ও তৃতীয় তলায় রয়েছে দুইটি সুবৃহৎ কক্ষ। প্রতিটিই ১১,৩৮০ বর্গফুট। চতুর্থ ও পঞ্চম তলার কক্ষগুলো একটু ভিন্ন ধরনের। এর প্রতিটিরই আয়তন ৬,৯৩৪ বর্গফুট। ষষ্ঠ তলার কক্ষের আয়তন ৭,৪৩৮ বর্গফুট।

সর্ববৃহৎ মসজিদ

বায়তুল মুকাররম মসজিদ তৎকালে শুধু ঢাকা নয়, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছিল সর্ববৃহৎ মসজিদ। মসজিদের প্রধান অংশ নামাযখানার আয়তন ৬০,০০০ বর্গফুট। মিহরাব থেকে প্রধান মসজিদ ভবনটির উচ্চতা ৯৯ ফুট। মহিলা নামায কক্ষের জন্য আলাদা গেটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মূল ভবনের সামনে রয়েছে বিরাট সাহান। বড় বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে যাতে লোকের সংকুলান করা যায় সেজন্য পরিকল্পিত উপায়ে মসজিদের দক্ষিণে ও উত্তরে প্রচুর জায়গার ব্যবস্থা রয়েছে।

বায়তুল মুকাররম মসজিদ নির্মাণে আধুনিক ও মুসলিম স্থাপত্যের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। মসজিদের নক্শা প্রণয়ন করেন বিখ্যাত মুসলিম স্থপতি আবুল হোসেন থারিয়ানী। এর তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন তাঁর পুত্র টি. থারিয়ানী। সি. এন্ড বি.-র সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার মাঈনুল ইসলাম প্রকৌশলীর পুরো দায়িত্বে থেকে মসজিদ ভবনের সঠিক নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধান করেন।

যে স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, ১৯৫৯ সালে তা হুকুম দখল করা হয়। বহু চিন্তা-ভাবনার পর প্রস্তাবিত মসজিদের মহাপরিকল্পনা তৈরী করা হয়। সাবেক ইসলামিক একাডেমী এবং স্কাউটস এসোসিয়েশন ভবন এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়। বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ভবনগুলোর সংকুলানের কথা চিন্তা করা হয়েছিল।

মসজিদের স্থাপত্য কর্ম

আধুনিক স্থাপত্য শিল্পে বায়তুল মুকাররম মসজিদ একটি বিখ্যাত স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে ঢাকা নগরীর শোভা বর্ধন করে চলছে। বর্তমান ও অতীত শুধুই নয়, ভবিষ্যতেও এর স্থাপত্য নিদর্শন আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আধুনিক ঢাকার এটি একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। মসজিদ নগরী ঢাকা-তার বুকে দেশের সবচেয়ে বৃহত্তম স্থাপত্য কর্ম জনগণের আশা-আকাঙক্ষার প্রতীক হয়ে যুগ ধরে মসলিমদের হৃদয়ে আনন্দের উৎস হয়ে থাকবে। এই মসজিদকে কেন্দ্র করে দেশের অন্যত্রও এরূপ পবিত্র প্রাসাদ গড়ে উঠবে।

মসজিদের যে কোন প্রান্ত থেকে মূল ভবনের দিকে তাকালে ভবনের নয়নাভিরাম দৃশ্য সবারই মন কেড়ে নেবে। নগরীর প্রাণকেন্দ্র আর বাণিজ্যিক এলাকার কেন্দ্র বিন্দুতে এর অবস্থানের দরুণ এই স্থাপত্য কর্মের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

বায়তুল মুকাররম মসজিদ আজ যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছে তা আমাদের সুদূর অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নবাবপুর রোড বা গুলিস্তানের দিক থেকে এলেই দেখা যাবে বায়তুল মুকাররম এক অপূর্ব গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর নির্মাণ কৌশল বিশেষ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। মসজিদে প্রথম পা দিতেই সুউচ্চ সিঁড়ি আর তিনটি কৌনিক খিলানে সাজানো মসজিদের মূল প্রবেশদ্বার নজরে পড়বে। সামনের ঘড়ি আপনাকে প্রতি মুহূর্তেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে নামাযের ওয়াক্ত। শবে-বরাত, শবে-কদর উপলক্ষে মসজিদটি মুসল্লীতে ভরে যায়। ওযু সমাপনে যাতে একটুও অসুবিধা না হয়, সেজন্য ওযুখানা নির্মাণে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে। মসজিদ সব সময়ই লোকে লোকারণ্য থাকে। কেউ আসছে দূর-দূরান্ত থেকে নামায পড়তে আর কেউ আসছে বায়তুল মুকাররম মসজিদটিকে এক নজর দেখতে।

Dhaka University Institutional Repository

বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারী বেতন স্কেল, পদমর্যাদা, পদবিন্যাস ইত্যাদি মসজিদের খিদমতে নিয়োজিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মসজিদের বিভিন্ন পদে নিয়োজিত আছেন ঃ

১. খতিব ১জন
২. ইমাম ৩ জন
৩. মুয়াযযিন ২ জন
৪. খাদেম ২০ জন
৫. মাইক অপারেটর ১জন
৬. গার্ড ৫ জন এবং
৭. সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন একজন কর্মকর্তা।[১৬.]

বায়তুল মুকাররম মসজিদ বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ। এই মসজিদের কর্মতৎপরতার পরিধিও ব্যাপক। প্রাত্যহিক ও শুক্রবারের জুম'আর নামায ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান এই মসজিদে হয়ে থাকে। ওয়াজ ও যিকির-এর মাহ্ফিল, দেশী-বিদেশী আলেমদের সমাবেশ, মুসলিম নেতৃবৃন্দের সমাবেশ প্রভৃতি এ মসজিদে হয়ে থাকে। প্রতিবছর অত্যন্ত জাঁক জমকের সাথে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, শবে-বরাত, শবে-কদর, শবে মি'রাজ-এর নামাজ ও আলোচনাসহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানমালা বায়তুল মুকাররম মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিশেষ ক্ষেত্রে ঈদের নামাযের প্রধান জামায়াত এ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মুফ্তী আমিমুল এহ্সান (র)[১৭.],মুফ্তী আবদুল মুঈজ (র)[১৮.] ও

---

১৬. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন*, ১৯৮৯-৯০, ইফাবা, ঢাকা-১৯৯০ খ্রি., পৃষ্ঠা-৯।

১৭. মুফতি আমিমুল ইহসানের প্রকৃত নাম সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দেদী আল-বারাকাতী আল-হানাফী। মুফতী সাহেবের পিতার নাম সাইয়িদ ইবদুল মান্নান, মাতার নাম সাইয়িদা সজেদা। পিতামাতা উভয় সূত্রেই তিনি মহানবীর অধঃস্তন পুরুষ। ১৩২৯ হিজরীর ২২ মুহাররম তথা ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী সোমবার প্রত্যুষে তিনি পাঁচনা গ্রামে তাঁর মাতামহের বাড়ীতে ভূমিষ্ট হন। আমীমুল ইহসান সুপণ্ডিত বাবা ও চাচার নিকট প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন।

১৯২৬ সালে পনর বছর বয়সে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় আলিম প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি বিশিষ্ট ইসলামী পণ্ডিত ও পুণ্যবান ব্যক্তিগণের নিকট দারস-এ নিযামীর অনুমোদিত বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন।তিনি ১৯২৯ সালে লোয়ার স্ট্যান্ডার্ড (আলিম) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৩য়, ১৯৩১ সালে ফাযিল এবং ১৯৩৩ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৯৪৩ সালে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় উর্দূ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর আলিয়া মাদ্রসার এ্যাংলো-আরবী বিভাগ ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তখন তিনি কর্মরত অবস্থায় ঢাকায় চলে আসেন এবং স্থায়ী নিবাস স্থাপন করেন। মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় মুফতী সাহেব একই পদে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বহাল থাকেন। ১৯৫৫ সালে তিনি হেড মাওলানার পদে মনোনয়ন লাভ করেন।

১৯৫৫ সালে পুরানা পল্টন ময়দানে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় ঈদগাহের ইমামতির ভার মুফতি সাহেবের উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৬৪ সালে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম মসজিদ কমিটি সর্বসম্মতভাবে তাঁকে খতীব মনোনীত করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তিগত ডাক্তারের পরামর্শ এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে ১৯৭৪ সালের ২২ অক্টোবর তিনি চার মাসের ছুটি নিয়ে বায়তুল মুকাররম ছেড়ে আসেন। ছুটি নেয়ার পাঁচ দিন পর ১৯৭৪ সালের ২৭ অক্টোবর শনিবার তিনি ইন্তিকাল করেন। পরদিন ২৮ অক্টোবর বায়তুল মুকাররম মসজিদে তাঁর জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর তাঁকে বাড়ির পার্শ্বের নকশে বন্দী মসজিদের দক্ষিণ পাশে চিরনিদ্রায় শয়ন করিয়ে দেয়া হয়।

১৮. মুফতী আবদুল মুঈজ ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর নোয়াখালী জেলার (বর্তমান লক্ষীপুর জেলা) বড়তলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামী ইলমে গভীর পাণ্ডিত্য ও ধর্মনিষ্ঠা, অমায়িক ব্যবহার ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী মরহুম মুফতী আবদুল মুঈজকে শ্রদ্ধা করতেন না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। নোয়াখালীর বড়তলী গ্রামের মওলানা আবদুল আযিযের সন্তান মুফতি আবদুল মুঈজ কৃতিত্বপূর্ণ ছাত্র জীবনের শেষ পর্বে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে দাওরা (টাইটেল) এবং ফতওয়ায় বিশেষ ডিগ্রী লাভ করেন। দেওবন্দের মুহতামিম কারী তায়্যিবের সহচর্যে এসে তিনি তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা সম্পন্ন করেন। কর্ম জীবনে তিনি ঢাকার লালবাগ মাদ্রাসার মুহাদ্দিস এবং মুফতির দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর লেখা অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন। ১৯৭৪ সাল থেকে ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি দীর্ঘকাল জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের সম্মানিত খতিবের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বোর্ড অব গভর্নরস্ এবং জাতীয় যাকাত বোর্ডের সদস্য ছিলেন। সাম্প্রতিককালে এ দেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিবেদিত এই পণ্ডিত মনীষী মরহুম আশরাফ আলী থানভীর খলীফা ছিলেন। তিনি ২৬-০৮-১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। ঐদিনই বাদ যুহর লালবাগ শাহী মসজিদে তাঁর প্রথম জানাযা এবং বাদ আসর বায়তুল মুকাররম মসজিদে দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন সকালে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে তৃতীয় জানাযা শেষে তাঁকে দাফন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ওবায়দুল হক (র) [১৯] সাহেবের ন্যায় বিশিষ্ট আলিম এই মসজিদের খতিবের মত গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব পালন করে জাতির খিদমত করে গেছেন। [২০]

বায়তুল মুকাররম মসজিদ কমপ্লেক্সের বৈশিষ্ট্য

১. বায়তুল মুকাররম মসজিদ দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ মসজিদগুলোর মধ্যে একটি মসজিদ ;
২. মসজিদটি আর্থিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ; আর্থিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় ইসলামী দাওয়াহ কার্যক্রম সম্প্রসারণে এ মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ;
৩. মসজিদকে কেন্দ্র করে দেশের একমাত্র সরকারী দীনী প্রতিষ্ঠান 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' পরিচালিত হচ্ছে ;
৪. মসজিদকে কেন্দ্র করে ঢাকা শহরের সর্ব বৃহৎ ইসলামী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ;
৫. মসজিদকে কেন্দ্র করে ঢাকা শহরের একটি বৃহৎ মার্কেট কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর আয়তন ৩৭,২৩৭ বর্গফুট ; এ মার্কেটে বর্তমানে ৫৮৫ টি দোকান রয়েছে। আরো ৪৮ টি দোকান বরাদ্দের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে মার্কেট শাখা থেকে জানা যায়।
৬. মসজিদসহ পুরো কমপ্লেক্স মোট ৮.৩০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। [২১]

বায়তুল মুকাররম মসজিদের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য

১. বায়তুল মুকাররম মসজিদের স্থাপত্য রীতি পবিত্র কা'বা ঘরের আদলে নির্মিত। এর নির্মাণশৈলী থেকে বাংলাদেশের চিরাচরিত ইসলামী ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ;
২. বায়তুল মুকাররম মসজিদের প্রধান আকর্ষণ এর 'লিওয়ান' বা মূল নামায কক্ষ। এ ধরনের 'লিওয়ান' নির্মাণে সাধারণত খিলান ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে খিলানের পরিবর্তে স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছে ;
৩. এই মসজিদের সুপরিসর সাহান প্রাচীন মুসলিম স্থাপত্য রীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। উপরন্তু সুপরিসর স্থান থাকায় আয়তাকার মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে ;

---

১৯. মাওলানা উবায়দুল হক (র) সিলেটের জকিগঞ্জ থানার বারটাকুরি গ্রামে ১৯২৮ সালের ২ মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা জহুরুল হকও ছিলেন একজন আলেম। পার্শ্ববর্তী বিয়ানীবাজার থানার সুপনাদি কওমী মাদ্রাসায় পড়াশুনা শুরু করে শামছুল হক শাহবাগী (র)-এর কাছ থেকে আরবী কিতাবে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন । পিতার প্রতিষ্ঠিত মুন্সীবাজার আয়েরগাঁও মাদ্রাসায় দুই বছর পড়াশোনা করেন। ১৪ বছর বয়সে ১৩২৬ হিজরীতে (১৯৪২) উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য উপমহাদেশের শীর্ষ দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসায় যান। সেখানে তিনি কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি দাওরায়ে হাদীস, তাফসীর শাস্ত্র ও আইন শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ (র) ও হযরত ইদরিস কান্দুলভী (র)-এর কাছ থেকে তাফসীর ও হাদীসের ওপর বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন।

তিনি ১৩৭০ হিজরীতে (১৯৫০) ঢাকার বড় কাটরা হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্রাসায় যোগদান করেন। এখানে তিনি বুখারী ও তিরমিযী শরীফ পড়াতেন। তিনি পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মুহাদ্দিস হিসেবে হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা দেন। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তাফসীর বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত অতিরিক্ত উপাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৮০ সালে হেড মাওলানা হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৬-৮৭ সালে চট্টগ্রামের পটিয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন। ১৯৮৭ সাল থেকে ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত সিলেটের জামিয়া কাসিমুল উলূম দরগাহ মাদ্রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া তিনি ঢাকার আজিমপুর ফয়জুল উলূম মাদ্রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ইন্সুরেন্স ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শরীয়াহ বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৮৪ সালে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের তৎকালীন খতীব মুফতী আবদুল মুয়িজ (র)-এর ইন্তিকালের পর তিনি তৃতীয় খতীব হিসেবে যোগদান করেন। সেই থেকে ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর তীক্ষ্ণ ও স্পষ্টবাদী খুতবা এদেশের ধর্মীয় ও জাতীয় জীবনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। তিনি জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন। বায়তুল মুকাররমের খতীব হিসেবে তিনি ঢাকায় জাতীয় ঈদগাহেরও খতীব ছিলেন।

তিনি খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে নবুওয়াতের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। গত ৬ অক্টোবর ২০০৭ শনিবার রাত ১১.০০ টায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে তিনি ইন্তিকাল করেন । ৭ অক্টোবর রবিবার বিকেল ৩ টায় জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে তাঁকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

২০. এম রহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩১।

২১. এম রুহুল আমীন, *বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ*, ইফাবা, ঢাকা, ২য় প্রকাশ, মে ২০০৫ খ্রি., পৃষ্ঠা-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

৪. মসজিদ ভবনটি মোট ৮তলা বিশিষ্ট হলেও এর প্রধান মসজিদ গৃহটি ৬তলা বিশিষ্ট। নীচতলার প্রধান কক্ষটি ১১৭ x ৮৩ এবং ৮২ x ১৬। মোট আয়তন ১১,০২৩ বর্গফুট ;

৫. নীচতলার সাথে রয়েছে সুপরিসর বারান্দা। এর আয়তন ১,৮৫৬ বর্গফুট। নীচের বারান্দাসহ নীচতলার মোট আয়তন ১২,৩৫০ বর্গফুট ;

৬. পূর্ব পার্শ্বে সাহানের আয়তন ২৯,০০০ বর্গফুট। সাহানের দক্ষিণ পার্শ্বের ওযুখানার আয়তন ৩,৬৭৬ বর্গফুট। এতে রয়েছে ১২০টি আসন সম্বলিত ১২০টি টেপ। ওযুখানার উপরে রয়েছে ৪,৫০২ বর্গফুট আয়তনের একটি মহিলা নামায কক্ষ ;

৭. সাহানের উত্তর পার্শ্বের ওযুখানার আয়তন ৩,০৫৯ বর্গফুট। সেখানে ওযুর জন্য রয়েছে কৃত্রিম লেক ;

৮. মসজিদের তিন দিকে রয়েছে সুবিস্তৃত বারান্দা। সূর্যের আলো-বাতাস প্রবেশের সুবিধা থাকায় এর পরিবেশ অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ;

৯. বায়তুল মুকাররম মসজিদ ইসলামী স্থাপত্য রীতি ও আধুনিক স্থাপত্য রীতির এক অপূর্ব সমন্বয় ;

১০. মসজিদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় রয়েছে দু'টি সুবৃহৎ কক্ষ। প্রতিটির আয়তন ১১,৩৮০ বর্গফুট। চতুর্থ ও পঞ্চম তলার নামায কক্ষের প্রতিটির আয়তন ৬,৯৪৩ বর্গফুট। ষষ্ঠ তলার আয়তন ৭,৪৩৮ বর্গফুট ;

১১. মসজিদের প্রধান অংশ নামায গৃহের মোট আয়তন ৬০,০০০ বর্গফুট। মিহ্‌রাব থেকে প্রধান মসজিদ ভবনের উচ্চতা ৯৯ ফুট।[২২]

ইসলামিক একাডেমী

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ঢাকার কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও উৎসাহী বুদ্ধিজীবি ১৯৫৯ সালে ঢাকায় 'দারুল উলূম' প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছর 'ইসলামিক একাডেমী' নামে এর নতুন নামকরণ করা হয়। এই 'দারুল উলূম' ১৯৫৯ সালের ১২ আগস্টে চট্টগ্রাম জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর সাথে ১৮৬০ সালের সোসাইটিজ রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট-২১ অনুসারে রেজিষ্ট্রি করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি হামিদুর রহমান এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন্স এর ডিরেক্টর জনাব এ. টি. এম. আবদুল মতিন অবৈতনিক পরিচালক নির্বাচিত হন। বায়তুল মুকাররম চত্তরের উত্তর পার্শ্বে তৎকালে অবস্থিত বয়েজ স্কাউট ভবনের উপর তলায় এর কার্যালয় স্থাপন করা হয়।[২৩]

১৯৬০ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে করাচীতে কেন্দ্রীয় ইসলামিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৪] করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ ইশতিয়াক হোসেন কোরেশী এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন।

এই সময় তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমানের উদ্যোগে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ জনাব আবুল হাশিমের সাথে রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মরহুম মুহাম্মদ আইয়ুব খানের এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। এই সাক্ষাৎকারের সময় গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় আলোচনা প্রসঙ্গে করাচীতে নব প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ''ইসলামিক গবেষণা ইনস্টিটিউট''এর অনুরূপ ঢাকায় একটি ইনস্টিটিউট স্থাপনের অপরিহার্যতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই আলোচনার ফলশ্রুতিস্বরূপ কেন্দ্রীয় ইসলামিক ইনস্টিটিউট এর পরিচালক ডঃ আই এইচ কোরেশী ঢাকায় আগমন করেন এবং 'দারুল উলূম'-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি হামুদুর রহমান, জনাব আবুল হাশিম ও জনাব এ.টি.এম. মতিনের সাথে সাক্ষাৎ করে 'দারুল উলূম'-কে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ইসলামিক গবেষণা ইনস্টিটিউট এর শাখারূপে স্বীকৃতিদানের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব মুতাবিক 'দারুল উলূমের' অবৈতনিক পরিচালক ১৮ জুলাই ১৯৬০ খ্রি. 'দারুল উলূম'কে কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউটের শাখারূপে স্বীকৃতি দানের জন্য একটি পত্র পাঠান। ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ইসলামী গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যকরী পরিষদের দ্বিতীয় সভায় এই প্রস্তাব আলোচিত ও অনুমোদিত হয়।

---

২২. এম রহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬।

২৩. বজলুল হক, প্রবন্ধ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ২০ঃ ১ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ খ্রি., ইফাবা, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৯২।

২৪. *Govt. of Pakistan Notification* No. F 15-1/59-E IV dated Rawal Pindi, March 10, 1960.

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ আই এইচ কোরেশী 'দারুল উলূম'-ঢাকার চেয়ারম্যান বিচারপতি হামুদুর রহমানকে পত্রযোগে এই অনুমোদনের কথা অবহিত করেন।[২৫] কেন্দ্রীয় ইসলামী গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক স্বীকৃতি দানের প্রাক্কালে পূর্বের গঠনতন্ত্রের আমুল সংশোধন করা হয়। সংশোধিত গঠনতন্ত্রে ঢাকা 'দারুল উলূম' নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামিক একাডেমী', ঢাকা নামকরণ করা হয় এবং 'ইসলামিক একাডেমী' ঢাকাকে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষণা করা হয়। একাডেমীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বোর্ড অব গভর্নরস গঠনের বিধান দেয়া হয়।

এ বিধান অনুযায়ী স্থির হয় যে 'ইসলামিক একাডেমী' ঢাকার ডিরেক্টরদ্বয়, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদ্বয়, একাডেমীর পৃষ্ঠপোষক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষাবিদ ও একজন ধর্মবেত্তা এবং একাডেমীর সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত তিনজন সদস্যের সমন্বয়ে বোর্ড অব গভর্নরস গঠিত হবে। বছরে দুবার বোর্ড অব গভর্নরসের সভা অনুষ্ঠিত হবে। অন্তর্বর্তীকালীন কার্য-নির্বাহের জন্য একাডেমীর চেয়ারম্যান, পরিচালক এবং বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক নির্বাচিত তিনজন সদস্যের সমন্বয়ে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কর্ম-পরিষদ গঠিত হবে।

সাবেক 'দারুল উলূম'-এর চেয়ারম্যান ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা-এর চেয়ারম্যান পদে বহাল থাকবেন এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান স্বয়ং প্রথম পরিচালক নিয়োগ করবেন। সংশোধিত গঠনতন্ত্র অবিলম্বে কার্যকরী হয় এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সাবেক 'দারুল উলূম'-এর চেয়ারম্যন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি হামুদুর রহমান 'ইসলামিক একাডেমী' ঢাকা-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। অতপর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ০৮/১১/১৯৬০ খ্রি. তারিখে জনাব আবুল হাশিমকে একাডেমীর প্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্নর লেঃ জেনারেল আজম খান শিক্ষাবিদ হিসেবে প্রাদেশিক শিক্ষা পরিচালক জনাব শামসুল হক ও ধর্ম বেত্তা হিসেবে ডঃ সানাউল্লাহ ব্যারিষ্টার এট-ল-কে বোর্ড অব গভর্নরস হিসেবে মনোনীত করেন। এরপর সাবেক 'দারুল উলূম'-এর যে সব সদস্যদের সদস্য পদ নয়াব্যবস্থা কার্যকরী করার দিন পর্যন্ত বহাল ছিল তারা এক সভায় মিলিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ সিরাজুল হক, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ ও জনাব এ.টি.এম. আবদুল মতিনকে বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য নির্বাচিত করেন। ফলে নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে 'ইসলামিক একাডেমী', ঢাকা-এর পূর্ণাঙ্গ বোর্ড অব গভর্নরস গঠিত হয়।[২৬]

১. বিচারপতি হামুদুর রহমান
২. ডঃ ইশতিয়াক হেসেন কোরেশী
৩. ডঃ মাহমুদ হোসেন
৪. ডঃ মমতাজ উদ্দিন
৫. ডঃ সিরাজুল হক
৬. অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ
৭. জনাব এ. টি. এম. আবদুল মতীন
৮. জনাব শামসুল হক
৯. ব্যারিষ্টার জনাব সানাউল্লাহ এবং
১০. জনাব আবুল হাশিম

জনাব আবুল হাশিম[২৭] ২৮/১১/১৯৬০ খ্রি. তারিখে একাডেমীর কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি সাবেক দারুল উলুম থেকে যে সম্পদ বুঝে নেন, তার মধ্যে ছিল নগদ তহবিল ৯৫৬.৩১ টাকা, সাতশত টাকার মাসিক ভাড়ার চারটি প্রশস্ত কামরা, সাড়ে সাতশত পুস্তকের একটি লাইব্রেরী, ৫১ খানা চেয়ার, দুইটি আলমারী, একটি শেলফ ও একটি রেক, একটি মাত্র মৌলিক গ্রন্থ (অধ্যক্ষ দেওয়ান আজরফের জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম), একটি বিদেশী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ ও সহযোগিতায় প্রকাশিত তিন-চারখানা অনুবাদ পুস্তক ও আল্লামা নদভীর রহমতে আলম পুস্তকের একটি অনুদিত পান্ডুলিপি। এ সময় অফিসের কর্মচারী ছিলেন একজন পিওনসহ মাত্র তিনজন। তাদেরকে নিয়ে নব-নিযুক্ত পরিচালক জনাব আবুল হাশিম আজ শুরু করেন।

---

২৫. *পত্র নং* F. 19-1/60-CHR dated Nov. 8, 1960.

২৬. বজলুল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৩।

২৭. জনাব আবুল হাশিম ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারী বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এই সাধক দার্শনিক-চিন্তাবিদ ইসলামের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যুগন্ধর মনীষীর ভূমিকা পালন করে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর ঢাকায় পরলোকগমন করেন। তিনি তাঁর জ্ঞান চর্চা, মনীষা ও চিন্তার মাধ্যমে ইসলামকে কালজয়ী ও গতিশীল জীবনাদর্শ হিসেবে অনুধাবন ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত 'ক্রীড অব ইসলাম' যে কোন বিচারে একটি বৈপ্লবিক গ্রন্থ এবং যে কোন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁর স্বতন্ত্র পরিচিতি প্রোজ্জ্বল থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে তিনি মৌলিক চিন্তাদর্শের যে স্বাক্ষর রেখেছেন, বাঙালী মুসলিম সমাজে তা একান্ত দুর্লভ বললে অত্যুক্তি হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ঢাকার ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী ছাত্র ও তরুণদের প্রতি একাডেমীর কাজে সাহায্য করার আহবান জানান। তার এ আহবানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উৎসাহী কর্মী ও তরুনদের মধ্যে বেশ আগ্রহের সৃষ্টি হয়। সরকারী মহল থেকে প্রথম সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো। তারা চারটি সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানের জন্য আটশত টাকা সাহায্য প্রদান করেন। কেন্দ্রীয় সরকার ঐ আর্থিক সালের অবশিষ্টাংশের খরচ মেটানোর জন্য পঁচিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। এই সাহায্য একাডেমীতে এসে পৌছে ১৯৬১ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী।

জনাব আবুল হাশিমের আহবানে ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহলও সাড়া দেন। ১৩ জানুয়ারী ১৯৬১ খ্রি., একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত এক চা চক্রে ঢাকার সুধী, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদদের সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়।

এ অনুষ্ঠানে যারা যোগদান করেন তাদের মধ্যে ছিলেন মরহুম ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ সাজ্জাদ হোসায়েন, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ মীর্জা নুরুল হুদা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ হাবিবুল্লাহ, বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব আবদুল হাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নাট্যকার জনাব নুরুল মোমেন, বাংলা বিভাগের জনাব আহমদ শরীফ, আনিসুজ্জামান, ডঃ সিরাজুল হক, কবি আবদুল কাদির, জনাব আবদুল মওদুদ প্রমুখ। তারা একাডেমীর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও পরিকল্পনা সম্পর্কে গভীর আগ্রহের সাথে আলোচনা করেন ও তাদেরই পরামর্শক্রমে ইসলামিক একাডেমীর মুখপাত্র হিসাবে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা'।

এই নয়া কর্মসূচীর মধ্যে ছিল অব্যাহতভাবে সাপ্তাহিক মাহফিল, পাক্ষিক যুব সেমিনার ও বড় আকারের মাসিক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান। এই কর্মসূচীর অধীনে ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১ খ্রি. কার্জন হলে প্রথম সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভায় ডক্টর সাজ্জাদ হোসায়েন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী বিষয়ের রীডার ডঃ ফাতেমা সাদেক *'Islamic way of life in modern world'*.(আধুনিক বিশ্বে ইসলামী জীবন পদ্ধতি) বিষয়ের উপর দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মাহমুদ হোসেন, ডঃ আন্দালব সাদানী, ডঃ সিরাজুল হক, অধ্যাপক হাসান জামান, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। এ অনুষ্ঠানে বৈদেশিক দূতাবাসের সদস্যসহ সরকারী ও বেসরকারী মহলের প্রায় পাঁচশত সুধী শ্রোতা যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠান ঢাকার বুদ্ধিজীবি মহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং পক্ষাধিককাল পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত থাকে।

ইসলামিক একাডেমীর নয়া গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নবগঠিত বোর্ড অব গভর্নরসের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৯ এপ্রিল ১৯৬১খ্রি. সালে। একাডেমীর পৃষ্ঠপোষক সাবেক পাকিস্তানের তদানীন্তন লেঃ জেঃ আজম খান আনুষ্ঠানিকভাবে এ সভা উদ্বোধন করেন। সভায় ডঃ মাহমুদ হোসেন, ডঃ সিরাজুল হক ও জনাব শামসুল হক-কে একাডেমীর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হয়।

উপরিউক্ত সাংগঠনিক বিবর্তনাদি সত্ত্বেও ইসলামিক একাডেমী-এর কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের খুবই অপ্রতুল অনুদান হতে কোন ক্রমে একাডেমীর ব্যয় নির্বাহ হত। পুস্তক বিক্রয় ইত্যাদি সূত্রে অর্জিত একাডেমীর নিজস্ব আয় ছিল অকিঞ্চিতকর। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা এবং সভা সেমিনার, গ্রন্থ সাময়িকীর মাধ্যমে গবেষণা প্রসূত তত্ত্ব ও তথ্যের প্রচার ছিল ঃ কুরআনুল করীম শিরোনামে প্রকাশিত কুরআনের একটি প্রামাণিক এবং প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, দি ক্রিড অব ইসলাম ইত্যাদি কয়েকখানি ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশ, ত্রৈমাসিক ইসলামী একাডেমী পত্রিকা ও সবুজ পাতা নামক একটি শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা প্রকাশনা ও আরবী শিক্ষার একটি কোর্স পরিচালনা। এতদ্ভিন্ন একাডেমী বিভিন্ন উপলক্ষে ও বিষয়ে সেমিনার এবং আলোচনা সভার আয়োজন করত।

অপরপক্ষে বায়তুল মুকাররম সোসাইটিরও এর কর্মসূচী বাস্তবায়নে তেমন অগ্রগতি লাভ করতে সমর্থ হয়নি। মসজিদ ভবন এবং বিপণীকেন্দ্র উভয়ের নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত থাকে। গবেষণা, সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা, প্রশিক্ষণ, গ্রন্থাগার স্থাপন ইত্যাদিতে সোসাইটি মোটেই অগ্রসর হতে পারেনি।

১৯৭০-৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলিতে সোসাইটির কর্মকর্তাগণ স্থানচ্যুত হলেন। বিপণিকেন্দ্রের বহু দোকান পরিত্যক্ত হয় এবং বহু ক্ষেত্রে সেইগুলি অনধিকার প্রবেশাধিকারদের কবলে পড়ে। অতঃপর সোসাইটির কার্যনির্বাহী কমিটি পূর্নগঠিত হয়। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে পরিত্যক্ত দোকানগুলির পত্তন হতে পারল না। বরং এতে নানা বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। ফলে বিপণীকেন্দ্রর আয় কমে যায়। সুতরাং বায়তুল মুকাররম মসজিদ পরিচালনের মধ্যেই সোসাইটির কর্ম প্রায় সীমাবদ্ধ থাকে। ইসলামিক একাডেমীতে ৩ জন পরিচালক কর্মরত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের নাম ও কার্যকালের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক	নাম	পদবী	সময়কাল	কার্যকাল
০১	আল্লামা আবুল হাশিম	পরিচালক	২৮/১১/৬০-০২/০৪/৬৯	৮ বৎসর ৪ মাস ৪ দিন
০২	জনাব আহমদ হোসাইন	পরিচালক	০৩/০৪/৬৯-০৫/০৪/৭৩	৪ বৎসর ০ মাস ২ দিন
০৩	মাওলানা ফজলুল করীম (ভারপ্রাপ্ত)	পরিচালক	১৭/০৪/৭৩-১৪/০৯/৭৩	০ বৎসর ৪ মাস২৭দিন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্র প্রধান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারী করে ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ 'বায়তুল মুকাররম সোসাইটি' এবং 'ইসলামিক একাডেমী' নামক তৎকালীন দুইটি সংগঠনের স্বতন্ত্র সত্ত্বা বিলুপ্ত করে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' নামে একটি নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। ১৯৭৯ সালে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইহার অধীনে আসে এবং বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইহা একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপ লাভ করে।[২৮] এর পরিচালনার ভার একটি শক্তিশালী বোর্ড অব গভর্নরস এর উপর ন্যস্ত হয়। সরকার ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এবং সচিব নিযুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের লক্ষ্যও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

১. মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা ;

২. মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার, একাডেমী ও ইনস্টিটিউটসমূহে আর্থিক সাহায্য প্রদান ;

৩. সংস্কৃতি, মনন, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা করা ;

৪. সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক আদর্শের প্রচার এবং প্রসারে সহায়তা করা ;

৫. ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন-বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও গবেষণা সংগঠন এবং তার মানোন্নয়ন করা ;

৬. ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও আইন-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে সম্মেলন, বক্তৃতা, বিতর্ক ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা ;

৭. ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অসাধারণ অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা ;

৮. ইসলামী বিষয়ের উপর গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা ;

৯. বায়তুল মুকাররম মসজিদসহ আওতাধীন অন্যান্য মসজিদের ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন সাধন করা ;

১০. উল্লিখিত কর্মসূচীগুলো বা এ সবের সাথে সম্পৃক্ত যে কোন কাজের জন্য সহায়তা প্রদান বা সম্পাদন করা এবং এ উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা।[২৯]

---

২৮. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন*, ১৯৮৯-৯০, ইফাবা, ঢাকা- ১৯৯০ খ্রি., পৃষ্ঠা-১।

২৯. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, ইফাবা, ঢাকা, প্রকাশনা নং ঃ ১৯১৭, পৃষ্ঠা-৩।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপনা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অ্যাক্ট অনুযায়ী এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ফাউন্ডেশনের সার্বিক নীতি-নির্ধারণ, নির্দেশনা প্রদান, কার্যক্রম গ্রহণ, তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্য, শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে, ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উক্ত বোর্ডে ৩ ধরনের সদস্য রয়েছেন ঃ পদাধিকার বলে সদস্য, মনোনিত সদস্য ও নির্বাচিত সদস্য। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক পদাধিকারবলে বোর্ডের যথাক্রমে চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব।[৩০.]

১৯৮৩ সালের সংশোধিত অধ্যাদেশে *(Ordinance No. LXVII of 1983, Notification in Bangladesh Gazatte dated 19th Dec, 1983; ধর্ম/Ex 9-7/85/347)* ইসলামিক ফাউন্ডেশন [অ্যাক্ট নং ১৭, ১৯৭৫-এর চতুর্থ সংশোধন অধ্যাদেশ, ১৯৮৫(অধ্যাদেশ নং- ২২, ১৯৮৫) এর ধারাতে)] বিঘোষিত বোর্ড অব গভর্নরস[৩১.] নিম্নরূপ ঃ

১	চেয়ারম্যান	পদাধিকার বলে	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী
২	ভাইস-চেয়ারম্যান	পদাধিকার বলে	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব
৩	সদস্য	পদাধিকার বলে	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪	সদস্য	পদাধিকার বলে	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড
৫	সদস্য	পদাধিকার বলে	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
৬	সদস্য	পদাধিকার বলে	ভাইস চ্যান্সেলর , ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
৭-৯	সদস্য (তিনজন)	নির্বাচিত	ফাউন্ডেশনের সদসগণের মধ্য থেকে তাদের দ্বারা নির্বাচিত
১০-১৪	সদস্য (পাঁচজন)	মনোনীত	প্রখ্যাত মুসলিম পন্ডিত এবং ধর্ম বেত্তাগণের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত
১৫-১৬	সদস্য (দুইজন)	মনোনীত	পার্লামেন্টের সদস্যগণের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত
১৭	সদস্য-সচিব	পদাধিকার বলে	ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক

সাংগঠনিক কাঠামো

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক। তিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী প্রধান। বোর্ড অব গভর্নরসের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকে। কার্য সম্পাদনে তাকে সহযোগিতা করার জন্য ১ জন সচিব, ১৪ জন পরিচালক ১জন প্রকল্প পরিচালক ও ১ জন প্রকল্প ব্যবস্থাপক (প্রেস) রয়েছেন। তারা প্রত্যেকে এক একটি বিভগের প্রধান।[৩২.]

তহবিলের উৎস

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর তহবিল নিম্নোক্ত উৎসসমূহ থেকে আহরিত হয়ে থাকে-

১. বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুদান ;
২. বাংলাদেশে সংগৃহীত ঋণ ;
৩. সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে বিদেশী সরকার ও সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সাহায্য এবং অনুদান ;
৪. সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রকল্প বরাদ্দের খাতে প্রাপ্ত অর্থ;
৫. বিনিয়োগ আয়, রয়্যালটি ও ফাউন্ডেশনের নিজস্ব সম্পদ হতে প্রাপ্ত আয় ; এবং
৬. দান বা অন্যান্য সূত্র হতে প্রাপ্ত আয়।[৩৩.]

ইসলামিক একাডেমী এবং বায়তুল মুকাররম সোসাইটি প্রায় একই সময়ে মূলতঃ অভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। নতুন প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন সেই কর্মসূচীকে সমন্বিত ও সম্প্রসারিত করে।

উপরিউক্ত অধ্যাদেশ বলে বায়তুল মুকাররম সোসাইটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিপণীকেন্দ্রের আয় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হস্তগত হয়। বিলি বন্টনের মধ্যে ত্রুটি এবং তজ্জন্য মামলা মোকদ্দমা সৃষ্টি এবং দোকান ভাড়ার হার খুবই নিম্ন হওয়ার দরুন ফাউন্ডেশন ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এই আয় এবং সরকারের অনুদান ছিল উল্লেখ্যযোগ্য।

---

৩০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪।
৩১. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫২।
৩২. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মঞ্জিল নামক একটি মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, যা পরিত্যক্ত সম্পত্তিরূপে সরকারের কর্তৃত্বাধীন ছিল, তা ফাউন্ডেশনকে প্রদান করা হয়। সুতরাং ফাউন্ডেশন সবল অথচ ধীর পদক্ষেপে এর কর্মসূচী বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হয়।

১৯৭৮ সালে ফাউন্ডেশন মুসলিম বিশ্বের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করে। '*Human and natural Resources in the Islamic countrices*' শিরোনামে ও.আই.সি. *(Organisation of Isamic Conference)*-এর উদ্যোগে একটি সেমিনার (২০-২২মার্চ, ১৯৭৮ খ্রি.) ঢাকার পুরাতন বিধান সভার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এর সাংগঠনিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর। বাংলাদেশ ছাড়া ১৫টি মুসলিম দেশ হতে আগত প্রতিনিধিগণ এই সেমিনারে যোগদান করেন। ও.আই.সি, যুক্তরাজ্যের ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ইউনেস্কো প্রতিনিধি প্রেরণ করে। সেমিনারের ভাষা ছিল আরবী, ইংরেজি ও ফারসী এবং সেমিনারেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যুগপৎ তরজমার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঢাকার ইহাই ছিল এ ধরনের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সেমিনার।[৩৪.] তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী[৩৫.]-এর দক্ষ নেতৃত্বে এই সেমিনার সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়।

১৯৭৯-৮০ অর্থ বছর হতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রার উল্লেখযোগ্য গতি সঞ্চারিত হয়। এই সময় হতে সরকার ফাউন্ডেশনের প্রতি অধিকতর সক্রিয় মনোযোগ প্রদান করেন এবং উদ্যমশীল ইসলাম ভক্ত কর্মী জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলমকে[৩৬.] ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও কর্মদক্ষতায় ফাউন্ডেশনের পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রমে অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ এবং সাফল্য ঘটে ও ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারের বিস্তর উন্নতি সাধিত হয়। অসম্পূর্ণ বায়তুল মুকাররম মসজিদ ভবনের সমাপ্তি এবং মসজিদ অংগনের শোভা বর্ধনমূলক কাজের নীল নক্শাও তখন তৈরী হয়।

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও রাষ্ট্রপ্রধান লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বায়তুল মুকাররমকে 'জাতীয় মসজিদ' হিসেবে ঘোষণা করেন।[৩৭.]

---

৩৪. এম রুহুল আমীন, (১ম প্রকাশ), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩।

৩৫. জনাব আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী সাবেক ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমায় পালং থানায় (বর্তমানে শরীয়তপুর জেলা, নড়িয়া উপজেলা) এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৩২১/২৫ মে ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলবী আলফাজুদ্দীন। আবদুল হক ফরিদী অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯২৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের অনার্স পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। পরবর্তী বৎসর এম.এ. (ইসলামিক স্টাডিজ) পরীক্ষায় অনুরূপ কৃতিত্বপূর্ণ ফল লাভ করেন। তিনি চাকুরিরত অবস্থায় ১৯৩৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সীতে এম.এ. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। তিনি ১৯৩৮ সালে বিলাতের লীড্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা ইন্ এডুকেশন ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি আমেরিকান ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা প্রশাসনে এড্ভানস্ড সার্টিফিকেট লাভ করেন।

শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি চট্টগ্রাম (সরকারী ডিগ্রী) কলেজে প্রভাষক নিযুক্ত হন ১৯৩০ সালে। কর্মজীবনে তিনি শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দয়িত্ব পালন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬২ সালের ৯ জুলাই হতে ১৯৬৫ সালের ৮ জুলাই পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এরপর ১৯৬৫ সালের ২৮ জুলাই তিনি ঢাকাস্থ জনশিক্ষার পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ২৫ মে ১৯৬৬ সালে সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৬ অক্টোবর, ১৯৭৭ থেকে ২৩ জুলাই, ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক ছিলেন। তাঁর আমলে ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয়। তাঁর সময়েই তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের পরিকল্পনাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রহণ করে। জনাব ফরিদী ইসলামী বিশ্বকোষের ২০ তম খণ্ড পর্যন্ত সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি ছিলেন। জানুয়ারী ১৯৯৬ সালে ৯২ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁকে তাঁর শ্বশুরালয়ে নারিন্দা শাহ্ সাহেব বাড়ির কবরস্থানে দাফন করা হয়।

৩৬. জনাব এ.জেড.এম. শামসুল আলম ১৯৩৭ সালে কুমিল্লা জেলার বড়ুরা থানাধীন আড্রা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আব্দুল গফুর চৌধুরী। কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে ১৯৫২ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন, ভিকটোরিয়া কলেজ থেকে ১৯৫৪ সালে আই.এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭ সালে অর্থনীতিতে বিএ (অনার্স) ও ১৯৫৮ সালে এম.এ পাস করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি ফেণী কলেজে অর্থনীতির প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তাঁর চাকুরী জীবনে তিনি বাংলাদেশ সরকারের এসডিও, এডিসি, উপ-সচিব, যুগ্ম-সচিব ও সচিব পর্যায়ে ত্রিশটি পদে চাকুরী করেন। বিপিএটিসি'র রেক্টর হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স্-এর উইলিয়াম্স্ কলেজ থেকে উন্নত অর্থনীতিতে এম. এ. ডিগ্রী নেন। জনাব শামসুল ইসলাম রাষ্ট্র, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী রাষ্ট্র ও সঙ্গীত, হযরত আবুযর গিফারী (রা), হযরত শায়খ জালাল (র), ইসলাম ও পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। তিনি ২৪-০৭-১৯৭৯ থেকে ৩০-০৭-১৯৮২ খ্রি. পর্যন্ত এবং ০৪-১০-২০০৩ থেকে ০৩-১০-২০০৫ খ্রি. পর্যন্ত দুই মেয়াদে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর উন্নয়ন ও বিকাশে তাঁর প্রশংসাযোগ্য অবদান রয়েছে। তাঁর প্রচেষ্টায় আল-আরাফাহ ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড, ইসলামী কমার্শিয়াল ইনস্যুরেন্সসহ বহু সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩৭. ১৯৮০-এর দশকের মধ্যভাগে তদানিন্তন সরকার বায়তুল মুকাররম মসজিদকে 'জাতীয় মসজিদ' হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু এ যাবৎ এর কোন গেজেট প্রকাশিত হয়নি এবং এর কোন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়নি। অথচ জাতীয় স্বার্থে বায়তুল মুকাররমকে 'জাতীয় মসজিদ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রাসঙ্গিক যাবতীয় সকল অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মসজিদ ভবনের অসমাপ্ত অংশ নির্মাণের এবং মসজিদের শোভা বর্ধনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। ১৯৮৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলন উপলক্ষে বায়তুল মুকাররম মসজিদের উত্তর দিকের সম্প্রসারণ-এর কাজ এবং দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের ফোয়ারা, বাগানসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলমের নিরলস প্রচেষ্টায় উপরিউক্ত কাজগুলোর নীল-নক্‌শা নতুন সূত্রে তৈরী করা হয় এবং তার স্থলাভিষিক্ত মহাপরিচালক জনাব এ. এফ. এম. ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে মসজিদের উত্তর প্রান্তের অসমাপ্ত কাজ, শোভা বর্ধনের জন্য ফোয়ারাসহ উদ্যান রচনা ও কারুকার্য মন্ডিত পাঁচিল নির্মাণ সমাপ্ত হয়।

সরকারের গণপূর্ত বিভাগ অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে বায়তুল মুকাররম কমপ্লেক্সের যাবতীয় নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পালন করেন। তবে মিনার ও পূর্ব দিকের ডি.আই.টি সড়কের সাথে সংযোগ রাস্তা নির্মাণ, সাহানশীতল পাথরে মন্ডিত ও লিফ্‌ট সংস্থাপনসহ আরো কিছু কাজ এখনও বাকী রয়েছে। তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব এম. এ. সোবহান[৩৮] এসব কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

বায়তুল মুকাররম মসজিদের সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প জুলাই ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০১ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়েছে। মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ১৪৮২.৬৫ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় ৩০০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ৩০ হাজার বর্গফুট আয়তনের একটি মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া সাহানশীতলীকরণ, সিড়ি সংস্কার, ফোয়ারা, ওযুখানা, টয়লেট স্থানান্তর ও নির্মাণ সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পটির বাস্ত বায়ন সম্পন্ন হলে বায়তুল মুকাররম মসজিদের মূল নক্‌শা মোতাবেক অসম্পন্ন কাজ শেষ হবে। প্রকল্পের ব্যয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের নিজস্ব তহবিল থেকে মেটানো হবে।[৩৯] এই প্রকল্পের কাজ এখনো অসমাপ্ত রয়েছে।

পর্যায়ক্রমে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ছাপাখানার উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ হয়। ভূতপূর্ব মহাপরিচালক জনাব আ. ফ. ম. আব্দুল হক ফরিদী কর্তৃক আরবী বাংলায় সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ সংকলনের কাজ এই আমলে গতিশীল এবং সমাপ্ত হয়।

জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম সাহেবের উদ্যোগে ফাউন্ডেশন কয়েকটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে। যেমন- (১) ফাউন্ডেশনের শাখা রূপে ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে, বিভাগীয় সদরে ও জিলা সদরে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন; (২) ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ যাতে মসজিদের ইমামগণ ইমামতি ছাড়াও ইসলামী আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব এবং উন্নয়নকর্মে সক্রিয় সহায়তা দান করতে পারেন; (৩) মসজিদ পাঠাগার স্থাপন এবং মসজিদভিত্তিক সমাজকল্যাণ কার্যক্রম গ্রহণ; (৪) বাংলায় একটি বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন; এবং (৫) কুরআনের একটি বৃহৎ তাফসীর সংকলনের কাজের সূচনাও হয় এই আমলে। তখন হতে ফাউন্ডেশনে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং দেশ-বিদেশের 'উলামা' ও বিজ্ঞজনের দৃষ্টি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত দেশের শিক্ষিত সমাজ এবং বুদ্ধিজীবীগণের দৃষ্টিতেও ফাউন্ডেশনের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

---

৩৮. জনাব এম.এ. সোবহান ৩ জানুয়ারী ১৯৩৭ সালে কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার থানার মাসিকারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞান এবং সমাজ কল্যাণে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক প্রশাসনে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে চকুরীতে যোগদানের মাধ্যমে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালে তিনি সরকারী চাকুরীতে (পোস্টাল সার্ভিসে) যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিপিএটিসি'র এম.ডি.এস, প্রেষণে বাউবির সহযোগী অধ্যাপক এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১২-০৪-১৯৮৪ থেকে ২৪-১২-১৯৮৭ খ্রি. পর্যন্ত এবং ২১-০৯-১৯৯০ থেকে ২৭-১২-১৯৯০ খ্রি. পর্যন্ত দুই মেয়াদে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা তিনিই প্রথম শুরু করেন। প্রকাশনা উন্নয়ন প্রকল্পসহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সামগ্রীক বাজেট বৃদ্ধিতে তাঁর প্রশংসনীয় অবদান রয়েছে। তিনি ১৯৯৪ সালে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর একটি বিদেশী সংস্থায় কর্মরত ছিলেন।

৩৯. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ১৪২২ হিজরী সনের ডায়েরী।

Dhaka University Institutional Repository

জনাব এ. জেড. শামসুল আলম সাহেবের পরবর্তী মহাপরিচালক জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া[৪০] (কার্যকাল ৩১ জুলাই, ১৯৮২ হতে ১২ এপ্রিল ১৯৮৪ খ্রি.) যোগ্যতা এবং কর্মকুশলতার সাথে ফাউন্ডেনের কর্মসূচী বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কয়েকটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেন, যেমন ঃ- ইসলামিক মিশন প্রকল্প, মক্তব শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ, সীরাতুন্নবী (সা) পক্ষ উদ্‌যাপন। এছাড়া তিনি কয়েকটি সম্পাদনা বোর্ড গঠন করে জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়নের দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত করেন। তাঁর গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গবেষণামূলক প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে আল-কুরআনে অর্থনীতি, আল-কুরআনে বিজ্ঞান, ইসলাম ও মুসলিম-উম্মাহর ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান, মুসলিম বাংলার উৎপত্তি ও বিকাশ। জনাব এ.এফ.এম. ইয়াহিয়া সাহেবের পরে সরকার জনাব এম.এ. সোবহানকে ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন (১২ এপ্রিল,১৯৮৪ খ্রি.)। তিনিও অত্যন্ত যোগ্যতা, সতর্কতা ও স্থির পদক্ষেপে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং আর্থিক শৃঙখলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি ফাউন্ডেশনের শত শত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে পেনশন স্কীম গ্রহণসহ চাকুরীর বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেন।

এরপর পর্যায়ক্রমে আরো বেশ কয়েকজন দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।[৪১]

তাঁদের প্রত্যেকের কার্যকালে ফাউন্ডেশনের ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গৃহীত ও বাস্তবায়িত হওয়ায় ফাউন্ডেশন বর্তমানে অত্যন্ত বিস্তৃত ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় রূপ লাভ করেছে। ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রায় মহাপরিচালক জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী[৪২] ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মহাপরিচালক মওলানা আবদুল আউয়াল[৪৩]-এর সময়ে ২৮ এপ্রিল ১৯৯৮ খ্রি. জাতীয় সংসদে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের চাকুরী বিধি অনুমোদিত হয়[৪৪] এবং ৩০ এপ্রিল ১৯৯৮ খ্রি. তা গেজেট আকারে জারী করা হয়। বর্তমানে জনাব মোঃ ফজলুর রহমান[৪৫] গত ৩১-১০-২০০৫ খ্রি. থেকে ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

---

৪০. জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া পশ্চিম বঙ্গের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ডাঃ আবুল খায়ের। তাঁর পিতা পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে প্রথম এমবিবিএস ডাক্তার ছিলেন। শৈশবকাল তিনি কলকাতায় অতিবাহিত করেন এবং কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান বিভক্তির পর তাঁর পরিবার পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৫২ সালে তাঁরা ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৫৩ সালে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন।

তিনি ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে কমিশন লাভ করেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর তিনি যথারীতি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। কর্মজীবনে তিনি কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক (১৯৬৭), চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার (১৯৭৪-৭৫), জনশক্তি ব্যুরোর পরিচালক (১৯৭৮), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক (১৯৮২-১৯৮৪), ডিআইটির (বর্তমান রাজউক) চেয়ারম্যান (১৯৮৪-১৯৮৫)-এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে নির্ধারিত সময়ের ৯ বছর পূর্বে অতিরিক্ত সচিব পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে ইসলামিয়াত ও ইসলামের ইতিহাসের প্রভাষক পদে যোগদান করেন এবং দীর্ঘ সময় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর পাঠদান অব্যাহত রাখেন। তাঁর কর্মময় জীবনে তিনি সমাজ ও দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে অনারারীভাবে যুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে ইবনে সীনা ট্রাস্টের ট্রাস্টী, মানারাত ট্রাস্ট-এর ভাইস চেয়ারম্যান, রাবেতা আল-আলম এর ট্রাস্টি, এগ্রো ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, বাদশাহ ফয়সল ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান এবং ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্স ব্যুরোর চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামের ইতিহাস এবং সুফীজম-এর উপর তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি নিজ বাসায় নিয়মিত সাপ্তাহিক তাফসীর মাহফিল করতেন। তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ/ নিবন্ধ রচনা করেছেন এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য/বিবৃতি প্রদান করেন।

তিনি ২০০২ সালের ১১ ডিসেম্বর স্ত্রী, চার কন্যা এবং দুই পুত্র রেখে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে তার প্রিয় কবি এবং প্রিয় ব্যক্তিত্ব কবি বে-নজির আহমেদ এবং কবি ফররুখ আহমদের কবরের পার্শ্বে ঢাকার শাজাহানপুরস্থ কবি বে-নজির আহমেদ-এর পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক বৃন্দের নাম এবং কার্যকালের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক	নাম	পদবী	সময়কাল	কার্যকাল
০১	ডঃ মঈন উদ্দিন আহমদ খান	মহাপরিচালক	১৫/১০/৭৬-১৫/১০/৭৭	১ বৎসর ০ মাস ০ দিন
০২	জনাব আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী	মহাপরিচালক	১৬/১০/৭৭-২৩/০৭/৭৯	১ বৎসর ৯ মাস ৭ দিন
০৩	জনাব এ.জেড.এম. শামসুল আলম	মহাপরিচালক	২৪/০৭/৭৯-৩০/০৭/৮২	৩ বৎসর ০ মাস ৬ দিন
০৪	জনাব এ.এফ.এম. ইয়াহিয়া	মহাপরিচালক	৩০/০৭/৮২-১২/০৪/৮৪	১ বৎসর ৮ মাস ১২দিন
০৫	জনাব এম.এ. সোবহান	মহাপরিচালক	১২/০৪/৮৪-২৪/১২/৮৭	৩বৎসর ৮ মাস ১২দিন
০৬	জনাব মুহাম্মদ ওমর ফারুক	মহাপরিচালক	২৪/১২/৮৭-০১/০৬/৮৮	০ বৎসর ৫ মাস ৭ দিন
০৭	জনাব মোঃ সফিউদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত)	মহাপরিচালক	০১/০৬/৮৮-০৪/০৬/৮৮	০ বৎসর ০ মাস ৩ দিন
০৮	ব্রিগেঃ মোঃ মসাহেদ চৌধুরী (অবঃ)	মহাপরিচালক	০৪/০৬/৮৮-০৫/১২/৮৮	০ বৎসর ৬ মাস ১ দিন
০৯	জনাব মুহাম্মদ ওমর ফারুক*(২য় বার)*	মহাপরিচালক	০৫/১২/৮৮-২২/০২/৮৯	০বৎসর ২ মাস ১৭ দিন
১০	জনাব মুহাঃ আঃ জব্বার চাখারী (ভাঃ)	মহাপরিচালক	২২/০২/৮৯-০১/০৩/৮৯	০ বৎসর ০ মাস ৯ দিন
১১	ব্রিগেঃ মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ (অবঃ)	মহাপরিচালক	০১/০৩/৮৯-১৯/০৯/৯০	১বৎসর ৬ মাস ১৮ দিন
১২	ফ্লাঃ লেঃ ফিরোজ এ. আখতার (ভাঃ)	মহাপরিচালক	১৯/০৯/৯০-২১/০৯/৯০	০ বৎসর ০ মাস ২ দিন
১৩	জনাব এম.এ. সোবহান *(২য় বার)*	মহাপরিচালক	২১/০৯/৯০-২৭/১২/৯০	০ বৎসর ৩ মাস ৬ দিন
১৪	জনাব নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী	মহাপরিচালক	২৭/১২/৯০-১৪/০৩/৯১	০বৎসর ২ মাস ১৭ দিন
১৫	জনাব মুহাম্মদ মনসুরুল হক খান	মহাপরিচালক	১৪/০৩/৯১-২৪/০৪/৯৩	২বৎসর ১ মাস ১১ দিন
১৬	জনাব মোহাম্মদ শফি উদ্দিন	মহাপরিচালক	২৪/০৪/৯৩-০৯/০১/৯৪	০বৎসর ৮ মাস ১৬দিন
১৭	জনাব দাউদ-উজ-জামান চৌধুরী	মহাপরিচালক	০৯/০১/৯৪-১৯/০৯/৯৫	১বৎসর ৮ মাস ১১ দিন
১৮	জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী	মহাপরিচালক	১৯/০৯/৯৫-৩১/০৮/৯৬	০বৎসর ১১ মাস ৩ দিন
১৯	জনাব আবদুল কুদ্দুস (ভারপ্রাপ্ত)	মহাপরিচালক	৩১/০৮/৯৬-১৬/০৯/৯৬	০বৎসর ০ মাস ১৭দিন
২০	জনাব মোঃ মোরশেদ হোসেন	মহাপরিচালক	১৬/০৯/৯৬-১৮/০২/৯৮	১ বৎসর ৫ মাস ২ দিন
২১	মওলানা আবদুল আউয়াল	মহাপরিচালক	১৮/০২/৯৮-০৪/০৯/০১	৩বৎসর ৬ মাস ১৬ দিন
২২	জনাব মোঃ আবদুর রশীদ খান	মহাপরিচালক	০৪/০৯/০১-২০/১১/০১	০বৎসর ২ মাস ১৬ দিন
২৩	জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী *(২য় বার)*	মহাপরিচালক	১৯/১১/০১-০৪/১০/০৩	১বৎসর ১০ মাস১৫দিন
২৪	জনাব এ.জেড.এম.শামসুল আলম *(২য় বার)*	মহাপরিচালক	০৪/১০/০৩-০৩/১০/০৫	২ বৎসর ০ মাস ০ দিন
২৫	জনাব এ. এম. বদরুদ্দোজা	মহাপরিচালক	০৪/১০/০৫-৩০/১০/০৫	০বৎসর০ মাস ২৭ দিন
২৬	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান	মহাপরিচালক	৩১/১০/০৫ -চলমান	

সূত্র ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, ২য় প্রকাশ, জুন-২০০৬ খ্রি., পৃষ্ঠা ৫৭৭-৫৭৮

৪২. জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী উপমহাদেশের প্রখ্যাত বাগ্মী ও মুসলিম জননেতা সৈয়দ বদরুদ্দোজার পুত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুদ্ধ গণিতে স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল এল বি ডিগ্রী লাভ করেন এবং অলিয়ঁস ফ্রঁসেজ-এ ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাষ্ট্র) এবং মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, থাইল্যাণ্ডের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে প্রশাসন, গবেষণা ও অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় সুনিবিড় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৈয়দ আশরাফ আলী ১৯৭২ সালে রেডিও বাংলাদেশের প্রথম পরিচালক (প্রশাসন) হিসাবে কর্মদায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি রেডিও বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠতম পরিচালক (অনুষ্ঠান) পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৯-০৯-১৯৯৫ থেকে ৩১-০৮-১৯৯৬ খ্রি. পর্যন্ত এবং ১৯-১১-২০০১ থেকে ০৪-১০-২০০৩ খ্রি. পর্যন্ত দুই মেয়াদে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী আধুনিক মন-মানসিকতায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আলোকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের "উজ্জীবন", "জীবনের আলো", "মাহে রমযান" অনুষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও সৌন্দর্য-সুষমা বিকশিত করে দেশব্যাপী খ্যাতী অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত পাঁচখানি গবেষণা পুস্তক দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। প্রায় এগারোশ নিবন্ধ যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফিজি, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরই ঐকান্তিক প্রয়াসের ফলশ্রুতিতে রেডিও বাংলাদেশের ছয়টি কেন্দ্র থেকে মাগরিব ও এশার পবিত্র আযান প্রচার শুরু হয়। ১৯৮১ সালে পবিত্র আরাফাত-এর হজ্জ সমাবেশের ওপর তাঁর চলতি ধারাবিবরণী সৌদি বেতার ও টেলিভিশন কর্তৃক যৌথভাবে সম্প্রসারিত হয়। সঙ্কীর্ণতামুক্ত ধর্ম প্রচারে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সৈয়দ আশরাফ আলীকে নিউ ইয়র্কস্থ "ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর রিলিজিয়াস ফ্রীডম"সংস্থা কর্তৃক "রিলিজিয়াস এ্যান্ড পিস অ্যাওয়ার্ড ১৯৯৫" শীর্ষক পদকে ভূষিত করে "ওয়ার্লড সিটিজেন " সনদ প্রদান করা হয়।

৪৩. মওলানা আবদুল আউয়াল-এর জন্ম ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ১ মার্চ, চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার উজানী গ্রামে। একজন নীতিনিষ্ঠ, সংস্কারমুক্ত এবং প্রগতিশীল সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে তাঁর ছিল সুদীর্ঘ প্রায় তিনযুগের অভিজ্ঞতা। তিনি ১৯৬৪ সালে সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। সরকার নিয়ন্ত্রিত তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান, পরবর্তীতে দৈনিক বাংলা (অধুনালুপ্ত) সহ বিভিন্ন দৈনিকে তিনি কাজ করেন। পাকিস্তান আমলে এক পর্যায়ে তিনি প্রেস ট্রাস্ট অব পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত উর্দু দৈনিক 'মাশরিক'-এর ঢাকাস্থ প্রতিনিধি ছিলেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনে যোগদানের আগ পর্যন্ত তিনি দৈনিক 'আল-আমীন'-এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তিনি বিগত ১৮-০২-১৯৯৮ খ্রি. থেকে ০৪-০৯-২০০১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। জনাব আবদুল আউয়াল বেশ কিছু গ্রন্থের লেখক ও অনুবাদক ছিলেন।

৪৪. এম রুহুল আমীন, (২য় প্রকাশ), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০।

৪৫. জনাব মোঃ ফজলুর রহমান ১৯৫৬ সালের ৪ এপ্রিল ফরিদপুর জেলার সদরপুর থানার সাড়ে সাত রশি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে ভূগোল বিষয়ে যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। চাকুরী জীবনে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব ও উপ-সচিব ছাড়াও রাঙ্গামাটি নানিয়ার চরে টি.এন.ও. এবং নারায়নগঞ্জে এডিসি (জেনারেল) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বৃটেনে পার্সোনাল ম্যানেজমেন্টের উপর ডিপ্লোমা এবং ফিলিপাইনের সেন্ট্রাল লুজন স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তিনি গত ৩১-১০-২০০৫ খ্রি. তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। ফাউন্ডেশন-এর উন্নয়ন ও বিকাশে তিনি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। ফাউন্ডেশনে যোগদানের পূর্বে তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব ও ওয়াকফ প্রশাসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বিভাগভিত্তিক কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। কর্মসূচী সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। এসব কর্মসূচীর মধ্যে রাজস্ব ও উন্নয়ন উভয়বিদ কার্যক্রম রয়েছে। গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ১৩ টি বিভাগ*(Department)*, ৪ টি বিভাগীয় ও ৬০ টি জেলা কার্যালয়, ৭ টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ৩১টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র এবং ৮ টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।[১] কোন কোন বিভাগের একাধিক শাখাও রয়েছে। কোন কোন বিভাগ শুধুমাত্র রাজস্ব বা উন্নয়ন কর্মসূচী, আবার কোন কোন বিভাগ রাজস্ব ও উন্নয়ন উভয়বিদ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। নিম্নে সংক্ষেপে বিভাগভিত্তিক কার্যক্রমের বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

প্রশাসন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর যাবতীয় প্রশাসনিক ও সংস্থাপন কাজ, বায়তুল মুকাররম মসজিদ ও মার্কেট পরিচালনা, বোর্ড অব গভর্নরসসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সুপারিশ ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন এ বিভাগের কাজের আওতাভুক্ত। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব এ বিভাগের প্রধান। তিনি সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিযুক্ত হন। সরকারের উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা সচিব[২] হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বোর্ড[৩] অথবা মহাপরিচালক[৪] কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন।[৫]

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন, সরকারের নিকট থেকে তহবিল অবমুক্তকরণ, আর্থিক লেনদেন, অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ, বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় নিশ্চিতকরণ, মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে সময়মত অর্থ প্রেরণ, ব্যয়োত্তর যাবতীয় সরকারী নিরীক্ষা আপত্তি নিস্পত্তিকরণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগ ও মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসের নিরীক্ষা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বাৎসরিক ইনভেন্ট্রি পরিচালনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব সংরক্ষণ করা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।[৬] পরিচালক, অর্থ ও হিসাব এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[৭]

ইসলামিক মিশন বিভাগ

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সেবামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা, যেমন-বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র জনগণকে হালাল জীবিকা অর্জনে সহায়তা প্রদান ও সহায়-সম্বলহীন জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সুদমুক্ত ঋণ প্রদান ও সেলাই প্রশিক্ষণ, মক্তব ভিত্তিক গণশিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে মুবাল্লিগ, নওমুসলিম ও মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ইসলামী মূল্যবোধে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে জীবন যাপন প্রণালী প্রবর্তনে জনগণকে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে দেশের দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামিক মিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[৮]

---

১. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, ইফাবা, ঢাকা, প্রকাশনা নং ঃ ১৯১৭, পৃষ্ঠা- ৫।

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বর্তমান সচিব জনাব হাসান জাহাঙ্গীর আলম। তিনি গত ১৮/১২/২০০৬ খ্রি. তারিখ হতে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন উপসচিব ।

৩. বোর্ড অর্থাৎ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বোর্ড অব গভর্নরস।

৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর বর্তমান মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান। তিনি গত ৩১/১০/০৫ খ্রি. তারিখ হতে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব।

৫. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, ইফাবা, ঢাকা, প্রকাশনা নং ঃ ১৯১৭, পৃষ্ঠা-৬।

৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২।

৭. অর্থ ও হিসাব বিভাগের বর্তমান পরিচালক ড. আ. ন. ম আবদুর রহমান।

৮. *ইসলামিক মিশন পরিচিতি*, ইফাবা,ঢাকা,জুন-১৯৯০ খ্রি., পৃষ্ঠা-৪।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে দেশের ২৮টি জেলায় ৩১টি মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে উল্লিখিত কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠাকাল হতে এপ্রিল, ২০০৭ পর্যন্ত মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ ১২ হাজার ৫৪৪ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা, ৩,৯৪,৬৮৮ জন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান ও ২,০৬৪ জনকে নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। ১৫,৫৩১টি অনুষ্ঠান ও ৪,৫৮০টি উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৫৭,৮৩৬টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ বিভাগের আওতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বায়তুল মুকাররমে একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালু রয়েছে—যেখানে বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে (৪০% রেয়াত) ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক সকল প্রকার রোগ নিরূপণী পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।[৯] এছাড়াও বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে মুসলীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা দেওয়ার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। একজন পরিচালক এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[১০]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ছাপাখানা

ইসলামী গ্রন্থাবলী ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর নিজস্ব একটি ছাপাখানা রয়েছে। ইতিমধ্যে বিদ্যমান ছাপাখানাকে আধুনিকীকরণ করার লক্ষ্যে ৯.৯৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ফলে প্রেসের কাজের ক্ষমতা ও পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। প্রকল্পের আওতায় প্রেসের জন্য আলাদা একটি দোতলা ভবন নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। নতুন-পুরাতন মেশিনারীজ নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে। মেশিন, কম্পিউটার, ক্যামেরা, প্লেট ও প্রসেস বিভাগের প্রয়োজনীয় শীতাতপ যন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। এতে একদিকে প্রেসের কর্মচারী/শ্রমিকদের পরিবেশগত যথেষ্ট সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।[১১] ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমমানের একজন প্রকল্প ব্যবস্থাপক এর দায়িত্বে রয়েছেন।[১২]

সমন্বয় বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধন, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়গুলোর কার্যক্রমসমূহ তত্ত্বাবধান, পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান, জাতীয় পর্যায়ে শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বাস্তবায়ন, বিভাগ ও জেলা অফিসসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতীয় দিবস পালন, জেলা কার্যালয়গুলো কর্তৃক জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান, জেলা পর্যায়ে চাঁদ দেখা কমিটির কার্যক্রম এবং যাকাত সংগ্রহের কাজও এ বিভাগের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প-যেমন : ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রশিক্ষণার্থী ইমাম বাছাইকরণ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়ন, মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বই বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা, জাতীয় ও সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন যেমন : যৌতুক, শিশু ও নারী পাচার রোধ, জাতীয় টিকা দিবস, পরিবেশ ও বনায়ন, এইডস ও মাদক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিষয়ে মুসল্লীসহ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করাসহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়গুলোর যাবতীয় কার্যক্রম এই বিভাগের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়ে থাকে।[১৩]

মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প

মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। দেশের মসজিদগুলোকে ইসলামী জ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা এবং ইসলামী বইয়ের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল মসজিদে ইসলামী পাঠাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে মসজিদ পাঠাগার স্থাপন কার্যক্রম সমন্বয় বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এই কার্যক্রম ১৯৭৮-৭৯ অর্থ বছরে গ্রহণ করা হয়।[১৪]

---

৯. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, ইফাবা,ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৮খ্রি. ,পৃষ্ঠা-৬,৭।
১০. ডাঃ কে.এম. আবদুল আজিজ, ইসলামিক মিশন বিভাগের বর্তমান পরিচালক।
১১. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ইফাবা কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৮ খ্রি. সনের ডায়েরী, পৃষ্ঠা-৮।
১২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস-এর বর্তমান প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ।
১৩. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ইফাবা কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৮ খ্রি. সনের ডায়েরী, পৃষ্ঠা-৮।
১৪. *মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন*, ইফাবা, ঢাকা-২০০২ খ্রি. , পৃষ্ঠা-১।

Dhaka University Institutional Repository

এ পর্যন্ত এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ২২,৪৪২টি মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া বিদ্যমান ৮,৮০০ পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন করা হয়েছে এবং ৩,৫০০টি নতুন পাঠাগারে পুস্তক সংরক্ষণের জন্য আলমারী ও শো-কস প্রদান করা হয়েছে। জনগণের মধ্যে পবিত্র কুরআনুল করীম ও ইসলামী পুস্তকের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা, নৈতিক অবক্ষয় রোধ, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।[১৫] সমন্বয় বিভাগের পরিচালক এই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১৬]

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ

দেশের প্রখ্যাত ও প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদ, আলিম, বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক ও দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীগণ কর্তৃক মৌলিকভাবে লিখিত, অন্য ভাষা থেকে অনূদিত ও সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী বাংলায় প্রকাশের লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বাংলায় ২ খণ্ডে সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ এবং ২৬ খণ্ডে ২৮টি ভলিউমে সমাপ্ত বিস্তারিত ইসলামী বিশ্বকোষ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষ ২য় সংস্করণের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে এর ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট খন্ডগুলো পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে। সীরাত বিশ্বকোষ নামে ২২ খণ্ডে সমাপ্য আরেকটি প্রকল্পের কাজ চলছে। এতে আম্বিয়ায়ে কিরাম(আ), রাসূলুল্লাহ(সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর জীবনী স্থান পাবে। ইতোমধ্যে 'সীরাত বিশ্বকোষ'-এর ১৩টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং আরও ২ খণ্ড প্রকাশের কাজ চলছে। এছাড়া এ বিভাগ থেকে ১০ খণ্ডে সমাপ্য 'আল-কুরআন বিশ্বকোষ' প্রণয়ন ও প্রকাশের কাজ চলছে।[১৭] পরিচালক, ইসলামী বিশ্বকোষ এ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[১৮]

প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী, কুরআন ও তাফ্সীর সম্পর্কিত, মহানবী (সা)-এর সীরাত ও হাদীস সম্পর্কিত, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ইসলামী আইন ও দর্শন, মুসলিম মনীষীদের জীবনী, শিশু-কিশোরদের উপযোগী ও চরিত্র গঠনমূলক সাহিত্য, ইসলামী অর্থনীতি, নারী, যৌতুক প্রতিরোধ ও মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ, মূল্যবোধ ও শিক্ষার প্রচার ও প্রসার এ বিভাগের প্রধান কাজ। এ উদ্দেশ্যে প্রকাশনা বিভাগ এ পর্যন্ত ৩,১৩০ শিরোনামের পুস্তক প্রকাশ করেছে। প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত পুস্তকসহ অন্যান্য সকল বিভাগের প্রকাশিত পুস্তকের পুনর্মুদ্রণের কাজ এ বিভাগ থেকে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত পুস্তকের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে পুনর্মুদ্রণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ও পাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলা অনুবাদসহ আল-কুরআনুল করীমের ৩৬তম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনসহ অন্যান্য তাফসীর, হাদীস, সীরাত, জীবনীগ্রন্থ, ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও শিশুতোষ গ্রন্থগুলো ২ থেকে ১৩ বার পর্যন্ত এই বিভাগ থেকে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে।

প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক ও পত্রিকা বিক্রয় করাও এই বিভাগের দায়িত্ব। প্রকাশিত পুস্তকের স্টোর ব্যবস্থাপনাও এই বিভাগ করে থাকে।[১৯] পরিচালক, প্রকাশনা এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[২০] তিনি 'ইসলামী প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও বিশ্বকোষ কার্যক্রম' উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকও।

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

কুরআনুল করীমের অনুবাদ, তাফ্সীর, হাদীস গ্রন্থ ও ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে অন্য ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক গ্রন্থাদি অনুবাদ, সংকলন ও প্রকাশ করা এই বিভাগের কাজ। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের মাধ্যমে সিহাহ সিত্তাহর পূর্ণাঙ্গ সেট-যেমন : বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, নাসাঈ শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফসহ মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, তাহাভী শরীফ, তাজরীদুস সিহাহ (পুনরাবৃত্তিমুক্ত সহীহ হাদীস), তাফ্সীরে মা'আরেফুল কোরআন, তাফ্সীরে জালালাইন, তাফ্সীরে ইবনে কাছীর, তাফ্সীরে তাবারী, তাফ্সীরে মাজেদী, তাফ্সীরে মাযহারী, তাফ্সীরে উসমানী, তাফ্সীরে ইবনে আব্বাস,

---

১৫. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ইফাবা কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৮ খ্রি. সনের ডায়েরী, পৃষ্ঠা-৯।

১৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমন্বয় বিভাগের বর্তমান পরিচালক জনাব আবদুল জলিল জমাদার। তিনি একই সাথে মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বও পালন করে থাকেন।

১৭. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, ২য় প্রকাশ, জুন/২০০৬ খ্রি., ইফাবা,ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫৭৫।

১৮. ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের বর্তমান পরিচালক জনাব মুহাম্মদ শামসুল হক।

১৯. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ইফাবা কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৮ খ্রি. সনের ডায়েরী,পৃষ্ঠা-৫।

২০. প্রকাশনা বিভাগের বর্তমান পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবদুর রব।

Dhaka University Institutional Repository

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, আল্-হিদায়া, আল্-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইসলামের ইতিহাস:আদি-অন্ত) প্রভৃতি এবং সীরাতে ইব্‌নে ইসহাক, সীরাতে ইব্‌নে হিশাম এবং আসাহ্‌হুস সিয়ার, সীরাতুল মুস্তফা-এর বাংলা অনুবাদসহ সীরাত বিষয়ক ১০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্যন্ত এ বিভাগ থেকে মোট ৩২৫টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া মুসনাদে আহমদ, ইলাউস সুনান, ফিক্‌হুস সুনান ও জামউল ফাওয়ায়েদ ইতোমধ্যে অনূদিত হয়েছে এবং প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাফ্‌সীরে কাবীর, তাফ্‌সীরে রূহুল মা'আনী এবং সাফ্‌ওয়াতুত তাফ্‌সীর-এর অনুবাদের কাজ চলছে।[২১] অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের দায়িত্বে একজন পরিচালক রয়েছেন।[২২]

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী

মসজিদে নববীর আদর্শে বাংলাদেশের মসজিদগুলোকে পুনর্গঠন করা ও এসব মসজিদের ইমামদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ধর্মীয় এবং আর্থ-সামাজিক-উভয় ক্ষেত্রে প্রকৃত 'নেতা' হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও যথাযথ ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২৩] বাংলাদেশে আনুমানিক তিন লক্ষাধিক মসজিদে তিন লক্ষাধিক ইমাম রয়েছেন।[২৪] এসব মসজিদের ইমামগণ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে জনগণের কাছাকাছি থাকেন। ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এই সুবিশাল ইমাম সমাজ যাতে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হয়ে ব্যাপক ভিত্তিক ক্ষমতায়নের সুযোগ লাভ করতে পারেন, সে-লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি নিয়ে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী কাজ করছে। ইমাম প্রশিক্ষণের ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ইমামদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে উচ্চতর এবং ব্যাপকভিত্তিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও মৎস্য চাষ, বনায়ন, হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্যানিটেশন, পরিবার কল্যাণ, স্বাস্থ্য ও শিশুশিক্ষা, জেন্ডার ইস্যু, মানবাধিকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এইচআইভি এইডস প্রতিরোধ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, মা ও শিশু-পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া যৌতুক প্রতিরোধসহ সামাজিক নানা কুসংস্কার-গোঁড়ামি, কুপ্রথা-অনাচার দূরীভূতকরণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির বিষয়েও ইমামদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একদিকে তাঁরা আত্মকর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মোন্নয়নের সুযোগ পাচ্ছেন, অন্যদিকে নানাবিধ সমাজকল্যাণমূলক ও জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৃহত্তর জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখছেন। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ইমামগণ সার্বিক জাতীয় উন্নয়নের বৃহত্তর পরিসরে নিজেদের সম্পৃক্ত করছেন এবং এভাবেই একটি সম্মানজনক এবং সুপরিকল্পিত পন্থায় তাঁদের বহুমাত্রিক কল্যাণ ও সার্বিক ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। ইমাম প্রশিক্ষণের প্রতিটি কেন্দ্রে বিষয়-বিশেষজ্ঞ হিসেবে ৪ জন করে স্থায়ী প্রশিক্ষক রয়েছেন।

এছাড়া সরকারী, আধা-সরকারী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদগণও অতিথি বক্তা হিসাবে পাঠদান করে থাকেন। ২০০৬ সাল পর্যন্ত এ সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৫৪,৯৮৫ জন ইমামকে মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ১৪,৯২০ জন ইমামকে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।ইতোমধ্যে অনেক দেশের প্রতিনিধিদল ও ব্যক্তি একাডেমীর কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য এসেছেন এবং তাঁরা এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অনেক মুসলিম দেশ এ কার্যক্রম তাদের এছাড়া সরকারী, আধা-সরকারী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদগণও অতিথি বক্তা হিসাবে পাঠদান করে থাকেন। ২০০৬ সাল পর্যন্ত এ সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৫৪,৯৮৫ জন ইমামকে মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ১৪,৯২০ জন ইমামকে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।ইতোমধ্যে অনেক দেশের প্রতিনিধিদল ও ব্যক্তি একাডেমীর কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য এসেছেন এবং তাঁরা এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অনেক মুসলিম দেশ এ কার্যক্রম তাদের দেশে চালু আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সরকার জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য জেলা থেকে বিভাগীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইমামদের প্রতি বছর পুরস্কার দিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনে ইমামদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খামার প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রমের ভিডিও চিত্র নিয়মিত সম্প্রচারিত হচ্ছে।[২৫] পরিচালক, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।[২৬]

---

২১. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, ইফাবা,ঢাকা, ফেব্রুয়ারী/২০০৮খ্রি. , পৃষ্ঠা-৯।

২২. অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের বর্তমান পরিচালক ডাঃ শাহাদাত হোসেন।

২৩. *ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী (৩য় পর্যায়) প্রকল্প-এর চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন*, ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর/২০০১খ্রি.,পৃষ্ঠা-১১।

২৪. মুহম্মদ আতাউর রহমান, প্রবন্ধ : *ইমামদের ক্ষমতায়ন*, মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় ইমাম সম্মেলন ২০০৭ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৩।

২৫. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, ইফাবা,ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৮খ্রি.,পৃষ্ঠা-১২,১৩।

২৬. ইমাম প্রক্ষিণ একাডেমীর পরিচালক মুহাম্মদ আবুল খায়ের-এর ইন্তিকালের পর থেকে ইফাবা-এর মহাপরিচালক নিজেই উক্ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট

ইমামতির মত মহৎ কাজের পেশাজীবী হিসেবে মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনগণের স্থায়ী ও ব্যাপকভিত্তিক কল্যাণের জন্য সরকার ২০০১ সালের ১৭ জুলাই বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে ৫৬ নং আইনের মাধ্যমে 'ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট' আইন সংসদে সর্বসম্মতভাবে পাশ হয়েছে। এই আইনের দ্বারা বাংলাদেশের ইমাম-মুয়াজ্জিনগণের জন্য এমন একটি কল্যাণ ফান্ড গঠিত হয়েছে, যা স্থায়ীভাবে তাদের কল্যাণে সরাসরি অবদান রাখতে সক্ষম হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত এই ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে।

ট্রাস্টের আইনে বলা হয়েছে, ৯ সদস্যের একটি ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা ট্রাস্ট পরিচালিত হবে। পদাধিকার বলে এর চেয়ারম্যান থাকবেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক পদাধিকার বলে এই ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান থাকবেন। এছাড়া ধর্ম, আইন, সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়সমূহের অন্যূন উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন করে সদস্য এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনিত ৩ জন নেতৃস্থানীয় ইমামও এর সদস্য থাকবেন। ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর পরিচালক পদাধিকার বলে এর সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।[২৭.]

সরকার প্রাথমিকভাবে ট্রাস্ট তহবিলে ৪ কোটি টাকা মূলধন হিসেবে অনুদান দিয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক ইমাম ও মুয়াজ্জিন ট্রাস্টের সদস্যভুক্তির জন্য ১০ টাকা হারে মাসিক চাঁদা দিয়ে থাকেন। ইতোমধ্যে এর লভ্যাংশ থেকে ২০০৬ সালে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের মধ্যে বিনাসুদে ঋণ ও এককালীন সাহায্য হিসেবে প্রায় ৪০ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রধান কার্যালয়ে ট্রাস্টের অস্থায়ী দফতর করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা অফিসসমূহ ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করে। এই ট্রাস্টের মাধ্যমে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত ও তাঁদের ক্ষমতায়ন দৃঢ়তর হবে বলে আশা করা যায়।[২৮.]

মসজিদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা

বাংলাদেশে আড়াই লক্ষাধিক মসজিদ থাকলেও বিগত দিনে মসজিদ ব্যবস্থাপনার কোন বিধান বা নীতিমালা ছিল না। যার ফলে যেমন ও যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে মসজিদ পরিচালিত হতো। সমস্যা নিরসনের কোন বিধান বা নীতিমালা না থাকায় ইমাম-মুয়াজ্জিনদের বিভিন্ন জটিলতার মধ্যে পড়তে হতো। তাই ইমামদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্ আরও মজবুত ও নিশ্চয়তাপূর্ণ করার মাধ্যমে তাঁদের অধিকতর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশে প্রথমবারের মতো ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে ৩১ ধারাবিশিষ্ট একটি মসজিদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন করে। আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভেটিং হওয়ার পর মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের স্বাক্ষরে তা সরকারী গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এতে মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনগণ এবং মসজিদ কমিটিগুলো মসজিদ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার একটি দিক-নির্দেশনা পাবে এবং তাদের পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।[২৯.]

পরিকল্পনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল উন্নয়ন ও রাজস্ব-খাতের প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবীক্ষণ, প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প কার্যালয়কে সহযোগিতা প্রদান করা এ বিভাগের কাজের আওতাভুক্ত। প্রতিবেদন প্রণয়নসহ প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন এ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্পের কার্যক্রম সুপারভিশন, পরিদর্শন, মনিটরিং করাও পরিকল্পনা বিভাগের কাজের আওতাভুক্ত। এ ছাড়া এ বিভাগের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থের অবমুক্তি, এডিপি প্রণয়ন, মাসিক-ত্রৈমাসিক-ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট তৈরি করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করাসহ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের যাবতীয় কার্যক্রম অত্র বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে।[৩০.] পরিচালক, পরিকল্পনা এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[৩১.]

---

২৭. মুহম্মদ আতাউর রহমান,ড.আব্দুল্লাহ আল-মারুফ,কাজী আবু হোরায়রা, *ইমামদের ক্ষমতায়ন,* মডার্ন হারবাল গ্রুপ,ঢাকা, এপ্রিল ২০০৮, পৃষ্ঠা-৭২।

২৮. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি,* ইফাবা,ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৮খ্রি.,পৃষ্ঠা-১৪,১৫।

২৯. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি,* ইফাবা,ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৮খ্রি.,পৃষ্ঠা-১৫।

৩০. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি,* ইফাবা কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৮ খ্রি. সনের ডায়েরী,পৃষ্ঠা-৩।

৩১. পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালক হিসেবে বর্তমানে কর্মরত আছেন জনাব মহিউদ্দিন নুরুল আফছার।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা বিভাগ

ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা ও পুস্তকাকারে প্রকাশ এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এই বিভাগের অন্যতম কাজ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস, দেশবরেণ্য সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের জীবন ও কর্ম, আল-কুরআনে অর্থনীতি, আল-কুরআনে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদানসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ছোটদের বিশ্বকোষ, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত, জরুরী ফাতাওয়া ও মাসাইল বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। এ ছাড়া সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত হাদীসের গ্রন্থনা, হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাবের তত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কিত গবেষণা, আরবী-বাংলা অভিধান প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলা আরবী অভিধান প্রণয়ন ও প্রকাশ করাসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। গবেষণা বিভাগ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ১১৫টি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' নামে একটি গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকাও এই বিভাগ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে।[৩২] পরিচালক, গবেষণা এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[৩৩]

দীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ

ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার, ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদ্‌যাপন, সাহাবায়ে কিরাম (রা), মুসলিম মনীষী ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের স্মরণে সভা এবং ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, তাফসীর, দরসে হাদীস, বিষয়ভিত্তিক ওয়ায-মাহফিল, দুই ঈদ, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) প্রভৃতি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও পরিচালনা, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য কিরআত ও হিফয প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্ত বায়ন করা দ্বীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্যতম কাজ। এছাড়া এ বিভাগ জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা, জাতীয় পর্যায়ে ফিতরা নির্ধারণ ও ঘোষণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে থাকে। ১৯৭৫ সাল থেকে ২০০৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এ বিভাগের মাধ্যমে মোট ১৫ হাজার ৬৯৪টি অনুষ্ঠান বাস্তবায়িত হয়েছে।[৩৪]

মহিলা শাখা

দীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের মহিলা শাখা নারী সমাজের মাঝে ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এ শাখা প্রতি বছর তাফসীর মাহফিল, মহিলা বিষয়ক ধর্মীয় ও জাতীয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ও মাসআলা-মাসায়েল সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ ছাড়াও এ শাখার অধীনে দুস্থ ও বিধবা মহিলাদের আত্মকর্ম-সংস্থানের জন্য একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে। এ শাখার মাধ্যমে মহিলাদের কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হয়। মহিলা শাখায় মহিলাদের পড়াশোনার জন্য একটি লাইব্রেরীরও ব্যবস্থা আছে।[৩৫]

ভাষা শিক্ষা কোর্স

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর দীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে ১৯৭৬ সাল থেকে আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু রয়েছে। বর্তমানে তিনটি স্তরে ভাষা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে :

ক) তিন মাসের প্রিপারেটরী কোর্স; খ) ৯ মাসের বিগিনার্স কোর্স এবং গ) ১ বছর মেয়াদের এডভান্স কোর্স। ২জন অভিজ্ঞ কর্মকর্তা ভাষা শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। এ যাবত প্রায় তিন হাজার ছাত্র/ছাত্রী ভাষা শিক্ষা কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। এ বিভাগের অধীনে আধুনিক আরবী ভাষা শিক্ষা প্রদান ছাড়াও সনদপত্র ও বিভিন্ন দলিলপত্র অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করা হয়। তদুপরি এ বিভাগ থেকে প্রকাশিত ৩০ পারা কুরআনের তিলাওয়াত ও তরজমাসহ সংক্ষিপ্ত তাফসীরের ক্যাসেট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিক্রয় কেন্দ্রে পাওয়া যায়।[৩৬] একজন পরিচালক এই বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।[৩৭]

---

৩২. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, ২য় প্রকাশ, জুন ২০০৬ খ্রি., ইফাবা,ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫৭৫।

৩৩. জনাব এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম বর্তমানে গবেষণা বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।

৩৪. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, ইফাবা,ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৮খ্রি.,পৃষ্ঠা-১৭।

৩৫. মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ একটি সমীক্ষা*, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০৪ খ্রি., পৃষ্ঠা-১৯৭,১৯৮।

৩৬. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, ইফাবা,ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৮খ্রি.,পৃষ্ঠা-১৮।

৩৭. দীনী দাওয়াহ ও সংস্কৃতি বিভাগের বর্তমান পরিচালক জনাব মুহাম্মদ সিরাজুল হক।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণাসহ সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান বিকাশের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীর কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীতে হস্তলিখিত সর্ববৃহৎ পবিত্র কুরআনুল করীম, হযরত উসমান (রা)-এর সময়ের হাতে লেখা কুরআন শরীফ, অন্ধদের জন্য ব্রেইলি কুরআন শরীফসহ অন্যান্য কুরআন শরীফ, তাফসীর গ্রন্থ, বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থ এবং অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য যথা : ইসলাম ও বিজ্ঞান, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী দর্শন, বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী আইন ও বিচারসহ অন্যান্য বিষয়ের উপর লক্ষাধিক বই রয়েছে। এ লাইব্রেরীটি বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী লাইব্রেরী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। সম্প্রতি লাইব্রেরীতে অটোমেশন কার্যক্রম অর্থাৎ কম্পিউটারের মাধ্যমে যাবতীয় লাইব্রেরী সেবা প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তা ছাড়া লাইব্রেরীর জন্য ওয়েবসাইট চালু করে লাইব্রেরীকে দেশ-বিদেশের পাঠকদের নাগালে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফলে যে-কোন দেশের যে-কোন স্থান থেকে যে-কোন পাঠক Internet-এর মাধ্যমে এখান থেকে লাইব্রেরী সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।[৩৮] পাঠক ও গবেষকদের সেবা দানের লক্ষ্যে লাইব্রেরী থেকে ফটোকপি সার্ভিস প্রদান করা হয়। বর্তমানে লাইব্রেরী সম্প্রসারণের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় বায়তুল মুকাররম মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে লাইব্রেরীর নতুন ভবন নির্মানের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। নতুন ভবন নির্মিত হলে মহিলা ও শিশুদের অধ্যয়নের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা রাখা হবে।[৩৯] একজন লাইব্রেরীয়ান-কাম-প্রকল্প পরিচালক এ বিভাগের দায়িত্বে আছেন।[৪০]

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প

'মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সর্ববৃহৎ প্রকল্প। এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম জানুয়ারি ১৯৯৩ থেকে শুরু হয়ে ধারাবাহিকভাবে চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি ১ম পর্যায়ে ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত চলে। এ পর্যায়ে ৭৬৮ টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৭৪,৮৮০ জন শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা থাকলেও জনচাহিদার প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত আরও ৩৮৪ টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৯,৭১০ জনসহ ১১৫২ টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৯৪,৫৯০ জন শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান করা হয়। ফলে ১ম পর্যায়ে সফলতা দাঁড়ায় ১১৬%। তদ্রূপ দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত মোট ৬,১১,৫২০ জন শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও জনচাহিদার প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত ১,১২,৩২০ জন শিক্ষার্থীসহ ৮,০০০ টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৭,২৩,৮৮০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা হয়। এ পর্যায়ে সফলতার হার ছিল ১১৮%।[৪১]

প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম ১ম ও ২য় পর্যায় সফলভাবে সমাপ্ত হওয়ার পর দুই পর্যায়ে কার্যক্রমের সফলতার প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন এবং প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি ও আন্তঃমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি প্রকল্পটি সম্প্রসারিত আকারে বাস্তবায়নের সুপারিশ করার প্রেক্ষিতে জুলাই ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল মেয়াদে সম্প্রসারিত আকারে ৩য় পর্যায়ে প্রকল্প গৃহীত হয়। এ পর্যায়ে সারা দেশে ১২,০০০ শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থী পাঠদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১৬,৩৩,৬০০ জন। সেইসাথে ৭০৪টি মডেল ও জীবনব্যাপী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৪২]

প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে ১২,০০০ শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৬,৩৩,৬০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও অতিরিক্ত আরও ৯,৪৪০ জনসহ সর্বমোট ১৬,৪৩,০৪০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা হয়। এই পর্যায়ে অর্জিত সাফল্যের হার দাঁড়ায় ১০১%। উলেখ্য, ধারাবাহিকভাবে চলমান এ প্রকল্পটির আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে দেশের ৬৪টি জেলায় মোট ২৫৬টি উপজেলায় কার্যক্রম চালু ছিল। একই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে প্রকল্পটি ৪র্থ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এই প্রকল্পের মেয়াদকাল ধরা হয়েছে জানুয়ারি ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত।

---

৩৮. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, ইফাবা,ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৮খ্রি.,পৃষ্ঠা-১৯।
৩৯. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ইফাবা কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৮ খ্রি. সনের ডায়েরী, পৃষ্ঠা-৬।
৪০. জনাব এ. টি. এম. ইনামূল হক ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীর বর্তমান লাইব্রেরীয়ান-কাম প্রকল্প পরিচালক।
৪১. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, ইফাবা,ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৮খ্রি., পৃষ্ঠা-১৯।
৪২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের মেয়াদে প্রাক-প্রাথমিক ও বয়স্ক কেন্দ্র পরিচালনার পাশাপাশি কোর্স সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের পবিত্র কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে দেশের মোট ৪৭৯টি উপজেলায় ১৮,০০০ প্রাক-প্রাথমিক, ৭৬৮টি বয়স্ক ও ১২,০০০ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র চালু হয়েছে। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানকে অব্যাহত রাখার সুবিধার্থে সারাদেশে ৪৭৯টি মডেল রিসোর্স সেন্টার ও ৯৯৫টি সাধারণ রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব রিসোর্স সেন্টার পাঠাগার হিসেবে ব্যবহৃত হলেও প্রকল্পের উপজেলা পর্যায়ে সাব-অফিস হিসেবেও ভূমিকা পালন করে আসছে। ফলে নব্যসাক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত ও সাধারণ গ্রামীণ পাঠক তাদের আয়বর্ধক, দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক সামাজিক কুসংস্কারমুক্ত, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও শিষ্টাচারমণ্ডিত জীবন গড়ে তোলার উপযোগী বই পাঠের সুযোগ পাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, ৪র্থ পর্যায়ে প্রকল্পের (২০০৬-২০০৮) আওতায় ১৮,০০০ প্রাক-প্রাথমিক ও ৭৬৮টি বয়স্ক কেন্দ্রের মাধ্যমে সর্বমোট ১৬,৭৭,৬০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য ১২,০০০ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ১২,৬০,০০০ জন শিক্ষার্থীকে শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন শিক্ষাদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে।[৪৩]

সার্বিকভাবে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য একটি সুসংগঠিত মসজিদভিত্তিক শিশু শিক্ষা কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ ও শিশুদের ভবিষ্যত শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের ভিত্তি রচনা করাসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম ও শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিক্ষার্থীদের শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করাই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।[৪৪] ২০০৪-২০০৫ অর্থ বৎসরে প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা কার্যালয়কে প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটারাইজ্‌ করা হয়েছে।[৪৫] একজন প্রকল্প পরিচালক এই প্রকল্পটির দায়িত্বে আছেন।[৪৬]

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

ইসলামী আদর্শ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার, ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকতর গবেষণা ও পরিশুদ্ধ মন-মানস গঠন এবং এই ধারায় নতুন নতুন লেখক-গবেষক সৃষ্টিতে মানসম্মত ও আদর্শনিষ্ঠ পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর ভূমিকা অপরিসীম। এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় এনে ফাউন্ডেশন দুটি মাসিক ও একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা ''সবুজ পাতা'' বর্তমানে বাংলাদেশে প্রকাশনা-অব্যাহত শিশু-কিশোর পত্রিকার মধ্যে যা প্রাচীনতম। সৃজনশীল ইসলামী সাহিত্যের বিকাশের পাশাপাশি ইসলামী আদর্শ ও মর্মবাণী সম্বলিত যুগোপযোগী প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে প্রাগ্রসর মনন-চেতনার লালন ও পরিপুষ্টির লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয় ''অগ্রপথিক'' নামে একটি আধুনিক মননসমৃদ্ধ সৃজনশীল পত্রিকা। প্রথমে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীতে এটি মাসিক পত্রিকা হিসেবে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ''সবুজ পাতা'' ও ''অগ্রপথিক'' পত্রিকা দুটি প্রকাশনা বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হচ্ছে।[৪৭]

গবেষণা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ত্রৈমাসিক গবেষণা সাময়িকী ''ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা''। ইসলাম ও মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, শিল্পকলা-স্থাপত্য ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা-নিবন্ধসমূহ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত লেখকবৃন্দ এই পত্রিকায় উচ্চতর গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে গবেষক হিসেবে স্বীকৃতি লাভের সুযোগ পান। বিগত ৪৫ বছর ধরে এই পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে।[৪৮]

---

৪২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০।
৪৩. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ইফাবা কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৮ খ্রি. সনের ডায়েরী, পৃষ্ঠা-৮।
৪৪. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ইফাবা কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৮ খ্রি. সনের ডায়েরী, পৃষ্ঠা-৮।
৪৫. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, ২য় প্রকাশ, জুন/২০০০৬ খ্রি., ইফাবা,ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫৭৭।
৪৬. জনাব মুহাম্মদ নুরুল আমিন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের বর্তমান প্রকল্প পরিচালক।
৪৭. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, ইফাবা,ঢাকা, ফেব্রুয়ারী/২০০৮খ্রি., পৃষ্ঠা-২২।
৪৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত বোর্ড

যাকাতভিত্তিক কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালের ৫ জুন যাকাত বোর্ড গঠন করা হয়।[৪৯] যাকাত বোর্ড পরিচালনার জন্য দেশের খ্যাতনামা মনীষীদের সমন্বয়ে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি রয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই কমিটির চেয়ারম্যান এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যাকাত ফান্ড সেলের কর্মচারীবৃন্দ যাকাত বোর্ডের কার্যক্রমের দাপ্তরিক আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অর্থ ও হিসাব বিভাগের পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে এর কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেন।[৫০] বিত্তবানদের নিকট থেকে যাকাত ফান্ডে যে অর্থ জমা হয়, যাকাত বোর্ড তা পরিকল্পিত পন্থায় শরীয়ত-সম্মতভাবে ব্যয় করে। সমাজের অসহায় ও দুস্থদের জন্য এই ফান্ডের অর্থ দিয়ে যে-সকল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম হলোঃ টঙ্গিস্থ শিশু হাসপাতাল পরিচালনা, সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-উপকরণ প্রদান, দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, দরিদ্র ও বেকার পুরুষ/মহিলাদের বিনামূল্যে রিকসা/ভ্যান/ সেলাই মেশিন প্রদান, দুস্থ, অসহায় বিধবাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে হাঁস-মুরগি/গরু-ছাগল প্রদান, নদী ভাঙন এলাকায় গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ, বেকার ও বিত্তহীন যুবকদের মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে পুঁজি প্রদান ইত্যাদি জনহিতকর ও দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচি।[৫১]

১৯৮৪ সাল হতে ২০০৬-০৭ অর্থ বছর পর্যন্ত এ সব কর্মসূচীর আওতায় ৪,৮৫,৪৪৭ জনকে চিকিৎসা সেবা প্রদান, ৮,৫৬০ জনকে শিক্ষা উপকরণ প্রদান, ৫,৯৬৭ জনকে বৃত্তি প্রদান, ১,৬১৬ জনকে রিক্সা/ভ্যান ও সেলাই মেশিন প্রদান, ৬,১২৮ জনকে হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল প্রদান, ১,৫১৮ জনকে গৃহ নির্মাণ, ২১ জনকে মটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ও ৯৫ জনকে ক্ষুদ্র ব্যবসায় পুঁজি প্রদান করা হয়।[৫২]

বায়তুল মুকাররম মসজিদ

বায়তুল মুকাররম মসজিদ জাতীয় গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক। ১৯৬০ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৩] পবিত্র কা'বাঘরের আদলে এর ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আধুনিক ও মুসলিম স্থাপত্য-শৈলীর চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম মসজিদ। সৌদি অর্থায়নে মসজিদের পূর্ব-সাহানের উপরে গ্যালভানাইজিং শিটের ছাউনি নির্মাণের ফলে বর্তমানে সাহানসহ মসজিদে প্রায় ২০ হাজার মুসল্লি একত্রে নামায আদায় করতে পারেন। সৌদি অর্থায়নে দক্ষিণ দিকে স্থাপত্য-শৈলীসমৃদ্ধ সু-উচ্চ মিনার এবং সাহান নির্মাণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের সিঁড়ি পর্যন্ত নিজস্ব অর্থায়নে রেনোভেশনের কাজ চলছে। কাজ শেষ হলে আরও ১১ হাজার ৯০০ জন মুসল্লি বর্ধিত স্থানে নামায আদায়ের সুযোগ পাবেন। সার্বিক নির্মাণ ও সৌন্দর্য বর্ধন-কাজ সমাপ্ত হলে বায়তুল মুকাররম মসজিদের সুযোগ-সুবিধা যেমন বিস্তৃততর হবে, তেমনি এর নান্দনিক সৌন্দর্য ও পারিপার্শ্বিক পবিত্র ভাবগম্ভীর পরিবেশ সকলকে আকৃষ্ট করবে। প্রশাসন বিভাগ মসজিদ পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করে। প্রশাসন বিভাগকে এ কাজে সহযোগিতার জন্য রয়েছে মসজিদ শাখা।[৫৪]

জমিয়াতুল ফালাহ্ মসজিদ-কাম ইসলামিক কেন্দ্র

জমিয়াতুল ফালাহ্ মসজিদ-কাম ইসলামিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, চট্টগ্রামে একটি আন্তর্জাতিক মানের ইসলামী শিক্ষা, গবেষণা কেন্দ্র ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে –যাতে পাঠক-পাঠিকা, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, লেখক, স্কলার, গবেষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ কুরআন, হাদীস, সীরাত, ফিকাহ্, ইসলামী সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামের মৌলিক বিষয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর ব্যাপক চর্চা, পড়াশোনা ও গবেষণা করতে পারেন। জমিয়াতুল ফালাহ্‌কে এমন একটি আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে-যেখান থেকে ইসলামের সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জ্যোতির রশ্মিচ্ছটা ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বের দিকে দিকে।

---

৪৯. *যাকাত ফান্ড পরিচিতি*, যাকাত বোর্ড বাংলাদেশ, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৮ খ্রি., পৃষ্ঠা-৫।
৫০. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, ইফাবা,ঢাকা, ফেব্রুয়ারী/২০০৮খ্রি., পৃষ্ঠা-২৩।
৫১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৪।
৫২. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ইফাবা কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৮ খ্রি. সনের ডায়েরী, পৃষ্ঠা-৪।
৫৩. বায়তুল মুকাররম মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ ও মিনার নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে প্রকাশিত *'মিনার' নামক স্মরণিকা*, ফেব্রুয়ারী ২৫, ২০০০খ্রি., ইফাবা, ঢাকা, পৃষ্ঠা-প্রসঙ্গ কথা।
৫৪. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, ইফাবা,ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৮খ্রি., পৃষ্ঠা-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

জমিয়াতুল ফালাহ্ মসজিদ-কাম-ইসলামিক কেন্দ্র নির্মাণের জন্য মোট ১১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এখানে যে-সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তা হলো: ৬ তলাবিশিষ্ট (২৫৩.৬০ বর্গ মিটার) বাংলাদেশের বৃহত্তম অযুখানা, ৬ তলাবিশিষ্ট (২,১৭৩.৬০ বর্গ মিটার) লাইব্রেরী ও প্রশাসনিক ভবন, মসজিদের ৪র্থ ও ৫ম তলায় নামায পড়ার সুবিধা ইত্যাদি। প্রথম পর্যায়ের প্রকল্প সমাপ্তিতে মসজিদে ১৫ হাজার মুসল্লি একত্রে নামায আদায় করতে পারেন। মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী মসজিদের ৬ষ্ঠ তলার নির্মাণ শেষ হলে আরও ৫ হাজার মুসল্লিসহ সর্বমোট ২০ হাজার মুসল্লি জমিয়াতুল ফালাহ্ মসজিদে একসঙ্গে নামায পড়তে পারবেন। জমিয়াতুল ফালাহ্ মসজিদ-কাম-ইসলামী কেন্দ্রে একটি আন্তর্জাতিক মানের লাইব্রেরী গড়ে তোলা হচ্ছে। এই লাইব্রেরীতে ইসলাম সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণা-সহায়ক দেশী-বিদেশী (আরবি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত) বিপুল সংখ্যক বই সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।[৫৫]

আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ

প্রাচ্যের দরওয়াজা বলে খ্যাত বন্দর নগরী চট্টগ্রামে অবস্থিত আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্স বংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অতি পরিচিত একটি নাম। ঐতিহাসিক আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ বিগত ৭ জানুয়ারী ১৯৮৬ খ্রি. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এক অধ্যাদেশ বলে এর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বভার ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর উপর ন্যস্ত করা হয়। এই মসজিদে প্রতি ওয়াক্তে গড়ে ২/৩ হাজার মুসল্লী নামাজ আদায় করে থাকে। জুম'আর নামাজের দিন হাজার হাজার মুসল্লী সমবেত হন। চট্টগ্রামের বৃহত্তম জুম'আর জামাত অনুষ্ঠিত হয় এই মসজিদে। এছাড়া পবিত্র শবে বরাত, শবে কদর ও জুম'আতুল বিদা উপলক্ষে এই মসজিদে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়।

ইতিহাস খ্যাত এই মসজিদকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামবাসীদের বহু স্বপ্ন ও আবেগ বিজড়িত। বেশ কয়েকজন বিখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও আওলাদে রাসূল (সা) এই মসজিদে ধারাবাহিকভাবে খতীবের দায়িত্ব পালন করায় এই মসজিদের ব্যাপারে জনসাধারণের প্রত্যাশাও অনেক বেশী। মসজিদের নিজস্ব সম্পদের উন্নয়ন করে এই প্রত্যাশা অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব। চট্টগ্রামবাসীদের গর্ব, জাতির গৌরবময় ঐতিহ্যের স্মারক শাহী জামে মসজিদে আগত মুসল্লীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং মসজিদকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করার লক্ষ্যে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।[৫৬]

জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি

বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ। এ দেশের মানুষ রোযা, দুই ঈদ, শবে বরাত, শবে কদর, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) ইত্যাদিসহ প্রায় সারা বছর বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন। এ সকল ইসলামী অনুষ্ঠান চান্দ্র মাসের হিসেবে নির্ধারিত বিধায় মুসলিমদের জীবনে চান্দ্র মাসের গুরুত্ব অত্যধিক। এ কারণে চান্দ্র মাসের সঠিক হিসাব জনগণকে জানানো খুবই জরুরি। অতীতে অনেক সময় চাঁদের হিসাবের গরমিল হওয়ার কারণে নানা বিভ্রান্তি, বিতর্ক এবং জটিলতার উদ্ভব হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে চান্দ্র মাসের হিসাব বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে জনগণকে জানানোর লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে গঠিত হয় জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি (National Moon Sighting Committee)। বিশিষ্ট উলামা, আবহাওয়া বিজ্ঞানী, সরকারি কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের এই কমিটি প্রতি চান্দ্র মাসের ২৯ তারিখে বৈঠকে বসে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ৬৪টি জেলা অফিস, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, আবহাওয়া অধিদপ্তর, মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা (স্পার্সো)সহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে চাঁদ দেখা সংক্রান্ত খবর জাতীয় গণমাধ্যমসহ অন্যান্য মিডিয়ায় প্রচার করা হয়, যাতে দেশবাসী এ বিষয়ে অবহিত হয়ে পবিত্র মাহে রমযানের রোযা পালন, ঈদ উদ্‌যাপন এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান সঠিকভাবে পালন করতে পারেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই কমিটির সভাপতি, একই মন্ত্রণালয়ের সচিব সহ-সভাপতি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক হলেন এর সদস্য-সচিব।[৫৭]

---

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫।

৫৬. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬।

৫৭. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, ইফাবা,ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৮খ্রি., পৃষ্ঠা-২৬।

Dhaka University Institutional Repository

হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র

দরিদ্র মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র চালু করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৩১ টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রে ৩১টি ও বায়তুল মুকাররমে ১টিসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় মোট ৩৯টি হোমিও চিকিৎসাকেন্দ্র দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা সেবা দানে অবদান রাখছে। এ সকল কেন্দ্র থেকে এ যাবত ৪৯ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৬৬ জন মানুষ চিকিৎসা সেবা পেয়েছে।[৫৮.]

জনসংযোগ শাখা

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুখপাত্র হিসেবে জাতীয় প্রচার মাধ্যম যথা রেডিও, টেলিভিশন, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা; ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষে সকল প্রকার বিবৃতি, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সভা, সেমিনারের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ও দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, পত্র পত্রিকা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ; বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদ মহাপরিচালককে অবহিত করা এবং কোন অসম্পূর্ণ অথবা ভুল তথ্য প্রকাশিত হলে প্রকৃত তথ্য সংবাদ পত্রের মাধ্যমে প্রকাশকরণ; জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সিদ্ধান্ত পত্র পত্রিকায়, রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; পত্র-পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য বিজ্ঞাপন প্রচারের নিমিত্তে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকরণ; বিদেশ থেকে আগত রাষ্ট্রীয় অতিথিদেরকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সার্বিক কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করানো এবং তাঁদের প্রোটকলের দায়িত্ব পালন; দেশ ও বিদেশ থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী সম্পর্কে জানতে চেয়ে পত্র প্রেরণ করলে তার জবাব প্রদান; সর্বোপরি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সার্বিক কার্যক্রম জনসম্মুখে তুলে ধরাই জনসংযোগ শাখার মূল কাজ।[৫৯.]

ফাউন্ডেশন পুরস্কার

ইসলাম ও মুসলিমদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। ইসলামের মৌলতত্ত্ব, সীরাত গ্রন্থ, সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান চর্চা,সৃজনশীল সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী গ্রন্থ, শিশু সাহিত্য অনুবাদ, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, শিল্পকলা, ইসলাম প্রচার ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য প্রতি হিজরী সনে এই পুরস্কার প্রদানের প্রচলন করা হয়। তবে কিছুকাল যাবৎ নিয়মিত এ পুরস্কার প্রদান বন্ধ রয়েছে।[৬০.]

সার্ভিস রুল প্রণয়ন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণার্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন তারিখ, ১৫ই বৈশাখ ১৪০৫ বাংলা / ২৮ শে এপ্রিল ১৯৯৮ ইং এস, আর,ও, নং ৬৭-আইন / ৯৮–*Islamic Foundation Act,1975(XVII of 1975)* - *এর Section 18, Section 10* এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার ইসলামিক ফাউন্ডেশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৮ প্রণয়ন করে।[৬১.]

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর প্রকৃত উন্নয়ন ও বহুমুখী কর্মসূচীর সূচনা ঘটে দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ১৯৭৯ সাল থেকে। ১৯৭৯ সালে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম ও মসজিদ পাঠাগার প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সকল কর্মসূচীর ধারাবহিকতায় ১৯৯৩ সালে চালু হয় মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম।

কিন্তু ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর এ সকল বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন সুপরিসর নিজস্ব ভবন ছিল না। বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ সংলগ্ন তিন তলা ভবনটি সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত ও সুপরিসর ছিল না। ফলে বেশ কিছু বিভাগ ও প্রকল্পের কার্যক্রম ভাড়া করা ভবনে সম্পাদিত হত।[৬২.]

---

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৭।

৫৯. এ. এম. এম. বাহাদুর মুন্সী, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন ম্যানুয়্যাল*, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ ১৯৯১ খ্রি., পৃষ্ঠা-১৪৪।

৬০. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩।

৬১. *বাংলাদেশ গেজেট,* অতিরিক্ত সংখ্যা, এপ্রিল ৩০, ১৯৯৮ খ্রি., পৃষ্ঠা-৫৮৫১।

৬২. মুকুল চৌধুরী, প্রবন্ধ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সাফল্য, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা,ঢাকা, মার্চ ২০০৭খ্রি., পৃষ্ঠা-১০২।

Dhaka University Institutional Repository

শেরেবাংলা নগরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স

একটি ভবন থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের সুবিধার্থে ১৯৯৪ সালে ঢাকার শেরেবাংলা নগরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ১১কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ তলা বিশিষ্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হয়।

২০০১ সালে ১ম পর্যায় প্রকল্প সমাপ্তির পর ২য় পর্যায়ে আরও একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রশাসনিক ভবনের ৬ষ্ঠ তলা থেকে ১০ম তলা পর্যন্তএবং স্বতন্ত্র ৭ তলা বিশিষ্ট ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পটির ২য় পর্যায় ২০০৬ সালে সফল সমাপ্তি হয়। মোট ২৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫৬১৩.৪৬ বর্গমিটার ভৌত অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। এর মধ্যে ১০ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনের প্রতি ফ্লোরের আয়তন ১০৯৩ বর্গমিটার এবং ৭ তলা বিশিষ্ট ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ভবনের প্রতি ফ্লোরের আয়তন ৯.০০০ বর্গফুট। যেখানে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী ইমামের জন্য ১টি হোস্টেল, ১টি শ্রেণী কক্ষ, ২০০ জন মুসল্লীর উপযোগী ১টি নামায কক্ষ, ১৫০ জন লোকের জন্য খাবারের ক্যান্টিন, ৩০০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি মাল্টিপারপাস হল, কর্মকর্তা কর্মচারীদের অফিস কক্ষ এবং ১টি সুপরিসর লাইব্রেরীরও ব্যবস্থা রয়েছে।

এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে--রাজকীয় সৌদী আরব সরকারের অর্থায়নে ৩টি প্যাকেজে বিভক্ত বায়তুল মুকাররম মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (পূর্ব ও দক্ষিণাংশ), বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (পূর্বাংশ), রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় সদরে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর নিজস্ব ভবন ও ভোলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভোলা জেলা কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণ। এছাড়া, সিলেট, বরিশাল দিনাজপুরও চট্রগ্রাম ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য যথাক্রমে ১.০০, ০.৫০, ০.৬২ ও ১.০০ একর জমির সংস্থান করা হয়েছে।[৬৩.]

বায়তুল মুকাররম মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রকল্পটি রাজকীয় সৌদী আরব সরকারের অনুদানে ২০০৪ সালের আগষ্ট মাসে শুরু হয়ে বর্তমানে প্রায় সমাপ্তির পথে। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৯.৮৮৩ মিলিয়ন বা প্রায় ২৪ কোটি টাকা। প্রকল্পটি ৩টি প্যাকেজে-১ এর আওতায় মোট ৪৭৩৮০ বর্গফুট বেইজমেন্ট, গ্রাউন্ডফ্লোর, সাহান ও ১৭০ ফুট উঁচু মিনার নির্মাণ;প্যাকেজ-২ এর আওতায় ২৩১৭৪৭ বর্গফুট বেইজমেন্ট, গ্রাউন্ডফ্লোর, প্রধান গেইট ও আর্কেড নির্মাণ এবং প্যাকেজ-৩ এর আওতায় মসজিদের পূর্ব পাশের সাহানের উপর ষ্টিলের ষ্ট্রাকচার দিয়ে ৬৬৭০০ বর্গফুট ছাউনি নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির সফল সমাপ্তির পর শুধুমাত্র সাহানে একত্রে ৫৭০০ জন মুসল্লীর নামায আদায়ের সুবিধা সৃষ্টি হবে। সেপ্টেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত এ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি প্রায় ৭০%। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে, তেমনি এর অবকাঠামোগত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যেমন-নামাযের স্থান, ওযুর স্থান, গাড়ি পার্কি, ভূগর্ভস্থ জলাধার, টয়লেট ও ইউরিনাল প্রভৃতির সুবিধাও বৃদ্ধি পাবে।[৬৪.]

মসজিদ শাখা

বায়তুল মুকাররম মসজিদের মুয়াজ্জিন ও খাদেমদের মধ্যে কর্মবন্টন ও তাদের কাজ তদারকীকরণ, প্রত্যহ মসজিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তদারকীকরণ, কোন মুসল্লী কোন ব্যাপারে অভিযোগ করলে তা-কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে তার সমাধান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, যথাসময়ে আজান দেওয়া ও ইমাম সাহেবগণ সময়মত যাতে জামা'আতে ইমামতি করতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রাখা, মসজিদের যাবতীয় মেরামত ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজ সময়মত সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ যথাসময়ে মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম, মাইক অপারেটর, প্লাম্বারদের কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে তার সমাধান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, প্লাম্বারদের ছুটিতে যাওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ে আসার নিশ্চয়তা বিধান করাই মসজিদ শাখার মূল কাজ।[৬৫.]

৬৩.মুকুল চৌধুরী, প্রবন্ধ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সাফল্য, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা,ঢাকা, মার্চ ২০০৭ খ্রি., পৃষ্ঠা-১০২।
৬৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০২,১০৩।
৬৫. এ.এম.এম. বাহাদুর মুন্সী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

মার্কেট শাখা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বায়তুল মুকাররম মার্কেটের কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। মার্কেট শাখার কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

- দোকান বরাদ্দের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বরাদ্দ প্রাপ্ত এবং হস্তান্তরকৃত দোকানসমূহের চুক্তিপত্র সম্পাদন/নবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ভাড়াটিয়া কর্তৃক দোকান ভাড়ার চুক্তিপত্রের শর্ত লংঘিত হলে উহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ভাড়া আদায় ও বকেয়া ভাড়ার পরিমাণ পর্যালোচনা করা ও প্রয়োজনে কার্যকর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সময়ে সময়ে ভাড়া বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ পেশ করা;
- প্রকৌশল শাখার সহযোগিতায় বিপণীকেন্দ্রের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করানো;
- দোকান সমূহের ফার্নিচার, কলাপসিবল গেট বদল ও সংস্থাপনের অনুমোদন প্রদানের জন্য প্রস্তাব পেশকরণ;
- পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের মূল্যায়ন করা এবং সেনিটারী ইন্সপেক্টর ও ক্লিনারদের কাজের মূল্যায়ন করা এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নীতি নির্ধারণ;
- নিরাপত্তা পলিসি গ্রহণের সুপারিশ করা। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- দোকানের দখলীস্বত্ব, চুক্তিপত্রের শর্ত ভাড়া সম্পর্কিত বিষয়ে দাখিলকৃত মামলাসমূহ পর্যালোচনা করা, উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট প্রদান, প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ জানানো;
- বায়তুল মুকাররম কমপ্লেক্সের বাগানসমূহ রক্ষাণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- হকার উচ্ছেদ কার্যক্রম মুল্যায়ন;
- কারপার্ক ইজারার ব্যবস্থা গ্রহণ, ইজারা প্রদান ও চুক্তি সম্পাদন;
- বৈদ্যুতিক সুবিধা প্রদান, বৈদ্যুতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি দুরীভূত করার জন্য প্রকৌশল শাখার সহযোগিতায় এতদসম্পর্কিত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করাই মার্কেট শাখার মূল কাজ।[৬৬.]

বিক্রয় শাখা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক যথারীতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ; বিক্রয় বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনা নির্বাহকরণ; প্রকাশিত পুস্তকের বিক্রয় উন্নয়নের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থাগ্রহণ; জেলা বিক্রয় কেন্দ্রগুলির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং বিক্রয় হিসাব সমন্বয় করার দায়িত্ব পালন; গুদামের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখা এবং গুদাম শূন্য হয়ে যাওয়া পুস্তকাদি সম্পর্কে প্রকাশনা পরিচালককে সংশ্লিষ্ট পুস্তকের চাহিদা অনুসারে ওয়াকিবহালকরণ; বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় জিজ্ঞাসার জবাব যথারীতি প্রদান; বিকয় সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব যথানিয়মে সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ; বিক্রয় বিভাগের বই ও অন্যান্য সামগ্রিক বাৎসরিক ইনভেন্ট্রি তৈরী ও নিরীক্ষণ করাই বিক্রয় শাখার মূল কাজ।[৬৭.]

বিভাগীয়/জেলা কার্যালয়ের কার্যক্রম

১৯৭৯-৮০ অর্থবছরে চারটি বিভাগীয় এবং তিনটি জেলা সদরে কার্যালয় স্থাপন করার মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম জেলা পর্যালয়ে সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৯৮৯ সাল নাগাদ প্রতিটি জেলা সদরে ফাউন্ডেশনের কার্যালয় স্থাপন করা হয়। এসব বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে থাকে।[৬৮.]

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

শিক্ষিত বিশেষত মাদরাসার শিক্ষাপ্রাপ্ত ৮০০ বেকার যুবককে এ পর্যন্ত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে উপার্জনক্ষম করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের বিষয়, যেমন ঃ ওয়েল্ডিং, রেডিও টেলিভিশন মেরামত, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি সংযোজন ও মেরামত, দর্জির কাজ ইত্যাদি।[৬৯.]

---

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২৫,১২৬।

৬৭.এ.এম.এম. বাহাদুর মুন্সী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৪।

৬৮. সৈয়দ আশরাফ আলী এবং সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ এমরান, প্রবন্ধঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, *বাংলা পিডিয়া (১ম খণ্ড)*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, মার্চ ২০০৩ খ্রি., পৃষ্ঠা-৪৪১।

৬৯.আ.ন.ম. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

নিজস্ব পরিমন্ডলে ফাউন্ডেশন ঢাকায় বহু সুধী সমাবেশের আয়োজন করে থাকে। ১৯৮২-৮৩ সাল হতে প্রতি বছর নিয়মিত সীরাতুন্নবী (সা) পক্ষ উদযাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ উপলক্ষ্যে সেমিনার, ওয়াজ মাহফিল, আলোচনা সভা, সাহিত্য সভা, শিশু-কিশোর, মহিলা ও যুব সমাবেশ, কিরআত ও আযান প্রতিযোতিা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুষ্প প্রদর্শনী এবং গ্রন্থ মেলা ইত্যাদি যথেষ্ট জনপ্রিয়। সেমিনারগুলোতে ইসলামী আকাঈদ এবং ব্যবহারিক জীবনের প্রায় সবদিকের উপর, বিশেষত যুগ পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিতর্কিত সমস্যাবলীর উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়।[৭০.]

অন্যান্য কার্যক্রম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ উপর্যুক্ত কার্যক্রম ছাড়াও নানা ধরনের উন্নয়নমূলক সমাজ সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক প্রবর্তিত আরবী শিক্ষাদানের কোর্সটি সম্প্রসারিত আকারে চালু রাখা হয়েছে এবং দুঃস্থ ও বাস্তহারা মানুষের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে হুকুকুল ইবাদ এর আওতার সহায়তামূলক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৭১.]

এ ছাড়াও বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নিম্নোক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করছে ঃ

০১. মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কর্যক্রম (৪র্থ পর্যায়)
০২. মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প (৫ম পর্যায়)
০৩.বায়তুল মুকাররম মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ প্রকল্প ;(দক্ষিণাংশ,সৌদী অর্থায়নে)
০৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প ;
০৫.বায়তুল মুকাররম মসজিদের সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প ;(পূর্বাংশ, ইফাবা-এর নিজস্ব অর্থায়নে)
০৬.ইসলামিক সেন্টারসহ জমিয়াতুল ফালাহ্ মসজিদ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ;
০৭.ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিভাগীয় ও জেলা অফিস এবং ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ভবন নির্মাণ প্রকল্প
০৮.ইসলামী প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও বিশ্বকোষ কর্যক্রম (৫ম পর্যায়)।[৭২.]

---

৭০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫৫।
৭১.সৈয়দ আশরাফ আলী এবং সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ্ এমরান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৪৩।
৭২. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ইফাবা কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৮ খ্রি. সনের ডায়েরী, পৃষ্ঠা-৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা কার্যক্রম

ইসলামী প্রকাশনা বলতে এককালে শুধু কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশনাকে মনে করা হত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা বিষয়ে এ ভ্রান্তির অবসান ঘটায়। ফাউন্ডেশন উল্লিখিত বিষয়ের পাশাপাশি ইসলামের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিজ্ঞান, শিল্পকলা, সভ্যতা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রশাসন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা, আধুনিক বিভিন্ন মতবাদ প্রভৃতি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির উপর গবেষণাসূচক গ্রন্থ প্রকাশনাকে ইসলামী প্রকাশনা কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত করে প্রকাশনার ক্ষেত্রে নয়াদিগন্ত উন্মোচন করে। কুর'আন, হাদীস, নবী-রাসূলদের ইতিহাস, সীরাতে মুহাম্মদ (সা), সাহাবাদের জীবন কথা, ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের জীবন-ইতিহাসের পাশাপাশি বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্তরের সঙ্গে ইসলামের সম্পৃক্ততা ও বাংলাদেশের ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিদের জীবন কথা সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত করায় এর গুরুত্ব বেড়ে যায় বহু গুণে।

ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা কার্যক্রমে অতীতের বিভিন্ন মনীষী ও কবি সাহিত্যিকদের বিখ্যাত যেসব পুস্তক বর্তমানে বাজারে নেই, সেসব গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দেয়া হয়। এ সুবাদেই নজরুলের ইসলামী কবিতা ও গানের সংকলন, শাহাদাত হোসেনের ইসলামী কবিতা, ফররুখের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ, ইকবালের 'রিকন্স্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলম' গ্রন্থের অনুবাদ, আল্লামা হিফজুর রহমানের 'ইসলাম কী ইকতেসাদী নিজাম' গ্রন্থের অনুবাদ, শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্যরত্নের 'আলমগীর', এস ওয়াজেদ আলীর 'গ্রানাডার শেষ বীর', সিহাবুদ্দিন আহমদ জাহাঙ্গীর নাগরীর 'নবী শ্রেষ্ঠ', এম.এ. হাশেম খানের 'আলোর পরশ', আবুল হাশিমের 'ক্রীড অব ইসলাম' ও 'ইসলামের মর্মকথা', ড. হাসান জামানের 'সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য', জাস্টিস আবদুল মওদুদের 'মুসলিম মনীষা', ও 'মধ্যবিত্তের বিকাশ ও সংস্কৃতির রূপান্তর', দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফের 'জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়।

এর পাশাপাশি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, যেমন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মওলানা ভাসানী, কবি ফররুখ আহমদ প্রমুখের উপর সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের কাজ হাতে নেয়া হয়। এ ছাড়াও যে সমস্ত গ্রন্থ ফাউন্ডেশনের পূর্বসূরী ইসলামিক একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, সে সবেরও পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। ইসলামিক একাডেমী যে একটি বড় কাজ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে তা ছিল কুরআনুল করীমের নির্ভরযোগ্য বাংলা তরজমা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটির একাধিক সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করে। ফাউন্ডেশন আরেকটি বড় যে কাজ করে তা হল–আল্লামা মুফ্তী শফীর বিখ্যাত তাফসীর 'তাফসীরে মাআরেফুল করআন'-এর বাংলা অনুবাদ। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান আট খণ্ডের এ বিশাল তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। এ ছাড়াও অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের পক্ষ থেকে আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করে বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে অবশ্য সব চাইতে বৃহৎ ও উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা ছিল ইসলামী বিশ্বকোষ। এজন্য একটি উচ্চাভিলাষী প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষে ফাউন্ডেশনে ইসলামী বিশ্বকোষ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়। মূলত লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক এনসাইক্লোপেডিয়া-কে ভিত্তি করে এর কাজ শুরু করা হলেও সেটির পাশাপাশি উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ ও বাংলা বিশ্বকোষ থেকে সংযোজন ও বহু নতুন বিষয় অন্তর্ভূক্তির ফলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এ বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ পৃথক ও উচ্চমানের ইসলামী বিশ্বকোষে রূপান্তরিত হয়। ছাব্বিশ খণ্ডে (২৮ ভলিউমে) এ ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হওয়ার পর এই প্রকল্পের পক্ষ থেকে ২২ খণ্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষ প্রকাশের কাজ এগিয়ে চলছে।

গবেষণামূলক বিভিন্ন গ্রন্থের পাশাপাশি বিশ্বকোষ গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারেও ইসলামিক ফাউন্ডেশন মনোযোগ দেয়। বিখ্যাত কথাশিল্পী অধ্যাপক শাহেদ আলী ফাউন্ডেশনের পূর্বসূরি ইসলামিক একাডেমীর শুরু থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত ছিলেন। তিনি তখন প্রজেক্ট অফিসার হিসাবে অনুবাদ প্রকাশনা বিষয়ক সমুদয় কাজের দায়িত্বে ছিলেন।

একই সাথে তিনি "ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা" শীর্ষক গবেষণা পত্রিকা এবং 'সবুজ পাতা' নামের শিশুতোষ পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। ইসলামিক একাডেমী ইসলামিক ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত হওয়ার পর তিনি

Dhaka University Institutional Repository

নতুন সৃষ্ট অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের পরিচালক হন। এ পদে থাকাকালে ফাউন্ডেশন থেকে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইসলামিক একাডেমী পরিবর্তিত সংস্করণ "ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা" ও 'সবুজ পাতা'র সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। এর পাশাপাশি তিনি শিশুতোষ পুস্তক প্রকাশের বিশেষ দায়িত্বও পালন করে যান।[১]

তৎকালীন মহাপরিচালক এ.জেড.এম. শামসুল আলম সাহেবের প্রকাশনার বহুমুখী উদ্যোগের একটি ছিল শিশুতোষ প্রকাশনা। এমনিতে প্রকাশনা বিভাগের পক্ষ হতে শিশুতোষ বই প্রকাশের সাধারণ ব্যবস্থার পাশাপাশি কথাশিল্পী শাহেদ আলী ছাড়াও প্রবীণ শিশু সাহিত্যিক মোসলেম উদ্দীনকেও শিশুতোষ বই প্রকাশের বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়। এছাড়া শামসুল আলম সাহেবের উদ্যোগে ছোটদের উপযোগী ছড়ার মাধ্যমে হরফ শেখানোর একখানি চমৎকার সচিত্র বইও এ সময় প্রকাশিত হয়, যা সরকারের গণসাক্ষরতা প্রকল্পের পক্ষ থেকে অনেক কপি কিনে নেয়া হয়। বাংলাদেশে ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও ব্যক্তিত্বের উপরও অনেকগুলি সচিত্র শিশুতোষ কমিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকা থেকে 'সবুজ পাতা' প্রকাশের পাশাপাশি চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের পক্ষ থেকে যথাক্রমে 'সাম্পান', 'ময়ূরপংখী' ও 'সপ্তডিঙ্গা' নামে তিনখানি শিশুতোষ পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়।[২] যদিও পরবর্তীতে উক্ত পত্রিকা তিনটি প্রকাশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি।

গ্রন্থ প্রকাশনা

মানুষের জীবন ধারার জন্য প্রয়োজন সুষম খাদ্যের আর মনের ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রয়োজন গ্রন্থের। জ্ঞান প্রকাশের প্রধান সহায়ক গ্রন্থ। জ্ঞানীরা যা চিন্তা করেন, যা অনুভব করেন তা প্রকাশ করেন গ্রন্থের মধ্য দিয়ে। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ ও চর্চা গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। জ্ঞানে রাজ্যের পরিধি বর্তমানে এত বৃদ্ধি পেয়েছে তার নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা বেশ কষ্টসাধ্য। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, প্রকৌশল, কৃষি, চিকিৎসা থেকে শুরু করে অসংখ্য প্রকৃতির অভিধানের পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটকের মত বিভিন্নধর্মী সাহিত্য ও শিল্পকলা বিষয়ক গ্রন্থ। বিভিন্নধর্মী গ্রন্থের উদ্দেশ্য সমধর্মী মানুষের জ্ঞান রাজ্যের প্রসার ঘটান।[৩]

বাংলা প্রকাশনা

বাংলাদেশের প্রকাশনা বলতে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকাশনার গতি-প্রকৃতি ও অবস্থান বোঝা হয়, কিন্তু বাংলা প্রকাশনা বলতে আমরা বুঝি দু'শ বছরের অধিক বয়সী বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার ধারাবাহিকতা। বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনার নিরিখে বাংলাদেশের প্রকাশনাকে বিবেচনা করলে তাই আমরা একটি সমগ্র-দৃষ্টি অর্জন করতে পারবো। সে কারণে বাংলাদেশের প্রকাশনার আলোচনার মুখবন্ধ হিসেবে আমরা বাংলা প্রকাশনার উদ্ভব ও বিকাশের চকিত পরিচয় গ্রহণ করতে পারি।

১৭৭৮ সালে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড প্রণীত *A Grammar of the Bengal Language* গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার যাত্রা শুরু হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। ইংরেজ শাসক ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সহায়িকা হিসেবে এই পুস্তক প্রণীত হয়েছিল এবং ইংরেজি ছাড়াও বাংলা ও ফার্সি ভাষার মিশেল গ্রন্থে রয়েছে। সঙ্গত কারণেই এজন্য বাংলা ও ফার্সি হরফ তৈরি করতে হয়েছিল। চার্লস উইলকিন্স কর্তৃক হুগলিতে প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল। আর হরফ তৈরির কাজে উইলকিন্সকে সহায়তা করেছিলেন বাঙালি ধাতুবিদ্যাবিশারদ পঞ্চানন কর্মকার।[৪]

বঙ্গদেশে মুদ্রণযন্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন শাসক ইংরেজরা এবং তাঁদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই পুস্তকাদি প্রকাশিত হতে থাকে। মূলত দুই ধারায় এই সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, একদিকে ছিল সরকারি প্রকাশনা এবং আরেকদিকে মিশনারী প্রকাশনা। কোম্পানির প্রবর্তিত আইনের ধারা, ব্যবসা-বিধি, কর-আরোপ ইত্যাদি সম্পর্কে দেশীয় জনগণকে অবহিত করা প্রয়োজন ছিল। পাশাপাশি খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনে ধর্মকথা ও

---

১. অধ্যাপক আবদুল গফুর, প্রবন্ধ-ইসলামিক ফাউন্ডেশনে দশ বছর, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা,ঢাকা, নভেম্বর-২০০৫খ্রি. ,পৃষ্ঠা-৫২।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪।

৩. ডঃ আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ, প্রবন্ধ-শান্তি ও উন্নয়নের জন্য বই, *দ্বাদশ ঢাকা বইমেলা স্মরণিকা-২০০৬ খ্রি.*, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১১।

৪. মফিদুল হক, প্রবন্ধ-বাংলা প্রকাশনার আদি পর্ব, *দ্বাদশ ঢাকা বইমেলা স্মরণিকা-২০০৬ খ্রি.*, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মপুস্তকের বাংলা ভাষা তৈরি ও গ্রন্থাকারে প্রকাশের তাগিদ দেখা দিতে থাকে। তাই একদিকে ফোর্ট উইলিয়ম ঘিরে বিকশিত হয় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশনা, আর শ্রীরামপুর মিশনকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয় খৃষ্টীয় ধর্মপুস্তক প্রকাশনা, যার অন্যতম প্রধান রূপকার ছিলেন উইলিয়াম কেরী এবং তাঁকে যোগ্য সহযেগিতা দান করেন মুন্সি রামরাম বসু।

মুদ্রণযন্ত্রের আগমন ও গ্রন্থপ্রকাশের সূচনার বেশ কয়েক দশক পর পদানত ভারতবাসী ও বাঙালিদের সেই সুযোগ করায়ত্ত হতে থাকে। এর আগে ছাপাখানার মালিকানা ছিল নিরংকুশভাবে ইংরেজদের এবং তাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই মূলত বইপত্র প্রকাশিত হচ্ছিল। তবে মুদ্রণযন্ত্রের একটি সামাজিক চরিত্র রয়েছে এবং শাসকদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলেও এর সঙ্গে শাসিতের যোগসূত্র গড়ে ওঠে। ছাপাখানার কম্পোজিটর, মেশিনচালক, হরফ ঢালাইকর, বাঁধাইকারক থেকে শুরু করে কাগজ প্রস্তুতকারী কাগজী সম্প্রদায়ের যোগও ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ছাপাখানার জন্য বিলেত থেকে কাগজ নিয়ে আসা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাই দেশীয় পদ্ধতিতে হাতে তৈরি কাগজের মান উন্নত করে মুদ্রণ যন্ত্রে ব্যবহার উপযোগীভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। মুদ্রিত গ্রন্থ ও পত্র-প্রত্রিকা বিপণনের সঙ্গেও জড়িত হয় অনেক স্থানীয় ব্যক্তি। কোম্পানির বা মিশনারীদের প্রয়োজন ছাড়া স্থানীয় পাঠকদের চাহিদাও ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যগোচর হতে থাকে।

বাঙালি মালিকানাধীন প্রথম বাংলা মুদ্রণালয়ের দেখা মেলে ১৮১৬ সালে। কলকাতায় যে বিত্তশালী দেশীয় নব্যধনী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাঁদের অন্যতম রাজা রাধাকান্ত দেব প্রতিষ্ঠা করেন এই মুদ্রণশালা।[৫]

১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আরো দুটি বাঙালি মুদ্রণালয়, –বিশ্বনাথ দেবের প্রেস এবং বাঙালি প্রেস। দ্বিতীয় মুদ্রণালয় থেকে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রকাশ করেন প্রথম বাংলা *'বেঙ্গল গেজেটি'*। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য এর আগে কাজ করতেন শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে। এরপর কলকাতাকে কেন্দ্র করে দ্রুত বিকশিত হতে থাকে বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনা।

জেম্‌স্ লঙের মতে ১৮২০ সালে বাংলা ভাষায় বই ছাপা হয়েছিল ৩০টি। এর মধ্যে ১১টি হিন্দু ধর্মকথার বই, মূলত কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও দূর্গা বিষয়ক, তিনটি কাহিনীমূলক ও পাঁচটি আদি রসাত্মক। অবশিষ্ট বইয়ের মধ্যে একটি করে ছিল নাটক, সঙ্গীত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিদ্যা ও পঞ্জিকা। আর ১৯৫২ সালে দেখা যায় মোট প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৫০ এবং এর মধ্যে যেমন ক্লাইভ ও গ্যালিলিও-র জীবনচরিত রয়েছে, তেমনি রয়েছে শেক্সপীয়রের কাহিনী ও রবিনসন ক্রুসোর বাংলা ভাষ্য। ১৮৫৭ সালে দেখা যায় কলকাতার ৪৬টি ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়েছে ৩২২টি বই, এর মধ্যে হিন্দু পৌরাণিক উপাখ্যান ৮৫টি, মুসলমানী কাহিনী ২৩টি এবং শিক্ষাবিষয়ক বই ৪৬টি, ইতিহাস ও জীবনী ছিল ১৫টি, অর্থাৎ বাংলা প্রকাশনা খুব দ্রুতই সাবলিকত্ব অর্জন করেছিল। এর প্রধান কারণ সূচনার ওই কালপর্ব বঙ্গদেশে শিক্ষবিস্তারেরও কাল। আমরা দেখেছি ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিন্দু কলেজ। পাশ্চাত্য ধাঁচে স্কুলব্যবস্থা ততদিনে বিশেষ প্রসারতা লাভ করেছে। ১৮২৩ সালে কোম্পানির উদ্যোগে গঠিত হয় জেনারেল কমিটি অব পাবলিক এডুকেশন। স্কুল ছাত্রদের বইয়ের যোগান দেয়ার জন্য ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে স্কুল বুক সোসাইটি(১৮১৭)।[৬]

শিক্ষার যে দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে তার ফলশ্রুতিতে ১৮৩৫ সাল থেকে প্রতি জেলায় জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৮৫৫ সালে স্থাপিত হয় ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন এবং শুরু হয় প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ শিক্ষা, এই ত্রিধারার শিক্ষা কার্যক্রম। ১৮৫৭ সালে যাত্রা শুরু করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এসবের পটভূমিকায়, আমরা অনুমান করতে পারি, বাংলা প্রকাশনার বিকাশের পথ ক্রমশ প্রসারিত হয়ে চলছিল।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে নতুন এই শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমানদের অংশগ্রহণ বিশেষ ছিল না। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বছরের ১০১ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন মুসলমান। কিন্তু পাশাপাশি এটা লক্ষণীয় ও কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য যে বাংলা প্রকাশনার যাত্রাকালে একান্তভাবে দেশীয় গ্রন্থ প্রকাশনায় মুসলমানদের বড়রকম অংশীদারিত্ব ছিল। মুদ্রণ প্রকাশনার শুরুতে মুদ্রক,প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা ছিল একই ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান।[৭]

---

৫. মফিদুল হক, প্রবন্ধ-বাংলা প্রকাশনার আদি পর্ব, *দ্বাদশ ঢাকা বইমেলা স্মরণিকা-২০০৬ খ্রি.,* জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৩।

৬. মফিদুল হক, প্রবন্ধ-বাংলা প্রকাশনার আদি পর্ব, *দ্বাদশ ঢাকা বইমেলা স্মরণিকা-২০০৬ খ্রি.,* জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৩।

৭. মফিদুল হক, প্রবন্ধ-বাংলা প্রকাশনার আদি পর্ব, *দ্বাদশ ঢাকা বইমেলা স্মরণিকা-২০০৬ খ্রি.,* জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশনা সংক্রান্ত আইন

বঙ্গদেশে মুদ্রণ ও প্রকাশনা যেহেতু সূচিত হয়েছিল বিদেশী শাসক ও মিশনারীদের দ্বারা তাই এই তৎপরতা নিয়ন্ত্রণে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী হয়ে ওঠে নি। কিন্তু সংবাদপত্রের প্রকাশ পরিস্থিতি পাল্টে দিয়েছিল এবং হিকির গেজেট নিয়ে নানা উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব দেখা দিলে লর্ড ওয়েলেসলি কতিপয় নির্দেশ জারী করেন।

এই আইনগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং তা করতে গিয়ে গ্রন্থ প্রকাশের ওপরও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হয়, যদিও বাস্তবে তার প্রয়োগ বিশেষ ঘটে নি। পরে ১৮৩৫ সালে জারী করা হয় নতুন প্রেস অ্যাক্ট, যার ফলে মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠা ও গ্রন্থ প্রকাশ অনেক সহজ হয়ে ওঠে। ফলে দেখা যায় ১৮৩৫ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে বাংলায় ৭৯টি প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮]

১৮৪৭ সালে প্রবর্তিত হয়েছিল কপিরাইট আইন, এতে লেখকের স্বত্বরক্ষার ব্যবস্থা প্রথমবরের মতো আইনগত ভিত্তি লাভ করে। কপিরাইট আইনের প্রবর্তন লেখক ও প্রকাশকরা বিশেষভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং এই সময়ে অধিকাংশ প্রকাশনায় আইনের ধারা মোতাবেক বইটি যে রেজিষ্ট্রিকৃত তা মুদ্রিত থাকতো। তবে কপিরাইট আইন অনুযায়ী বই জমা দেয়ার কোনো বিধান ছিল না। অন্য দিকে ১৮৫৭ সালের প্রিন্টিং প্রেস অ্যাক্টে মুদ্রিত সামগ্রীর এক কপি স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দেয়ার বিধান রইলেও কেন্দ্রীয়ভাবে তা কোথাও সংরক্ষণ এবং নথিবদ্ধ করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ফলে দেশের পুস্তক প্রকাশনার সামগ্রীক চিত্র লাভ বা তার গতি-প্রকৃতি বুঝবার কোনো অবকাশ ছিল না। এই লক্ষ্যে ১৮৬৭ সালে 'প্রিন্টিং প্রেসেস অ্যান্ড নিউজপেপার্স অ্যাক্ট' জারী করা হয়। এই আইনের ধারায় ভারতে মুদ্রিত প্রতিটি বইয়ের তিন কপি রেজিস্টার অব পাবলিকেশন্স-এর কাছে জমাদান বাধ্যতামুলক করা হয়। রেজিস্টার অব পাবলিকেশন্সের অফিসও গঠিত হয়। উক্ত তিন কপি বইয়ের এক কপি বিলেতে প্রেরণ করে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। তাছাড়া রেজিস্টার অব পাবলিকেশন্সকে দায়িত্ব দেয়া হয় তিন মাস অন্তর জমাকৃত বইয়ের পরিচিতি-সম্বলিত 'বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ' প্রকাশ করার। ফলে ১৮৬৭সাল থেকে বাংলা প্রকাশনার তথ্যলাভ গবেষকদের পক্ষে অনেক সহজ হয়েছে এবং বহু মূল্যবান তথ্য তাঁরা উদঘাটন করতে পেরেছেন।[৯]

বাংলাদেশে গ্রন্থ প্রকাশনা

অবিভক্ত বাংলায় পূর্ববঙ্গে গ্রন্থের প্রকাশনা শুরু হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের পুস্তক প্রকাশনার শুরুর অর্ধশতাব্দীরও পরে। উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটক 'নীলদর্পণ' এই ঢাকা থেকে প্রকাশিত হলেও ঢাকার গ্রন্থ প্রকাশনা ছিল ১৯৪৭ সালের আগে পর্যন্ত মূলত স্কুল পাঠ্যপুস্তকের নোট কিংবা সহায়ক গ্রন্থ এবং প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের। এই বঙ্গে মুসলমানদের বইয়ের রচয়িতা ও প্রকাশক হিসেবে পাওয়া গেছে মূলত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষে, স্কুলের পাঠ্যপুস্তক অনুমোদনকারী সংস্থা ঢাকা স্কুল বুক কমিটি প্রতিষ্ঠার পর। আবার এই সংস্থাটি ১৯৩০ সালের দিকে উঠে গেলে ঢাকার এই প্রকাশনাও স্তিমিত হয়ে পড়ে। আমরা দেখব যে, ঢাকার প্রকাশনায় মুসলমানদের অংশ ছিল যৎসামান্য এবং তাও আবার মাদ্রাসার নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য লিখিত বাংলা পাঠ্য ধারাপাত কিংবা আরবী পাঠ্যপুস্তক।[১০]

এর কারণ ছিল অনেক। বই রচয়িতার অভাব, বই লিখলেও স্কুলের জন্য পাঠ্য করার সুযোগের অভাব, ঢাকায় সীমিত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে মুসলমানদের বইয়ের ব্যবসায় সীমিত অংশগ্রহণ এর অন্যতম কারণ। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল, ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল এই দীর্ঘ সময়ের আমাদের দেশের পুস্তক প্রকাশনার ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, ১৯৯০ সালের দিকে ঢাকার প্রকাশনার যে চরিত্র তা এতটুকু বদলায়নি।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ঢাকায় পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বই প্রকাশের ক্ষেত্রে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে ইউসিসের অনুবাদ কার্যক্রম থেকেই ৪২৫টি বইয়ের ১৯ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩শ' ৫০টি কপি মুদ্রিত হয়।এসময় কয়েকটি ব্যক্তি মালিকানাধীন পুস্তক প্রকাশের এবং সরকারী উদ্যোগে বাংলা একাডেমী, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, বি.এন.আর. ইত্যাদির প্রকাশনা কার্যক্রম দেশে সৃষ্টিশীল রচনা প্রকাশের পথ খুলে দেয়।

---

৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪।

৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪।

১০. মহিউদ্দিন আহমেদ, *বাংলাদেশে পুস্তক প্রকাশনা,* দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রি., পৃষ্ঠা-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু একথা সত্যি যে, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঢাকার প্রকাশন' মূলত পাঠ্যপুস্তকের নোট বই ও সহায়ক বইয়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত থেকেছে।[১১.]

ইসলামী প্রকাশনা

বর্তমান যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্রই ধর্মীয় চিন্তাধারা সম্বন্ধে শিক্ষিত শ্রেণীর মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদী-দর্শন জীবন-সমস্যার সমাধানে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলো অর্থনৈতিক সমস্যার মোটামুটি সমাধান করতে পেরেছে। দারিদ্র সেখানে দূরীভূত। কিন্তু মানুষ কি শান্তির সন্ধান পেয়েছে? প্রাচুর্যের কোলে লালিত-পালিত হয়েও দেখা যায় ধনীর দুলালরাও আত্মহত্যার মাধ্যমে জীবন-সমস্যার সমাধান পাওযার চেষ্টা করছে। জ্ঞানী-গুনী পণ্ডিত ব্যক্তিরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। প্রাচ্যের ভাববাদী চিন্তাধারা এবং ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ জীবন-পদ্ধতি জানার, বোঝার এবং অনুধাবন করার আগ্রহ পাশ্চাত্যে অনেক বেড়েছে।

পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা ক্রিয়া-কর্মের প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশেও পড়ে। আত্মবিশ্বাসহীন জনসমাজে অন্ধ অনুকরণের প্রবনতা অতি প্রবল। আমাদের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, ভালো-মন্দের বিচারও আমরা অনেক সময় পাশ্চাত্যের মানদন্ডে করতে চাই। অবশ্য উত্তম ধ্যান-ধারণা, সভ্যতা-সংস্কৃতি অনুকরণে বা গ্রহণে কোন দোষ নেই। এটা অত্যন্ত সুলক্ষণ যে আমাদের দেশে পাশ্চাত্যমুখী যুবক শ্রেণীর এক অংশ ক্রমশ ধর্মমূখী হয়ে উঠেছে। রূঢ় বাস্ত বের কষাঘাতে অনেকের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। ভাগ্য-বিড়ম্বনায় কারো কারো মোহমুক্তি ঘটেছে। বাপ-দাদার জীবন-দর্শন বোঝার আগ্রহ কিছুটা বেড়েছে। শিক্ষা প্রসারের ফলে বই-পুস্তকের মাধ্যমে ইসলামকে বোঝার আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। মাঠে-ময়দানে ওয়াজ-মাহফিলে সারা রাত বসে বসে আগে জ্ঞান হাসিল করতে হতো-সেটাকে এখন সহজলভ্য করে পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে গৃহদ্বারে পৌঁছিয়ে দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এজন্যও ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে।[১২.]

বর্তমানে আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের ইসলামের প্রতি বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অজস্র পুস্তক প্রকাশিত হচেছ। আমদানী নীতি এবং সাংস্কৃতিক মৈত্রী-চুক্তির কল্যাণে ধর্মবিরোধী পুস্তক বিদেশ থেকেও অবাধে আসছে। এসবের মোকাবিলা করার উপযোগী বেসরকারী ইসলামী প্রকাশনা সংস্থা দেশে নেই। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ছাড়া অন্য যে দু'একটি আধা-সরকারী সাংস্কৃতিক সংস্থা দেশে প্রকাশনা কার্যক্রম চালিয়ে যাচেছ, সেগুলোও আর্থিক দৈন্যের কারণে এ ব্যাপারে চরম উদাসীনতার পরিচয় দিচেছ।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশের শতকরা ৮৫জন মুসলিমের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার্থে ইসলাম সম্পর্কিত পুস্তক প্রকাশের এ ধরনের দায়িত্ব প্রধানত ইসলামিক ফাউন্ডেশনই গ্রহণ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন যেসব সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির দ্বারা ইসলামের জ্ঞান, শিক্ষা, আদর্শ ও চিন্তাধারা প্রচারে দেশকে নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করতে চেষ্টা করছে তার মধ্যে পুস্তক প্রকাশনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং ইসলাম সম্পর্কিত পুস্তকের ব্যাপক প্রকাশনা ও প্রচারণার দিকে ফাউন্ডেশন সর্বাধিক গুরুত্ব দিবে মর্মে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রত্যাশা করে।[১৩.]

এদেশে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য যেখানে ছিল শূন্যের কোঠায়, সেখান থেকে এদেশের মুসলিম মনীষীগণ বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনার জোয়ার সৃষ্টি করেন। কলমী পুঁথির যুগ হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বহু পুস্ত ক রচিত হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক মৌলভী আবদুর রাজ্জাক 'বাংলা ভাষায় ইসলামী পুস্তকের তালিকা' শীর্ষক ১৯৪ পৃষ্ঠার একটি পুস্তক রচনা করেন। এটি ১৯৭৭ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়।

---

১১. প্রাগুক্ত. পৃষ্ঠা-২৫

১২. এ.জেড.এম. শামসুল আলম, প্রবন্ধ-ইসলামী প্রকাশনা ও কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা, *ইসলামী প্রবন্ধমালা,* ইফাবা, ঢাকা, ৩য় প্রকাশ, এপ্রিল-২০০৪ খ্রি., পৃষ্ঠা-২২৩।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩৮,২৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

এতে বাংলা ভাষায় রচিত ১৮০০ ইসলামী সাহিত্যের নাম-ধাম রয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশে ব্যাপকহারে বাংলা ভাষায় ইসলামী বই-পুস্তক রচিত হয়েছে।[১৪]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা কার্যক্রম

দেশের জনসাধারনের মাঝে ইসলামের মহান মূল্যবোধের জাগরণ ও এর লালনের মাধ্যমে জাতিকে উন্নত ও আদর্শবান করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব কর্মসূচীর মধ্যে ইসলামী গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ কাজটি এর প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে করে চলছে।[১৫]

বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১৬] ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বহুমূখী কার্যক্রমের মধ্যে প্রকাশনা, অনুবাদ ও গবেষণা কার্যক্রম অন্যতম। জনগণের নিকট ব্যাপকভাবে ইসলামী গ্রন্থ সহজে ও স্বল্প মূল্যে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের মূলনীতি, শিক্ষা, আদর্শ, ইতিহাস-ঐতিহ্যের চর্চা এবং নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পটি শুরু থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ কার্যক্রমের আওতায় পবিত্র কুরআন, কুরআনের তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, সীরাত, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, আইন ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জুন-২০০৬ পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজারের অধিক (পুনর্মুদ্রণসহ) শিরোনামের পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।[১৭]

বাংলা ভাষায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর মৌলিক, গবেষণা, অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সরকারের দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ১৯৭৮-৭৯ ও ১৯৭৯-৮০ অর্থ বছরে ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এ অর্থ দ্বারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৭৬টি শিরোনামের গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৪-৮৫) ২২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা কার্যক্রম' প্রকল্প নামে অপর একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় এবং প্রকল্প মেয়াদে ২৮২টি শিরোনামের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রকল্প সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়নের পর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫-৮৬ থেকে ১৯৯০-৯১) ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৫-৯৬) মেয়াদকালে যথাক্রমে ৮৫০.০০ লক্ষ টাকা ও ৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকাশনা, অনুবাদ ও গবেষণা কার্যক্রমের জন্য দু'টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০০০-২০০১ পর্যন্ত প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে ৯৯৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৬৫ শিরোনামের পুস্তক প্রকাশ করা হয়। ইসলামের উপর ব্যাপক প্রকাশনা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে তথা পূর্বোক্ত কার্যক্রমের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে জুলাই ২০০১ থেকে জুন ২০০৬ মেয়াদে ১৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্ত বায়ন সম্পন্ন হয়েছে।[১৮] বর্তমানে ২০০৬-২০০৭ অর্থবছর থেকে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর মেয়াদে ১৯ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ৫ম পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলছে।

এ প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০০১ থেকে জুন ২০০৬ পর্যন্ত মোট ২১৫টি শিরোনামের নতুন পুস্তক, ৩৮৫টি শিরোনামের বইয়ের পুনর্মুদ্রণ, ৪৭টি নতুন শিরোনামের গবেষণা পুস্তক, ১০১টি নতুন শিরোনামের অনূদিত গ্রন্থ, ৫ খণ্ড ইসলামী বিশ্বকোষ পুনর্মুদ্রণ এবং ৭ খণ্ড সীরাত বিশ্বকোষ, ১ খণ্ড নিবন্ধ সূচী প্রকাশ করা হয়েছে।[১৯]

১৪.ডঃ মুহাম্মদ আবদুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৫ খ্রি.,পৃষ্ঠা-৩০।

১৫. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত পুস্তক তালিকা*, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ-২০০৪ খ্রি., পৃষ্ঠা প্রসঙ্গ-কথা।

১৬. *বার্ষিক প্রতিবেদন*, ২০০৩-২০০৪ খ্রি., ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা-১৪।

১৭.*চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন*, ইসলামী প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও বিশ্বকোষ কার্যক্রম (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৬ খ্রি., পৃষ্ঠা-৩।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশনা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত থাকেন দেশের প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম, শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানীগুনী ব্যক্তিবর্গ। পুস্তক রচনা, পান্ডুলিপি সংগ্রহ, রিভিউ, সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন, প্রেসে প্রেরণ, প্রুফ সংশোধন , মুদ্রণ, বাধাই ইত্যাদি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ইসলামী চিন্তা-চেতনার বিকাশ ও প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন যে সব পুস্তক প্রকাশ করেছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুরআনুল করীম, তাফ্সীরে মা'আরেফুল কোরআন, সিহাহ-সিত্তাহ্, তাফ্সীরে তাবারী, তাফ্সীরে ইবনে কাছীর, হেদায়া, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, তাজরিদুস সিহাহ, সীরাতে ইব্নে হিশাম,সীরাতে ইব্নে ইসহাক, ইব্নে মাজাহ্, তাফ্সীরে মাযহারী, তাসহীহ্ বুখারী, তাফ্সীরে রুহুল মাআনী, তাফ্সীরে কবীর,ইলাউস সুনান ইত্যাদি আকর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে সারাদেশে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ সব মূল্যবান গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য বেশ কিছু গ্রন্থ বিদেশে বাংলাদেশের ভাব-মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।[২০.]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক দেশের সর্বমহলে যেমন সমাদৃত তেমনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশে ও ইসলামী সংস্থা প্রতিবছর সরাসরি বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক সংগ্রহের জন্য চাহিদা পাঠিয়ে থাকেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পুস্তক দেশ-বিদেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহায়ক পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সম্প্রতি পৃথিবীর বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েও ফাউন্ডেশনের বই রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মধ্যে *'Scientific Indications in the Holy Quran'* গ্রন্থটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।[২১.]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় বই বিক্রয় কেন্দ্রসহ দেশের সবগুলো বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকাশিত বই-পত্র বিক্রি করে থাকে। এছাড়া, বায়তুল মুকাররমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিজস্ব বই মেলা, ঢাকা বই মেলা, বাংলা একাডেমীর বই মেলাসহ অন্যান্য মেলায় ব্যাপকহারে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত পুস্তক বিক্রি হয়। বিদেশের বই মেলায় বিশেষ করে কলকাতা আন্তর্জাতিক বই মেলায়ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বইয়ের বিশেষ চাহিদা রয়েছে। কলকাতার এই বই মেলায় বাংলাদেশ থেকে অংশ গ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০১ ও ২০০২ সালে সর্বোচ্চ বিক্রেতার (Best Seller) সম্মান লাভ করেছে।[২২.] ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বই বিক্রির পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ২ লক্ষ টাকা। এর আগের অর্থবছরে বই বিক্রির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা।[২৩.]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং এর অন্তর্নিহিত শিক্ষা ও মর্মবাণী জনগণের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে ইসলামের শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব, সহিষ্ণুতা ও মানবিক মূল্যবোধের আদর্শে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। সেই সাথে ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের গৌরবময় অনুষদগুলো জনগণের সামনে উপস্থাপন করে তাদেরকে নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল করে তোলা। উল্লেখিত বিষয়সমূহ সহজবোধ্য ও সার্থকভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রকাশনা প্রকল্পের ভূমিকা অনন্য।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে যে বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে তা জনগণের নিকট সহজবোধ্য হওয়ায় বইগুলো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং দেশে-বিদেশে এর ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। তাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, চিন্তা ও চেতনা এবং ইসলামী ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও বিস্তারের জন্য এ ধরনের কার্যক্রমের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এ ধরনের কার্যক্রমের সামাজিক চাহিদাও ব্যাপক।

---

২০. মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৯।

২১. চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩।

২২. চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪।

২৩. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামী জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার এবং প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামী পুস্তক রচনা, গবেষণা, অনুবাদ ও প্রকাশনা কাজ পরিচালনা করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পের নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারণ করা আছে ঃ

ক. ইসলামের প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামের বিভিন্ন দিক যেমন-কুরআনের তাফ্সীর, হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা, ফিকাহ শাস্ত্র, কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে তাহযীব-তমদ্দুন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও কারিগরী, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ইসলামের বিধি-বিধান, দর্শন, আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থ, সাময়িকী প্রকাশ করা ;

খ. পর্যায়ক্রমে বাংলা ভাষায় ইসলামী প্রকাশনা স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধি করা ;

গ. পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফসহ ইসলামের বিধি-বিধান এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশ করা ;

ঘ. ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর যুগোপযোগী গবেষণা পরিচালনা করা এবং ঙ. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা), অন্যান্য নবী-রাসূল (সা), সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর জীবনাদর্শ ও ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর উপর বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশ করা।[২৪]

প্রকল্পের কর্মপরিধি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪টি বিভাগের মাধ্যমে এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। বিভাগগুলো যথাক্রমে প্রকাশনা বিভাগ, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ, গবেষণা বিভাগ ও ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ।

প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী, কুরআন ও তাফসীর সম্পর্কিত, মহানবী (সা)-এর সীরাত ও হাদীস সম্পর্কিত, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ইসলামী আইন ও দর্শন, মুসলিম মনীষীদের জীবনী, শিশু-কিশোরদের উপযোগী, চরিত্র গঠনমূলক সাহিত্য, ইসলামী অর্থনীতি, নারী, যৌতুক প্রতিরোধ ও মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ, মূল্যবোধ ও শিক্ষার প্রচার ও প্রসার এ বিভাগের প্রধান কাজ। এ উদ্দেশ্যে প্রকাশনা বিভাগ এ পর্যন্ত ৩,১৩০ শিরোনামের পুস্তক প্রকাশ করেছে। প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত পুস্তকসহ অন্যান্য সকল বিভাগের প্রকাশিত পুস্তকের পুনর্মুদ্রণের কাজ এ বিভাগ থেকে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত পুস্তকের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে পুনর্মুদ্রণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ও পাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলা অনুবাদসহ আল-কুরআনুল করীমের ৩৬তম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনসহ অন্যান্য তাফ্সীর, হাদীস, সীরাত, জীবনীগ্রন্থ, ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও শিশুতোষ গ্রন্থগুলো ২ থেকে ১৩ বার পর্যন্ত এই বিভাগ থেকে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক ও পত্রিকা বিক্রয় করাও এই বিভাগের দায়িত্ব। প্রকাশিত পুস্তকের স্টোর ব্যবস্থাপনাও এই বিভাগ করে থাকে।[২৫]

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

কুরআনুল করীমের অনুবাদ, তাফ্সীর, হাদীস গ্রন্থ ও ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে অন্য ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক গ্রন্থাদি অনুবাদ, সংকলন ও প্রকাশ করা এই বিভাগের কাজ। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের মাধ্যমে সিহাহ সিত্তাহর পূর্ণাঙ্গ সেট-যেমন : বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, নাসাঈ শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফসহ মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, তাহাভী শরীফ, তাজরীদুস সিহাহ (পুনরাবৃত্তিমুক্ত সহীহ হাদীস), তাফ্সীরে মা'আরেফুল কোরআন, তাফ্সীরে জালালাইন, তাফ্সীরে ইবনে কাছীর, তাফ্সীরে তাবারী, তাফ্সীরে মাজেদী, তাফ্সীরে মাযহারী, তাফ্সীরে উসমানী, তাফ্সীরে ইবনে আব্বাস, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, আল-হিদায়া, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইসলামের ইতিহাস:আদি-অন্ত) প্রভৃতি এবং সীরাতে ইবনে ইসহাক, সীরাতে ইবনে হিশাম এবং আসাহুস সিয়ার, সীরাতুল মুস্তফা-এর বাংলা অনুবাদসহ সীরাত বিষয়ক ১০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

---

২৪. চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬।

২৫. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ইফাবা কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৮ খ্রি. সনের ডায়েরী, পৃষ্ঠা-৫।

Dhaka University Institutional Repository

এ পর্যন্ত এ বিভাগ থেকে মোট ৩২৫টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া মুসনাদে আহমদ, ইলাউস সুনান, ফিক্হুস সুনান ও জামেউল ফাওয়ায়েদ ইতোমধ্যে অনূদিত হয়েছে এবং প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাফ্সীরে কাবীর, তাফ্সীরে রূহুল মাআনী এবং সাফওয়াতুত তাফ্সীর-এর অনুবাদের কাজ চলছে।[২৬]

গবেষণা বিভাগ

ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা ও পুস্তকাকারে প্রকাশ এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এই বিভাগের অন্যতম কাজ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস, দেশবরেণ্য সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের জীবন ও কর্ম, আল-কুরআনে অর্থনীতি, আল-কুরআনে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদানসহ উলেখযোগ্য সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ছোটদের বিশ্বকোষ, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত, জরুরী ফাতাওয়া ও মাসাইল বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। এ ছাড়া সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত হাদীসের গ্রন্থ, হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাবের তত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কিত গবেষণা, আরবী-বাংলা অভিধান প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলা-আরবী অভিধান প্রণয়ন ও প্রকাশ করাসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। গবেষণা বিভাগ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ১১৫টি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' নামে একটি গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকাও এই বিভাগ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে।[২৭]

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ

দেশের প্রখ্যাত ও প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদ, আলিম, বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক ও দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীগণ কর্তৃক মৌলিকভাবে লিখিত, অন্য ভাষা থেকে অনূদিত ও সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী বাংলায় প্রকাশের লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বাংলায় ২ খণ্ডে সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ এবং ২৬ খণ্ডে ২৮টি ভলিউমে সমাপ্ত বিস্তারিত ইসলামী বিশ্বকোষ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষ ২য় সংস্করণের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে এর ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট খণ্ড গুলো পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে। সীরাত বিশ্বকোষ নামে ২২ খণ্ডে সমাপ্য আরেকটি প্রকল্পের কাজ চলছে। এতে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ), রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর জীবনী স্থান পাবে। ইতোমধ্যে 'সীরাত বিশ্বকোষ'-এর ১৩টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং আরও ২ খণ্ড প্রকাশের কাজ চলছে। এছাড়া এ বিভাগ থেকে ১০ খণ্ডে সমাপ্য 'আল-কুরআন বিশ্বকোষ' প্রণয়ন ও প্রকাশের কাজ চলছে।[২৮]

প্রকল্পের বিশেষত্ব নিম্নরূপ

(ক) ইসলামী জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা ;

(খ) তুলনামূলক কম মূল্যে পাঠকদের কাছে পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা ;

(গ) সরকারী পর্যায়ে ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।[২৯]

পুস্তক বাছাই ও প্রকাশের নীতিমালা

প্রকাশনা বিভাগের পুস্তক প্রকাশের জন্য বিধিবদ্ধ নীতিমালা রয়েছে। এ নীতিমালা অনুযায়ী লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের কাছ থেকে পান্ডুলিপি গ্রহণ করা হয়। উক্ত পান্ডুলিপি প্রাথমিকভাবে যাচাই করার পর প্রকাশনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক যাচাই করে পরিচালকের নিকট পেশ করা হয়। পরিচালকের নিকট পান্ডুলিপি মানসম্মত হলে রিভিউ করার জন্য তালিকাভুক্ত দু'জন বিষয়-বিশেষজ্ঞ রিভিউয়ার দ্বারা রিভিউ করানো হয়।

দু'জন রিভিউয়ারের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে তৃতীয় রিভিউয়ারের নিকট প্রেরণ করা হয়। রিভিউ রিপোর্টসহ সকল রিভিউয়ারের নিকট থেকে পান্ডুলিপি ফেরত পাওয়ার পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালক-এর নেতৃত্বে গঠিত পুস্তক নির্বাচন কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। রিভিউয়ারদের মতামত ও পুস্তক/পান্ডুলিপির গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক পুস্তক নির্বাচন কমিটি পান্ডুলিপির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং প্রকাশের জন্য অনুমোদিত হলে গুরুত্ব অনুযায়ী মুদ্রণ সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর লেখকের সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের পর পুস্তক নির্বাচন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পুস্তক/পান্ডুলিপি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেসে মুদ্রণের জন্য প্রেরণ করা হয়।[৩০]

---

২৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫।

২৭. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, ২য় প্রকাশ, জুন-২০০৬ খ্রি., পৃষ্ঠা-৫৭৫।

২৮. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, ২য় প্রকাশ, জুন-২০০৬ খ্রি., পৃষ্ঠা ৫৭৫।

২৯. *চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন*, ইসলামী প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও বিশ্বকোষ কার্যক্রম (৪র্থপর্যায়) প্রকল্প, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৬ খ্রি., পৃষ্ঠা-৩।

Dhaka University Institutional Repository

পুস্তক নির্বাচন কমিটি নিম্নরূপঃ

১.	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	সভাপতি
২.	উপ-সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	পরিচালক, আইএমইডি,পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৪.	উপ-প্রধান (শিক্ষা উইং), পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৫.	সিনিয়র সহকারী প্রধান-১, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	পরিচালক,পরিকল্পনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	সদস্য
৭.	প্রকল্প পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	সদস্য সচিব

- বিশেষজ্ঞ সদস্য আমন্ত্রণক্রমে।

কমিটির কর্মপরিধি

১. বিষয়ভিত্তিক সমীক্ষকের মতামত পর্যালোচনা করে পুস্তক নির্বাচন করা।

২. ইসলামের মৌলিক গ্রন্থ ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রচার ও প্রসারে সহায়ক হবে এমন পুস্তক নির্বাচন করা।

৩. ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কিংবা বিতর্কিত কোন পুস্তক নির্বাচন না করা।

৫. পুস্তক নির্বাচনের পর তা প্রকাশের জন্য সংখ্যা নির্ধারণ করা।[৩১]

মূল্য নির্ধারণ কমিটি

১.	প্রকল্প পরিচালক	সভাপতি
২.	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	সদস্য
৩.	প্রেস ব্যবস্থাপক	সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট উইং-এর উপ-পরিচালক/মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	উপ-পরিচালক,বিক্রয় শাখা	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি,পরিকল্পনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	সদস্য
৭.	উপ-পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি

কমিটি কর্তৃক মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে পুস্তকের মূল্য নির্ধারণ ও এতদসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।[৩২]

অনুবাদ কার্যক্রমের নীতিমালা

পিপি অনুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালককে সভাপতি করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি থাকবে। এ কমিটি অনুবাদ উপযোগী গ্রন্থের তালিকা প্রণয়ন করবেন। এ কমিটিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি বিভাগের একজন করে প্রতিনিধি, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার একজন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, প্রকল্প পরিচালক সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট উইং এর পরিচালক সদস্য-সচিব হিসেবে থাকবেন।[৩৩]

সম্পাদনা

অনুবাদ বিভাগের হাদীস,তাফসীর, সীরাত গ্রন্থ, হেদায়া, ফতাওয়ায়ে আলমগীরী ইত্যাদি এবং গবেষণা বিভাগের মৌলিক গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে সম্পাদনা করে পান্ডুলিপি প্রণয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লেখক কিংবা সম্পাদনা পরিষদের কোন ব্যক্তিকে অনুবাদ/ মৌলিক লেখার জন্য ফরমায়েস দেয়া হয়। লেখক/অনুবাদকের নিকট থেকে লেখা প্রাপ্তির পর তা সংশ্লিষ্ট সম্পাদনা পরিষদের নিকট উপাস্থাপন করা হয়। সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদনা হওয়ার পর পান্ডুলিপি চূড়ান্ত করা হয়।[৩৪]

---

৩০. চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪।
৩১. চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪।
৩২. চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫।
৩৩. চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫।
৩৪. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

পুস্তক পুনর্মুদ্রণের নীতিমালা

পিপি অনুযায়ী কমিটির গঠন নিম্নরূপ ঃ

১.	মহাপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	সভাপতি
২.	উপ-সচিব (উন্নয়ন) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	পরিচালক, পরিকল্পনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	সদস্য
৪.	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	প্রকল্প-পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও বিশ্বকোষ কার্যক্রম	সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি

পুনর্মুদ্রণের জন্য পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন পূর্বক নিম্নোক্ত তথ্যসহ কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হয় ঃ

১. পুনর্মুদ্রণের জন্য বিবেচিত পুস্তক সম্পর্কে পাঠকদের চাহিদা নিরূপণ করা।
২. ইতিপূর্বে প্রকাশিত পুস্তকটি নিঃশেষিত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।
৩. জেলা কার্যালয় থেকে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা।
৪. পুনর্মুদ্রণযোগ্য পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।[৩৫]

রিভিউয়ার ও সম্পাদক নির্বাচনের নীতিমালা

পিপি অনুযায়ী কমিটির গঠন নিম্নরূপ ঃ

১.	যুগ্ম-সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	উপ-সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	সদস্য
৪.	পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	সদস্য
৫.	পরিচালক, বিশ্বকোষ বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	সদস্য
৬.	পরিচালক, পরিকল্পনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	সদস্য
৭.	প্রকল্প-পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও বিশ্বকোষ কার্যক্রম	সদস্যসচিব

কমিটির কর্মপরিধি

১. কমিটি রিভিউয়ার ও সম্পাদকদের জীবন-বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করে পিপিতে বর্ণিত নীতিমালার আলোকে আর্থিক বছরের শুরুতে একটি তালিকা প্রণয়ন করবে।
২. বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি যাদের রিভিউয়ার ও সম্পাদক হিসেবে স্বীকৃতি রয়েছে তাদের মধ্য হতে নির্বাচন করতে হবে।
৩. রিভিউয়ার ও সম্পাদককে আরবী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হতে হবে।
৪. রিভিউয়ার ও সম্পাদক হিসেবে নূন্যতম পাঁচ বছর বাস্তব অভিতজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।
৫. সন্তোষজনক কাজের জন্য প্রতিবছর রিভিউয়ার ও সম্পাদকদের তালিকা নবায়নযোগ্য হবে।
৬. প্রকল্পের স্বার্থে প্রয়োজনে যে কোন সময় রিভিউয়ার ও সম্পাদক অন্তর্ভুক্তকরণ কিংবা তালিকাভুক্ত রিভিউয়ার ও সম্পাদককে বাদ দেয়া যেতে পারে।[৩৬]

আল-কুরআনুল করীম প্রকাশনা

বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য বাংলা তরজমা আল কুরআনুল করীম প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। এর দু'টি সাইজ বড় ও মাঝারি (বহনযোগ্য সাইজ)। পবিত্র আল কুরআনুল করীম বিশ্বমানবের একমাত্র মুক্তিসনদ, হিদায়াতের নির্ভুল ও চিরন্তন নির্দেশনা। আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সকল বিষয়, সকল অনুষঙ্গ, সমস্ত নির্দেশনা, আদেশ-নিষেধ, করণীয়-বর্জনীয়; আমাদের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণময় সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি, কর্ম-প্রক্রিয়া সম্বলিত আসমানী কিতাব এই কুরআনুল করীম। প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, সাহিত্যিক ভাষাতত্ত্ববিদ প্রমুখ সুধীজন আল-কুরআনুল করীম-এর বাংলা তরজমা ও এর সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও আছেন।

---

৩৫. চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬।
৩৬. চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনের মর্ম অনুধাবন করে সে অনুযায়ী সফল জীবন, আদর্শ পরিবার, সমাজ ও দেশ গঠন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তিময়, কল্যাণময় অনন্ত জিন্দেগী লাভের উদ্দেশ্যে এই আলোকময় আসমানী কিতাব প্রত্যেকেরই সংগ্রহে থাকা বাঞ্ছনীয়।

এছাড়া সাধারণ পাঠকদের সুবিধার দিকটি বিবেচনায় রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্প্রতি প্রকাশ করেছে আল কুরআনুল করীমের সরল তরজমা। সহজ-সরল ভাষায় পবিত্র কুরআনের এ তরজমাটি কোটি কোটি পাঠকের কুরআন অনুধাবনের প্রয়াস-প্রচেষ্টাকে অধিকতর ফলপ্রসূ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

যারা শুধু তেলাওয়াতের জন্য কুরআন শরীফ সংগ্রহ করতে চান, তাদের জন্য আরবী টেক্সট 'কুরআন মজীদ' প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন । সম্প্রতি 'আল কুরআনুল করীম'-এর শুধু বাংলা তরজমা সংবলিত একটি পকেট-সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। সফর বা স্থানান্তরে গমনের সময় এই পকেট-সংস্করণটি সহজেই বহন করা যাবে এবং এটি কুরআন-পিপাসু মানুষের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত হবে।[৩৭]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন সাইজের কুরআনুল করীমের মূল্য তালিকা[৩৮] নিম্নরূপঃ

ক. আল কুরআনুল করীম-- বড় সাইজ, কলকাতা ছাপা--৩৬৮/-(মুদ্রিত মূল্য)
খ. আল কুরআনুল করীম-- বহনযোগ্য মাঝারি সাইজ--১৯৫/-(মুদ্রিত মূল্য)
গ. কুরআনুল মজীদ-- শুধু আরবি টেক্সট--১৭৫/-(মুদ্রিত মূল্য)
ঘ. আল কুরআনুল করীম-- সরল তরজমা ১ম খণ্ড--২৪০/-(মুদ্রিত মূল্য)
ঙ. আল কুরআনুল করীম-- সরল তরজমা ২য় খণ্ড--২২০/-(মুদ্রিত মূল্য)
চ. আল কুরআনুল করীম--শুধু বাংলা তরজমা--পকেট সংস্করণ(এক খণ্ডে সমাপ্ত)৮৮/-(মুদ্রিত মূল্য)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন আল কুরআনুল করীম-এর অনুবাদ ছাড়াও প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থগুলিকে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেছে। তম্মধ্যে তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাদীস সম্পর্কিত প্রকাশনা

পবিত্র কুরআনের তরজমা ও তাফসীর প্রকাশনার পর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশনা হলো হাদীস সম্পর্কিত প্রকাশনা।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ-নিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম, সমর্থন ও অনুমোদনই হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে পবিত্র কুরআনের পরই হাদীস বা সুন্নাহর স্থান। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম আহকাম ও দিক-নির্দেশনার জন্য সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত।

সিহাহ সিত্তাহ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হাদীস ও হাদীস সম্পর্কিত প্রকাশনার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা যুগান্তকারী প্রকাশনা হচ্ছে দেশের প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও বিজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও পরিচিত ছয়জন জগদ্বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, মনীষী কর্তৃক সংকলিত সিহাহ সিত্তাহ বা ছয়খানা বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা।[৩৯] এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে।

---

৩৭. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, আগষ্ট-২০০৫ খ্রি. ,পৃষ্ঠা-১১০।
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১০।
৩৯. মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৫ খ্রি. ,পৃষ্ঠা-১১২।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা

বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা একটি গবেষণামূলক প্রকাশনা। মানব সভ্যতার উন্নয়নের প্রধান শর্ত হলো গবেষণা। গবেষণার মাধ্যমে মানুষ পায় উন্নয়নের নানা বস্তুনিষ্ঠ তথ্য, তত্ত্ব ও সূত্র। প্রতিটি জাতিই গবেষণার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বিত্তবান দেশ আমেরিকার উন্নয়নের মূল সূত্রই হচ্ছে 'গবেষণা ও উন্নয়ন'। উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণার কোন বিকল্প নেই।[৪০] আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেছেন-'তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? ইহা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসতো তবে তারা তাতে অনেক অসংগতি পেতো'।[৪১]

বিশ্বকোষ জ্ঞানের ভান্ডার। বিশ্বের যাবতীয় বিষয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপনে বিশ্বকোষের ভুমিকা সর্বজনবিদিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন বিষয় নেই যা বিশ্বকোষের আওতাভূক্ত হয় না। তাই আজকের বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বিশ্বকোষের গুরুত্ব সর্বাধিক। তবে বিশ্ব সমাজ ও সভ্যতার ক্রমাগত অগ্রগতির সংগে সংগে মানুষের জ্ঞানের সীমাও নিরন্তর বিস্তৃত হয়ে চলেছে। সভ্যতার এই ক্রম অগ্রগতিকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ধরে রাখা মনীষীদের অন্যতম কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্য বিশ্বকোষে অন্তর্ভূক্ত বিষয়াদির প্রবৃদ্ধি এবং তৎসহ বিশ্বকোষের কলেবর বৃদ্ধি ঘটে যাতে সমসাময়িক কালের কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় এতে বাদ পড়তে না পারে। এই দৃষ্টিকোণ হতে ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনার মত একটি দুরুহ কাজে ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাত দেয়।

প্রেক্ষাপট

ঢাকাস্থ ফ্রাংকলীন বুক প্রোগ্রামস্ কর্তৃক বাংলা ভাষায় একটি সাধারণ বিশ্বকোষ প্রকাশিত হলেও উপমহাদেশের প্রায় চব্বিশ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য তাদের জীবনাদর্শ, তাহযীব-তমদ্দুন ও ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ইসলামী বিশ্বকোষ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। এই অভাব দূরীকরনের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা কর্মসূচী গ্রহণ করে জনগণের এই চাহিদা মিটাতে এগিয়ে আসে। অতঃপর পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম পর্যায়ে দুই খণ্ডে বিভক্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আনুমানিক ২০ খণ্ডে বিভাজ্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।[৪২]

ধারাবাহিকতা (১৯৮০-৮৫)

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা কার্যক্রমের সাফল্যের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ৬৯.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে একটি নিয়মিত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড) এবং বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষের ১ম খণ্ড প্রকাশ করা হয়। এছাড়া এই সময়ে প্রায় ৩ খণ্ডের উপযোগী নিবন্ধ রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনার মাধ্যমে তৈরীর কাজ সম্পন্ন করা হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)

২০ খণ্ডে সমাপ্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষের মধ্যে ইতিপূর্বে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডের পুনর্মুদ্রণসহ মোট ৯(নয়) খণ্ড (২-৯) প্রকাশের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ১৫০.০০ লক্ষ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার আর একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তবে তখনো ১ম খণ্ডের সব কপি নিঃশেষ না হওয়ায় এবং কাজের গতিবেগ ধরে রাখার জন্য ১ম খণ্ড পুনর্মুদ্রণ না করে উক্ত অর্থে নূতন একটি খণ্ড (১০ম খণ্ড) প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং যথা সময়ে তা বাস্তবায়িত হয়।

চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯১-৯৫)

১৯৯০-৯১ সালে ৪র্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাধীনে নিয়মিত কোন প্রকল্প না থাকায় ইহার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল না। কিন্তু বিশ্বকোষের গুরুত্ব ও উপযোগিতা অনুভব করে ইহার কাজ অব্যাহত রাখার স্বার্থে মন্ত্রণালয় হতে ১০.০০(দশ লক্ষ) টাকার একটি বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থে একাদশ খণ্ডের কাজ সমাপ্ত করা হয়।

---

৪০. মমতাজ দৌলতানা, *ধর্ম, যুক্তি ও বিজ্ঞান*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, এপ্রিল-১৯৯৭ খ্রি. ,পৃষ্ঠা-৯০।
৪১. আল-কুরআন, সূরা-নিসা, আয়াত-৮২।
৪২. *ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)-এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন*, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইফাবা, ঢাকা, জুন-১৯৯৫ খ্রি., পৃষ্ঠা-৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিমধ্যে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশে লব্ধ অভিজ্ঞতা হতে প্রতীয়মান হয় যে, সম্পূর্ণ বিশ্বকোষটি মোট ২০ (বিশ) খণ্ডে সমাপ্ত হবে না বরং ২৬ খণ্ডে ইহা সমাপ্ত হবে আশা করা যায়। তাই ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক (৯১-৯৫) পরিকল্পনাধীনে ২.০০(দুই কোটি) টাকা ব্যয়ে বাকী ১৫ খণ্ড প্রকাশের আরো একটি প্রকল্প গৃহীত হয়। উক্ত পরিকল্পনাধীনে ইতিমধ্যে ২৬ খণ্ডের ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের কাজ সফল ভাবে সমাপ্ত হয়েছে। ২৬ খণ্ডে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হওয়ার পর ২২ খণ্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষ নামে নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সীরাত বিশ্বকোষ এর ১৩ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লাভে এবং ব্যাপক জ্ঞানার্জনে আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা, পন্ডিত, গবেষক, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণায় সহায়তা প্রদান।

২. ইসলাম ও মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্যের সংগে সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকের উপর নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশনা।

৩. ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিরাজমান মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে ও অসততা দূরীকরণে সহায়তা দান।

৪. ইসলাম ও মুসলিম ইতিহাসের সংগে সম্পর্কিত আমাদের মহান পূর্বসুরীদের গৌরবময় ঐতিহ্যের সংগে পরিচিত করে তোলার মাধ্যমে আমাদের তরুণ ও যুব মানসে সৃষ্ট হতাশা ও হীনমন্যতাবোধ দূর করে তাদেরকে আশাবাদী ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে সাহায্য করা যাতে তারা জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডের সংগে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারে এবং সমাজ উন্নয়নের অব্যাহত ধারায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।[৪৩]

বিশ্বকোষ সংকলনের উৎস

ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ও ফারসী ভাষায় প্রকাশিত বিশ্বকোষ এবং অন্যান্য গ্রন্থ বিশেষ করে বাংলা ভাষায় প্রণীত বিশ্বকোষসহ বিভিন্ন অভিধান, মৌলিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে লিখিত গ্রন্থাবলী হতে বাছাইকৃত নিবন্ধের অনুবাদ সংকলন করে বিশ্বকোষের পান্ডুলিপি প্রণীত হয়ে থাকে।

যে সকল উৎস হতে বিশ্বকোষের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে তা হলো ঃ

১. নেদারল্যান্ডের লাইডেন হতে প্রকাশিত *Encyclopaedia of Islam*-এর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ।
২. পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ "দাইরায়ে মাআরিফ-ই-ইসলামিয়া"।
৩. মিসর হতে প্রকাশিত আরবী ইসলামী বিশ্বকোষ।
৪. বাংলা ও সংসদ চরিতাভিধান।
৫. ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রামস্ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ।
৬. এ ছাড়া মৌলিক নিবন্ধ লেখার জন্য নিম্নবর্ণিত গ্রন্থাদি ও পত্রপত্রিকা হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

ইসাবা, উসদুল-গাবা, ইস্তীআব, তাবাকাত, তাকরীবুত-তাহযীব, তাহযিবুত-তাহযীব, তাজরীদু আসমাইস-সাহাবা, কিতাবুল জারহ ওয়াত-তাদীল, কিতাবুছ-ছিকাৎ, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, শাযারাতুয-যাহাব, ফওয়াইদুল-বাহিয়্যা, *District Gazetters* ও আনুসংগিক গ্রন্থসহ অন্যান্য পত্র-পত্রিকা।[৪৪]

বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা পদ্ধতি

ইহা একটি জটিল ক্রমচলমান বিষয়। বিশ্বকোষ অর্ন্তভূক্তির যোগ্য প্রবন্ধ নির্বাচন হতে আরম্ভ করে চূড়ান্তভাবে তা সম্পাদনা করত মুদ্রণ ও বাঁধাই শেষে আগ্রহী পাঠকের হাতে তুলে দেয়া পর্যন্ত অনেকগুলি স্তর পার হতে হয়।

---

৪৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন*, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইফাবা,জুন ১৯৯০খ্রি.,পৃষ্ঠা-২।
৪৪. *ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)-এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন*, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইফাবা,জুন ১৯৯৫খ্রি.,পৃষ্ঠা-৪।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তার বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

- নিবন্ধ নির্বাচন ঃ উপরোক্ত উৎসসমূহ হতে বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষে স্থান পাওয়ার যোগ্য নিবন্ধ প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে তার সূত্র নির্দেশসহ অর্থাৎ কোন্ গ্রন্থের কত পৃষ্ঠায় তা উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

- প্রস্তুতকৃত নিবন্ধ তালিকাটি সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। তিনি সূত্রসমূহসহ তালিকাটি পর্যালোচনার পর নিবন্ধগুলির মধ্যে কোনটি অনুবাদ অথবা মৌলিক রচনা করতে হবে এবং অনুবাদ করতে হলে তা কোথা হতে করতে হবে উল্লেখপূর্বক অনুমোদন দান করে।

- অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পুস্তক হতে প্রয়োজনীয় নিবন্ধসমূহ ফটোষ্ট্যাট করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ অনুবাদকের নিকট প্রেরণ করা হয়।

- মৌলিক নিবন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে লিখিত কোন নীতিমালা না থাকলেও সম্পাদনা পরিষদ একটি নিজস্ব নীতিমালা অনুসরণ করে থাকেন। যেমন কোন জীবিত ব্যক্তি, তিনি যত বিখ্যাতই হোন, তাঁর উপর লেখা ইসলামী বিশ্বকোষে অর্ন্তভূক্ত হয় না। ইসলামী বিশ্বকোষে কোন নিবন্ধ অর্ন্তভূক্ত করার জন্য ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের সংগে এর সম্পৃক্ততা অপরিহার্য।

- অনুবাদ ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত নিবন্ধগুলি সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ হতে ফটোষ্ট্যাট করে প্রকল্পের নির্ধারিত অনুবাদকগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে নিবন্ধের বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অনুবাদকের নিকট প্রেরণ করা হয়। অনুবাদক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করার পর তা প্রকল্প অফিসে ফেরত পাঠান।

- মৌলিক রচনা ঃ এমন অনেক নিবন্ধ, বিষয়বস্তু ও ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যে সম্পর্কে পূর্বে উল্লিখিত কোন বিশ্বকোষ কিংবা গ্রন্থে স্থান পেলেও তাতে পেশকৃত তথ্যগুলি প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল কিংবা ভুল ও বিকৃত তথ্যে পূর্ণ। এমতাবস্থায় সম্পাদনা পরিষদ নূতন নিবন্ধ রচনার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ লেখককে এর উপর নিবন্ধ রচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লেখককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হয়ে থাকে।

- প্রতিবর্ণায়ন ঃ আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দসমূহ যথাসম্ভব উচ্চারণ বিকৃতির হাত হতে রক্ষা করার জন্য ইসলামী বিশ্বকোষে একটি প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রাথমিকভাবে প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি অনুসরণ জটিল মনে হলেও ক্রমান্বয়ে এর ব্যবহার সহজসাধ্য হয়ে যায়। লেখক/অনুবাদককে এর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা নামক একটি পুস্তিকাসহ কয়েকটি ছোট সহায়ক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

- লেখক/অনুবাদক নির্বাচন ঃ লেখক ও অনুবাদক নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত একটি নির্ধারিত ফরম পুরণের মাধ্যমে এর লেখক/অনুবাদক হিসেবে অন্তর্ভূক্তির জন্য আবেদন করতে হয়। উক্ত আবেদন পত্র সম্পাদনা পরিষদে পেশ করলে পরিষদ আবেদনকারীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা পর্যালোচনাপূর্বক লেখক/ অনুবাদক হিসাবে পরীক্ষামূলকভাবে মনোনয়ন দান করেন। অতঃপর পরীক্ষামূলকভাবে আবেদনকারীকে একটি নিবন্ধ অনুবাদ করতে দেয়া হয়। অনুদিত নিবন্ধটির মান পরিষদের সভাপতি ও অপর একজন অভিজ্ঞ সম্পাদক কর্তৃক পরীক্ষিত হয়। মান সন্তোষজনক বিবেচিত হলে তিনি ইসলামী বিশ্বকোষের লেখক/অনুবাদক তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হন। পরবর্তীকালে যদি তাঁর মানের অবনতি ঘটে তা হলে প্রাথমিকভাবে সর্তক করার পর মানের ক্রমাবনতির ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের যে কোন সদস্যের সুপারিশের প্রেক্ষিতে তাকে লেখক/অনুবাদক তালিকাভূক্তি হতে বাদ দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- সম্পাদনা ঃ লেখক/ অনুবাদক কর্তৃক লিখিত/অনুবাদকৃত নিবন্ধসমূহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ দুইজন সম্পাদক কর্তৃক যৌথভাবে সম্পাদিত হয়। সম্পাদনা পরিষদ সপ্তাহে চারদিন অধিবেশনে মিলিত হন। অধিবেশন কাল দুই ঘন্টা। সম্পাদনার জন্য সম্পাদকগণকে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হয়ে থাকে।

- অনুলিপিকরণঃ সম্পাদিত নিবন্ধসমূহের অনুলিপি (প্রেস কপি) তৈরী করা হয়।

- সম্পাদনা পরিষদ ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। পরে প্রকল্পের অগ্রগতির স্বার্থে অতিরিক্ত সাতজন নতুন সদস্য এই পরিষদে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সম্পাদনা পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা অনুসৃত হয় নাই। একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা থাকলে অনেক অনাকাংখিত জটিলতার হাত হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হত।[৪৫.]

ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদের সদস্যদের তালিকা [৪৬.]

ক্রমিক	সম্পাদকের নাম	সম্পাদিত খণ্ড	মন্তব্য
০১	জনাব আ. ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী	১ম খণ্ড - ২০শ খণ্ড	আমৃত্যু সম্পাদনা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন
০২	ডঃ সিরাজুল হক	১ম খণ্ড - ২৬শ খণ্ড	১ম-২০শ খণ্ড সদস্য এবং ২১শ-২৬শ খণ্ড পর্যন্ত সভাপতি
০৩	জনাব আহমদ হোসাইন	১ম খণ্ড -২১শ খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
০৪	ডঃ মোহাম্মদ এছহাক	১ম খণ্ড - ২৬শ খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
০৫	ডঃ এ. কে. এম আইয়ুব আলী	১ম খণ্ড - ১৫শ খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
০৬	জনাব এম আকবর আলী	১ম খণ্ড - ২৬শ খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
০৭	ডঃ সৈয়দ লুতফুল হক	১ম খণ্ড - ২৬শ খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
০৮	জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান	১ম খণ্ড - ৯ম খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
০৯	জনাব অধ্যাপক শাহেদ আলী	১ম খণ্ড - ২৬শ খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
১০	জনাব এ.টি. এম.মুছলেম উদ্দীন	১ম খণ্ড - ২৬শ খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
১১	জনাব কে. টি. হোসাইন	১ম খণ্ড - ৯ম খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
১২	ডঃ এস. এম. শরফুদ্দীন	১ম খণ্ড - ৯ম খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
১৩	জনাব কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ	১ম খণ্ড - ১২শ খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
১৪	ডঃ শমশের আলী	১ম খণ্ড - ৯ম খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
১৫	জনাব ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	১ম খণ্ড - ৯ম খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
১৬	জনাব মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান	৫ম খণ্ড	সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
১৭	জনাব আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	৬ষ্ঠ খণ্ড - ২৬শ খণ্ড	সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
১৮	ডঃ এম. এ. বারী	১০ম-২৩শ ও ২৫ খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
১৯	অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান	১৪শ খণ্ড ও ১৫শ খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
২০	ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান	১৪ শ খণ্ড ২৬শ খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
২১	জনাব মাওলানা উবায়দুল হক	১৬শ খণ্ড -২৬শ খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
২২	ডঃ এম. এ. আজিজ খান	১৬শ, ১৭শ ও ১৯শ খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
২৩	ডঃ মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক	১৬শ খণ্ড -২৬শ খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
২৪	ডঃ মুহাম্মদ আবুল কাসেম	১৬শ খণ্ড -২৬শ খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
২৫	অধ্যাপক মোঃ আবদুল মান্নান	১৬শ খণ্ড -২৬শ খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
২৬	জনাব মাওলানা আতাউর রহমান খান	১৬শ,১৮শ,২৩শ ও২৫শ	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
২৭	জনাব মুফতী মনসুরুল হক	১৬শ-২২ শ ও ২৫শ খণ্ড	সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন

শিশু-সাহিত্য প্রকাশনা

শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত সাহিত্যকে শিশু-সাহিত্য বলা হয়। বিশ্ব সাহিত্যে শিশু সাহিত্যের জন্য রয়েছে আলাদা বিভাগ ও মর্যাদা। সেই আদিকাল থেকেই শিশুদের জন্য শিশু সাহিত্যের চর্চা হয়ে আসছে। শিশুদের জন্য ছড়া, কবিতা, রূপকথা, কাহিনী, গল্প ইত্যাদি যেমন লেখা হয়েছে ; তাদের সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্যও রচিত

---

৪৫. *ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা প্রকল্প (২য় পর্যায়)-এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন*, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইফাবা, ঢাকা, জুন ১৯৯৫খ্রি., পৃষ্ঠা-৫।
৪৬. ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড থেকে ২৬শ খণ্ডে বর্ণিত সম্পাদনা পরিষদের তালিকা পর্যালোচনা করে এবং ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তা ডঃ আবদুল জলিল-এর মতামতের ভিত্তিতে সম্পাদনা পরিষদের উক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে অনেক আদর্শবিস্তারী গল্প-কবিতা। তার মধ্যে জীবন কথা, ধর্মের কাহিনী, রূপকথা ইত্যাদি আলাদা জগত সৃষ্টি করে চলেছে। বিশ্ব ধর্মীয় শিশু সাহিত্যের পরিমাণও কম নয়। বাংলা সাহিত্যেরও রয়েছে এক বিরাট শিশু সাহিত্য ভান্ডার।[৪৭.]

শিশুদের মন থাকে নরম এবং তাদের মেধার গ্রহণ ক্ষমতা থাকে অত্যন্ত বেশী। শিশুরা শৈশবে যে শিক্ষা গ্রহণ করে-তাই তার ভবিষ্যৎ নির্মাণের কাজে লাগে। শৈশবের শিক্ষাই তার পরবর্তী জীবনকে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। শৈশবের শিক্ষা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শ সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে আদর্শবান মানুষ তৈরীর ক্ষেত্রে এই গুরুত্বকে খাটো করে দেখার কোনও সুযোগ নাই। কারণ, শিশুরা কেবল জাতির ভবিষ্যৎ নয়,তারা দেশ, জাতি, সমাজের ভবিষ্যৎ নির্মাতাও। শিশুরাই বড় হয়ে পরবর্তীতে জাতিকে পরিচালনা করে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। যে কোনও সমাজে তাই শিশুকে নিয়ে আলাদা চিন্তা-ভাবনা থাকে, প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। আদর্শবাদী বই-পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারেও আলাদা চিন্তা পরিকল্পনা থাকা আব্যশক।

ইসলাম সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী জীবন-দর্শন হিসাবে পরিচিতি। ইসলাম সুন্দর মানুষ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের আদর্শ। মানুষকে সার্বিকভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ মনোনীত এই জীবন-দর্শনের রয়েছে বিস্তারিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি। সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনে ইসলামের সুমহান আদর্শ আর মহানবী (সা) এর দেখানো পথনির্দেশনা সর্বকালের জন্য উপযোগী। জাতির ভবিষ্যৎ শিশু-কিশোরদের জন্য শিশু-সাহিত্য তৈরীর মাধ্যমে শিশুদের কাছে ইসলামের আলো পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। ইসলাম যেহেতু জীবনধর্মী আদর্শ এবং মহানবী (সা)-সহ অন্যান্য নবী রাসূল ও মুসলিম ওলি -দরবেশের জীবন যেহেতু নানান বৈচিত্র্যে বর্ণাঢ্য, সুতরাং একটু আন্তরিক ও সচেষ্ট হলেই এসব নিয়ে ছোটদের জন্য সুন্দর শোভন আকর্ষণীয় লেখা তৈরী করা সম্ভব। এক্ষেত্রে আমরা অবশ্য পিছিয়ে নেই, বাংলা সাহিত্যের অনেক নামকরা লেখকই ইসলামী শিশু-সাহিত্য সৃষ্টিতে অবদান রেখে চলেছেন।

১৯৮২ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৬.৬০ ভাগই ছিল পনের বছর বয়সের নীচের শিশু-কিশোর। এখনও এই অনুপাতের বিশেষ ব্যতিক্রম হবার কারণ দেখা যায়নি। কিন্তু বাংলাদেশের পুস্তক প্রকাশনার দিকে তাকালে দেখা যাবে, এখানে পুস্তক প্রকাশনা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের দিকেই প্রধানত নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে।[৪৮.]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ ব্যাপারে বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা রেখে আসছে। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিপুলসংখ্যক মৌলিক, গবেষণাধর্মী ও অনুবাদকৃত গ্রন্থের পাশাপাশা শিশু-সাহিত্য ভান্ডারও বিরাট বিপুল। আল্লাহতে নিবেদিত ছড়া-কবিতা গ্রন্থসহ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও অন্যান্য নবী-রাসূলের জীবন-কথা, মুসলিম মনীষী, ওলি-আউলিয়া, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে জীবনী-গ্রন্থ, কমিক সিরিজ, নাকট, কাহিনী,গল্প ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ শতাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। 'সবুজ পাতা' ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর শিশু-কিশোরদের পত্রিকা; এটা প্রায় ৪০ বছর যাবত প্রকাশিত হয়ে আসছে। 'সবুজ পাতা' থেকেও সংকলিত হয়েছে বেশ কয়েকটি বই। সব মিলিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যে প্রকাশনা সাম্রাজ্য, তার প্রায় সিকি অংশই শিশু-কিশোর সাহিত্য।[৪৯.] এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে।

পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগ থেকে "ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা" নামে ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। এটি বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন শীর্ষস্থানীয় ইসলামী গবেষণা পত্রিকা। এপ্রিল-জুন ২০০৩ সংখ্যায় পত্রিকাটি ৪৩ বর্ষে পদার্পণ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি উচ্চমান গবেষণা পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের ইসলামী গবেষণায় নিয়োজিত বিদগ্ধ পন্ডিতগণ প্রবন্ধ রচনা করে পাঠান। গবেষণা বিভাগ প্রবন্ধগুলো বিশেষজ্ঞ গবেষক ও স্ব স্ব বিষয়ে দক্ষ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের মতামতের ভিত্তিতে তা ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশ করে।

---

৪৭. শেখ তোফাজ্জল হোসেন, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-২০০৫ খ্রি., পৃষ্ঠা-১০৭।

৪৮. মহিউদ্দিন আহমেদ, *বাংলাদেশে পুস্তক প্রকাশনা*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রি.,পৃষ্ঠা-৩৭।

৪৯. শেখ তোফাজ্জল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬০ সাল থেকে তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ইসলামী গবেষণা ইনস্টিটিউটের শাখারূপে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালের এপ্রিল-জুন মাসে। তখন থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এর নাম ছিল ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা। ১৯৭৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন পাশ হলে এপ্রিল-জুন ১৯৭৬ সাল থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা নামে কাজ শুরু হয়। ১৯৬১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ৪০ বছরে পত্রিকার ১২০টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ৪টি সংখ্যা ছিল বিশেষ সংখ্যা। বিশেষ সংখ্যাগুলো হলো ঃ

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, সীরাত সংখ্যা ১৯৮৩।

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা ১৯৮৪।

৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব(২য়) সংখ্যা ১৯৮৪।

৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মানবাধিকার সংখ্যা ১৯৯০।

বিগত ৪০ বছরে পত্রিকার ১২০ সংখ্যায় মোট ৭৮২টি রচনা প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে গবেষণা প্রবন্ধ/নিবন্ধ ৭৪৯টি। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা,৪০ বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০১ এ সংখ্যা দু'টিতে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার ৪০ বছরের প্রবন্ধ'(১৯৬১-২০০১), শিরোনামে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সূচি প্রকাশিত হয়।[৫০.]

অগ্রপথিক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত সৃজনশীল মুখপাত্র 'অগ্রপথিক'। অগ্রপথিক-এর দু'টি পর্যায় রয়েছে। সাপ্তাহিক 'অগ্রপথিক' এবং মাসিক 'অগ্রপথিক'। ১৯৮৬ সালের ৯ জানুয়ারী সাপ্তাহিক অগ্রপথিক প্রথম প্রকাশিত হয়। সে হিসেবে ২০০৮ সালে অগ্রপথিক-এর বয়স তেইশ বর্ষ চলছে। ৯ জানুয়ারী ১৯৮৬ থেকে ২১ফেব্রুয়ারী ১৯৯১পর্যন্ত 'অগ্রপথিক' সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয়।এপ্রিল ১৯৯১ অদ্যাবধি 'অগ্রপথিক' ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাসিক মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশনা বিভাগ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।[৫১.]

সবুজ পাতা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা বিভাগ থেকে 'সবুজ পাতা' নামে মাসিক শিশু-কিশোর পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। এটি বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও শীর্ষস্থানীয় শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা। জুলাই ২০০৮ সংখ্যায় পত্রিকা ৪৪ বর্ষে পদার্পণ করেছে। সবুজ পাতা পত্রিকার কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬৪ সালে তৎকালীন ইসলামিক একাডেমী থেকে। ইসলামিক একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক জনাব আবুল হাশিম স্থির করেছিলেন, শিশুদের জন্য একটি মাসিক কাগজ বের করবেন। আমাদের জাতীয় জাগরণের কবি ফররুখ আহমদ কাগজটির নাম রেখেছিলেন 'সবুজ পাতা'। স্বনামধন্য কথাশিল্পী শাহেদ আলীর[৫২.] সম্পাদনায় পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালের

---

৫০. *গবেষণা বিভাগ পরিচিতি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১১।

৫১. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪

৫২. শাহেদ আলীর (১৯২৫-২০০১) প্রধান পরিচয় কথাশিল্পী। শাহেদ আলীর জন্ম ১৯২৫ সালের ৩০ জুন বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার মাহমুদপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মৌলভী ইসমাইল আলী এবং মায়ের নাম আয়েশা বেগম। তিনি ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন তিনি ভাষা আন্দোলন ও সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকার সম্পাদনার কাজে জড়িত ছিলেন। তিনি প্রথম কাতারের একজন ভাষা সৈনিক ছিলেন। শাহেদ আলীর কর্ম জীবনের শুরু ১৯৫১ সালে, বগুড়া আজীজুল হক কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে। পরবর্তীতে রংপুর কারমাইকেল কলেজ, চট্টগ্রাম সিটি কলেজ ও ঢাকাস্থ বাঙলা কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি দৈনিক মিল্লাত ও দৈনিক বুনিয়াদ পত্রিকার সম্পাদনার সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬২ সালে ইসলামিক একাডেমী, ঢাকায় (বর্তমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) প্রকাশনা অফিসার হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৮২ সালে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের পরিচালক পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। শাহেদ আলী ২০০১ সালের ৬ নভেম্বর ৭৬ বছর বয়সে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তাঁকে বনানী গোরস্থানে দাফন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই মাসে। এদেশের শিশু সাহিত্যাঙ্গনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়েছে সবুজ পাতা । সৃষ্টি করেছে অসংখ্য পাঠক ও গুনগ্রাহী তৈরী করেছে বহু শিশু-সাহিত্যিক।[৫৩]

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা কার্যক্রম অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। ইসলামিক ফাউন্ডেশন যে সব বিষয়ে বই-পুস্তক প্রকাশ করে তা হলো ঃ পবিত্র কুরআন ও তাফসীর সম্পর্কিত; হাদীস সম্পর্কিত; সীরাতে রাসূলুল্লাহ (সা), ইসলামী বিশ্বকোষ, সীরাত বিশ্বকোষ; মুসলিম মনীষীদের জীবনী গ্রন্থ; ইসলামী আইন ও ফিকহ শাস্ত্র; ইসলাম ও ইসলামী আদর্শ ; ইসলামী শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি; ইসলামী অর্থনীতি; সমাজনীতি; দর্শন, বিজ্ঞান ও স্থাপত্যকলা, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিশু সাহিত্য ইত্যাদি। এছাড়া, গবেষণা বিভাগ থেকে ত্রৈমাসিক "ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা" ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী থেকে 'আল ইমামত' এবং প্রকাশনা বিভাগ থেকে মাসিক 'অগ্রপথিক' ও 'মাসিক সবুজ পাতা' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। পুস্তক প্রকাশনা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি চলমান কাজ। প্রায় প্রতিদিন নতুন নতুন পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শুরু থেকে জুন ২০০৮ খ্রি. পর্যন্ত প্রকাশিত বই-পুস্তকের বিষয়ভিত্তিক একটি তালিকা অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে উপস্থাপন করার প্রয়াস চালানো হলো। উক্ত তালিকা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা কার্যক্রমের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে।

---

৫৩. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকাশনা কার্যক্রম ঃ পর্যালোচনা ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত একটি সরকারী স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। দেশের জনসাধারণের মাঝে ইসলামের মহান মূল্যবোধের জাগরণ ও এর লালনের মাধ্যমে জাতিকে উন্নত ও আদর্শবান করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব কর্মসূচীর মধ্যে ইসলামী পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ কাজটি এর প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে করে চলেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ যে সব বিষয়ে বই পুস্তক প্রকাশ করে তা হলো ঃ পবিত্র কুরআন, তাফ্সীর ও কুরআন সম্পর্কিত; হাদীস সম্পর্কিত; সীরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা); ইসলামী বিশ্বকোষ; সীরাত বিশ্বকোষ; মুসলিম মনীষীদের জীবনী গ্রন্থ; ইসলামী আইন ও ফিক্হ শাস্ত্র; ইসলাম ও ইসলামী আদর্শ; ইসলামী শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি; ইসলামী সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান ও স্থাপত্য-কলা, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং শিশু-সাহিত্য ইত্যাদি। এসব বিষয়ে ৭ মার্চ ২০০৪ খ্রি. পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ২,৯২৬টি (পুনর্মুদ্রণসহ) শিরোনামের বিপুল সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। যার মোট ফর্মা সংখ্যা– ৪৯,২৩৪; পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫,৫৮,৬৭৪ এবং মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ১,১৭,৪৬,৭৫০ কপি।[১] এই সকল বই পুস্তক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা, অনুবাদ ও সংকলন, গবেষণা, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ ও ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেসের সহায়তায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। এছাড়া, গবেষণা বিভাগ থেকে ত্রৈমাসিক "ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা"; ইমান প্রক্ষিণ একাডেমী থেকে "আল-ইমামত" এবং প্রকাশনা বিভাগ থেকে মাসিক "অগ্রপথিক" ও মাসিক "সবুজ পাতা" পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এই ব্যাপক প্রকাশনা কার্যক্রমকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরার অভিপ্রায়ে ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত পুস্তকের বিস্তারিত ও তথ্যনির্ভর একটি তালিকা অত্র অভিসন্দর্ভের ৫ম অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হলো। বর্ণিত পুস্তক তালিকায় যেসব তথ্য থাকছে তাহলো ঃ প্রকাশিত পুস্তকের নাম, লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম, প্রকাশকাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা ও মূল্য। তালিকায় প্রতিটি পুস্তকের নাম একবারই সংযোজন করার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৪টি বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করে তালিকাটি সাজানো হয়েছে। তালিকাটি যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে তৈরী করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও একে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ দাবী করা ঠিক হবে না। কেননা, তালিকাটি নির্ভুলভাবে তৈরী করার সব ধরনের প্রচেষ্টার পরও এতে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে যা ভবিষ্যতে সংশোধনযোগ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, বহু পরিশ্রম করার পরও কিছু সংখ্যক পুস্তকের (সংখ্যায় তা যৎসামান্য হলেও) সব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। উক্ত তালিকাটি একদিকে যেমন ফাউন্ডেশনের বিচিত্র ও বহুমাত্রিক প্রকাশনা কার্যক্রমের সঙ্গে গবেষক ও পাঠকদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেবে, অন্যদিকে এ থেকে আগ্রহী পাঠক ও গবেষকবৃন্দ তাঁদের পছন্দের গ্রন্থটি সহজেই নির্বাচন করতে পারবেন।

পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর একটি চলমান কাজ। প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। তাই গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে জুন ২০০৮ খ্রি. পর্যন্ত প্রকাশিত পুস্তকের তথ্যভিত্তিক একটি তালিকা অত্র অভিসন্দর্ভে উপস্থাপন করা হলো। অভিসন্দর্ভের ৫ম অধ্যায়ে উপস্থাপিত উক্ত তালিকা থেকে বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকের পর্যলোচনা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চলমান অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো। পুস্তক পর্যালোচনার সময় যেসকল তথ্য সন্নিবেশ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে তাহলো ঃ পুস্তকের নাম, অনূদিত পুস্তক হলে পুস্তকের মূল নাম, মূল লেখক ও অনুবাদকের নাম, লেখকের নাম, সম্পাদিত পুস্তক হলে সম্পাদনা পরিষদ/ সম্পাদকের নাম, প্রকাশক, প্রকাশকাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা, মূল্য এবং পর্যালোচনা ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়। এ অধ্যায়কে মোট ১১টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১১ নং পরিচ্ছেদে ইসলামিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর একমাত্র গবেষণা ত্রৈমাসিক "ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা"র পর্যালোচনা করা হয়েছে।

---

১. মোহাম্মদ আবদুর রব, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত পুস্তক তালিকা,* ইফাবা, ঢাকা, মার্চ ২০০৪ খ্রি., পৃ. প্রসঙ্গ কথা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ১

আল-কুরআন ও তাফ্সীর বিষয়ক প্রকাশনা

ইসলামী প্রকাশনা জগতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অবদান অপরিসীম। এ সংস্থা সাড়ে তিন হাজারেরও অধিক সংখ্যক শিরোনামের বই প্রকাশ করে বাংলা ভাষী মুসলমানদের জ্ঞানের চাহিদা পূরণ করে আসছে। ইসলামের জ্ঞান লাভ করার ধারণা এদেশে এক সময় স্বপ্নের মতই ছিল। আজ থেকে মাত্র কয়েক দশক আগেও বাংলায় হাতে গোনা দু'একটি ইসলামী বই ছাড়া সামগ্রিকভাবে ইসলাম জানার কোন সুযোগ ছিল না। আরবী, ফার্সী ও উর্দু কিতাবের উপর এদেশের মুসলিমদেরকে নির্ভর করতে হতো। মাত্র গোটা কয়েকজন আলিম যারা জীবনের দীর্ঘ সময় সাধনা করে উপরোক্ত ভাষা শিক্ষা করেন, কেবল তারাই এ থেকে উপকৃত হতেন। কিন্তু বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলামের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকাটাই ছিল এদেশের চিরাচরিত নিয়ম। এ অবস্থার পরিবর্তনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রকাশনা এক অনন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ সংস্থা কর্তৃক ইসলামের সকল বিষয়ের প্রকাশনাসমূহের মধ্যে বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের তাফ্সীর গ্রন্থ প্রকাশনা একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। ইসলামিক ফাউন্ডেশন অত্যন্ত মূল্যবান ও উচ্চস্তরের বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য তাফ্সীর গ্রন্থসমূহের অনুবাদ প্রকাশ করে আসছে।

এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবি ও উর্দু ভাষা থেকে আল-কুরআনুল করীম-এর তাফ্সীর প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, বিশ্ববিখ্যাত 'তাফ্সীরে ইবনে কাছীর', 'তাফ্সীরে তাবারী', 'তাফ্সীরে মাযহারী, 'তাফ্সীরে মা'আরেফুল কুরআন', 'তাফ্সীরে উসমানী', 'তাফ্সীরে নুরুল কুরআন', 'তাফ্সীরে মাজেদী। এ ছাড়া পবিত্র কুরআন এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রকাশিত বইয়ের বঙ্গানুবাদ 'আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান' এবং ইংরেজীতে রচিত 'Quran & The Modern Science.' মুহাম্মদ শফীউল্লাহ রচিত 'কুরআনের আলোকে বিজ্ঞান', অধ্যাপক গোলাম সোবহান রচিত 'আধুনিক বিজ্ঞান, ইতিহাস ও কুরআন', ডঃ এম গোলাম মোয়াজ্জামের রচিত Science and the Quran; মোহাম্মদ ফেরদাউছ খানের লেখা The Scientific Findings and The Holy Quran', এবং ডঃ এম. শমসের আলীর নেতৃত্বে গবেষণা বোর্ড কর্তৃক রচিত 'Scientific indications in the Holy Quran উল্লেখযোগ্য।[২]

আসমানী গ্রন্থ কুরআন শরীফের তাফ্সীর জানার প্রয়োজনীয়তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। মূলত কুরআন শরীফের ভাষা অতি সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক অর্থবোধক। সাহাবায়ে কিরাম আরবী ভাষা-ভাষী হওয়া সত্ত্বেও কুরআন বুঝার বিষয়ে রাসূল (সা) কে বিভিন্ন আয়াতের তাফ্সীর জিজ্ঞাসা করতেন। আর এ দেশের পাঠকদের মত অনারবীয়দের জন্য তাফ্সীরের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তা সহজেই অনুমেয়। এ মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তাফ্সীর প্রকাশনার সুদূর প্রসারী উদ্যোগ। তাফ্সীর পাঠকদের এক্ষেত্রে সর্ব প্রথম তাফ্সীরের সংজ্ঞা জেনে নেয়া প্রয়োজন। ইতকান নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাফ্সীর এমন এক বিদ্যা যার মধ্যে কুরআনের শব্দাবলীর গঠন পদ্ধতি এর প্রকৃত অর্থ ও নির্দেশাবলী, শব্দ ও বাক্য বিন্যাস এবং এর মর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় অগণিত তাফ্সীর গ্রন্থ লেখা হয়েছে। সকল তাফ্সীরই ইসলামের বিধি সম্মত নীতির উপর নির্ভরশীল। মূল বিষয় এক ও অভিন্ন। তবে আনুষঙ্গিক বিষয়ে তাফ্সীরসমূহের বৈশিষ্ট্য নানাবিদ।

কুরআন মজীদ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ ফ্রেব্রুয়ারী ১৯৮০
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৩৫, মূল্য ঃ ১৭৫.০০ টাকা।

পবিত্র কুরআন মজীদ মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর দীর্ঘ ২৩ বছর যাবত ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআন মজীদ সহীহ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা অতীব সওয়াব ও ফযীলতের কাজ। বিশ্বের সকল ভাষাভাষী মুসলমানদের মত

---

২. *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার ২৫ চৈত্র ১৪১০, ৮ এপ্রিল ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মুসলমানগণ ও আল্লাহ পাকের এই কালাম প্রতিদিন তিলাওয়াত করে থাকেন। একমাত্র কুরআনুল কারীমই বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক পঠিত এবং অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত গ্রন্থ।

ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এই কুরআন শরীফের প্রথম মুদ্রণ ১৯৮০ সালে প্রকাশ করে। ২০০০ সালে এর তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়, যা ইতোমধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত শুধু তিলাওয়াতের জন্য কুরআন মজীদের এই চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হলো।[৩]

আল-কুরআনুল করীম (তরজমা)

লেখক ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০২
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১০৩৯, মূল্য ঃ ১৮০.০০ টাকা।

আল কুরআন মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তির জন্য প্রেরিত আল্লাহর কালাম। ইহা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য একমাত্র জীবন বিধান বা পথ নির্দেশিকা। সেজন্য সকলকেই কুরআন তিলাওয়াত ও উহার অর্থ অনুধাবন করা আবশ্যক। সে লক্ষে বাংলা ভাষায় কুরআন শরীফের একখানা সার্থক নির্ভরযোগ্য অনুবাদের অভাব পূরণের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। দেশের প্রখ্যাত উলামা-ই-কিরাম, ইসলামী চিন্তাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ডের মাধ্যমে অনূদিত হয়। প্রামাণিক নির্ভরযোগ্য ও উন্নতমানের বাংলা তরজমা হিসাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত এই আল-কুরআনুল কারীম দেশের সর্বমহলে সমাদৃত, প্রশংসিত ও গৃহীত হয়ে আসছে। আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত, ইহার অর্থ অনুধাবনের প্রতি দেশবাসী আরও আগ্রহী ও সচেতন হবে, আমাদের ভবিষ্যত বংশধরগণ মানবজাতির একমাত্র মুক্তির বাণী আল-কুরআনের আলো গ্রহণ করে ধন্য হবে এবং পৃথিবীর সকল মানুষকে সত্য ও আলোর সন্ধান দিতে ব্রতী হবে।[৪]

আল-কুরআনুল করীম

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
তরজমা ও সম্পাদনা ঃ বিশেষজ্ঞ বোর্ড কর্তৃক অনূদিতও সম্পাদিত
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৮, উনত্রিশতম মুদ্রণ, আগস্ট, ১৯৮৪ খ্রি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১০৩৯, মূল্য ঃ ৩৬৮.০০ টাকা।

আল-কুরআন মানবজাতির কল্যাণ ও মুক্তির জন্য প্রেরিত আল্লাহর পবিত্র কালাম। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য একমাত্র জীবনবিধান। পথভ্রান্ত এবং সত্য-বিচ্যুত মানুষকে সত্য পথে, সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য এটা তাদের প্রতি আল্লাহর এক অশেষ নিয়ামত। সেই জন্য সকলেরই পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও এর অর্থ অনুধাবন করা আবশ্যক। পবিত্র কুরআনের মর্ম ও শিক্ষা যথাযথভাবে অনুধাবন এবং তদনুযায়ী জীবন গঠন করতে হলে সকলকেই নিজ নিজ মাতৃভাষায় আল-কুরআন বুঝতে হবে। সেই লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় কুরআন শরীফের একখানা সার্থক ও নির্ভরযোগ্য অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হয়ে আসছিল। এই অভাব পূরণের জন্য সাবেক ইসলামিক একাডেমী (বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) এক বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। দেশের প্রখ্যাত উলামা-ই-কিরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ডের মাধ্যমে অনূদিত তিন খণ্ডে সমাপ্ত এই তরজমার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৭৪ বাংলা মোতাবেক ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে। অতঃপর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হতে তিন খণ্ডে আল-কুরআনুল করীম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৯৮৩ সনে ও, আই, সির সম্মেলনকে সামনে রেখে গ্রন্থটি একখণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

দেশ-বিদেশের অগণিত পাঠকের পরামর্শের ভিত্তিতে ১৯৯৩ সালে সপ্তদশ মুদ্রণের সময় গ্রন্থটি পরিমার্জন করা হয়। এই পরিমার্জন কার্যটিও দেশের শীর্ষস্থানীয় ১৯ জন আলিম ও শিক্ষাবিদ সমন্বয়ে গঠিত 'সম্পাদক মণ্ডলী' দ্বারা সুসম্পন্ন হয়। পরবর্তী সময়ে অষ্টাদশ মুদ্রণের প্রাক্কালে পাঠকমহলের পরামর্শের ভিত্তিতে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট 'সম্পাদক মণ্ডলী' দ্বারা অনুবাদ আরও স্বচ্ছ, সুন্দর, নির্ভুল ও সাবলীল করার লক্ষ্যে কিছু সংশোধন ও টীকা সংযোজন করা হয়।

---

৩. এম. এ. কালাম সরকার, *দৈনিক আজকের দেশ*, কিশোরগঞ্জ ঃ সোমবার, ২০ ডিসেম্বর ২০০৪।
৪. এম. এ. কালাম সরকার, *দৈনিক শতাব্দীর কণ্ঠ*, কিশোরগঞ্জ ঃ রবিবার, ১৮ শ্রাবণ ১৪১১, ১ জুলাই ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গ্রন্থটি কলকাতা হরফে ঝকঝকে আরবী ও বাংলায় সুন্দর সাদা কাগজে মুদ্রিত হয়েছে। যাঁরা কোন রকম আরবী ও বাংলা পড়তে পারেন তাঁরাও গ্রন্থটি পড়ে এর অর্থ বুঝতে সক্ষম হবেন। এ দেশে যারা ইসলামের দাওয়াতী কাজের সাথে জড়িত তাদের সবারই উচিত কুরআন জেনে বুঝে পড়া এবং সে অনুসারে সবার ব্যক্তিগত জীবনের আমল পরিশুদ্ধ করে, নিজেকে কুরআনের আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তনের সার্বিক কাজে অংশ গ্রহণ করা।[৫]

পবিত্র কুরআনের অভিধান (প্রথম খণ্ড)
লেখক ঃ মুহাম্মদ আবদুল হাই
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৩ খ্রি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫২০, মূল্য ঃ ১৬৭.০০ টাকা।

আল-কুরআনুল কারীম আরবি ভাষায় নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এ মহাগ্রন্থের ভাষা-শৈলী, ভাব-ব্যঞ্জনা ও অর্থ ব্যাপক। কুরআন মাজীদ বুঝতে হলে এর শব্দার্থ ও ভাবার্থ জানা একান্ত প্রয়োজন। তাহলে মহান আল্লাহ তা'আলার বাণীর মর্ম অনুধাবন সহজতর হয়। বাংলা ভাষাভাষীদের এ অভাব পূরণের লক্ষ্যে প্রাজ্ঞ আলেম ও গবেষক অধ্যাপক মাওলানা আবদুল হাই (মরহুম) 'পবিত্র কুরআনের অভিধান' শীর্ষক দু'খণ্ডে সমাপ্ত একটি অভিধান প্রণয়ন করেছেন। প্রথম খণ্ডে আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত বর্ণমালা অনুযায়ী শব্দার্থ দেয়া হয়েছে। সাথে বর্ণিত শব্দটি কুরআন মাজীদের কোন্ কোন্ সূরায় রয়েছে তার সূত্রও উল্লেখ করা হয়েছে, ফলে পাঠকগণ সহজে শব্দার্থ ও আয়াত খুঁজে এর অর্থ অনুধাবন করতে পারবে। প্রত্যেকটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কুরআন শরীফে উল্লিখিত রূপ মোতাবেক অর্থ দেয়া হয়েছে। ফলে অভিধান-গ্রন্থটি তথ্য-নির্ভর হয়েছে। কুরআন শরীফ শব্দার্থসহ বোঝার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে।[৬]

আল-কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য
লেখক ঃ সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ
অনুবাদক ঃ মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারি ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৮৪, মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা।

মানব জীবনের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু। কিন্তু এ মৃত্যুই শেষ নয়। তা হচ্ছে পরবর্তী জীবনের সূচনা। তার মানে মানুষের মৃত্যু আছে, বিনাশ নেই। আর মৃত্যু অর্থ দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হওয়া। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করে রেখেছেন। মানুষ ইচ্ছা করলে পরকালে সুখ-দুঃখ এ দু'টোর যে কোন একটি গ্রহণ করে নিতে পারে। পরকালে চিরস্থায়ী সুখের স্থান জান্নাত, আর দুঃখের স্থান জাহান্নাম। জান্নাত ও জাহান্নাম তথা পরকালের বিবরণ কুরআন মজীদে মর্মস্পর্শী, হৃদয়গ্রাহী ও সর্বোচ্চ কাব্যসাহিত্যে চিত্রায়িত হয়েছে। মিসরের খ্যাতনামা মনীষী সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ তদীয় কালজয়ী গ্রন্থ 'মাশাহিদুল কিয়ামাহ ফিল কুরআন' (আল কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য) গ্রন্থে শুধু কুরআন থেকে মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা চিত্রায়িত করেছেন। মর্মবিদারী, ভয়ঙ্কর জাহান্নামের বিবরণ এবং অশ্রুত, অকল্পনীয়, মোহনীয় জান্নাতের দৃশ্যপট' পাঠকদেরকে বাস্তব জাহান্নাম-জান্নাতের দৃশ্য মনোজগতে চিত্রায়িত করে দীন ইসলামের পথে প্রতিষ্ঠিত করতে বইটি ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। তবে বইটিতে কুরআনের পাশাপাশি হাদীস ও 'তাফসীর সংকলিত হলে পাঠকদের সব চাহিদা পূরণে সক্ষম হত। বর্তমান বইটি পাঠকদেরকে কৌতূহলী করে বিস্তারিত জানার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে তাতে সন্দেহ নেই। বইটি মুসলিম-অমুসলিম সবার কাছেই সমাদৃত হবে বলে আশা করা যায়।"[৭]

---

৫. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১২ অগ্রহায়ণ ১৪১১ ঃ ২৬ নভেম্বর ২০০৪।
৬. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৪; পৃষ্ঠা-১১৭।
৭. মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন খান, *দৈনিক যুগান্তর,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১৯ চৈত্র ১৪১০, ২ এপ্রিল ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনে বিজ্ঞান (Scientific Indications in the Holy Quran)
লেখক ঃ বোর্ড অব রিসার্চার্স
অনুবাদ ঃ অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৬৯, মূল্য ঃ ১৯৫ টাকা।

বাংলাদেশের প্রথিতযশা, বিশ্ববিখ্যাত ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যমণি বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ ও সাধনালব্ধ গবেষণার সার নির্যাস 'আল কুরআনে বিজ্ঞান' বইটি কুরআনে বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াতসমূহের বিশ্লেষণসহ উপস্থাপনা। আধুনিক বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান শিক্ষার্থী ও বিজ্ঞান সম্পর্কে কৌতুহলীদের কুরআন থেকে বিজ্ঞান উৎপত্তি বিষয়ক স্বচ্ছ ও প্রামাণ্য তথ্য সরবরাহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বই ইহাতে সন্দেহ নেই। বইটি প্রথম ইংরেজিতে প্রকাশ করায় ইংরেজিতে কম জানা শিক্ষার্থীদের জন্য তেমন ফলদায়ক ছিল না। কিন্তু বাংলা ভাষায় বইটিতে বিস্তারিত সূচি দেয়া হয়নি বলে ব্যস্ত পাঠক-গবেষকদের জন্য বিরক্তি বোধ হয়। বইটি মালটিমিডিয়ার সিডি ইন্টারনেটে বিনামূল্যে প্রচার-প্রসারের দাবি সর্বমহল কর্তৃক উত্থাপিত। যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি। বইটিতে একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিমার্জন ও রঙ্গীন ছবি সংযোগ করা অপরিহার্য। আল-কুরআনের চিরন্তন সত্যতা বিকাশে এবং নাস্তিকতা দূর করতে বইটি সব মহলে নতুন দিক নির্দেশনা দেবে।[৮] তবে বাংলায় বইটির নাম "আল-কুরআনে বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা" হলে ভালো হতো।

কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান
মূল ঃ জাস্টিস আল্লামা তাকী উসমানী
অনুবাদ ঃ মাওলানা হায়াত মাহমুদ (জাকির)
প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৯৬, মূল্য ঃ ১১০.০০ টাকা।

আল-কুরআন গোটা মানব জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত এমন এক শ্রেষ্ঠ নিয়ামত, যার সমকক্ষ দুনিয়ার কোন কিছুই হতে পারে না। এ এমন এক মহা আরোগ্য পত্র যার পঠন-পাঠন, শ্রবণ ও আমলে বাবস্তবায়ন এবং তার প্রচার-প্রসারে যে কোনো উপায়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্যের কারণ।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত উক্বা ইবনে আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা সুফায় অবস্থান করছিলাম, তখন রাসূল (সা) আমাদের মাঝে এসে বললেন, "তোমাদের মাঝে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে বেশী পছন্দীয় যে, প্রত্যহ 'বুতহান' ও 'আককীক' বাজারে গিয়ে কোনো প্রকার অন্যায় আচরণ ও আত্মীয়তা কর্তন ছাড়াই দু'টি উৎকৃষ্ট উটনী লাভ করবে? আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা) এটাতো আমাদের সবাই পছন্দ করবে? তিনি ইরশাদ করলেন, প্রত্যহ মসজিদে গিয়ে কুরআনের দু'টি আয়াত শিক্ষা করা কিংবা তিলাওয়াত করা তাঁর জন্য দু'টি উটনীর চেয়ে উত্তম । আর তিন আয়াত শিক্ষা করা তিনটি উটনীর চেয়ে উত্তম। তদ্রূপ চার আয়াত শিক্ষা চারটি উটনীর চেয়ে উত্তম।

কুরআনের চর্চা, আমল ও প্রচারের প্রতি উম্মতকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রাসূল (সা)-এর ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে উপরোক্ত হাদীসের উল্লেখ করেছেন।

পবিত্র আল-কুরআন হচ্ছে অবিকৃত অবস্থায় একমাত্র আসমানী কিতাব যা কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকার প্রতিশ্রুতি স্বয়ং মহান আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। পৃথিবীর সব কিছুর উল্লেখ কুরআনে বলা থাকলেও সকল বিষয়ের আলোচনা সংক্ষিপ্ত, মৌলিক, বিস্তারিতভাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

এজন্য কুরআনের বিষয়বস্তুর উপর চর্চা, আলোচনা ব্যাপকভাবে হওয়া প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে "উলূমুল কুরআন বা আল-কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান" এ গ্রন্থটিতে কুরআনুল কারীমের মর্যাদা মহত্ব সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে আটটি অধ্যায়ে যথাক্রমে কুরআন পরিচিতি, কুরআন নাযিলের ইতিহাস, কুরআনের সাত হরফ, কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস, কুরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সংশয়, কুরআনের সত্যতা এবং কুরআনুল কারীমের বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে চারটি অধ্যায়ের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয়েছে।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন, মাওলানা হায়াত মুহাম্মদ জাকির। সম্পাদনা করেছে মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ।[৯]

---

৮. মুহাম্মাদ জয়নুল আবেদীন খান, *দৈনিক যুগান্তর*, ঢাকা ঃ সোমবার, ৭ জুন ২০০৪।
৯. মাহমুদা সিদ্দীকা, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা ঃ শুক্রবার, ৩রা পৌষ ১৪১১, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা
মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী
অনুবাদ ঃ এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৫৬, মূল্য ঃ ৮৫.০০ টাকা।

মানব জাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান হিসেবে নাযিল করেছেন আল-কুরআনুল কারীম। এ মহাগ্রন্থ বিশ্বের সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ পদ্ধতি ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে। এর যাবতীয় হুকুম-আহকাম অপরিবর্তিত রয়েছে এবং থাকবে। বিগত ১৪শ' বছরেও এর কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। বিশ্ববাসীর জন্য শাশ্বত ও চিরন্তন জীবন-বিধান হচ্ছে আল-কুরআনুল কারীম।

আল-কুরআনের শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে রাসূলে কারীম (সা)-এর সময়কাল থেকে শুরু করে ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলমানরা উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর আইয়্যামে জাহেলিয়ার যুগে আল-কুরআনই শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের দিক-নির্দেশনা দিয়েছিল। জীবন ও জগত সম্পর্কে নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটিয়ে সত্য-ন্যায়ের পতাকাবাহী একটি উম্মাহ্ গঠন করেছিল। এই উম্মাহ্ সততা-ন্যায়পরায়ণতা ও দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্রে অনন্য নজীর স্থাপন করেছে, যা অতুলনীয়। আল-কুরআনের পরশমণির ছোঁয়ায় দুর্ধর্ষ আরবজাতি মানবাধিকার রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী হয়ে গিয়েছিল। ফলে আজও সেই স্বর্ণযুগের ইতিবৃত্ত ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়ে আছে।

উপমহাদেশের বিখ্যাত আলিম ও সুবক্তা মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী আল-কুরআনের আলোকে জীবন সৌন্দর্য বর্ণনা করে 'কুরআনী তালীমাত' নামে একখানা প্রসিদ্ধ পুস্তক রচনা করেন। তাঁর এই অনবদ্য গ্রন্থটি উর্দু থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত করে 'আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা' নাম দেয়া হয়েছে। অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট অনুবাদক মাওলানা এ.এম.এম সিরাজুল ইসলাম।

এই মূল্যবান আলোচনা সমৃদ্ধ গ্রন্থটি দু'খণ্ডে বিভক্ত। দু'খণ্ডের একত্রে অনুবাদ বেরিয়েছে। প্রথম খণ্ডে ঈমান সম্পর্কীয় বিষয়াবলি, আত্মশুদ্ধি, ইবাদত, ইবাদতের রহস্য, উদ্দেশ্য এবং বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যক্তিগত গুণাবলী, পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-বিধান এবং ইসলামের দাওয়াত ও ইসলামী সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়াদি কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিতে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনায় ভরপুর। লেখকের তথ্যবহুল উপস্থাপনা গ্রন্থটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। ফলে যে কেউ গ্রন্থটি পড়া শুরু করলে শেষ না করে রাখতে চাইবেন না।[১০]

কুরআনের শিক্ষা
লেখক ঃ মোঃ মাজহারুল কুদ্দুস
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ মার্চ ১৯৮৮
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৪০, মূল্য ঃ ২০৮.০০ টাকা।

পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর বাণী, বিশ্ব-মানবের চিরন্তন হেদায়েত-গ্রন্থ। জীবন-সমস্যার যাবতীয় সমাধান যেমন রয়েছে এই মহাগ্রন্থে, তেমনি রয়েছে উত্তম এবং সফলতাপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থার পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা ও প্রক্রিয়া-কৌশল। তাই পবিত্র কুরআনের নির্দেশনাসমূহ ভালোভাবে জানা, বোঝা, অনুধাবন ও বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিশ্ব-মানবের সার্বিক মুক্তি, কল্যাণ ও সাফল্য।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণী সহজে জানা ও বোঝার সুযোগ সৃষ্টির জন্য মোহাম্মদ মাজহারুল কুদ্দুস সংকলন করেছেন আলোচ্য 'কুরআনের শিক্ষা' বইটি। এটি মৌলিক বা নতুন কোনো গ্রন্থ নয়; বরং পবিত্র কুরআনেরই বহুবিচিত্র এবং বহুব্যাপক বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস মাত্র। সংকলক বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুযায়ী বিষয়ানুগ শিরোনাম দিয়ে বিষয়গুলোকে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। বিষয়ভিত্তিকভাবে চয়নের এই কাজটি যথেষ্ট শ্রম, গবেষণা, অভিনিবেশ ও সময়সাপেক্ষ।

---

১০. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী ২০০৫; পৃষ্ঠা-১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

'কুরআনের শিক্ষা' বইয়ের বিষয়-সূচি এ রকম : অত্যাচারীদের পরিণাম, অপবাদ প্রসঙ্গে, অপব্যয় সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা, অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদের শাস্তি, অবিশ্বাসীদের সীমাবদ্ধতা, অহঙ্কারীদের শাস্তি, আমানত, আত্মা, আমলনামা, আল্লাহর আদেশসমূহ, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব (তাওহীদ), আল্লাহর নিদর্শন, আল্লাহ্‌র পূর্ণ সিদ্ধান্ত, আল্লাহকে প্রদত্ত মানুষের অঙ্গীকার, আল্লাহ্‌র নিদর্শন, আল্লাহ্‌র পূর্ব সিদ্ধান্ত, আল্লাহকে প্রদত্ত মানুষের অঙ্গীকার, আল্লাহর মহিমা, আল্লাহর সন্দর্শন, আল্লাহ্ হইতে ক্ষমা, আশার বাণী, আসমানী গ্রন্থের ধারাবাহিকতা, ইয়াতীমদের সম্পর্কে নির্দেশ, ইসলাম ও সামাজিক আচার, ইয়াহূদীদের আচার-আচরণ, ঈমানের তাৎপর্য, উত্তরাধিকারিত্বের বিধান, ওযুর নির্দেশ, ওসীয়ত সংক্রান্ত নির্দেশ, কবর দেয়া, কর্মফল, কা'বাঘরের সম্মান, কাহফের কাহিনী, কিতাবী লোকদের জন্য সুসংবাদ, কিতাবী লোকদের ধর্মদ্রোহিতা ও শাস্তি, কিয়ামত সংক্রান্ত সংবাদ, কুরআন প্রসঙ্গ, কুরবানী, কুরায়শদের জন্য নির্দেশ, কুসংস্কার, কৃপণতা, কৃষিকাজ ও পশুপালন, ক্ষমার মাহাত্ম্য, ক্ষীণ বিশ্বাসীদের আলামত, খাওয়া সংক্রান্ত আদেশ, খিযির (আ)-এর কাহিনী, খৃস্টানদের প্রসঙ্গ, গুজব রটনা, গুপ্ত মন্ত্রণা বিষয়ে হুঁশিয়ারী, ঘুষ ও অবৈধ রোজগারের নিষেধাজ্ঞা, চাকুরী সংক্রান্ত নির্দেশ, জিন সৃষ্টি, চুরির শাস্তি, জিহাদ ও যুদ্ধ সংক্রান্ত নির্দেশ, জীবনের অবকাশ, জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শন, তালাক সংক্রান্ত নির্দেশ, তায়াম্মুম সংক্রান্ত নির্দেশ, দোযখ সম্পর্কে সংবাদ, ধন-দৌলত উপার্জন ও বন্টন সংক্রান্ত নির্দেশ, ধৈর্য ও আল্লাহর সাহায্যের প্রার্থনার আদেশ, নবীগণের ইতিহাস, নবীর পত্নীগণের আদর্শ, নবুয়তের ধারাবাহিকতা, নামায ও যাকাত সংক্রান্ত নির্দেশ, নারীর আচরণের প্রভাব, নারীর উপর পুরুষের মর্যাদা, নৌ-চলাচলের গুরুত্ব, পরমত সহিষ্ণুতা, পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আদেশ, পরিমাপ ও পরিমাণ সংক্রান্ত নির্দেশ, পর্দা, পার্থিব জীবনের অসারতা, পিতামাতার প্রতি ব্যবহার, পোশাক, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রাসূল, প্রাচুর্যের অভিশাপ, ফিরআউন প্রসঙ্গ, ফেরেশতা, বদর যুদ্ধের ঘটনা, বিচার, বিবাহ সংক্রান্ত নির্দেশ, ব্যভিচারের শাস্তি, মওজুদকারীর শাস্তি, মধুর উপকারিতা, মরিয়ম সংক্রান্ত সংবাদ, মসজিদ সংক্রান্ত নির্দেশ, মহিমান্বিত রজনীর সংবাদ, মাদকদ্রব্য সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা, মানুষের জন্য পরীক্ষা, মানুষের প্রচেষ্টার সহিত আল্লাহ্‌র সম্পর্ক, মানুষের স্বভাব, মিথ্যার পরিণাম, মি'রাজ, মুনাজাত শিক্ষা, মুনাফিকদের স্বরূপ ও শাস্তি, মু'মিনদের জন্য নির্দেশ, মুহাজিরীন ও আনসারদের প্রসঙ্গ, মূর্তিপূজার নিষেধাজ্ঞা, মৃত্যুর সংবাদ, যুলকারনায়নের বৃত্তান্ত, রাত্রিকালীন ইবাদত, রোযা সংক্রান্ত নির্দেশ, লুকমান প্রসঙ্গ, লোহার ব্যবহার, শপথ সংক্রান্ত নির্দেশ, শয়তান প্রসঙ্গ, শিকার সংক্রান্ত নির্দেশ, শিক্ষার গুরুত্ব, সত্যকে সর্বসময় তুলিয়া ধরার নির্দেশ, সন্ধি-চুক্তি সম্পর্কে নির্দেশ, সময়ের জ্ঞান, সন্ন্যাস প্রথার অসারতা, সমুন্নত স্থানের সংবাদ, সরল পথ ও সৎকর্মের দিকনির্দেশ, সালাম সম্ভাষণ, সুদ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা, সৃষ্টি সংক্রান্ত সংবাদ, স্ত্রীলোকের মাসিক সংক্রান্ত নির্দেশ, হত্যা ও প্রতিনিধি সম্পর্কিত নির্দেশ, হজ্জ সংক্রান্ত নির্দেশ, হযরত ইউনুস (আ)-এর কাহিনী, হযরত ইউসুফ (আ) প্রসঙ্গ, হযরত ইবরাহীম (আ) সংক্রান্ত সংবাদ, হযরত ঈসা (আ) প্রসঙ্গ, হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ প্রদান, হযরত নূহ্ (আ)-এর ইতিহাস, হযরত মূসা (আ) প্রসঙ্গ, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি নির্দেশাবলী এবং হিজরত।

বিচিত্রমুখী বিষয়-সূচির দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি, মানব-জীবনের এমন কোনো দিক নেই-যেখানে পবিত্র কুরআনের শাশ্বত আলোর প্রক্ষেপণ পড়েনি।[১১]

মানবেতিহাসে আল-কুরআনের ইতিহাস
মূল ঃ এ. কে. ব্রোহী
অনুবাদক ঃ মুহাম্মদ হাসান রহমতী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশ ঃ মে ২০০৪ খ্রি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২০, মূল্য ঃ ১২ টাকা মাত্র।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সুলভ সংস্করণ' গ্রন্থমালার ১৬ নম্বর বই এটি। পাকিস্তানের প্রখ্যাত আইনজ্ঞ, ইসলামী চিন্তাবিদ এ. কে. ব্রোহী লিখিত ২০ পৃষ্ঠার ও স্বল্পায়তন বইটির বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত ব্যাপক, গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। আজকের সংঘর্ষ-আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ বিশ্ব-পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বইটি একান্তই যুগোপযোগী এবং বহুল প্রচারযোগ্য। আজকের বিশ্ব ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম উম্মাহ্ ঘোরতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী। দীর্ঘ সাত শত বছর

---

১১. মোহাম্মদ মাজহারুল কুদ্দুস, *কুরআনের শিক্ষা,* ইফাবা, ঢাকা, মার্চ ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বলয়ে নেতৃত্বদানকারী মুসলিমসমাজ–পবিত্র কুরআন ও সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শ যাদের গৌরবময় উত্থান ও অগ্রগমনের একমাত্র পাথেয় ছিলো, সেই গর্বিত উম্মাহ্ আজ সভ্যতার সংকটে পড়ে খাঁটি ঈমানের মজবুতিসহ জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও আর্থিক স্বাবলম্বি হওয়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বে–তা কি ভাবা যায়! আর এই ভাবনাকে শাণিত করার জন্যই 'মানবেতিহাসে আল-কুরআনের প্রভাব' বইটির অবতারণা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এই বইটি প্রকাশ করে জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করেছে।[১২]

উম্মুল কুরআন

মূল ঃ আবুল কালাম আযাদ

অনুবাদ ঃ আখতার ফারূক

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০২ খ্রি.

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৩৮, মূল্য ঃ ৫২.০০ টাকা।

সূরা ফাতিহা আল-কুরআনের প্রারম্ভিক সূরা। এ সূরার বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে এটাকে কুরআনুল করীমের মূল নির্যাস বলা হয়। হাদীস শরীফে এর নামকরণ করা হয়েছে 'উম্মুল কুরআন' বা কুরআনের জননী। এতে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ, রবুবিয়াত, সৃষ্টিজগতের প্রতিপালকের প্রশংসা ও ইবাদত, নবূওত, রিসালত, হেদায়েত ও সৎপথে চলার প্রার্থনা ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত ভাষায় আলোচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন এবং ইসলামের মূল বাণীই হচ্ছে উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো।

উপমহাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, ভারতের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী, রাজনীতিক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সূরা ফাতিহার তাফ্সীর লিখেছেন, 'উম্মুল কুরআন' নামে। উর্দুতে রচিত গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সম্পাদক ও সাহিত্যিক অধ্যাপক আখতার ফারূক। অনুবাদ সুপাঠ্য হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বইটি পাঠকদের জ্ঞানস্পৃহা মেটাতে এবং চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হবে।[১৩]

জীবন গঠনে আল-কুরআনের শিক্ষা

মূল ঃ ড. মীর ওয়ালী উদ্দীন

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৫

পৃষ্ঠা ঃ ৩৭৪, মূল্য ৯০.০০টাকা।

পবিত্র কুরআন আমাদের সামগ্রিক পথনির্দেশনার চিরন্তন আসমানী কিতাব। ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণময়, সফলতাপুর্ণ জীবন গঠনের অপরিহার্য কর্মপরিকল্পনার দলিল। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শাশ্বত কল্যাণী শিক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমেই সফলতাপূর্ণ জীবনের অধিকারী হওয়া সম্ভব। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে 'জীবন গঠনে আল-কুরআনের শিক্ষা' বইটিতে। এটি একটি অনুবাদ গ্রন্থ। মূল বইয়ের শিরোনাম : 'কুরআন আওর তা'মীরে সীরাত'–লেখক : ড. মীর ওয়ালীউদ্দীন। অনুবাদ করেছেন এ দেশের প্রখ্যাত আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী (মরহুম)। উন্নত ও আদর্শ জাতি গঠনের যে অদম্য আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবকে তাড়িত করছে অহরহ, বিশ্ব-পরিস্থিতির সেই ক্রান্তিকালে এ বইটি আদর্শ জীবন গঠনে ব্যাপক অবদান রাখবে।[১৪]

---

১২. মুহাম্মাদ গোলাম মোস্তফা, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, মার্চ ২০০৫; পৃষ্ঠা-১১৮।
১৩. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, মার্চ ২০০৪, পৃষ্ঠা-১১০।
১৪. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৫, পৃষ্ঠা-১১২।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনে ঈমান প্রসঙ্গ
লেখক ঃ এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৫
পৃষ্ঠা ঃ ২২৪, মূল্য ঃ ৫৭.০০ টাকা।

ঈমান বা বিশ্বাস মানুষের মৌলিক সম্পদ, অমূল্য ঐশ্বর্য। তাওহীদ বা এক আল্লাহর প্রতি শর্তহীন, নিরঙ্কুশ বিশ্বাস স্থাপন এবং সেই মোতাবেক চলা, বলা এবং সার্বিক জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে ঈমানের মৌলিক সৌন্দর্য প্রতিভাসিত। ব্যাপকার্থে ঈমানের আরও বহুমুখী প্রকার-প্রকরণ, স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষেত্র রয়েছে, যেগুল্যের সমন্বিত প্রতিভাসই মানব-জীবনকে পরিশুদ্ধ, তাকওয়ামুখী, আদর্শ ও অন্ধকারের উপমা; সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ এবং শুভ-অশুভের চিরন্তন বৈরী অবস্থান। ঈমানহীন মানুষ কুফরের অন্ধগলির অভিশপ্ত বাসিন্দা। পক্ষান্তরে ঈমানদার ব্যক্তি অপার্থিব জ্যোতির ধারক; আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।

ঈমানের মতো একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে 'আল-কুরআনে ঈমান প্রসঙ্গ' বইটিতে। এটি লিখেছেন, বিশিষ্ট আলেম, লেখক ও অনুবাদক জনাব এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম। বইটি খুবই তথ্যবহুল এবং সুলিখিত।[১৫]

আল-কুরআনের শাশ্বত পয়গাম
লেখক ঃ লেখক মণ্ডলী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০২ খ্রি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৪৭, মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা।

পবিত্র কুরআনের বাণী বিশ্বজনীন, চিরন্তন ও শাশ্বত। আল-কুরআনের বাণী কোন বিশেষ অঞ্চল, গোত্র বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। এছাড়া বর্তমান-ভবিষ্যৎ তথা সর্বযুগেই এ বাণীর অবদান সমভাবে কার্যকর। অন্য কথায় একক চিরন্তন ও শাশ্বত বিধান।

আল-কুরআনের বিশ্বজনীনতা ও শাশ্বত পয়গামের উপর লিখিত অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো গ্রন্থাকারে মুদ্রণের বিষয়টি সময়ের দাবী হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় গবেষণা বিভাগ একটি বিভয়ভিত্তিক বিন্যাস ও সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে 'আল-কুরআনের শাশ্বত পয়গাম' শিরোনামে আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে।

আলোচ্য সংকলন গ্রন্থে নিম্নোক্ত ১৪টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। আল-কুরআন ঃ ওহী ও নবুওতের ইতিহাস, ওহীর মর্ম ও তাৎপর্য, ওহী ঃ পরিচয় ও পর্যালোচনা, পবিত্র কুরআন সংকলনের ইতিহাস ও কিছু তথ্য, আহকামুল কুরআন ঃ পর্যালোচনা, আল-কুরআনের নাসিখ ও মানসূখ, আল-কুরআনের অলৌকিকতা, কুরআন অনুবাদের মূলনীতি, কুরআন শরীফের বাংলা অনুবাদ ঃ একটি সমীক্ষা, তাহরীফ, কুরআন শরীফ ঃ অনুবাদ ও তাফ্সীর, কুরআন শরীফ ঃ অনুবাদ ও তাফ্সীর প্রসঙ্গে, কুরআন ব্যাখ্যার নয়া পদ্ধতি প্রসঙ্গে, মানোবেতিহাসে আল-কুরআনের প্রভাব।[১৬]

কুরআনের দৃষ্টিতে বন্ধু ও শত্রু
লেখক ঃ অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০২ খ্রি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৩৪, মূল্য ঃ ৩৫.০০ টাকা।

পবিত্র কুরআন হচ্ছে মানবজাতির জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এই জীবন বিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী মানুষ নিজের জীবনকে পরিচালনা করবে-এটাই স্বাভাবিক। তবে বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন খুব বেশি পরিলক্ষিত হয় না। অথচ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসাবে। সে হিসাবে তার চলার পথও হওয়া উচিত শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। লক্ষ্য করা যায় যে, মানুষের জীবনযাপনে বন্ধু ও শত্রুর প্রভাব ব্যাপক। অনুকূল পারিপার্শ্বিকতা

---

১৫. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর ২০০৪, পৃষ্ঠা-১১২।
১৬. লেখক মণ্ডলী *আল-কুরআনের শাশ্বত পয়গাম*, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর ২০০২ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

ও প্রকৃত বন্ধুর সাহচর্যে মানুষ অর্জন করতে পারে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন। অন্যদিকে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতা ও নকল বন্ধুর সংস্পর্শে সে তলিয়ে যায় ধ্বংসের অতল তলে। যেহেতু মানুষ সাহচর্য দ্বারা কম-বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং পারিপার্শ্বিকতাও তার উপর বিস্তার করে থাকে, সে কারণে সাহচর্য ও পারিপার্শ্বিকতার ব্যাপারে সতর্ক থাকাই সুবিবেচনার কাজ। পাশাপাশি বন্ধু ও শত্রুকে চিনে যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে জীবনকে পরিচালনা করতে পারেন, মানুষ হিসাবে তারাই সফল, তারাই শ্রেষ্ঠ।

বন্ধু ও শত্রু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান এবং মানুষের করুণার বিষয়ে বিশদ ব্যবহার সমন্বয়ে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও লেখক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন 'কুরআনের দৃষ্টিতে বন্ধু ও শত্রু' গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটির বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি মানব জীবন ও বন্ধুত্ব, সফল বন্ধু কারা, বন্ধুত্বের মাপকাঠি, সফল বন্ধুর পরিচয়, শয়তানের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার উপায়, নকল বন্ধুত্বের স্বরূপ, প্রকৃত বন্ধুত্বের কতিপয় উদাহরণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সূরা মায়িদার একটি আয়াত উদ্ধৃত করেছেন যাতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন-'হে ঈমানদারেরা! আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত আগেকার যেসব জাতি তোমাদের দীন-শরীয়ত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে এবং যারা কুফরী করে তাদের কাউকেই তোমরা বন্ধুরূপে বরণ করো না।'

বর্তমান সময়ে ব্যক্তিজীবন ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান অবস্থায় 'কুরআনের দৃষ্টিতে বন্ধু ও শত্রু' গ্রন্থটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ।[১৭]

পবিত্র কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি

লেখক ঃ মুফতী সুলতান মাহমুদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭০, মূল্য ঃ ৩৪.০০ টাকা।

বিশ্বের মানুষের মাঝে শান্তির ও উন্নতির বাণী পৌঁছিয়ে দেন হযরত মুহাম্মদ (সা)। আর এ শান্তির বাণী মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়ে জিবরাঈল (আ) দীর্ঘ ২২ বছর ৯ মাস ২২ দিনে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে পবিত্র কুরআন মাজীদ গ্রন্থের পূর্ণতা আনেন। তারপর থেকেই পৃথিবীর লাখো কোটি মানুষ প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা এই পবিত্র গ্রন্থ পড়ে তাদের জীবনে মঙ্গলের জন্য, আল্লাহর কাছে দু'আ চায়-তাদের এ পৃথিবীর উন্নতির জন্য ও পরকালের নাজাতের জন্য।

কুরআন মাজীদ আরবী ভাষায় নাযিল হয়। আরবী ভাষা আমাদের মাতৃভাষা নয়। তাই উচ্চারণে অনেক সময় এ ভাষার বিভিন্ন হরফ বা অক্ষর ও এ অক্ষরগুলোর ওপর বিভিন্ন চিহ্নে দীর্ঘ উচ্চারণ ও অল্প স্বরে উচ্চারণ এবং সঠিকভাবে ও সঠিক অর্থ বোঝানোর জন্য মাখরাজ, মাদ্দ ও হরফের রূপান্তরগুলো বুঝে পড়া উচিত। কারণ হযরত মুহাম্মদ (সা) একটি হাদীসে বলেছেন, "এমন অনেক তিলাওয়াতকারী আছে যে কুরআন তিলাওয়াত করে আর কুরআন তার উপর লা'নত করে।" অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের এ পবিত্র গ্রন্থখানি যে-ই পড়ুক, তাকে শুদ্ধভাবে যাবতীয় উচ্চারণের নিয়মাবলী মেনে পড়তে হবে। তা না হলে ভুলভাবে পড়লে এ মূল্যবান পবিত্র কিতাবের অর্থ অন্যভাবে প্রকাশিত হবে এবং তাতে গোনাহ হবে।[১৮]

আল-কুরআনুল কারীম-এর আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য

লেখক ঃ ডঃ মোঃ গোলাম মাওলা

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪০৮, মূল্য ঃ ১১৭.০০ টাকা।

আল-কুরআন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ একক বিশুদ্ধ গ্রন্থ। কুরআন যেসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কেয়ামত পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে তন্মধ্যে এ পবিত্র মহাগ্রন্থটির ভাষা ও ভাষা প্রয়োগের নৈপুণ্য অন্যতম। পবিত্র কুরআনের সকল সূরার প্রতিটি বাক্যবিন্যাস ও শব্দচয়ন অত্যন্ত সুন্দর, সাবলীল ও সহজ–এক কথায় অতুলনীয়। ফলে, অন্য ভাষাভাষী লোকেরাও কুরআন শরীফ পাঠ করে এর স্বাদ এবং রুচিশীলতা উপভোগ করতে পারে।

---

১৭. মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, *কুরআনের দৃষ্টিতে বন্ধু ও শত্রু*, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ ২০০২ খ্রি.।

১৮. মুফতী সুলতান মাহমুদ, *পবিত্র কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি*, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনে অলঙ্কারপূর্ণ ভাষা, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি এত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে যে, কুরআন শরীফ পাঠের সময় এর গতি, মাধুর্য, ঝংকার, রস নতুনরূপে পাঠক-মনে অনুভূত হয়। এজন্য দিন-রাত কুরআন তেলাওয়াত করেও কেউ বিরক্ত, শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয় না যা এর শ্রেষ্ঠত্বের আরও একটি প্রমাণ।

আল-কুরআনের ভাষাগত ও সাহিত্যিক মান অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। এর ভাষা যেমন স্বচ্ছ তেমনি এর বাক্যবিন্যাসও অত্যন্ত নিখুঁত, অভিনব ও স্বাতন্ত্রমন্ডিত। কুরআন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালাত প্রমাণের ক্ষেত্রে একটি চিরন্তন মু'জিযা। কুরআন-এর নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গি ও আলঙ্কারিকতার জন্য সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মু'জিযা হিসেবে বিদ্যমান থাকবে।

আল-কুরআনের উচ্চমানের সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা, উপমা-উদাহরণ এক কথায় অতুলনীয়। শব্দ-চয়নের ক্ষেত্রে কুরআন এক অনুপম কাব্যগ্রন্থ। ড. মোঃ গোলাম মাওলা কর্তৃক রচিত আলোচ্য গ্রন্থে আল-কুরআনে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের সূত্রগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করে যেসব সূত্রের অধীন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কুরআনের বিভিন্ন আয়াত চিহ্নিত করে কিভাবে সেগুলোতে উল্লিখিত সূত্রটি প্রযুক্ত হয়েছে তার একটি আলঙ্কারিক বিশ্লেষণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ যাতে আল-কুরআনুল কারীম-এর আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেন সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে।[১৯]

আহকামুল কুরআন (১ম খণ্ড)

মূল ঃ আবূ বকর আহ্মাদ ইব্ন আলী আর-রাযী আল-জাস্সাস আল-হানাফী, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৮৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৬৫, মূল্য ঃ ২৮০.০০ টাকা

আহকামুল কুরআন (২য় খণ্ড)

মূল ঃ আবূ বকর আহ্মাদ ইব্ন আলী আর-রাযী আল-জাস্সাস আল-হানাফী, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ১৯৮৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮২৪, মূল্য ঃ ১৮০.০০ টাকা

'আহ্কামুল কুরআন' অর্থ পবিত্র কুরআনের হুকুম-আহকাম, বিধিবিধান বা আদেশ-নির্দেশ। আলোচ্য বইটি জগদ্বিখ্যাত এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হানাফী মাযহাবানুসারী একটি প্রামাণ্য তাফ্সীর গ্রন্থ। বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ হানাফী মাযহাবের অনুসারী মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনাচরণের বিস্তারিত বিবরণ কুরআন-হাদীসের নির্দেশের আলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে বইটিতে। আজ থেকে এক হাজার বছরেরও বেশি আগে বইটি আরবী ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। আজও সারা বিশ্বে এর পাঠকপ্রিয়তা সমানভাবে অক্ষুণ্ন রয়েছে। বইটির রচয়িতা আল্লামা আবূ বকর আহ্মাদ আল-জাস্সাস (র)। বাংলাভাষী মুসলিমদের সুবিধার জন্য এই অমর গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক-গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম; আর প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

'আহকামুল কুরআন' (প্রথম খণ্ড) বইটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এর ২য় সংস্করণের প্রকাশক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবদুর রব মন্তব্য করেছেন : "এতে কুরআন-হাদীসের আদেশ-নিষেধ ও বিধিবিধান সম্বলিত আয়াতসমূহের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ফিক্হে হানাফী অনুসারে বিভিন্ন মাসায়েলের সমাধান দেয়া হয়েছে।... মাসআলা-মাসায়েল কিংবা বিধিবিধান নির্ধারণ করতে গিয়ে লেখক প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করেছেন। তারপর বিধানের পক্ষে তাঁর যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন।" (প্রকাশকের কথা)

বিষয়সূচিতে রয়েছে– 'বিসমিল্লাহ্' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, 'বিস্মিল্লাহ' কুরআনের আয়াত কিনা এই বিষয়ে আলোচনা, বিস্মিল্লাহ কি সূরা ফাতিহা'র অংশ, বিস্মিল্লাহ্ প্রত্যেকটি সূরার প্রথমেই উল্লেখ কি না, নামাযে বিস্মিল্লাহ পাঠ, উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পাঠ, বিস্মিল্লাহ্ বিষয়ে শরীয়তের হুকুম, নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ, সূরা আল-বাকারা, আদম ও আদম বংশের ভাষা, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সিজদা করা, নামাযের রুকূ, সবর ও সালাত, গাভী যবেহ প্রসঙ্গ, হত্যাকারীর মীরাস প্রাপ্তি, সিজদা ও যাদুকর প্রসঙ্গ, তওয়াফ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, দাদার মীরাস, কিবলামুখী হওয়া, আল্লাহ্র যিকির ওয়াজিব, ইল্ম গোপন রাখা নিষিদ্ধ, মৃত জীব খাওয়া হারাম, পঙ্গপাল খাওয়া হারাম, ভ্রূণের যবেহ, মরা জন্তুর চর্বি ব্যবহার হারাম, চর্বি-মাখনের মধ্যে ইঁদুর মরলে, যে পাত্রে পাখি পড়ে মরে যায়, রক্ত খাওয়া হারাম, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য

১৯. ড. মোঃ গোলাম মাওলা, আল-কুরআনুল কারীম-এর আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০৫ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

নামে যবেহ্ করা জীব হারাম, শুকর হারাম, কিসাস, অসিয়ত ওয়াজিব–এই পর্যায়ে আলোচনা, অসিয়ত বদলে দেয়া, সিয়াম ফরয, চাঁদ দেখার সাক্ষ্য, রমযানের রোযা কাযা করা, সফরে সিয়াম, ই'তিকাফ, জিহাদ ফরয, উমরা ফরয না নফল, প্রতিরুদ্ধ-পরিবেষ্টিত হাজী কোথায় কুরবানী করবে, হজ্জ পর্যন্ত উমরার ফায়দা গ্রহণ, হজ্জের নির্দিষ্ট মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধা, হজ্জে ব্যবসায়, আরাফাতে অবস্থান, মদ হারাম, জুয়া হারাম, ইয়াতীমের ধন-সম্পদে হস্তক্ষেপ, মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা, স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার–স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপর, তালাকের সংখ্যা, অভিভাবক ছাড়াই বিয়ের অনুষ্ঠান, স্বামী-মরে যাওয়া স্ত্রীলোকের ইদ্দত, স্বামী-মরা স্ত্রীর সাজ-সজ্জা, ইদ্দতের মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব,একান্তে মিলিত হওয়ার পর দেয়া তালাক ইত্যাদি।২০

আহকামুল কুরআন দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় সূচিতে রয়েছে– সালাতুল উসতা, সালাতে কথা বলা, মহামারী থেকে পলায়ন, দানের অনুগ্রহ দেখানো, আর উপার্জন করা, যাকাতের অংশ মুশরিককে দেওয়া, সুদ, শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদের কতিপয় দুয়ার, সূদের একটি পারিস্পরিক লেনদেনের চুক্তি, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের জন্য সাক্ষ্য দান, সূরা আল-ইমরান, হজ্জ ফরয, যিম্মীদের নিকট সাহায্য চাওয়া, সূরা আল-নিসা, স্ত্রীর মহরানা দিয়ে দেওয়া, ফারায়েয, ব্যভিচারের শাস্তি, মুহাররম মেয়েলোক, মহরানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বিক্রয়ের ইখতিয়ার, ক্রেতা-বিক্রেতার ইচ্ছা-স্বাধীনতা, স্বামীর আনুগত্য স্ত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক, পিতা-মাতার খিদমত ও সদ্ব্যবহার করা, উলিল আমর-এর আনুগত্য, রাসূল (সা)-এর আনুগত্য, ভুলবশত হত্যা, প্রতিবেশীর শুফয়া পর্যায়ের বিভিন্ন মত, নাপাক শরীর নিয়ে মসজিদে যাতায়াত, আমানত আদায়ে নির্দেশ, ক্রীতদাসীদের বিবাহ, মাত্য়া বা মুতয়া বিয়ে, দাসীকে তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করা, 'আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার' ফরয ইত্যাদি।২১

কাসাসুল কুরআন (১ম খণ্ড)

মূল ঃ আল্লামা হিফজুর রহমান সেওহারবী, অনুবাদ ঃ আবদুল মতিন জালালাবাদী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মে ১৯৯০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭১১, মূল্য ঃ ১১০.০০ টাকা

কাসাসুল কুরআন (২য় খণ্ড)

মূল ঃ আল্লামা হিফজুর রহমান সেওহারবী, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ শামছুল আলম খান, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৫৮, মূল্য ঃ ৫৩.০০ টাকা

কাসাসুল কুরআন (৩য় খণ্ড)

মূল ঃ আল্লামা হিফজুর রহমান সেওহারবী, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ শামছুল আলম খান, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৬৪, মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা

কাসাসুল কুরআন (৪র্থ খণ্ড)

মূল ঃ আল্লামা হিফজুর রহমান সেওহারবী, অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ মূসা, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৮৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৬২, মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা

কুরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার অনন্য বাণী ও গ্রন্থ। এতে পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব মানব জাতির ক্রমবিকাশের 'ধারায় আগত জাতিসমূহের বিস্তারিত আলোচনাও রয়েছে। সাথে সাথে উম্মতে মুহাম্মদীর শিক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত নবী-রাসূলগণের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। ইসলামকে জানতে ও বুঝতে হলে এসব ইতিহাস আমাদের জানা প্রয়োজন।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অতীত ঘটনাবলী এবং নবী-রাসূলগণের প্রতি আচরণের অকৃত্রিম ইতিহাস অবলম্বনে আল্লামা হিফজুর রহমান সেওহারবী (র) 'কাসাসুল কুরআন' নামে চার খণ্ডে সমাপ্ত একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তত্ত্ব ও তথ্যবহুল আলোচনা সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থটি ইফাবা অনুবাদ করে প্রকাশ করে। দ্বিতীয় খণ্ডটি অনুবাদ করেন মাওলানা শামসুল আলম খান। এ খণ্ডে মোট তেরজন নবী-রাসূলের জীবনেতিহাস স্থান পেয়েছে। কুরআনে বর্ণিত ঘটনা ও কাহিনীগুলোর হৃদয়গ্রাহী আলোচনা পাঠকদের মন জয় করবে নিশ্চয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম ও চতুর্থ খণ্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের পথে। সব খণ্ড একত্রে পাঠ করলে নবী-রাসূলদের সম্পর্কে অনেক অজানা ইতিহাস জানা যাবে।২২

---

২০. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৭, পৃষ্ঠা-১২০।
২১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম অনূদিত, *আহকামুল কুরআন*, (২য় খণ্ড), ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৮।
২২. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৫, পৃষ্ঠা-১১১।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (প্রথম খণ্ড)

লেখক ঃ সম্পাদনা পরিষদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০০

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫০০, মূল্য ঃ ২৩৬.০০ টাকা।

আল-কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার কালাম। মানুষের রচনারীতি থেকে এর প্রকাশরীতি ও বিষয় বিন্যাস আলাদা। একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার কাঙ্খিত বিষয় বের করা সহজ নয়। কারণ, একটি বিষয় নানা স্থানে এবং কোন কোন সময় বিভিন্ন বিষয় একস্থানে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আল-কুরআনের বিষয়বস্তু সহজে চিহ্নিত করে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পের কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। পরিষদ আল-কুরআনের বিষয়বস্তু বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে, প্রতিটি অধ্যায় প্রয়োজন অনুযায়ী পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে। বিষয়ভিত্তিক আয়াতের তরজমা প্রদানের আগে, প্রথমে সূরার নাম, সূরার নম্বর তারপর আয়াত নম্বর দেয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ে রয়েছে ঃ ১. আল্লাহ্ ২. মালাইকা ৩. কিতাবুল্লাহ ৪. রাসূল, রিসালাত ও অহী ৫. কিয়ামত ও আখিরাত এবং ৬. কাযা ও কাদর।

আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রায় আমরা অনেক সময় নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলো একস্থানে পেতে চাই। আলিম কিংবা হাফিজগণের পক্ষে এ কাজটি দুরূহ না হলেও সাধারণ পাঠকের জন্য তা নিঃসন্দেহে কঠিন। পাঠকবৃন্দের উক্ত প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই বর্ণিত প্রকল্পটি গৃহীত হয়। আলোচ্য গ্রন্থ সেই গবেষণা কর্মেরই মূল্যবান ফসল। এ বিষয়ভিত্তিক আয়াত সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের দীর্ঘ প্রতিক্ষিত। এ গ্রন্থ দৈনন্দিন জীবনে তাদের জিজ্ঞাসার যথাযথ জবাব পেতে অশেষ উপকারে আসবে।[২৩]

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (দ্বিতীয় খণ্ড)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০০৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৯২, মূল্য ঃ ২৩৫.০০ টাকা।

আল-কুরআন মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টির উপর অপার রহমত হিসেবে এই মহাগ্রন্থ নাযিল করেছেন। সমস্যা-সঙ্কুল মানব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যার সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা এতে রয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ববাসীর হেদায়াতের জন্য চিরন্তন জীবন দর্শন হচ্ছে এই কুরআন মাজীদ।

এই মহাগ্রন্থটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়াতী জীবনের দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নাযিল হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় দু'যুগে রাসূল (সা), মুসলিম মিল্লাত তথা সাহাবায়ে কিরামের শিক্ষা, প্রশ্ন, উদ্ভূত ঘটনা, ভবিষ্যত কর্মপন্থা, দীনের প্রচার-প্রসারে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের বিনির্মাণে নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করে ক্রমে ক্রমে নাযিল হয়েছে। ফলে আল-কুরআনে বর্ণিত আয়াতগুলোর পেছনে আমরা প্রেক্ষাপট খুঁজে পাই। যেটাকে শানে নুযূল বলা হয়।

কুরআন মাজীদের ১১৪ সূরায় ৬৬৬৬ আয়াতে এ ধরনের হাজারো বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। একই বিষয়ের কয়টি আয়াত রয়েছে তা একত্রে পড়ার সুযোগ থাকলে কুরআন শরীফ থেকে কাঙ্খিত বিষয়ে সহজে জ্ঞান লাভ সহজ হত। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এ বিষয়ভিত্তিক আয়াত সম্বলিত গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ অভাব পূরনের লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক আয়াতসমূহ সংকলন করে গ্রন্থাকারে পেশ করেছে। ২০০১ সালে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠক মহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। বর্তমানে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হয়েছে।

সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুল হক, মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল হক, হাফেজ মাওলানা মুখলিছুর রহমান, মুফতী মাওলানা সুলতান মাহমুদ, মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হোসাইন খান। এতে চারটি অধ্যায়ে উনিশটি পরিচ্ছেদে বিভিন্ন বিষয়ের আয়াতগুলোকে বিন্যাস করে সংকলন করা হয়েছে। আয়াতের পাশাপাশি অনুবাদ রয়েছে। ফলে এটা অধ্যয়নকারী, লেখক-গবেষক, ওয়ায়েজ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় আয়াত সহজলভ্য করে দিয়েছে।[২৪]

---

২৩. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত*, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর ২০০০।

২৪. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৪; পৃষ্ঠা-১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (তৃতীয় খণ্ড)
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০৩
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪২৪, মূল্য ঃ ১৮০.০০ টাকা।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বিষয় বৈচিত্রপূর্ণ আলোচনায় ভরপুর। একই সূরায় প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে নির্দেশ, উপমা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, করণীয়-বর্জনীয়, অতীত-বর্তমান ঘটনাবলী, শরীয়তের বিধি-বিধান ইত্যাদি কোন কিছুই বাদ যায়নি। আল্লাহ তা'য়ালা এসব বিধি-বিধান দিয়ে মানুষের পার্থিব জীবন সুখময় করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সাথে নবী-রাসূলদেরকে বার্তাবাহক হিসেবে পাঠিয়ে পরিশুদ্ধ জীবন গঠনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

'আল-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত' (৩য় খণ্ড) গ্রন্থটি সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত। এ গ্রন্থের প্রথম থেকে চতুর্থ পরিচ্ছেদে আম্বিয়ায়ে কিরামের বিস্তারিত ইতিহাস, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-সহ অনুল্লেখিত নবীগণের বর্ণনা, ফেরেশতাকুল, হাবিল-কাবিল, তালুত-জালুত, হারূত-মারূত, ফিরআউন-কারূন-হামান, ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী, যায়িদ ও যয়নব, রাণী বিলকিস প্রমুখ ব্যক্তিদের আলোচনা সম্বলিত আয়াত সংকলিত হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে মক্কা, সাবা, ইন্তাকিয়া ইত্যাদি জনপদের আলোচনা রয়েছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রয়েছে আল-কুরআনের উপমা সম্বলিত আয়াতসমূহের সংকলন। এতে মুনাফিকের উপমা, রিয়াকারীদের উপমা, দুনিয়ার জীবনের উপমা, কাফির ও মুমিনের দৃষ্টান্ত, জান্নাতের উপমা, কালেমায়ে তাইয়্যেবার উপমা, কসম ভঙ্গকারীর উপমা, নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর উপমা, দু'জন দাসের উদাহরণ, দু'জন সৎ নারীর দৃষ্টান্ত ইত্যাদি আল কুরআনে বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহের বিশদ বিবরণ।[২৫]

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (চতুর্থ খণ্ড)
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩০৮, মূল্য ঃ ১৪০.০০ টাকা।

পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম। মহান আল্লাহর অবিনশ্বর বাণী। এই কুরআনের প্রতিটি বক্তব্য যেমন চিরন্তন ওহী, তেমনি-এর সূরা ও আয়াত সমূহের ক্রমবিন্যাস মহান আল্লাহ্ পাকের মনোনিত, যা নতুন করে সংস্থাপনের কোন অবকাশ নেই।

পবিত্র কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত শীর্ষক গ্রন্থ দ্বারা নতুন কোন বিন্যাস উপস্থাপন করা কিংবা বর্তমানে তারতীবের বিকল্প তারতীব পেশ করা মোটেও উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হল, সাধারণ পাঠক যেন সহজে পবিত্র কুরআন থেকে নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুঁজে জ্ঞান আহরণ করতে পারেন, সে লক্ষ্যে আয়াতগুলোকে এক একটি শিরোনামের আওতায় রেফারেন্স ও অর্থসহ পেশ করা।

ইসলামী সাহিত্য চর্চার অনুরাগীদের ইচ্ছা ও অনুসন্ধিৎসাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সামান্য কিছু খিদমত করার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের "আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত" প্রকল্প। দেশের খ্যাতনামা ও নির্ভরযোগ্য আলিম ও পন্ডিতগণের শ্রম সাধনার পর প্রকাশিত হয়েছে এর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড। এই চতুর্থ ও শেষ খণ্ডে থাকছে উলূমুল কুরআন। আলোচ্য গ্রন্থের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হবেন মর্মে প্রত্যাশা করা যায়।[২৬]

তাফ্সীরুল কুরআন ঃ উৎপত্তি ক্রমবিকাশ
লেখক ঃ ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০২ (২য় প্রকাশ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৪৪; মূল্য ঃ ১৬১.০০ টাকা।

পবিত্র কুরআন নাযিলের সময় থেকেই তাফ্সীর শাস্ত্রের সূত্রপাত ঘটে। মহানবী (সা) জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহর ওহী লাভ করার সময় তা মুখস্থ করেছেন এবং গোটা কুরআনের তাফ্সীর অনুধাবন করেছেন। নবী কারীম (সা) সাহাবীগণকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার সময় প্রাসঙ্গিক তাফ্সীর ও বর্ণনা করতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতা'আলা বলেন, "আমি

---

২৫. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত,* ৩য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর, ২০০৩ খ্রি.।
২৬. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত,* ৩য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর, ২০০৩ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি যেন তা ব্যাখ্যা করতে পার মানুষের জন্য, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।" বস্তুত মহানবী (সা)-এর পুরো জীবনই ছিল কুরআন মজীদের বাস্তব ও জীবন্ত ব্যাখ্যা। এরই ধারাবাহিকতায় সাহাবা, তাবে'ঈ ও তাবে-তাবেঈগণের যুগ পাড়ি দিয়ে এখন পর্যন্ত মুফাস্‌সিরগণ পৃথিবীর নানা ভাষায় কুরআনের তাফ্‌সীর রচনা অব্যাহত রেখে চলেছেন, তা সব সময় অব্যাহত থাকবে।

তাফ্‌সীর এমন এক বিদ্যা যার সাহায্যে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট, অবতীর্ণ হওয়ার কারণ, সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিবরণ, শব্দ ও আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপমা, ইঙ্গিতসমূহের গূঢ়ার্থ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন মানুষের হেদায়েতের আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে তাফ্‌সীরের মৌল নীতিমালার আলোকে তাফ্‌সীরকারগণ তাঁদের কাজকে অব্যাহত রেখে চলেছেন।

বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্‌ওয়ারী তাফ্‌সীর শাস্ত্রের উৎপত্তি থেকে শুরু করে এর বিকাশের বিভিন্ন ধারা ও তাফ্‌সীর রচনার দিকনির্দেশনা সম্পর্কে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে 'তাফ্‌সীরুল কুরআন ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' শীর্ষক গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগ থেকে জুন ২০০২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে এর দ্বিতীয় সংস্কারণও প্রকাশিত হয়।

লেখক গ্রন্থটিকে নয়টি অধ্যায়ে এবং অসংখ্য অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন। এর মধ্যে ১ম অধ্যায় ঃ ইলমে তাফ্‌সীরের স্বরূপ ও তাফ্‌সীর সাহিত্য ; ২য় অধ্যায় ঃ তাফ্‌সীরের প্রয়োজনীয়তা, তাৎপর্য ও গুরুত্ব; ৩য় অধ্যায় ঃ ইলমে তাফ্‌সীরের উৎপত্তি , ৪র্থ অধ্যায় ঃ তাফ্‌সীর সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ধারা, ৫ম অধ্যায় ঃ মৌলিক বর্ণনার যুগ; ৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ তাফ্‌সীর সংকলনের যুগ,৭ম অধ্যায় ঃ সনাতন তাফ্‌সীর সাহিত্য পর্যালোচনা ; ৮ম অধ্যায় ঃ আধুনিক যুগে তাফ্‌সীর সাহিত্য; ৯ম অধ্যায় ঃ তাফ্‌সীর সাহিত্য রচনার দিক নির্দেশক রচনা সম্ভার।

গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এর লেখক ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন "গ্রন্থটিকে যে পদ্ধতিতে বিন্যাস করা হয়েছে আমার জানা মতে, এ ধরনের বিন্যাসে ও তথ্য পরিবেশনে শুধু বাংলা ভাষায় নয়, বরং আরবী, উর্দু, ফারসী ইত্যাদি ভাষাতেও তেমন কোন গ্রন্থ হয়নি।" এই গ্রন্থটিতে লেখক তাফ্‌সীর সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সামগ্রিক ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন যা আমাদের ঐতিহ্যের উজ্জল স্বাক্ষর। গ্রন্থটি পাঠে তাফ্‌সীর সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী পাঠক, লেখক ও গবেষকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।[২৭]

তাফ্‌সীরে মাযহারী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ আরবী-উর্দু ভাষা থেকে বেশ কিছু তাফ্‌সীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছে এবং আরও কিছু তাফ্‌সীর গ্রন্থ অনুবাদের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এই সমস্ত তাফ্‌সীর গ্রন্থের মধ্যে কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী (র)-এর তাফ্‌সীরে মাযহারী অন্যতম। এই তাফ্‌সীর গ্রন্থটিতে তাফ্‌সীরকারক আয়াতে কারিমার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে সাথে ফিকহ সংক্রান্ত মাসআলা মাসাইলও অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। বৈয়াকরণিক ও আভিধানিক আলোচনাও এতে বাদ পড়েনি। অধিকন্তু ইলমে কিরআত ও আকাইদ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থটি পণ্ডিত ও গবেষকদের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে।

এই তাফ্‌সীর গ্রন্থখানি প্রামাণ্য তাফ্‌সীরসমূহের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য তাফ্‌সীর। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, অত্র গ্রন্থের প্রনেতা এই উপমহাদেশের আলিম। যার নাম কারী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপথী (র)। তিনি পূর্ব পাঞ্জাবের পানিপথ নামক স্থানে ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস, তাফ্‌সীর, ফিক্‌হ ও কালাম শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন জ্ঞান বিজ্ঞানের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাফ্‌সীরে মাযহারী আরবী ভাষায় রচিত, যার তরজমা উর্দূতেও হয়েছে। মুফাস্‌সীর মরহুমের উস্তাদ মিয়া মাযহার আলীর নামানুসারে এই তাফ্‌সীরের নামকরণ করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই তাফ্‌সীরের অনুবাদ সর্বপ্রথম ইসলামিক ফাউন্ডেশনই প্রকাশ করেছে। সম্মানিত পাঠকগণকে এই তাফ্‌সীর গ্রন্থের গুরুত্ব ও সহজে তা উপলব্ধি করার জন্য নিম্নে কতিপয় বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল।

১. সকল তাফ্‌সীরকারকেরই স্বীয় তাফ্‌সীর গ্রন্থে একটি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থাকে। এই তাফ্‌সীর পর্যালোচনা ক্রমে বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, এই তাফ্‌সীরগ্রন্থখানি হাদীস ভিত্তিক। তাছাড়া কুরআনের আয়াতের মর্ম প্রকাশের জন্য অন্যান্য আয়াতের উদ্ধৃতি আনা হয়েছে।

---

২৭. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, *তাফসীরুল কুরআন ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০২।

Dhaka University Institutional Repository

২. এই তাফ্সীরের আয়াত সমূহের নীচে যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা পাঠকদের বুঝার জন্য অত্যন্ত সহায়ক। কারণ অনুবাদকবৃন্দ কোন প্রকার জটিলতা বা পান্ডিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতিরেকে অতি সরলভাবে অনুবাদ পেশ করেছেন। যা অতি সহজে বুঝার উপযুক্ত।

৩. শাব্দিক বিশ্লেষণ এ তাফ্সীরের সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি করেছে। কুরআনের যে কোন আয়াতকে বিভিন্ন ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে শাব্দিক ও বাক্যাংশ ভিত্তিক বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এই রীতিটি জ্ঞান পিপাসুদের তাফ্সীর বুঝার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক।

৪. আরবী ব্যাকরণ বর্ণনা করা এই তাফ্সীরের আরেকটি ফলপ্রসু বৈশিষ্ট্য। যে কোন জটিল আরবী শব্দ বুঝার জন্য নাহু-ছরফ বা আভিধানিক বিশ্লেষণ অপরিহার্য। এ সত্যটিকে সামনে রেখেই মরহুম মুফাস্সীর এই নীতি অবলম্বন করেছেন। যার ফলে কুরআনের গভীর তথ্য উদ্ঘাটনে পাঠকবৃন্দ যথেষ্ট উপকৃত হবেন। ভাষার ব্যাকরণ বা শাব্দিক বিশ্লেষণ ছাড়া কুরআনের যে ব্যাখ্যা করা হয় তা অপূর্ণ। গ্রন্থখানি এইরূপ অপূর্ণতা থেকে মুক্ত।

৫. কুরআন শরীফ উত্তম রূপে বুঝার জন্য অত্র তাফ্সীরে ব্যাপকভাবে হাদীসের উদ্ধৃতির সাথে সাথে ফিক্হী মাসাইল বের করার জন্য কুরআনের পর্যাপ্ত উদ্ধৃতি উপস্থাপন করতে দেখা যায়। গ্রন্থকার নিজে হানাফী মাযহাবের পরিপূর্ণ অনুসারী হওয়ার কারণে মাসয়ালা বর্ণনার বেলায় হানাফী মাযহাবের অভিমতগুলি স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাছাড়া অন্যান্য মাযহাবের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। যা এদেশের হানাফী মাযহাবভুক্ত পাঠকগণ স্বীয় অনুসরণীয় বিধান সহজে বুঝতে পারবেন।

৬. আয়াতের আলোকে কোন জটিল বিষয়ে সমাধান করে গ্রন্থকার মুফাস্সীরগণের মতামত দলীলসহ পাঠকগণকে বয়ান করার পর তিনি নিজের মতামতও প্রকাশ করেছেন।

৭. অনুবাদকবৃন্দ কর্তৃক প্রায় পৃষ্ঠার শেষেই আয়াতের মর্মকে সহজ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শব্দার্থ, টিকা-টিপ্পনী উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠক বৃন্দের বুঝার পথে এ অবদানকে প্রশংসার সাথে স্মরণ করতে হয়।

উপরোক্ত আলোচনার পর নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গ্রন্থখানা পাঠ করলে অবশ্যই পাঠকগণ কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তাছাড়া আরো বহু তাফ্সীর প্রকাশ করেছে। যেমন- তফ্সীরে ইবন কাছীর, তাফ্সীরে মা'আরিফুল কুরআন, তাফ্সীরে মাজেদী, তাফ্সীরে তাবারী, তাফ্সীরে উসমানী ও তাফ্সীরের নূরুল কুরআন।

বিভিন্ন তাফ্সীরের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। শরীআত সম্মত মূল বিষয়ে কোন দ্বৈততা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। বর্ণনার ধরণ ও তথ্য সম্ভারের পরিমাণ ইতিহাস বর্ণনার পরিধি ভিন্নতর হওয়ায় প্রত্যেক তাফ্সীর গ্রন্থেরই পৃথক ঐতিহ্য রয়েছে। বিভিন্ন তাফ্সীর গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে কুরআনের মর্ম সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি সহজ হয়। প্রত্যেক ফুলেরই যেমন পৃথক গন্ধ রয়েছে তেমন প্রত্যেক তাফ্সীরের মধ্যেও স্বতন্ত্র সৌন্দর্য রয়েছে।[২৮]

তাফ্সীরে মাযহারী (১ম খণ্ড)

মূল ঃ কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র), সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৭ খ্রি. পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৮০, মূল্য ঃ ২৩০.০০ টাকা।

তাফ্সীরে মাযহারী (২য় খণ্ড)

মূল ঃ কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র), সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৭ খ্রি. পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৬০, মূল্য ঃ ২৪০.০০ টাকা।

তাফ্সীরে মাযহারী (৩য় খণ্ড)

মূল ঃ কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র), সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ১৯৯৮ খ্রি. পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৯০, মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা।

---

২৮. মাওলানা হাবিবুল মতিন সরকার, *দৈনিক হবিগঞ্জ এক্সপ্রেস*, ১২ ডিসেম্বর ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাফ্সীরে মাযহারী (৪র্থ খণ্ড)

মূল ঃ কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র), সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০১ খ্রি. পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫১৮, মূল্য ঃ ২০৩.০০ টাকা।

তাফ্সীরে মাযহারী (৫ম খণ্ড)

মূল ঃ কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র), সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০২ খ্রি. পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৮৮, মূল্য ঃ ২৬৪.০০ টাকা।

তাফ্সীরে মাযহারী (৬ষ্ঠ খণ্ড)

মূল ঃ কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র), সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩ খ্রি. পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৯২, মূল্য ঃ ২৮০.০০ টাকা।

তাফ্সীরে মাযহারী (৭ম খণ্ড)

মূল ঃ কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র), সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০৩ খ্রি. পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮৩০, মূল্য ঃ ২৬০.০০ টাকা।

তাফ্সীরে মাযহারী (৮ম খণ্ড)

মূল ঃ কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র), সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৪ খ্রি. পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮১৫, মূল্য ঃ ২৬০.০০ টাকা।

তাফ্সীরে মাযহারী (৯ম খণ্ড)

মূল ঃ কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র), সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪ খ্রি. পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৫২, মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা।

তাফ্সীরে মাযহারী (১০ম খণ্ড)

মূল ঃ কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র), সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রি. পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭০৪, মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা।

তাফ্সীরে মাযহারী (১১শ খণ্ড)

মূল ঃ কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র), সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ২০০৫ খ্রি. পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৮৪, মূল্য ঃ ২৭০.০০ টাকা।

তাফ্সীরে মাযহারী (১২শ খণ্ড)

মূল ঃ কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র), সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৫ খ্রি. পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৫০, মূল্য ঃ ২৭০.০০ টাকা।

তাফ্সীরে মাযহারী (১৩শ খণ্ড)

মূল ঃ কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র), সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৫ খ্রি. পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৪৬, মূল্য ঃ ১৯০.০০ টাকা।

কুরআন মাজীদ আল্লাহ্ তাআলার বাণী। মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর ভাষা ও বাচনভঙ্গি অনুপম ব্যঞ্জনাময়, ইঙ্গিতধর্মী ও সাংকেতিক। সাধারণ মানুষের পক্ষে-এর অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্ম অনুধাবন করা অনেক ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য ও দুরূহ। পবিত্র কুরআন সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে উদ্ভব হয়েছে তাফ্সীর শাস্ত্রের। তাফ্সীর মূলত হাদীসের সাহায্যে কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। মানুষ যাতে যথাযথভাবে আল্লাহর কালাম বিশেষভাবে কুরআনুল কারীমকে সহজভাবে বুঝতে পারে, সেজন্য মনীষীগণ যুগে যুগে রচনা করেছেন অসংখ্য তাফ্সীর গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু ভাষায় প্রণীত প্রসিদ্ধ অনেকগুলো তাফ্সীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ইতোমধ্যে প্রকাশ করেছে। আরও কয়েকটি প্রকাশের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

এই সমস্ত তাফ্সীর গ্রন্থের মধ্যে কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী (র)-এর তাফ্সীরে মাযহারী অন্যতম। এই তাফ্সীর গ্রন্থটিতে তাফ্সীরকারক আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে সাথে ফিক্হ সংক্রান্ত বিষয়াবলীও অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। ব্যাকরণগত আভিধানিক আলোচনাও এতে বাদ পড়েনি। ইল্মে কিরআত ও আকায়িদ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থটি পণ্ডিত ও গবেষকদের নিকট তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে হাফেজ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন, মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান ও হাফেজ মুহাম্মদ ইসমাঈল। গ্রন্থটি সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। তাফ্সীরটি পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

যাঁরা বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত আছেন, যাঁরা চান এদেশে ইসলাম একটি জীবন-বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, যাঁরা চান বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌছে যাক তাঁদের সবার সংগ্রহে এই তাফ্সীর গ্রন্থটি থাকা প্রয়োজন।[২৯]

তাফ্সীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড)

মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ২০০৩ (৮ম সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৮৭, মূল্য ঃ ১৯৪.০০ টাকা।

তাফ্সীরে মা'আরেফুল কোরআন (২য় খণ্ড)

মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৩ (৭ম সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬১৮, মূল্য ঃ ১৮০.০০ টাকা।

তাফ্সীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)

মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৩ (৭ম সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬১৮, মূল্য ঃ ১৮০.০০ টাকা।

তাফ্সীরে মা'আরেফুল কোরআন (৪র্থ খণ্ড)

মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৪ (৬ষ্ঠ সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৬৮, মূল্য ঃ ২৯০.০০ টাকা।

তাফ্সীরে মা'আরেফুল কোরআন (৫ম খণ্ড)

মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ (ষষ্ঠ সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৬১, মূল্য ঃ ১৪৫.০০ টাকা।

তাফ্সীরে মা'আরেফুল কোরআন (৬ষ্ঠ খণ্ড)

মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৪ (৪র্থ সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮৩৮, মূল্য ঃ ১৭০.০০ টাকা।

তাফ্সীরে মা'আরেফুল কোরআন (৭ম খণ্ড)

মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৪ (৫ম সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮১৬, মূল্য ঃ ৩৩০.০০ টাকা।

তাফ্সীরে মা'আরেফুল কোরআন (৮ম খণ্ড)

মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০০ (৫ম সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৯২৮, মূল্য ঃ ২৩৫.০০ টাকা।

---

২৯. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২ আশ্বিন ১৪১১, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, আলেম, মুফাসসিরে কুরআন মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) রচিত জগৎবিখ্যাত প্রামাণ্য তাফ্সীর গ্রন্থ 'তাফ্সীরে মা'আরেফুল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা অনুবাদ করেছেন এ দেশের প্রখ্যাত আলেম, লেখক ও অনুবাদক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাফ্সীরখানি ইতোমধ্যে খুবই উপকারী প্রমাণিত হয়েছে এবং এটি পাঠক-মহলে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

আল-কুরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পাক-কালাম। রাসূল (সা)-এর প্রতি নাযিলকৃত কুরআন মাজীদে বহু আয়াত সংক্ষিপ্ত আকারে নাযিল হয়েছে। ইংগিতে বহু বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে। মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নাই। কেবল আরবী ভাষা আয়ত্ব করে কুরআন বুঝা সম্ভব নয়। কুরআন বুঝার জন্য তাফ্সীর একান্তভাবে প্রয়োজন। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই। মুফাস্সিরগণ পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাস্সিরে কুরআন, লেখক ও গ্রন্থকার। বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য উপ-মহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তার অনূদিত তাফ্সীরে মা'আরেফুল কুরআন একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার এই তাফ্সীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলা ভাষী পাঠকগণ পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশী অনুপ্রাণিত হয়, এ মহান লক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় বাংলায় অনুবাদের কাজ সম্পাদনের জন্য মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। অনুবাদের পর গ্রন্থটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ গ্রন্থের সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর অষ্টম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। তাফ্সীরে মা'আরেফুল কুরআন প্রথম খণ্ডে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা বাক্বারা পর্যন্ত তাফ্সীর আছে।[৩০]

দ্বিতীয় খণ্ডে সূরা আল-ইমরান থেকে সূরা নিসা পর্যন্ত তাফ্সীর আছে। তৃতীয় খণ্ডে সূরা মায়িদা থেকে সূরা আরাফ পর্যন্ত, চতুর্থ খণ্ডে সূরা আরাফের ৯৪ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত এবং সূরা আনফাল, সূরা তাওবা, সূরা ইউনুছ ও সূরা হুদ-এর তাফ্সীর রয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে সূরা ইউসুফ, সূরা রা'দ, সূরা ইবরাহিম, সূরা হিজর, সূরা নাহল, সূরা বনী ইস্রাল ও সূরা কাহ্ফ-এর তাফ্সীর করা হয়েছে। ষষ্ঠ খণ্ডে সূরা মারইয়াম, সূরা তোয়া-হা, সূরা আম্বিয়াম, সূরা হজ্জ, সূরা আল-মু'মিনূ, সূরা আন-নূর, সূরা আল-ফুরকান, সূরা আশ-শু'আরা, সূরা আন-নামল, সূরা আল-কাসাস্, সূরা আল-আনকাবুত ও সূরা রূম-এর তাফ্সীর আছে। সপ্তম খণ্ডে সূরা লোকমান, সূরা সাজ্দাহ্, সূরা আহযাব, সূরা সাবা, সূরা ফাতির, সূরা ইয়াসীন, সূরা সাফ্ফাত, সূরা সাদ, সূরা যুমার, সূরা মু'মিন, সূরা হা-মীম আস্-সাজ্দাহ, সূরা শুরা, সূরা যুখ্রুফ, সূরা দুখান, সূরা জাসিয়া ও সূরা আহকাফ-এর তাফ্সীর করা হয়েছে। অষ্টম খণ্ডে সূরা মুহাম্মদ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত তাফ্সীর দিয়ে অষ্টম খণ্ডে তাফ্সীরে মা'আরেফুল কোরআন সমাপ্ত করা হয়েছে।

তাফ্সীরে উসমানী (১ম খণ্ড)

মূল ঃ মাওলানা সাব্বীর আহমদ উসমানী ও মাওলানা মাহমুদুল হাসান, অনুবাদ ঃ আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭০৪, মূল্য ঃ ২০০.০০।

তাফ্সীরে উসমানী (২য় খণ্ড)

মূল ঃ মাওলানা সাব্বীর আহমদ উসমানী ও মাওলানা মাহমুদুল হাসান, অনুবাদ ঃ আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ১৯৯৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৬৭, মূল্য ঃ ২১৫.০০।

তাফ্সীরে উসমানী (৩য় খণ্ড)

মূল ঃ মাওলানা সাব্বীর আহমদ উসমানী ও মাওলানা মাহমুদুল হাসান, অনুবাদ ঃ আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম, প্রকাশকঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৫৮, মূল্য ঃ ২৯৫.০০।

তাফ্সীরে উসমানী (৪র্থ খণ্ড)

মূল ঃ মাওলানা সাব্বীর আহমদ উসমানী ও মাওলানা মাহমুদুল হাসান, অনুবাদ ঃ আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৭৬, মূল্য ঃ ৩২০.০০।

---

৩০. এম. এ. কালাম সরকার, *দৈনিক শতাব্দীর কণ্ঠ*, কিশোরগঞ্জ, ১৪ আশ্বিন ১৪১১, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব মানবের পথ-নির্দেশনার জন্য মহানবী (সা) ঐশী দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্ব মানবকে আহ্বান করেছেন সত্য-সুন্দর কল্যাণ এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের পথে।

পবিত্র কুরআনের বাণী এবং বর্ণনাভঙ্গী বহু ক্ষেত্রেই অনুপম ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিতময়তা ও সুন্দররূপে প্রকাশিত। বস্তুত এই বৈশিষ্ট্যগুলি পবিত্র কুরআনের অনন্য মু'যিজারই পরিচায়ক। এই অনন্য ব্যঞ্জনা তথা সাংকেতিক আবহের কারণেই পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্মবাণী পুরোপুরি অনুধাবন ও সূক্ষ্মভাবে হৃদয়ংগম করা অনেক সময় পাঠকের জন্য দুরূহ হয়ে পড়ে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে কুরআনুল করীমের প্রসারিত ভাব-ব্যঞ্জনা, অন্তর্নিহিত মর্মবাণী সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তোলা হয় তাফ্সীরের মাধ্যমে। স্বভাবতই পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাফ্সীর শাস্ত্রের গুরুত্ব ও উপযোগিতা অপরিসীম।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বেশ ক'খানা তাফ্সীর গ্রন্থ আরবী/উর্দু থেকে বাংলায় তরজমা করে প্রকাশ করেছে। আরও কয়েকটি প্রকাশের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। তাফ্সীর গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে এই বৈচিত্রের সমাবেশ ঘটানোর কারণ হলো, বিষয়-বস্তু ও আলোচনা-উৎস এক হলেও এসব তাফ্সীরের মাধ্যমে ইসলামী শাস্ত্রে দিকপাল পন্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনীষা-বৈচিত্রের সঙ্গে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ তৈরী করে দেয়া। বিভিন্ন মনীষীর জ্ঞান ও মেধা এত সুগভীর ও বহুধা বিস্তৃত যে, এসব তাফ্সীর গ্রন্থের সমন্বিত অধ্যয়ন ও অনুশীলন বাংলা ভাষায় তাফ্সীর চর্চার দিগন্তকে সুপ্রসারিত করবে ইনশাআল্লাহ্। এই ধারণাকে সম্মুখে রেখেই "তাফ্সীরে উসমানী" শীর্ষক বিখ্যাত তাফ্সীর গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়; গ্রন্থটি মোট ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

এই তাফ্সীর গ্রন্থটি প্রণয়নের কাজ শুরু করেছিলেন উপমহাদেশের ইসলামী জ্ঞান-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দ-এর মুহতারাম শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)। তিনি পুরো কুরআন শরীফেরে উর্দু তরজমা এবং চার পারা পর্যন্ত তাফ্সীর সম্পূর্ণ করার পর (১৯২০ খ্রিস্টাব্দে) ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সুযোগ্য ছাত্র শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র)-এর অসমাপ্ত কাজ অত্যন্ত যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করেন। তাঁর নামানুসারেই তাফ্সীর গ্রন্থটি "তাফ্সীরে উসমানী" নামে পরিচিত। যাঁরা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভে আগ্রহী, পবিত্র আল-কুরআনের আলোকে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করার বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং ইসলামী দাওয়া কাজের সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের কুরআন থেকে সরাসরি জ্ঞান অর্জনের জন্য এ গ্রন্থের চারটি খণ্ড অধ্যয়ন করা একান্ত জরুরী।[৩১]

তাফ্সীরে ইবনে কাছীর (১ম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র), অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আখতার ফারূক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০৩ (২য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৬৬, মূল্য ঃ ২৬৭.০০।

তাফ্সীরে ইবনে কাছীর (২য় খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র), অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আখতার ফারূক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৩ (৩য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮০০, মূল্য ঃ ২৭৬.০০।

তাফ্সীরে ইবনে কাছীর (৩য় খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র), অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আখতার ফারূক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৪৮, মূল্য ঃ ২৫০.০০।

তাফ্সীরে ইবনে কাছীর (৪র্থ খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র), অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আখতার ফারূক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মার্চ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮০৮, মূল্য ঃ ২৫০.০০।

তাফ্সীরে ইবনে কাছীর (৫ম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র), অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আখতার ফারূক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৬২, মূল্য ঃ ২০৫.০০।

---

৩১. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা, ২৯ শে শ্রাবণ ১৪১০, ১৩ আগস্ট ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

তাফ্সীরে ইবনে কাছীর (৬ষ্ঠ খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র), অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আখতার ফারূক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫২০, মূল্য ঃ ১৯০.০০।

তাফ্সীরে ইবনে কাছীর (৭ম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র), অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আখতার ফারূক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬০৪, মূল্য ঃ ২০৫.০০।

তাফ্সীরে ইবনে কাছীর (৮ম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র), অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আখতার ফারূক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মে ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৬৩, মূল্য ঃ ২৬৫.০০।

তাফ্সীরে ইবনে কাছীর (৯ম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র), অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আখতার ফারূক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৬০, মূল্য ঃ ২৮০.০০।

তাফ্সীরে ইবনে কাছীর (১০ম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র), অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আখতার ফারূক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৫৪, মূল্য ঃ ২৮০.০০।

তাফ্সীরে ইবনে কাছীর (১১শ খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র), অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আখতার ফারূক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৪০, মূল্য ঃ ২১০.০০।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবত জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা গ্রন্থ, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশনাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনো কখনো এর মর্মবাণী উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। বস্তুত এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফ্সীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফ্সীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যার নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে মুফাস্সিরগণ পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার অনন্য অবদান রেখেছেন।

এ তাফ্সীর গ্রন্থের অধিকাংশই রচিত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণত এসব তাফ্সীর গ্রন্থের মর্মবাণী জ্ঞাত হতে পারে না। এ দেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আরবী/উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফ্সীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

আরবী ভাষায় রচিত তাফ্সীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র) প্রণীত "তাফ্সীরে ইবনে কাছীর" মৌলিকতা, স্বচ্ছতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ নৈপুণ্যের ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। এ পর্যন্ত প্রকাশিত অন্যান্য তাফ্সীর গ্রন্থের মধ্যে ইবনে কাছীরের অনুরূপ কোন গ্রন্থে এত হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। একারণেই গ্রন্থটির নির্ভরতা ও গ্রহণযোগ্যতা এত বেশী।[৩২]

---

৩২. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ৮ অক্টোবর ২০০৪।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কুরআন মাজিদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসাবে বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছে। বিশ্বব্যাপী এই তাফ্সীর গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা ও পাঠকপ্রিয়তা রয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ ১৯৮৮ সালে প্রথম খণ্ড থেকে অনুবাদ প্রকাশ শুরু করে এবং ২০০২ সালে ১১তম খণ্ডে সমাপ্ত করেছে। বর্তমানে প্রথম খণ্ডটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

জ্ঞান-গবেষণায় ভাস্কর এ তাফ্সীর গ্রন্থটি অনুসন্ধানী কুরআন অধ্যয়নকারীদের আলোকবর্তিকা হিসাবে সমাদৃত। প্রায় সাতশত বছর আগে প্রণীত এ তাফ্সীর-এর স্বকীয়তা অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ রকম মৌলিক তাফ্সীর গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জ্ঞান রাজ্যের দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে।৩৩

তাফ্সীরে তাবারী শরীফ (১ম খণ্ড)

লেখক ঃ আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত্-তাবারী, সম্পাদক ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৪০, মূল্য ঃ ২১৮.০০

তাফ্সীরে তাবারী শরীফ (২য় খণ্ড)

লেখক ঃ আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত্-তাবারী, সম্পাদক ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ১৯৮৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৭৮, মূল্য ঃ ১৭৫.০০

তাফ্সীরে তাবারী শরীফ (৩য় খণ্ড)

লেখক ঃ আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত্-তাবারী, সম্পাদক ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুলাই ১৯৯২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪০০, মূল্য ঃ ১৮০.০০

তাফ্সীরে তাবারী শরীফ (৪র্থ খণ্ড)

লেখক ঃ আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত্-তাবারী, সম্পাদক ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মার্চ ১৯৯৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৭২, মূল্য ঃ ২১০.০০

তাফ্সীরে তাবারী শরীফ (৫ম খণ্ড)

লেখক ঃ আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত্-তাবারী, সম্পাদক ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মে ১৯৯৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬০০, মূল্য ঃ ১৭৯.০০

তাফ্সীরে তাবারী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)

লেখক ঃ আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত্-তাবারী, সম্পাদক ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মে ১৯৯৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪২৪, মূল্য ঃ ১৬০.০০

তাফ্সীরে তাবারী শরীফ (৭ম খণ্ড)

লেখক ঃ আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত্-তাবারী, সম্পাদক ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫০০, মূল্য ঃ ২১৫.০০

তাফ্সীরে তাবারী শরীফ (৮ম খণ্ড)

লেখক ঃ আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত্-তাবারী, সম্পাদক ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৯৬, মূল্য ঃ ১৮০.০০

তাফ্সীরে তাবারী শরীফ (৯ম খণ্ড)

লেখক ঃ আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত্-তাবারী, সম্পাদক ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৯২, মূল্য ঃ ২৪০.০০

---

৩৩. এম. এ. কালাম সরকার, *দৈনিক আজকের দেশ*, কিশোরগঞ্জ, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

তাফ্সীরে তাবারী শরীফ (১০ম খণ্ড)

লেখক ঃ আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত্-তাবারী, সম্পাদক ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ২০০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৩৪, মূল্য ঃ ২৮০.০০

তাফ্সীরে তাবারী শরীফ (১১শ খণ্ড)

লেখক ঃ আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত্-তাবারী, সম্পাদক ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৬৮, মূল্য ঃ ৩৩০.০০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত তাফ্সীরে তাবারী শরীফ একটি উল্লেখযোগ্য তাফ্সীর গ্রন্থ। কুরআন মজিদের ভাষা আরবী হওয়ার কারণে অনেকেই কুরআন মজিদের ভাষা বুঝতে সক্ষম নয়। তাই যুগে যুগে নানা ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ হয়েছে। ভাষা রচনার ক্ষেত্রে যে সব তাফ্সীর গ্রন্থকে মৌলিক প্রামাণ্য ও প্রাচীন হিসাবে গণ্য করা হয়, তাফ্সীরে তাবারী শরীফ সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই তাফ্সীর খানার রচয়িতা আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (র) (জন্ম ৮৩৯ খ্রিঃ / ২২৫ হিজরী, মৃত্যু ৯২৩ খ্রিঃ/ ৩১০ হিজরী)। কুরআন মজিদের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় যত তথ্য ও তত্ত্ব পেয়েছেন তা তিনি এতে সন্নিবেশিত করেছেন। ফলে তাফ্সীরখানা হয়ে উঠেছে প্রামাণ্য মৌলিক তাফ্সীর। যা পরবর্তীতে মুফাসীরগণের নিকট তাফ্সীর প্রণয়নের নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রায় সাড়ে এগারো-শ' বছরের প্রাচীন এই বিশ্বখ্যাত তাফ্সীর গ্রন্থখানির বাংলা তরজমা ইসলামিক ফাউন্ডেশন করতে সক্ষম হয়েছে।[৩৪]

---

৩৪. এম. এ. কালাম সরকার, *দৈনিক শতাব্দীর কণ্ঠ*, কিশোরগঞ্জ, ১০ অক্টোবর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ২

আল-হাদীস বিষয়ক প্রকাশনা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। পবিত্র কুরআনের তরজমা ও তাফসীর প্রকাশনার পর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশনা হলো হাদীস শরীফ সম্পর্কিত প্রকাশনা।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ-নিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম, সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে পবিত্র কুরআনের পরই হাদীস বা সুন্নাহর স্থান। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীআতের বিভিন্ন হুকুম আহকাম ও দিক-নির্দেশনার জন্য সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী।

সিহাহ সিত্তাহ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর হাদীস ও হাদীস সম্পর্কিত প্রকাশনার ক্ষেত্রে সর্বপেক্ষা যুগান্তকারী প্রকাশনা হচ্ছে প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও বিজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও পরিচিত ছয়জন জগদ্বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, মনীষী কর্তৃক সংকলিত সিহাহ সিত্তাহ বা ছয়খানা বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদও প্রকাশ করা।

বুখারী শরীফ

সিহাহ সিত্তাহর অন্যতম প্রধান হাদীস গ্রন্থ হলো 'বুখারী শরীফ'। জগদ্বিখ্যাত ও সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী (র) কর্তৃক সংকলিত বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ "আল জামেউল মুসনাদুস সহীহুল মুখতাসার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়ামিহি"।[১] আরবীতে ২ খণ্ডে প্রণীত মূল কিতাবটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাংলায় ১০ খণ্ডে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। ১০ খণ্ডের একত্রে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭২৮।

মুসলিম মনীষীগণের মতে পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ।

মুসলিম শরীফ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত সিহাহ সিত্তাহর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ হাদীসগ্রন্থ হলো 'মুসলিম শরীফ'। হাদীসের মূল কিতাবটি মধ্য এশিয়ার খোরাসানের বিশ্ববিখ্যাত হাফিজুল হাদীস হযরত আবুল হোসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (র) কর্তৃক সংকলিত হয়। তিনি তাঁর সংগৃহীত ৩ লাখ হাদীসের মধ্য থেকে নিবিড়ভাবে যাচাই-বাছাই করে প্রায় ৪ হাজার হাদীস তাঁর সহীহ সংকলনে লিপিবদ্ধ করেন। আরবীতে ২ খণ্ডে প্রণীত মুসলিম শরীফ বাংলায় মোট ৮ খণ্ডে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭৮০। ইসলামী শরীআতের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো মুসলিম শরীফে স্থান পেয়েছে।

তিরমিযী শরীফ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনূদিত ও প্রকাশিত সিহাহ সিত্তাহ্র তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ হাদীস গ্রন্থ হলো 'তিরমিযী শরীফ'। বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজ আল-হুজ্জা আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা আত তিরমিযী কর্তৃক হাদীসের মূল কিতাবখানা 'জামি-উত-তিরমিযী' নামে সংকলিত হয়, যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক ৬ খণ্ডে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। ১-৬ খণ্ডে প্রকাশিত তিরমিযী শরীফের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৪১। এই কিতাবটিতে ফকীহগণের মতামত তুলে ধরা ছাড়াও বিভিন্ন মাযহাবের দলীল-প্রমাণসমূহের বিশ্লেষণ রয়েছে।

---

১. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র) ও তাঁর আল-জামি*, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৫ খ্রি. পৃষ্ঠা - ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

আবু দাউদ শরীফ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত সিহাহ সিত্তাহ্র চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ হাদীস গ্রন্থ হলো 'সুনানু আবূ দাউদ শরীফ'। সুনানু আবু দাউদের মূল সংকলন গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল-আশআস আস-সিজিস্তানী (র), যা বাংলায় ৫ খণ্ডে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮০৮। ইমাম আবু দাউদ (র) মোট ৫ লাখ হাদীস সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে নিবিড়ভাবে যাচাই-বাচাই পূর্বক মাত্র পাঁচ হাজার আটশত হাদীস তাঁর মূল কিতাবে স্থান পায়। সিহাহ সিত্তার ছয়খানী কিতাবের মধ্যে সহীহ আল-বুখারী যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি চারখানি সুনান গ্রন্থের মধ্যে সুনানু আবূ দাউদ গ্রন্থটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই হাদীস গ্রন্থে ইসলামের আইনকানুন সম্পর্কিত হাদীসসমূহ স্থান পেয়েছে। ফলে যে কোন মাযহাবের আইন-বিধান সম্পর্কিত হাদীসসমূহ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

সুনানু নাসাঈ শরীফ

'সুনানু নাসাঈ' সিহাহ সিত্তার প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলির মধ্যে পঞ্চম। এর মূল কিতাব 'আল-মজতাবা আস-সুনানুস সুগরা প্রণয়ন করেন আবু আবদির রহমান আহমদ ইবনে আয়ুব ইবনে আলী সিনান ইবনে দীনার নাসাঈ খুরাসানী (র) (ইমাম নাসাঈ হিসেবেই মুসলিম বিশ্বে পরিচিত)। যা বাংলায় ৫ খণ্ডে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। ১-৫ খণ্ডে প্রকাশিত সুনানু নাসাঈ শরীফের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৫৪। সুনানু নাসাঈর বিশেষত্ব হলো জীবনের সকল দিক সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখায় হাদীসসমূহ এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ইবনে মাজাহ শরীফ

'সুনানু ইবনে মাজা' সিহাহ সিত্তাহ্র অনন্য সাধারণ হাদীস গ্রন্থ। হাদীসের মূল কিতাবটি প্রণয়ন করেন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাজাহ আল কাযবীনী (র), ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক যা বাংলায় ৩ খণ্ডে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। ১-৩ খণ্ডে প্রকাশিত ইবনে মাজার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৯৩।

মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র)

সিহাহ সিত্তাহ ছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত অন্যান্য হাদীস সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ হাদীস গ্রন্থ হলো প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস 'ইমাম দারুল হিজরত' বা মদীনার ইমাম নামে খ্যাত, মালেকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হযরত মালিক ইবনে আনাস (র) সংকলিত 'মুয়াত্তা'। সংগৃহীত হাদীসের বিশুদ্ধতা ফিকহভিত্তিক বিন্যাসের কারণে 'মুয়াত্তা' সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। ইসলামী শরীআতের প্রায় প্রতিটি বিষয়ে এই সংকলনের হাদীসসমূহ থেকে সূত্র ও উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ইমাম মালিক (র) দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে পরিশ্রম ও সাধনা করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রায় এক লক্ষ হাদীস থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মুয়াত্তার হাদীসগুলি সংকলন করেন। সিহাহ সিত্তাহর ফিকহ বিষয়ক অধ্যায়গুলি মূলত মুয়াত্তাকে ভিত্তি করে সংকলিত। ইমাম শাফিঈ (র) মুয়াত্তা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ্র কিতাবের পরই সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব হচ্ছে মালিক ইবনে আনাসের মুয়াত্তা। মুয়াত্তা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২ খণ্ডে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লিখিত প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলি ছাড়াও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী (র) সংকলিত 'মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ (র)', ইমাম আবূ জাফর ইবনে মুহাম্মদ আল-মিশরী আত তাহাবী (র) কর্তৃক সংকলিত 'তাহাবী শরীফ' (১ম ও ২য় খণ্ড), হাকীম যাকি উদ্দিন আবদুল আজিজ আল-মুনযিহি (র) প্রণীত 'আত তারগীব ওয়াত তারহীব' (আশাব্যঞ্জক ও ভীতি প্রদর্শনমূলক হাদীস সংকলন) ১-৩ খণ্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ সম্পাদকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে সংকলিত 'তাজরীদুস সিহাহ' (পুনরাবৃত্তি মুক্ত সহীহ হাদীস), ১ম ও ২য় খণ্ড. 'হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান' (হাদীসের আলোকে সামাজিক জীবন) ১ম ও ২য় খণ্ড, মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানী (র) প্রণীত 'মা'আরিফুল হাদীস' (হাদীস পরিচিতি) ১-৮ম খণ্ড, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র) সংকলিত 'হাদীস শরীফ' (১ম ও ২য় খণ্ড), বদরে আলম মিরাঠী প্রণীত 'তরজুমানুস সুন্নাহ' (২য় ও ৪র্থ খণ্ড), সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী (র) কর্তৃক আরবী ভাষায় প্রণীত 'আল-আদাবুল মুফরাদ' (১ম ও ২য় খণ্ড), ইমাম আযম আবু হানিফা (র) সংকলিত 'মুসনাদে ইমাম আযম আবু হানিফা (র) আল্লামা হাফিজ ইবনুল কাইয়ীম (র) সংকলিত ও অধ্যাপক আখতার ফারুক অনূদিত 'যাদুল মা'আদ' (১ম ও ২য় খণ্ড), ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ প্রণীত 'উলুমুল হাদীস', ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন প্রণীত 'রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত','হাদিস বিজ্ঞান, 'হাদীসে কুদসী' ইত্যাদি মূল্যবান হাদীস ও হাদীস সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।[২]

---

২. মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, মে ২০০৫, পৃষ্ঠা - ১১২-১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

বুখারী শরীফ (১ম খণ্ড)

মূল ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র), অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০২ (৪র্থ সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩১৬, মূল্য ঃ ১০৫.০০ টাকা।

বুখারী শরীফ (২য় খণ্ড)

মূল ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র), অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০২ (৪র্থ সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৬২, মূল্য ঃ ১৬০.০০ টাকা।

বুখারী শরীফ (৩য় খণ্ড)

মূল ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র), অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৩ (৪র্থ সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৩২, মূল্য ঃ ১২৭.০০ টাকা।

বুখারী শরীফ (৪র্থ খণ্ড)

মূল ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র), অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৩ (৩য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৪০, মূল্য ঃ ১৫০.০০ টাকা।

বুখারী শরীফ (৫ম খণ্ড)

মূল ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র), অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৩ (৩য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪২০, মূল্য ঃ ১৪৮.০০ টাকা।

বুখারী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)

মূল ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র), অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩ (৩য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৩২, মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা।

বুখারী শরীফ (৭ম খণ্ড)

মূল ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র), অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩ (৩য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪০০, মূল্য ঃ ১৬০.০০ টাকা।

বুখারী শরীফ (৮ম খণ্ড)

মূল ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র), অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩ (৩য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫০২, মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা।

বুখারী শরীফ (৯ম খণ্ড)

মূল ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র), অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩ (৩য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৯৮, মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা।

বুখারী শরীফ (১০ম খণ্ড)

মূল ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র), অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩ (৩য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৪০, মূল্য ঃ ২৪৮.০০ টাকা।

সহীহ্ বুখারী শরীফ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র) কর্তৃক সংকলিত জগৎবিখ্যাত হাদীসের কিতাব-সিহাহ সিত্তাহ্‌ভুক্ত বিশুদ্ধ প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থ। এই মূল্যবান হাদীসগ্রন্থটি দেশের প্রখ্যাত ওলামায়ে কিরাম, ইসলামী চিন্তাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে বাংলায় অনুবাদ ও সম্পাদনা করিয়ে ১০ খণ্ডে প্রকাশ করেছে

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাউন্ডেশন। পবিত্র কুরআনের পর মুসলমানদের নিকট মর্যাদাপূর্ণ এই গ্রন্থটি ইসলাম ও ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা সংবলিত নানা বিষয়ে দিকনির্দেশনায় ভাস্বর। মহানবী (সা)-এর প্রোজ্জ্বল জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক প্রতিভাসিত হয়েছে তাঁর বাণী ও কার্যাবলীর মাধ্যমে, যা বিশ্বমানবকে আলোর পথের দিশা দিয়ে চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে; ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।৩

বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ডে যে সকল বিষয়ের হাদীসগুলো সংকলন করা হয়েছে তা হলো ঃ ওহী সূচনা, ঈমান, ইলম, উযূ, গোসল, হায়য, তায়াম্মুম ও সালাত বিষয়ক হাদীস। দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে– সালাতের ওয়াক্তসমূহ, আযান, জুমুআ, দু' ঈদ, বিত্‌র, বৃষ্টির জন্য দু'আ, সূর্য গ্রহণ, কুরআন তিলাওয়াতের সিজদা, সালাতের কসর করা, তাহাজ্জুদ এবং জানাযা বিষয়ক হাদীসগুলো। তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে– যাকাত, হজ্জ, মদীনার ফযীলত, সাওম, তারাবীহর সালাত এবং ই'তিকাফ বিষয়ক হাদীস সমূহ। চতুর্থ খণ্ডে ক্রয়-বিক্রয়, সলম, শুফ্‌আ, ইজারা, হাওয়ালা, যামিন হওয়া, ওয়াকালতি, বর্গা চাষ, পানি সিঞ্চন, ঋণ গ্রহণ, ঋণ পরিশোধ, নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও দেউলিয়া ঘোষণা, কলহ-বিবাদ, যুল্‌ম ও কিসাস, অংশীদারিত্ব, বন্ধক, গোলাম আযাদ করা, মুকাতাব, হিবা ও তার ফযীলত এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান ও শাহাদাত বিষয়ক হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে সন্ধি, শর্তাবলী, অসীয়াত, জিহাদ ও সৃষ্টির সূচনা বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলিত হয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ডে যে সকল বিষয়ের হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে তা হলো ঃ আম্বিয়া কিরাম (আ) এবং মাগাযী। সপ্তম খণ্ডে যুদ্ধাভিযান, তাফসীর (সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা আল-মায়িদা, সূরা আনআম, সূরা আরাফ, সূরা আনফাল, সূরা বারাকাত, সূরা ইউনুছ ও সূরা হুদ) বিষয়ক হাদীস সমূহ। অষ্টম খণ্ডে তাফসীর বিষয়ক (সূরা ইউসুফ থেকে সূরা নাস) এবং ফাযায়িলুল কুরআন বিষয়ক হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে। নবম খণ্ডে তালাক, ভরণ-পোষণ, আহার সংক্রান্ত, আকীকা, যবেহ করা, শিকার করা ও শিকারের সময় বিস্‌মিল্লাহ বলা, কুরবানী, পানীয় দ্রব্যসমূহ, রোগীদের বর্ণনা, চিকিৎসা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, অনুমতি চাওয়া, দু'আ বিষয়ক হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে। দশম খণ্ডে দোয়া, কোমল হওয়া, হাউয, তাকদীর, শপথ ও মানত, শপথের কাফ্‌ফারা, উত্তরাধিকার, শরীয়তের শাস্তি, রক্তপণ, আল্লাহদ্রোহী ও ধর্ম ত্যাগীদের তাওবার প্রতি আহ্বান ও তাদের সাথে যুদ্ধ, বল প্রয়োগে বাধ্য করা, কূট-কৌশল, স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান, ফিত্‌না, আহ্‌কাম, আকাঙ্ক্ষা, খবরে ওয়াহিদ, কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, জাহ্‌মিয়াদের মতের খণ্ডন ও তাওহীদ প্রসঙ্গ বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলন করা হয়েছে।

মুসলিম শরীফ (১ম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র), অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মে ২০০২ (৩য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৮৬, মূল্য ঃ ১৯০.০০ টাকা।

মুসলিম শরীফ (২য় খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র), অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ২০০৩ (২য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫১৮, মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা।

মুসলিম শরীফ (৩য় খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র), অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৩ (২য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫০৪, মূল্য ঃ ২১২.০০ টাকা।

মুসলিম শরীফ (৪র্থ খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র), অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৩ (২য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৪০, মূল্য ঃ ২২৫.০০ টাকা।

মুসলিম শরীফ (৫ম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র), অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৩ (২য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৩৮, মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা।

---

৩. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৫, পৃষ্ঠা - ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র), অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩ (২য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৪৮, মূল্যঃ ১৯৫.০০ টাকা।

মুসলিম শরীফ (৭ম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র), অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৩ (২য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৮৮, মূল্যঃ ২০৭.০০ টাকা।

মুসলিম শরীফ (৮ম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র), অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৪ (১ম সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৬০, মূল্যঃ ২৫০.০০ টাকা।

হাদীসের সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে ছয়টি। ইসলামী পরিভাষায় এগুলো 'আস্-সিহাহ্ আস্-সিত্তাহ্ নামে প্রসিদ্ধ। এই বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্ ও ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই যে, এগুলোর মাঝে সহীহ বুখারীর পর হলো সহীহ্ মুসলিমের স্থান, এই মহান সংকলনটি হলো ইমাম মুসলিমের শ্রেষ্ঠ অবদান। ইমাম মুসলিম (র) সরাসরি উস্তাদের কাছ থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই ও চয়ন করে গ্রন্থখানি সংকলন করেছেন। এই গ্রন্থে তাকরার বা একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীসসহ মোট বার হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। তাকরার বাদ দিলে হাদীসবিদদের মতে সংখ্যা প্রায় চার হাজার। ইমাম মুসলিম (র) কেবলমাত্র নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করেই কোন হাদীসকে সহীহ্ বলে এই গ্রন্থে শামিল করেন নি, অধিকন্তু প্রতিটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিসের সঙ্গেও পরামর্শ করেছেন, সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত কেবল তা-ই তিনি এই অমূল্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এভাবে দীর্ঘ পনের বছর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত সাধনা, গবেষণা ও যাচাই-বাচাই করার পর হাদীস সমূহের এক সুসংবদ্ধ সংকলন তৈরি করা হয়।

এই গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) এত সতর্ক ছিলেন যে, মতন ও সনদ ছাড়া আর কিছুই তিনি এতে সন্নিবেশ করেন নি। এমনকি তরজমানুল বাব বা হাদীসের শিরোনাম পর্যন্ত লিখেন নি। তবে এমনভাবে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটির বিন্যাস করেছেন যে অতি সহজেই শিরোনাম নির্ধারণ করা যায়। বর্তমান যে শিরোনাম দেখা যায় তা মুসলিম শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাতা ইমাম নববীর সংযোজন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শরীআতের প্রামাণ্য উৎস এ সকল হাদীস সংগ্রহ এবং পরিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এগুলো বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিষয়ানুক্রমিক ভাবে বিন্যাস করা কা ছিল এক কঠিন শ্রম ও মেধাসাধ্য কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে সুদীর্ঘ অধ্যবসায় ও অসাধারণ প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তিনি যে সংকলনটি উপহার দেন, ইসলামী শরীআতের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো এখানে স্থান হয়েছে। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও হাদীসের তত্ত্বগত দিক বিবেচনা করে তিনি একটি বিশেষ ধারায় তা বিন্যাস করেন, যা হাদীস বেত্তাদের বিচক্ষণ পর্যালোচনায় উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রতিটি যুগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে পঠিত এই গ্রন্থটি বাংলাদেশেও মাদ্রাসার উচ্চ শ্রেণীগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেবল বিশেষ বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ শিক্ষিত সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের প্রতিযশা আলিমদের দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে ৮ খণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে।

মুসলিম শরীফ প্রথম খণ্ডে মুকাদ্দমা ও কিতাবুল ঈমান বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলন করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তাহারাত, হায়েয ও সালাত বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলিত হয়েছে। ৩য় খণ্ডে মুসাফিরের সালাত ও তার কসর, ফাযাইলুল কুরআন, জুমুআ, দুই ঈদের সালাত, ইস্তিস্কার সালাত, সালাতুল কুসূফ, জানাযা সম্পর্কিত, যাকাত, সিয়াম ও ইতি'কাফ বিষয়ক হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে হজ্জ, বিবাহ, দুধপান, তালাক, লি'আন, দাসমুক্তি, ক্রয়-বিক্রয়, মুসাকাত ও মুযারা'আত বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলন করা হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে ফারাইয (উত্তরাধিকার বণ্টনের বিধান), হিবা, ওসিয়ত, মানত, কসম, কাসামা, মুহারেবীন, কিসাস এবং দিয়াত, অপরাধের (নির্ধারিত) শাস্তি, বিচার-বিধান, হারানো বস্তু প্রাপ্তি, জিহাদ ও এর নীতিমালা, প্রশাসন, শিকার ও যবেহকৃত জন্তু এবং যেসব পশুর গোশত খাওয়া হালাল ও কুরবানী বিষয়ক হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে। ষষ্ঠ খণ্ডে পানীয় দ্রব্য, পোশাক ও সাজসজ্জা শিষ্টাচার, সালাম, পাপ

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি নিধন, শব্দচয়ন ও শব্দ প্রয়োগে শিষ্টাচার, কবিতা, স্বপ্ন, ফযীলত এবং সাহাবীগণের ফযীলত বিষয়ক হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে। সপ্তম খণ্ডে সাহাবী (রা) গণের ফযীলত (অবশিষ্টাংশ), সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও শিষ্টাচার, তাক্দীর, ইল্ম, যিক্র, দু'আ, তাওবা ও ইস্তিগফার, তাওবা, মুনাফিকদের আচরণ এবং তাদের সম্পর্কে বিধান, কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ, ফিতনাসমূহ ও কিয়ামতের নির্দেশনাবলী, যুহ্দ ও দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণহীনতা সম্পর্কিত বর্ণনা এবং তাফসীর বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলন করে মুসলিম শরীফের হাদীস গ্রন্থ সমাপ্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পূর্বের ৮ খণ্ডের মুসলিম শরীফ সর্বশেষ সংস্করণে ৭ খণ্ডে সমাপ্ত করা হয়েছে।

মুসলিম শরীফের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

১. সনদের ক্ষেত্রে প্রথম রাবী এবং শেষ সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে.....
২. সনদের যেখানে তাহবীল রয়েছে সেখানে প্রথম রাবীর সঙ্গেই এই তাহবীলকৃত রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
৩. আরবী, ফার্সী, উর্দু বানানের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত প্রতি বর্ণায়ন নির্দেশিকায় অনুমোদিত রূপটি গ্রহণ করা হয়েছে।
৪. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে (সা), 'আলাইহিস্ সালাম-এর ক্ষেত্রে (আ), রাদীআল্লাহু তা'আলা আনহু, আনহুম ও আনহা-এর ক্ষেত্রে (রা) এবং রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আলাইহিম, আলাইহা-এর ক্ষেত্রে (র) পাঠ সংকেত গ্রহণ করা হয়েছে।
৫. একাধিক রাবীর নাম একত্রে আসলে সর্বশেষ নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্মানসূচক পাঠ সংকেত উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– আনাস, আবূ হুরায়রা (রা)।
৬. কুরআন মজীদের আয়াতের ক্ষেত্রে প্রথম সূরা নম্বর, পরে আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে– যেমন ২ ঃ ১৩৮ অর্থাৎ সূরা বাকারার ১৩৮ নং আয়াত।

তিরমিযী শরীফ (১ম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, সম্পাদনা ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪২৪, মূল্য ঃ ১৩০.০০ টাকা।

তিরমিযী শরীফ (২য় খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, সম্পাদনা ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ১৯৯৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৪৮, মূল্য ঃ ২৩০.০০ টাকা।

তিরমিযী শরীফ (৩য় খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, সম্পাদনা ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬০০, মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা।

তিরমিযী শরীফ (৪র্থ খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, সম্পাদনা ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৫২, মূল্য ঃ ৩৫৫.০০ টাকা।

তিরমিযী শরীফ (৫ম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, সম্পাদনা ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৪৩, মূল্য ঃ ২৮০.০০ টাকা।

তিরমিযী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, সম্পাদনা ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৫৬, মূল্য ঃ ২৪০.০০ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

'হাদীস' মানব জাতির বিশেষত মুসলিম উম্মাহ্‌র এক অমূল্য সম্পদ। ইসলামী শরীআতের মৌলিক উৎস হিসেবে কুরআন মজীদের পরই মহানবী (সা)-এর হাদীসের স্থান। হাদীস যেমন কুরআন মজীদের নির্ভুল ব্যাখ্যা, অনুরূপভাবে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি, আদর্শ, তার কথা, কাজ, হিদায়াত ও উপদেশাবলীর বিস্তারিত বিবরণ। এক কথায় মানব জীবনে কুরআনের বিধান বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থার বিশ্লেষিত রূপই হচ্ছে মহানবী (সা)-এর পবিত্র হাদীস বা সুন্নাহ।

সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে তিরমিযী অন্যতম। তিরমিযী শরীফের সংকলক হযরত হাফিয আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন সাওরা ইব্‌ন শাদ্দাদ আত-তিরমিযী (র) কঠোর পরিশ্রম ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জামি'আত্-তিরমিযী সংকলন করেন। এতে মোট ৩৮১২ খানা হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা মাত্র ৮৩টি।

তিরমিযী শরীফেব বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ফকীহ্‌গণের মতামত তুলে ধরা ছাড়াও বিভিন্ন মাযহাবের দলীল-প্রমাণ সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। তিরমিযী শরীফের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীসের প্রকারভেদ অর্থাৎ 'সহীহ', 'হাসান', 'যঈফ', 'গরীব', 'মু'আল্লাল' প্রভৃতি যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবীদের (বর্ণনাকারী) নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এবং হাদীস জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ শরীআতের অন্যতম উৎস মহানবী (সা)-এর হাদীস গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদের এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যে সিহাহ্-সিত্তাহ্‌র সবগুলো হাদীস গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই সুবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থটি অনুবাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ অনুবাদ কর্মটি সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মূলের সাথে যথাযথ সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়েছে।

তিরমিযী শরীফের প্রথম খণ্ডে যে সকল হাদীস সমূহ সংকলিত হয়েছে তা হলো ঃ তাহারাত, তায়াম্মুম, সালাত এবং আযান বিষয়ক হাদীস সমূহ।

দ্বিতীয় খণ্ডে সালাত, বিত্‌র, জুমু'আ, ঈদ ও সফর বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলন করা হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ডে যাকাত, সওম, হজ্জ, কাফন-দাফন, বিবাহ, শিশুদের দুগ্ধ পান, তালাক ও লিআন এবং ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলন করা হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ডে বিধি-বিধান ও বিচার, রক্তপণ, দণ্ডবিধি, শিকার, যবাহ, আহার করা, বিবিধ-বিধান ও তার উপকারিতা, কুরবানী, মানত ও কসম, অভিযান, জিহাদের ফযীলত, জিহাদ, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য সম্পর্কিত; পানীয় সম্পর্কিত; সৎ ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা, চিকিৎসা, ফারাইয, ওয়াসীয়ত, ওয়ালা এবং হেবা, তাকদীর, ফিত্‌না, স্বপ্ন এবং সংসারের প্রতি অনাসক্তি বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলন করা হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ডে জান্নাতের বিবরণ, জাহান্নামের বিবরণ, ঈমান, ইল্‌ম, অনুমতি প্রার্থনা, কিতাবুল আদব, উপমা, কুরআনের ফযীলত, কিরাআত, কুরআন তাফ্‌সীর (সূরা ফাতিহা থেকে সূরা আর-রাহমান পর্যন্ত) বিষয়ক হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ডে কুরআন তাফসীর (সূরা আল-ওয়াকি'আ থেকে সূরা আল-মু'আও ওয়াযাতায়ন), দু'আ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত, মানাকিব এবং শামাইল বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলন করা হয়েছে।

তিরমিযী শরীফের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

* এই মহা-সংকলনটিতে হাদীসের পুনরুক্ত বলতে গেলে নেই।
* এতে ফকীহ্‌গণের দলীল রূপে ব্যবহৃত হাদীসসমূহকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
* প্রত্যেক অনুচ্ছেদে ফিক্‌হবিদ ইমামগণের মতামতও উল্লেখ করা হয়েছে।
* বর্ণিত হাদীসটি সহীহ কিনা এই সম্পর্কেও মতামত উল্লেখ করা হয়েছে এবং সনদটি কোন পর্যায়ের সে দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।
* প্রতিটি অনুচ্ছেদে মূল হাদীসটি বর্ণনা করার পর এই বিষয়ে আগে কার কার নিকট থেকে হাদীস বর্ণিত আছে তাও 'ওয়া ফিল বাব' শিরোনামে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

* রাবী বা বর্ণনাকারীদের পরিচয় এতে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন রাবী যদি নামে প্রসিদ্ধ হয় তবে তার উপনাম আর নামে প্রসিদ্ধ না থাকলে মূল নাম, অনেক ক্ষেত্রে নিস্‌বা (দেশ বা কবীলার প্রতি সম্পর্কিত করে যে নাম প্রসিদ্ধ) উল্লেখ করে তার পরিচয় প্রদান করা হয়েছে।
* অনেক ক্ষেত্রে কোন কঠিন ও জটিল শব্দ সমূহের অর্থ ও মর্ম বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে।

আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র), অনুবাদ ঃ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, ডঃ আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক ও মাওলানা নূর মোহাম্মদ, সম্পাদনা ঃ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ১৯৯০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫২০, মূল্য ১৮৫.০০ টাকা।

আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র), অনুবাদ ঃ ডঃ আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক, সম্পাদনা ঃ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ১৯৯১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫২০, মূল্য ১৮৫.০০ টাকা।

আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র), অনুবাদ ঃ ডঃ আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক, সম্পাদনা ঃ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ১৯৯২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫২০, মূল্য ১৯০.০০ টাকা।

আবু দাউদ শরীফ (৪র্থ খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র), অনুবাদ ঃ ডঃ আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক সম্পাদনা ঃ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ ও অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৮৪, মূল্য ২৯৫.০০ টাকা।

আবু দাউদ শরীফ (৫ম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র), অনুবাদ ঃ ডঃ আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক, সম্পাদনা ঃ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ ও অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৬৪, মূল্য ২৯৫.০০ টাকা।

'সুনানু আবূ দাউদ' সিহাহ সিত্তাহর অন্তর্ভু ক্ত একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ হাদীস গ্রন্থটি সংকলন করেন ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (র)। তিনি হিজরী ২০২ সনে সিজিস্তান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনতিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনের শাওয়াল মাসে। তিনি অল্প বয়সেই হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন ও তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের তালিকায় রয়েছেন যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), উসমান ইবন আবূ শোয়বা (র), কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ প্রমুখ। তাঁর অন্যতম শিষ্য হচ্ছেন সিহাহ সিত্তাহ্‌ভুক্ত অন্যতম হাদীসগ্রন্থ তিরমিযীর সংকলক ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী (র)।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে আবূ দাউদ শরীফের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ গ্রন্থ্ সংকলিত সমস্ত হাদীসই আহ্‌কাম সম্পর্কিত এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী সন্নিবেশিত। এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় ফিকহের দৃষ্টিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে এ সংকলনটি ফিকহ্‌বিদদের নিকট খুবই সমাদৃত। মতনের দিক থেকেও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন মতনের হাদীসকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যাতে মতনের ভাষা সহজেই পাঠকের নিকট পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ গ্রন্থে ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লাখ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র চার হাজার আটশ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় গ্রন্থটিতে হাদীসের পুনরুল্লেখ হয়েছে খুবই কম।[৪]

---

৪. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ ও অন্যান্য; *আবু দাউদ শরীফ,* ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৬ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

আবু দাউদ শরীফ-এর প্রথম খণ্ডে যে সকল বিষয়ের হাদীস সংকলিত হয়েছে তা হলো ঃ

ইল্‌মে হাদীস ঃ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা, কিতাবুত তাহারাত (পবিত্রতা), কিতাবুস সালাত (নামায) সংক্রান্ত হাদীস সমূহ। দ্বিতীয় খণ্ডে কিতাবুল সালাত (অবশিষ্ট অংশ), কিতাবুল যাকাত, হারানো প্রাপ্তি বিষয়ক হাদীসমূহ সংকলন করা হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ডে হজ্জ-এর নিয়ম পদ্ধতি, বিবাহ, তালাক, রোযা ও জিহাদ সংক্রান্ত হাদীস সমূহ সংকলিত হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ডে জিহাদের অবশিষ্টাংশ, কুরবানী, শিকার সম্পর্কীয়, হাদীস, ওসীয়াত, কিতাবুল ফারাইয, কর-খাজনা, অনুদান ও প্রশাসনিক দায়িত্ব, কিতাবুল জানাযা, শপথ ও মানতের বিবরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার, শিক্ষা-বিদ্যা (জ্ঞান-বিজ্ঞান), পানীয়, খাদ্যদ্রব্য বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলন করা হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ডে চিকিৎসা, ভাগ্য গণনাও ফাল নেওয়া, দাসমুক্তি, কুরআনের হরূফ এবং কিরাত, হাম্মাম, পোশাক, পরিচ্ছদ, চিরুনি করা, আংটির বিবরণ, ফিতনা-ফ্যাসাদ, মাহদী (আ) সম্পর্কে, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শান্তির বিধান, রক্তপণ, সুন্নাহ, আদব, নিদ্রা সম্পর্কীয় এবং সালাম বিষয়ক হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে।

সুনানু ইবনে মাজাহ (১ম খণ্ড)

মূল ঃ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযিবীনী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ ও মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদুল হক, সম্পাদনা ঃ ডঃ আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক ও মাওলানা এ.কে.এম, আবদুস সালাম, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫২৪, মূল্য ঃ ২২৫.০০ টাকা।

সুনানু ইবনে মাজাহ (২য় খণ্ড)

মূল ঃ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযিবীনী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মুহাম্মদ সাঈদুল হক, মাওলানা হাফেজ মুজিবুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলীল ও মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, সম্পাদনা ঃ ডঃ আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক ও মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস সালাম, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ২০০১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬১৩, মূল্য ঃ ২৪৭.০০ টাকা।

সুনানু ইবনে মাজাহ (৩য় খণ্ড)

মূল ঃ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযিবীনী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, মাওলানা আবূ তাহের মেসবাহ ও মাওলানা আবুল বাশার আখন্দ, সম্পাদনা ঃ ডঃ আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক ও মাওলানা এ.কে.এম, আবদুস সালাম, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৫৬, মূল্য ঃ ২৬২.০০ টাকা।

অনুবাদের ক্ষেত্রে পাঠকের নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী পবিত্র কুরআন, পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মহানবী (সা)-এর হাদীস। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষা সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতবহ। অল্প কথায় এতে ব্যাপক বিষয় আলোচিত হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্ম সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে হাদীস জানা একান্ত জরুরী। হাদীস সংকলকগণ শুধু হাদীসগুলোই লিপিবদ্ধ করেননি, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ হতে সংকলক পর্যন্ত হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের ধারাবাহিকতাও এসব গ্রন্থে নির্ভুলভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

'ইবনে মাজাহ' একটি অনন্য সাধারণ হাদীস গ্রন্থ। হাদীস চয়ন এবং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাদীসের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস গ্রন্থটিকে অনবদ্য করে তুলেছে। ফিকহ গ্রন্থের আংগিকে এর অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ নির্ধারিত হওয়া ফকীহগণের নিকট গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে এমন কতগুলো হাদীস সংকলিত হয়েছে যা সিহাহ-সিত্তাহর অপর কোন গ্রন্থে উল্লেখিত হয়নি। এই গ্রন্থে ৪০৪১ টি হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ১৪৬০টি হাদীস রয়েছে তৃতীয় খণ্ডে।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন এবং তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে শুধু তাদের বর্ণিত হাদীসমূহই সংকলিত হয়েছে। এ ধরনের সংকলন গ্রন্থের মধ্যে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ অন্যতম। এই গ্রন্থগুলো সিহাহ-সিত্তাহ নামে পরিচিত।

সুনানু ইবনে মাজাহ্-এর প্রথম খণ্ডে যে সকল বিষয়ের হাদীস সমূহ সংকলিত হয়েছে তা হলো ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নতের অনুসরণ, পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ, আবওয়াবুত-তায়াম্মুম, সালাত, আবওয়াবুল আযান ওয়াস্ সুন্নাতু ফীহা, আবওয়াবুল মাসাজিদ ওয়াল জামাআত, আব ওয়াবু আকামাতিস সালাত ওয়াস সুন্নাহ ফীহ্।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় খণ্ডে জানাযা, সিয়াম, যাকাত, নিকাহ্, তালাক, কাফ্ফারাত, তিজারাত, আহ্কাম, শাহাদাত, হিবাত, সাদাকাত, রুহুন, শুফ্'আ, লুক্তা, 'ইতক, হুদুদ, ওয়াসায়া, ফারায়িয ও জিহাদ বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলন করা হয়েছে।

সুনানু ইবনে মাজাহ্ তৃতীয় খণ্ড মোট বারটি অধ্যায়ের মাধ্যমে ১৪৬০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে হজ্জ, হজ্জের উদ্দেশ্য, ইহরাম বাঁধা, তালবিয়ার বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়াবলী আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুরবানী। এখানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরবানী, কুরবানী ওয়াজিব কিনা, স্বহস্তে কুরবানীর পশু জবেহ করা উত্তম, কুরবানীর চামড়া, ঈদের মাঠে কুরবানী করা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জবেহ করার বর্ণনা। চতুর্থ অধ্যায়ে আহার সম্পর্কিত বিষয়াবলী বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে পানীয় পানপাত্র ইত্যাদি বিষয়াবলী আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়। সপ্তম অধ্যায়ে লেবাস ও পোশাক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে শিষ্টাচার বিষয়াবলী। নবম অধ্যায়ে দু'আ। এখানে দু'আর ফযীলত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আ, বিপদকালীন দু'আ, ঘরে প্রবেশের, সফরের বিপদগ্রস্তদেরকে দেখে যেসব দু'আ পড়তে হবে এতদবিষয়াবলী হাদীসে উল্লেখিত আছে। দশম অধ্যায়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা। এগারতম অধ্যায়ে ফিতনা, যেমন– যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা' ইল্লাল্লাহ্ স্বীকার করে তার হত্যা থেকে বিরত থাকা, উম্মতের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া ধন-সম্পদের ফিতনা ইত্যাদি এবং বারতম অধ্যায়ে পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি অনাসক্তি। এখানে কিয়ামতের দিন আল্লাহর রহমত লাভের প্রত্যাশা হাদীসে কাউসার আলোচনা, শাফা আলোচনা, সর্বশেষ জাহান্নাম-জান্নাতের বর্ণনা বিষয়ক হাদীস আলোচনা করা হয়েছে।[৫]

সুনানু নাসাঈ শরীফ (১ম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পাদনা ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক, ডঃ আবুবকর রফীক আহমদ ও অধ্যাপক আবুল কালাম পাটোয়ারী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৮০, মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা।

সুনানু নাসাঈ শরীফ (২য় খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পাদনা ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও মাওলানা মাহবুবুল হক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মে ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬২৪, মূল্য ঃ ২৫৬.০০ টাকা।

সুনানু নাসাঈ শরীফ (৩য় খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পাদনা ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও মাওলানা মাহবুবুল হক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬২০, মূল্য ঃ ২৪০.০০ টাকা।

সুনানু নাসাঈ শরীফ (৪র্থ খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পাদনা ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৬৬, মূল্য ঃ ২০১.০০ টাকা।

সুনানু নাসাঈ শরীফ (৫ম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পাদনা ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৬৪, মূল্য ঃ ১৪৫.০০

ইমাম নাসাঈ (র) প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নাসাঈ শরীফ সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ। এ গ্রন্থের কারণেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। গ্রন্থখানি সমসাময়িক কালের অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থের সারসংক্ষেপ। প্রথমত তিনি আস-সুনানুল কুবরা নামে একখানি বৃহদায়তনের হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন যাতে সহীহ ও যঈফ সব রকমের হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে আস-সুনানুল কুবরার কলেবর হ্রাস করে এবং শুধু সহীহ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করে আস সুনানুল কুবরার সংক্ষিপ্তসার স্বরূপ তিনি আল-মুজতাবা (আস-সুনানুস সুগরা) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বর্তমানে প্রচলিত আস-সুনান গ্রন্থটি হলো সেই আল্-মুজতাবা।

---

৫. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থাবলীর মধ্যে সুনানু নাসাঈর স্থান পঞ্চম এবং সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে তৃতীয়, অবশ্য মুহাম্মদ আবদুল আযীয খাওলী (র) তাঁর 'মিফতাহুস্ সুন্নাহ' গ্রন্থে সিহাহ সিত্তাহর মধ্যে এর স্থান তৃতীয় বলে উল্লেখ করেছেন।

সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে আলোচ্য বিষয় এবং হাদীসের দিক দিয়ে সুনানু নাসাঈ অধিকতর বিশদ ও ব্যাপক। এ গ্রন্থে ৫৭৬১টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সুনানু নাসাঈ শরীফ-এর প্রথম খণ্ডে ভূমিকা, পবিত্রতা, পানির বর্ণনা, হায়য ও ইস্তিহাযা, গোসল ও তায়াম্মুম, সালাত, সালাতের ওয়াক্তসমূহ, আযান, মসজিদ, কিব্‌লা ও ইমামত বিষয়ক হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে সালাত আরম্ভ করা, জুমু'আ, সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করা, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ, ইস্তিস্কা, ভয়কালীন সালাত, উভয় ঈদের সালাত, বিত্‌র, তাহাজ্জুদ এবং দিনের নফল সালাত ও জানাযা পর্বের প্রাসঙ্গিক হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ডে সাওম, যাকাত, হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি, জিহাদ, নিকাহ, তালাক বিষয়ক হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ডে ঘোড়া, আল্লাহর রাস্তায় নিজের মাল দান করা, ওসীয়ত, দান করা, হিবা, রুকবা অর্থাৎ মৃত্যুর শর্তে দান, উমরারূপে দান করা, কসম ও মানতসমূহ, কৃষিতে বর্গা ও চুক্তির শর্ত, স্ত্রীর সাথে ব্যবহার, হত্যা বৈধ হওয়া, যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টন সম্পর্কে, বায়আত, আকীকা, ফারাত এবং 'আতীরা, শিকার ও যবহেকৃত জন্তু, কুরবানী এবং ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে। সুনানু নাসাঈ শরীফ পঞ্চম খণ্ডে কাসামাহ্ চুরির দণ্ডবিধি, ঈমাম এবং এর আরকান, সাজসজ্জা, বিচারকের নিয়মাবলী, আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা এবং পানীয় বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলন করা হয়েছে।

সুনানু নাসাঈ-র বৈশিষ্ট্যাবলী

ইমাম নাসাঈ (র)-এর সুনান গ্রন্থটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নিম্নে এর কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো ঃ

১. ইমাম নাসাঈর (র) তাঁর এ সুনান গ্রন্থে জীবনের সকল দিক সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখার হাদীস উল্লেখ করেছেন, এমনকি রুকূ-সিজদার তাসবীহ ও দু'আ এবং অন্যান্য সর্ব প্রকারের দু'আ সম্পর্কিত বহু হাদীস এতে বর্ণনা করা হয়েছে।
২. ইমাম নাসাঈ প্রচলিত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নতুন প্রসঙ্গ ও শিরোনামকে 'কিতাব' বলে নামকরণ করেছেন। যথা– কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুল জানাইয প্রভৃতি।
৩. মাসআলা প্রমাণের জন্য ইমাম বুখারী (র)-এর ন্যায় তিনি এ গ্রন্থে একই রেওয়ায়েতকে একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন।
৪. এ গ্রন্থে ইমাম নাসাঈ হাদীসের সূত্রগুলোকে সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করেছেন।
৫. এ গ্রন্থে রাবীগণের নাম, উপনাম ও উপাধির অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে।
৬. সুনানু নাসাঈর রচনা ও বিন্যাস পদ্ধতি খুবই সুন্দর। হাকিম নিশাপুরী বলেন ঃ "সুনানু নাসাঈ যে মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করবে সে এর অপূর্ব বাক সৌন্দর্যে অভিভূত হবে।" (মিফতাহুস সা'আদাহ ও সিয়ারু আ'লামিন নুবালা)
৭. এ গ্রন্থে দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।
৮. অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের তুলনায় ইমাম নাসাঈর এ সুনান গ্রন্থে অনেক বেশী বাব বা পরিচ্ছেদ রয়েছে। এ গ্রন্থে প্রতিটি কিতাব বা অধ্যায়ের অধীনে বিপুল সংখ্যক বাব আনা হয়েছে এবং বাবগুলোও সূক্ষ্মভাবে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

মুয়াত্তা ইমাম মালিক (১ম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম মালিক (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০২ (৪র্থ সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫২৪, মূল্য ঃ ২৩৬.০০ টাকা।

মুয়াত্তা ইমাম মালিক (২য় খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম মালিক (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০১ (৩য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৩৫, মূল্য ঃ ৩১০.০০ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র)-এর প্রথম খণ্ডে নামাযের সময়, পবিত্রতা অর্জন, নামায, ভুলভ্রান্তি প্রসঙ্গ, জুম'আ প্রসঙ্গ, রমযানের নামায, রাত্রে নফল নামায, জামা'আতে নামায পড়া, সফরে নামায, কসর পড়া, দুই ঈদ, সালাতুল-খাওফ, সালাতুল-কুসুফ, বৃষ্টি প্রার্থনা, কিবলা প্রসঙ্গ, কুরআন প্রসঙ্গ, জানাযা, যাকাত, রোযা, ইতিকাফ ও হজ্জ বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে জিহাদ সম্পর্কিত, মানত ও কসম সম্পর্কিত, কুরবানী সম্পর্কিত, যবেহ সম্পর্কিত, শিকার, আকীকা, ফারায়েয, বিবাহ, তালাক, সন্তানের দুধপান করানোর বিধান, ক্রয়-বিক্রয় , শরীকী কারবার করা, শরীকানায় ফলের বাগানে উৎপাদন বিষয়ক, জমি কেয়ারা দেওয়া, শুফআ, বিচার সম্পর্কিত, ওসিয়্যাত, আযাদী দান এবং স্বত্বাধিকার, ক্রীতদাস আযাদীর জন্য অর্থ প্রদান করার চুক্তি করা, মুদাব্বার, হুদুদের অধ্যায়, শিরকের বর্ণনা, দিয়াত, কাসামত বা কসম লওয়া, বিভিন্ন প্রকারের মাসআলা সম্বলিত, তাকদীর, সৎ-স্বভাব, পোশাক-পরিচ্ছদ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হুলিয়া মুবারক, বদনজর সংক্রান্ত, চুল বিষয়ক, স্বপ্ন সম্পর্কিত, সালাম, ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি গ্রহণ বিষয়ক, বায়আত, কথাবার্তা সম্পর্কিত, জাহান্নাম অধ্যায়, সদকা সম্পর্কিত ইল্‌ম, মযলুমের বদ দোয়া এবং নবী (সা)-এর পবিত্র নামসমূহ বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলন করা হয়েছে।

মা'আরিফুল হাদীস (১ম খণ্ড)

মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নু'মানী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা নুরুজ্জামান, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৬৪, মূল্য ঃ ৬৫.০০ টাকা।

মা'আরিফুল হাদীস (২য় খণ্ড)

মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নু'মানী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা নুরুজ্জামান, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মে ১৯৮৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৯৬, মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা।

মা'আরিফুল হাদীস (৩য় খণ্ড)

মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নু'মানী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা সাঈদুল হক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৬০, মূল্য ঃ ৭২.০০ টাকা।

মা'আরিফুল হাদীস (৪র্থ খণ্ড)

মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নু'মানী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা বুরহানুদ্দীন, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৪০, মূল্য ঃ ৪৮.০০ টাকা।

মা'আরিফুল হাদীস (৫ম খণ্ড)

মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নু'মানী (র), অনুবাদ ঃ আবদুল্লাহ বিন সাইদ জালালাবাদী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৬০, মূল্য ঃ ৭২.০০ টাকা।

মা'আরিফুল হাদীস (৬ষ্ঠ খণ্ড)

মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নু'মানী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২২২, মূল্য ঃ ৪৮.০০ টাকা।

মা'আরিফুল হাদীস (৭ম খণ্ড)

মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নু'মানী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৭৪, মূল্য ঃ ৪৬.০০ টাকা।

মা'আরিফুল হাদীস (৮ম খণ্ড)

মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নু'মানী (র) ও মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাম্ভলী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৬৮, মূল্যঃ ১৪৫.০০ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

নবী-রাসূল ব্যতীত হিদায়াত লাভের চিন্তাও করা যায় না। কারণ সৎপথের দিশা সম্বলিত আল্লাহপাকের নির্দেশিকা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমেই পাওয়া গিয়েছে। আর তাঁরাই আল্লাহর বান্দাদের কাছে হিদায়াতের বাণী পৌঁছিয়ে এর মৌলিক নীতিমালার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং বিধি-বিধানের বাস্তব রূপ দান করেছেন। তাই হিদায়াত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণ কেন্দ্রীয় ও বুনিয়াদী সত্ত্বারূপে স্বীকৃত এবং তারাই মানুষের হিদায়াতের উৎস। কাজেই আল্লাহর উপর ঈমান আনার সাথে সাথে তাদের উপর ঈমান আনা, আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধিরূপে মান্য করা মুক্তি ও সৌভাগ্য অর্জনের পূর্বশর্ত। বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তিনি সর্বশেষ রাসূল হওয়ার তাৎপর্য এই যে, তার নবূয়াত প্রাপ্তি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তার নবূয়াত ও রিসালাতের সময়কাল। এরপর আর কোন নবী আসবেন না।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ পবিত্র কুরআনের তাফসীর, সিহাহ সিত্তাহসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ ও বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ-গবেষকদের রচিত মূল্যবান পুস্তকসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপনের দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ বিভাগ থেকে ইতিমধ্যে তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে ইবনে কাছীর ও ফতওয়ায়ে আলমগীরীসহ অনেক মূল্যবান মৌলিক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

'মা'আরিফুল হাদীস' শীর্ষক হাদীস সংকলনটি উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মনযূর নু'মানী (র) কর্তৃক উর্দু ভাষায় সংকলিত। এতে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো থেকে শুরু করে মৃত্যু এবং তৎপরবর্তী জীবন, পার্থিব জীবনের বিভিন্ন কাজকর্ম তথা শিষ্টাচার, দয়া প্রভৃতি মানবীয় গুণাবলী সংক্রান্ত বিষয় অনুচ্ছেদ আকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। এতদসংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও এতে সংযোজিত হয়েছে। কাজেই একজন মুসলমানের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রিয় রাসূল (সা)-এর সুন্নাত সম্পর্কে জানার জন্য এ সংকলনটি অত্যন্ত উপযোগী।

হাদীস পাঠের সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি গভীর ভালবাসা অন্তরে স্থান দেয়া উচিত এবং হাদীস এমনভাবে পাঠ করা উচিত যে, যেন আমরা নবী করীম (সা)-এর মজলিসে উপস্থিত রয়েছি। তিনি যেন বাণী প্রদান করছেন আর আমরা তা শ্রবণ করছি। যদি আমরা এভাবে হাদীস পড়ি ও শুনি তবে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরে ঈমানী নূর কিছু না কিছু সৃষ্টি করে দিবেন।

'মা'আরিফুল হাদীস' গ্রন্থটি মোট আট খণ্ডে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। যারা ইসলামী দাওয়াতী কাজের সাথে জড়িত তাদের বিভিন্ন হাদীস সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা একান্ত জরুরী। সে ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীসের ব্যাখ্যাসহ জ্ঞান অর্জনের জন্য এ গ্রন্থটি অত্যন্ত উপযোগী।[৬]

মা'আরিফুল হাদীস প্রথম খণ্ডে কিতাবুল ঈমান বিষয়ক ১৪০টি হাদীস স্থান পেয়েছে। সাধারণতঃ হাদীস গ্রন্থসমূহের কিতাবুল ঈমানে ঈমান সম্পর্কিত হাদীস সন্নিবেশিত হয়, কিন্তু মাওলানা নোমানী তাঁর মূল পুস্তকে হাশর-নশর, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, আলমে বরযখ প্রভৃতি সম্পর্কিত হাদীসও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ, এসব বিষয়ের উপর ঈমান আনয়নও ঈমান বিল-গায়ব ও ঈমান বিল-আখিরাত অন্তর্ভুক্ত।

মা'আরিফুল হাদীস দ্বিতীয় খণ্ডে যেসকল হাদীস স্থান পেয়েছে তা হলো ঃ আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের চিন্তা, দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা, যুদ্ধ এবং এর ফলাফল ও বরকত, দান ও কৃপণতা, ইহসান, ত্যাগ স্বীকার, ভালবাসা ও ঘৃণা করা, দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব, দয়া ও নম্রতা, রাগ (ক্রোধ), ধৈর্য ও ধীরস্থিরতা, মিষ্ট কথা ও কটু কথা, গীবত, সততা ও আমানতদারী এবং মিথ্যা ও খিয়ানত, অহংকার, লজ্জাশীলতা, তাওয়াক্কুল এবং রিয়া বিষয়ক হাদীসসমূহ।

তৃতীয় খণ্ডে তাহারাত (পবিত্রতা) এবং সালাত বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলন করা হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ডে যাকাত, সাওম ও হজ্জ সম্পর্কিত হাদীসগুলো সংকলিত হয়েছে। সিহাহ সিত্তাহ, সুনান ও অন্যান্য বিশুদ্ধ গ্রন্থ থেকে বিষয়ভিত্তিক হাদীস চয়ন করে সংকলক উপস্থাপন করেছেন। সংকলিত এ গ্রন্থটি পড়লে ইসলামের তিনটি মূল স্তম্ভ সাওম, যাকাত ও হজ্জ সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা জানা যাবে।

পঞ্চম খণ্ডে আল্লাহর যিক্‌রের মাহাত্ম্য ও বরকতসমূহ, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত, দু'আ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আসমূহ, ব্যাপক অর্থবোধক বিভিন্নমুখী দু'আসমূহ, আশ্রয় প্রার্থনামূলক দু'আসমূহ, তাওবা-ইস্তিগফার, দরূদ ও সালাম, দরূদ ও সালামের বিশেষ বিশেষ কালিমা বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলন করা হয়েছে।

---

৬. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা, ৪ জানুয়ারী ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

১. এ খণ্ডে যিক্‌র ও দু'আ সংক্রান্ত ৩২২ খানা হাদীসের ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ড সমূহের ন্যায় এ খণ্ডের হাদীসসমূহও বেশির ভাগ 'মিশকাতুল মাসাবীহ' এবং 'জামেউল জাওয়াব' থেকে নেওয়া হয়েছে। কিছু হাদীস কানযুল উম্মাল থেকেও নেয়া হয়েছে। বরাত দেয়ার ব্যাপারে এসব কিতাবের উপরই নির্ভর করা হয়েছে। কিছু কিছু হাদীস সরাসরি সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেও নেয়া হয়েছে।

২. যে সব হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে নেয়া হয়েছে, সেগুলোর রিওয়ায়াত অন্যান্য হাদীসের কিতাবে থাকলেও 'মিশকাতুল মাসাবীহ'-এর অনুসৃত পদ্ধতি মুতাবেক বরাতে কেবল সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেরই নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৬ষ্ঠ খণ্ডে পিতা-মাতার প্রাথমিক দায়িত্বসমূহ, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ, প্রতিবেশীর অধিকারসমূহ, দুর্বল এবং অভাবী শ্রেণীর অধিকারসমূহ, সাক্ষাতের নীতিমালা, শোয়া, নিদ্রা যাওয়া ও বসার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপদেশাবলী ও তাঁর রীতি মজলিসে কথাবার্তা, হাসি তামাশা, হাঁচি ও হাই ইত্যাদি সম্পর্কে উপদেশাবলী পানাহারের নির্দেশাবলী ও নীতিমালা, খানাপিনার নিয়ামাবলী, পান করার নীতিমালা, পোশাকের নির্দেশাবলী ও নারীদের জন্য পুরুষদের পোশাক ও নমুনা ধারন নিষেধ, সতরও পর্দা সম্পর্কে নির্দেশাবলী বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলিত হয়েছে।

মা'আরিফুল হাদীস এর সপ্তম খণ্ডে যে সকল বিষয়ের হাদীস সংকলিত হয়েছে তাহলো ঃ বিয়ে, দাম্পত্য জীবন এবং এতদসম্পর্কিত হাদীস, মহরের গুরুত্ব ও এর আবশ্যকতা, তালাক ও ইদ্দত, মু'আমালাত বা লেন-দেন পর্ব, সুদ, ওসীয়ত, বিচার-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি, খিলাফত ও রাষ্ট্র প্রভৃতি।

অষ্টম ও শেষ খণ্ডে ইল্‌ম, কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা সম্পর্কিত, বিপর্যয় ও ফিতনা, প্রশংসা ও ফযীলাত এবং ফাযাইলে আহ্‌লি বায়ত বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলিত হয়েছে।

তাজরিদুস সিহাহ (১ম খণ্ড)

লেখক ঃ সংকলন গ্রন্থ, অনুবাদ ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৩২, মূল্য ঃ ২২৬.০০ টাকা।

তাজরিদুস সিহাহ (২য় খণ্ড)

লেখক ঃ সংকলন গ্রন্থ, অনুবাদ ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৮২, মূল্য ঃ ২৬০.০০ টাকা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনেকগুলো হাদীস-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে–এর মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী প্রকাশনা হচ্ছে 'তাজরীদুস-সিহাহ' বা পুনরাবৃত্তিমুক্ত সহীহ্ হাদীস-এর সংকলন।

মহানবী (সা)-এর অসংখ্য হাদীস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন হাদীস-সংকলনে। এর মধ্যে অনেক হাদীস ভিন্ন ভিন্ন সনদে একাধিকবার সংকলিত হয়েছে। সহীহ্ হাদীসের কিতাবসমূহে সংকলিত সেইসব পুনরাবৃত্ত হাদীসের মধ্য থেকে একটি করে হাদীস নিয়ে যে হাদীস সংকলন তৈরি করা হয়েছে, তাই-ই তাজরীদুস্-সিহাহ্ বা পুরনরাবৃত্তিমুক্ত সহীহ্ (বিশুদ্ধতম) হাদীস। আরবী ভাষায় 'জামিউল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল' শীর্ষক বারো খণ্ডে এ ধরনের পূর্ণাঙ্গ সংকলন থাকলেও বাংলা অনুবাদসহ তাজরীদ গ্রন্থের অভাব দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হয়ে আসছিল। এই অভাব পূরণ করেছে আলোচ্য 'তাজরীদুস্ সিহাহ্' গ্রন্থটি, যা পাঠক মহলে ইতোমধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন 'তাজরীদুস্-সিহাহ্-র দুটি খণ্ড প্রকাশ করেছে। প্রথম খণ্ডে ওয়াহী, ঈমান ও ইসলাম, কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, ইলম, তাহারাত, উযু, গোসল ও হায়িয সংক্রান্ত মোট ৫৪৭টি পুনরাবৃত্তিমুক্ত সহীহ হাদীস সংকলিত হয়েছে।

তাজরীদুস্ সিহাহ্ ২য় খণ্ডে সালাত বিষয়ক হাদীসমূহ সংকলিত হয়েছে। এই খণ্ডে সালাত বা নামায সংক্রান্ত খুটিনাটি বিষয়ে হাদীসের সংখ্যা মোট ১৩৩৪।[৭]

---

৭. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০৬, পৃষ্ঠা - ১১৫, ১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব (১ম খণ্ড)

মূল ঃ হাফিয যাকীউদ্দীন আবদুল আযীয আল-মুনযিরী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদুল হক, সম্পাদনা ঃ ড. আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক ও মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৫৮, মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা।

আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব (২য় খণ্ড)

মূল ঃ হাফিয যাকীউদ্দীন আবদুল আযীয আল-মুনযিরী (র), অনুবাদ ঃ হাফিয মাওলানা মুজিবুর রহমান, সম্পাদনা ঃ মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৭৪, মূল্য ঃ ২২০.০০ টাকা।

আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব (৩য় খণ্ড)

মূল ঃ হাফিয যাকীউদ্দীন আবদুল আযীয আল-মুনযিরী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা এমদাদুল্লাহ, সম্পাদনা ঃ মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৫১, মূল্য ঃ ২২০.০০ টাকা।

আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব (৪র্থ খণ্ড)

মূল ঃ হাফিয যাকীউদ্দীন আবদুল আযীয আল-মুনযিরী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ মায়মূন, সম্পাদনা ঃ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬১৬, মূল্য ঃ ২২০.০০ টাকা।

43680

ইসলাম শান্তি, সমহমর্মিতা, পরোপকার তথা মানবতার জীবন দর্শন। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যমতে ইসলামের বাস্তবরূপ হযরত রাসূলে আকরাম (সা)-এর মাঝে বিদ্যমান। এ কারণেই কুরআনে কারীমে তাঁর বিষয়ে বলা হয়েছে 'উস্ওয়াতুন হাসানা' বা অনুপম জীবনাদর্শ। এই জীবনাদর্শের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিপুল সংখ্যক হাদীসের মাঝে। যার কারণে যুগে যুগে আমাদের উলামায়ে কিরাম হাদীসের উপর ব্যাপক সাধনা করেছেন। প্রিয়তম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শাশ্বত বাণীকে মানুষের নিকট উপস্থাপনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। এ গ্রন্থখানি সে অনবদ্য শ্রমের অন্যতম ফসল।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ায় পরস্পরকে সাহায্য করবে। এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অপরকে সাহায্য করো না।"

মু'মিনগণের উচিত সৎকর্ম ও তাক্ওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য করা। আর একই সঙ্গে পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সাহায্য না করা এবং সাধ্যমত বাধা প্রদান করা। ইসলামের ফরয ইবাদত হলো হালাল উপার্জন, পারস্পরিক সুন্দর সম্পর্ক যিকির-আযকার প্রভৃতি কল্যাণমূলক কাজের প্রতি উৎসাহ দান। এর ফযিলত ও সওয়াব বিষয়ে সিহাহ সিত্তাহসহ রাসূলে করিম (সা)-এর অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। ঠিক একইভাবে অন্যায়-অসৎ মানবতা বিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রমকে নিরুৎসাহিত করে এসব কাজের জন্য শাস্তিরও ভীতি প্রদর্শনমূলক অনেক বাণীও রয়েছে এ হাদীস গ্রন্থসমূহে।

সৎকাজের প্রতি উৎসাহ দান এর পুরস্কার এবং অন্যায় ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার জন্য ভীতি প্রদর্শন এবং শাস্তি সংক্রান্ত যাবতীয় হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) একত্রিত করে ইমাম হাফিয বাকী উদ্দীন আল-মুনযিরী (র) 'আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব' নামে এ বিরাট গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা এমদাদ উল্লাহ, সম্পাদনা করেছেন ডঃ আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক। সারাবিশ্বের মুসলিম পণ্ডিত ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের নিকট আল্লামা মুনযিরী ও তাঁর গ্রন্থ সুপরিচিত ও ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ সিহাহ সিত্তাহসহ প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহ ইতিমধ্যে পাঠকদের খেদমতে উপস্থাপন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় হাদীস শাস্ত্রের এ প্রসিদ্ধ সংকলনটির অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর চারটি খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব প্রথম খণ্ডে যে সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা হলো ঃ হাদীসের পরিভাষা ও তার উসূল শাস্ত্র সম্পর্কীয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা, হাদীসের শ্রেণীবিভাগ, হাদীসের বিশুদ্ধ গ্রন্থাবলী, সহীহ হাদীসের প্রকারভেদ, হাদীসের সংরক্ষণের পদ্ধতির প্রকরণ এবং একত্রীকরণ প্রভৃতি। এরপর ইলম, তাহারাত, সালাত, নফল, সালাতুল জুমু 'আ, সাদ্‌কা বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় খণ্ডে সাদ্‌কা (অবশিষ্টাংশ), রোযা, ঈদ ও কুরবানী, জিহাদ, কুরআন পাঠ, যিক্‌র ও দু'আ এবং ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত হাদীস সমূহ সংকলন করা হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ডে সাতটি অধ্যায়ের মাধ্যমে হাদীসমূহ সংকলিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায় ঃ বিবাহ ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ। দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পোশাক পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা; সাদা কাপড় পরিধানের প্রতি অনুপ্রেরণা প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় ঃ পানাহার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়, চতুর্থ অধ্যায় ঃ বিচার ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায় ঃ হদ্দ ও অপরাপর বিষয় যেমন–আমর বিল মা'রূফ ওয়ান নাহী আনিল মুনকার (ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা)। মুসলমানদের দোষ-ক্রটি গোপন রাখার প্রতি অনুপ্রেরণা, অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যাসহ সগীরা গুনা, সমকামিতা ইত্যাদি বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ সদ্ব্যবহার, সুসম্পর্ক যেমন–মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন। মেহমানদারী, অতিথিপরায়ণ, বৃক্ষ রোপণ, দান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় ঃ শিষ্টাচার অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। যারা ইসলামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে আগ্রহী তাদের সবার সংগ্রহে গ্রন্থটি থাকা প্রয়োজন।[৮]

চতুর্থ ও শেষ খণ্ডে যে সকল হাদীস স্থান পেয়েছে তা হলো ঃ প্রতিশ্রুতি পালন ও আমানত রক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, খিয়ানত, বিশ্বাসঘাতকতা, সন্ধিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা ও তার প্রতি যুলুম করার ব্যাপারে সতর্কীকরণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ। এছাড়া তাওবা ও যুহদ, জানাযা, পুনরুত্থান ও কিয়ামত দিবসের ভয়ভীতি এবং জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা বিষয়ক হাদীস সমূহ সংকলিত হয়েছে।

তাহাবী শরীফ (প্রথম খণ্ড)
মূল ঃ ইমাম আবু জাফর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ
আল-মিসরী আত-তাহাবী (র)
অনুবাদ ঃ মাওলানা জাকির হোসেন
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪, জ্যৈষ্ঠ ১৪১১
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৩২, মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা।

'তাহাবী শরীফ' ইসলামের প্রাথমিক যুগের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, ফকীহ-আইন বিশেষজ্ঞ ও ইসলামী পণ্ডিত ইমাম জাফর আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মিস্‌রী আত্‌-তাহাবী (র) (জন্ম ঃ ২৩৮ হিজরী, মৃত্যু ঃ ৩৩১ হিজরী) সংকলিত হাদীস এবং হাদীসের বিধানাবলী ও হাদীস বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। তাহাবী শরীফের মূল নাম 'মা'আনিল আছার' হলেও গ্রন্থটি ইসলামী দুনিয়ায় 'তাহাবী শরীফ' নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। ইমাম আবু জাফর আহমদ (র)-এর জন্ম মিশরের 'তাহা' নামাক স্থানে, তাই তাকে 'তাহাবী' বলা হয়। সেই থেকে তার সংকলিত এ হাদীস গ্রন্থের নামও তাঁরই নামে মশহুর হয়েছে। তিনি শুধু হাদীস বিশারদই ছিলেন না, তাফসীর, ফিকহ, আকাইদ, ইতিহাস, জীবন চরিত বিষয়েও সুপণ্ডিত ছিলেন এবং এর স্বাক্ষর তিনি তার লিখিত ৩০ খানা গ্রন্থে রেখে গেছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ আহকামুল কুরআন, মুশকিলুল আছার, কিতাবুত শুরুত প্রভৃতি।

খোলাফায়ে রাশেদার পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইসলামী দুনিয়ায় ইসলামী পণ্ডিতদের মধ্যে জ্ঞানের যে প্রতিযোগিতা অব্যাহত ছিল, তা থেকে ইসলামী দুনিয়া প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হয়েছে। এক পর্যায়ে এ ইতিবাচক প্রভাব ভিন্নমতের কারণে ব্যাহত হয় এবং নানা মাযহাব বা স্কুল অব থট-এ রূপ লাভ করে। পরবর্তীকালে তা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ৪টি মাযহাবে স্থির লাভ করে। এর মধ্যে হানাফী মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যাই বেশী।

'তাহাবী শরীফ' হানাফী মাযহাবের অন্যতম প্রধান দলিলভিত্তিক হাদীস সংকলন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত আহকাম সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে। সংকলন গ্রন্থটিকে বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি অনুচ্ছেদ ও অধ্যায়ে নাসিব, মানসুখ ও বিশেষজ্ঞ আলিম মনীষীদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত করে যে মতামত তার নিকট বিশুদ্ধ মনে হয়েছে, তা কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা অথবা সাহাবা ও তাবেঈগণের মতামতের অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকতায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

---

৮. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৭ আগস্ট ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

'তাহাবী শরীফ'-এর প্রথম খণ্ডে 'তাহারাত ও 'সালাত' বিষয়ক হাদীসসমূহ স্থান পেয়েছে। হাদীস সংকলনটি মোট ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইতিমধ্যে সিহাহ-সিত্তাহ'র হাদীস গ্রন্থ যথা ঃ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ শরীফ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহসহ মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ও মুয়াত্তা ইমাম আহমদ প্রকাশ করেছে। মুসনাদে আহমদের মতো সুবিশাল হাদীস সংকলনের অনুবাদও প্রকাশের পথে। তাহাবী শরীফের এ খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলিম ও অনুবাদক মাওলানা জাকির হোসেন।

সুবিখ্যাত তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থসমূহ বাংলায় প্রকাশ করায় বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানরা প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হচ্ছেন এবং দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধির ক্ষেত্রে এ উদ্যোগ খুবই সহায়ক হচ্ছে।[৯]

রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত

লেখক ঃ ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৬৮, মূল্য ঃ ১৫০.০০ টাকা।

'রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত' শীর্ষক গ্রন্থটি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, লেখক ও গবেষক, দারুল আরাবিয়া ওয়াল ইফতা বাংলাদেশ-এর সাবেক মুহাদ্দিস, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা এর সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন রচিত একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রকাশক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগ।

জাল হাদীস মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস নয়। মানুষের মনগড়া, বানানো, মিথ্যা কথাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে চালিয়ে দেয়াকে জাল (মিথ্যা) হাদীস বলা হয়ে থাকে। মুহাদ্দিসগণ একে 'আল মাওযু' নামে অভিহিত করেছেন। হাদীসের উৎপত্তিকাল হতে গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরে এর সংরক্ষণের জন্য সকল প্রকার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, হাদীসের এই দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় এমন একটি অবস্থা দেখা গিয়েছে, যখন দুষ্ট লোকেরা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি কিংবা অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নিজেদের মনগড়া কথাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস নামে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে এবং মনগড়া এমন কিছু কিছু কথা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরাট হাদীস সম্ভারের সাথে মিশে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। অবশ্য আমাদের মুহাদ্দিসগণ এই জাল (মিথ্যা) হাদীসমূহকে পৃথকভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করে হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছেন। এ জন্যে তারা হাদীস বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎভাবে রাবীগণের সার্বিক অবস্থা অতি সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করে পুংখানুপুংখরূপে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে মুসলমানদের এক বিরাট চরিত অভিধান। এটাই 'রিজাল শাস্ত্র' বা আসমাউর রিজাল নামে পরিচিত।

হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে হাদীস বিজ্ঞানীদের এরূপ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও কখন থেকে কিভাবে জাল (মিথ্যা) হাদীসের সূত্রপাত ঘটল এবং মুহাদ্দিসগণ কিভাবে এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলে হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করলেন, সে সম্পর্কে এ গ্রন্থে বিশদভাবে অত্যন্ত তথ্যনির্ভর আলোচনা করা হয়েছে। একটি ভূমিকাসহ দু'টি খণ্ডে বিভক্ত করে প্রত্যেক খণ্ডে যথাক্রমে ৩টি করে মোট ৬টি অধ্যায় এবং ২১টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে গ্রন্থটি পরিসমাপ্ত করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে জাল হাদীসের পরিচয়, জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত, জাল হাদীস রচনার কারণ ও উদ্দেশ্য, জাল হাদীস প্রতিরোধে মুহাদ্দিসগণের ভূমিকা, জাল হাদীসের লক্ষণ, হাদীস জালকারীদের নামের তালিকা, কতিপয় জাল হাদীসের উদাহরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে রিজাল শাস্ত্রের পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং রাবীগণের বিভিন্ন স্তরে ও সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এ গ্রন্থের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এর ভূমিকাটি যা লেখক 'আল-মুকাদ্দিমাহ' নামে অভিহিত করেছেন। এতে তিনি উলুমুল হাদীস (উসুলুল হাদীস)-এর যাবতীয় খুঁটি-নাটি বিষয়সমূহ (নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের রেফারেন্সসহ) অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন, যা ইলমে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেরই উপকারে আসবে। তবে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল শ্রেণী এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষক ও শিক্ষার্থীগণ এ থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।[১০]

---

৯. মনজুর আবদাল, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ খ্রি.।

১০. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ৪ জানুয়ারী ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

চল্লিশ হাদীসে কুদসী
মূল ঃ ড. ইযযুদ্দীন ইবরাহীম
অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৭, মূল্য ঃ ২২ টাকা।

'চল্লিশ হাদীসে কুদসী' আবুধাবী নিবাসী ডক্টর ইযযুদ্দীন ইবরাহীম-এর চয়নকৃত মানব জীবনের জন্য দিক-নির্দেশক ও অতি প্রয়োজনীয় চল্লিশটি হাদীসে কুদসী'র সংকলন। মূল সংকলন গ্রন্থটি ইংরেজী অনুবাদসহ প্রকাশিত। এটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, লেখক ও অনুবাদক অধ্যাপক মাওলানা মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন।

ইসলামে পবিত্র আল-কুরআনুল করীমের পর আল-হাদীসের স্থান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর মুখনিঃসৃত আদেশ-নির্দেশ, তাঁর যাবতীয় কার্যাবলী ও অনুমোদনই আল-হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে আল-হাদীসের সেসব বাণী, যা মহানবী (সা)-এর মুখনিঃসৃত, কিন্তু যা মূলত আল্লাহ তা'আলারই কথা–তাই 'হাদীসে কুদসী' হিসেবে পরিচিত। এ ধরনের হাদীসে নিখিল বিশ্ব এবং প্রাণীকূল ও মানুষের সৃষ্টি রহস্য, বেহেশত-দোজখের বর্ণনা, কিয়ামতের দৃশ্যাবলী প্রভৃতি এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতেরই অংশ এবং যা মানবী জ্ঞানে কল্পনারও অতীত।

গ্রন্থভুক্ত চল্লিশটি হাদীসের শিরোনাম হচ্ছে ঃ (১) আল্লাহর রহমত ও তাঁর ক্রোধ, (২) আল্লাহকে অস্বীকার করা ও তাঁকে গালি দেওয়া, (৩) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও তারকার প্রতি বিশ্বাসী, (৪) দিন-রাত আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে, (৫) শিরক ও মুশরিকের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক নেই, (৬) ভাল কাজের মন্দ ফল কেন, (৭) সর্বাবস্থায় নামাজ কায়েম করা, (৮) নামাজে সূরা ফাতেহা পাঠের গুরুত্ব, (৯) ফরয ইবাদতে ঘাটতি থাকা, (১০) রোযার মাহাত্ম ও ফযীলত, (১১) আল্লাহর পথে ব্যয় করা, (১২) পাওনা মাফ করে দেয়া, (১৩) ভালো কথা দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা, (১৪) যিকরের মাহফিলে ফেরেশতাদের উপস্থিতি ও আল্লাহর দয়া, (১৫) আল্লাহ আছেন বান্দার ধারণার সাথে, (১৬) আল্লাহর দানের ব্যাপ্তি ঃ একটি নেক আমলের সওয়াব সাতশ' থেকে অনেক বেশি, (১৭) আল্লাহর ভান্ডার অফুরন্ত, তাঁর দান ও ক্ষমতা সীমাহীন, (১৮) মানব সেবায় আল্লাহর সন্তোষ, (১৯) অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব ভাব প্রদর্শন, (২০) মুসলিম ভাইয়ের সাথে শত্রুতা পোষণের পরিণাম, (২১) আল্লাহ যাদের বিপক্ষ হবেন, (২২) আল্লাহর ব্যাপারে মানুষকে ভয় করা মানে নিজেকে হেয় করা, (২৩) হাশরের মাঠে যারা আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় পাবেন, (২৪) যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন ফেরেশতা এবং মানুষও তাকে ভালোবাসে, (২৫) আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম, (২৬) অলীগণের মর্যাদা ও বাহ্যিক অবস্থা, (২৭) আল্লাহর পথে শহীদ যারা, (২৮) আত্মহত্যাকারীর জন্য জান্নাত হারাম, (২৯) আপনজনের মৃত্যুতে সবরের ফল জান্নাত, (৩) মুমিন বান্দাই আল্লাহর সাক্ষাতের প্রত্যাশী, (৩১) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারেন, (৩২) আল্লাহর ভয় নাজাতের উছিলা, (৩৩) গুনাহ যত বেশি হোক, আল্লাহ তা মাফ করতে পারেন, (৩৪) আল্লাহর ক্ষমা অসীম ও অশেষ, (৩৫) শেষ রাতের দু'আ, (৩৬) কিয়ামত দিনের সুপারিশকারী খাতামুন নাবীয়্যীন, (৩৭) জান্নাতের নিয়ামত তুলনাহীন, (৩৮) জান্নাত কষ্ট দ্বারা পরিবেষ্টিত আর জাহান্নাম পরিবেষ্টিত কাম-বাসনার দ্বারা, (৩৯) আল্লাহর ইচ্ছায় জান্নাত ও জাহান্নাম পূরণ হওয়া এবং (৪০) জান্নাতীদের পরম প্রাপ্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি।

অনুবাদক চয়নকৃত চল্লিশটি হাদীসের মূল আরবীর পাশাপাশি বাংলা অনুবাদ এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও টীকা সংযোজন করায় তা পাঠকদের অনুধাবনের জন্য খুবই সহায়ক হয়েছে।

গ্রন্থটি থেকে সব ধরনের পাঠক দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা লাভে সক্ষম হবেন। ফলে গ্রন্থটি সকলের সংগ্রহে থাকা আবশ্যক।[১১]

---

১১. মনজুরুল করীম চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান

লেখক ঃ ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৫২, মূল্য ১২৪.০০ টাকা।

মহানবী (সা) এর বাণী বা হাদীস মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আলোকে বিবৃত মানব জাতির হেদায়েতের লক্ষ্যে মহামূল্যবান বাণী-সম্ভার। মহানবী (সা)-এর এসব হাদীস সংগ্রহে পুরুষের পাশাপাশি মহিলা সাহাবীদেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু হাদীস সংগ্রহের ক্ষেত্রে মহিলা সাহাবীদের ভূমিকার কথা বাংলাভাষী পাঠক মহলে তেমন প্রচারিত নয় এ সংক্রান্ত প্রামাণ্য বই-পুস্তকের স্বল্পতার কারণে। এ অভাব পূরণার্থে বিশিষ্ট গবেষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড.মোঃ শফিকুল ইসলাম রচনা করেছেন 'হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান' শীর্ষক একটি নির্ভরযোগ্য ও সুবিস্তৃত তথ্যসম্বলিত পুস্তক।

আলোচ্য বইটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে-হাদীসের সংজ্ঞা, সুন্নাত, খবর ও আসারের সাথে হাদীসের পার্থক্য, হাদীসের শ্রেণীবিভাগ, হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ধারা, হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, ইসলাম-পূর্ব যুগে মহিলাদের অবস্থা, ইসলামে মহিলাদের অধিকার ও মর্যাদা, মহিলা সাহাবী: পরিচিতি ও মর্যাদা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীদের যুগে হাদীস চর্চা ইত্যাদি বিষয়ে। চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে হযরত আয়েশা (রা) ও অন্যান্য মহিলা সাহাবীর হাদীস চর্চা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ।[১২]

সৈনিকের চল্লিশ হাদীস

অনুবাদ ও সংকলন ঃ অধ্যাপক মাওলানা আশরাফ আলী আবাদী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ আগস্ট ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৮, মূল্য ঃ ১৭ টাকা।

হাদীস হলো মহানবী (সা)-এর বাণী। আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরের করণীয়, সীমা-রেখা, বিধি-নিষেধ ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে, সহজবোধ্যভাবে আমরা পাই হাদীসের মাধ্যমে। কুরআনের শিক্ষা ও মর্মকথার বিস্তারিত, পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থিতিই আমরা দেখতে পাই হাদীসের মধ্যে। ব্যক্তিক, ব্যষ্টিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে রাসূল (সা)-এর দিক্‌নির্দেশনামূলক হাদীস। প্রতিটি ক্ষেত্রের মানুষই হাদীসের দিক্‌নির্দেশনায় আদর্শ জীবন ও সমাজ গড়ার শিক্ষা ও প্রেরণা পেতে পারে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের মতো যুদ্ধক্ষেত্রের যোদ্ধাদের জন্যও রয়েছে অনেক হাদীস। জিহাদের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, মুজাহিদের মাহাত্ম্য ইত্যাদি সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর বাণীগুলো খুবই অনুপ্রেরণাদানকারী। দীন রক্ষার তাগিদে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার তাগিদে জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণে এ ধরনের হাদীস জানা এবং তা থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করাও আমাদের কর্তব্য।

এ দিকটি বিবেচনায় এনে পাঠকসাধারণের সুবিধার্থে অধ্যাপক মাওলানা আশরাফ আলী আবাদী সংকলন করেছেন 'সৈনিকের চল্লিশ হাদীস' শীর্ষক একটি মূল্যবান বই। বইটিতে প্রহরীর মর্যাদা, জিহাদের ফযীলত, যোদ্ধাদের সাহায্য করার ফযীলত, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের কর্তব্য। শহীদের ফযীলত, কে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, অধীনস্তদের প্রতি কোমলতা ও কঠোরতা, সৎকাজে আদেশদান এবং অসৎকাজে বাধাদান, কিয়ামতে শপথ ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতকের চিহ্ন, আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও অবাধ্যতার পরিণাম, আখিরাতে আল্লাহ্‌র কাছে উৎকৃষ্ট বান্দা ও নিকৃষ্ট বান্দা, সবচেয়ে বড় গোনাহ, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয়, পাঁচটি অবস্থার পূর্বে পাঁচটি অবস্থার কদর করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দশটি গুরুত্বপূর্ণ নসীহত শিরোনামে জিহাদের গুরুত্ব, তাৎপর্য সংক্রান্ত চল্লিশটি হাদীসের বঙ্গানুবাদ সংকলন করা হয়েছে। বইটি সৈনিক এবং সকল মুসলিমের জন্য অত্যন্ত দরকারি একটি বই। এটি অবশ্যই সংগ্রহে রাখা প্রয়োজন।[১৩]

---

১২. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ ২০০৬, পৃষ্ঠা - ১১৮।
১৩. মুহাম্মাদ গোলাম মোস্তফা, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ ২০০৫, পৃষ্ঠা - ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

লেখক ঃ ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৬৮, মূল্য ঃ ১২৪.০০ টাকা।

ইসলামী শরীআতের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হাদীস। হাদীস হলো মূলত কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা স্বরূপ। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিন্ড, আর হাদীস এ হৃৎপিন্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এ ধমনী প্রতিনিয়ত তাজাতপ্ত শোণিত ধারা প্রবাহিত করে এবং এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় করে রাখে। হাদীস শরীফ একদিকে যেমন কুরআন শরীফের নির্ভুল ব্যাখা দান করে। অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের বাহক বিশ্বনবী (সা)-এর জীবন চরিত কর্মনীতি ও আদর্শ। এ কারণে ইসলামী জীবন বিধানে আল-কুরআনের পরেই আল হাদীসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য ও সমধিক।

একটি সুখী সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ জীবন মানুষের স্বভাবজাত কামনা বা আরাধ্য। এ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই চায় অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও শান্তিপূর্ণ সামাজিক জীবন। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর চরম উন্নতির যুগে গোটা বিশ্বের আর্থ-সামাজিক অবস্থা আজ নানাবিধ জটিল সমস্যায় জর্জরিত এবং সমাজ এক ধরনের অন্ধকারে নিমজ্জিত। মানুষ পাচ্ছে না তার মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগগুলো। গোটা বিশ্বের বিপর্যস্ত এই আর্থ-সামাজিক অবস্থা নতুন শতাব্দীর অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এমনি অবস্থায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক ঘোষিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ছাড়া সমাজের বিদ্যমান সমস্যাবলীর সমাধান আদৌ সম্ভব নয়। এমনি প্রেক্ষাপটে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন "আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান" শীর্ষক অত্র গবেষণা গ্রন্থটি রচনা করেন। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রন্থটির গুরুত্ব বিবেচনা করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটি প্রকাশ করে।

গ্রন্থটিতে আল-হাদিসের পরিচিতি, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও এর কারণসমূহ, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদিস, বেকারত্ব, জনসংখ্যা সমস্যা, সুদ সমস্যা, শ্রম সমস্যা, সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীস, অপরাধ, দুর্নীতি, মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি সমস্যা, ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা গুরুত্বসহকারে স্থান পেয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে বইটি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা নিরূপণ ও সমাধানে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।[১৪]

হাদীস বিজ্ঞান

লেখক : শামীম আরা চৌধুরী

প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল : মে ২০০১

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৬৩; মূল্য : ১০৪.০০ টাকা।

ইসলামী শরীয়াতের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস হিসেবে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীস পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যার জন্য অপরিহার্য। কারণ হাদীসের সাহায্য ব্যতীত পবিত্র কুরআনের সঠিক অনুধাবন এবং এর নির্দেশাবলীর বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব নয়। এজন্য হাদীস অধ্যয়ন প্রাথমিক যুগের মুসলিম মনীষীগণের কাছে অগ্রাধিকার লাভ করে। এর আবেদন ছিল ব্যাপক ও সর্বাত্মক। এর ফলশ্রুতিতে উলূমুল হাদীস তথা হাদীস বিজ্ঞান নামে আখ্যায়িত এক বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার গড়ে ওঠে।

ইসলামে হাদীস সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে গবেষক শামীম আরা চৌধুরী দীর্ঘ দিন থেকে কাজ করেছেন। তিনি প্রধানত বর্তমান স্কুল কলেজে অধ্যয়নকারী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনগুলি সামনে রেখে 'হাদীস বিজ্ঞান' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে লেখক যে সকল বিষয় আলোচনা করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো : হাদীস বিজ্ঞান, হাদীসের গুরুত্ব, হাদীসের শ্রেণী বিভাগ, হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস ও প্রয়োজনীয়তা, হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ, জাল হাদীসের উদ্ভব ও তাঁর প্রতিরোধে হাদীস বিজ্ঞানের উৎপত্তি, ভারতীয় উপমহাদেশে ইল্‌মে হাদীস এবং বাংলাদেশে ইল্‌মে হাদীস প্রভৃতি।

---

১৪. মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন খান, *দৈনিক যুগান্তর,* ঢাকা, ১৪ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তক কম হওয়ায় শিক্ষার্থীরা নানাভাবে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের এ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে লেখক দীর্ঘ পরিশ্রমের পর উক্ত গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি পাঠে প্রতীয়মান হয় লেখক এক্ষেত্রে অনেক সফলতা অর্জন করেছেন।

গ্রন্থটির দ্বারা শুধু শিক্ষার্থীরাই নয়, হাদীস চর্চায় অনুরাগী সকলেই বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।[১৫]

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র) ও তাঁর আল-জামি

লেখক ঃ ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ

প্রকাশক ঃ গবেষণা বিভাগ, ইফাবা

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮৮; মূল্য ঃ ৫৫.০০ টাকা।

ইমাম বুখারী (র) ছিলেন হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞানের অধিকারী এক মহান ব্যক্তি। তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুগীরাহ্ ইব্ন বারদিযবাহ আল-বুখারী-আল-জুফী। উপনাম আবু আব্দিল্লাহ। তাঁকে 'আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। তিনি ছয় লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই বাছাই করে তাঁর জগত-বিখ্যাত ও সর্বশ্রেষ্ঠ 'আল জামি' গ্রন্থটি সংকলন করেন। ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনের পর বিশুদ্ধতার দিক থেকে এ হাদীস গ্রন্থটি সর্বউচ্চে স্থানপ্রাপ্ত।

ইমাম বুখারী (র)-এর আল-জামি গ্রন্থখানা হাদীস শাস্ত্রে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। এতে শুধু হাদীসেরই সমাবেশ ঘটেনি, বরং এটিকে বহুবিধ জ্ঞানের খনি বললেও অত্যুক্তি হবে না। এর প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনামে গচ্ছিত আছে শরীআতের বিবিধ ইল্‌মের দিক নির্দেশনা। এর শিরোনামের খ্যাতি বিশ্বজোড়া।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ অত্যন্ত পরিশ্রম করে "মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী (র) ও তাঁর আল-জামি" শীর্ষক আলোচ্য গ্রন্থখানা রচনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র)-এর জীবন চরিত ও তাঁর অনবদ্য হাদীস গ্রন্থ 'আল জামি আস্-সহীহ'-এর ওপর প্রণীত এ পুস্তিকাটিকে লেখক তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে "মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র)-এর জীবন পরিক্রমা"। এ অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (র)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর ওপর অতি সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম দেয়া হয়েছে "আল-জামি আস্-সহীহ্-এর পর্যালোচনা।" এটি তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। আসমানী গ্রন্থের পর এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ। ফলে এ গ্রন্থের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম ও হাদীসবিদ গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র) অতি সতর্কতার সাথে তাঁর গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। এ অধ্যায়ে এ গ্রন্থের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম দেয়া হয়েছে "আল-জামি আস-সহীহ্-এর তরজমাতুল বাবের তাৎপর্য।" সকল হাদীস গ্রন্থের বাবের শিরোনামের মধ্যে সহীহ বুখারীর বাবের শিরোনামের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত। এটি ইমাম বুখারী (র)-এর এক অনবদ্য অবদান। এ অধ্যায়ে লেখক এর মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে পুংখানুপুংখরূপে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) ছিলেন আদর্শ চরিত্রের অধিকারী। তাঁর জীবন মুসলিম উম্মাহর জন্য উজ্জল আদর্শ ও অনুকরণীয়। বাংলা ভাষাভাষী অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও গবেষক তার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অবগত হতে আগ্রহী। প্রাজ্ঞ লেখক কর্তৃক রচিত আলোচ্য গ্রন্থটি সর্বস্তরের জ্ঞান পিপাসুদের চাহিদা মেটানোর কাজে অপরিসীম ভূমিকা রাখবে।[১৬]

---

১৫. শামীম আরা চৌধুরী, *হাদীস বিজ্ঞান,* ইফাবা, ঢাকা, মে ২০০১ খ্রি.।
১৬. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান (১ম খণ্ড)

লেখক ঃ লেখকমণ্ডলী
প্রকাশক ঃ গবেষণা বিভাগ, ইফাবা
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৪০, মূল্য ঃ ১৯৭.০০ টাকা।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ জীবন বিধানে একজন মানুষের জীবনের সকল দিকের উপরেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হাদীসের ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা রয়েছে। মানুষ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে হাদীসের শিক্ষা তথা ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পায় এবং সে অনুসারে যাতে জীবন গড়তে পারে, সে মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইফাবা-এর গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে "হাদীস ও ফিকহে হানাফী মাযহাব শাস্ত্র" শিরোনামে মোট ৫ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর ১ম খণ্ড 'হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

বর্তমান যুগ-জিজ্ঞাসার কথা সামনে রেখেই বক্ষ্যমান গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বিষয়ের সাথে ইসলামের যে দিক-নির্দেশনা রয়েছে তা আলোচ্য গ্রন্থটিতে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক মোট ২০টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলো বিশিষ্ট লেখক-গবেষক-আলিম দ্বারা প্রণীত হয়েছে। মহানবী (সা)-এর হাদীস সমূহকে আধুনিক পাঠ্য বিষয়ের সাথে মিলিয়ে এভাবে উপস্থাপন করার কাজ বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে খুব বেশী হয়নি। তাই এ গ্রন্থের দ্বারা সাধারণ পাঠক বিশেষত লেখক ও গবেষকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান, মাওলানা রুহুল আমিন খান এবং মাওলানা ইসহাক ফরিদী।[১৭]

হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান (২য় খণ্ড)

লেখক ঃ লেখকমণ্ডলী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪১৩, মূল্য ঃ ১৮২.০০ টাকা।

মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন যাত্রার আদর্শ কি হওয়া উচিত, তার সর্বোচ্চ আদর্শ-নমুনা প্রদর্শন করে গিয়েছেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)। সাহাবীগণ (রা)-কে নিয়ে তিনি এমন অপরূপ আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন যে, তার তুলনা পৃথিবীতে নেই। মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত সামাজিক জীবনের মূলনীতি, তার প্রয়োগ পদ্ধতি ও ফলাফল সবকিছুই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে সন্নিবেশিত রয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর উপর গবেষণা দ্বারা আমরা মহানবী (সা)-এর সেই পথ-নির্দেশনাগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে পারি এবং আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে সেগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে একটি আদর্শ সুখী সমাজ নির্মাণ করতে পারি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীদের পাঠ্য বিষয়ের সাথে ইসলামের যে দিক-নির্দেশনা রয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। গ্রন্থটিতে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক মোট ২৩টি প্রবন্ধ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলো বিশিষ্ট লেখক-গবেষক- আলিম দ্বারা প্রণীত হয়েছে। তিন সদস্য বিশিষ্ট অভিজ্ঞ সম্পাদক মন্ডলী গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন। ইসলাম প্রিয় পাঠকবৃন্দ গ্রন্থখানা অধ্যয়নে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে হাদীসের জ্ঞান লাভে সক্ষম হবেন।[১৮]

উলূমুল হাদীস

লেখক ঃ মাওলানা মুশতাক আহমদ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৯ (১ম প্রকাশ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৭২; মূল্য ঃ ৫৬.০০ টাকা।

ইসলামী জ্ঞান ও গবেষণার উৎস দু'টি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র কুরআন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর হাদীস। এ দু'য়ের পারস্পরিক সম্পর্ক হল, পবিত্র কুরআন যেন জ্ঞানের এক সুবিশাল প্রদীপ স্তম্ভ,

---

১৭. লেখক মণ্ডলী, *হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান*, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০৪ খ্রি.।
১৮. লেখক মণ্ডলী, *হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান*, ২য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

আর হাদীস তা থেকেই বিচ্ছুরিত আলোর বন্যা। আলোহীন প্রদীপ যেমন অবাস্তব ও অসার, হাদীস অগ্রাহ্য করলে পবিত্র কুরআন ও তেমনি অর্থহীন।

হাদীস শরীফের সঠিক অধ্যয়ন ও মূল্যায়নের জন্য হাদীস শাস্ত্র ও হাদীস গ্রন্থাবলী সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দ যেমন অকাট্য এবং সর্ব প্রকারের দুর্বলতা ও সংশয়ের উর্ধ্বে, হাদীস ঠিক তদ্রুপ নয়। বিগত কালের বহু সময়ে ইসলামের শত্রুরা জাল জিনিসকে ও হাদীস নামে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাই হাদীস কাকে বলে, হাদীস ও সুন্নাহ্‌র পার্থক্য কী, কখন ও কীভাবে হাদীস সংকলিত হয়, সহীহ, যয়ীফ ও মওযূ, জাল হাদীসের তারতম্য কীভাবে করতে হয়, হাদীসের গ্রন্থাবলীর কোনটির কিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন না থাকলে ইসলামী জ্ঞানচর্চা অনেক সময় মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই ঘটে যাওয়ার আশংকা বেশি থাকে।

বাংলা ভাষায় হাদীসের মৌলিক গ্রন্থাবলীর প্রায় সবই অনূদিত ও প্রকাশিত হলেও 'উলূমুল হাদীস' তথা হাদীসের প্রাসঙ্গিক জরুরী বিষয়াদির উপর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা খুবই নগন্য। তরুণ লেখক ও গবেষক মাওলানা মুশতাক আহমদ 'উলূমুল হাদীস' শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্যের এ অভাব পূরণে সচেষ্ট হন।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক হাদীস ও ইলমে হাদীস, ইসলামী শরীআতে হাদীসের অপরিহার্যতা, মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হাদীস, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস ও জীবন চরিতের বৈশিষ্ট্যাবলী, হাদীস গ্রন্থাবলীর বিন্যাস পদ্ধতি, হাদীসের সংরক্ষণ ও প্রচারে স্বয়ং মহানবী (সা)-এর ভূমিকা, নবী (সা)-এর যুগে হাদীস লিখন, নবীজীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের সংকলিত হাদীসের কতিপয় প্রাচীন গ্রন্থ, সাহাবায়ে কিরাম-এর হাদীস চর্চা, বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে হাদীস গ্রন্থাবলীর স্তর বিভক্তি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন।

গ্রন্থটি বাংলায় ইসলামী সাহিত্যের জগতে একটি অমূল্য সংযোজন।[১৯]

---

১৯. মাওলানা মুশতাক আহমদ, *উলূমুল হাদীস*, ইফাবা, ঢাকা, জুন ১৯৯৯ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ৩

ইসলামী বিশ্বকোষ, সীরাত বিশ্বকোষ ও সীরাত বিষয়ক প্রকাশনা

ইসলামী বিশ্বকোষ

বিশ্বকোষ হচ্ছে বিশ্ব জগতের যাবতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। ইংরেজিতে বলা হয় Encyclopaedia;এই Encyclopaedia গ্রিক শব্দ enkylios (বৃত্তাকারে বা চক্রাকারে) paideia (শিক্ষা) হতে উৎপন্ন। সেজন্য এর অর্থ হচ্ছে বিদ্যাশিক্ষা-চক্র বা পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণ। পরিভাষায় বলা যায় যে, যে গ্রন্থে জ্ঞানের সমুদয় শাখার ব্যাপক পরিচয় সংক্ষেপে একত্রিত হয় তাকে বিশ্বকোষ বলে। আরবিতে একে 'দায়েরাতুল মা'আরিফ' বা 'আল মাওসুআহ্' বলা হয়।

ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার যে গ্রন্থে সংক্ষেপে সংকলিত হয় তাকে ইসলামী বিশ্বকোষ বলে। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতি সৃষ্টি করে তাদেরকে তার নির্দেশ মতো চলার জন্য যে পথ ও পদ্ধতি, বিধি বিধান দিয়েছেন সেটা ইসলাম নামে খ্যাত। এ ইসলাম প্রচলিত অর্থে শুধুমাত্র একটি দ্বীন বা ধর্ম নয়, এটা একটি আদর্শ ও প্রগতিশীল জীবন দর্শন, সে সঙ্গে সার্বজনীন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাও বটে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও রয়েছে ইসলামের একচ্ছত্র আধিপত্য। সেজন্য দেখা যায় ইসলামের অবদান রয়েছে, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত। এমন কি শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, দেশাত্ম ও আধ্যাত্ম সঙ্গীত, দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, মানবতা, আধ্যাত্মসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনের ন্যূনতম স্থান ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান থেকে অতীতে মুক্ত ছিল না, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। হাজার হাজার বছর পরিক্রমায় সৃষ্ট ইসলাম ও মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অবদান সমগ্র বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে মুদ্রিত পুঁথির পৃষ্ঠায় শিলালিপিতে, পাণ্ডুলিপিতে, বইয়ের পৃষ্ঠায়, স্থাপত্য নিদর্শনে, নানা সংগঠন ও অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে নিক্ষিপ্ত বা সংকলিত অবস্থায়। এ ধরনের অতীত ইতিহাস ঐতিহ্য নিক্ষিপ্ত বা সংকলিত অবস্থায়। এ ধরনের অতীত ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান ও সংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলিত হয়েছে; হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

অনুসন্ধিৎসু মুসলিম-অমুসিলম নির্বিশেষে সব স্তরের পাঠক-পাঠিকা, ছাত্র-শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে সহজ-সরলভাবে ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান একত্রিত করে প্রামাণ্য হিসাবে তুলে ধরাই ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

বাংলা একাডেমী ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে লাইডেন হতে প্রকাশিত "Shorter Encyclopaedia of Islam" শীর্ষক ইসলামী বিশ্বকোষটি অনুবাদ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করে প্রকাশ করতে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেন। অতঃপর বাংলা একাডেমী ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে ১৯৭৬ সালে উক্ত পাণ্ডুলিপিটি হস্তান্তর করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ উক্ত পাণ্ডুলিপিতে সম্পাদনা বোর্ডের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংযোজন-বিয়োজন করে বিশ্বকোষ সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বিত নিরলস পরিশ্রম ও প্রয়াসে দুই খণ্ডে ১৯৮২ সালের মে ও জুন মাসে প্রকাশ করেন। যার নামকরণ করা হয়েছিল 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ।' কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় পৃথকভাবে নতুন নিবন্ধসহ 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট' নামে একটি খণ্ড প্রকাশ করে।

বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ

প্রায় ২৪ কোটি বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলিম-অমুসলিমদের দিকে লক্ষ্য করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ দেশের বিদগ্ধ মুসলিম আলেম উলামাদের সমন্বয়ে একটি সম্পাদনা বোর্ড গঠন করেন, তাঁদের সমন্বিত নিরলস পরিশ্রম,

Dhaka University Institutional Repository

ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ত্যাগের বিনিময়ে ২৮ খণ্ডে বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলিত হয়। বিশ্বকোষ সম্পাদনা বোর্ডের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিশ্বকোষ সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বিত নিরলস কর্তব্যনিষ্ঠা ও ত্যাগের বিনিময়ে ১৯৮৬ খ্রি. সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ ২৬ খণ্ডে ২৮ ভলিউমে প্রকাশিত হয়।[১]

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ জুন ১৯৮২, ৫ম সংস্করণ মে ২০০৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫২৮, মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ জুন ১৯৯২, ৪র্থ সংস্করণ জুন ২০০৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫১৯, মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (অতিরিক্ত খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৫৪, মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা।

জ্ঞান বিজ্ঞানের যাবতীয় তথ্য একত্রে সংকলন করে পাঠকের নিকট পরিবেশন করার উদ্দেশ্যে বিশ্বকোষ প্রণীত হয়েছে। বিশ্বের যেখানেই জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা অনুশীলন হয়েছে সেখানেই বিশ্বকোষ প্রকাশ হয়েছে। বিশেষ করে যারা গবেষক, সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী তাদের জন্য বিশ্বকোষের উপযোগিতা একান্ত জরুরী। ইসলামী বিশ্বকোষ ইসলাম সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে ইংরেজী এবং অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ইসলাম কেবল একটি জীবন দর্শন নয়; ইহা একটি সমাজ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থাও। প্রায় চৌদ্দ কোটি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলায় বর্তমান ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের পূর্বে এ জাতীয় কোন সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। বর্তমান ইসলামী বিশ্বকোষটি সংক্ষিপ্ত হলেও ইহার কলেবর নেহায়েত ক্ষুদ্র নয়। এই জাতীয় গ্রন্থের সম্পাদনা ও প্রকাশনা দুরূহ ব্যাপার। বর্তমান বিশ্বে ইসলাম একটি জাগরণমুখি শক্তি হিসাবে সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় ইহার চর্চা পূর্বের তুলনায় বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ইসলামী জ্ঞান সাধনায় ইসলামী বিশ্বকোষের গুরুত্ব ও বৃদ্ধি পেয়েছে। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ দুই খণ্ড সেক্ষেত্রে ইহার প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করছে। এদেশের অনুসন্ধিৎসু ইসলামী জ্ঞান চর্চাকারী ও সাধকের সমস্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশ করেছে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ।[২]

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'আ' থেকে 'ন'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'প' থেকে 'হ'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়।

১৯৮২ সালের জুন মাসে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ৬৯৫ টি নিবন্ধ সহযোগে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এটাই ছিল প্রথম ইসলামী বিশ্বকোষ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা কর্তৃক ইহা বিপুলভাবে সমাদৃত হয় এবং অল্প দিনের মধ্যেই এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ সীমিত কলেবরে ও স্বল্প সমাহারে প্রকাশিত হয়েছিল বিধায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ তাতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে অতিরিক্ত ৬৮ টি নিবন্ধ সংযোজন করে "সংক্ষিপ্ত ইসলাম বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট" নামে একটি সংস্করণ ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়।

ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ থাকলেও বাংলা ভাষায় এটাই ছিল প্রথম ইসলামী বিশ্বকোষ। এর দ্বারা একদিকে যেমন বাংলাভাষী মুসলিমগণের জ্ঞানানুসন্ধানে ও জ্ঞানার্জনে বিশেষ সহায়ক হবে, অন্যদিকে তেমনই অমুসলিমগণও এর দ্বারা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করে উপকৃত হবেন। তদুপরি যাঁরা ইসলামী বিষয়ে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনায় আগ্রহী কিংবা গবেষণা কর্মে অভিলাষী, তাঁদের জন্য এই বিশ্বকোষ মূল্যবান নির্ভরযোগ্য তথ্য ভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং তদ্দরুণ এই ধরনের রচনা ও গবেষণা অধিকতর উৎসাহ লাভ করবে, ফলে সমগ্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে এর সুদূরপ্রসারী শুভ প্রভাব পরিব্যপ্ত হবে।

---

১. মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন খান, *দৈনিক যুগান্তর* ঃ ঢাকা, শুক্রবার ৭ মার্চ ২০০৩।
২. এম.এ. কালাম সরকার, *শতাব্দীর কণ্ঠ*, কিশোরগঞ্জ, ২৮ আগস্ট ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৮৬, ২য় সংস্করণ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮০০, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৬, ২য় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৫৬, মূল্য ঃ ৪৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (৩য় খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৭, ২য় মুদ্রণ নভেম্বর ২০০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৭০, মূল্য ঃ ৪৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (৪র্থখণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ মে ১৯৮৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৭২, মূল্য ঃ ৪৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (৫ম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৮০, মূল্য ঃ ৪৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (৬ষ্ঠ খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ জুন ১৯৮৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৮৮, মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (৭ম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৮০, মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (৮ম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ জুন ১৯৯০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭০৪, মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (৯ম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৭৬, মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (১০ম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ মে ১৯৯১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮০০, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (১১তম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৬৮, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (১২তম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮০০, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (১৩তম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮০০, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিশ্বকোষ (১৪তম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৯২, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (১৫তম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ মে ১৯৯৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮০০, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (১৬তম খণ্ড ১ম ভাগ)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৬৪, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (১৬তম খণ্ড ২য় ভাগ)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ মার্চ ১৯৯৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৭২, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (১৭তম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ মে ১৯৯৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৬৮, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (১৮তম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ মে ১৯৯৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮০০, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (১৯তম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮০০, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (২০তম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮০০, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (২১তম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৯২, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (২২তম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৬০, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (২৩তম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ জুন ১৯৯৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৯২, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (২৪তম খণ্ড ১ম ভাগ)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৭২, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিশ্বকোষ (২৪তম খণ্ড ২য় ভাগ)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৩৪, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (২৫তম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৯৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮০০, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (২৬তম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ নভেম্বর ২০০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮৫৬, মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা।

বাংলাদেশী জাতির নৈতিকতার প্রতীক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি বই প্রকাশ করেছে। এসব বইয়ের মধ্যে আছে আল-কুরআনুল করীম, তাফসীর, সিহাহ্ সিত্তাহ্'র হাদীস সংকলনসহ সুবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থাবলী, সীরাতে রাসূলুল্লাহ (সা), সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, জীবনী গ্রন্থ, কিশোর-গ্রন্থ, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি। তবে এসব গ্রন্থের মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সবেচেয়ে মর্যাদাবান প্রকাশনা হচ্ছে 'ইসলামী বিশ্বকোষ'। এ উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে একটি স্বতন্ত্র প্রকল্প গ্রহণ করে এবং এ প্রকল্পের উদ্যোগে দেশের বরেণ্য লেখক, সাহিত্যিক, গবেষকদের মেধা ও শ্রমে দীর্ঘ পনের বছরে মোট ২৮ খণ্ডে 'ইসলামী বিশ্বকোষ' প্রণয়ন ও মুদ্রণ সম্পন্ন করা হয়। বাংলা ভাষার সবচেয়ে মর্যাদাবান ও সর্ববৃহৎ এ প্রকাশনার কাজ শেষ হয় ২০০০ সালে। ইতোমধ্যে এর অনেকগুলো খণ্ডের সবগুলো কপি বিক্রি হয়ে যাওয়ায় এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ উদ্যোগের অংশ হিসাবে সম্প্রতি প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইসলামী বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ডটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় জানুয়ারী ১৯৮৬-তে এবং এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর ২০০০-এ। এবার এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ইসলামী বিশ্বকোষ-এর ২৮ খণ্ডের পরিসর মোট ২৬০২ ফর্মা। এতে প্রকাশিত নিবন্ধের সংখ্যা ১৩১৯২টি। তন্মধ্যে মৌলিক নিবন্ধ ৪০৪৫টি এবং অনুদিত নিবন্ধ ৯১৪৭টি। এসব নিবন্ধের ২টি ফেরেশতা সম্পর্কিত, ১৫টি নবী রাসূল বিষয়ক, ২৬৪৪টি সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর উপর, ৪৭৬২টি তাবেঈন-তাবে তাবেঈন, অলী-আউলিয়া, পীর-বুযুর্গ ও মনীষীদের সম্পর্কে, ২০৮৭টি আকীদা ও আমল বিষয়ক, ১১৮৪টি গোত্র ও সম্প্রদায় সম্পর্কিত, ২৩৪০টি ভৌগোলিক স্থান ও ১৫৮টি অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত। ২৮ খণ্ডের মোট মূল্য ১৫,৭৫০/০০ টাকা।

প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'অ' এবং 'আ'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। প্রথম নিবন্ধ 'অন্ধকূপ হত্যা' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'আবদুল্লাহ ইবন্ মায়মূন'। সূচীপত্র গ্রন্থের শেষাংশে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের শুরুতে নিবন্ধকার ও অনুবাদকবৃন্দের নামের তালিকা রেফারেন্স গ্রন্থের নাম ও প্রথম সংস্করণের ভূমিকা প্রভৃতি মুদ্রিত হয়েছে। এ তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে মোট ১২৪জন নিবন্ধকার অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক নিবন্ধের লেখক-অনুবাদক হচ্ছেন মরহুম হুমায়ুন খান, তাঁর নিবন্ধ সংখ্যা ৬৪টি। দ্বিতীয় স্থানে আছেন এ এনতম মাহবুবুর রহমান ভূঞা, তাঁর নিবন্ধ সংখ্যা ৪৪টি। উল্লেখ্য, প্রথম সংস্করণের ১৫ সদস্যবিশিষ্ট সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি ছিলেন আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ ফেরদাউস খান। দ্বিতীয় সংস্করণের ৪ সদস্যবিশিষ্ট সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি এটিএম মুছলেহউদ্দীন এবং সদস্য সচিব আবু সাঈদ মুহম্মদ ওমর আলী।[৩]

দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'আ'-এর আদ্যাক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ আবুত-তামাহান আল-কায়নী' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'আলান্য়া'। তৃতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'আ' এবং 'ই'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'আলেবা ওয়াল কিল্'আ' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'ইবন তাবাতাবা'। চতুর্থ খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'ই'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'ইব্ন তায়মিয়্যা (র)' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'ইলতুত্মিশ'। পঞ্চম খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'ই', 'ঈ' এবং 'উ'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'ইল্‌দেনিস, শামসুদ-দীন' এবং সর্বশেষ

৩. মনুজুরুল করীম চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম* ঃ ঢাকা, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

নিবন্ধ 'উমার ইব্ন 'আওফ আন-নাখঈ'। ষষ্ঠ খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'উ', 'ঊ', 'ও' এবং 'ক'-এর আদ্যাক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'উমার ইব্ন 'আবদিল 'আযীয (র)' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'কাব্শ (দ্র. বাদব) সপ্তম খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'ক'-এর আদ্যাক্ষরযুক্ত ব্যক্তি এবং স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'কাবশা বিন্ত আওস (রা), এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'কিতমীর'।

অষ্টম খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'ক'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'কিতাব' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'আল-কুরআন'। নবম খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'ক' এবং 'খ'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'কুরকুদ ইব্ন বায়াযীদ' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'খালিদ ইব্নুল বারসা (রা)'। দশম খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'খ', 'গ', 'ঘ' এবং 'চ'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'খালিদ ইব্নুল বুকায়র (রা)' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'চূবান'। একাদশ খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'চ' থেকে 'ঠ'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'চেংগীস খান' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'ঠাট্টাহ (দ্র. থাট্টা)'। দ্বাদশ খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'ড', 'ঢ' এবং 'ত'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'ডন্মি' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'তুলূনী বংশ'। ত্রয়োদশ খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'ত' থেকে 'ন'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'তূস' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'নামূস'। চতুর্দশ খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'ন' থেকে 'ফ'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'নাযর, নযর' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'ফাল'।

পঞ্চদশ খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'ফ' এবং 'ব'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'ফাল-নামাহ্' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'বারুজির্দ'। ১৬শ খণ্ডের ১ম ভাগে স্থান পেয়েছে 'ব' এবং 'ভ'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'বারাদ' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'ভাম্ভুর'। ১৬শ খণ্ডের ২য় ভাগে স্থান পেয়েছে 'ভ' এবং 'ম'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'ভারতবর্ষ' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'মাছালিব'। ১৭শ খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'ম'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'আল-মাজ্জাবী' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'আল-মার'আ'। ১৮শ খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'ম'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'মার'আ (চারণভূমি) এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'মাহ্রাম বিলকীস (দ্র. মারিব)। ১৯শ খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'ম'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'মাহ্রী' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'মুতলাক'। ২০শ খণ্ডে ও স্থান পেয়েছে 'ম'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ মু'তা এবং সর্বশেষ নিবন্ধ '(হযরত) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'। ২১শ খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'ম' এবং 'য' এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'মুহাম্মদ (সূরা)' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'যোত্ত'। ২২শ খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'য়' এবং 'র'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'য়াইলা' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ ' রোহিলা'।

২৩শ খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'ল' এবং 'শ'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'লক্ষীছড়ি' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'আশ-শীরাযী, সাদরুদ্দীন'। ২৪শ খণ্ডের ১ম ভাগে স্থান পেয়েছে 'শ' এবং 'স'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'শু'আয়ব কুরায়শী' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'সারেকাত ইসলাম'। ২৪শ খণ্ড ২য় ভাগে স্থান পেয়েছে 'স'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'সালখাদ' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'আস-স্লাবী'। ২৫শ খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'হ'-এর আদ্যাক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'হবিগঞ্জ' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'হিস্বা'। ২৬শ খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'হ'-এর আদ্যক্ষরযুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম এবং অন্যান্য বিষয়। এ খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ 'হিস্স' এবং সর্বশেষ নিবন্ধ 'সোনারগাঁও'।

একথা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হওয়ার পর লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষক তথা প্রতিটি মহলে এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। ইসলামী বিশ্বকোষের উপর নির্ভর করে তাঁরা তাঁদের জ্ঞান-গবেষণা চালিয়ে যেতে নিশ্চিন্ত বোধ করেন। ইসলামী বিশ্বকোষের নিবন্ধগুলোকে আরও সমৃদ্ধ করার মানসে বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা এর সমস্ত নিবন্ধ পুনঃ সম্পাদনা করা হচ্ছে। অনেক নিবন্ধই নূতন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে এবং হচ্ছে। বেশ কিছু নিবন্ধ নূতনভাবে লেখানো হচ্ছে।

ইসলামী বিশ্বকোষ দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের বানানরীতির পরিবর্তন করে প্রচলিত বানান রীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতে পাঠকগণ দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদকে সাধুবাদ জানিয়েছে। আগামীতে সাধু ভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষা ব্যবহার করা যায় কিনা সে বিষয়েও নজর দেয়া যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিশ্বকোষ নিবন্ধ সূচী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৫২, মূল্য ঃ ১১০ টাকা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পবিত্র কুরআন, তাফসীর, হাদীস, সিরাত গ্রন্থ, সাহাবা চরিত, ইসলামের ইতিহাস শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ, জীবনী গ্রন্থ, শিশুতোষ গ্রন্থ প্রভৃতির এক বিশাল ভাণ্ডার বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করেছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর প্রকাশনা বর্তমানে ৩৫০০ ছাড়িয়ে গেছে। এই বিপুল সংখ্যক প্রকাশনার অন্যতম হচ্ছে ২৮ খণ্ডে মুদ্রিত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সর্ববৃহৎ 'ইসলামী বিশ্বকোষ'।

আলোচ্য গ্রন্থটি 'ইসলামী বিশ্বকোষ'-এর নিবন্ধ সূচী। অর্থাৎ ইসলামী বিশ্বকোষের কোন্ খণ্ডে কোন্ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে– এই নিবন্ধ সূচী দেখে তা একনজরে বের করা সম্ভব হবে।

২৮ খণ্ডে প্রকাশিত 'ইসলামী বিশ্বকোষ'-এর মুদ্রিত মূল্য ১৫,৭৫০ টাকা। এইজন্য অনেকের পক্ষে সকল খণ্ড ক্রয় করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাছাড়া, যাদের সংগ্রহে সকল খণ্ড আছে, প্রয়োজনের সময় নির্দিষ্ট নিবন্ধটি খুঁজে পেতে তাদেরও বেগ পেতে হয়। তাই নিবন্ধ সূচীটি হাতের কাছে থাকলেও উদ্দিষ্ট বিষয়টি তৎক্ষণাৎ খুঁজে পাওয়া সহজ হবে।

একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থের/বিশ্বকোষের স্বতন্ত্র নিবন্ধসূচী প্রকাশের রেওয়াজ চালু আছে। যেমন ১৬ খণ্ডে বিভক্ত 'কানযুল উম্মাল', ৮ খণ্ডে বিভক্ত 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া', ৮ খণ্ডে বিভক্ত 'আত-তাবাকাতুল কুবরা' ইত্যাদি সুবিখ্যাত কিতাবের স্বতন্ত্র বিষয়সূচী রয়েছে।

লেখক-গবেষকদের পক্ষ থেকে 'ইসলামী বিশ্বকোষ'-এর একটি স্বতন্ত্র বিষয়সূচী বা নিবন্ধ সূচী প্রকাশের দীর্ঘদিনের একটি দাবী ছিল। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ দেরীতে হলেও সুধী পাঠক ও গবেষকদের দীর্ঘদিনের এ দাবী পুরণ করেছে। এই নিবন্ধ সূচী থেকে ২৮ খণ্ডে প্রকাশিত 'ইসলামী বিশ্বকোষ' সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যও জেনে নেয়া সহজ হবে। অর্থাৎ বিশ্বকোষের কোন্ খণ্ডে কোন্ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, এ থেকে তা যেমন জানা যাবে, তেমনি কোন্ খণ্ড কত পৃষ্ঠার, সে খণ্ডে কয়টি নিবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে, এর মধ্যে কয়টি মৌলিক, কয়টি অনূদিত, কি কি বিষয়ে কয়টি করে নিবন্ধ ছাপা হয়েছে এবং কোন্ খণ্ডের মূল্য কত তাও জানা যাবে। গ্রন্থের শেষে 'একনজরে ইসলামী বিশ্বকোষ-এর বৈশিষ্ট্য' শিরোনামে একটি ছকে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। ফলে ইসলামী বিশ্বকোষ-এর পাঠকদের জন্য এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় সহায়ক গ্রন্থ। তাছাড়া, যারা 'ইসলামী বিশ্বকোষ'-এর সকল খণ্ড এখনও কিনতে পারেননি, তাদের জন্য তো এ গ্রন্থটি আরো বেশী সহায়ক।[৪]

---

৪. মুকুল চৌধুরী, (১) *দৈনিক ইত্তেফাক*,, ঢাকা ঃ ১৯ নভেম্বর, ২০০৪।
(২) *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ৩ ডিসেম্বর, ২০০৪।

এক নজরে ইসলামী বিশ্বকোষ-এর বৈশিষ্ট্য[৫]

ক্রমিক	খণ্ড	ফর্মা সংখ্যা	মোট নিবন্ধ	অনূদিত	মৌলিক	ফিরিশতা	নবী	সাহাবী	বুযর্গ ও মনীষী	আকীদা ও আমল	গোত্র ও সম্প্রদায়	ভৌগোলিক স্থান	অন্যান্য	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
০১	১ম খণ্ড	৮৪	৭৬৪	৫৫১	২১৩	--	--	১৬৬	৩২৩	১৪১	৩৮	৯৬	--	৪৯০.০০
০২	২য় খণ্ড	৮৫	৬৫৪	৫৪৬	১০৮	০১	০১	৮৪	৩৫৩	৯৬	২২	৯৭	--	৪৯০.০০
০৩	৩য় খণ্ড	৮৪	৬৫৩	৫০৪	৯৯	—	০১	১৩	৩৯৩	১১৩	৪১	৪২	--	৪৯০.০০
০৪	৪র্থ খণ্ড	৮৪	৪৮২	৪৩০	৫২	—	০১	১৩	৪০১	২৭	২৯	১১	--	৪৯০.০০
০৫	৫ম খণ্ড	৮৫	৪৫৪	২২০	২৩৪	০১	০৪	১৬২	১৩৫	২৯	৮৪	৩৯	--	৪৯০.০০
০৬	৬ষ্ঠ খণ্ড	৮৬	৫০০	২৯৮	২০২	--	০২	১৫৯	১৪৫	১০৬	৯৬	৭২	--	৫০০.০০
০৭	৭ম খণ্ড	৮৫	৪৮২	৩০৬	১৭৬	--	--	১৪৯	১১৩	৮৭	৩৪	৯৯	--	৫০০.০০
০৮	৮ম খণ্ড	৮৮	৯৯৭	১৪৯	৪৮	--	--	২৩	৪৩	৫৫	১৫	৬১	--	৫০০.০০
০৯	৯ম খণ্ড	৯৭	৪৫৩	৩০০	১৫৩	--	--	৯৩	১৩৭	৮১	৩৮	১০৪	--	৫৯০.০০
১০	১০ম খণ্ড	১০০	৫৬০	৪১৩	১৪৭	--	--	৫২	২০৮	৮৭	৫৪	১৫৯	--	৫৯০.০০
১১	১১শ খণ্ড	৯৬	৬৯১	৩৪৪	৩৪৭	--	--	২১২	২০৬	১০৫	৩৯	১২৯	--	৫৯০.০০
১২	১২শ খণ্ড	১০০	৩৮১	২৮১	১০০	--	--	৪০	১১৯	১১৪	২৬	৮২	--	৫৯০.০০
১৩	১৩শ খণ্ড	১০০	৬০৬	৪৪৭	১৫৯	--	০২	৮৮	১৯৬	১৩০	৪১	১৪৯	--	৫৯০.০০
১৪	১৪শ খণ্ড	৯৯	৪৮৩	৩২৮	১৫৫	--	০১	৮৮	১৬৩	৯৬	১৯	১১৬	--	৫৯০.০০
১৫	১৫শ খণ্ড	১০০	৫৪৩	৪৫৯	৮৪	--	--	৩৮	১৪৬	১৩১	৫৩	১৭৫	--	৫৯০.০০
১৬	১৬শ খণ্ড (১ম ভাগ)	৮৩	৫৫৮	৪৩১	১২৭	--	--	৯২	১৪৩	১০	১৪০	১৭৩	--	৫৯০.০০
১৭	১৬শ খণ্ড (২য় ভাগ)	৮৪	১৮১	১৪৪	৩৭	--	--	১২	৪২	৩১	২৭	৬৯	--	৫৯০.০০
১৮	১৭শ খণ্ড	৯৬	২৩৬	১৯১	৪৫	--	--	৩৫	৬৪	৬৭	২০	৫০	--	৫৯০.০০
১৯	১৮শ খণ্ড	১০০	৩১৩	২১৮	৯৫	--	--	৮৩	৭০	১০৫	১৮	৩৭	--	৫৯০.০০
২০	১৯শ খণ্ড	১০০	৩৭০	২৭০	১০০	--	--	৮৪	১০১	৪৪	১৮	৪৪	৭৯	৫৯০.০০
২১	২০শ খণ্ড	১০০	৩৪৩	২৬৪	৭৯	--	--	৫৬	১৪৪	৫৬	২০	১৭	৫০	৫৯০.০০
২২	২১শ খণ্ড	৯৯	৬০০	৪২০	১৮০	--	--	১১০	৩২৫	৪২	৭২	৫১	--	৫৯০.০০
২৩	২২শ খণ্ড	৯৫	৪৮৫	২৬৭	২১৮	--	--	১৭৭	১২৭	৩০	৭৫	৭৬	--	৫৯০.০০
২৪	২৩শ খণ্ড	৯৯	৪৪১	৩০৩	১৩৮	--	--	৬৭	১৪৮	৩৪	৯২	১০০	--	৫৯০.০০
২৫	২৪শ খণ্ড (১ম ভাগ)	৮৪	৪৪৬	২৫০	১৯৬	--	০১			৬১	২৬	৭৭	১৯	৫৯০.০০
২৬	২৪শ খণ্ড (২য় ভাগ)	৯৩	৪৬৭	২৬৯	১৯৮	--	০২	১৬০	৯৮	৭৫	২০	১১২	--	৫৯০.০০
২৭	২৫শ খণ্ড	১০০	৫৩৬	৩৮৪	১৫২	--	--	১৩২	১৬২	৯২	৯৩	৫৭	--	৫৯০.০০
২৮	২৬শ খণ্ড (পরিশিষ্টসহ)	১০৭	৩৬৩	১৬০	২০৩	--	--	১০৫	১৪৮	৪২	১৪	৪৬	০৮	৫৯০.০০
সর্বমোট		২৬০২	১৩১৯২	৯১৪৭	৪০৪৫	০২	১৫	২৬৪৪	৪৭৬২	২০৮৭	১১৮৪	২৩৪০	১৫৮	১৫৭৫০.০০

৫ ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ, ইসলামী বিশ্বকোষ নিবন্ধ সূচী, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

সীরাত বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ অক্টোবর ২০০০, ২য় সংস্করণ নভেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫২৮, মূল্য ঃ ৩৫০.০০ টাকা।

সীরাত বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ মার্চ ২০০১, ২য় সংস্করণ নভেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৬০, মূল্য ঃ ৩৫০.০০ টাকা।

সীরাত বিশ্বকোষ (৩য় খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৩১, মূল্য ঃ ৩৫০.০০ টাকা।

সীরাত বিশ্বকোষ (৪র্থ খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ জুন ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৭৫, মূল্য ঃ ৩৫০.০০ টাকা।

সীরাত বিশ্বকোষ (৫ম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ জুন ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬০০, মূল্য ঃ ৩৫০.০০ টাকা।

সীরাত বিশ্বকোষ (৬ষ্ঠ খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬০০, মূল্য ঃ ৩৫০.০০ টাকা।

সীরাত বিশ্বকোষ (৭ম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬০০, মূল্য ঃ ৩৫০.০০ টাকা।

সীরাত বিশ্বকোষ (৮ম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৯২, মূল্য ঃ ৩৫০.০০ টাকা।

সীরাত বিশ্বকোষ (৯ম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৩৪, মূল্য ঃ ৩৫০.০০ টাকা।

সীরাত বিশ্বকোষ (১০ম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ মার্চ ২০০৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৭৬, মূল্য ঃ ৩৫০.০০ টাকা।

সীরাত বিশ্বকোষ (১১তম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ জুন ২০০৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৬০, মূল্য ঃ ৩৫০.০০ টাকা।

সীরাত বিশ্বকোষ (১২তম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ মার্চ ২০০৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৪৩, মূল্য ঃ ৩৫০.০০ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সীরাত বিশ্বকোষ (১৩তম খণ্ড)

সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম প্রকাশ জুন ২০০৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৯৯, মূল্য ঃ ৩৫০.০০ টাকা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইসলামের অবদান ব্যাপক ও বহুমুখী। এসব অবদান মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেগুলির মূল কথা ও তথ্যগুলি সংগ্রহ করে ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন করা হয়। সুশিক্ষিত ও উন্নত জাতি কর্তৃক ইংরেজি, আরবী, উর্দু, ফারসী ও তুর্কীসহ বেশ কয়েকটি ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলিত হয়েছে। কিন্তু ২৪ কোটি বাংলাভাষী মানুষ বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জাতির জন্য বাংলা ভাষায় কোন ইসলামী বিশ্বকোষ রচিত হয়নি। তাই এ শূন্যতা পূরণের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৮০ সালে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৮৬ সালের জানুয়ারিতে (বৃহৎ) ইসলামী বিশ্বকোষের ১ম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় এবং ১৯৯৯ সালে ২৮ খণ্ড ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়।

১৯৮৫ সালে প্রকল্পটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে রূপ লাভ করে। তারই আওতায় ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমলে (১৯৯৫-২০০০) নবী করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের জীবন ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ২২ খণ্ডে সমাপ্য 'সীরাত বিশ্বকোষ' নামে পৃথক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

প্রাথমিকভাবে ২ খণ্ডে হযরত আদম (আ) থেকে হযরত রাসূল (সা)-এর পূর্ব পর্যন্ত আগত নবী-রাসূলদের জীবনী, ১০ খণ্ডে সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনী এবং ১০ খণ্ডে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর জীবনী রচনা ও প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

মহান আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর মহান চরিত্র ও অভিপ্রায়ের বাস্তব রূপদান করা এবং সব ক্ষেত্রে তাঁরই আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু দুনিয়াতে আগমনের পর অভিশপ্ত শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সীমাহীন গাফলতি তো করেই বরং খোদ সেই মহান স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ ও নাফরমানীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। তাই দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রিয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতিকে তাদের পদস্খলন ও অধঃপতন থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে উভয় জগতের শান্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করার জন্য যুগে যুগে তাঁরই মনোনীত একদল আদর্শবান, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী মানুষ প্রেরণ করেছিলেন, তাঁরা নবী-রাসূল নামে খ্যাত ও পরিচিত। আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান তথা তাঁদের আনীত শিক্ষামালার পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁদের জীবন ও কর্মে।

নবুয়তী ধারায় সর্বশেষ স্তম্ভ হলেন নবী-রাসূলদের নেতা, সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)। তাঁরপর আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। তিনি এসেছিলেন সারা বিশ্বের সর্বকালের ও সর্বযুগের গোটা মানব সমাজের নবী ও রাসুল রূপে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী করে পাঠিয়েছেন।

এই সব নবী-রাসূলের বিশেষত আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন চরিত্রকে সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য অনুসরণীয় অনুকরণীয় দিকদর্শন হিসেবে পেশ করা হয়েছিল। যাতে তার আলোকে উম্মতের পথচলা সহজ হয়। মুসলিম মিল্লাতের জনক হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে তাই ইরশাদ হয়েছে– "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ" (৬০ ঃ ৪)। অনুরূপভাবে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা) সম্পর্কে বলা হয়েছে– "তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)। কুরআন করীমে প্রতিনিধি হিসেবে স্থানীয় দু'জন নবীর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে বলে ঘোষণা করা হলেও মুলত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সকলের মধ্যেই গোটা মানব জাতির জন্য অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে। তাঁরা ছিলেন আদর্শের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ও বাস্তব নমুনা।

সুতরাং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের আদর্শ তথা তাঁদের জীবন ও কর্মের সম্যক ধারণা লাভ করা উম্মতের জন্য একান্ত জরুরী। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত নবী-রাসূলদের জীবন ও কর্ম তথা জীবন চরিতের উপর সঠিক তথ্য সম্বলিত প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। নবী-রাসূলদের জীবন চরিতের বিবরণ কুরআন, হাদীস, তাফসীর ও প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আরবী, উর্দু, ফারসী, ইংরেজী, প্রভৃতি ভাষায়। সেগুলি সংগ্রহ করে এবং তার উপর আরো ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে বিশ্বকোষের আঙ্গিকে সম্পূর্ণ মৌলিকভাবে রচনা করা হয়েছে এ সীরাত বিশ্বকোষ। এ কাজ করতে আরবী, উর্দু, ইংরেজি ও বাংলা এ চারটি ভাষায় সমানভাবে দক্ষতার প্রয়োজন। তাই এর লেখক হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে দেশের খ্যাতনামা মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও গবেষকদেরকে। এর রচিত নিবন্ধগুলি যথাযথভাবে ও সুচারুরূপে সম্পাদনার জন্য সম্পাদক হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে দেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামকে।

Dhaka University Institutional Repository

সীরাত বিশ্বকোষ রচনা ও সম্পাদনার কাজটি দুরূহ ও শ্রমসাধ্য হলেও সম্মানিত লেখক ও সম্পাদকদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ফলে তা সমৃদ্ধি ও সফলতা লাভ করেছে। যার ফলে মূল পরিকল্পনায় হযরত রাসূলে করীম (সা) এর পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের উপর ২টি খণ্ড প্রকাশের কথা থাকলেও তাঁদের উপর রচিত প্রবন্ধগুলি এত বেশি তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধভাবে লেখা হয়েছে যে, তাঁদের জীবন চরিত ৩ খণ্ডে সমাপ্ত করতে হয়েছে। এই ৩ খণ্ডে সর্বমোট ৩৩ জন নবী-রাসূলের জীবন চরিত স্থান পেয়েছে। প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে হযরত আদম (আ), হযরত শীস (আ), হযরত ইদরীস (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত হূদ (আ), হযরত সালিহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত লূত (আ), হযরত ইসমাঈল (আ), হযরত ইসহাক (আ) ও হযরত ইয়াকুব (আ) সহ মোট ১১ জন সম্মানিত নবীর জীবন চরিত। এঁদের মধ্যে হযরত শীষ (আ)-এর নাম কুরআন করীমে উল্লিখিত হয়নি। তবে তিনি যে নবী ছিলেন এবং তাঁর উপর সহীফা নাযিল হয়েছিল তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

সীরাত বিশ্বকোষের ২য় খণ্ডে স্থান পেয়েছে হযরত ইউসুফ (আ), হযরত শু'আয়ব (আ), হযরত আইয়ূব (আ), হযরত ইউনুস (আ), হযরত জুলকিফল (আ), হযরত ইলিয়াস (আ), হযরত আল-ইয়াসা (আ), হযরত হিযকীল (আ), হযরত উযায়র (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত হারূন (আ), হযরত ইউশা ইব্ন নূন (আ), হযরত শামূঈল (আ), এই মোট ১৩ জন সম্মানিত নবীর জীবন চরিত। এঁদের মধ্যে হযরত হিযকীল (আ), হযরত ইউশা ইব্ন নূন (আ), ও হযরত শামূঈল (আ)-এর নাম কুরআন করীমে উল্লিখিত হয়নি। তবে তাঁদের নবুয়তের ব্যাপারে কারোর দ্বিমত নেই। আর হযরত উযায়র (আ)-এর নাম কুরআন কারীমে থাকলেও তা নবী বা রাসূল হিসেবে নয় বরং ইয়াহূদীরা যে তাঁকে পুত্র বলে দাবী করত সে দাবী খণ্ডনের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে হযরত দাঊদ (আ), হযরত সুলায়মান (আ), হযরত দানিয়াল (আ), হযরত যাকারিয়া (আ), হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ), হযরত মারয়াম (আ), হযরত ঈসা (আ), হযরত লুকমান (আ), হযরত যুলকারনায়ন (আ)–এই নয় জনের জীবন চরিত। এঁদের মধ্যে মারয়াম (আ), হযরত লুকমান (আ) ও হযরত যুলকারনায়ন-এর নাম কুরআন করীমে উল্লেখ করা হলেও তাঁরা নবী ছিলেন কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হযরত দানিয়াল (আ)-এর নাম কুরআন করীমে উল্লিখিত হয়নি। তাঁর নবী হবার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

সীরাত বিশ্বকোষ ৪র্থ খণ্ড থেকে শুরু করেছে সায়্যিদুল কাওনাইন খাতিমুন নাবিয়ীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর জীবন চরিত্র। এতে স্থান পেয়েছে ইসলামের অভ্যুদয়কালে আরবের ভৌগোলিক-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শুভাগমন সম্পর্কে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরাম ও ধর্ম গ্রন্থসমূহের সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী, উপমহাদেশের ধর্মগ্রন্থসমূহে বিধৃত ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ, আসহাবুল ফীলের ঘটনা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বংশ পরিচয়, তাঁর পিতা-মাতার জীবন বৃত্তান্ত, তাঁর জন্ম ও এতদসংক্রান্ত অলৌকিক ঘটনাবলী, তাঁর নামকরণ, দুধ মাতা হালিমার গৃহে লালন-পালন, তাঁর বক্ষ বিদারণ, ব্যবসা উপলক্ষে রাসূল (সা)-এর সিরিয়া গমন এবং খ্রিস্টান পাদ্রীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ, দিনার যুদ্ধে অংশগ্রহণ, হিলফুল ফুযুল গঠন, খাদীজা (রা)-এর সাথে বিবাহ, নবুয়ত লাভ ও নবুয়তের হাকীকত ও মর্যাদা, ওহী নাযিলের সূচনা ও পদ্ধতিসমূহ দাওয়াতের সূচনা ও প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীগণ, ওহীর সাময়িক বিরতি, রাসূল (সা) ও দুর্বল মুসলমানদের প্রতি কাফির কুরায়শদের নির্মম নির্যাতন প্রভৃতি বিষয়।

৫ম খণ্ডে স্থান পেয়েছে মুসলমানদের হাবশায় হিযরত, কাফির কুরায়শদের পক্ষ থেকে রাসূল (সা) ও সাহাবীদের প্রতি আরোপিত সামাজিক বয়কট, দাওয়াত উপলক্ষে রাসূল (সা)-এর তায়েফ গমন, মি'রাজ গমন, জিন্দের ইসলাম গ্রহণ, আকাবার শপথ, সাহাবীগণের মদীনায় হিযরত, রাসূল (সা)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও মদীনায় হিযরত, কুবায় অবস্থান এবং তথায় প্রথম জুম'আর সালাত আদায়, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন, মসজিদে নববী নির্মাণ ও তার বহুমুখী ব্যবহার, মদীনার সনদ, কিবলা পরিবর্তন, আযানের বিধান প্রবর্তন, রাসূল (সা)-এর মসজিদকেন্দ্রীক রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম, মহানবী (সা)-এর শিক্ষা ব্যবস্থা, রাসূল (সা)-এর সময়ে মদীনার সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থা, ইবাদত–সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জের বিধান, রাসূল (সা)-এর আইন ও বিচার ব্যবস্থা।

৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ডে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাগাযী তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিত। ৬ষ্ঠ খণ্ডের প্রথম দিকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ কি ও কেন, জিহাদের ফযীলত ও গুরুত্ব, জিহাদের বিধি বিধান প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ১৯০ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল সম্পর্কেও প্রায় ২৩১ পৃষ্ঠার একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

৮ম ও ৯ম খণ্ডদ্বয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খ্যাতিমান ইতিহাসবেত্তা, ফয়সাল পুরস্কারপ্রাপ্ত ড. এম. মোহর আলীকৃত 'সীরাতুন নবী এন্ড দি ওরিয়েন্টালিস্টস' শীর্ষক গ্রন্থের অনুবাদ। সীরাত রচয়িতাদের কাতারে অমুসলিম লেখকদের একটি

Dhaka University Institutional Repository

অংশও এগিয়ে আসে। তন্মধ্যে পাশ্চাত্যের ইয়াহুদী-খ্রিস্টান পণ্ডিতবর্গের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা শৌর্যবীর্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানে শীর্ষ স্থানীয় জাতি মুসলিমদের ধর্ম, জীবন দর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠে। সেই সাথে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর মান্যবর নেতা ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)-এর জীবন চরিত এবং সভ্যতার ইতিহাসে তাঁর বিশাল অবদান সম্পর্কে অবহিত হবার দরুণ উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসে। এরাই প্রাচ্যবিদ নামে খ্যাত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে জানার আগ্রহ বা ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করাই তাদের উদ্দেশ্য বলে প্রতিভাত হলেও আসলে তাদের উদ্দেশ্য ও মানসিকতা অত্যন্ত জটিল ও ঘৃণ্য। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ও মুসলিমদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করা, বিশ্ব সমাজে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা। সেই জন্যই তারা হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর পূতঃপবিত্র চরিত্রে কলংক লেপনের ঘৃণ্য প্রয়াস চালিয়েছে। বিশ্ব সমাজে তাঁর চরিত্র কলুষিত করার জন্য নির্লজ্জ মিথ্যা ও মতলববাদিতার আশ্রয় নিয়েছে। যুদ্ধাস্ত্রের জাল ছিন্ন করার জন্য এবং সে মুখোশ উন্মোচন করে সঠিক ও সত্য বিশ্ব সমাজকে অবহিত করার জন্য কলম তুলে নিয়েছেন খ্যাতিমান ইতিহাস বিশারদ ড. এম. মোহর আলী। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় তিনি এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেন। অতঃপর অত্যন্ত সফলতার সাথে তিনি রাসূল (সা)-এর মক্কী ও মাদানী জীবন সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ সমাপ্ত করেন, যা ২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বিষয়গুলি বাংলাভাষী পাঠক সমাজকে জানানোর জন্য ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়। অতঃপর স্বয়ং লেখকের কাছ থেকে গ্রন্থ দু'খানি নিয়ে অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়, যা সীরাত বিশ্বকোষ ৮ম ও ৯ম খণ্ডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।[৬]

দশম খণ্ডে স্থান পেয়েছে আখলাকের অধিকারী, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সদাচার, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ধৈর্য, স্নেহমমতা, লজ্জাশীলতা, বিনয় ও নম্রতা, দয়ার্দ্রতা, দানশীলতা, বীরত্ব ও সাহসিকতা, রসবোধ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ন্যায়পরায়ণতা, মেহমানদারী, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য সাদাকাহ গ্রহণ নিষিদ্ধ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপঢৌকন আদান-প্রদান, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কঠোরতা বর্জন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যম পন্থা অবলম্বন, ছিদ্রান্বেষণ ও পরনিন্দা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা), রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাচার, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা), রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৃঢ়চিত্ততা, সত্যবাদিতা, অঙ্গীকার পালন, যুহ্দ ও অল্পে তুষ্টি, গরীব মানুষের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহানুভূতি, বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন, দাস-দাসীর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভূমিকা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোমল ব্যবহার, নারীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সদাচার, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ক্ষমাপ্রদর্শন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দয়া ও উদারতা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মহানুভবতা, জীব-জন্তুর প্রতি মহানবী (সা)-এর দয়া ও মমত্ববোধ, রোগীর সেবায় ও সমবেদনায় রাসূলুল্লাহ (সা), রুগ্ন ব্যক্তির সহিত দেখা-সাক্ষাত ও কুশল বিনিময় সম্পর্কিত নিবন্ধ সমূহ।

একাদশ খণ্ডে স্থান পেয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেবামূলক কার্যক্রম, আত্মীয়তা রক্ষায় হযরত মুহাম্মদ (সা), ইয়াতীমের প্রতি মহানবী (সা)-এর দয়া, প্রতিবেশীর প্রতি বন্ধুত্বসুলভ আচরণ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা, অহংকার ও দাম্ভিকতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নীতি, মু'জিযা কি ও কেন? নবী-রাসূলগণের মু'জিযা, মু'জিযা কারামাত ও ইসতিদরাজের মধ্যে পার্থক্য, শ্রেষ্ঠ মু'জিযা আল-কুরআন, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা, ঘৃতে বরকত হওয়ার ঘটনা, পানিতে বরকত হওয়ার ঘটনা, তাবুক অভিযানে পানির দুর্ভিক্ষ, খাদ্যদ্রব্যে বরকত হওয়ার ঘটনা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বৃক্ষের আগমন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পর্বতারোহণে উহার কম্পমান অবস্থা, চতুস্পদ জন্তুর সহিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথোপকথন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইঙ্গিতে কা'বা ঘরের মূর্তি ভুলণ্ঠিত হলো, মহানবী (সা) ও গায়বী জ্ঞান, মহানবী (সা)-এর খাসাইস বা বৈশিষ্ট্য সমূহ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আসমূহ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৈহিক গঠন, বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ।

সীরাত বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ডে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মোহনীয় ও অপরূপ চরিত্র মাধুরীর বিশদ বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। এ খণ্ডে মদীনায় ইসলাম প্রচার ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ব পর্যন্ত, হুদায়বিয়ার সন্ধি পরবর্তী ইসলাম প্রচার, পত্র মারফত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইসলাম প্রচার, ভূ-সম্পত্তি বরাদ্দপত্র, প্রতিনিধি দল আগমনের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং মহানবী (সা)-এর বিদায় হজ্জ সম্পর্কিত নিবন্ধসমূহ স্থান পেয়েছে।

সীরাত বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ডে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকাল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যবহৃত আসবাবপত্র ও স্মৃতিচিহ্ন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অর্থ-সম্পদ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশ্রাম ও নিদ্রা, পরিবারিক পরিসরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাজকর্ম, রাসূলে করীম (সা)-এর নামসমূহ ও উহার তাৎপর্য, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মী নামের তাৎপর্য, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একাধিক বিবাহের তাৎপর্য, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীগণের পরিচয়, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সন্তান-সন্ততি, সন্তান-সন্ততির

৬. ড. আবদুল জলীল, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী ২০০৭, পৃষ্ঠা ৯০-৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আচার ব্যবহার, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়-স্বজনের পরিচয় এবং তাঁদের সাথে তাঁর ব্যবহার, তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা), দাস-দাসীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও দাসত্বমুক্ত করণে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভূমিকা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা, রাষ্ট্র পরিচালনায় মুহাম্মদ (সা)-এর ভারসাম্য নীতি, আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা), সামাজিক নিরপেক্ষতা বিধানে হযরত মুহাম্মদ (সা) বিষয়ক নিবন্ধসমূহ স্থান পেয়েছে।

সীরাত গ্রন্থ প্রকাশনা

মানব সভ্যতার আলোকিত গতিপথ বিনির্মাণে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শ ও শিক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের অভিধায় ভূষিত। তাঁর শুভ আবির্ভাবের পর থেকে বিগত প্রায় দেড় হাজার বছরে জাতি, ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে পৃথিবীর বহু জ্ঞানী গুণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর প্রশংসা করেছেন। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দীপ্ত জীবনাদর্শ বিশ্ব মানবের জন্য চির অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তিনিই তো সমগ্র মানবজাতির জন্য উসওয়াতুন হাসানা, তিনিই তো বিশ্ব জগতের জন্য রহমত তথা রাহমাতুল-লিল-আলামীন। আমাদের সকল সংকটে ও ক্রান্তিকালে আমরা তাঁকে পেতে পারি মহান দিশারী রূপে। তাই তাঁর আলোকিত জ্যোতি প্রভার কাছে আমাদের বারবার ফিরে যেতে হয়। আর এ কারণেই পৃথিবীর বহু ভাষায় রাসূলে করীম (সা)-এর পবিত্র জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কিত অসংখ্য গ্রন্থ প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছে যুগে যুগে, সৃষ্টি হয়েছে কালজয়ী সীরাত গ্রন্থাবলী। যতদূর জানা যায় বাংলা ভাষায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে জৈন উদ্দীন বিরচিত 'রসূল বিজয়' দিয়ে কাব্যে সীরাত সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল। এরপর কবি গোলাম মোস্তফা রচিত 'বিশ্বনবী' মাওলানা আকরাম খাঁ রচিত 'মোস্তফা চরিত,' অধ্যাপক আবদুল খালেক রচিত 'সাইয়েদুল মুরসালীন', মোবিন উদ্দিন খান জাঁহাগীর নগরী রচিত 'নবী শ্রেষ্ঠ,' আল্লামা শিবলী নু'মানী ও সৈয়দ সোলায়মান নদভী রচিত 'সীরাতুন নবী' গ্রন্থের যথাক্রমে মাওলানা 'মুহিউদ্দীন খান ও অধ্যাপক আখতার ফারুক কর্তৃক বঙ্গানুবাদ, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) রচিত খাসায়েসুল কুবরা গ্রন্থের মাওলানা মুহিউদ্দীন খান কৃত বঙ্গানুবাদসহ শত শত সীরাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় বাংলাভাষী পাঠক মহলে প্রিয় নবী (সা)-এর শিক্ষা ও আদর্শ বিস্তারের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বেশ কিছু মূল্যবান সীরাত গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এর প্রতিটিই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে, আঙ্গিকে ও পরিসরে এবং বিষয়বস্তুর কারণে নিঃসন্দেহে মহামূল্যবান। এখানে স্বল্প পরিসরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত মাত্র কয়েকটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

মহানবীর শাশ্বত পয়গাম

মূল ঃ আবদুর রহমান আযযাম
অনুবাদ ঃ আবু জাফর
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮০
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৮০, মূল্য ঃ ৩২.০০ টাকা

আরব লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল আল্লামা আবদুর রহমান আযযাম ১৯৪৬ সালে মিশর থেকে আরবী ভাষায় "আর-রিসালা আল-খালিফা" নামে এই সীরাত গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। Caesar E Farah কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় অনূদিত এই গ্রন্থের নামকরণ করা হয় The Eternal message of Muhammad. ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিন-এ পুস্তক সম্পর্কে মন্তব্য করেছে ঃ

'A very pentrating and stimulation book' প্রকাশক 'মেন্টর বুকস' এই বইয়ের ব্যাক কভারে একে আখ্যায়িত করেছে 'A great Islamic classic' বলে।

আল্লামা আবদুর রহমান আযযাম তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। নিজের নিষ্ঠাপূর্ণ সংগ্রামী ও মহৎ জীবনের গভীর চেতনা থেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন থেকেই মুসলিম উম্মাহকে পথ খুঁজে নিতে হবে। তাই বইয়ের শুরুতেই তিনি বলেছেন যে ইসলামের পক্ষে কৈফিয়তের ভঙ্গিতে কিছু বলা তাঁর উদ্দেশ্যে নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র জীবন কাহিনী বর্ণনার পাশাপাশি অন্য যে কোনও ধর্মের তুলনায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরাই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি দাবী করেছেন যে, ইসলামই হচ্ছে সভ্যতার প্রকৃত যিম্মাদার। বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর এই বইয়ের নামকরণ করা হয় 'মহানবীর শাশ্বত পয়গাম' স্বনামখ্যাত সাংবাদিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ আখতার-উল-আলম বাংলা সংস্করণের সম্পাদনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ 'তরজমা বেশ ঝরঝরে। কোন কোন ক্ষেত্রে সরলীকরণের ঝোঁক দেখা গেছে–তবে তা বাংলা ভাষার নিজস্ব রীতির

Dhaka University Institutional Repository

কারণেই হয়েছে এবং এতে করে অনূদিত পুস্তক হয়েছে আরো হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্য'। এই বইয়ের আরেকটি বিশেষত্ব হলো এই যে প্রয়োজনীয় নির্ঘণ্ট ছাড়াও গ্রন্থকার পাঠকের সুবিধার্থে বইতে ব্যবহৃত ইসলামী পরিভাষাসমূহের সহজবোধ্য ভাষায় টীকা সংযুক্ত করেছেন। গ্রন্থটি অত্যন্ত সুখ পাঠ্য হয়েছে। গ্রন্থটি সকল ধরনের পাঠকের উপযোগী।৭

রাসূলে রহমত (সা)

মূল : মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
সংকলন, বিন্যাস ও পরিবর্ধন : মাওলানা গোলাম রাসূল মিহ্‌র
অনুবাদ : মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী
প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০০২
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৭৮৭, মূল্য : ৩১০.০০ টাকা।

উর্দু ভাষায় রচিত 'রাসূলে রহমত' গ্রন্থের লেখক উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলিম, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। সাপ্তাহিক 'আল হিলাল' পত্রিকায় প্রকাশিত মাওলানা আযাদ রচিত সীরাত বিষয়ক প্রবন্ধমালা এতে সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন প্রখ্যাত আলিম, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মাওলানা গোলাম রাসূল মিহ্‌র। বইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট অনুবাদক ও লেখক মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী। সংকলক যেভাবে এতে বিষয়বস্তুর বিন্যাস ঘটিয়েছেন, তা দেখে সমগ্র বইটিকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, প্রথম ভাগে রয়েছে সীরাতে নবীর স্থান, কুরআন ও সীরাতুন্নবী, সীরাতে তায়্যিবার প্রচার ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মর্যাদা ও স্থান। দ্বিতীয় ভাগে আছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন, দাওয়াতী কাজ, হিজরত, মাদানী জীবন, জিহাদ, বিজয় এবং ওফাত ইত্যাদি বিষয়াবলী। তৃতীয় ভাগে রাখা হয়েছে– মুহাম্মদী আদর্শ (গুণাবলী আচার-আচরণ ও চরিত্র), দৈনন্দিন জীবনে মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শের বাস্তবায়ন, রাহমাতুল-লিল-আলামীন, দীনে রহমত ও রাসূলে রহমত, আপন পর নির্বিশেষে করুণার বৃষ্টি, পবিত্র কুরআনের বৈপ্লবিক মূলনীতি ইত্যাদি। সংকলক এবং ক্ষেত্র বিশেষে অনুবাদক প্রয়োজনীয় স্থানে টীকা-টিপ্পনী সংযোজনের মাধ্যমে গ্রন্থটিকে অলঙ্কৃত ও সময়োপযোগী করেছেন। গ্রন্থটি সকল ধরনের পাঠকের জন্যই উপযুক্ত।৮

হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান

লেখক : সৈয়দ বদরুদ্দোজা
প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল : দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০০২
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩২৭, মূল্য : ৬৮.০০ টাকা।

তদানীন্তন ভারতের সাড়ে সাত কোটি মুসলমানের অবিসংবাদিত নেতা, প্রখ্যাত বাগ্মী ও সংগ্রামী রাজনীতিবিদ মরহুম সৈয়দ বদরুদ্দোজা গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভূমিকায় লিখেছেন :

.........বিশ্ব মানবের এই যুগ সন্ধিক্ষণে বিভিন্ন মতবাদ ও আদর্শের সংঘাতের মধ্যে মানুষ আজ পথহারা পথিকের ন্যায় পথের সন্ধানে ছুটিয়াছে, এই মুহূর্তে একটি জীবন্ত ও পরিপূর্ণ আদর্শের একান্ত প্রয়োজন যাহা সকল ঐশী বাণীকে স্বীকৃতি দান করিয়া এবং সকল সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বিশ্ব মানবের সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারে.......

এ গ্রন্থের বিপুল পাঠকপ্রিয়তার প্রধান কারণ, সম্ভবত এর বিষয় ও ভাব-নিরপেক্ষতা। এ প্রসঙ্গে ভূমিকায় লেখক অত্যন্ত অকপটভাবে তাঁর স্বভাবসুলভ সাবলীল ভাষায় নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : '......... হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া একদিকে যেমন অন্ধ ভক্তের দল তাহাদের ধর্মান্ধতা ও চিত্তের লঘুতায় ইসলামের বিমল জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, অন্যদিকে ইসলামের বৈরী দল ইহার অনুপম আদর্শকে বিকৃত ও নিষ্প্রভ করিবার হীন প্রচেষ্টা চালাইয়াছে, সেই জন্য এই অর্ধ শতাব্দী পরে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি লইয়া হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর অমূল্য জীবন ও আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি......... '। উপরে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লেখক

---

৭. মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার, সীরাত গ্রন্থ প্রকাশনায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হিজরী*, ইফাবা, ঢাকা, মে ২০০৩ খ্রি. পৃষ্ঠা ১৪৪।
৮. মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপযুক্ত বিষয়বস্তু বিন্যস্তকরণে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অনুপম আদর্শ সম্পর্কে বাস্তবধর্মী ও গবেষণাপ্রসূত তথ্যাবলী সন্নিবেশনে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছেন। এই গ্রন্থ ভবিষ্যতেও পাঠক সমাজকে বিপুলভাবে আকৃষ্ট করবে আশা করা যায়। এ গ্রন্থ পাঠে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের জীবনকে সুন্দর খরার এক বিশেষ সুযোগ রয়েছে।[৯]

মহানবী (সা) জীবন চরিত

মূল ঃ ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল

অনুবাদ ঃ মওলানা আবদুল আউয়াল

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জুন ২০০১,

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৪৪, মূল্য ঃ ১৫০.০০

পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পশ্চিমী জীবন ধারায় প্রলুব্ধ এবং ইসলামী জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে হতাশ তৎকালীন মিসরীয় তরুণ সমাজের সামনে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সুমহান, শাশ্বত শিক্ষা তুলে ধরে তাদের মাঝে আশার আলো জাগানোর মহান উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল 'হায়াত মুহাম্মদ (সা)' শীর্ষক সীরাত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রথমে মিসরীয় 'আস্-সিয়াসাহ আল উসবূয়িয়া' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়। জনাব হায়কল মিসরীয় তরুণদেরকে এ লেখার প্রতি আকৃষ্ট করতে দারুণভাবে সফল হন। হায়কল নিজেও একজন তথাকথিত প্রগতিশীল ও আধুনিক মিসরের প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত। এ কারণে আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু বর্ণনায় তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর বর্ণনারীতি সম্পর্কেও ছোটখাট সমালোচনা আছে। তারপরও 'হায়াতু মুহাম্মদ (সা)' নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অনন্য। নিজে তথাকথিত পাশ্চাত্যবিদদের প্রভাব বলয়ে অবস্থান করেও নবী মুহাম্মদ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় অসাধারণ সাফল্য অর্জনকারী এই সীরাত গ্রন্থ নিঃসন্দেহে সতর্ক পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগাবে।[১০]

সীরাতুন্নবী (সা) (১ম খণ্ড)

মূল ঃ আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম মুআফিরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৭২, মূল্য ঃ ১১০.০০

সীরাতে ইব্‌ন হিশাম সুপ্রাচীন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। এর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সীরাতে ইব্‌ন হিশাম মূলত ইব্‌ন ইসহাকের সর্বাধিক প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সীরাতে ইব্‌ন ইসহাক-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ইব্‌ন ইসহাক এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন খলীফা মামুনের শাসনামলে। এতে রয়েছে আদম (আ) থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনা। তন্মধ্যে ইব্‌ন হিশাম তাঁর গ্রন্থে হযরত ইসমাঈল (আ) থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ সংকলন করেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত চার খণ্ডে অত্যন্ত মূল্যবান এই আকর গ্রন্থের সুসম্পাদিত বঙ্গানুবাদ যথেষ্ট পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে।[১১]

---

৯. মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার, প্রাগুক্ত, পষ্ঠা ১৪৫।
১০. মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার, প্রাগুক্ত, পষ্ঠা ১৪৭।
১১. মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার, প্রাগুক্ত, পষ্ঠা ১৪৭।

সীরাতুল মুস্তফা (সা) (প্রথম খণ্ড)
মূল ঃ আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র)
অনুবাদ ঃ কালাম আযাদ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩২, মূল্য ঃ ১২০.০০ টাকা।

'সীরাতুল মুস্তফা (সা)' শীর্ষক গ্রন্থটি উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, দারুল উলুম দেওবন্ধের সাবেক মুদাররিস আল্লামা হদরীস কান্ধলবী (র) রচিত একটি সীরাত গ্রন্থ। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে লিখিত। এটি প্রথম খণ্ড। মূল উর্দু থেকে এ খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক কালাম আযাদ।

পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 'উত্তম আদর্শ' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আর রাসূল (সা) এর নিজের ঘোষণা, "আমি মানব জাতির জন্য শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছি।"

রাসূল (সা) এর বর্ণাঢ্য জীবন ও আদর্শ, ধর্ম ও সাধনা মানব জাতির সামনে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে হিজরী প্রথম শতক থেকে সীরাত চর্চার যে ধারার শুরু, তা আজ আর কোন বিশেষ দেশ ও ভাষায় সীমাবদ্ধ নেই। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সব ভাষায় সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে। বিগত কয়েকশ' বছরে শুধুমাত্র বাংলা ভাষায়ই পাঁচশ' এরও অধিক সীরাত গ্রন্থ রচিত ও অনূদিত হয়েছে। সীরাত গ্রন্থ প্রকাশের এ ধারায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সীরাতে ইবনে ইসহাক ও সীরাতে ইবনে হিশাম-এর মতো প্রাচীন ও প্রখ্যাত সীরাত গ্রন্থের পাশাপাশি বাংলা ভাষায় লিখিত মৌলিক ও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় নিকট অতীতে ও সম্প্রতি রচিত ও প্রকাশিত সীরাত গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

এ ধারাবাহিকতায় আল্লামা ইদরীস কান্ধবলী (র)-এর এ সীরাত গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রকাশ। এ গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)-এর মন্তব্য ঃ "কিতাবটির প্রতিটি অংশই এরূপ চিত্তাকর্ষক যে, মাথার তালু থেকে পা পর্যন্ত যেখানেই তাকাই কারিশমা অন্তরের আঁচল ধরে টানে এবং বলে জায়গা এখানেই।"[১২]

আসাহ্হুস সিয়ার
মূল ঃ আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী (র)
অনুবাদ ঃ মাওলানা আ. ছ. ম. মাহমুদুল হাসান খান
মাওলানা আবদুল্লাহ বিন-সাঈদ জালালাবাদী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৪৪, মূল্য ঃ ২৫৫.০০ টাকা।

আসাহ্হুস-সিয়ার' কথাটির বাংলা তরজামা করলে দাঁড়ায় 'বিশুদ্ধ রাসূল-চরিত'। সীরাত সাহিত্যে আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত উর্দু ভাষায় রচিত 'আসাহ্হুস সিয়ার' স্বনামেই সর্বমহলে সবিশেষ পরিচিত বিধায় মূল নামেই বাংলা ভাষায় অনূদিত সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বৈচিত্র্যময় ও ঘটনাবহুল জীবনকে এতে শুধু প্রামাণ্য তথ্য, উপাত্ত ও দলীল প্রমাণ সহযোগে নাতিদীর্ঘ অথচ পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গ্রন্থের মাধ্যমে রাসূল (সা)-এর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।[১৩]

---

১২. মকুল চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ২৩ জুলাই, ২০০৪।
১৩. মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম জীবনী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড)

মূল ঃ আফযালুর রহমান

অনুবাদ ঃ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৯

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৭২, মূল্য ঃ ১৫০.০০ টাকা

'মুহাম্মদ (সা) ঃ এনসাইক্লোপিডিয়া অব সীরাহ্' নামে ১৪০১ হিজরীতে লণ্ডন থেকে বাদশাহ আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ড. আবদুল্লাহ ওমর নাসিফ এবং দি ইসলামিক কালচারাল সেন্টার-এর পরিচালক ড. এম. এ. বাদাবীর মূল্যবান ভূমিকাসহ ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ব্যতিক্রমধর্মী গুরুত্বপূর্ণ এই মহাজীবনী বিশ্বকোষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের সমগ্র দিক ছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, যৌনবিদ্যা, শরীরতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, গণিত, সৃষ্টিতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞান ও বিশ্বাসের বিষয়ও যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জ্ঞানবাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত ও বিকশিত হয়েছে তা কুর'আন ও হাদীসের অসংখ্য উদ্ধৃতির সাহায্যে লেখক প্রমাণ করেছেন। বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী এই বিশ্বকোষের ১ম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হলেও ২৫ খণ্ডে সমাপ্য বাকী খণ্ডগুলোর বঙ্গানুবাদ নানা কারণে অদ্যাবধি প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। অথচ মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে এ গ্রন্থের বাকী খণ্ডগুলোর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা প্রয়োজন।[১৪]

হযরত রাসূলে করীম (সা) জীবন ও শিক্ষা

সম্পাদক ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ মে ১৯৯৭

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৩২, মূল্য ঃ ১১৪.০০ টাকা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষে রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা) - এর সীরাত বিষয়ক প্রবন্ধগুলোকে আলাদা করে সংকলন আকারে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থে ইসলামী বিশ্বকোষের নিজস্ব ভঙ্গির উপস্থাপনার স্থলে বিষয়গুলোকে সম্পাদনা করে যথাসম্ভব সহজবোধ্য উপায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে এতে এর গবেষণা বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয়নি। নবী জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত তথ্য-সমৃদ্ধ প্রবন্ধাবলীর সমাহার ঘটিয়ে গ্রন্থটিতে বিষয়বস্তুর সামগ্রিকতা আনার চেষ্টা করা হয়েছে। রাসূল (সা)-এর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী জ্ঞান পিপাসুদের জন্য গ্রন্থটি বিশেষভাবে সহায়ক।[১৫]

নবীয়ে রহমত

মূল ঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

অনুবাদ ঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০২

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫১৭, মূল্য ঃ ১২০.০০ টাকা।

'নবীয়ে রহমত' [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত ও বহু ইসলামী গ্রন্থের লেখক মরহুম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী (র)-এর লেখা 'আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা' শীর্ষক সহীহ-শুদ্ধ বর্ণনাসম্বলিত গ্রন্থ হিসাবে সমগ্র আরব জাহানসহ গোটা মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত। মিসর, লেবাননসহ আরব জাহানের অনেকগুলো কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থটি পাঠ্যক্রমভূক্ত। এতে ইসলাম পূর্ব গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় অবস্থা থেকে শুরু করে মহানবী (সা)-এর আবির্ভাব, তাঁর চরিত্র মাধুর্য, প্রবর্তিত জীবনাদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর যুদ্ধ, দয়া ও মহানুভবতা সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে।

---

১৪. মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৮।

১৫. মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলেমে-দ্বীন, লেখক ও অনুবাদক মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী। পবিত্র কুরআন মজীদে মহানবী (সা)-কে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' বলা হয়েছে। রাসূলে করিম (সা) যে সমগ্র বিশ্বের জন্য আল্লাহ তা'লার রহমতরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সে দিকটি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রন্থটি সীরাত সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী সংযোজন।[১৬]

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন ও বৈশিষ্ট্য

লেখক ঃ লেখক মণ্ডলী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২১৬, মূল্য ঃ ৫৫ টাকা

'হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন ও বৈশিষ্ট্য' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগ থেকে প্রকাশিত একটি সংকলন-গ্রন্থ। গ্রন্থে মোটি ১৫টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। দেশের একমাত্র স্বীকৃত ইসলামী গবেষণা পত্রিকা 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা'য় অন্যান্য বিষয়ের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেক মূল্যবান গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রবন্ধের মধ্যে হতে বাছাইকৃত প্রবন্ধসমূহ নিয়ে এ সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পবিত্র কোরআনে 'উসওয়াতুন হাসানা' বা উত্তম আদর্শ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। তার জীবনাদর্শকে অনুসরণ-অনুকরণ এবং সে আলোকে জীবন গঠন ও জীবন পরিচালনার জন্য তার জীবনী অধ্যয়ন অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশের পাশাপাশি সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশেও আন্তরিক ও উদ্যোগী। সীরাতে ইবনে ইসহাক ও সীরাতে ইবনে হিশামসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সীরাত-গ্রন্থ ইতিমধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় এ গ্রন্থটি একটি নতুন সংযোজন।

উল্লেখ্য, গ্রন্থে মোট ১৫টি গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলো হচ্ছে ঃ (১) মোস্তফা চরিতঃ বিশ্বজনীন ও শাশ্বত জীবনাদর্শ/মূল আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, অনুবাদ ঃ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী; (২) মহানবীর জীবনী অধ্যয়ন/মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম; (৩) মোস্তফা চরিতের ঐতিহাসিক দিক/, মূল ঃ আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, অনুবাদ ঃ শামসুল আলম; (৪) অনুপম আদর্শ/এ জেডএম শামসুল আলম; (৫) মোস্তফা চরিতের পূর্ণাঙ্গতা/মূল ঃ আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, অনুবাদ ঃ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ ; (৬) শান্তি ও প্রগতির মহানবী (সা)/ডা. মুহাম্মদ মনিরুল আলম; (৭) মোস্তফা চরিতের ব্যাপকতা/মূল ঃ আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, অনুবাদ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ; (৯) মুস্তাফা চরিত বাস্তবতার নিরিখে/মূল ঃ আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, অনুবাদ ঃ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ; (১০) তিনি কেমন ছিলেন/মাওলানা মুহিউদ্দীন খান; (১১) উসওয়াতুন হাসানা/আবুল হাশিম; (১২) সীরাত আলোচনা ঃ কেন এবং কিভাবে/মূল ঃ নঈম সিদ্দীকী, অনুবাদ ঃ মোহম্মদ মোশাররফ হোসাইন; (১৩) হযরত মুহাম্মদ (সা)/মূল ঃ ড. মাইকেল এইচ হার্ট, অনুবাদ ঃ মোস্তফা আনোয়ার মোহাম্মদ; (১৪) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৈনন্দিন জীবনধারা/আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী; এবং (১৫) সীরাত সাহিত্যের বিকাশ/ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী।[১৭]

বাইবেলে সত্য নবী মুহাম্মদ (সা)

লেখক ঃ আব্দুর রউফ চৌধুরী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৫৬, মূল্য ঃ ৪৩.০০ টাকা।

মানুষের হিদায়াতের জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ দুনিয়ায় যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবুয়াতের এ ধারাবাহিকতায় হযরত মুহাম্মদ (সা) হচ্ছে আল্লাহর সর্বশেষ প্রেরিত রাসূল। তাঁর আগমনের মাধ্যমেই নবুয়াতী ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

---

১৬. মনজুর আবদাল, *দৈনিক ইনকিলাব,* ঢাকা, ৩০ অক্টোবর ২০০৩।
১৭. মুকুল চৌধুরী, *বাংলা বাজার পত্রিকা,* ঢাকা, শনিবার ১৩ ভাদ্র, ১৪১১, ২৮ আগস্ট, ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ (সা) যে আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল এ স্বীকৃতি পূর্বের সকল আসমানী কিতাবেই বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু পূর্বের আসমানী কিতাবসমূহ বিশেষ করে হযরত মূসা (আ.), হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর নাযিলকৃত তৌরাত, যবুর ও ইঞ্জিলের উপর ভিত্তি করে রচিত ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্টে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) আগমন সম্পর্কিত বক্তব্য খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। পাশ্চাত্য জগতে মহানবী (সা) সম্পর্কে খ্রিস্টান ও ইহুদীরা যেসব বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে; তাদের এসব বিভ্রান্তির জবাব প্রদানের চেষ্টা হিসাবে ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক আবদুর রউফ চৌধুরী আজীবন নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন এবং যুক্তরাজ্যে প্রবাস জীবনে সে দেশের মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেয়ার কাজে নিয়োজিত থেকেছেন।

পূর্বের বিভিন্ন আসমানি কিতাব ও সে সবের আলোকে রচিত অন্যান্য গ্রন্থ মন্থন করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে আবদুর রউফ চৌধুর যেসব তথ্য উদঘাটন করেন তারই ফসল 'বাইবেলে সত্য নবী মুহাম্মদ (সা)' গ্রন্থটি। গ্রন্থটি মোট ৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। অধ্যায়গুলো হচ্ছে (১) ইঞ্জিলে বিকৃতি বাইবেলে স্বীকৃতি (২) খ্রিস্ট ধর্ম পোপের সৃষ্ট (৩) বাইবেলে আল্লাহ (৪) খ্রিস্ট ধর্মের অসারতা (৫) বাইবেলে হযরত মুহাম্মদ (সা) ও (৬) কুরআন বিজ্ঞানময়। গ্রন্থের প্রারম্ভিক কথা লিখেছেন বিশিষ্ট কবি আল মাহমুদ।[১৮]

মরু ভাস্কর

লেখক ঃ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৪৮, মূল্য ঃ ৩৮.০০ টাকা।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য অপার রহমত হিসাবে প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তাঁর আবির্ভাবে জাহেলিয়াতের অন্ধকার নিমিষেই বিদূরিত হয়ে আরব উপদ্বীপ তথা গোটা বিশ্ব সভ্যতার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'মরু ভাস্কর' গ্রন্থটি আধুনিক বাংলা গদ্যে রচিত মরু দুলাল হযরত মুহাম্মদ (সা) এর এক অনবদ্য জীবনী। আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণধর্মিতার কারণে বইটি সীরাত সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গনে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। এটি গত শতাব্দীর চারের দশকে কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশের পর অল্পকালের মধ্যেই বাঙালী মুসলিম সমাজের নিকট বহুল পঠিত বইয়ের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়।[১৯]

আসহাবে বদর

মূল ঃ আল্লামা সুলায়মান সালমান মনসুরপুরী
অনুবাদক ঃ মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ
সম্পাদনা ঃ মাওলানা একিউএম ছিফাতুল্লাহ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৯৬, মূল্য ঃ ৪২ টাকা।

বদরের যুদ্ধ মুসলমানদের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ। এটা ইসলামের ইতিহাসেও চূড়ান্তকারী (Most Decisire) এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। 'আসহাবে বদর' গ্রন্থে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে বদরি সাহাবিদের মর্যাদার আগে বদর যুদ্ধের ঘটনা, নামকরণের সার্থকতা, রণপ্রস্তুতি, আবু জাহেলের হত্যার ঘটনা, বন্দিদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার মুশরিকদের লাশের সঙ্গে আচরণ, ফিদাইয়া ও গণিমত গ্রহণসহ অন্যান্য বিষয় সরল আলোচনায় সন্নিবেশিত হয়েছে এ গ্রন্থে।

১৯৬ পৃষ্ঠার এ বইটিতে বদর যুদ্ধ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন সাহাবির নাম ও জীবন আলোচিত হয়েছে। যুদ্ধে আত্মত্যাগকারী ১৪ জন শহীদ সাহাবির নাম রয়েছে আলাদাভাবে, আনসার-মুহাজিরিন সাহাবিদের দেখানো হয়েছে পৃথকভাবে। কুরআন-হাদিসের আরবি উদ্ধৃতিসহ অনুবাদ রয়েছে খুব স্পষ্টভাবে; যাতে পাঠকদের সুবিধা হয়।[২০]

---

১৮. নুরুল ইসলাম মানিক, *বাংলাবাজার পত্রিকা,* ঢাকা , ৩ ডিসেম্বর ২০০৪।
১৯. নুরুল ইসলাম মানিক, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা ঃ শুক্রবার ৮ অক্টোবর, ২০০৪,২৩ আশ্বিন, ১৪১১।
২০. ১. অ*মার দেশ*, সোমবার ১ নভেম্বর ২০০৪।
২. *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১লা ফাল্গুন ১৪১০ ঃ ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

সীরাতুল মুস্তাফা (সা) (দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল ঃ আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র)

অনুবাদক ঃ কালাম আযাদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪০৪, মূল্য ঃ ১১০.০০ টাকা।

হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে এ দুনিয়ায় যত নবী ও পয়গম্বরের আগমন ঘটেছিল তাঁরা সবাই মানুষকে প্রকৃত ইলাহ্-এর আনুগত্যের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

যারা সৌভাগ্যবান ছিলেন তারা এ মহানিয়ামতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে নবী-রাসূলগণের আনুগত্য করেন। নবী ও পয়গম্বর প্রেরণের ধারাবাহিকতায় আল্লাহপাক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে গোটা মানব জাতির জন্য উত্তম মডেল হিসাবে প্রেরণ করে নিজেই ঘোষণা করেছেন ঃ

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল হচ্ছে উত্তম মডেল।"

মহানবী (সা) নিজেও ঘোষণা করেছেন "আমি গোটা মানব জাতির জন্য শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছি।"

মহানবী (সা)-এর জীবন এক মহাসমুদ্রের মতো। যদিও তিনি পৃথিবীতে মাত্র ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু তার জীবন ও কর্মের আলোচনা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী আলোচিত হয়েছে। তাঁর সীরাত ও জীবনী চর্চা বর্তমানে আরও বেশী বেশী হওয়া প্রয়োজন। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সব ভাষাতেই মহানবীর সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষের তথ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র বাংলা ভাষায়ই বিগত কয়েকশত বছরে পচিশ এর অধিক সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

কেবলমাত্র উম্মতি মুহাম্মদীর মধ্যেই নয় বরং অমুসলিম লেখক ও গবেষকদের মধ্যেও অনেকেই নবী জীবনী রচনায় ব্যাপৃত রয়েছে। দুনিয়ার বুকে যতোদিন মানব সন্তানদের অস্তিত্ব থাকবে ততোদিন সীরাত চর্চাও অব্যাহত থাকবে।

"সীরাতুল মুস্তাফা' নামে এই সীরাত গ্রন্থটি রচনা করেছেন পাকিস্তানের বিখ্যাত আলিমে দীন আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র)। তিন খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড বহু আগেই অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের অনুবাদক জনাব কালাম আযাদ দ্বিতীয় খণ্ডটির অনুবাদ করেছেন। বর্তমান খণ্ডটি সম্পাদনা করেছেন বাংলাদেশে মদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এবং ঢাকা আলিয়া মদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল অধ্যাপক সাদউল্লাহ।[২১]

মহানবী (সা)-এর ভাষণ

অনুবাদ ও সংকলন ঃ মোহাম্মদ নুরুজ্জামান

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ১৯৮০

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৬ টাকা, মূল্য ঃ ২৪.০০ টাকা।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মানুষের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি যা বলেছেন এবং যা করেছেন, নিজের জীবনে তার বাস্তবায়ন ও করেছেন। মানবতার এই মহান দিশারীর জীবনের সব কথা ও কাজই তাঁর উম্মতের জন্য আদর্শনীয় ও অনুসরণীয়। তাই তাঁর জীবনের সব দিকই সব মানুষের জানার ও অনুসরণের জন্য উন্মুক্ত। তিনি ছাড়া এমন কোন মানুষ কি এই পৃথিবীতে এসেছেন, যার বা যাদের জীবনের খুঁটিনাটি সব বিষয়ে তাঁর বা তাদের অনুসারীরা অবগত হতে পারেন? না, 'এমন দ্বিতীয় জীবন মানব ইতিহাসে বিরল' ফলশ্রুতিতে এ ধারাবাহিকতায় তাঁর বাণীসমৃদ্ধ হাদিসের এক পৃথক জ্ঞান শাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। যা ইসলামী শরীয়তের অন্যতম ভিত্তি। রাসূলকে (সা) তার নবুয়তি জীবনে বহু উপলক্ষে বহুবার জনতার সামনে বক্তব্য রাখতে হয়েছে। এসব দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্যও আজ হাদীস শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। সেসব ভাষণের মধ্যে থেকে ২৯টি বাছাইকৃত ভাষণের অনুদিত সংকলন-গ্রন্থ 'মহানবী (সা)-এর ভাষণ' শীর্ষক গ্রন্থটি। গ্রন্থটি অনুবাদ ও সংকলন করেছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ নূরুজ্জামান। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে।

---

২১. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪১১ ঃ ৩ ডিসেম্বর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

নবুয়ত লাভের পর সাফা উপত্যকায় নিজ আত্মীয়-স্বজন ও মক্কাবাসীর সামনে উপস্থিত ভাষণ দিয়ে গ্রন্থের শুরু এবং ইন্তেকালের বছর (দশম হিজরির ১২ সফর) ওহুদ উপত্যকায় প্রদত্ত ভাষণ দিয়ে গ্রন্থটি শেষ করা হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত ২৯টি ভাষণের মর্মবাণী উপলব্ধি করা সম্ভব হলে এবং নিজেদের জীবনে এর সফল বাস্তবায়ন করা গেলে আজও মানবসমাজকে জান্নাতের কল্যাণ ধারায় সিক্ত করা সম্ভব।[২২]

শাশ্বত নবী (সা)
লেখক ঃ সম্পাদনা কমিটি
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৯৬, মূল্য ঃ ৫১.০০ টাকা।

বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চা এক উল্লেখযোগ্য স্থান জুড়ে আছে। সেই মধ্যযুগ থেকে বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চার যে শুরু তা আজও অব্যাহত। এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কয়েক হাজার সীরাত বিষয়ক মৌলিক ও অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশী জাতির নৈতিকতার প্রতীক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই সীরাত চর্চার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজার গ্রন্থ মুদ্রণ করেছে। এর মধ্যে সীরাত বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা দুই শটিরও অধিক। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ সীরাতে ইবনে ইসহাক, সীরাতে ইবনে হিশাম, বিপ্লবী নবী (আযাদ সুবহানী), একত্বের নবী (সাঈয়েদ সুলায়মান নদভী), মরু ভাস্কর (মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী), নবী শ্রেষ্ঠ (মোবিনুদ্দীন আহমদ জাহাঙ্গীর নগরী), পয়গামে মুহাম্মদী (সাঈয়েদ সুলায়মান নদভী), মহানবী (মুজীবর রহমান খাঁ), শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) (প্রিন্সিপাল সাঈদুর রহমান), মরুভাস্কর (কাজী নজরুল ইসলাম), নবী গৃহ সংবাদ (মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ), সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া (মুফতী মুহাম্মদ শফী), সাইয়েদুল মুরসালীন (প্রফেসর আবদুল খালেক), কামেল নবী (বিচারপতি আবদুল মওদুদ), হযরত মুহাম্মদ (সা) ঃ তাঁহার শিক্ষা ও অবদান (সৈয়দ বদরুদ্দোজা) প্রভৃতি।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতি বছর পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) কে সামনে রেখে রবিউল আউয়াল মাসে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। এসব কর্মসূচীর অন্যতম হচ্ছে মহানবী (সা)-এর জীবন আদর্শের উপর দেশের প্রথিতযশা আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও লেখকদের মূল্যবান লেখার সমন্বয়ে একটি রুচিসমৃদ্ধ স্মরণিকা প্রকাশ। প্রতি বছরের মত এ বছরও একটি স্মরনিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু অন্যান্য বারের থেকে এ বারের ব্যতিক্রমী বিষয় হচ্ছে, স্মরণিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো নিয়ে 'শাশ্বত নবী' শিরোনামের আলোচ্য সংকলন-গ্রন্থের প্রকাশ।

সংকলন-গ্রন্থে যাদের লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন ঃ প্রফেসর ড. এমাজউদ্দিন আহমদ, মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রফেসর ড. কাজী দীন মুহম্মদ, এ জেড. এম. শামসুল আলম, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, শাহ আবদুল হান্নান, সৈয়দ আশরাফ আলী, মাওলানা রুহুল আমীন, শাহবুদ্দিন আহমদ, মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রফেসর ড. আহমদ আনিসুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান, অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের, অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম, মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক, মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার, মোহাম্মদ আবদুর রব, ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন, মাওলানা কাজী আবু হোরায়রা, কবি মুকুল চৌধুরী, ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী এবং ড. মুহাম্মদ আবদুল হক।

গ্রন্থে মোট তেইশটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে এবং এ সব প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে। এটি সীরাত বিষয়ে উৎসাহী সকলের সংগ্রহে রাখার মত একটি গ্রন্থ।[২৩]

হযরত আলী (রা) ঃ জীবন ও খিলাফাত
মূল ঃ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)
অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯২, মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা।

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা)। তিনি মহানবী (সা)-এর গৃহে লালিত পালিত ব্যক্তিত্ব। দাওয়াত, জিহাদ, খিলাফাত, পরিবার ও সন্তান নিয়ে এক বিশাল সংগ্রামী জীবন। শাহাদাতের মাধ্যমে তিনি বিদায় নিয়েছেন এ পৃথিবী থেকে। রেখে গেছেন গৌরবময় স্মৃতি ও সোনালী জীবনের এক বিশাল ইতিহাস।

---

২২. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক যুগান্তর*, শুক্রবার ১৯ নভেম্বর ২০০৪।
২৩. মনজুরুল করীম চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম*, শুক্রবার ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪১১, ৩ ডিসেম্বর, ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস হলো এক সুরম্য প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ যেখানে মাটি চাপা পড়ে আছে ভালো মন্দ, সাধারণ ও মূল্যবান বহু উপাদান। যেখানে আবর্জনার ভেতরে লুকিয়ে আছে বহু মূল্যবান অলংকার এবং মণি-মুক্তায় সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। ইসলামের ইতিহাসে হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা) হলেন তেমনি মণি-মুক্তায় খচিত এক মজলুম ব্যক্তিত্ব। ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক, মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন কারণে বহু শতাব্দীর জমাট বাঁধা কুয়াশা তাঁকে উম্মাহর দৃষ্টিকোণ থেকে এমনই আড়াল করে রেখেছে যে, তার সুমহান ব্যক্তিত্বের প্রতি পূর্ণ ইনসাফ করা হয়তবা আজও সম্ভব হয়নি এবং বিদগ্ধ গবেষকদের সামনে, এমনকি নিবেদিত ভক্ত মহলেও প্রকৃত রূপ ও পূর্ণ আঙ্গিকে তাকে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ গ্রন্থটি অনুবাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। গ্রন্থটিতে মোট ১০টি অধ্যায়ে হযরত আলী (রা)-এর মহান জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-এর মক্কায় গমন থেকে হিজরত পর্যন্ত, ইসলামের দৃষ্টিতে বংশীয় ধারা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালন, হযরত আলী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা) এর হিজরত থেকে রাসূল (সা)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণসহ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-এর সর্বাত্মক আন্তরিক সহযোগিতা, নবী পরিবারের প্রতি হযরত আবূ বকর (রা)-এর আন্তরিক শ্রদ্ধা, এক নযরে খলীফা আবূ বকর (রা)-এর জীবনী, কুর'আন সংকলন, হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আলীর (রা) প্রশংসা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত আলী (রা)-এর বায়তুল মুকাদ্দাস সফর, নবী পরিবার ও আহলে বাইতের প্রতি হযরত উমর (রা)-এর মনোভাব, হিজরী বর্ষ গণনার উদ্বোধন, হযরত উমর (রা)-এর শাহাদাত, হযরত আলী (রা) এর শোক প্রস্তাব ও শ্রদ্ধা নিবেদন।

পঞ্চম অধ্যায়ে হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত আলী (রা)-এর ভূমিকা বর্ণনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে হযরত আলী (রা)-এর খিলাফত সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকালে সমস্যা, সংকট ও দুর্যোগ, উষ্ট্রের যুদ্ধ, হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি হযরত আলী (রা)-এর সম্মান, আলী ও মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত সিফ্ফিনের যুদ্ধ, খারেজীদের বিদ্রোহসহ খিলাফতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে খারেজী ও সিরীয়দের বিরুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর যুদ্ধ এবং তার শাহাদাত পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে খিলাফতের পর হযরত আলী (রা)-এর তদানীন্তন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার উপর আলোচনা করা হয়েছে।

নবম ও দশম অধ্যায়ে যথাক্রমে জান্নাতী যুবকগণের নেতা হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসাইন (রা)-এর তথা নবী (সা) এবং হযরত আলী (রা)-এর পরবর্তী বংশধরগণের উপর আলোচনা করা হয়েছে।[২৪]

মহানবীর ভাষণ

মূল ঃ আবদুল কাইয়ুম নদভী

অনুবাদ ঃ আবদুল মতীন জালালাবাদী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৫২, মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা।

বিশিষ্ট উর্দু সাহিত্যিক মাওলানা আবদুল কাইয়ুম নদভী সংকলিত 'খুতবাতে নববী' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'মহানবীর ভাষণ'। গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন দেশের প্রখ্যাত আলিম, সাহিত্যিক ও অনুবাদক মাওলানা আব্দুল মতীন

---

২৪. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১৮ আষাঢ় ১৪১১ ঃ ২ জুলাই ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

জালালাবাদী।গ্রন্থে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর একশ' সত্তরটি মূল্যবান খুতবা বা ভাষণ সংকলিত হয়েছে। যা রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে যে ভাষণ দান করেছেন। এতে সাহাবীগণ অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

দাওয়াত, ইকামত, জিহাদ আর লেখনীর দায়িত্ব পালনে রাসূল (সা)-এর সর্বক্ষণিক সঙ্গী হয়েছেন। এসব ভাষণে বিধৃত বক্তব্যের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) সমগ্র মানবজাতির জন্য মহান শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন। তাই, তাঁর এসব ভাষণে কেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনা রয়েছে।

গ্রন্থ সম্পর্কে সংকলক আবদুল কাইয়ুম নদভী লিখেছেন, "এগুলো হলো সেই খুতবা, যার মাধ্যমে মানুষ তার জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে এবং হিদায়াতের আলোকে পুনরায় আলোকিত হয়ে উঠতে পারে জুলুম অত্যাচার ও অন্যায়-অবিচারে পরিপূর্ণ অন্ধকার এই বিশ্বে।"

সংকলক আরও লিখেছেন, "বর্তমান অবস্থা পরিবেশের প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই খুতবাগুলো প্রত্যেকটি মসজিদে পাঠ করা উচিত, এগুলোর চর্চা হওয়া উচিত প্রত্যেকটি ধর্মীয় মাহফিল ও মজলিসে, যাতে মুসলমানরা তাদের দ্বীনের কথা হুজুর (সা)-এর জীবনীতে শুনতে পারে এবং নিজেদেরকে এক একজন পরিপূর্ণ মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলার সুযোগ পায়।"

সংকলকের উপরের বক্তব্য থেকে গ্রন্থটির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। তাছাড়া সংকলক অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় প্রত্যেকটি ভাষণের ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। ভাষণগুলোর অকুস্থল, পরিবেশ ও উৎসেরও বর্ণনা দিয়েছেন। তাই ভাষণগুলো পাঠ করলে এ অনুভূতিও আসবে যে, পাঠক যেন দরবারে রিসালতে বসে রাসূল (সা)-এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত এ ভাষণগুলো শুনছেন। ফলে পাঠক এক আধ্যাত্মিক অনুভবেও বলীয়ান হবেন। এ ছাড়া, রাসূল (সা) যে পরিবেশে যে অবস্থায় যে কারণে যে ভাষণ প্রদান করেছেন, আজও সে অবস্থায় সে পরিবেশে সে ভাষণ প্রদান করা হলে তা একদিকে যেমন নিখাদ আমলী ও ইসলাহী পদক্ষেপ হবে, তেমনি এর ফলাফলও হবে সুদূর প্রসারী, যা আমাদের মনজিলে মাকসুদে পৌঁছার পথ সহজ করে দেবে।[২৫]

হযরত আবু হুরায়রা (রা)

লেখক ঃ মুহাম্মদ রিজাউল করিম ইসলামাবাদী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০২ (৫ম প্রকাশ)

মূল্য ঃ ১৩.০০ টাকা; পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৯

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রা) ছিলেন এক বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। ইসলামের শুরুতেই যেসব সাহাবী তাঁদের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও সেবার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখেছেন তিনি তাদের অন্যতম। তাঁর জ্ঞান-পিপাসা ও অসাধারণ স্মরণ শক্তির কারণে স্বয়ং রাসূল (সা) তাঁকে "ইসলামের ভাণ্ডার" হিসাবে আখ্যায়িত করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ছিলেন সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি ছিলেন রাসূল (সা) এর প্রায় সার্বক্ষণিক সঙ্গী, দরিদ্র অথচ কারো কাছ থেকে ভিক্ষা প্রত্যাশী নন। দরিদ্র ও ক্ষুধার নিষ্ঠুর পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি অতুলনীয় ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত সম্মানিত সাহাবী ও হাদীস বর্ণনাকারী আবূ হুরায়রা (রা) বাস্তব জীবনের খ্যাতি সম্মান-প্রতিপত্তির কথা কোনদিন ভাবেননি। তিনি ছিলেন ইল্ম ও হিকমতের একনিষ্ঠ সাধক ও গবেষক। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তাঁর মতো এত অসংখ্য হাদীস আর কেউ সংগ্রহ করতে পারেননি। ইমাম শাফীঈ (র) বলেছেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) তাঁর যুগে হাফিজে হাদীসগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

এই মহাপুরুষ হিজরী ৫৭ সালে মদিনায় অসুস্থতায় ৭৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জীবনাবসান আকাশের নক্ষত্র যেন মাটিতে খসে পড়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সম্পর্কে একটি মননশীল পুস্তকের পঞ্চম সংস্করণ সম্প্রতি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশ করেছে।[২৬]

---

২৫. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা ঃ শুক্রবার, ২৫ আষাঢ় ১৪১১ ঃ ৯ জুলাই ২০০৪।
২৬. মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান, *দৈনিক তিস্তা*, দিনাজপুর, ৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

আখলাকুন নবী

লেখক ঃ হাফেজ আবু শায়খ আল-ইস্পাহানী (র)

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৪ (২য় প্রকাশ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪১৬, মূল্য ঃ ১২০.০০ টাকা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য বই। রাসূল (সা) এর জীবন ও চরিত্রের বিভিন্ন দিকের একটি বিশ্বস্ত বিবরণ বইটিতে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা) এর চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন এভাবে ঃ 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূল হিসাবে ছিলেন সম্পূর্ণভাবে সফল। তিনি জীবনে এমন কিছুই করেননি যার কোনো ত্রুটি বা খুঁত চোখে পড়ে কিংবা তার সমালোচনা করা যায়।

গ্রন্থখানিতে নবীচরিত সম্পূর্ণরূপে হাদীস ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। এটা ধারাবাহিক কোনো জীবনী গ্রন্থ নয়। যার আচার ব্যবহার খারাপ তাকে কেউই পছন্দ করে না। তাই চরিত্রের উন্নতি সাধন করতে হলে মহানবী (সা) কে অবশ্যই মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সেই আদর্শ মানদণ্ডই আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।[২৭]

মি'রাজুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

লেখক ঃ লেখক মণ্ডলী

প্রকাশক ঃ গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১১৮, মূল্য ঃ ৩২.০০ টাকা।

উর্ধ্বলোকে আরোহণ করাকে বলা হয় মি'রাজ। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা) কে একরাতে যমীন থেকে আসমান, আরশ, কুরসী তথা 'কাবা কাওসাইন' পর্যন্ত সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে পরিভ্রমণ করিয়েছিলেন। ইসলামী পরিভাষায় এটিকে মি'রাজ বা ইসরা বলে। মি'রাজ মহানবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। নবুওয়াত ও রিসালতের ক্ষেত্রে এটি তাঁর আবহমানকালীন নেতৃত্ব ও উচ্চাসনের মহামুকুট।

বিগত সকল নবীদের মনেও আকণ্ঠ অভিলাষ ছিল এই জীবনে মহান আল্লাহকে দেখার, তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে পৌছে যাওয়ার, তাঁর পবিত্র হেরেমে প্রবেশ করে অপরিসীম কুদরতের ছোঁয়া উপলব্ধি করার। কিন্তু এ মহান মর্যাদা কেউই পাননি। কাউকেই দেয়া হয়নি। দেয়া হয়েছে একমাত্র প্রিয় নবী সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে।

এই মি'রাজ মহানবী (সা)-এর অন্যতম মু'জিযা। মু'জিযার প্রকৃতি সাধারণত প্রত্যেক নবীর যুগ-চাহিদার প্রেক্ষিতে স্থির হয়ে থাকে। হযরত মূসা (আ)-এর যুগে মানব সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল যাদুবিদ্যার। ঐ যুগের লোকেরা যাদু বিদ্যায় পারদর্শীকে বড় মনে করত। শ্রেষ্ঠ যাদুকর শ্রেষ্ঠ সম্মানী বলে বিবেচিত হতো। তাই হযরত মূসা (আ)-কে মু'জিযা হিসাবে দেয়া হয়েছিল এমন এক যাদুর লাঠি যা সমকালীন সকল যাদুবিদ্যাকে হার মানিয়ে নিজের অপার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিল।

অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আ)-এর যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রে যাঁরা পারদর্শী ছিলেন তাঁদেরকে শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে ধরে নেয়া হতো। তাই আল্লাহপাক হযরত ঈসা (আ)-কে চিকিৎসা শাস্ত্রের এমন মু'জিযা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি মুখ দিয়ে ফুঁ দিলেই কঠিন রোগ সেরে যেত। তিনি 'কুম বিসমিল্লাহ' বলার সাথে সাথে গলিত লাশ জিন্দা হয়ে যেতো।

মহানবী (সা)-কে মহান আল্লাহ তা'আলা এমন এক যুগের জন্য প্রেরণ করেছেন ভবিষ্যতের যে যুগ হবে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের যুগ। আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিত যে এ যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচণ্ড উৎকর্ষ সাধন করবে। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (সা) মু'জিযার মধ্যে উর্ধ্বারোহণে আকাশ, নব-মণ্ডল, গ্রহ-নক্ষত্র ও সৌরজগত আর নীহারিকাই নয় বরং সিদরাতুল মুনতাহা, আরশে আযীম ও পবিত্র কুরসীর উর্ধ্বসীমানা অতিক্রম করে আকাশে 'কাবা কাওসাইন' পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলেন।

---

২৭. এম. এ. কালাম সরকার, *দৈনিক আজকের দেশ*, কশোরগঞ্জ, ৯ জুলাই ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সা) এর স্বশরীরে মি'রাজ গমনের এই মহাসত্যের মধ্যে অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে এমন অনেক দুর্লভ তত্ত্ব বের করা সম্ভব যা হাজার হাজার কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেও সম্ভব নয়। এজন্য বিষয়টি নিয়ে বেশী করে চর্চা করা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মি'রাজুন্নবী গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হতে নিয়মিত প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা। উক্ত গবেষণা পত্রিকা থেকে মি'রাজুন্নবী (সা) সম্পর্কিত দেশের প্রসিদ্ধ আটজন লেখকের লেখা আটটি প্রবন্ধের সমন্বয়ে সংকলিত বর্তমান গ্রন্থটি।[২৮]

সাহাবা চরিত (প্রথম খণ্ড)

মূল ঃ মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভী
অনুবাদ ঃ আখতার ফারূক
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০২
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩০৬, মূল্য ঃ ৬৪.০০ টাকা

মহানবী (সা) হচ্ছেন খাতামুন্নাবীয়্যীন বা সর্বশেষ নবী। তাঁরপর আর কোন নবী-রাসূল আসবেন না। তাঁর মাধ্যমেই ইসলামের পরিপূর্ণতা পেয়েছে। ইসলামের বাস্তবরূপ যেমন তাঁর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, তেমনি তাঁর হাতে গড়া নিবেদিত প্রাণ, একনিষ্ঠ ও পরিশুদ্ধ মুসলিম উম্মাহ্ তথা সাহাবায়ে কিরামের জীবনাদর্শের মাধ্যমেও জানতে পারি। সেজন্য তিনি বলে গিয়েছেন ঃ 'সাহাবারা হচ্ছে আকাশের নক্ষত্রের মতো, এদের মধ্যে তোমরা যাদেরই অনুসরণ করবে সৎপথ পাবে।' আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, 'আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট।'

উপমহাদেশের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ আলিম আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নদভী (র) ইসলামের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সেই সাহাবায়ে কিরামের জীবন ও কর্মের উপর 'হায়াতে সাহাবা (রা)' নামে ৬ খণ্ডে সমাপ্ত বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে প্রথম খণ্ডের অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট অনুবাদক, আলিম, সাহিত্যিক, অধ্যাপক আখতার ফারূক। অনূদিত এ গ্রন্থের নাম 'সাহাবা চরিত'। বর্তমানে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রাণস্পর্শী গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড খুলাফায়ে রাশেদীন–হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী মুর্তজা (রা)-এর জীবনী আলোচিত হয়েছে। এ খণ্ডটিতে তাঁদের মূল্যবান জীবন ও অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এ খণ্ডটি পড়ে তাঁদের মূল্যবান জীবন ও অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে। বাংলা ভাষায় এ রকম সাবলীল আলোচনা সম্বলিত পুস্তক খুব কমই আছে। পরবর্তী খণ্ডগুলোও পুনর্মুদ্রণের পথে। এগুলোতে পর্যায়ক্রমে প্রখ্যাত সাহাবাদের জীবনী ও অবদান বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৯]

বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)

সংকলন ও সম্পাদনা ঃ মুহাম্মদ গোলাম মোর্তজা
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৫
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪০৮, মূল্য ঃ ৯৫.০০ টাকা।

ইসলাম চিরন্তন শান্তির ধর্ম; মানবতা, সম্প্রীতি ও কল্যাণের ধর্ম। আর ইসলামের নবী সাইয়্যেদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনাদর্শে ঘটেছে এসব আদর্শের পরিপূর্ণ প্রতিফলন। আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় তিনি মানবতা, সামাজিক শান্তি-সম্প্রীতি এবং উদারতা-সৌভ্রাতৃত্বের যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, আজকের সভ্যতাগর্বী, প্রাগ্রসর বিশ্ব তার ধারেকাছেও যেতে পারেনি। আজকের সংকটপূর্ণ ও বৈরী বিশ্ব-পরিস্থিতিতে মহানবী (সা)-এর সে সব কালজয়ী আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমেই বিশ্বশান্তি ও মানবতার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হতে পারে–এই প্রত্যয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সম্প্রতি প্রকাশ করেছে 'বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)' শীর্ষক এ বইটি। এটি একটি সংকলনগ্রন্থ। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, ওলামায়ে কিরাম, লেখক, গবেষক প্রমুখের অনেকগুলো বিষয়ভিত্তিক মূল্যবান প্রবন্ধ সমন্বয়ে এ বইটি সংকলিত। সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও গ্রন্থকার জনাব মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা।[৩০]

---

২৮. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১৪ কার্তিক ১৪১০, ২৯ অক্টোবর ২০০৪।
২৯. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ ২০০৪, পৃষ্ঠা-১১২-১১৩।
৩০. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৫, পৃষ্ঠা-১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)
মূল ঃ ড. মজীদ আলী খান
অনুবাদ ঃ আবু মুহাম্মদ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৫
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪০০, মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত সীরাত গ্রন্থমালার দীর্ঘ তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন 'শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)' বইটি। এটি একটি অনুবাদ গ্রন্থ। মূল বইটি ইংরেজি ভাষায় লেখা, শিরোনাম : 'MUHAMMAD THE FINAL MESSENGER'। লেখক ড. মজিদ আলী খান। বইটি উপরের শিরোনামে বাংলায় অনুবাদ করেছেন সাবেক আমলা ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আবু মুহাম্মদ। বইটি তুলনামূলকভাবে স্বল্পায়তন হলেও অত্যন্ত গবেষণালব্ধ, তথ্যসমৃদ্ধ বিষয়-সূচি নিম্নরূপ : আরব উপদ্বীপের ঐতিহাসিক পটভূমি, আরব উপদ্বীপের ভৌগলিক পটভূমি, ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়া, বাল্য জীবন, মক্কায় ইসলাম প্রচার, হিযরতের প্রথম বছর, হিযরতের দ্বিতীয় বছর, হিযরতের তৃতীয় বছর, হিযরতের চতুর্থ বছর, হিযরতের পঞ্চম বছর, হিযরতের ষষ্ঠ বছর, হিযরতের সপ্তম বছর, হিযরতের অষ্টম বছর, হিযরতের নবম বছর, হিযরতের দশম ও একাদশ বছর, নৈতিকতা, সচ্চরিত্রতা ও ব্যক্তিত্ব, মহানবী (সা) মানব জাতির জন্য শান্তি ও রহমতস্বরূপ, মহানবী (সা)-এর কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ মু'জিযা, নবুওয়াত ও পয়গম্বরিত্বের পরিপূর্ণতা, পবিত্র সহধর্মিনীগণ ও সন্তান-সন্তুতি এবং শেষ নবীর (সা) জীবৎকালের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর তারিখ।৩১

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা)
সংকলন ও সম্পদনা ঃ রওশন আলী খোন্দকার
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৫
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৮৭, মূল্য ঃ ৫১.০০ টাকা।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা বিধায় জীবনের সকল দিকের নির্দেশনা রয়েছে এতে। ইসলাম যেমন উৎকর্ষ, সমৃদ্ধি সাফল্য ও সম্ভাবনার চিরন্তন ক্ষেত্র, তেমনি সমস্ত অশুভ, অকল্যাণ আর যাবতীয় অপশক্তির বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার, এ সব অকল্যাণ-অপশক্তির মুকাবিলায় ইসলামে রয়েছে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা।

আমাদের সমাজে রয়েছে নানা রকম কুপ্রথা, কুসংস্কার আর অবক্ষয়ের সর্বনাশা ছোবল। শান্তি ও মানবতা-বিরোধী এসব কুপ্রথা সমাজের শান্ত পরিবেশকে নরকে পরিণত করে। এসব কুপ্রথার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অন্যতম। নানা কারণে সম্প্রদায়ে হানাহানি, খুনোখুনি, অশান্তি-বিশৃংখলা শুধু বিগত কালের ঘটনা নয় ; বিজ্ঞানগর্বী এই আধুনিক যুগেও তার দাপট কম নয়,বরং বহুগুণ বেশি–বহুমাত্রিকতায় সুবিস্তৃত।

ইসলাম শাশ্বত মানবতাবাদী, শান্তি-সম্প্রীতির ধর্ম হওয়ায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে এর অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালো। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)ও আজীবন সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছেন, তাঁর জাতিকে সেভাবে পরিচালিত করেছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গ্যারান্টি ছাড়া কোন দেশই এগিয়ে যেতে পারে না। আমরা মহানবী (সা)-এর মদীনা সনদ, হুদায়বিয়ার সন্ধি, বিদায় হজ্জের ভাষণ পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুপ্রতিষ্ঠাকে কতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাথে প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক জাতীয় শৃঙ্খলা সম্পৃক্ত। এ কারণেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিরঙ্কুশ রাখার মাধ্যমেই সার্বিক জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনের পরিবেশ অটুট ও নিরঙ্কুশ রাখা সম্ভব। আমরা তাইতো দেখতে পাই, আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগেও মহানবী (সা) আমাদের পশ্চাতপদতার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে চিহ্নিত করেছিলেন এবং জাতীয় প্রগতির নিয়ামক হিসাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গুরুত্বকে উচ্চে তুলে ধরেছিলেন–আজকের সংঘাতময় জাতিসমূহের কাছে আজও অনুসরণীয়, অনুকরণীয়।

---

৩১. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০৬; পৃষ্ঠা-১১৭।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ইসলামিক ফাউন্ডেশন 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা)' শীর্ষক একটি তথ্যবহুল বই প্রকাশ করেছে। এটি ২৫টি প্রবন্ধের সমন্বয়ে বিন্যস্ত একটি সংকলন গ্রন্থ। রওশন আলী খোন্দকার সংকলিত এ গ্রন্থে যাঁদের প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ, অধ্যাপক শাহেদ আলী, ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, বিচারপতি মোস্তফা কামাল, সৈয়দ আশরাফ আলী, মাওলানা রুহুল আমিন খান, মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান, ড. আহমদ আনিসুর রহমান, অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের, অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূমসহ প্রাজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদ-পণ্ডিতবর্গ।৩২

শাশ্বত নবী-২

লেখক ঃ সম্পাদনা কমিটি

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৯৬, মূল্য ঃ ৫১.০০ টাকা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বিশ্বমানবের জন্য প্রেরিত রাসূল। তিনি সাইয়্যেদুল মুরসালিন-রাসূলগণের নেতা। তাঁর জীবন-চরিত দেশ-কালের উর্ধ্বে সবার জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। কুরআন মজীদে তাঁকে সর্বোত্তম আদর্শ বা 'উসওয়াতুন হাসানা' হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আদর্শই মুসলিম উম্মাহ্ তথা বিশ্ববাসীর জন্য অনুকরণীয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে মহানবী (সা) জীবন-চরিতের উপর সীরাতের আকর-গ্রন্থসহ বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। শাশ্বত নবী-২ গ্রন্থটিও এসব গ্রন্থের মধ্যে একটি অমূল্য সংযোজন। ১৯৮২ সাল থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পক্ষকাল ব্যাপী 'সীরাতুন্নবী (সা)' ও 'মীলাদুন্নবী' (সা) উদ্‌যাপন হচ্ছে। এ অনন্য অনুষ্ঠানমালার সাথে প্রতি বছর একটি মনোজ্ঞ স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। ২০০৪ সালে প্রকাশিত ঈদে মীলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকার গ্রন্থ-রূপ হচ্ছে শাশ্বত নবী-২ গ্রন্থটি। এতে ৩টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। বিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থটিতে সংকলিত প্রবন্ধগুলো বেশ তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ।৩৩

---

৩২. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৬; পৃষ্ঠা-১২৮।
৩৩. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৫; পৃষ্ঠা-১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ৪

ইসলাম, ইসলামী আদর্শ, আইন ও বিধান বিষয়ক প্রকাশনা

ইসলাম পরিচয়
মূল ঃ ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ
অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ লুতফুল হক
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারি ২০০৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৬৪, মূল্য ঃ ৫৮.০০ টাকা।

'ইসলাম পরিচয়' শীর্ষক গ্রন্থটি বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও পণ্ডিত ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্'র লিখিত 'Introduction to Islam' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। মূল গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ফ্রান্সের প্যারিসস্থ ইসলামিক কালচারাল সেন্টার থেকে। গ্রন্থটি প্রকাশের পর পাশ্চাত্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্যারিস থেকে এ পর্যন্ত এর বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ফ্রান্স ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকেও এর একাধিক ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া, বাংলা ছাড়া অন্যান্য বেশ কয়েকটি ভাষায়ও গ্রন্থটি অনূদিত ও প্রকাশিত হয়।" বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে।

আল্লাহ্ তা'আলার একমাত্র মনোনীত দ্বীন-'ইসলাম' মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রকে সাফল্যের রশ্মিতে উদ্ভাসিত করেছে। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে– ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনের সাফল্যের সুসমন্বয় সাধন। ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্ তাঁর এ গ্রন্থে এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলামের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরেছেন। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি গ্রন্থটিকে মোট ১৫টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। পাঠক এ গ্রন্থ পাঠে ইসলাম সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধারণা লাভে সক্ষম হবেন।

গ্রন্থটির অনুবাদ মূলানানুগ হওয়াতে মূল ইংরেজি গ্রন্থের সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষাভঙ্গি অক্ষুণ্ণ থেকেছে, যা এ গ্রন্থের মর্ম অনুধাবনের জন্য সহায়ক হয়েছে।[১]

যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলামের বিধান
মূল ঃ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)
অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৩৬, মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা।

'আহকামে ইসলাম আকল কী রৌশনীমে' গ্রন্থটি উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) কর্তৃক রচিত একটি অতুলনীয় গ্রন্থ। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে ইসলামের অনেক হুকুম-আহকামের গূঢ় রহস্য সাধারণ মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। অথচ কিছু মানুষ সবসময়ই যুক্তি-বুদ্ধির মাধ্যমে যে কোন বিষয় বুঝতে চেষ্টা করে। অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তি ছাড়া কোন কিছুর উপর আস্থা ও বিশ্বাস আনতে চায় না। বিশেষ করে ইসলাম বিদ্বেষী যারা তারা অহেতুক ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও হুকুম-আহকামের বিষয়ে অহেতুক যুক্তিতর্কের অবতরণা করে মুসলিম জাতির মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

---

১. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ ঃ ২৮ মে ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রাথমিক কাজ-কর্ম যেমন ওযু, গোসল, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি পালন করার প্রয়োজন কি? পালন করলে মানুষের সামাজিক, আর্থিক, আত্মিক কি কি উপকার হতে পারে? আবার এগুলো কুরআন এবং হাদীসের আলোকে যথাযথভাবে পালন না করলে একজন মানুষের ব্যক্তিগত সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে কি ধরনের নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে, গ্রন্থটিতে যুক্তির কষ্টিপাথরে' সে বিষয়েও বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লে আমাদের কি কি উপকার হয়, এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যদি তোমাদের দরজার সামনে একটি নহর প্রবাহিত হয় এবং সে যদি প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে তবে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে? লোকেরা বলল ঃ জী না। নবী করীম (সা) বললেন ঃ এটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ। আল্লাহ তায়ালা এভাবেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দ্বারা সব গুনাহ মিটিয়ে দেন।

এমনিভাবে একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্ত হুকুম আহকাম, যা আল্লাহর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ মোতাবেক নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠিত আছে, সেগুলো মানার দরকার কি এবং মানলে কি কি সুবিধা পাওয়া যাবে, এই গ্রন্থে তার একটি বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে।

ইসলামের যাবতীয় হুকুম আহকাম যদিও তা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত তবুও বিভ্রান্তকারীদের চক্রান্ত নস্যাৎ করার পক্ষে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র), এ যুগোপযোগী গ্রন্থটি রচনা করছেন। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলেমে দীন, লেখক ও অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় ওযূ, তায়াম্মুম, ওযূ ও তায়াম্মুম ভঙ্গকারীর বিষয়সমূহ সম্পর্কিত, মোজার উপর মাসেহ্, পানি আযান, জানাযা, যাকাত ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে,

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রোযা, ঈদ, কুরবানী, হজ্জ, বিবাহ, তালাক, দাস-দাসী প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামের আলোকে ক্রয়-বিক্রয়, পানাহার, অপরাধ ও শাস্তি, উত্তরাধিকারসহ পরিশিষ্টে কয়েকটি পৃথক নিবন্ধের মাধ্যমে বর্ষ গণনা, ইসলাম ও কুরআনের সৌন্দর্য ও গুনাবলি এবং কুরআন কেন সমস্ত আসমানী গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এ বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠকগণ এ গ্রন্থ থেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর যুক্তিপূর্ণ ধারণা অর্জন করতে পারবেন। এজন্য এ গ্রন্থটি প্রত্যেকের সংগ্রহে রাখা প্রয়োজন।[২]

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ

লেখক ঃ লেখক মণ্ডলী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪ (৩য় সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৩২, মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা।

ঈমান, নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত ইসলামের ৫টি মৌলিক স্তম্ভ। ইসলামী জীবন বিধান এ ৫টি মৌলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলো সম্পর্কে বিশদভাবে জানা ও এর উপর যথাযথভাবে আমল করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা ছাড়া সঠিকভাবে ইসলামী জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে প্রায় ৩৫০০ শিরোনামের গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ যথা ঃ ঈমান, নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত সম্পর্কে অতি জরুরি করণীয় আমল ও মাসআলা-মাসায়েল সম্বলিত গ্রন্থ বাজারে খুবই অপ্রতুল। অথচ এ বিষয়ক গ্রন্থের ব্যাপক পাঠক চাহিদা রয়েছে। পাঠক চাহিদার দিক বিবেচনা করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'ইসলামের পঞ্চস্তম' শিরোনামের এ গ্রন্থটি ১৯৯৮ সালে প্রথম প্রকাশ করে। প্রকাশের পর পাঠক মহলে গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। ফলে ২০০০ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ২০০৪ সালের জুন মাসে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে।

গ্রন্থভুক্ত ৫টি বিষয়ের ৫জন লেখক হলেন ঃ ঈমান– মাওলানা এ, এম, এম, সিরাজুল ইসলাম, নামায– মাওলানা আবদুর রব মিয়া, রোজা– মাওলানা মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, হজ্জ– মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক এবং যাকাত– মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী।

আলোচ্য গ্রন্থে ইসলামের ৫টি রুকন বা মৌলিক স্তম্ভ সম্পর্কে কোরআন হাদীসের আলোকে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে গ্রন্থটি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়েছে।[৩]

---

২. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১ শ্রাবণ ১৪১১, ১৬ জুলাই ২০০৪ খ্রি.।
৩. মুকুল চৌধুরী, *বাংলাবাজার পত্রিকা,* ঢাকা ঃ শনিবার ২৮ আগস্ট, ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী প্রবন্ধমালা

লেখক ঃ এ. জেড. এম শামসুল আলম
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৮৪, মূল্য ঃ ১১৫.০০ টাকা।

'ইসলামী প্রবন্ধমালা' বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক, সাবেক সচিব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সাবেক মহাপরিচালক জনাব এ.জেড.এম শামসুল আলম লিখিত একটি মৌলিক ও চিন্তাসমৃদ্ধ গ্রন্থ। ইসলাম ও কুরআনের নির্দেশনার আলোকে বিভিন্ন ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে রচিত ও ১৭টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত মোট ৮১টি প্রবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে।

জনাব এ. জেড. এম শামসুল আলম দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার ধর্মীয় তথা ইসলামী সমাধান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও চর্চা করে আসছেন এবং জাতীয় পত্র-পত্রিকায় তার চিন্তাপ্রসূত এসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রবন্ধসমূহ লেখকের মৌলিক চিন্তা ভাবনার ফসল। গ্রন্থভুক্ত এসব প্রবন্ধে একদিকে যেমন ইসলামের আদর্শ রূপ ও চরিত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তেমনি ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের নানা সমস্যা ও দিকের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও যৌক্তিক সমাধান উপস্থাপন করা হয়েছে।

মানুষের যুগ-মানসের চাহিদার আলোকে কল্যাণকামী প্রায় প্রতিটি দিক সম্পর্কে গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। যা থেকে পাঠক তার আধুনিক মনের অনুসন্ধিৎসা ও যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব পাবেন। গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৮৪ ও ১৯৮৮ সালে। এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। ৫৮৪ পৃষ্ঠার এ প্রবন্ধ সংকলন প্রকৃতই স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্কের নিবিড়তা উপলব্ধি করে, ইহজাগতিক জীবনের প্রতিটি পরিসরের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে জীবন-জগতের অক্ষাংশ দ্রাঘিমা নিরূপণ করার ভেতর দিয়ে পরজগতের পরম স্থিতিশীলতা সম্পর্কে সহজগম্য পথের কথা চিন্তা করার ক্ষেত্রে এক অভিনব ও অনবদ্য সংযোজন।[৪]

পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম

মূলঃমাওলানা বোরহানুদ্দীন সাম্ভলী অনুবাদ ঃ মাওঃ একিউএম ছিফাতুল্লাহ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২২৪, মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সব ধরনের সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান ইসলামে রয়েছে।

একটি সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক সংগঠন হলো পরিবার। আর একটি পরিবারের মূল ভিত্তি গঠিত হয় একজন পুরুষ ও একজন নারীকে নিয়ে। নর ও নারীর এ মিলন বা জুটি বাঁধার নিয়ম পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রূপে লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে এমন কিছু নিয়ম আছে যা রীতিমতো অশ্লীল ও মানবতা বিবর্জিত। একমাত্র ইসলামই জুটি বাঁধার ক্ষেত্রে একটি সুন্দর ব্যবস্থা মানব সমাজকে উপহার দিয়েছে। শুধুমাত্র ইসলামই পৃথিবীর মানব সমাজকে বলে দিয়েছে, একজন পুরুষ ও একজন মহিলা সমান মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং যেখানে নারী ও পুরুষ সবাই সমান, উভয়েরই রয়েছে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সমান অধিকার, সেখানে আবার পারিবারিক জটিলতা নিরসনের জন্য ইসলামী আদালতে নিকাহ/বিবাহ বিচ্ছেদের সমঅধিকার তো সকল অবস্থাতেই রয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা চলে পারিবারিক জটিলতা বা সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে ইসলামের চেয়ে উত্তম ও বাস্তবধর্মী ব্যবস্থা দুনিয়ার আর কোন সমাজ ব্যবস্থায় নেই।

একটি সুন্দর ও সুস্থ সমাজব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে একটি সুখী পরিবার গঠনের জন্য ইসলামে বিবাহ পদ্ধতি, একাধিক বিবাহের যৌক্তিকতা, অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধনের সমস্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগ ব্যর্থ হলে সামাজিকভাবে শালিসির প্রচেষ্টা চালিয়ে তাতেও ব্যর্থ হলে শরী'আত মোতাবিক তালাকের ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিস্তারিত আলোচনার সাথে সাথে

---

৪. (১) মুকুল চৌধুরী, ধর্মচিন্তা, *দৌনিক ইত্তেফাক,* ঢাকা, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪ খ্রি.।
(২) ইসলাম ও জীবন, *দৈনিক যুগান্তর,* ঢাকা, ১৪ মে ২০০৪ খ্রি.।
(৩) ইসলাম ও জীবন, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা, ২১ মে ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য ধর্মেরও বিবাহ পদ্ধতির প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন বিশিষ্ট আলিম মাওলানা বোরহানুদ্দীন সাম্ভলী তার "মু'আশারাতী মাসায়েল" নামের তথ্যবহুল গ্রন্থে। ১০১টি গ্রন্থের রেফারেন্স সম্বলিত এ বইটি লেখক উর্দু ভাষায় রচনা করেছেন।

বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেছে। এই মূল্যবান গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন এ দেশের বিশিষ্ট আলিম অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ।[৫]

দীনিয়াত

লেখক ঃ সম্পাদনা পরিষদ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)
প্রচ্ছদ ঃ কামাল তালুকদার
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৬৪, মূল্য ঃ ৯৭.০০ টাকা।

"দীনিয়াত" নামের একটি মূল্যবান গ্রন্থ্। সম্পাদনা কমিটি কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত হয়েছে। সম্পাদনা কমিটিতে ছিলেন ঃ মরহুম মাওলানা মুফতি শরীফ আবদুল কাদের (সভাপতি), মাওলানা মুফতি নূর হোসাইন কাসেমী (সদস্য), মাওলানা হাফিজ ওবায়দুল্লাহ (সদস্য) এবং মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সদস্য সচিব)। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় জুন ১৯৯৫-এ।

মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে মৌলিক ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি। আরবি ও উর্দু ভাষায় ফিকহ ও মাসআলার বহু বই প্রকাশিত হলেও বাংলা ভাষায় এ ধরনের বইয়ের অভাব রয়েছে। দীর্ঘদিনের এ অভাব পূরণার্থে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ দেশের স্বনামধন্য আলেমে দ্বীনের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির মাধ্যমে রচনা ও সম্পাদনা করিয়ে 'দীনিয়াত' নামের এ গ্রন্থখানা প্রকাশ করেছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রায় ৩৫০০ শিরোনামের বিভিন্ন ধরনের বই প্রকাশ করলেও এ ধরনের আবশ্যিক বই ইতিপূর্বে প্রকাশ করেনি। দৈনন্দিন জীবনের আমল তথা ফিকহর জরুরি ও আবশ্যিক মাসআলা-মাসায়েল জানা ও সে অনুযায়ী আমল করার জন্য এটি একটি গাইড বুক হিসেবে কাজ করবে।[৬]

সিয়াম ও রমযান

সম্পাদক ঃ মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০৩
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩০৪, মূল্য ঃ ৬৪.০০ টাকা।

মাহে রমজান হিজরি বর্ষের একটি অনন্য মর্যাদার মাস। এই মাসে সিয়াম পালন বা রোজা রাখা ফরজ। মহাগ্রন্থ আল কুরআন এই মাসেই নাজিল হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতির হিদায়াতের জন্য পূণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে আল কুরআন নাজিল করেছেন। সৎ ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে আদর্শ মানুষ হিসেবে জীবনযাপনের জন্য বিধিবিধান ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আবার প্রশিক্ষণ শেষে ভাল ফলাফলও কাম্য। রোজা মানুষকে রিপুর তাড়না থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে। তাই সত্যিকার রোজাদার রোজার সময় যেমন প্রবৃত্তি তাড়না অনুযায়ী চলে না, অনুরূপভাবে রোজার পরও প্রবৃত্তি তাকে তাড়িত করতে পারে না। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুখপত্র মাসিক অগ্রপথিক পত্রিকায় বিগত ১৮বছরে সিয়াম ও রমজান বিষয়ক যে সমস্ত মৌলিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে বাছাইকৃত লেখা নিয়ে সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন ঐ পত্রিকারই সহযোগী সম্পাদক বিশিষ্ট আলিম ও লেখক মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী। এ সংকলন গ্রন্থে সিয়াম ও রমজান বিষয়ক বাছাইকৃত লেখাগুলো বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে। যেমন সিয়ামের তাৎপর্য ও শিক্ষা এ শিরোনামে ১৭টি লেখা, মাহে রমজানের গুরুত্ব ও আহকাম শিরোনামে ১২টি লেখা, ফাযাইল ও আহকাম শিরোনামে ৩টি লেখা, সিয়াম ও চিকিৎসা বিজ্ঞান শিরোনামে ৪টি লেখা, ইতিকাফ শিরোনামে ৩টি লেখা এবং লাইলাতুল কদর শিরোনামে ৪টি লেখা প্রকাশিত হয়েছে।[৭]

---

৫. মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ, *দৈনিক সংগ্রাম* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ২৯শে ফাল্গুন ১৪১০, ১২মার্চ ২০০৪ খ্রি.
৬. মুকুল চৌধুরী, (১) *দৈনিক যুগান্তর,* ঢাকা, ১৬ এপ্রিল ২০০৪খ্রি.।
(২) *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা, ২১ মে ২০০৪ খ্রি.।
৭. উম্মে ফারহানা খুশী, *নয়া দিগন্ত,* ঢাকা, শুক্রবার, ১৪ কার্তিক ১৪১১, ২৯ অক্টোবর ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ

মূল ঃ আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা

অনুবাদক ঃ মাওলানা রেজাউল করীম ইসলামাবাদী

তৃতীয় সংস্করণ ঃ আগষ্ট ২০০৪

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ ঃ আবদুল কাদের

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩০৬, মূল্য ঃ ৬৫.০০ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে মোট ১১টি অধ্যায়ের মাধ্যমে ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ এবং তা থেকে বাঁচার উপায়সমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে অপরাধের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান, তৃতীয় অধ্যায়ে যৌন সম্ভোগে মানুষের অপরাধ, চতুর্থ অধ্যায়ে পারিবারিক জীবনে মানুষের অপরাধ, পঞ্চম অধ্যায়ে পানাহার, ষষ্ঠ অধ্যায়ে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে অপরাধসমূহ আলোচিত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে মানুষের মধ্যে লেনদেন, অষ্টম অধ্যায়ে আত্মম্ভরিতা, নবম অধ্যায়ে সামাজিক অপরাধসমূহ, দশম অধ্যায়ে বিভিন্ন মুসীবতের বর্ণনা ও একাদশ অধ্যায়ে আল্লাহর প্রতি ইবাদত বিমুখতায় সমাজের যে অপরাধ ও সমস্যা সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে দুনিয়া ও আখিরাতের মানুষ যাতে সমস্ত প্রকার পাপকার্য থেকে মুক্ত হয়ে সৌভাগ্যবান ও পুণ্যময় হতে পারে এ বিষয়টি সামনে রেখেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে।

যারা ইসলাম সম্পর্কে বুঝতে চান, জানতে চান, যাঁরা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধসমূহ থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহর যমীনে তাঁর দ্বীনের কাজে অগ্রসর হতে চান তাঁদের সবার সংগ্রহে গ্রন্থটি থাকা প্রয়োজন।[৮]

শান্তির পথ

লেখক ঃ ডা. আবদুর রহমান

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩২, মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা।

মহান আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্যে। সুতরাং মানুষ স্রষ্টাকে খুশি করার জন্যে তাঁর ইবাদত করবে– এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, শয়তানের প্ররোচনায় সে স্রষ্টার ইচ্ছার কথা ভুলে যায়। শুধু তাই নয়, মানুষ হিসেবে তাঁর অতি প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনেও সে অনীহা প্রকাশ করে থাকে। সে হয়ে ওঠে বিপথগামী। পরবর্তীতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্বেও মানুষ একেবারেই নিকৃষ্ট প্রাণীতে পরিণত হয়। অথচ আমরা যদি একটু সচেতন হই, যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশাবলী পালনে সচেতন হই– তাহলে যেমন আমরা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি তেমনি আমাদের জীবনও শান্তিময় হতে পারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসীম দয়াবান। তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে মানুষের সকল অপরাধেরই ক্ষমা হতে পারে। তাঁর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে নিজেকে পুরোপুরিভাবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পনের মধ্যেই মূলত মানুষের মঙ্গল নিহিত।

চিন্তাশীল লেখক ডা. আবদুর রহমান তার ক্ষুদ্র প্রবন্ধ গ্রন্থ 'শান্তির পথ'-এ মোটামুটিভাবে এ কথাগুলোই আন্তরিকতার গভীর পরশ মাখিয়ে সকলের কাছে তুলে ধরেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোট ৭টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এ গ্রন্থে। এগুলো হলো– প্রশংসা ও উন্মোচন, তাওহীদ, মানবতা, মানুষের মন, ক্ষেত্র, অন্ধকারের অন্তরালে ও শান্তিবাণী। প্রতিটি প্রবন্ধেই স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টজীব মানুষের করণীয় সম্পর্কে তিনি সকলকে সচেতন করে দিয়েছেন। এসব প্রবন্ধের মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসার সুরটিও ধ্বনিত হয়েছে। বিশেষ করে 'প্রশংসা ও উন্মোচন' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বিশ্বজগত ও মানবকুলের স্রষ্টা মহান আল্লাহ পাকের কাছে মানুষকে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের যে আকুতিময় আবেদন লেখক জানিয়েছেন, তা হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়। এ গ্রন্থে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হলো 'অন্ধকারের অন্তরালে।' এতে তিনি অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে পরম করুণাময়ের স্বরূপ উপলব্ধির যে আহ্বান জানিয়েছেন, ভাবের গভীরতা ও ভাষার মাধূর্যতা অপূর্বব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

'শান্তির পথ' নামক এ গ্রন্থটির অন্যতম প্রধান গুণ-এর ভাষা। আধ্যাত্মিক চিন্তার গভীরতা ও ভাষার লালিত্যের এমন চমৎকার মেলাবন্ধন সচরাচর চোখে পড়ে না। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থটি এক কথায় যেন বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের সহায়ক। আধ্যাত্মজগতের সাথে যাদের পরিচয় আছে, যাঁরা ধর্মের নির্দেশনা ও জীবনের করণীয়-এ দুয়ের সঠিক সমন্বয় ঘটাতে চান- এমন মননশীল পাঠক মাত্রেরই এ গ্রন্থটি পড়ে দেখা প্রয়োজন। বর্তমান অশ্বস্তিকর সময়ের প্রেক্ষাপটে মনে স্বস্তি ও শান্তি এনে দিতে 'শান্তির পথ' প্রকৃতই সহায়ক হবে।[৯]

---

৮. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা ঃ শুক্রবার, ৫ই অগ্রহায়ন ১৪১১; ১৯ নভেম্বর ২০০৪ খ্রি.।

৯. হোসেন মাহমুদ, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, ঢাকা ঃ শনিবার ১২ জুন ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যবোধ কি ও কেন

লেখক ঃ এ. এফ. মো ঃ এনামুল হক

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৪, জ্যৈষ্ঠ ১৪১১

প্রচ্ছদ ঃ গিয়াস উদ্দিন খসরু

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৪৮, মূল্য ঃ ৪২.০০ টাকা।

মূল্যবোধের অবক্ষয় আজকের সমাজের অন্যতম প্রধান সমস্যা। যত দিন যাচ্ছে এ সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ সমস্যার কারণে মানব সভ্যতার অন্যান্য সকল অর্জন পেছনে পড়ে যাচ্ছে। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, মানুষের সীমাহীন ভোগ লোভ-লালসা, শক্তিমানের পক্ষ থেকে শক্তিহীনের উপর অন্যায় জুলুম নির্যাতন প্রভৃতি।

মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত এ বিপর্যয় থেকে মানব সমাজকে রক্ষা করার জন্য যুগে যুগে চিন্তাশীল মানুষ নানা উপায়-পদ্ধতির চিন্তা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী সমাজের অসঙ্গতির মধ্যে দার্শনিক নানা দর্শন মতবাদের ভেতর, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন পদ্ধতির অনুসরণ ও বাস্তবায়নে এবং ধর্মতত্ত্ববিদগণ ধর্মের আদেশ নিষেধের ভেতর এর সমাধান সূত্র অনুসন্ধান করেছেন। এ ক্ষেত্রে ফিতরাতের ধর্ম ইসলামের সমাধান চিন্তাই হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকর ও চিরন্তন। ইসলামের এ সমাধান চিন্তা সকল যুগের সকল মানুষের জন্য একমাত্র অনুসরণীয়। ইসলামের প্রদর্শিত পথে মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক সহানুভূতি এ মমত্ববোধ, ধনীর প্রতি গরীবের ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত হলে এবং অন্যায়ের শিকার নিরীহ মানুষের প্রতি সমাজের সহানুভূতি ও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত হলে এ অবক্ষয় থেকে মানব সমাজ রক্ষা পেতে পারে। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবীরা সারাটি জীবন শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। 'মূল্যবোধ কি ও কেন' শীর্ষক এ গ্রন্থে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক অধ্যাপক এ, এফ, মোঃ এনামুল হক ইসলামের এ দিকটিকেই উচ্চকিত করেছেন। গ্রন্থে মোট ১৩টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলো হচ্ছে ঃ (১) জীবন কি বেঁচে থাকার যোগ্য (২) মূল্যবোধ কি ও কেন (৩) সত্যের প্রকৃতি ও তাৎপর্য (৪) কল্যাণের রূপরেখা (৫) সৌন্দর্যের স্বরূপ (৬) আল্লাহর গুণে ভূষিত হও (৭) মূল্যবোধের অবক্ষয় (৮) সক্রেটিসের হেমলক পান (৯) রিয়েলিজম ও আইডিয়েলিজম দর্শনে ও সাহিত্যে (১০) ইসলাম ও নন্দনতত্ত্ব (১১) মাওলানা আযাদের সঙ্গে একদিন ও অনুবাদকের মন্তব্য (১২) আল কুরআন ও অভিব্যক্তিবাদ (১৩) দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর।

প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সুলিখিত এবং চিন্তা সমৃদ্ধ। লেখক বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাকে ইসলামের সৌন্দর্যতত্ত্বের সাথে তুলনীয় করে বক্তব্য-বিষয় উপস্থাপন করেছেন। এ ক্ষেত্রে লেখকের নিকট মানদণ্ড হচ্ছে ইসলাম এবং ইসলামের পরিচ্ছন্ন ও মানবিক মূল্যবোধ। প্রবন্ধগুলোর প্রত্যেকটি আলাদা বিষয়ের হলেও পুরো গ্রন্থ জুড়ে একটি মূল সুর অনুরণিত হয়েছে এবং সেটি হচ্ছে ধ্বংসোম্মুখ সভ্যতাকে আসন্ন মহাবিপর্যয় থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায়। আর এ চিন্তায় লেখক এ যাবতকালের দর্শন চিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজ চিন্তার নির্যাস তুলে এনে ইসলামের চিরন্তন আদর্শের সাথে তুলনা করে ইসলামের মানবিকতাকে আদর্শস্থানীয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। লেখকের এ প্রয়াসে আবেগের চেয়ে যুক্তি, ভাবাবেগের চেয়ে প্রজ্ঞা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে চিন্তাশীল মানুষের জন্য গ্রন্থটি হয়েছে একটি আকর গ্রন্থ। এ ধরনের একটি মূল্যবান, রুচিসমৃদ্ধ, জ্ঞান-নির্ভর ও সত্য-সন্ধানী গ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্য এর লেখক ও প্রকাশককে আন্তরিক অভিনন্দন। গ্রন্থটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, লেখক তার সারা জীবনের সঞ্চিত জ্ঞান সাধনাকে এ গ্রন্থ রচনার পেছনে অনিন্দ্য চিত্তে ব্যয় করেছেন।[১০]

---

১০. মনজুরুল করিম চৌধুরী, (১) *দৈনিক সংগ্রাম ;* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ৩০শে আশ্বিন ১৪১১, ১৫ অক্টোবর ২০০৪ খ্রি.।
(২) *নয়াদিগন্ত,* ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৬ মাঘ ১৪১১, ৮ ফেব্রুয়ারী/২০০৫ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

মিনহাজুস সালেহীন (প্রথম খণ্ড)
মূল ঃ আল্লামা ইয্যুদ্দীন বালীক (র)
অনুবাদ ঃ হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৪৮, মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা।

"হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা অনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী, কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের কাছে ; এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর" (সূরা নিসা-৫৯) হযরত মুহাম্মদ (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে, "তোমাদের মধ্যে রেখে গেলাম এমন বিষয়, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাক তবে কখনও পথহারা হবে না, তা হলো সুস্পষ্ট বিষয় আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।"

কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত বক্তব্য দু'টির মূল নির্যাস হচ্ছে পাক কুরআন ও হাদীস হলো মুসলিম জাহানের ব্যক্তিগত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠনের মূল বুনিয়াদ। মিনহাজুস সালেহীন (ইসলামী জীবন বিধান) ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বিষয়ক মৌলিক আরবী গ্রন্থ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ মানুষকে ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলার লক্ষ্যে কুরআন হাদীস, তাফসীর মনীষীদের জীবনী এবং নির্ভরযোগ্য, ইসলামের ইতিহাস গ্রন্থ অনুবাদের এক মহাপরিকল্পণা গ্রহণ করেছে। এই মহতী উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ এ যাবত উল্লেখিত বিষয়সমূহের উপর অসংখ্য গ্রন্থ অনুবাদ করে দেশবাসীর হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় এবার প্রকাশিত হলো বিখ্যাত আলিম ও ঐতিহাসিক এবং আরবী সাহিত্যিক আল্লামা ইযযুদ্দীন হালীকে (র) বিরচিত মিনহাজুস সালেহীন গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। এই বিশাল গ্রন্থটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। দুই খণ্ড মিলিয়ে মোট সতেরটি অধ্যায় রয়েছে গ্রন্থটিতে।

প্রথম অধ্যায়ে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির সংজ্ঞা ও পরিচিতি যেমন- ইসলাম, ঈমান, ইহসান সম্পর্কিত নিয়ামাবলী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইবাদত সম্পর্কিয় ; তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে ঃ মুসলিম ব্যক্তি জীবন গঠনের উপায়, উত্তম গুণাবলী আহরণ, গর্হিত স্বভাব ও অভ্যাস বর্জন সম্পর্কিত বিষয়। চতুর্থ অধ্যায়ে মুসলিম পরিবার বিশেষত স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির মধ্যকার সম্পর্ক এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার সংযোগ, মীরাস-উত্তরাধিকার ও অসীয়ত ব্যবস্থাপনার দিকনির্দেশনা সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে মুসলিম সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন- দুই প্রতিবেশী, দুই বন্ধু ও মিত্র, শিক্ষক ও ছাত্র, মালিক ও শ্রমিক, ক্রেতা-বিক্রেতা, ঋণদাতা ও গ্রহিতার মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলামী হুকুমত সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে অর্থনৈতিক সম্পর্কিত বিষয়; অষ্টম অধ্যায়ে ইসলামী সংবিধান ও বিধি-বিধান বিষয়ক আলোচনা, নবম অধ্যায়ে শিষ্টাচার ও আচার-আচরণ বিধান সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দশম অধ্যায়ে জিহাদ ও আল্লাহর পথে জিহাদ করে শাহাদত লাভ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়, একাদশ অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাষ্ট্রনীতি ও পরিচালনা নীতি বিষয়ক বিষয় ; দ্বাদশ অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক আলোচনা; ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রাসূল (সা) ও তার সারগর্ভ বানীমালা সম্পর্কে আলোচনা এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে হাদীসে কুদসী হতে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে তাওবা ও ইসতিগফার সম্পর্কিত বিষয়, ষোড়শ অধ্যায়ে আখিরাত ও পুরুত্থান সম্পর্কিত এবং সপ্তদশ অধ্যায়ে মুজতাহিদ ইমামগণের ও হাদীস বিশেষজ্ঞগণের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়েছে।

এই অমূল্য গ্রন্থখানি অনুবাদ করেছেন হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, সম্পাদনা করেছেন প্রফেসর মোঃ আবদুল মান্নান। যারা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে এই জমিনে বাস্তবায়ন চান তাদের জন্য এই গ্রন্থটি একটি মহামূল্যবান পথ-নির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত হবে।[১১]

---

১১. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১২ ভদ্র ১৪১০, ২৭ আগস্ট ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

নামায

লেখক ঃ মাওলানা আবদুল খালক

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

চতুর্থ প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৯৭, মূল্য ঃ ৮৪.০০ টাকা।

ঈমানের পর প্রথম ফরয নামায। ঈমান দ্বারা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর নামায দ্বারা সেই সম্পর্ক হয় দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত। রাসূলে করীম (সা) মি'রাজে আল্লাহর সাক্ষাত পান। আর মুমিন সেই সাক্ষাত পায় নামাযের মাধ্যমে। সঠিকভাবে নামায আদায় করলে আল্লাহর বান্দা আধ্যাত্মিকভাবে সফলতার চরম শিখরে উপনীত হতে পারে।

ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ নামাযের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, সমাজ গঠনে এর ভূমিকার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুল খালেক 'নামায' সংক্রান্ত এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেছেন। ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ গ্রন্থটিতে লেখক নামায সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে নামায সকল অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। মৌলিকভাবে নামায মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। গ্রন্থটির ১ম অধ্যায়ের ১ম দু'টি বিষয়ে এ আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নামাযের ফযীলত ও বরকত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিভাবে নামায প্রাণবন্তভাবে আদায় করতে হয় এবং শেষ করতে হয় তা তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। মুসলিম জীবনে মসজিদ একটি নামাযকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান। মসজিদে মুসলমানগণ জামা'আতে নামায আদায় ও জুমু'আর নামায আদায় করেন। তাই সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা অপরিসীম। এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে চতুর্থ অধ্যায়ে। নফল ইবাদাত ও বিভিন্ন নফল নামাযের মাসআলা ও মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। এটি নামায সম্পর্কিত একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।[১২]

ইসলাম ঃ প্রথম ও চূড়ান্ত ধর্ম

মূল ঃ বেগম আয়েশা বাওয়ানী

অনুবাদ ঃ খন্দকার হাবীবুর রহমান

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৬৪, মূল্য ঃ ৬৫.০০ টাকা।

ইসলাম আল্লাহ তাআলার মনোনীত নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। দীন-ধর্ম-জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম সনাতন, প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত ও প্রগতিশীল। পৃথিবীতে অন্য কোনও মতবাদ, ধর্ম নির্ভুল এবং আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত হয়নি। অতএব জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামই একমাত্র ধর্ম। এ বিষয়টিকে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর এ গ্রন্থে। মূল গ্রন্থটি ইংরেজিতে সংকলন ও প্রকাশ করেছেন বেগম আয়েশা বাওয়ানী। লেখক ইসলামের নির্ভুলতা প্রমাণ করতে গিয়ে অন্যান্য ধর্মের ভিত্তি এবং এর ক্রটিপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন। আধুনিক চাহিদা পূরণে ইসলামের জীবন দর্শনের শাশ্বত বিধান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কিভাবে ইসলাম প্রগতিশীল এসব বিষয়কে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এই মূল্যবান গ্রন্থটির প্রাঞ্জল অনুবাদ করেছেন জনাব খন্দকার হাবীবুর রহমান এবং সম্পাদনা করেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব আখতার-উল-আলম। অনুবাদক মূল লেখকের অনুসরণে গ্রন্থটির বাংলায় নাম দিয়েছেন ইসলাম ঃ প্রথম ও চূড়ান্ত ধর্ম। সমগ্র গ্রন্থটি দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে- প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশ।[১৩]

---

১২. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা ঃ শুক্রবার, ২০ ফাল্গুন ১৪১১, ৪মার্চ, ২০০৫ খ্রি.।

১৩. উম্মে ফারহানা খুশি, *নয়া দিগন্ত*, লোক-লোকান্তর, ২৬ নভেম্বর ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক মানবাধিকার

মূল ঃ সালাহ্উদ্দিন

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ

প্রকাশক ঃ ইলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০০৪, আষাঢ় ১৪১১

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৭৬, মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর মানবাধিকারের যে মহাসনদ ঘোষণা করেছিল তা যেন এই ক্ষেত্রে ছিল মানবীয় প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ উদ্যোগ। ৩০ দফাভিত্তিক এই মহাসনদের মূল ভিত্তি ছিল সকল পরিবারের সকল সদস্যের সমমর্যাদা ও সমঅবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহের স্বীকৃত বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসাবে।

সামাজিক অধিকারসমূহের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা মানবজাতির বিবেকের পক্ষে অপমানজনক বর্বরোচিত কার্যকলাপ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, সেখান থেকে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্তে এবং সাধারণ মানুষের সর্বোচচ আশা আকাঙ্খার প্রতীক হিসাবে এমন একটি পৃথিবী ঘোষিত হয়েছে যেখানে মানুষ বাক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ভয় ও অভাব থেকে নিষ্কৃতি ভোগ করবে।

যেহেতু চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসাবে মানুষকে অত্যাচার ও নিপীড়ণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে বাধ্য করা না হলে মানবিক অধিকারসমূহ অবশ্যই আইনের শাসন দ্বারা সংরক্ষিত করা উচিত; যেহেতু জাতিসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়তা করা আবশ্যক। জাতিসংঘ সনদের মাধ্যমে মৌলমানবিক অধিকারসমূহ মানুষের মর্যাদা ও মূল্য এবং নারী ও পুরুষের সমঅধিকারের প্রতি আস্থাপূর্ণব্যক্ত করেছে এবং সামাজিক অগ্রগতি ও ব্যাপকভাবে স্বাধীনতার উন্নততর জীবন প্রতিষ্ঠা করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং যেহেতু সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘের সহযোগিতার মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধিকারসমূহের প্রতি সর্বজনীন শ্রদ্ধা ও মান্যতা বৃদ্ধি অর্জনে অঙ্গীকারাবদ্ধ এই আস্থার আলোকে পাকিস্তানের উর্দু লেখক ও প্রখ্যাত দৈনিক আসারাত পত্রিকার সম্পাদক ১৯৭৬ সালে করাচীর জেলখানায় অবস্থান করে লংঘিত মানবাধিকার বাস্তবভাবে অনুভব করে এই "মৌলিক মানবাধিকার" গ্রন্থটি উর্দুতে 'বুনিয়াদী হুকুক' নামে রচনা করেন। মৌলিক মানবাধিকার ধারাগুলো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি ইসলামী বিধান ও প্রচলিত সামাজিক বিধান এবং আন্তর্জাতিক আইনকে সামনে রেখেছেন। সমসাময়িককালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কিভাবে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ও সামাজিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে এসব বিষয়কেও তিনি তুলে ধরেছেন।

বইটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ সাবেক উপ পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক মোজাম্মেল হক। মানবাধিকার সংক্রান্ত এবং সেই সাথে ইসলামী অধিকারের সাথে এর বিশ্লেষণ বুঝতে হলে গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা একান্ত জরুরী।[১৪]

ইসলাম দি অলটারনেটিভ

মূল ঃ মুরাদ হফম্যান

অনুবাদ ঃ মঈন বিন নাসির

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৪১, মূল্য ঃ ২২৫.০০ টাকা।

'ইসলাম দি অলটারনেটিভ' প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ও নও-মুসলিম মুরাদ ইউলফ্রিড হফম্যানের লেখা একটি চিন্তাশীল গ্রন্থ। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ইসলামী আদর্শকে তিনি বিশ্বমানবের আগামীদিনের জীবনাদর্শ হিসাবে পরিচিতি করতে গিয়ে অন্যান্য ধর্ম ও মর্তাদর্শের সাথে তুলনামূলক আলোচনা-পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে বিকল্প বিশ্ব ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামকে মানব মুক্তির একমাত্র পথ হিসাবে প্রমাণ করেছেন।

হফম্যানের জন্ম ১৯৩১ সালে জার্মানীতে এক ক্যাথলিক পরিবারে। পড়ালেখা করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, আইন বিজ্ঞানে, প্রথমে হার্ভার্ড ল' স্কুল থেকে আমেরিকান আইনে স্নাতকোত্তর, পরে ডক্টরেট। ১৯৬১ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত প্রথমে

---

১৪. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা ঃ শুক্রবার, ২২ শ্রাবণ ১৪১১ ; ৬ আগস্ট ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

জার্মান বিদেশ বিভাগে পারমাণবিক প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ হিসাবে, পরে ব্রাসেলসে ন্যাটো'র তথ্যবিষয়ক পরিচালক ও রাবাতে জার্মান রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে কম্যিউনিজমের পতন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র পরাশক্তি হওয়ার প্রস্তুতিপর্বটি ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন, 'Post cold war era' বা ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমা বিশ্ব ইসলামকে কিভাবে প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছে। ফলে তিনি ইসলাম সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হফম্যান নিজেকে উম্মাহ'র একজন হিসাবে বিবেচনা করে বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতার ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সাবধান করার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। বিশেষত ন্যাটোর মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের তথ্যবিষয়ক পরিচালকের দায়িত্ব পালনকালে তিনি যে অভিজ্ঞতা সমন্বয় করেন, তাই লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরে ইসলামবিরোধী পশ্চিমা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সাবধান করার পাশাপাশি ভয়ঙ্কর আধ্যাত্মিক শূন্যতায় পিষ্ট পশ্চিমাবাসীকে নতুন জীবনদর্শনের সন্ধান দিতে থাকেন। এ সন্ধান দিতে গিয়ে তিনি সমকালীন বিশ্বসাহিত্য, ক্লাসিক্যাল দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, সমরনীতি প্রভৃতির আলোকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে ইসলামের সুমহান সৌন্দর্যের দিকে পাশ্চাত্যের বিভ্রান্ত মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেন। তার বক্ষ্যস্থল পাশ্চাত্যের শিক্ষিত সমাজ। ফলে এ গ্রন্থ তাদের উপযোগী করেই রচিত। পশ্চিমের মানুষ আজ প্রকৃতই নিষ্ঠুর একাকিত্বের শিকার। অতি-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (hyper-Individualism) তাদের এ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। তারা এ থেকে মুক্তি চায়। তাদের অন্তরের আকুতি তাদেরই একজন হিসাবে হফম্যানের অজ্ঞাত নয়। তাই তাদের সেই চাহিদার আলোকেই তিনি ইসলামকে তাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

হফম্যানের এ গ্রন্থ প্রথম জার্মানী থেকে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে। প্রকাশের পর তা ব্যাপক সাড়া জাগায়। ১৯৯৩ সালে মিউনিখ থেকে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরে 'আল ইসলাম কা বাদিল' শিরোনামে ১৯৯৩ সালে মিউনিখ ও কুয়েত থেকে একযোগে এর আরবী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। একই সালে 'Islam The Alternative' শিরোনামে এর ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় ইংরেজী সংস্করণের মুখবন্ধে হফম্যান জানাচ্ছেন, "এর প্রথম জার্মান সংস্করণ প্রকাশিত হবার সাথে সাথে চারিদিকে মহা হৈচৈ পড়ে যায়। অবশেষে বিষয়টি জার্মান আইন সভা 'বুন্ডোসটাগ'-এও বিতর্কের সূচনা করে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং আমি যথারীতি রাবাত-এ জার্মান রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন শেষে অবসর গ্রহণ করি। অবশ্য এ থেকে আমার এ শিক্ষা হয় যে, দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং সালমান রুশদী উপখ্যানের পর ইসলামের স্বপক্ষে কিছু বলতে যাওয়াটা মোটেই রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক নয়। ১৯৯৩ সালে যখন এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ যুক্তরাজ্যের বাজারে আসে, তখন অনেক গ্রন্থাগারের মালিক আমার গ্রন্থখানিকে তাদের দোকানে রাখতে কুণ্ঠাবোধ করেন।"

গ্রন্থটি প্রকাশের প্রতিক্রিয়ার সংবাদ জাননোর পর হফম্যান এ গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য তুলে ধরে পশ্চিমে বিশেষত আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলমানদের ৩টি অবশ্য পালনীয় দায়িত্বের প্রতি সচেতন করে বলছেন ঃ 'আমি মূলত এই বিশ্বাস নিয়েই গ্রন্থখানি রচনা করেছি যে, উত্তর আধুনিকা ও যন্ত্রশিল্পোত্তর পশ্চিমা সভ্যতার পটভূমিতে ইসলামই হবে আগামী শতাব্দীর সবচেয়ে শক্তিশালী ধর্মবিশ্বাস। আমার মতে, আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলমানদের সামনে ৩টি অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব রয়েছে, যথা– (ক) যে সমাজে ব্যাপকভাবে অবাধ যৌনতা ও ভোগবাদী জীবন-যাত্রার প্রচলন আছে, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে অবিকৃত অবস্থায় তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়া; (খ) মার্কিন সমাজের কাছে ইসলামের আধ্যাত্মিক ও গণতান্ত্রিক সম্ভাবনার কথা তাদের আচরণ দ্বারা প্রমাণ করে বুঝিয়ে-দেখিয়ে দেয়া যে, সমসাময়িক বিশ্বের যুগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির প্রত্যাশা তারা একমাত্র ইসলামের কাছেই করতে পারেন। বিশেষত এটা বুঝিয়ে দেয়া যে, মাদকাসক্তি এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধের পরিণতি হিসাবে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে নিষ্ঠুর শীতলতা, ইসলামের মাঝেই রয়েছে তার নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং পরিশেষে (গ) ইসলামী বিশ্বাসকে নবউদ্যমে নবরূপে উদ্ভাসিতকরণে এগিয়ে আসা, নিরবচ্ছিন্নভাবে ইসলামের পরিশুদ্ধ অধ্যয়ন ও আমাদের মৌল বিশ্বাসগুলোর প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করা এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রশাসনিক সাফল্যগুলোকে প্রাচ্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়া।

মুরাদ উইলফ্রিড হফম্যানের এ গ্রন্থটির বাংলা তরজমা করেছেন মঈন বিন নাসির। তিনি গ্রন্থের শুরুতে একটি দীর্ঘ ভূমিকাও সংযোজন করেছেন। এ গ্রন্থ পাঠে আমরা মুহাম্মদ আসাদ, মরিস বুকাইলি, রশিদ আল ফারুকী ও মরিয়ম জমিলার মত আরেকজন বিদগ্ধ পশ্চিমা পণ্ডিতকে পেলাম, যিনি ইসলামকে নিজের জীবনে আবিষ্কার করে দুনিয়াব্যাপী এর সৌন্দর্য ও মহিমা বিতরণের দায়িত্ব নিয়েছেন। যিনি প্রমাণ করেছেন, ইসলাম একটি সজীব-প্রাণচাঞ্চল্যময় জীবন বিধান।

Dhaka University Institutional Repository

যিনি ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমী সমাজকে একটি নতুন অথচ সুগভীর উপলব্ধির সন্ধান দিয়েছেন। তার অন্যান্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ ডায়েরী অব এ জার্মান মুসলিম (১৯৮৫), ভোয়াজ টু মক্কাহ প্রভৃতি। বর্তমানে তিনি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে বসবাস করছেন।[১৫]

আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার)
মূল ঃ ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র)
অনুবাদ ঃ মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০৪ (তৃতীয় সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৭৬, মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা।

ইসলামী শরী'আহ্র উৎস হিসাবে পবিত্র করআনের পরই হাদীসের স্থান। হাদীস এক দিকে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা, অপর দিকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনের বাস্তব চিত্র। পবিত্র কুরআনের মহানবী (সা)-কে বলা হয়েছে 'উস্ওয়াতুন হাসানা'-সুন্দরতম আদর্শ। নবী কারীম (সা)-এর প্রতিটি কাজ, শিক্ষা, সম্মতি ও আচরণ মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শের দৃষ্টান্ত। মহানবী (সা) আচরণ ও শিষ্টাচারের এক অনন্য নমুনা স্থাপন করে গেছেন মানব জাতির সামনে। এ সবের আলোকে মানব জাতির জীবন পরিচালিত হলে-দুনিয়া একটি বেহেশতের বাগানে পরিণত হতো।

জগৎখ্যাত হাদীসবেত্তা হযরত ইমাম বুখারী (র) তাঁর অক্লান্ত সাধনায় ৬ লাখ হাদীস সংগ্রহ করে দীর্ঘ ষোল বছর রাসূলে করীম (সা)-এর রওজা আক্সাদের পাশে মোরাকাবায় বসে এসব হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই করে গ্রহণ করেন। তাঁর সংকলিত বুখারী শরীফের পর যে কিতাবটি মুসলিম বিশ্বে সমধিক পরিচিত ও সমাদৃত সেটি হচ্ছে 'আল-আদাবুল মুফরাদ' এটি শিষ্টাচার সংক্রান্ত রাসূলে করীম (সা)-এর হাদীসের বিশুদ্ধ সংকলন। এতে ১৩৩৯টি হাদীস ৬৪৫টি শিরোনামে উপস্থাপিত হয়েছে।

'আল-আদাবুল মুফরাদ' মানব চরিত্র গঠনের জন্য এক অনন্য নিয়ামতের ভাণ্ডার। বিশ্বখ্যাত এ হাদীস গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলেম, লেখক ও অনুবাদক মাওলানা আবদুল্লাহ বিন-সাঈদ জালালাবাদী।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থটি ১৯৮৪ সালে তিন খণ্ডে প্রথম প্রকাশ করে। ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে তিনটি খণ্ডকে একত্রিত করে অভিন্ন সংস্করণ হিসাবে প্রকাশ করেছে। প্রত্যেক মুসুলমানদের ঘরেই এ বইটি থাকা একান্ত প্রয়োজন।[১৬]

তাবলীগ ও দাওয়াহ্
মূল ঃ এ. জেড. এম শামসুল আলম
অনুবাদ ঃ শহীদ আখন্দ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৪, ভদ্র ১৪১১
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৪০, মূল্য ঃ ১১০.০০ টাকা।

'তাবলীগ ও দাওয়াহ্' শীর্ষক গ্রন্থটি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সাবেক মহাপরিচালক জনাব এ, জেড, এম শামসুল আলমের Tableeg and Dawah শীর্ষক ইংরেজীতে লেখা চিন্তাশীল প্রবন্ধ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট কথাশিল্পী জনাব শহীদ আখন্দ।

গ্রন্থটি মোট ১৫টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া শুরুতে 'ঈমান ও আকায়েদ' শিরোনামে একটি ভূমিকা সংযোজন করা হয়েছে। অধ্যায়সমূহ হচ্ছে অধ্যায়-১ ঃ কালিমা তাইয়েবা, অধ্যায়-২ ঃ মহান স্রষ্টা, অধ্যায়-৩ ঃ আল কুরআন, অধ্যায়-৪ ঃ অদৃশ্য বিশ্বাস, অধ্যায়-৫ ঃ অদৃশ্য আখিরাত, অধ্যায়-৬ঃ প্রকৃতিতে আল্লাহর আইন, অধ্যায়-৭ঃ ইবাদত, অধ্যায়-৮ঃ সালাত, অধ্যায়-৯ঃ সালাতের ফাযায়েল, অধ্যায়-১০ঃ নিয়তের গুরুত্ব, অধ্যায়-১১ঃ ফিতরাত ও দীন, অধ্যায়-১২ঃ দৌলতের স্বরূপ, অধ্যায়-১৩ঃ সুখ ও শান্তি, অধ্যায়-১৪ঃ দেহ ও আত্মার সম্পর্ক এবং অধ্যায়-১৫ঃ মৃত্যুর স্বরূপ।

---

১৫. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক ইনকিলাব,* ঢাকা ঃ শুক্রবার ৩পৌষ ১৪১১, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রি.।
১৬. নুরুল ইসলাম মানিক, *দৈনিক সংগ্রাম,* ইসলাম ও জীবন ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের প্রায় সকল দিকের উপরই এ গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থটি সহজ-সরল ভাষায় লিখিত হওয়ার এবং এতে বক্তব্যের বিষয় উপস্থাপন করতে গিয়ে প্রচুর প্রাসঙ্গিক উপমা ব্যবহার করায় গ্রন্থটি সর্বশ্রেণীর পাঠকের উপযোগী হয়েছে। এ গ্রন্থ পাঠে পাঠক একদিকে যেমন ইসলামী দাওয়াতের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন, তেমনি দাওয়াতী কাজে নিজেরাও উদ্বুদ্ধ হবেন।[১৭]

ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা
লেখক ঃ লেখক মণ্ডলী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৩
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২০৪, মূল্য ঃ ৪৮.০০ টাকা।

যাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। শরী'আ সম্মত পন্থায় মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করে আত্মনির্ভরশীল মানব-সম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তথা একটি সুষম, কল্যাণকর, মানবতামুখী সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণে যাকাত সুদূরপ্রসারী অবদান রাখতে পারে। দুনিয়ার জমীনে ইসলাম এসেছে যাবতীয় অকল্যাণ, বিপর্যয় হয়রানি-পেরেশানি আর দুঃখ-কষ্ট থেকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' আদম সন্তানকে মুক্তি দিয়ে চিরন্তন শান্তি, কল্যাণ ও ইহ-পরকালীন পরিপূর্ণ সাফল্যের দিকনির্দেশনা দিতে। ভারসাম্যপূর্ণ এবং কল্যাণময় জীবন ও সমাজ গড়ার প্রত্যয়-প্রত্যাশায় দীপ্ত যাকাত ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগ হলে সমাজ থেকে শোষণ-বঞ্চনা, দুঃখ-দারিদ্র্যের নিরসন ত্বরান্বিত হবে; আর তাহলেই কল্যাণময় ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েমের পথ সুগম হবে।

এ কারণেই যাকাত সম্পর্কে ইসলামী নির্দেশনার ব্যাপক প্রচার অত্যন্ত জরুরী। যাকাতের বিধিবিধান, তার উদ্দেশ্য এবং অন্তর্নিহিত প্রেরণা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হলে প্রকাশনা-মাধ্যম অর্থাৎ এ সংক্রান্ত প্রামাণ্য বই-পুস্তকের ভূমিকা অপরিসীম। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে 'ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা' শীর্ষক একটি জরুরী বই। এটি যাকাত সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখকের লেখা একটি সুসংকলিত প্রবন্ধ-গ্রন্থ। প্রবন্ধ সূচিতে আছে : যাকাত-এর প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য / মাওলানা আবদুর রহীম, যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন / শাহ্ আবদুল হান্নান, যাকাতের শরয়ী গুরুত্ব ও অবদান / মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত / আবদুল খালেক, যাকাতের তাৎপর্য ও বিধান / মুহাম্মদ মূসা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুষম বণ্টনের কৌশল হিসেবে যাকাত : তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ / মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ও যাকাত / এম. আবদুর রব ও দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ / ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন ও মুহাম্মদ আবদুল লতিফ।[১৮]

ইসলামের কতিপয় মৌলিক জ্ঞান ও আমল
লেখক ঃ মোঃ শহিদুজ্জামান
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৫
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩২০, মূল্য ঃ ৯৪.০০ টাকা।

ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য মহান আল্লাহ্-প্রদত্ত একমাত্র জীবন-ব্যবস্থা–হেদায়েতের দিকনির্দেশনা। আদর্শ ইসলামী জীবন গঠনের জন্য ইসলামী বিধিবিধান সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য একান্ত আবশ্যক।

ইসলামের বিধিবিধানের উৎস মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, অতঃপর মহানবী (সা)-এর সুন্নাহ। এই দুই উৎসের বিশাল ও বহুমাত্রিক ভাণ্ডার থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করেই বিশ্বমুসলিম শতাব্দীর পর শতাব্দী এগিয়ে চলেছে ইসলামের কল্যাণময় পথে।

আলোচ্য 'ইসলামের কতিপয় মৌলিক জ্ঞান ও আমল' বইটি ইসলামী নির্দেশনা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করতে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করবে। সাধারণ মানুষ–যারা কুরআন-হাদীসের অতল সমুদ্র মন্থন করে প্রয়োজনীয় বিধিবিধান আয়ত্ত করতে পারে না, তাদের জন্য এ বইটি অত্যন্ত সহায়ক। ইসলামের বেশকিছু মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংকলন করে এ

---

১৭. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৪১১ ঃ ৩ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রি.।
১৮. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী ২০০৬; পৃষ্ঠা-১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

বইটি রচনা করেছেন মো. শাহিদুজ্জামান। বইটিতে যে সকল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো হলো : আল্লাহ্, ফেরেশতা, নবী ও আসমানী কিতাবসমূহ, পবিত্র কুরআন, কালিমা, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, বিসমিল্লাহ্, ফরয, জিহাদ এবং সবশেষে 'মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ' শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা স্থান পেয়েছে– যেটি মূল উদ্দিষ্টের সাথে সংগতিপূর্ণ না হলেও মুসলিম উম্মাহর সদস্য হিসেবে আমাদের জানা প্রয়োজন।[১৯]

ইসলাম ও উন্নত জীবন ব্যবস্থা

লেখক ঃ প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৫
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮০, মূল্য ঃ ২২.০০ টাকা।

প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ এ দেশের একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও লেখক। উদ্দিষ্ট বিষয়কে অত্যন্ত সংহত ভাষায়, সুবিন্যস্তভাবে, সর্বপ্রকার অতিশয়োক্তি পরিহার করে, পরিমিত বাক-বিন্যাসের মাধ্যমে বাঞ্ছিত পরিসরে প্রকাশ করার এক দুর্লভ বৈশিষ্ট্য আমরা তাঁর রচনায় লক্ষ্য করি। সত্যিকার ইন্টালেকচুয়াল রুচি ও ভব্যতাবোধ তাঁর রচনাকে অপরিসীম সৌন্দর্যে মহিমান্বিত করে।

আলোচ্য 'ইসলাম ও উন্নত জীবন ব্যবস্থা' শীর্ষক বইটিতেও আমরা লেখকের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলির পরিচয় পাই। যাঁরা প্রফেসর এমাজউদ্দীনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের বিশ্লেষক হিসেবে বেশি চেনেন, এ গ্রন্থটি তাঁদের কাছে ভিন্ন মাত্রিকতা নিয়ে উপস্থিত হবে। এটি ১০টি সুলিখিত প্রবন্ধের একটি সংকলন। বইটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে এর প্রকাশক ও প্রকাশনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবদুর রব বলেছেন : "বাংলাভাষায় ইসলামকে সনাতন ভাষা ও পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনের যে রীতি সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে, নানামুখী দর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তায় বিভ্রান্ত আজকের বাংলাভাষী মানুষ এতে আর তৃপ্ত নয়। এ অবস্থায় ইসলামকে আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসা ও জ্ঞান-চিন্তার আলোকে ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনের যে নতুন উপযোগিতা ও চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে এর আলোকে বাংলাভাষী বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণও অনস্বীকার্য। এ যুগ-চাহিদার আলোকে ইসলামের বেশকিছু বিষয় নতুন আঙ্গিক, নবতর চেতনা ও আধুনিক মনন-চিন্তায় প্রস্ফুটিত করে আমাদের সামনে হাযির করেছেন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর এমাজউদ্দীন আহমদ তাঁর 'ইসলাম ও উন্নত জীবন ব্যবস্থা' শীর্ষক এই মূল্যবান প্রবন্ধ গ্রন্থে।

গ্রন্থভুক্ত দশটি প্রবন্ধে তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে... ইসলামকে মানব-মুক্তির একমাত্র ও সর্বাধুনিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন।

অনাড়ম্বর অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত আধুনিক মননঋদ্ধ এ বইটি উপযোগিতা ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী।[২০]

আল হিদায়া (প্রথম খণ্ড)

মূল ঃ শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আবু বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু তাদের মেসবাহ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০৩ (২য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৭৯, মূল্য ঃ ১৯০.০০ টাকা।

আল হিদায়া (দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল ঃ শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আবু বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু তাদের মেসবাহ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০৩ (২য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৫৬, মূল্য ঃ ২৪২.০০ টাকা।

আল হিদায়া (তৃতীয় খণ্ড)

মূল ঃ শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আবু বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু তাদের মেসবাহ ও মাওলানা ইসহাক ফরিদী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০১ (১ম সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৬৩, মূল্য ঃ ৩১৫.০০ টাকা।

---

১৯. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী ২০০৬; পৃষ্ঠা-১০৮
২০. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী ২০০৬; পৃষ্ঠা-১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল হিদায়া (চতুর্থ ও শেষ খণ্ড)

মূল ঃ শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আবু বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী (র), অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু তাদের মেসবাহ ও মাওলানা ইসহাক ফরিদী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০১ (১ম সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৯৮, মূল্য ঃ ২৬০.০০ টাকা।

আল-হিদায়া জগতবিখ্যাত প্রামাণ্য ফিকাহ্-র কিতাব। ফিকাহ হচ্ছে ইসলামী আইন-কানুন, বিধিবিধান, রায় ও সিদ্ধান্ত সম্বলিত শাস্ত্র। ফিকাহ্‌র জগতে আল-হিদায়া সার্বিক বিবেচনায় শীর্ষস্থান দখলকারী একটি গ্রন্থ। এটি একটি মৌলিক গ্রন্থ। জগদ্বিখ্যাত এই অমূল্য কোষ-গ্রন্থটির রচয়িতা শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আবু বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী। বাংলাভাষী পাঠক মহল বিশেষ করে ফিকাহ্ শাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এই প্রামাণ্য ফিকাহ-গ্রন্থ টি বাংলা অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করেছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আলেম, মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ এবং চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ ও মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরীদী। আর অনুবাদ-কর্মটি সম্পাদনা করেছে ফাউন্ডেশন-গঠিত একটি শক্তিশালী সম্পাদনা পরিষদ–যার সদস্য : প্রথম খণ্ড–প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা উবায়দুল হক; প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, ইসলামী পণ্ডিত ও লেখক ড. কাজী দীন মুহম্মদ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষে পরিচালক জনাব মুহাম্মদ লুতফুল হক; দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড–মাওলানা উবায়দুল হক, ড. কাজী দীন মুহম্মদ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষে পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রব। চতুর্থ খণ্ডের সম্পাদনা পরিষদ–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দিক ও অধ্যাপক আবদুল মালেক এবং ফাউন্ডেশনের পক্ষে মোহাম্মদ আবদুর রব। বাংলা অনুবাদ আল-হিদায়া মোট চার খণ্ডে বিভক্ত। এই চারটি খণ্ডে ইসলামী আইন ও বিধিবিধান সুবিন্যস্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আল হিদায়া (প্রথম খণ্ড)

আল-হিদায়া প্রথম খণ্ডের বিষয়-সূচিতে রয়েছে–তাহারাত : উযূ ভঙ্গের কারণসমূহ, গোসল, পানি, কুয়ার মাসআলা, তায়াম্মুম, হায়য ও ইসতিহাযা, মুসতাহাযা, নিফাস সম্বন্ধে, বিভিন্ন নাজাসাত ও তা থেকে পবিত্রতা অর্জন, ইসতিনজা, সালাতের সময়সমূহ, আযান, সালাতের পূর্ববর্তী শর্তসমূহ, সালাতের ধারাবাহিক বিবরণ, কিরাত, ইমামত সালাতের মধ্যে হাদাছ হওয়া, যা সালাতকে ভঙ্গ করে এবং যা সালাতকে মাকরূহ করে, পায়খানায় কিবলামুখী বসা, সালাতুল বিত্‌র, নফল সালাত, কিয়ামে রমাযান, কাযা সালাত, অসুস্থ ব্যক্তির সালাত, মুসাফিরের সালাত, সালাতুত জুমুআ, দুই ঈদের বিধান, সালাতুল কুসূফ, ইসতিসকার সালাত, সালাতুল জানাযা, শহীদ; যাকাত–গবাদি পশুর যাকাত, উটের যাকাত, গরুর যাকাত, বকরীর যাকাত, রূপার যাকাত, স্বর্ণের যাকাত, পণ্যদ্রব্যের যাকাত, খনিজ সম্পদ ও প্রোথিত সম্পদ, ফসল ও ফলের যাকাত, সাদাকাতুল ফিতর, সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ ও সময়; সিয়াম–যে কারণে কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হয়, রোযা ভঙ্গ, ই'তিকাফ; হজ্জ–ইহরামের স্থানসমূহ, ইহরাম, কিরান, হজ্জে তামাত্তু, অপরাধ ও ত্রুটি, ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী-সম্ভোগ, তাহারাত ব্যতীত তাওয়াফ-সংশ্লিষ্ট বিষয়, শিকার, ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা, অবরুদ্ধ হওয়া, হজ্জ ফউত হওয়া, অপরের পক্ষে হজ্জ করা ইত্যাদি।

আল হিদায়া (দ্বিতীয় খণ্ড)

দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়-সূচি–কিতাবুন্নিকাহ : বিবাহ পর্ব–মাহ্‌রাম প্রসঙ্গ, মুতা বিবাহ বাতিল; ওয়ালী ও কুফু প্রসঙ্গে–পাত্র-পাত্রীর কুফু, ওকীলের মাধ্যমে বিবাহ; মাহর, দাসের বিবাহ, মুশরিক সম্প্রদায়ের বিবাহ, পালা বণ্টন; স্তন্য পান– তালাক পর্ব; সুন্নত পদ্ধতির তালাক, তালাক প্রদান, তালাককে সময়ের সাথে সম্বন্ধকরণ প্রসঙ্গে, সহবাসের পূর্বে তালাক প্রসঙ্গে, (স্ত্রীকে) তালাকের ক্ষমতা প্রদান, ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ, শর্তযুক্ত তালাক, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির তালাক, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর হালাল হওয়ার উপায়, ঈলা, খোলা, যিহার, ইদ্দত, নসব প্রমাণ প্রসঙ্গে, সন্তান প্রতিপালন ও কে এর অধিক হকদার, ভরণ-পোষণ, গোলাম আযাদ করা, অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দান, কোন্ বাক্য কসম রূপে বিবেচ্য, পানাহার সংক্রান্ত; ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ ও অন্যান্য বিষয়ে কসম; হত্যা প্রহার ও অন্যান্য বিষয়ে কসম, ঋণ পরিশোধ করা সংক্রান্ত কসম; বিবিধ মাসআলা–হদ্দ (শাস্তি)–হদ্দ ও তা জারী করার বিবরণ, যিনা সম্পর্কে সাক্ষ্য ও তা প্রত্যাহার, মদ্য পানের হদ্দ, অপবাদের হদ্দ, সাধারণ শাস্তি বিধান; চুরি অধ্যায়– সংরক্ষিত (বস্তু) ও তা নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে, হস্ত কর্তন ও তা সাব্যস্তের পদ্ধতি সম্পর্কে, রাহাজানি; অধ্যায় : জিহাদ–জিহাদ ও লড়াইয়ের পদ্ধতি, সন্ধি স্থাপন ও যাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়, গণীমতের মাল ও তা বণ্টন, কাফিরদের দখল ও আধিপত্য বিস্তার, নিরাপত্তা অর্জনকারী ব্যক্তি, উশর ও খারাজ প্রসঙ্গে, জিযিয়া; মোরতাদের বিধানসমূহ, বিদ্রোহী দল প্রসঙ্গে, কুড়িয়ে পাওয়া শিশু, দাস-দাসীর পলায়ন, নিখোঁজ ব্যক্তি প্রসঙ্গ, অংশীদারিত্ব ইত্যাদি।

আল হিদায়া (তৃতীয় খণ্ড)

তৃতীয় খণ্ডের বিষয়-সূচিতে রয়েছে– অধ্যায় ক্রয়-বিক্রয় : ইস্তাধিকারের শর্ত আরোপ, দর্শন ভিত্তিক ইখতিয়ার, ফাসিদ বিক্রির হুকুম, এমন ক্রয়-বিক্রয় যা মাকরূহ, মাকরূহ বিক্রয়ের বিশেষ প্রকার, রিবা, অধিকার সম্পর্কীয়, অধিকার অর্জন সম্পর্কীয়, নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির বিক্রয়, বায় সালাম প্রসঙ্গ; স্বর্ণ-রৌপ্য বিনিময়; জামানত প্রসঙ্গে, বিচারকের শিষ্টাচার–আটক করা প্রসঙ্গে, কাজীর পত্র প্রেরণ, সালিশ নিয়োগ প্রসঙ্গ, বিচার পর্বের মাসআলা, মীরাছ সংক্রান্ত ফায়সালা প্রসঙ্গে; মীরাছ সম্পর্কে সাক্ষ্য, সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদান, সাক্ষ্য প্রত্যাহার প্রসঙ্গ; বিক্রয় ও ক্রয় সম্পর্কে ওকীল নিযুক্ত করা, গোলাম কর্তৃক আপন সত্ত ক্রয় করার জন্য ওকীল, ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত ওকীল, ওকীলের অপসারণ; দাবী উত্থাপন প্রসঙ্গে–কসম প্রসঙ্গে, যারা মামলায় প্রতিপক্ষ হতে পারেনা, দু'জন যদি একই জিনিসের দাবীদার হয়, কবজার মাধ্যমে বিবাদ, বংশ প্রসঙ্গে দাবী; স্বীকারোক্তি–ব্যতিক্রম সম্পর্কে, রোগীর স্বীকারোক্তি, নসব সম্পর্কে স্বীকারোক্তি; সন্ধি–মালের দাবীর বিপরীতে সন্ধি করা জায়িয, স্বেচ্ছা-প্রনোদিক হয়ে সন্ধি করা এবং উকীল হয়ে, ঋণের বিপরীতে সমঝোতা, শরীকানার ঋণ, তাখারুজ (হক থেকে খারিজ হওয়া) প্রসঙ্গে; মোদারাবা– মোদারিবের অন্য কারো সাথে মোদারাবা চুক্তি করা, অব্যাহতি দান ও মুনাফা বণ্টন, মোদারিব যা করতে পারবে, মতবিরোধ সম্পর্কে; 'আরিয়া (সাময়িক ধার) প্রদান; হেবা প্রসঙ্গ–যে হেবা রুজু করা যায় এবং যে হেবা রুজু করা যায় না, ছাদাকা প্রসঙ্গ; উজারা প্রসঙ্গ–কখন ভাড়ার হকদার হবে, কোন্ ইজারা চুক্তি বৈধ, আর কিসে চুক্তি লঙ্ঘন হবে, ফাসিদ ইজারা, মজদূরের দায় বহন, দুই শর্তের একটির ভিত্তিতে ইজারা চুক্তি, গোলামকে ইজারা প্রদান, ইজারা রহিতকরণ, মোকাতাব যা করার অধিকার রাখে, শরীকানা গোলামের কিতাবত; ওয়ালা– সৌহার্দ্যমূলক মাওয়ালীদের ওয়ালা সম্পর্ক; বলপ্রয়োগ; হাজর বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ–নির্বুদ্ধিতা ও অপব্যয়জনিত নিষেধাজ্ঞা, বালেগ হওয়ার সীমা, ঋণগ্রস্ততার কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ; অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম; গসব সম্পর্কে– গসবকারীর কর্ম দ্বারা গসবকৃত বস্তুর পরিবর্তন, মূল্যমান রহিত বস্তুর গসব ইত্যাদি।

আল হিদায়া (চতুর্থ ও শেষ খণ্ড)

এ খণ্ডের বিষয়-সূচিতে রয়েছে–শুফআর দাবী এবং এ ব্যাপরে আরজি, শফি' ও ক্রেতা ও বিক্রেতা, যে জিনিস দ্বারা শুফআর দাবীকৃত সম্পত্তি গ্রহণ করা যায়, বিবিধ মাসাইল, যে বস্তুতে শুফআ সাব্যস্ত হয়, যে কারণে শুফআর অধিকার বাতিল হয়, শুফআ বাতিল করার কৌশল, বণ্টনে মাসাইল–যে জিনিস বণ্টন করা যাবে, বণ্টন পদ্ধতি সম্পর্কে মাসাইল, বণ্টনে ভুল হয়েছে বলা এবং মালিকানার দাবী, হক তথা মালিকানা দাবী করার কৌশল, মুহায়াত-এর বিবরণ; মায়ারা'আত–বর্গাচাষ প্রসঙ্গে; মুসাকাত; যবাহ-এর মাসাইল– যে সব পশু খাওয়া হালাল এবং হালাল নয়, কুরবানীর মাসাইল; মাকরূহ বিষয়াদি সম্পর্কিত মাসাইল–পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত মাসাইল; সঙ্গম, তাকানো এবং স্পর্শ করা প্রসঙ্গে, গর্ভাশয় পবিত্রকরণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে, ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয় সম্পর্কে, বিবিধ মাসাইল; পতিত ও অনাবাদী জমি আবাদ করা; পানি সম্পর্কিত মাসাইল, খাল খনন, পানির পালা প্রাপ্তির দাবী, এ সংক্রান্ত মতভেদ, মদ ও মাদকদ্রব্য–আঙুর জ্বাল দেওয়ার মাসাইল, শিকার– শিকারী পশুর বিবরণ, তীর নিক্ষেপ করার মাসাইল, বন্ধক– বন্ধকী বস্তু, বন্ধকদাতা ও বন্দক গ্রহীতা একাধিক হলে, বন্ধকী মাল কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট রাখা, বন্ধকী মালের মধ্যে হস্তক্ষেপ; জিনায়াত– যাতে কিসাস ওয়াজিব হয়, আর যাতে হয় না, প্রাণহানির নীচে কিসাস, একই ক্ষেত্রে একই অপরাধ, হত্যা সম্পর্কে সাক্ষ্য, হত্যার অবস্থা বিবেচনা প্রসঙ্গে; দিয়াত– জখম প্রসঙ্গে, গর্ভস্থ সন্তান প্রসঙ্গ, সাধারনের চলাচলের পথে কিছু তৈরী করা, হেলে পড়া দেয়াল, পশুর অপরাধ এবং পশুর প্রতি কৃত অপরাধ প্রভৃতি, মা'আকিল বা দিয়ত; অসিয়ত– অসিয়তের বিবরণ, বৈধ অসিয়ত এবং প্রত্যাহার এক-তৃতীয়াংশ মালের অসিয়ত, মৃত্যু রোগ অবস্থায় মুক্তিদান, নিকটাত্মীয় এবং অন্যান্যদের নামে অসিয়ত, যিম্মীর অসিয়ত, সাক্ষ্য প্রসঙ্গ; নপুংষক প্রসঙ্গ এবং বিবিধ মাসআলা।[২১]

সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম
লেখক ঃ নুরুল ইসলাম মানিক
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৭
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৯২, মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা।

'আল-ফিতনাতু আশাদ্দু মিনাল কাত্লে' অর্থাৎ ফিতনা-ফাসাদ হত্যার চেয়েও ঘৃণ্য, পবিত্র কুরআনের এই অমোঘ বাণীটি আজকের বিশ্বে যে কী ভয়াবহ বাস্তবতায় সমুপস্থিত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফিতনা-ফাসাদের বহুমুখী রূপ-

---

২১. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৭; পৃষ্ঠা-১২১-১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকরণ রয়েছে; এর মধ্যে সন্ত্রাস বর্তমান সময়ে বহুল প্রচলিত এবং আলোচিত-সমালোচিত-নিন্দিত একটি শব্দ–শুধু শব্দ নয়, এ যেন এক ভয়াবহ মারণাস্ত্রের নাম। সন্ত্রাস নামক অশুভ দানব আজকের সমাজের যাবতীয় ইতিবাচক প্রত্যয়, সংকল্প এবং কর্মধারার প্রতি সদম্ভে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। অথচ মানুষকে, মানব-সমাজে এবং মানুষের অবিনাশী সত্তাশক্তি ও মূল্যবোধকে বাঁচাতে সন্ত্রাসের বেপথু দৈত্যকে রুখতেই হবে এবং এজন্য আমাদের ইসলামী আদর্শের কল্যাণী ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। ইসলাম সর্বপ্রকার ফিতনা-ফাসাদ, সন্ত্রাস-কোন্দল, অশান্তি-অনৈক্যের বিরুদ্ধে কল্যাণাভিসারী এক চিরন্তন আদর্শ; এক অনুপম বৈপ্লবিক কর্ম-পরিকল্পনা। সুতরাং ইসলামী দিকনির্দেশনার আলোকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে জনগণকে সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করতে পারলে সমাজ থেকে সন্ত্রাসের বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব। এই মহৎ প্রত্যাশায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্প্রতি প্রকাশ করেছে 'সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম' শীর্ষক এ মূল্যবান বইটি। এটি একটি সংকলন-গ্রন্থ। সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট কবি, লেখক ও গ্রন্থকার জনাব নুরুল ইসলাম মানিক।২২

কিতাবুল কাবায়ের

মূল ঃ শামসুদ্দীন যাহাবী (র) অনুবাদ ঃ আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩১২, মূল্য ঃ ৭৫.০০ টাকা।

কিতাবুল কাবায়ের অর্থ কবীরা গুনাহসমূহ। আমরা জীবন চলার পথে প্রতিনিয়ত ভুলত্রুটি করছি, অপরাধ-গুনাহ্ করছি: আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পথ ছেড়ে অন্যায় পথে, পাপের পথে চলছি–যা কখনই কাম্য নয়। এজন্য পরকালে অবশ্যই আমাদের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। এ কারণে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত হক পথে, ইসলামের পথে থেকে যথার্থ মু'মিনের জীবন যাপন করা; সকল প্রকার পাপ-গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা।

এসব অপরাধ-গুনাহ্র মধ্যে কিছুসংখ্যক ছোটখাট বা সগীরাহ্ গুনাহ : আর যেগুলি কঠিন এবং গুরুতর প্রকৃতির, সেগুলো হলো কবীরাহ্ গুনাহ্। অপরাধের গুরুত্বের বিচারে কবীরাহ্ গুনাহ্র শাস্তিও কঠিন। কবীরাহ্ গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য তাই প্রথমেই আমাদের জানা দরকার কবীরাহ্ গুনাহ্র পরিচিতি, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। কেবলমাত্র অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণে অনেক মানুষ অহরহ কবীরাহ্ গুনাহ্ করছে। কবীরাহ্ গুনাহ্ সম্পর্কে এই অজ্ঞতা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই–যার শিরোনাম 'কিতাবুল কাবায়ের'।

বইটির সূচিপত্রে কবীরাহ্ গুনাহ্সমূহ সংক্ষিপ্ত শিরোনামে চিহ্নিত করা হয়েছে এভাবে– আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থির করা, নরহত্যা করা, যাদুটোনা করা, নামায পরিত্যাগ করা, যাকাত না দেয়া, বিনা ওযরে রমযানের সিয়াম ভঙ্গ করা, হজ্জ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করা, ব্যভিচার, লাওয়াতাত বা সমকামিতা, সুদ, ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা এবং তার উপর জুলুম করা, মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, ইমাম বা নেতা কর্তৃক প্রজাদের ধোঁকা দেয়া এবং তাদের উপর জুলুম করা, অহংকার ও বড়াই, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, মদ্যপান, জুয়াখেলা, সতী-সাধ্বী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া, গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা, চুরি করা, ডাকাতি এবং ছিনতাই, মিথ্যা কসম খাওয়া, জুলুম বা অত্যাচার, বিক্রয়কর বা তোলা আদায় করা, হারাম খাওয়া তা যেভাবেই হোক, আত্মহত্যা করা. কথায় কথায় মিথ্যা বলা, দুর্নীতিপরায়ণ বিচারক, বিচারের জন্য (বিচারকের) ঘুষ গ্রহণ, পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে সাদৃশ্য সৃষ্টি, দাইয়ুস এবং যে দুজনের মধ্যে বিবাদ ঘটাবার চেষ্টা করে, হিলাকারী এবং যার হিলা করা হয়, পেশাব থেকে পবিত্র না থাকা যা খৃষ্টানদের স্বভাব, রিয়া (লোক দেখানো কাজ), পার্থিব উদ্দেশ্যে ইল্‌ম অর্জন ও ইল্‌ম গোপন করা, খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা, খোঁটা দেওয়া, তাকদীরকে অবিশ্বাস করা, কান পেতে অন্য লোকের গোপন কথা শোনা, চোখলখোরী করা, লা'নত করা বা অভিশাপ দেওয়া, ওয়াদা করে তা রক্ষা না করা ইত্যাদিসহ আরও অনেকগুলো কবীরাহ্ গুনাহ্।২৩

---

২২. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৫, পৃষ্ঠা-১১৩

২৩. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৬, পৃষ্ঠা-১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শরীয়াহ্ ও সুন্নাহ্

মূল ঃ মুসতাফা হুসনী আস্-সুবায়ী অনুবাদ ঃ এ এম এম সিরাজুল ইসলাম
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৭
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৮০, মূল্য ঃ ২১০.০০ টাকা।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা)-এর সুন্নাহ্‌ই ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার উৎস। প্রকৃতপক্ষে সুন্নাহ্ হলো পবিত্র কুরআনেরই সার-নির্যাস; মহানবী (সা)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত 'প্রাকটিক্যাল' দিকনির্দেশনা ও আচরণবিধি। জনৈক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা) সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-এর কাছে জানতে চাইলে তিনি (হযরত আয়েশা রা.) তার জবাবে বলেন : তুমি কি কুরআন পড়নি? অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল মহানবী (সা)-এর জীবন ও কর্মাদর্শে। এ কারণে প্রতিটি মুসলিমের জীবনে সুন্নাহ্‌র অনুসরণ একান্ত অপরিহার্য।

এ বিষয়ে প্রখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত ও আলেমে দ্বীন ড. মুসতাফা হুসনী আস-সুবায়ী আরবী ভাষায় একখানি মুল্যবান গবেষণা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যা 'ইসলামী শরীয়াহ্ ও সুন্নাহ্' শিরোনামে বাংলায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলেম ও লেখক এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম। এটি ইসলামী শরীয়াহ্ ও সুন্নাহ্ সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ আকর গ্রন্থ। সুন্নাহ্ সংক্রান্ত বহুমাত্রিক, ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা-বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে বইটিতে।

বইটির বিষয়-সূচিতে আছে : সুন্নাতের সংজ্ঞা, সংগ্রহ, লিপিবদ্ধকরণ ও ইতিহাস; জাল হাদীসের প্রসঙ্গে আলোচনা, জাল হাদীস রচনার চক্রান্ত প্রতিরোধে আলিমগণের পদক্ষেপ, উলামায়ে কিরামের এসব প্রচেষ্টার ফলাফল, বিভিন্ন যুগে সুন্নাতের উপর যে সব সন্দেহের অবতারণা ঘটেছে, শীআ ও খারিজীদের দৃষ্টিতে সুন্নাত; মুতাযিলা ও মুতাকাল্লিমীনের দৃষ্টিতে সুন্নাত, সুন্নাত সম্পর্কে পাশ্চাত্যবিদদের চিন্তাধারা, হাদীস সম্পর্কে আধুনিক কতেক লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামী শরীয়তের সাথে সুন্নাতের সম্পর্ক, কুরআন করীমের সাথে সুন্নাতের সম্বন্ধ, কুরআনের সাথে সুন্নাত কিভাবে সম্পৃক্ত হলো ইত্যাদিসহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[২৪]

কালজয়ী আদর্শ ইসলাম

মূল ঃ সাইয়েদ কুতুব অনুবাদ ঃ নাজির আহমদ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৫
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫২, মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা।

ইসলাম যুগোত্তর, কালোত্তর এবং বিশ্বজনীন আদর্শের আলোকস্নাত এক কল্যাণময় জীবনব্যবস্থা। যুগ যুগ ধরে ইসলামের শিক্ষা ও কালজয়ী আদর্শ নানাভাবে নানা মাত্রায় আলোচিত-বিশ্লেষিত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী। ইসলামরূপ মহাসাগর থেকে মহামূল্যবান রত্নরাজি আহরণের এই নিরন্তন প্রচেষ্টা অনাগত কাল ধরে চলতে থাকবে–এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী মনীষী ও পণ্ডিত সাইয়েদ কুতুব ইসলামী আদর্শের অনুসন্ধানী গবেষক-বিশ্লেষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে তাঁর লেখা এবং বাংলায় অনূদিত 'কালজয়ী আদর্শ ইসলাম' শীর্ষক বইটিতে। এটি ভাষান্তর করেছেন বিশিষ্ট লেখক নাজীর আহমদ।

বইটি স্বল্পায়তন হলেও বিষয়ের গভীরতা ও উপযোগিতার দিক দিয়ে এটির গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত ব্যাপক। এর বিষয়-সূচিতে রয়েছে জাতির জন্য একটি পথ, একটি অনন্য পথ, একটি সহজ পথ, একটি সফল পথ, সম্ভাবনাময় মানব-প্রকৃতি, অভিজ্ঞতা সম্পদ, প্রভাব পরিণতি ও পরিশেষে।

বইটিতে ইসলামের কালজয়ী আদর্শের প্রেরণায় মুসলিম মিল্লাতকে উজ্জীবিত করার প্রয়াস দেয়া হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত প্রতিটি প্রবন্ধের বক্তব্য যুক্তিনিষ্ঠ, তাকওয়ার দীপ্তিতে ভাস্বর এবং সুচেতনা উদ্রেককারী।[২৫]

---

২৪. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৬, পৃষ্ঠা-১৩৮।
২৫. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৬, পৃষ্ঠা-১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আদর্শ ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় দ্বন্দ্ব

মূল ঃ সাইয়িদ আবুল হাসান নদভী (র) অনুবাদ ঃ মাওলানা ওবাইদুল হক

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৪৮, মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা।

এই বইটির লেখক উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, আলেমে দীন, প্রাজ্ঞ পণ্ডিত, অনলবর্ষী বাগ্মী, বহু গ্রন্থের লেখক সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)। এটি একটি অনুবাদ-গ্রন্থ। অনুবাদ করেছেন এ দেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলনা ওবাইদুল হক। গ্রন্থটির মূল শিরোনাম : 'ইসলামিক মামালিকমে মাগরেবিয়াতকা কাশমকাশ'।

ইসলামের চিরন্তন আদর্শের সাথে কোনো কল্যাণকামী ব্যবস্থা বা আদর্শের সংঘাত সৃষ্টির কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু ভোগবাদী এবং ক্ষেত্রবিশেষে বেপথু পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভ্রান্ত ধ্বজাধারীগণ তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে, কখনও ক্ষমতার মসনদকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে, কখনও অন্যবিধ স্বার্থে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে; ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়েছে; ধর্মের ছদ্মাবরণে তথাকথিত 'ক্রুসেড'-এর আয়োজন করতে কসুর করেনি। ইসলামের সাথে ঐ-সব তথাকথিত প্রগতিবাদীদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান এখনও হয়নি। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বও পাশ্চাত্য সভ্যতার কবলে পড়ে তার স্বকীয়তা হারাতে বসেছে। এই প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে 'মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আদর্শ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব' শীর্ষক গবেষণামূলক অতি-জরুরি এ বইটি।

বইটির বিষয়-সূচির দিকে একবার দৃকপাত করা যাক–পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে কোন কোন দেশের বিরুদ্ধাচরণ অথবা নিরপেক্ষতা অবলম্বন, ইসলামী বিশ্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার কবলে পড়েছে, মিশ্র সভ্যতা, নেতিবাচক ব্যবস্থা, এই নীতির প্রকৃতি ও দেশীয় রীতিনীতি কোন সভ্যতার মুকাবিলা করতে পারে না, সভ্যতা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সুষ্ঠ পরিকল্পনা এবং জ্ঞানসুলভ পদক্ষেপের প্রয়োজন, ইসলামী বিশ্বে বিপ্লব এবং বিদ্রোহের আসল কারণ, এই অবস্থার প্রতিকার, একমাত্র রাস্তা, তুরস্ককে পাশ্চাত্য বানাবার চেষ্টা ও তার কারণ, কঠিন এবং সংকটপূর্ণ পথ, নতুন এবং পুরনো দল, যিয়াগক আলপ এবং তাঁর মতবাদ, তুরস্কের অনুসরণ কর্ম, নাসিক কামাল, আতাতুর্কের ক্রমবিকাশ, মনোভাব, স্বভাব ও তার বৈশিষ্ট্য, কামাল আতাতুর্কের সংশোধনী ও তাঁর বিপ্লবী পদক্ষেপ, ইসলামী বিশ্বে কামাল আতাতুর্কের অসাধারণ স্বীকৃতি ভারতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দ্বন্দ্ব, দ্বীনী নেতৃত্ব ও দেওবন্দ ও তাঁর চিন্তাধারা, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বল দিক, এই আন্দোলনের ফলাফল এবং এর অবদান, আকবর ইলাহ্‌বাদী, জাতীয় চেষ্টা ও উদ্যম এবং বিদেশী আসবাবপত্র বর্জন, ড. ইকবাল এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী দেশসমূহ , প্রাচ্যের আধুনিকতাবাদীদের সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা, ইসলামী সভ্যতা এবং তার উজ্জীবনী শক্তির প্রতি বিশ্বাস, নতুন ইসলামী গবেষণার সংকটপূর্ণ পরীক্ষা, দীনের পরিচালনার কঠিন কাজ, পাকিস্তানের জামাআতে ইসলামী, ইসলামী বিশ্বে মিসরের ভূমিকার গুরুত্ব, একটি নতুন সুয়েজ খালের প্রয়োজন অনুসরণের ক্ষেত্রে মিসরের দুর্বল দিক, সায়্যিদ জামালউদ্দীন আফগানী, মুফতী মুহাম্মদ আবদুহ, পাশ্চাত্য জীবনের একটি ছবি ইত্যাদি বিষয়সহ আরও অসংখ্য বিষয় এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[২৬]

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে ইসলাম

লেখক ঃ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ২০০৬

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮০, মূল্য ঃ ২৬.০০ টাকা।

ইসলাম চিরশান্তি, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য এবং মানবতার ধর্ম। সহিংস পন্থা নয়, শান্তিময় দাওয়াতি কার্যক্রমই ইসলামসম্মত। ইসলাম কখনই আগ্রাসী নয়, তবে আক্রান্ত হলে প্রতিরোধে ইস্পাতকঠিন ; দুশমনের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে অকুতোভয় ও দৃঢ়প্রত্যয়ী। ইসলামের সূচনাকাল থেকেই এ বৈশিষ্ট্য জাগ্রত ; মহানবী (সা)-এর সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করে আমরা কখনই আগ্রাসন, সহিংসতা, চরমপন্থা, অহেতুক রক্তপাত ইত্যাদির দৃষ্টান্ত পাই না।

সম্প্রতি আমাদের দেশে ইসলামের নামে মারাত্মক জঙ্গীবাদের ঝটিকা-উত্থান আমরা দেখেছি। ইসলামের অপব্যাখ্যায় অন্ধ কিছুসংখ্যক বিপথগামী মানুষ ইসলাম কায়েমের নামে নির্বিচারে মানুষ হত্যায় মেতে ওঠে। বোমার আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ে দেশের মানুষ। এই কার্যক্রমের ফলে সারা বিশ্বে শান্তির ধর্ম ইসলামের ভাব-মর্যাদা যেমন ক্ষুণ্ন হয়,

---

২৬. মুস্তাফা মাসুদ *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর ২০০৬; পৃষ্ঠা-১৩০

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি বিশ্ব-অঙ্গনে মুসলিদেরও পড়তে হয় নানা জটিলতার মুখে। এমনি এক ঐতিহাসিক যুগ-সন্ধিক্ষণে, ইসলাম ও মুসলিমদের অন্যায্য অপবাদ থেকে মুক্ত করতে শাণিত লেখনি হাতে এগিয়ে আসেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাস্‌সিরে কুরআন, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। তিনি সন্ত্রাসী কার্যক্রমে টালমাটাল বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে প্রতিবাদে সোচ্চার হন এবং রচনা করেন 'সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে ইসলাম' শীর্ষক একটি মূল্যবান বই। এই বইয়ের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন সন্ত্রাসবাদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম কখনই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সমর্থন করে না; তাই প্রকৃত মুসলিমেরও সম্পর্ক থাকতে পারেনা এহেন গর্হিত কাজের সাথে। লেখকের ভাষায় : "আল্লাহর আইন চালুর নাম করে জনমনে সন্ত্রাস আর আতংক সৃষ্টি করার অর্থ হলো প্রকৃত ইসলাম ও ইসলামী দল সম্পর্কে মানুষের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করা। এসব সন্ত্রাসী কাজের মূল লক্ষ্যই হলো, মানুষকে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে বিমুখ রাখা...."(পৃ. ৩১)

বইটির বিষয়-সূচি এ রকম : সন্ত্রাসবাদ, ইসলাম-মুসলমান বনাম সন্ত্রাসবাদ, রোযা ও পূজার দেশে সন্ত্রাসী সৃষ্টির কৌশল ; আল্লাহর আইন–বৃটিশ ও পাকিস্তান যুগ ; মূলধারার ইসলামী দল বনাম সন্ত্রাসবাদ, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে ইসলাম, শক্তি প্রয়োগে আদর্শ প্রতিষ্ঠা, নিয়মতান্ত্রিক পন্থা–আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার পথ, আল্লাহর আইন চালুর নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি, বোমা হামলা–প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, সকল প্রশ্নের একটিই জবাব, ইসলাম ও ধর্মান্ধতা, পবিত্র কুরআন ও হত্যাকাণ্ড, হাদীসে নববী ও হত্যাকাণ্ড, ইসলাম ও সুইসাইড স্কোয়াড, ইসলাম ও মৃত্যুদণ্ড, সন্ত্রাসবাদের জনক, উদ্ভূত প্রশ্নের জবাব, নতুন মিত্রের সন্ধানে সন্ত্রাসী জাতি, সন্ত্রাসী জাতির ঘৃণ্য কৌশল, মারণাস্ত্র ও নানা মতবাদের সৃষ্টি, সমাজতন্ত্রের পতন ও সন্ত্রাসীদের নতুন কৌশল, প্রথম কৌশল–দলাদলি সৃষ্টি, দ্বিতীয় কৌশল–বিভ্রান্তি সৃষ্টি, তৃতীয় কৌশল–ইসলামপন্থীরা সন্ত্রাসী, সন্ত্রাসী তৎপরতা–মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ এবং অভিভাবক, খতীব, ওয়ায়েজীন ও ইমামগণের দায়িত্ব।

ইসলামের নাম নিয়ে কেউ যেন সন্ত্রাস চালাতে না পারে বইটিতে সে বিষয়ে লেখক মন্তব্য করে বলেছেন "সম্মানিত খতীব, ইমাম ও ওয়ায়েজীনগণকে বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এভাবে যদি ইসলামের নামে শত্রুপক্ষ সন্ত্রাস চালাতে থাকে, তাহলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ইসলাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ লোকগুলো ইসলামের ব্যাপারে ভুল ধারণা পোষণ করবে।" আর এজন্য আল্লাহ্‌র দরবারে আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদেরই দায়ী হতে হবে।" শান্তি ও মানবতার ধর্ম ইসলামের প্রতিটি অনুসারীর জন্যই এ বইটি অবশ্যপাঠ্য।[২৭]

অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম
লেখক ঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৭
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৬৩, মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা।

এ দেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, আলেম ও ক্ষুরধার লেখনীর অধিকারী মুহাম্মদ আবদুর রহীম লিখিত 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বেশ কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সময় ও যুগ-প্রেক্ষাপটে বইটির উপযোগিতা অপরিসীম।

মানব সমাজ-পরিক্রমার সূচনা-কাল থেকেই ভালো, কল্যাণ এবং পুণ্যকর্মের পাশাপাশি অকল্যাণ, পাপ এবং অপরাধের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ইসলাম কল্যাণ এবং পুণ্যের ধর্ম। তাই স্বাভাবিকভাবেই সেখানে রয়েছে অপরাধ প্রতিরোধ করে শুভ ও কল্যাণের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা এবং দিকনির্দেশনা। আজকের অপরাধপ্রবণ বিশ্বে অশুভ-অকল্যাণ ও বহুমাত্রিক অপরাধের শিকড় উৎপাটনে 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম' বইটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বইটির আলোচ্য সূচির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো : আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তের দার্শনিক ভিত্তি, শরীয়তের মৌলনীতি, ফৌজদারী অপরাধের দায়িত্বশীলতার মৌলনীতি, অপরাধ প্রতিরোধে ইমানের ভূমিকা–সংশয়মুক্ত ঈমান, ঈমান ও কুফর, ঈমান ও আমল, ঈমান ও রাষ্ট্র, ঈমান ও সামাজিক রীতিনীতি, ঈমান ও অর্থ ব্যবস্থা; ইসলামে ইবাদতের তাৎপর্য, অপরাধ প্রতিরোধে ব্যাপক তাৎপর্যসম্পন্ন ইবাদতের প্রভাব, মানুষের চরিত্রে ও আচার-আচরণে ইবাদতের প্রভাব, ঈমানভিত্তিক ইবাদত, অপরাধ দমনে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ-এর অবদান, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামী বিধান, শাস্তিই অপরাধ প্রতিরোধের একমাত্র হাতিয়ার নয়, আইন কার্যকর করণের পদ্ধতি, ইসলামের দণ্ড দর্শন, জীবন ও অধিকার,

---

২৭. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৬; পৃষ্ঠা-১১৪-১১৫

অধিকারের নিরাপত্তা, সুবিচার ব্যবস্থার ভিত্তি ; দণ্ড বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ, দণ্ড ইসলামী সমাজ গঠনের একটি উপায়, শরীয়ত আত্মার লালন ও মন-মানসিকতা সুদৃঢ় করে, মুসলিম অপরাধ করে কেন, ইসলামী দণ্ড বিধানের বিস্তারিত রূপ, ইসলামের দণ্ড বিধান বিশেষ রহমত, মদ্যপানের অপরাধ, মদ্যপায়ীর শাস্তি, চুরির অপরাধ, চুরির শাস্তি, সমস্যার সমাধান, অপরাধ দমনে শরীয়ত সম্মত শাস্তি প্রয়োগের প্রক্রিয়া প্রভৃতি।[২৮]

নামাযের মাসআলা-মাসায়েল

লেখক ঃ সম্পাদনা পরিষদ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৭
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৬৪, মূল্য ঃ ৬২.০০ টাকা।

আলোচ্য বইটি মাসআলা-মাসায়েল সিরিজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সম্পাদনা পরিষদ এটি সম্পাদনা করেছে।

নামায ইসলামী শরীয়তের ২য় স্তম্ভ-অবশ্যপালনীয় একটি ইবাদত। নামায হলো আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার সেতুবন্ধনস্বরূপ। পবিত্র কুরআনে নামায 'কায়েম' বা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য বারবার তাগিদ দেয় হয়েছে। সুতরাং এহেন গুরুত্বপুর্ণ একটি ইবাদত সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জানা ও আমল করা অত্যন্ত জরুরি। নামাযের করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয়ের ওপর বিস্তারিত মাসআলা-মাসায়েল স্থান পেয়েছে এ বইটিতে।

'নামাযের মাসআলা মাসায়েল' বইটির বিষয়-সূচি নিম্নরূপ : নামাযের বিবরণ–নামাযের গুরুত্ব, নামাযের ফযীলত ও মর্যাদা, নামায ফরয হওয়ার দলীল, নামায বিধিবদ্ধ হওয়ার ইহিতাস, ফরয ফযীলত ও মর্যাদা নামায অস্বীকার বা অবজ্ঞা করার হুকুম; নামাযের সময়, আযান ও ইকামত, নামাযের শর্তাবলী, নামায আদায়ের বিবরণ, জামা'আতে নামায, মুসাফিরের নামায, যানবাহনের নামায, সালাতুল খাওফ, অসুস্থ ব্যক্তির নামায, কাযা নামায, ওয়াজিব নামাযের বিবরণ, সুন্নাত ও মুস্তাহাব নামাযসমূহ।

নামায সহিহ্‌ভাবে কায়েম করার জন্য সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। আলোচ্য 'নামাযের মাসআলা-মাসায়েল' বইটি এ বিষয়ে পরিপূর্ণ সাহায্যকারী একটি প্রামাণ্য বই।[২৯]

রোযার মাসআলা-মাসায়েল

লেখক ঃ সম্পাদনা পরিষদ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৫
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮২, মূল্য ঃ ২২.০০ টাকা।

রোযা ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ বা রুকন। অবশ্যপালনীয় (ফরয) একটি ইবাদত। মানুষের আত্মিক ও শারীরিক পবিত্রতা এবং পরিশুদ্ধি সাধনে রোযার ভূমিকা অসামান্য। রোযা অপ্রতিরোধ্য ঢাল হয়ে মানুষকে সকল প্রকার মন্দ কাজ তথা পাপাচার থেকে রক্ষা করে। তার সমগ্র সত্তা পরিশুদ্ধতার পবিত্র স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়। একজন মুমিন যথাযথভাবে রোযা পালন করতে হলে তাকে রোযার মাসআলা-মাসায়েল জানতে হবে। আর এই জানার সুযোগ সৃষ্টি করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন রোযার মাসআলা-মাসায়েল বইটি প্রকাশের মাধ্যম।

রোযা সংক্রান্ত অনেক জরুরি মাসআলা-মাসায়েল সংকলিত হয়েছে এ পুস্তিকাটিতে। বইটির প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয়-সূচি এ রকম : রোযার পরিচিতি ও ঐতিহাসিক পটভূমি, রোযা ও রমযান মাস সম্পর্কীয় পরিভাষা, রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য, রোযার ফযীলত ও উপকারিতা, রোযার সময়, ভৌগলিক ও মৌসুমগত কারণে দিন ছোট হওয়া অবস্থায় রোযার বিধান, বিমানে ভ্রমণকালে দিন ছোট-বড় হওয়া অবস্থায় রোযার বিধান, রোযা ফরয হওয়ার শর্ত, রোযা সহীহ হওয়ার শর্ত, রোযার নিয়ত সম্পর্কিত মাসায়েল, রোযার ফরয, রোযার সুন্নাত ও আদাব, রোযার প্রকারভেদ, ফরয রোযা, ওয়াজিব রোযা, মানত রোযা, নফল রোযা, শা'বানের রোযা, আরাফা দিনের রোযা, আইয়ামে বীযের রোযা, সাওমে দাউদী, সাওমে বিসাল,

---

২৮. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৬; পৃষ্ঠা-১১৫-১১৬।
২৯. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৬; পৃষ্ঠা-১১৬

Dhaka University Institutional Repository

রোযা রাখার নিষিদ্ধ দিনসমূহ, মাকরূপ রোযা; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের মূল শিরোনাম হলো : রোযা ভঙ্গের কারণ এবং কাযা ও কাফ্ফারা। মূল শিরোনামের অধীনে অনেকগুলো উপ-শিরোনাম রয়েছে, যার মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ এবং কাযা ও কাফ্ফারা সংক্রান্ত বিস্তারিত মাসআলা-মাসায়েল জানা যায়। তৃতীয় পরিচ্ছেদের মূল শিরোনাম : চাঁদ দেখা। এই পরিচ্ছেদেও অনেকগুলো উপ-শিরোনাম রয়েছে, যার মাধ্যমে চাঁদ দেখার সাথে রোযার সম্পর্ক এবং সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে খুটিনাটি মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। চতুর্থ পরিচ্ছেদে সাহ্‌রী এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে ই'তিকাফ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল সংকলিত হয়েছে।[৩০]

কুরবানী ও আকীকা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

লেখক ঃ সম্পাদনা পরিষদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৪, মূল্য ঃ ১৪.০০ টাকা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত মাসআলা-মাসায়েল সিরিজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বই 'কুরবানী ও আকীকা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল'। কুরবানী ও আকীকা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল জানা এবং সেই অনুযায়ী কর্ম-অনুষ্ঠান সম্পাদন করা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বিষয়-সূচিতে রয়েছে : কুরবানীর পটভূমি, কুরবানীর পরিচিতি, কুরবানীর রুকন, কুরবানীর শর্তাবলী, কুরবানীর প্রকারভেদ, যার উপর কুরবানী ওয়াজিব, কুরবানী করার উত্তম সময় ও কুরবানীর পশু যবেহ করার সময়, কুরবানীর মুস্তাহাব, কুরবানীর পশু, কুরবানীর পশু যবেহ করার পর পেটে বাচ্চা পাওয়া গেলে, কুরবানীর পশুর চামড়া গোশত হাড্ডি ইত্যাদির মাসায়েল, মানতের মাধ্যমে কুরবানী ওয়াজিব হওয়া, কুরবানীর সাথে মানতের কুরবানী, কুরবানীর সাথে আকীকা আদায়, কুরবানী সম্পর্কীয় অন্যান্য মাসাইল, আকীকার সংজ্ঞা ও পরিচিতি, আকীকার শর্ত, আকীকার রুকন, আকীকার হুকুম, আকীকার পশু, আকীকার পশুর চামড়া ইত্যাদির বিধান, গোশতের বিধান, আকীকা সম্পর্কীয় অন্যান্য মাসাইল।

তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদের বিষয়-শিরোনাম : যবেহ ও পশু-পাখির বিধান। যবেহ এবং পশু-পাখি সম্পর্কে খুটিনাটি মাসআলা-মাসায়েল রয়েছে এ দুটি পরিচ্ছেদে। সব মিলিয়ে বইটি হয়ে উঠেছে কুরবানী ও আকীকা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েলের এক উপকারী ভাণ্ডার।[৩১]

হজ্জ ও উমরার মাসআলা-মাসায়েল

লেখক ঃ সম্পাদনা পরিষদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৭৯, মূল্য ঃ ৩৮.০০ টাকা।

ইসলামী অনুশাসনের চতুর্থ স্তম্ভ হচ্ছে হজ্জ। আর্থিক এবং শারিরীকভাবে সামর্থবান প্রতিটি মুসলিমের জন্য জীবনে অন্তত একবার হজ্জ করা ফরয। এই আবশ্যকীয় ইবাদতটি যথাযথভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত এর হুকুম-আহকাম, করণীয়-বর্জনীয় ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের সম্যক জ্ঞান থাকা অতি জরুরী। আলোচ্য বইটিতে হজ্জ ও উমরার প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল সংকলিত হয়েছে, যা হজ্জ ও উমরাযাত্রীদের জন্য অবশ্যপাঠ্য।

বইটির বিষয়-সূচিতে রয়েছে–হজ্জের সংজ্ঞা, হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি, হজ্জ কখন ফরয হয়েছিল? হজ্জ ফরয হওয়ার দলীল, হজ্জের ফযীলত, হজ্জের তাৎপর্য ও গুরুত্ব, হজ্জের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব; হজ্জ আদায় সহীহ্ হওয়ার শর্তসমূহ, হজ্জের ফরয, হজ্জের ওয়াজিবসমূহ, হজ্জের সুন্নাত, হজ্জের আদাব ও মুস্তাহাব, হজ্জের প্রকারভেদ, মীকাত ও ইহরাম, ইহরাম, তাওয়াফ ও সাঈ ; মক্কা থেকে মিনা, মিনা থেকে আরাফা, আরাফা থেকে মুযদালিফায় রওয়ানা হওয়ার সময় ও করণীয় ; মুযদালিফা থেকে মিনায় রওয়ানা ; উমরা, বদলী হজ্জ, যিনায়াত, ইহ্সার বা হজ্জ আদায়ে প্রতিবন্ধকতা ; মদীনা-মুনাওয়ারা যিয়ারত।

হজ্জ ও উমরার বিস্তারিত মাসআলা-মাসায়েলে সমৃদ্ধ এই বইটি সম্পাদনা করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিয়োজিত সম্পাদনা পরিষদ।[৩২]

---

৩০. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৬; পৃষ্ঠা-১১৬-১১৭।

৩১. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৬; পৃষ্ঠা-১১৭।

৩২. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৬; পৃষ্ঠা-১১৮

Dhaka University Institutional Repository

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম

লেখক ঃ সম্পাদনা পরিষদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৫ (৪র্থ সংস্করণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৪৮, মূল্য ঃ ২৩৪.০০ টাকা।

ইসলাম একটি মানুষকে আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে নির্মাণ করে। তার নামায, তার রোযা–যাবতীয় আধ্যাত্মিক আচরণ বিধি, তার জাগতিক ও বৈষয়িক কর্মকাণ্ড–সবকিছুই সুন্দরভাবে সম্পাদনার প্রকরণ-প্রক্রিয়া বিদ্যমান রয়েছে ইসলামে। ইসলাম ব্যতীত প্রাগ্রসর, শুদ্ধতম এবং পরিপূর্ণতাসম্পন্ন জীবনের অধিকারী হওয়া কখনই সম্ভব নয়। এ কারণে ইসলামকে ভালোভাবে বুঝতে হবে, তার বিধানাবলী অনুশীলন করতে হবে এবং সেই মোতাবেক জীবন গড়তে হবে। আর এজন্য চাই সহায়ক ভালো বই।

সহজভাবে ইসলামকে বোঝার জন্য, তার বিধানাবলি সম্পর্কে ধারণালাভের পথ সুগম করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে 'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম' শীর্ষক একটি অতি-প্রয়োজনীয় বই। যারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত কিংবা ইসলামী বিষয়ে যারা পর্যাপ্ত অবহিত নন, দৈনন্দিন জীবন ইসলাম' তাদের জন্য বিশ্বস্ত গাইড বুক হিসেবে কাজ করবে। একটি গ্রন্থের সীমিত কলেবরে ইসলামরূপ বিশাল রত্ন-ভাণ্ডারকে সুন্দরভাবে, নাতিদীর্ঘ পরিসরে উপস্থাপন করা হয়েছে। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন-ময় দৈনন্দিন জীবনের সকল দিক সম্পর্কে ইসলামী দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে এ বইতে।

'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম' গ্রন্থের আলোচ্য-সূচি : ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, শিশু-কিশোর পরিচর্যায় ইসলাম, ইল্‌ম বা জ্ঞান, তাহারাত বা পবিত্রতা, সালাত বা নামায, সাওম বা রোযা, হজ্জ, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, ইসলামী অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় জীবন, মু'আমালাত বা লেনদেন, ওসিয়্যত ওয়াকফ্ ও মীরাস এবং ইহসান ও আখলাক। এই বিষয়-শিরোনামগুলোর মধ্যে রয়েছে বহু উপশিরোনাম, যার মাধ্যমে ইসলামের সকল দিকের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপনা করা হয়েছে।

বই আলোচ্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে লেখকমন্ডলী কর্তৃক প্রণীত এবং সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত। লেখক ও সম্পাদকমণ্ডলীতে রয়েছেন দেশের প্রখ্যাত আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, লেখক ও গবেষক। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ হলেন : অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান, মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম, ড. মাওলানা এ. বি. এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী, মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রহীম ও মওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান। লেখকমণ্ডলীতে রয়েছেন : মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, ড. মাওলানা আ. ফ. ম. আবুবকর সিদ্দীক, ড. মওলানা মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, মুহাম্মদ আজিজুল হক, মুহাম্মদ রজব আলী, ড. আবু ওবায়েদ মোহসীন, মাওলানা মুহাম্মদ মোশাররফ হোসাইনসহ আর নয় জন আলেম, সুধী। ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তার কারণে মাত্র চার বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে বইটির ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে।[৩৩]

মিনহাজুস সালেহীন

লেখক ঃ হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল

প্রকাশক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ১ম খণ্ড মে ২০০৪, ২য় খণ্ড জুন ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১ম ও ২য় খণ্ড ১১২০

মূল্য ঃ ১ম খণ্ড ২০০.০০, ২য় খণ্ড ২০০.০০ টাকা।

ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান–হেদায়াতের চিরন্তন দিকনির্দেশনা। মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন সুন্দর, অর্থপূর্ণ ও সফল করার সমস্ত পন্থা-প্রক্রিয়া একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। ইসলামের এই কল্যাণকর বিধানাবলির সঠিক, নির্ভরযোগ্য ও প্রাঞ্জল উপস্থাপনা সম্বলিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ হলো আলোচ্য 'মিনহাজুস সালেহীন' (ইসলামী জীবন বিধান) আরবী ভাষায় রচিত এ গ্রন্থের লেখক আল্লামা ইযযুদ্দীন বালীক (র)। বইটি ভাষায় অনুবাদ করেছেন হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল।

---

৩৩. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, মে ২০০৬; পৃষ্ঠা-১২৩-১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলাম সম্বন্ধে ভালোভাবে জানা, বোঝা এবং সেই অনুযায়ী জীবন গড়ার প্রত্যয়ে উজ্জীবিত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে এ বইটি বিপুল অবদান রাখতে পারে। বইটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। এই দুটি খণ্ডের বিশাল পরিসরে লেখক ইসলামের নানাদিক তুলে এনেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

'মিনহাজুস সালেহীন' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের আলোচ্য-সূচিতে রয়েছে : ইলমুল হাদীস প্রসঙ্গ, সুন্নাহ্-এর অর্থ ও সংজ্ঞা, কর্ম সংক্রান্ত সুন্নাহর দৃষ্টান্ত, রাসূলের জীবদ্দশায় তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য, ওফাতের পরেও রাসূলের আনুগত্য অপরিহার্য, সাহাবীগণ রাসূলের সুন্নত আহরণ করতেন কিরূপে? ধর্মবিদ্বেষ, আঞ্চলিকতা ভাষা, গোষ্ঠী নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ সমর্থনের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি, কিস্সা ও কাহিনী ভিত্তিক রসালো ওয়ায, ইসলাম-ঈমান-ইহসান, ইবাদাত ; মুসলমানদের ব্যক্তি জীবন–মহৎ চারিত্রিক গুণাবলী, মধ্যপন্থা ও মিতাচার, উত্তম চরিত্র, বিনয়, ইল্‌ম ও আলিম সমাজ, সততা সত্যবাদিতা, অংগীকার রক্ষা, আমানতদারী, সংকল্পে দৃঢ়তা, বীরত্ব ও সাহসিকতা, সবর-সহনশীলতা, কৃতজ্ঞতা, আল্লাহভীতি, লজ্জা ও আত্মসংযম, আল্লাহর উপর নির্ভরতা-তাওয়াক্কুল, মন্দ স্বভাব বর্জন, মন্দ চরিত্র বর্জন, কূটনৈতিক ও ঘুষখোরী, অপব্যয় ও অপচয়, কৃপণতা ও লোলুপতা, ভীরুতা ও কাপুরুষতা, দয়া-মমতা, বাড়াবাড়ি, অহংকার, আত্মশ্লাঘা, দম্ভ ও আত্মম্ভরিতা ; মুসলিম পরিবার–স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক, দাম্পত্য জীবনের প্রতি রাসূলের অনুপ্রেরণা দান, সৎ পাত্রী চয়ন, সৎ পাত্র চয়ন, স্বামীর হক ও অধিকার, স্ত্রীর হক ও অধিকার, শ্রমের জন্য পারিশ্রমিক অনিবার্য, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব সামষ্টিক সহযোগিতা ও সামাজিক নিরাপত্তা, নৈতিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, ইসলামী হুকুমত ও মুসলিম সরকার, সব মানুষের জন্য উন্মুক্ত ন্যায় বিচার, নাগরিকের মানবিক স্বাধিকার রক্ষা, ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার নীতিমালা, অবৈধ উপার্জন হারাম, রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তব্য, ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ, যাকাত বিধি, মানব শাসনতন্ত্রসমূহের তুলনায় ইসলামী শারীয়াত, পৌর বিধিমালা ইত্যাদি অতি-প্রয়োজনীয় অসংখ্য বিষয়। ২য় খণ্ড এমনি অসংখ্য জরুরি বিষয়ে ভরপুর।[৩৪]

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম

লেখক ঃ লেখকমণ্ডলী
সম্পাদক ঃ নূরুল ইসলাম মানিক
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৫
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৪২, মূল্য ঃ ১১০.০০ টাকা।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের যাবতীয় দিকনির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। আধ্যাত্মিকতার ধারক; সমকালীন একং চিরকালীন। এখানে রয়েছে অপার্থিব পবিত্র আসমানী ইশারা : অন্যদিকে রয়েছে মাটির পৃথিবীর স্পর্শ–যাপিত জীবনের চালচিত্র ও কর্মধারা-প্রক্রিয়া। ইসলাম জীবনের সামগ্রিকতাকে স্পর্শ করে বলেই দারিদ্র্যের মতো একটি ভয়াবহ অভিশাপ ও সর্বগ্রাসী দুর্যোগ প্রতিকারের, প্রতিরোধের ব্যবস্থা ইসলামে থাকবে–এটাই স্বাভাবিক। পবিত্র কুরআন, হাদীস তথা ইসলামের অন্তরঙ্গ প্রত্যাশ্যাই হচ্ছে শুভ ও কল্যাণময়তার উত্থান এবং অশুভ, অকল্যাণের বিনাশ; জাগরণী আলোর উন্মীলন ; আর প্রগাঢ় জুলমাতের বিতাড়ন। দারিদ্র্য হচ্ছে অশুভ-অকল্যাণের সমার্থক–ইসলামী ফিতরতি জীবন-ব্যবস্থার দুশমন। এ কারণে তাকওয়াপূর্ণ, নির্বিঘ্ন জীবন এবং কল্যাণময় সমাজ-ব্যবস্থা কায়েমের জন্য দারিদ্র্য নামক অশুভ দৈত্যকে সমাজ থেকে, জীবন থেকে বিতাড়িত করা আশু কর্তব্য। ইসলাম এ লক্ষ্যে কার্যকরী দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে–যা আজকের অনগ্রসর, দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত মানুষকে সমৃদ্ধির পথনির্দেশনা দিতে পারে। ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী দারিদ্র্যে বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং স্বাবলম্বিতা অর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্প্রতি প্রকাশ করেছে একটি ব্যতিক্রমী বই–'দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম।' এটি একটি সংকলন গ্রন্থ। প্রবন্ধগুলো সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট কবি, লেখক ও গ্রন্থকার নুরুল ইসলাম মানিক।

বিষয়-সূচির দিকে তাকালে বইটির উপযোগিতার দিকটি সহজে অনুধাবন করা যায়। সম্পাদক অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে বিষয়ভিত্তিক ৩২টি প্রবন্ধ গ্রন্থভুক্ত করেছেন। দেশের বরেণ্য ইসলামী ইসলামি চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক, অর্থনীবিদ এসব প্রবন্ধের রচয়িতা। প্রবন্ধগুলো হলো– উন্নয়ন ঃ ইসলামী প্রেক্ষিত (মাওলানা মুহম্মদ আবদুর রহীম), মানুষের আর্থ-

৩৪. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০৬; পৃষ্ঠা-১১৬-১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ও আত্মিক উৎকর্ষ বিধানে রাসূল (সা)-এর আদর্শ (ড. কাজী দীন মুহাম্মদ) সম্পদ উপার্জন ও বণ্টনে প্রিয় নবী (সা)-এর শিক্ষা (অধ্যাপক আবদুল গফুর), ইসলামী অর্থনীতি ঃ দারিদ্র্য বিমোচন (মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী), দারিদ্র্য ইসলাম পরিপন্থী (এ. জেড. এম. শামসুল আলম), মহানবী (সা)-এর আদর্শের দর্পণে দারিদ্র্য বিমোচন (জুলফিকার আহমদ কিসমতী), দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ঃ শরয়ী অবদান ও বিধান (অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ), দারিদ্র্য বিমোচনে রাহমাতুল্লিল আ'লামীন (সা)-এর অর্থ-দর্শনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য (ফরীদ উদ্দীন মাসউদ), অর্থনৈতিক আচরণ ঃ কুরআন সুন্নাহর আলোকে (অধ্যাপক রায়হান শরীফ) দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ঐতিহাসিক তাৎপর্য (অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম), মহানবী (সা)-এর অর্থনৈতিক সাম্য ও বর্তমান বিশ্ব (অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক), দারিদ্র্য বিমোচনে মহানবী (সা) (অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের), শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ হযরত মুহাম্মদ (সা) (শাহ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম), দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলাম (এ. কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন), দারিদ্র্যমুক্ত কল্যাণ সমাজ বিনির্মাণে ইসলাম (এম. আবদুর রব), দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (ড. আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম) দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী অর্থনীতি (ইকবাল কবীর মোহন), দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ঃ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ (মোহাম্মদ আবদুল লতিফ), অর্থনৈতিক ও সুষম বন্টনের কৌশল হিসেবে ঃ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (মোঃ আবুল কালাম আজাদ), ইসলামের যাকাত ব্যবস্থায় ওশর ও বাংলাদেশ (মোহাম্মদ আবু জাফর খান), মানব কল্যাণে ইসলামী অর্থনৈতিক পদ্ধতি (ড. আনাস জারকা) অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও ইসলাম (অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন), দারিদ্র্য বিমোচন ঃ ইসলামী প্রেক্ষিত (মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম), ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ওশর ঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর একটি প্রায়োগিক পর্যালোচনা (ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন) দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ও উশর-এর গুরুত্ব (মোঃ সিরাজ মান্নান), দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ও সাদকাতুল ফিতরা (আহমদ আবুল কালাম) সহ আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ।'৩৫

পবিত্রতা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

লেখক ঃ সম্পাদনা পরিষদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১২৭, মূল্য ঃ ২৮.০০ টাকা।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। সত্যিকার পরহেজগার, আদর্শ মুমিনের জীবন গঠনের জন্য ইসলামী বিধিবিধান অনুসরণে কোনো বিকল্প নেই। ইসলামী বিধিবিধান তথা মাসআলা-মাসায়েল জনগণ যাতে সহজে জানতে পারে সেই সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ছোট ছোট কলেবরে বেশকিছু মাসআলা-মাসায়েলের বই প্রকাশ করেছে। আলোচ্য বইটি এই সিরিজের অন্যতম বই।

হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে-'আততুহুরু শাত্‌রুল ঈমান' অর্থাৎ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। এ থেকেই একজন মানুষের জীবনে পবিত্রতার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। বস্তুত পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে একজন মানুষের দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশুদ্ধি সাধিত হয়। এই উভয় প্রকার পবিত্রতা অর্জন ছাড়া পরিপূর্ণ ইসলামী জীবনের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়।

'পবিত্রতা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল' পুস্তকের বিষয়-সূচিতে রয়েছে-পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও অপরিহার্যতা; পরিচ্ছন্নতার উপকারিতা, তাহারাতের বিবরণ, পেশাব-পায়খানা করার নিয়ম-পদ্ধতি, ঢিলা-কুলুখ ইসতিনজা, পায়খানা ইস্‌তিনজার হুকুম, পেশাবে ইস্‌তিনজার হুকুম, যেসব জিনিস দিয়ে কুলুখ নেয়া মাকরুহ, কুলুখ ব্যবহারের পদ্ধতি, কুলুকান্তে পানি ব্যবহার, অক্ষম লোকের পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি, মিসওয়াক করার নিয়ম, মিসওয়াক করার সময়, মিসওয়াক না থাকাবস্থায় টুথব্রাশ বা আঙুল দ্বারা মিসওয়াক করা, অযু ও গোসলের বিবরণ, জানাবাতের বিবরণ, অযু ও গোসলের পানির বিবরণ, তায়াম্মুম, মোজার উপর মাসেহ, হায়িয, ইসতিহাযা ও নিফাক এবং নাজাসাতের প্রকারভেদ। পবিত্রতা অর্জনের খুটিনাটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে এ গ্রন্থে। ছোট একটি বইয়ের নাতিদীর্ঘ পরিসরে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ জীবন গঠনের গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বইটি প্রত্যেকেরই সংগ্রহে থাকা উচিত বলে মনে করি।৩৬

---

৩৫. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৬; পৃষ্ঠা-১২৯-১৩০।

৩৬. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, জুলাই ২০০৬; পৃষ্ঠা-১১৯-১২০।

Dhaka University Institutional Repository

শিরক-কুফর-বিদআত সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

লেখক ঃ সম্পাদনা পরিষদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪০, মূল্য ঃ ১৪.০০ টাকা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত মাসআলা-মাসায়েল-এর সিরিজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বই হলো 'শিরক-কুফর-বিদআত সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল' শীর্ষক পুস্তিকাটি। কুফর, শিরক ও বিদ'আত–এই তিনটি ঈমান বিধ্বংসী উপাদানের উপস্থিতি মানুষের জীবনকে বরবাদ করে দেয়। তাই এ সব থেকে মুক্ত থেকে প্রকৃত মুমিনের জীবন গঠনের নিরন্তর প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে। আর তার জন্য জানতে হবে এ সবের স্বরূপ ও বহুমুখী প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে।

বইটির আলোচ্য-সুচিতে রয়েছে– কুফর শব্দের আভিধানিক অর্থ, কুফর-এর পারিভাষিক অর্থ, কুফর-এর প্রকারভেদ, কাফিরদের শ্রেণীবিভাগ, মাসায়েলে কুফর, নামায সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রকাশ করা, মুরতাদ প্রসঙ্গ, হাদীসের আলোকে মুরতাদের শাস্তি, কবীরা গুনাহ, শিরক, শিরকের প্রকারভেদ; বিদআ'ত–পরিচিতি ও প্রসঙ্গ কথা, বিদ'আতের বিশ্লেষণ, বিদ'আতের পারিভাষিক অর্থ, বিদ'আত উদ্ভাবনের কারণসমূহ, কুসংস্কার–মাজার এবং ওরশ সংক্রান্ত কুসংস্কারসমূহ, শবে-বরাত এবং আশুরার রুসুমসমূহ, মৃত্যু পরবর্তীকালীন কুসংস্কারসমূহ, রমযান মাসে প্রচলিত কুপ্রথাসমূহগ, লেবাস -পোশাকের ক্ষেত্রে কুসংস্কারসমূহ, চুল-দাড়ির ব্যাপারে সামাজিক কুপ্রথাসমূহ, দাবা ও অন্যান্য খেলাধুলা, আতশবাজি, ঘরে ছবি টানানো এবং কুকুর পালা, খাতনার রুসুমসমূহ, বিবাহ-শাদীর রুসুমসমূহ, অনৈসলামিক অনুষ্ঠানসমূহ, কুফরী কালাম, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা এবং আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে মানত করা। আমাদের জীবন যাপনের সাথে জড়িয়ে আছে এ সব কুসংস্কার-কুপ্রথাসমূহ ; অথচ আমরা অনেকেই সে সম্পর্কে তেমন সচেতন নই– পরিণামে বরবাদ হয়ে যাচ্ছে আমাদের ঈমান-আকিদা-আমল। এ সকল বিদ'আত কাজ ও আচরণ সম্পর্কে জানা এবং সে-সব থেকে পরহেয থাকার জন্য আলোচ্য বইটি আমাদেরকে প্রভুত সাহায্য করবে।[৩৭]

বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

লেখক ঃ সম্পাদনা পরিষদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১২৪, মূল্য ঃ ৫৬.০০ টাকা।

মাসআলা-মাসায়েল সিরিজের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বই 'বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল'। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হওয়ায় বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে স্বাভাবিকভাবেই তার সিস্টেমের আওতাভুক্ত করেছে। বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে পবিত্রতা, পরিশুদ্ধি ও ইসলামী বিধিবিধান তথা সুশৃঙ্খলার উপস্থিতি না থাকলে নানা রকম অশান্তি-বিশৃঙ্খলা, অনৈতিকতার উদ্ভব ঘটে। তাই এ বিষয়ে ইসলামী নির্দেশনা জানা এবং সেই অনুযায়ী জীবন গঠনে আগ্রহী হওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। আলোচ্য বইটিতে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত মাসআলা-মাসায়েল সংকলিত হয়েছে।

বইটির প্রথম অধ্যায় 'বিবাহ পরিচিতি'। এই অধ্যায়ে রয়েছে–বিবাহ সম্পর্কীয় পরিভাষা, বিবাহের পরিচিতি ও পটভূমি, বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, বিবাহের ফযীলত, বিবাহের পয়গাম, বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখা, আক্দ পূর্ব আনুষ্ঠানিকতা, বিবাহের খুতবা, ফাসিক ও বেনামাযীর বিবাহ পড়ানো, বিবাহের পর পাত্র-পাত্রীকে উপদেশ দেওয়া, বিবাহের পরে দু'আ, বিবাহের কাবিননামা সম্পাদন, বিবাহের ঘোষণা ও এর পদ্ধতি, বিবাহের ব্যয় নির্বাহে মধ্যম পন্থা অবলম্বন, ওয়ালীমা (বৌভাত), স্বামী-স্ত্রীর মিলনের শরয়ী বিধান ইত্যাদি বিষয়সহ আরও অনেকগুলো জরুরী বিষয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'বিবাহ প্রথা'। এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে–বিবাহে গায়ে হলুদ, পণ ও যৌতুক প্রথা; বিবাহে জেহেয, বিবাহ উপলক্ষে বদ-রুসুম বা কুপ্রথা এবং বিবাহের তারিখ, মাস, সময় সম্পর্কে শুভ-অশুভ ধারনা। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়-শিরোনাম : মুহাররাম ও গায়ের মুহাররাম : যাদেরকে বিবাহ করা হারাম এবং যাদের বিবাহ করা হারাম নয়। উল্লিখিত বিষয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে মাসআলা-মাসায়েল রয়েছে, যা আমাদের জানা থাকা খুবই প্রয়োজন। এর পরবর্তী অধ্যায়গুলোর শিরোনাম হলো : ওলী (অভিভাবক), কুফূ–সমকক্ষতা, উকীল, মোহর, বিবাহ সম্পর্কীয় বিবিধ মাসাইল, দুধপান, দুধপান প্রমাণিত হওয়া, তালাকের পরিচিতি, ঈলা, খুলা, যিহার, লি'আন, ইন্নীন ও খুন্সা, ইদ্দত, নসব, বংশ, সন্তান প্রতিপালন ও সর্বশেষে (বিংশতিতম) অধ্যায় নাফাকাত–ভরণপোষণ।[৩৮]

---

৩৭. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা ঢাকা, জুলাই ২০০৬; পৃষ্ঠা-১২০।

৩৮. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, জুলাই ২০০৬; পৃষ্ঠা-১২১।

Dhaka University Institutional Repository

গোঁড়ামী, অসহনশীলতা ও ইসলাম

লেখক ঃ ড. খুরশীদ আহমদ, অনুবাদ ঃ আবুল আসাদ,

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৮৯

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৮, মূল্য ঃ ১৬.০০ টাকা।

ড. খুরশীদ আহমদ লিখিত এবং আবুল আসাদ অনূদিত এই বইটি অত্যন্ত যুগোপযোগী একটি প্রয়োজনীয় বই। গোঁড়ামী, পশ্চাৎপদতা, কুসংস্কার এবং অসহনশীলতা–এই অনুষঙ্গগুলি সার্বিক প্রগতি ও উৎকর্ষের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর। বর্তমান দুনিয়ায় অশান্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, জীবনের, সমাজের, রাষ্ট্রের এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের সর্বত্র এসব বিষবৃক্ষের বিষফল কোনো-না কোনোভাবে কার্যকরী রয়েছে। অথচ ইসলাম স্বভাবগতভাবেই নিত্য-প্রাগ্রসর, নিত্য-আধুনিক মানবতাবাদী এক কল্যাণময় সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ডক্টর খুরশিদ আহমদ তাঁর লেখা 'গোঁড়ামী, অসহনশীলতা ও ইসলাম' গ্রন্থে ইসলামের এই সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ও তার পাশাপাশি ইসলাম ও ইসলামী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপপ্রচারের জবাবও দিয়েছে। বইটির বিষয় সূচিত রয়েছে–গোঁড়ামী, অসহনশীলতা ও ইসলাম, অসহনশীলতার দুষ্ট দানব, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসহনশীলতা, ইউরোপ ও আমেরিকায় সনশীলতা, ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি পশ্চিমী অসহনশীলতা, ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষ অসহনশীলতা, বিজ্ঞান ও সহনশীলতা, আধুনিক বিশ্বে স্বাধীনতা এবং সহনশীলতা ও ইসলাম।[৩৯]

ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

লেখক ঃ সম্পাদনা পরিষদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১২৮, মূল্য ঃ ২৮.০০ টাকা।

ক্রয়-বিক্রয় সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম। একটি বিধিবদ্ধ, নিয়মসিদ্ধ এবং জনকল্যাণমুখী ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি একটি আদর্শ ও কল্যাণ-সমাজের পূর্বশর্ত। এ কারণে ইসলামে ক্রয়-বিক্রয়, তার পরিধি ও সীমারেখা, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে করণীয়-বর্জনীয় ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। একটি কল্যাণমুখী অর্থ-ব্যবস্থা তথা সমাজ-ব্যবস্থা বিনির্মাণের লক্ষ্যে তাই এ সব দিক নির্দেশনা সকলের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। আলোচ্য 'ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল' বইটি সর্বসাধারণের সেই প্রয়োজন মিটাবে।

সম্পাদনা পরিষদ বইটির সম্পদনার দায়িত্ব পালন করেছে।

বইটির আলোচ্য সূচিতে রয়েছে–ক্রয় বিক্রয়ের সংজ্ঞা ও পরিচিতি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে ক্রয়-বিক্রয়, হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও হারাম উপার্জনের অপকারিতা, হালাল উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করার গুরুত্ব ও ফযীলত, ক্রয়-বিক্রয়ের রুকন, ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাবলী ও হুকুম, ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকারভেদ, ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনের শব্দ, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মজলিসের বর্ণনা, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মাল ও তার মূল্য, মূল্য গ্রহণ ও মাল প্রদান, সরকার কর্তৃক পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ, ফরযী ক্রয়-বিক্রয়, পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন ক্রয়-বিক্রয় নগদ অথবা বাকি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়, কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়, ব্যাংকের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়, ইনডিন্টিং বিজনেস, নিলামে ক্রয়-বিক্রয়, ইত্যাদি।[৪০]

ফারাইয বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

লেখক ঃ সম্পাদনা পরিষদ

ঃপ্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭২, মূল্য ঃ ১৮.০০ টাকা।

মাসআলা-মাসায়েল সিরিজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই হলো আলোচ্য 'ফারাইয বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল'। শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ কল্যাণ-সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ইসলামী দিকনির্দেশনার ভূমিকা

---

৩৯. মুহাম্মদ গোলামমোস্তফা, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, মার্চ ২০০৫; পৃষ্ঠা-১১৯-১২০।

৪০. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৬; পৃষ্ঠা-১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

অপরিসীম। পারিবারিক সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা ও উত্তরাধিকারীর ন্যায্য হক প্রদানের ব্যত্যয়ের কারণে পারিবারিক অশান্তি ও কলহ-কোন্দল অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে যে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে তা সর্বজনীন, সর্বকালীন। আলোচ্য বইটিতে ফারাইয বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল স্থান পেয়েছে, যেগুলো পাঠ করে আমরা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নানা রকম সমস্যার সমাধান পাই।

বইটিতে যে সকল বিষয়ে মাসআলা-মাসায়েল সন্নিবেশিত হয়েছে, তা হলো–ফরাইযের সংজ্ঞা, ফারাইয সংক্রান্ত পরিভাষা, ইলমুল ফারাইযের ফযীলত ও গুরুত্ব, ফারাইযের বিধান প্রদানের ধারাবাহিকতা, ইসলামী উত্তরাধিকার নীতির বৈশিষ্ট্য, উত্তরাধিকার লাভের শর্তাবলী, মুরিসের মৃত্যু, ওয়ারিসের জীবিত থাকা, উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সূত্র সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, ত্যাজ্য সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি, ওয়ারিসের বিবরণ, পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনে ওয়ারিসের ক্রমবিন্যাস, পিতার অবস্থা ও অংশ, দাদার অবস্থা ও অংশ, মীরাসের বিধানে পিতা ও দাদার মধ্যকার পার্থক্য, স্বামীর অবস্থা ও অংশ, স্ত্রীর অবস্থা ও অংশ, কন্যার অবস্থা ও অংশ, পৌত্রীর অবস্থা ও অংশ, আপন বোনের অবস্থা ও অংশ, বৈমাত্রেয় বোনের অবস্থা ও অংশ, আসাবার মীরাসের বিবরণ, পুত্রের বর্তমানে পৌত্র-পৌত্রীর অধিকার, হাজব তথা উত্তরাধিকারের প্রতিবন্ধক বিষয়সমূহ, যাবিল আরহাম, আওল রদ তাসহীহ ও মুনাসাখা ইত্যাদি।[৪১]

ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

লেখক ঃ সম্পাদনা পরিষদ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৫
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১০০, মূল্য ঃ ২৩.০০ টাকা।

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত মাসআলা-মাসায়েল'। দেশের সমৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ বই আলোচ্য 'ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল'। দেশের সমৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা-শক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য। ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক উন্নয়ন-সমৃদ্ধির ক্ষেত্রেও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভূমিকা অপরিসীম। এ কারণে শুদ্ধতম সমাজ ও অর্থনীতির বুনিয়াদ গঠনে সৎ ও হালাল ব্যবসায় বাণিজ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য যদি অসৎ ও দুর্নীতিগ্রস্তদের পাল্লায় পড়ে, তাহলে মানুষের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। কালোবাজারী, মজুদদারী, মুনাফাখোরী ইত্যাদি মন্দ উপসর্গগুলো তখন দাপটে সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

ইসলাম চিরন্তন কল্যাণময় সমাজের অপরিহার্য ফর্মুলা-সূত্র হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যকে শুদ্ধ ও কল্যাণমুখী করার ক্ষেত্রেও তার রয়েছে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা ও কর্মপন্থা। আলোচ্য বইটিতে সে-সংক্রান্ত অনেকগুলো জরুরি মাসআলা মাসায়েল সংকলিত হয়েছে।[৪২]

বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন

(প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ)
লেখক ঃ ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ১৯৯৫
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৫৭, মূল্য ঃ ২৫৫.০০ টাকা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে সৃষ্টির সেরা হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দান করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আর সাথে সাথে আল্লাহ মানজাতিকে এমন কতগুলো আইন-বিধান দিয়েছেন যা তারা জীবেনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল বয়ে আনতে পারে। কিন্তু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামাজিক বিবর্তনের ফলে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণময় বিধিবিধান পরিত্যাগ করে মানব রচিত আইন অনুসরণ করে চলেছে। মানব মস্তিষ্ক প্রসূত এই আইন সমাজকে কলুষিত করে বিপর্যয় ও ধ্বংস ডেকে আনছে। কেননা আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও মানব রচিত পাশ্চাত্য আইন কখনো সমমর্যাদা সম্পন্ন হতে পারে না।

---

৪১. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৬; পৃষ্ঠা-১১৯-১২০।
৪২. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক,* সেপ্টেম্বর ২০০৬, ইফাবা, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বিধিবদ্ধ ইসলামী আইনের উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষিতে এ ধরনের মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্যোগ হাতে নেয়। "বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন" শীর্ষক এই গ্রন্থ প্রণয়নে বাংলাদেশের প্রখ্যাত আইনবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কিরাম তাঁদের মূল্যবান সময়, মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছেন।

গ্রন্থখানি প্রণয়নের উল্লেখযোগ্য নীতিমালা হলো–

(১) প্রধানত হানাফী মাযহাবের অনুসরণে গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে। তবে যুগের প্রেক্ষাপটে ক্ষেত্রবিশেষে অন্য মাযহাবের যুক্তিসংগত মত অনুসরণ করা হয়েছে। যুগের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের মত পরিবর্তন বৈধ ও স্বীকৃত।

(২) বিষয়বস্তুর অনুকূলে সর্বপ্রথম কুরআনের আয়াত, অতঃপর মহানবী (সা)-এর হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে উক্ত দুইটি উৎসের কোন একটি হতেও বরাত পাওয়া সম্ভব হয়নি, সেখানে পর্যায়ক্রমে সাহাবীগণের ইজমা প্রসূত অভিমত অথবা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিমত, অথবা হানাফী ফিকহের সমর্থন গ্রহণ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অন্যান্য মাযহাবেকর অভিমতও উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থখানি মূলত ঃ তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ১ম ভাগ, ২য় ভাগ এবং তৃতীয় ভাগ। এই প্রথম খন্ডে পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি সন্নিবেশিত হয়েছে ঃ

(১) অপরাধ, (২) শাস্তি, (৩) মানব জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধ, (৪) মানব দেহের বিরুদ্ধে অপরাধ, (৫) যেনা (ব্যভিচার), (৬) চুরি, (৭) মাদকদ্রব্য গ্রহণ, (৮) ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য (৯) সুদ, (১০) ইহ্‌তিকার (মজুতদারী), বাই সালাম ও মুরাবাহা, (১১) অংশীদারী ও যৌথ মূলধনী কারবার, (১২) বিবাহ, (১৩) তালাক, (১৪) ভরণপোষণ, (১৫) হিদানাত (শিশু সন্তানের তত্ত্বাবধান), (১৬) উত্তরাধিকার (১৭) শুফআ (অগ্র ক্রয়াধিকার), (১৮) হেবা (দান), (১৯) ওয়াক্‌ফ ও (২০) ওসিয়াত।

ইসলামী আইন বিধিবদ্ধ বোর্ড নিম্নরূপ ঃ

জনাব গাজী শামছুর রহমান – সভাপতি

জনাব আ. জ. ম. শামসুল আলম – সদস্য

জনাব শাহ আবদুল হান্নান – সদস্য

জনাব মাওলানা উবায়দুল হক – সদস্য

জনাব মাওলানা মুহাম্মদ মূসা – সদস্য

জনাব মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক – সদস্য

ইসলামী আইনের উপর বাংলা ভাষায় এই ধরনের সুসংবদ্ধ কাজ এটাই প্রথম। এ গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকগণ বিশেষত আইন পেশায় জড়িত ব্যক্তিগণ অনুধাবন করতে পারবেন যে, ইসলামী আইন যুগের চাহিদা পূরণে সমপূর্ণ সক্ষম, তা মোটেও অযৌক্তিক নয়, এর পেছনে মজবুত যুক্তি বিদ্যমান।[৪৩]

বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন
(প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ)
খসড়া সংকলক ঃ মুহাম্মদ মূসা
ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত।
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৬
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭২২, মূল্য ঃ ২৪৫.০০ টাকা।

ইসলামী আইনের প্রধানতম দুইটি উৎস মহান আল্লাহর কিতাব 'আল-কুরআন' ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 'হাদীস'। প্রথমোক্ত উৎসে সমাধান না পাওয়া গেলে দ্বিতীয় উৎসে তা অনুসন্ধান করতে হবে। এই উৎসেও সমাধান না পাওয়া গেলে ইজতিহাদের পালা আসবে। ইজতিহাদ বলতে আইন সংক্রান্ত গবেষণাকে বুঝানো হয়।

---

৪৩. ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন,* ১ম খণ্ড ১ম ভাগ, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

এই খণ্ডে পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কিত আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছে ঃ (২০) বিচার ব্যবস্থা, (২২) সাক্ষ্য আইন, (২৩) ইজারা, গসব (অবৈধ দখল) ও ইতলাফ (ক্ষতি বা ধ্বংসসাধন) , (২৪) দাবি, (২৫) ওয়াকালাত (প্রতিনিধিত্ব), (২৬) কাফালা (যামিনী) ও হাওয়ালা (দায় অর্পণ), (২৭) বাহন (বন্ধন), (২৮) আমানত, ওয়াদিআহ্ (গচ্ছিত রাখা) ও আরিয়া (ধার) , (২৯) কিসমা (বন্টন) ও আপোষচুক্তি (সুলহ্) (৩০) ইকরাহ (অবৈধ বলপ্রয়োগ) ও হাজর (আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতা), (৩১) কাসামাহ (বিশেষ পদ্ধতির শপথ), স্বীকারোক্তি (ইকরার) ও মাআকিল (সম্মিলিত দিয়াত), (৩২) যাকাত, (৩৩) উশর (কৃষি উৎপাদনের যাকাত), (৩৪) কর্জ, দায়ন (ঋণ) ও ইকলাস (দেউলিয়া), (৩৫) মুযারাআ (ভাগচাষ), (৩৬) খুনছা (উভয় লিঙ্গধারী) ও মাফকূদ (নিখোঁজ ব্যক্তি) এবং (৩৭) ডাকাতি (হিরাবা)।[৪৪]

বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (তৃতীয় ভাগ)
সংকলন ঃ মুহাম্মদ মূসা ও
ড. মুহাম্মদ হারুনূর রশিদ
ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ২০০১
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১০০০, মূল্য ঃ ২৭২.০০ টাকা।

ইসলামী আইন কালজয়ী, কালোত্তীর্ণ ও যুগশ্রেষ্ঠ। এই আইনের বহুতর কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নিম্নে এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল ঃ

(১) ইসলামী আইনের প্রথম ও প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ঐশী ভিত্তি (২) সর্বজনীনতা (৩) অভিন্নতা (৪) অপরিবর্তনীয়তা (৫) পরিবর্তনশীলতা (৬) ঐক্য ও অখণ্ডতা (৭) বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক (৮) সমঝোতার ব্যবস্থা (৯) বিশ্বাসের স্বাধীনতা (১০) গতিশীলতা ১১ ইসলামী আইন সংগতিপূর্ণ। এছাড়াও ইসলামী আইনের আরও বহু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি, অগ্রগতি ও আখিরাতের মুক্তি নির্ভর করতেছে– এই আইনের বাস্তবায়নের উপর।

এই খণ্ডে পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি সন্নিবেশিত হয়েছে ঃ (৩৯) প্রশাসনিক বিধি (৪০) সামরিক বিধি (৪১) মুসলিম রাষ্ট্র ও অমুসলিম রাষ্ট্র (৪২) কর্মচারী আচরণবিধি (৪৩) বাইতুল মাল (৪৪) শ্রমবিধি (৪৫) কর ব্যবস্থা (৪৬) ব্যাংক ব্যবস্থা (৪৭) ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা (৪৮) সুকৃতির আদেশ ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ (৪৯) শাস্তি হতে অপরাধীর নিষ্কৃতি লাভ (৫০) চুক্তিবিধি (৫১) অধিকারসমূহ।

মুসলমানদের অন্য সব আইন বর্জন করে নিজেদের স্বার্থেই ইসলামী আইনকে কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে। এতে সকল মানুষের কল্যাণ নিহিত।[৪৫]

মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন
লেখক ঃ ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল
প্রকাশক ঃ গবেষণা বিভাগ, ইফাবা
প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ২০০৬
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৯৬, মূল্য ঃ ১৪১.০০ টাকা।

ইসলামী আইনের প্রধান উৎস হলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং সুন্নাহ। কুরআন-সুন্নাহর উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন প্রয়োজন ও বাস্তবতার আলোকে প্রণীত হয়েছে আইন শাস্ত্রের বহু মূল্যবান গ্রন্থ। কিন্তু ইসলামী আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় সমাজ এবং মানবজাতি ইসলাম নিঃসৃত শান্তি হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে, সমাজ ব্যবস্থা সীমাহীন সমস্যাবলী দ্বারা পরিবেষ্টিত। মূলত আল্লাহর আইনের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হলে কোন আইন প্রণয়ন এবং তার প্রয়োগ দ্বারা সমাজে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সম্ভব নয়।

---

৪৪. ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন,* ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, ইফাবা, ঢাকা, জুন ১৯৬ খ্রি.।
৪৫. ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন,* ২য় ভাগ, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী ২০০১ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

আইনের উৎস, উৎকর্ষ এবং প্রয়োগ নিয়ে এযাবৎ বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনের তাগিদে রচিত হচ্ছে নতুন নতুন আইন ও বিধি-বিধান; সমৃদ্ধ হচ্ছে আইন শাস্ত্রের ভান্ডার ও আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্র। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আইনের উপর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে যা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে চলছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল "মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন" শীর্ষক আলোচ্য গ্রন্থখানি ইসলামী আইন শাস্ত্রে এক অনন্য সংযোজন। লেখক আলোচ্য গ্রন্থে মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইনের বিভিন্ন দিক অত্যন্ত সুন্দর ও যৌক্তিকভাবে তুলে ধরেছেন। লেখক গ্রন্থটিকে দশটি অধ্যায় এবং অসংখ্য অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করে সাজিয়েছেন।

গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন সাবেক সচিব জনাব মোঃ মোরশেদ হোসেন এবং প্রুফ দেখেছেন জনাব মুহাম্মদ লোকমান হাকীম। গ্রন্থটি সাধারণ পাঠক এবং লেখক ও গবেষকদের জন্য বিশেষ উপকারে আসবে।[৪৬]

ইসলামী আইন

লেখক ঃ লেখক মণ্ডলী (সংকলন গ্রন্থ)

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৪০, মূল্য ঃ ৫৮.০০ টাকা।

ইসলামী আইনের প্রধান উৎস হলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং সুন্নাহ্। কুরআন-সুন্নাহ্র উপর ভিত্তি করেই প্রয়োজন অনুযায়ী প্রণীত হয়েছে ইসলামী আইন শাস্ত্রের বহু মূল্যবান গ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইসলামী আইনের প্রয়োগ সমাজে না থাকায় সমাজ এবং মানুষ আজ চিরন্তন এক শান্তি হতে বঞ্চিত রয়েছে। ফলে, সমাজ এক সীমাহীন সমস্যা ও যন্ত্রণায় জর্জরিত ও কাতর। তাই বলা যায়, আল্লাহর আইনের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হলে কোন আইন প্রণয়ন বা প্রয়োগ করে সমাজে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সম্ভব নয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ত্রৈমাসিক। সামাজিক প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ পত্রিকায় প্রকাশিত আইন বিষয়ক খ্যাতিমান কয়েকজন লেখকের কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধের সমন্বয়ে "ইসলামী আইন" শীর্ষক সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলোতে ইসলামী আইনের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক উভয় দিক বস্তুনিষ্ঠভাবে আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থে যেসব প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে তা হলো - (১) আইন শাস্ত্রে ধর্মের প্রভাব, (২) সাধারণ ও ধর্মীয় আইনের মৌলিক দর্শন; (৩) মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের প্রয়োগ; (৪) ঐশি ও মানবিক আইন, (৫) আইন ও আইনাদর্শের সংঘাত; (৬) মানবিক ও ঐশী আইনের উৎস ও বৃদ্ধি; (৭) কুরআনী আইন মানার গুরুত্ব; (৮) মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে মহিলাদের অংশ ঃ পর্যালোচনা; (৯) ইসলামী আইনের প্রগতিশীল বিবর্তন। গ্রন্থটি সকল পাঠক পাঠিকাদের জন্য সুখপাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।[৪৭]

ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস

লেখক ঃ মুহাম্মদ তাকী আমিনী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৫০, মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা।

ইসলামী বিধি-বিধানের বিভিন্ন দিক ও প্রকারভেদ এর আলোচনা নিয়ে যে বিষয় বা শাস্ত্র গড়ে উঠেছে তা হচ্ছে ফিক্হ। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে এসে এ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ শুরু হয়। ফিকহ্র আলোচ্য সূচী হচ্ছে– কুরআনের বিধানাবলী, হাদীসের বিধানাবলী, ইজমা এবং কিয়াস।

কুরআন এবং হাদীসের বিষয় ইজমা ও কিয়াস অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট। এজন্য এখানে মতপার্থক্য করার অবকাশ কিছুটা কম। ইজমা ও কিয়াসে ভিন্নমত প্রকাশ করার সুযোগ আছে। এ জন্য এ নিয়ে আলোচনার একটি নীতিমালা প্রয়োজন হয়। এভাবে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস থেকে বিধানাবলী বাছাই করার জন্য যে নিয়মনীতি তৈরী করা হয়েছে–তাই হচ্ছে উসূলে ফিক্হ।

---

৪৬. ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, *মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন,* ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী ২০০৬ খ্রি.।

৪৭. লেখক মণ্ডলী, *ইসলামী আইন,* ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় উসূলে ফিক্‌হের উপর মৌলিকভাবে কোন বই রচিত হয়নি। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু পাঠ্য বই থাকলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে উসূলে ফিক্‌হের কোন বই বাংলায় অনূদিত হয়নি।

ইসলামের বিধান যেহেতু সব যুগ ও সব ভূখণ্ডে প্রযোজ্য, এজন্য সময় ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিধি-বিধানের সংস্কার প্রয়োজন হতে পারে। এ ক্ষেত্রে উসূলে ফিক্‌হ্ জানা একটি জরুরী বিষয়। বিশেষ করে বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রেক্ষাপটে ইসলামী বিধানের কিছু কিছু ক্ষেত্রে গবেষণা বা কিয়াসের প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইজমা ও কিয়াসের নীতিমালা জানার জন্য এ ধরনের বই প্রয়োজন।

মূল বইটি উর্দুতে রচনা করেছেন ভারতের আজমীরের বিখ্যাত আলেম মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী। অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত আলেম সাহিত্যিক জনাব আবদুল মান্নান তালিব, সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পণ্ডিত অধ্যাপক আহমদ হোসাইন।

আলোচ্য গ্রন্থে ফিক্‌হের স্বরূপ ও তার অর্থের ক্রমসংকোচন, ইসলামী ফিক্‌হের বিবর্তনমূলক ক্রমোন্নতি, ফিক্‌হের উৎস, ফিক্‌হের মূলনীতি এবং ব্যাপক নিয়ম, ফিক্‌হী বিধানের লঘুকরণ এবং ফকীহগণের মতবিরোধের কারণ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে।[৪৮]

---

৪৮. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ৫

সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশনা

নজরুল কথামালা

লেখক ঃ জহির-উল-ইসলাম
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১২৫, মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যের সাথে সাধারণ পাঠকের যোগসূত্র খুব একটা গভীর নয়। কোন সন্দেহ নেই যে. তার নাম শিক্ষিত আবাল বৃদ্ধ বনিতার কাছে সুপরিচিত হলেও তাঁর সব রচনাবলী সবাই পড়েননি। বলা দরকার, কাজী নজরুল ইসলাম তার সমগ্র জীবনে যে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন তা সুবিশাল না হলেও একেবারে কমও নয়। তার সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোট গল্প, সঙ্গীত, নাটক, গীতি আলেখ্য ইত্যাদি। তবে কবি হিসাবেই তিনি সবচেয়ে বেশী খ্যাতিমান। তারপরই তাঁর স্থান সঙ্গীতে। বলা হয়ে থাকে, কবিতার পাশাপাশি সঙ্গীতেও নজরুল চিরস্থায়ী আসন নিয়ে বেঁচে থাকবেন। যা হোক, নজরুল ইসলামের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে একটি বড় অংশ হচ্ছে গদ্য। তিনি যেমন বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন, তেমনি উপন্যাস ও ছোটগল্পও লিখেছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন সম্মেলন বা সংবর্ধনায় দিয়েছেন ভাষণ-অভিভাষণ। বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন সময়ে পত্রও লিখেছেন। আর এসব মিলিয়েই গড়ে উঠেছে কাজী নজরুল ইসলামের গদ্য সাহিত্য।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের অনন্য মর্যাদার আসনে বরিত হলেও এবং তিনি আমাদের জাতীয় কবি হওয়া সত্ত্বেও তার-সাহিত্যের বেশিরভাগ অংশের সাথেই আমাদের তেমন কোন পরিচয় নেই। সাধারণভাবে অধিকাংশ পাঠকই বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তকে নজরুলের যেসব গল্প, প্রবন্ধ রয়েছে সেগুলো পড়েই তার সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা তৈরী করে নেন। কিন্তু সত্যের খাতিরেই বলা দরকার যে, কবি নজরুল ইসলামকে জানা ও বোঝার জন্য, তার সাহিত্য-মানসকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধির জন্যই তার সকল রচনা পাঠ করা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তব সত্য যে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে নানা কারণেই এ কাজটি সম্ভব নয়। তারা সাধারণত নজরুলের অংশমাত্র জেনে বা বুঝে থাকেন, তার বাইরে যে বিরাট-বিশাল নজরুল ইসলাম রয়েছেন, সে নজরুল তাদের কাছে প্রায় অজানা-অচেনাই রয়ে গেছে। অথচ কে না জানে, একজন সাহিত্যিকের সামগ্রিক পরিচয় নিহিত থাকে তার গোটা সৃষ্টি জুড়ে। নানা বক্তব্য, মন্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে তুলে ধরেন, বলা যায়, উন্মোচন করেন। আর সচেতন, অনুসন্ধিৎসু পাঠক এর মাধ্যমে লাভ করতে সক্ষম হন তার একটি সুস্পষ্ট পরিচয়।

সবাই জানেন, কবি নজরুল যেমন সাহিত্য প্রতিভায় ছিলেন অনন্য, তেমনি তিনি ছিলেন আসর জমানো মানুষ। তিনি যখন যেখানে বসতেন সেখানেই প্রাণের বন্যা বয়ে যেত। তার সাহিত্যেও এই প্রাণবন্ত রূপটির ব্যাপক প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

যা হোক, কবি নজরুল নয়– নজরুলের গোটা গদ্য সাহিত্যে অর্থাৎ গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ-অভিভাষণ-চিঠিপত্র থেকে চয়ন করা পঙক্তি একটি সংকলন গ্রন্থসমূহের পাঠকদের কাছে পেশ করেছেন জনাব জহির-উল-ইসলাম। তিনি এ গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন 'নজরুল কথামালা।' গ্রন্থটিতে নজরুলের উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, অভিভাষণ, নাটক, চিঠিপত্র থেকে বিষয়ভিত্তিক পঙক্তি চয়ন করা হয়েছে। যেমন– ঈদ, কোরবানী, তারুণ্য, হিন্দু-মুসলমান, ভালবাসা, বন্ধু ও বন্ধুত্ব, মা, মৃত্যু ইত্যাদি। বোঝা যায়, সংকলক জহির-উল-ইসলাম নজরুলের গোটা গদ্যসাহিত্য খুঁটিয়ে পাঠ করে তার ভাবনা-চিন্তা পর্যবেক্ষণ-মূল্যায়ন-অভিমতকে এভাবে বিন্যস্ত করার প্রয়াসী হয়েছেন। এটি নজরুল বিষয়ে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ না হলেও পাঠকদের কাছে নজরুলকে ভিন্ন একটি বৈচিত্র্যে তুলে ধরার জন্য তিনি প্রশংসার দাবীদার। তিনি নজরুলের যেসব বাক্য-পঙক্তি এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন, তার প্রায় সবই আমাদের জীবন ও অন্তর্গত উপলব্ধির সাথে ব্যাপকভাবে সামঞ্জস্যশীল। ফলে অনেকেই গ্রন্থটি পাঠ করে আনন্দ পাবেন। সর্বোপরি নজরুলের জীবন, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের এ ফসল এক সাথে হাতে পাওয়াটা নজরুল-প্রেমীদের জন্য যথেষ্ট আনন্দজনক হবে।[১]

---

১. হোসেন মাহমুদ, *দৈনিক ইনকিলাব,* ঢাকা, শুক্রবার, ৮ শ্রাবণ ১৪১১, ২৩ জুলাই ২০০৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও নজরুল ইসলাম

লেখক ঃ শাহাবুদ্দীন আহমদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৬ (৩য় সংস্করণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৬০, মূল্য ঃ ৩৯.০০ টাকা।

ইসলাম ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট নজরুলের সাহিত্য ও কাব্য সাধনা নিয়ে আরো কিছু বই বের হলেও লেখক শাহাবুদ্দীন আহমদ তার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নজরুল ইসলামকে ইসলাম ধর্মের সাথে ভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট করেছেন। নজরুলকে তিনি মানবতার কবি বা মোল্লা মৌলভীদের ফতোয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কবি হিসাবে চিহ্নিত না করে বরং আলোচিত বইতে খুঁজতে চেষ্টা করেছেন, নজরুল যেন চাবুক মেরে এই মুসলিম সমাজকে জাগাতে চাচ্ছেন। উপরোধ-অনুরোধের বদলে বিশেষ করে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কষাঘাতের পথ গ্রহণ করেছেন।'

উল্লেখিত গ্রন্থে লেখক কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণা, জিঞ্জীর, নতুন চাঁদ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর আলোকে ইসলাম সম্পর্কিত চিন্তাচেতনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ছাড়াও বিদ্রোহী কবির আত্মজ্ঞান, যোগসাধনা, আল্লাহ-ভীতি, পুরাণ ও সূফী-তত্ত্বের বিশদ পরিমণ্ডলে ধর্মের সাথে তাঁর আত্মগত উপলব্ধির দিকগুলো উন্মোচন করেছেন।

লেখক কাজী নজরুল ইসলামের 'বাঁধন-হারা' উপন্যাস থেকে নজরুলের চিন্তাচেতনা এভাবে উৎসাহিত করেন, প্রত্যেক ধর্মই সত্য-শাশ্বত সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত এবং কোন ধর্মের বিচার করতে গেলে তার এই মানুষের গড়া বাইরের বিধান শৃংখলা দিয়ে কখনো বিচার করবে না। আর তা করতে গেলে কানার হাতী দেখার মতোই ঠকতে হবে। তেমনি মানুষকে তার চির-অমর আত্মাকে, তার সত্যকে বুঝতে হলে তার অন্তর দেউলে প্রবেশ করতে হবে, ভাই! তাই বাইরের মিথ্যা আচার ব্যবহারকে সত্য বলে ধরব কেন? (পৃষ্ঠা-৪৫)

'প্রকৃতিগত স্বভাবের ফলে মানুষেরা প্রতি মুহূর্তে চিন্তার নতুন নতুন দেশে অনুপ্রবেশ করলেও একটি স্থির জীবনদর্শন প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। একে ধরে নেয়া যেতে পারে মানুষের বাসগৃহের মতো।' (পৃ. ১২১)।

আর নজরুলের ইসলাম সম্পর্কিত এ বাসগৃহের অনন্য এ 'ইসলাম ও নজরুল ইসলাম' গ্রন্থটি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে নজরুলের চিন্তা-চেতনার নতুন এক ফসল।[২]

স্বর্ণ-ঈগল

লেখক ঃ কবি রূহুল আমীন খান

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৩ (তৃতীয় সংস্করণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৪৪, মূল্য ঃ ৩৮.০০ টাকা।

'স্বর্ণ-ঈগল' কবি, ছড়াকার, ইসলামী চিন্তাবিদ, সাংবাদিক মাওলানা রূহুল আমীন খানের কাব্যগ্রন্থ। বাংলাদেশে কবি ও কবিতার আধিক্য থাকলেও, বছর বছর শত শত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও এগুলোর একাধিক সংস্করণ প্রকাশের ঘটনা খুবই বিরল। এদিক থেকে কবি রূহুল আমীন খান সৌভাগ্যবান। এ সৌভাগ্যের কারণ নিহিত রয়েছে তাঁর এ কাব্যগ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। এ কাব্যগ্রন্থ একদিকে যেমন কবির মৌলিকত্ব ও শক্তিমত্তার পরিচয়বাহী, অন্যদিকে এর বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্যও গ্রন্থটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। গ্রন্থের শুরুতে বিধৃত মহাপরিচালকের কথায়– "এ কাব্যগ্রন্থে আমরা একজন ঐতিহ্যানুসারী আদর্শবাদী কবির বলিষ্ঠ উপস্থিতি দেখতে পাই" বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা এ ক্ষেত্রে যথার্থ। প্রকৃতই গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রতিটি কবিতা ইসলামী আদর্শের জারক রসে উজ্জীবিত। ইসলামী জাগরণে উদ্দীপ্ত। মহাপরিচালকের কথার এ মন্তব্যও অত্যন্ত বাস্তবসম্মত যে, "অতীতে আমরা আলিমদের মধ্যে গদ্য ও গবেষণাধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির সার্থক প্রয়াস লক্ষ্য করেছি : কিন্তু একজন আলিমের পক্ষে কাব্য সাধনার সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন সত্যিই বিরল।" গ্রন্থে মোট ৭৩টি কবিতা স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে বেশকিছু ইসলামী জাগরণমূলক গীতি-কবিতাও স্থান পেয়েছে। গ্রন্থভুক্ত কবিতার বিষয় হয়ে এসেছেন ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা), তাঁর অন্তরঙ্গ সাহাবায়ে কেরাম (রা), যুগস্রষ্টা ব্যক্তিত্ব মুজাদ্দিদ-এ আলফেসানী (র), মাওলানা নেছারউদ্দিন আহমদ (র), মাওলানা রূমী, আল্লামা ইকবাল, বালাকোটের শহীদান প্রমুখ।

---

২. আতাতুর্ক কামাল পাশা, *দৈনিক বাংলাবাজার*, ঢাকা ঃ শনিবার ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪১১, ১১ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রাত্যহিক জীবনের নানা বিষয়ও কবিতার উপজীব্য হয়েছে। যেমন ঃ ঈদ, রমজান প্রভৃতি। স্বদেশ ভাবনার সাথে আদর্শবাদিতা, ইসলামের ইতিহাসের নানা অনুষঙ্গ, সাংস্কৃতিক উজ্জীবন, ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ইসলামী পুনর্জাগরণ এবং মুসলিম মিল্লাতের অগ্রযাত্রা কামনায়ও কবি হৃদয় আলোড়িত-আন্দোলিত হয়েছে।

গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'মুনাজাত'। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কবির প্রার্থনা ঃ

"শক্তি দাও খোদা শক্তি দাও
দাও ঈমানী শক্তি দাও।।
দাও ফারুকের আলা হিম্মত
দাও খালিদের বাজুর তাকত
শেরে খোদার
জ্ঞান ভাণ্ডার
সিদ্দিকী প্রেম ভক্তি দাও।।
দূর করে দাও সব ভীতি ভয়
করো নির্ভীক চির-দুর্জয়
এ হৃদয় মন
করো রৌশন
ফারানের নূর জ্বালাও জ্বালাও।।" (পৃষ্ঠা ঃ ১৩)

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে নিবেদিত, তাঁকে উপজীব্য করে ডজনখানেক কবিতা গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– রহমাতুল্লিল আলামীন। এ কবিতায় কবি সৃষ্টির সেরা মানুষের প্রশস্তি গেয়েছেন এভাবে ঃ

"তোমার আসন সবার উপরে সৃষ্টির তুমি মহোত্তম
সকল গুণের তুমিই আধার সুন্দরতম হে অনুপম
দয়ার সাগর ক্ষমার আকর তুমিই প্রতীক পূর্ণতার
অটল ধৈর্য অসীম শৌর্য মাপকাঠি তুমি মানবতার
অনন্ত-কূল-কিনারাবিহীন তোমার আকাশ উদার দিল
দুই জাহানের সম্রাট তব চরণে আনত সারা নিখিল।
তুমি নও শুধু আরবের নবী, নও তুমি খাস কোন দেশের
সকল কালের সকল দেশের তুমি নবীকুল মাখলুকের।
দীপ্ত সূর্য সকলেই লভে তব প্রোজ্জ্বল রশ্মি নূর
সে আলো-আভায় সব গোমরাহী সব জুলমাত পালায় দূর।" (পৃষ্ঠা ঃ ৮৯)

ইসলামের নবীর প্রশস্তি গাথা, ইসলামী আদর্শ ও সমাজ-সংস্কৃতির উজ্জীবন কামনার পাশাপাশি কবি স্বজাত্যবোধেও উদ্দীপ্ত। 'বাংলাদেশ' তাঁর এ উদ্দীপনার কেন্দ্রভূমি। 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' কাব্যগ্রন্থে কবি বাংলাদেশের ছবি এঁকেছেন এভাবে ঃ

"শহীদের খুনে রাঙা দেশ আমাদের
স্বপন আবীর মাখা কোটি মানুষের
দীপ্ত সম্ভাবনা আগামী দিনের মুঝে দুঃখ বিষাদ।
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ....
হিম্মতে অদ্বিতীয় বীর জনগণ
হেলায় লুটাতে পারে আপন জীবন
চিরদিন রাখিতে পেয়ারা অতন
স্বাধীন, মুক্ত, আজাদ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ....
এ যে সেই পাক ভূমি খানজাহানের
এই লীলানিকেতন শাহ্ জালালের
যে ভূমি ধন্য শত আউলিয়াদের
বুকে করি' শান্তির আবাদ।।
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ...." (পৃষ্ঠা ঃ ৭৬-৭৭)

এককথায় এ কাব্যগ্রন্থ বাংলা কবিতার হাজার বছরের ঐতিহ্যকে ধারণ করে রচিত। বাংলা কবিতার মূলধারার আদর্শিক ধারাবাহিকতায় সমৃদ্ধ। বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান হাজার বছর যাবৎ এ কাব্যধারার মাধ্যমেই তাদের আশা-আকাংক্ষার রূপায়ণ লক্ষ্য করেছে এবং সাহিত্য পিপাসার নিবৃত্তি ঘটিয়েছে। এ ধারারই সার্থক ও সফল কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি ফররুখ আহমদ। মাওলানা রূহুল আমীন খান এ ধারায় নিজেকে সংযুক্ত করে মূলত বাংলা কবিতার প্রকৃত ধারার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। গ্রন্থের প্রকাশক যথার্থই বলেছেন, "স্বর্ণ-ঈগল সমৃদ্ধ ও বিকশিত ঐতিহ্যবাদী কাব্যধারায় নবতর সংযোজন।"[৩]

মাহফিল

লেখক ঃ ফররুখ আহমদ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ (২য় প্রকাশ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১১৬, মূল্য ঃ ৪৫.০০ টাকা।

ফররুখ আহমদ একজন ঐতিহ্যবাহী কবির পাশাপাশি ছিলেন একজন গীতিকার। জীবনের বেশ ক'টা দিন সে সময়ে বেতারের সাথে জড়িত ছিলেন এবং কবিতা লেখার পাশাপাশি বেতারে শিশুদের জন্যে বহু দেশাত্মবোধক গান লিখেছেন। তা ছাড়াও রমজানের জন্যে, ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আযহার ওপর বহু হামদ-নাতসহ অসংখ্য ধর্মীয় গান লিখেছেন। এখনো সংখ্যাগুরু মুসলমানদের এ দেশ-বাংলাদেশে আমাদের এ গানগুলোর রয়েছে অপরিসীম প্রয়োজন। কিন্তু ইতিহাসের পট পরিবর্তনের পর এবং সময়ের সংঘাতে এ গানগুলো ক্রমাগতভাবে হারিয়ে যাচ্ছে। সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই এবং কেবল পুরানো শিল্পী যারা বেতারে এককালে এসব গান, হামদ, নাত গাইতেন, কেবল তাদের হৃদয়ে এ সুর মুখস্ত থাকলেও স্বরলিপিতে সংরক্ষণ করা হয়নি। যার জন্যে আজ এগুলো ক্রমান্বয়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কবি ফররুখ আহমদের ধর্মীয় বিভিন্ন সঙ্গীতগুলো নিয়ে ১৩১টি সঙ্গীতের সমাহারে 'মাহফিল' (১ম ও ২য় খণ্ডের সমন্বয়ে) একটি বই বের করেছে। কাজটি নিঃসন্দেহে মহৎ। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার হস্তান্তর অত্যন্ত জরুরি।

বর্তমানে যে সব সঙ্গীত বা গান লেখা হচ্ছে, সেগুলোর অধিকাংশই মিটার বা মাত্রা দক্ষতার সাথে অনুসরণ করা হচ্ছে না। সে হিসাবেও ফররুখ আহমদের গানগুলো সামনে রেখে নতুন গীতিকাররা তাদের গান রচনায় আরো যত্নবান হতে পারেন।

পৃথিবীতে অনেক দেশে এবং খ্রীষ্টমাস দিনে নতুন নতুন ধর্মীয় সঙ্গীত প্রতি বছর বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা লিখলেও বাংলাদেশে নতুন নতুন ধর্মীয় সঙ্গীত খুব বেশি লেখা হচ্ছে না। এ হিসাবে ফররুখ আহমদের মাহফিল সংগ্রহটির প্রয়োজন এখনো অপরিসীম।[৪]

---

৩. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক ইনকিলাব,* ঢাকা, শুক্রবার ৭ অগ্রহায়ণ ১৪১০, ২১ নভেম্বর ২০০৩ খ্রি.।
৪. আতাতুর্ক কামাল পাশা, *বাংলাবাজার পত্রিকা,* ঢাকা শনিবার ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি

লেখক ঃ লেখক মণ্ডলী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ বৈশাখ ১৪১১, এপ্রিল ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৯৩, মূল্য ঃ ৮১.০০ টাকা।

'ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি' শীর্ষক গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের গবেষণা বিভাগ থেকে প্রকাশিত একটি সংকলন গ্রন্থ। এপ্রিল ২০০৪-এ প্রকাশিত এ সংকলন গ্রন্থে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ১৯টি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলো হচ্ছে ঃ (১) সাহিত্যে ইসলামী দৃষ্টিকোণ/ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, (২) বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের ব্যবহার ঃ পর্যালোচনা/ আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী ও মোঃ লোকমান হোসেন, (৩) মধ্যযুগের মুসলিম সংস্কৃতিঃ সমাজ ও সাহিত্যে/ মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, (৪) লিপি-শৈলীঃ আরবী/ মোহাম্মদ রেজাউল করিম, (৫) আরবী লিপি ও ইসলামী হস্তলিপি কলা/ মূল ঃ ডক্টর আবদুর রহমান, অনুবাদ ঃ জোবেদ আলী, (৬) আরবী ব্যাকরণের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ/ শামীম আরা চৌধুরী, (৭) আরবী ছোটগল্পের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ/ ড. মোঃ নূরুল হক, (৮) মাহ্‌জাল সাহিত্য ঃ পরিচিতি ও পর্যালোচনা/ ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, (৯) কবি জরীর ও তার কাব্য প্রতিভা/ সিরাজ উদ্দিন আহমাদ, (১০) আরবী গদ্য সাহিত্যে আল জাহির-এর অবদান/ এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, (১১) সীরাত সাহিত্যের বিকাশ/ ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী, (১২) আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (র) সীরাত সাহিত্যে তাঁর অবদান/ ড. এসএম আবদুস সালাম, (১৩) শায়খ সাদী (র) ঃ জীবন ও সাহিত্য কর্ম/ আবু মূসা মোঃ আরিফ বিল্লাহ ও তারিক সিরাজী, (১৪) মওলানা আবদুর রহমান জামী (র) ঃ জীবন ও সাহিত্য কর্ম/ মুহাম্মদ শাহজালাল, (১৫) বুলবুল-ই-শীরায শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিয শীরাযী/ আ. ফ. ম আবদুল হক ফরিদী, (১৬) বাংলা ও ফারসী কাব্যে না'তে রাসূল (সা)/ কে এম সাইফুল ইসলাম খান, (১৭) আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা/ মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান, (১৮) আধুনিক ইসলামী আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্য/ একেএম শামসুল আলম এবং (১৯) ফার্সী লিপিকলা ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ/ আ. ক. ম আবদুল কাদের ও আহমদ আলী।

প্রবন্ধগুলো ইতোপূর্বে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায়' মুদ্রিত। সেখানে থেকে লেখাগুলো বাছাই করে একটি সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক সংকলন গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা বিভাগ থেকে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা'য় পূর্বে প্রকাশিত লেখা নিয়ে এ ধরনের আরও বেশ কিছু বিষয়ভিত্তিক সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে।

এটি একটি শুভ উদ্যোগ। কারণ, দীর্ঘ ৪৪ বছর যাবত 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি একটি স্বীকৃত গবেষণা জার্নাল। এখানে দেশের সৃষ্টিশীল লেখকরা যেমন নিয়মিত লিখছেন, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও নিয়মিত কন্ট্রিবিউট করছেন। পুরানো পত্রিকাগুলো সহজলভ্য নয়। অথচ প্রকাশিত লেখাগুলোর উপযোগিতা শেষ হবার নয়। তাই উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।[৫]

সেই দীপ্ত শপথ

লেখক ঃ মুকুল চৌধুরী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩১, মূল্য ঃ ২৪.০০ টাকা।

মুকুল চৌধুরী একাধারে কবি, সাহিত্যিক, গবেষক– অন্য দিকে একজন সুন্দর সুসাহিত্যিকও বটে। সম্প্রতি তার 'সেই দীপ্ত শপথ'-এর দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সেই দীপ্ত শপথ, বাংলা সনের কথা, হিজরী সনের জন্মকথা ও মে দিবসের কথা বিষয়গুলো নিয়ে প্রকাশিত বইটি আমাদের এতো বেশি আগ্রহের জন্ম দিয়েছে যে প্রথম সংস্করণটি প্রকাশের এক বছরের মাঝে সব কপি শেষ হয়ে গেলে পাঠকদের চাহিদার জন্য আবারো বইটি পুর্নমুদ্রণ করতে হয়। সেই

৫. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম,* ৩০ শে আশ্বিন ১৪১১বাং, ২৯ শে শাবান ১৪২৫ হি., ১৫ অক্টোবর ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

দীপ্ত শপথ-এ দীর্ঘকাল মদীনায় হিজরতের পর মক্কা শরীফে সাহাবীদের নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রবেশের যে দীপ্ত শপথ, তার সুন্দর বর্ণনা এখানে ফুটে উঠেছে। 'বাংলা সনের কথা'র লেখক বাংলা সালের সাথে হিজরী সালের একটি তুলনা করে বাংলা সালের সৌরবর্ষ সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন।

এছাড়াও এ বই পড়লে হিজরী সনের জন্মকথা সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা জন্মাবে।

এছাড়াও 'মে দিবসের কথা' নামে আরো একটি মূল্যবান প্রবন্ধ সংযোজিত আছে।[৬]

বাংলা সাহিত্যে সূফী প্রভাব

লেখক ঃ মনিরউদ্দীন ইউসুফ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৬, মূল্য ঃ ২৪ টাকা।

বাংলা সাহিত্যে বিশেষত মুসলিম চেতনা সমগ্র সাহিত্যাঙ্গনে সুফী প্রভাব প্রবলভাবে পতিত। কাজী ইমদাদুল হক-এর 'আবদুল্লাহ' এবং সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর উপন্যাস 'লাল সালু' আধুনিক সাহিত্য শাখার অনেক আগেই বাংলা সাহিত্যে সূফী প্রভাবের বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মূলত বাংলা ভাষায় পুঁথি সাহিত্যের মাধ্যমেই মুসলমানদের এ ভাষায় সাহিত্যে পদচারণা– তাও সূফী ভাব দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত।

আলোচ্য বইয়ে লেখক সংসার ধর্মে অতিরঞ্জন ভক্তি ও বাস্তব সংসার-পারিবারিক কর্মে অবজ্ঞা প্রদানকে অস্বীকার করে সূফী মতবাদকে আরো গভীরভাবে অনুধাবন করে লিখেছেন, "খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকে ইমাম গাজালী তাঁর 'ইহ্‌য়াউল উলূম' গ্রন্থে সূফী মতবাদকে দার্শনিক যুক্তি-তর্কের সাহায্যে মূল ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠা করার যে প্রয়াস পান, তার বহু পূর্বেই সুফীবাদের লক্ষণযুক্ত এক প্রকার জীবন-ভঙ্গি ইরাকে, ইরানে ও মিসরে জনসমর্থন লাভ করেছে।"

লেখক মনিরউদ্দীন ইউসুফ বাংলাদেশে সূফী প্রভাবকে ৩টি খাতে প্রবাহিত হতে দেখেছেন– বিদগ্ধজনের সাহিত্যে, অশিক্ষিতজনের মুর্শিদী, বাউল শ্রেণীর গানে ও গ্রাম্য গাঁথা কবিতা। এ সূফী ভাবাদর্শ হাজার বছর আগে চর্যাপদ থেকে শুরু করে পরবর্তীতে শেখ সাদীর রুবাইয়াৎ পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে বাংলা কাব্যে, সঙ্গীতে ও উপন্যাসে প্রবেশ করেছে। যেমন মাঝি-মাল্লার একটি গানে পাওয়া যায় এ সূফীবাদের রেশ, "আমরা আছি পোলাপাইন/গাজি আছে নিগাবান/ শিরে গঙ্গ ধরিয়া/ পাঁচ পীর বদর বদর।"

লেখক এ মূল্যবান গ্রন্থে সূফীবাদের সাথে বাউল বা সন্ন্যাসবাদকে এক করে কখনো কখনো আলোচনা করেছেন, যা তার গ্রন্থের দিকের নির্দেশনা থেকে দূরাগমন বলে বিবেচিত হতে পারে। তবুও তিনি সূফীবাদকে উপজীব্য করে 'হিন্দু-মুসলমানদের সাহিত্যে যে সূফীতত্ত্ব বা আধ্যাত্মতত্ত্ব বাস্তব সাহিত্যে যে বিশাল সিগুবলয় উন্মোচন করেছে সেটির বিশদ রচনা সম্ভার তার বইয়ে তুলে ধরেছেন।

পরিশেষে শেখ মদনের একটি গান উল্লেখ করতে হয়– 'তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মসজিদে/ ও তোর ডাক শুনি সাঁই চলতে না পাই/ আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুর্শিদে/ ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়ায়/ তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়/ বলতো গুরু কোথায় দাঁড়ায়/ তোমার অভেদ সাধন মরলো ভেদে/ তোর দুয়ারেই নানান তাল/ পুরান কুরান তসবী মালা/ ভেখ পথই তো প্রধান জ্বালা/ কাইন্দ্যা মদন মরে খেদে।' এ গান থেকে একটি চিরসত্য উপলব্ধি করা যায় যে, হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের উর্ধ্বেও সূফী মতবাদের সাহিত্য আমাদেরকে এক মহামানব জাতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, যা লেখক মনিরউদ্দীন ইউসুফকে স্মরণীয় করে রাখবে।[৭]

---

৬. আতাতুর্ক কামাল পাশা, *দৈনিক বাংলাবাজার*, ঢাকা, শনিবার ২৩ মাঘ ১৪১১, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ খ্রি.।

৭. আতাতুর্ক কামাল পাশা, (১) *দৈনিক বাংলাবাজার*, ঢাকা, শনিবার ৬ অগ্রহায়ণ ১৪১১, ২০ নভেম্বর ২০০৪ খ্রি.
(২) *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, শুক্রবার, ৫ অগ্রহায়ণ ১৪১১, ১৯ নভেম্বর ২০০৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

ঈদের গান

সংকলক ঃ ফজল-এ খোদা
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ মার্চ, ২০০৪ খ্রি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৬, মূল্য ঃ ২২ টাকা।

ঈদ মুসলমানদের জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দময় উৎসব। বছরে দু'টি– ঈদুল ফিতর বা রোজার ঈদ এবং ইদুল আযহা বা কুরবানীর ঈদ। এ দু'টি দিনে মুসলিম জাহানে খুশির জোয়ার বয়ে যায়। উল্লেখ্য ঈদ আনন্দ-উৎসবের বিষয়টি মূলত সামাজিক হলেও এর সাথে সাহিত্য-সংস্কৃতির নিবিড় সম্পর্ক। দুই ঈদকে কেন্দ্র করে আমাদের কবি-সাহিত্যিকরা যুগে যুগে নাটক, গীতি আলেখ্য, গান রচনা করেছেন। আর সেগুলো শ্রোতাদের বিপুলভাবে আকৃষ্ট করেছে। প্রকৃতই, এসব গান একদিকে যেমন আমাদের খুশির মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়– তেমনি সেগুলো আমাদের সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদও বটে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে বাংলা সাহিত্যে ঈদের গান রচনার পথিকৃৎ হচ্ছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। সেই ইংরেজী আমলে বাংলাদেশের মুসলমানরা যখন সকল দিক দিয়েই পিছিয়ে ছিল সেই নিরাশায় ভরা দিনগুলোতে তিনি অসংখ্য ঈদের গান রচনা করে তাদের জীবনে খুশির বিপুল জোয়ার বইয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ঈদের গান রচনায় আরো অনেকেই এগিয়ে আসেন। এদের মধ্যে রয়েছেন কবি গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, আজিজুর রহমান, সাঈদ সিদ্দিকী, সিরাজুল ইসলাম, আবদুল লতিফ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, হাবীবুর রহমান, জেব-উন-নেসা জামাল, সিকান্দার আবু জাফর, ফজল-এ-খোদা প্রমুখ। মূলত গোটা পাকিস্তান আমলে এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে ঈদের গানের এরাই ছিলেন প্রধান রচয়িতা এবং তাদের এসব গান এ দেশের লক্ষ কোটি মানুষকে আনন্দ ধারায় আপ্লুত করে আসছে। বলা দরকার, উপরোল্লেখিত কবি-গীতিকারগণ ছাড়াও আরো অনেকেই ঈদের গান রচনা করেছেন এবং করছেন। বিশেষ করে এখন স্যাটেলাইট টিভির একাধিক চ্যানেলের প্রয়োজনে ঈদের গান রচনার পরিমাণও আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বলা দরকার গান যেহেতু গাওয়ার এবং শ্রোতার আনন্দ তা শোনায়, তাই সুর মাধুর্যে অতুলনীয় গানগুলো ছাড়া বেশিরভাগ গানের কথাই সাধারণ শ্রোতাদের মনে থাকার কথা নয়। ফলে ঈদের গান গাওয়ার বা সেগুলো কণ্ঠস্থ করার ইচ্ছা থাকলেও অনেকের পক্ষেই হাতের কাছে সেগুলো না পাওয়ার কারণে এতদিন সেটা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিনের এ অভাবটি পূরণ করতে এগিয়ে এসেছেন বিশিষ্ট গীতিকার ও কবি ফজল-এ-খোদা। 'ঈদের গান' নামক গানের সংকলন গ্রন্থটি তার সে প্রচেষ্টারই ফসল।[৮]

বন্দেগি

লেখক ঃ ফজল-এ খোদা
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০২
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৩২, মূল্য ঃ ৪৫.০০ টাকা।

বাংলা ভাষায় ইসলামী গান বিশেষত নাত লেখার সূচনা হয়েছিল যুগনায়ক লেখক– ইসলাম প্রচারক মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌র হাতে। তারপর বিভিন্ন কবির হাতে বিচ্ছিন্নভাবে ইসলামী সঙ্গীত রচিত হয়েছে। তবে আধুনিক বাংলা ইসলামী গানের প্রথম সার্থক রচয়িতা হলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তার পাশাপাশি কবি গোলাম মোস্তফা, কবি ফররুখ আহমেদ, কবি আজিজুর রহমান, আবদুল লতিফ, তালিম হোসেন, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ বরেণ্য কবি ও গীতিকারগণ প্রচুর ইসলামী সঙ্গীত রচনা করেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অপেক্ষাকৃত তরুণ কবিরা ব্যাপক সংখ্যায় ইসলামী গান লিখেছেন এবং এখনো লেখা হচ্ছে।

ইসলামী সঙ্গীত রচনার এ ধারাবাহিকতায় কবি ফজল-এ খোদার নাম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ধরনের বহু গান রচনা করেছেন। এর মধ্যে একটি বড় অংশই হচ্ছে ইসলামী গান। তাঁর ইসলামী গানগুলো নিয়ে সাম্প্রতিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে বন্দেগি গ্রন্থটি। গ্রন্থটিতে হামদ অংশে ১৫টি, মোনাজাত অংশে ৫টি, কলম অংশে ১টি, সীরাত অংশে ২টি, রমযান অংশে ৪টি, ঈদ অংশে ১৫টি, হজ্জ অংশে

---

৮. হোসেন মাহমুদ, *বাংলাবাজার পত্রিকা,* ঢাকা ঃ শনিবার ২০ অগ্রহায়ণ ১৪১১, ৪ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

১টি, কোরবানী অংশে ১০টি, কারবালা গাথা অংশে ১টি, মর্সিয়া অংশে ৪টি, মরমি অংশে ১১টি, জাগরী অংশে ১২টি এবং বিবিধ অংশে ২টিসহ মোট ১০১টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গ্রন্থের প্রসঙ্গ কথন অংশে কবি ফজল-এ-খোদা এ গ্রন্থ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, উপাখ্যান-ইতিহাস ও বিশ্বাস নির্ভর বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এ গ্রন্থে। এতে যেমন আছে কিয়ামের আঙ্গিকে বিশ্বনবীর জীবনী, তেমনি আছে পুঁথিছন্দে মহাশোকের কারবালা কাহিনী, এ গ্রন্থের প্রায় রচনাই বিশিষ্ট সুরকার কর্তৃক সুরারোপিত হয়ে প্রখ্যাত শিল্পীদের কণ্ঠে বেতার-টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে এবং হয়ে চলছে।[৯]

ইসলামে ইজমা দর্শন

মূল ঃ আহমদ হাসান

অনুবাদ ঃ নূরুল আমিন জাওহার

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারি ২০০৪ইং

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৫০, মূল্য ঃ ৯৫.০০ টাকা।

ইসলামী আইন শাস্ত্রের চারটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। পবিত্র কুরআনে যখন কোন সমস্যার সরাসরি সমাধান না পাওয়া যায়, প্রিয় রাসূল (সা)-এর সুন্নাহতেও যদি না পাওয়া যায়, তখন ইজমার মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধান করা হয়।

বস্তুত ইসলামী বিধানের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল-কুরআন ও আল-হাদীস। আল-কুরআন ও আল-হাদীসের মূলনীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে আরও দু'টি নীতিমালা, তা হচ্ছে ইজমা বা ঐকমত্য এবং কিয়াস বা মুজতাহিদগণের গবেষণা।

রাসূল (সা)-এর সাহাবীগণ কোন সমস্যার ব্যাপারে যখন কুরআন ও হাদীস কোন সরাসরি সমাধান না পেয়েছেন; তখন নিজেরা একত্রিত হয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে একটি সমাধানের ওপর একমত হতেন। এটাই মূলত ইজমা।

সুতরাং ইজমা কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে কিছু নয়, বরং কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যাকে স্পষ্ট করারই নামান্তর। ইজমা ইসলামী আইন শাস্ত্রের উৎস হিসাবে পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা)-এর সুন্নাহ দ্বারা স্বীকৃত। কাজেই ইজমা মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ রাখার এক বিরাট শক্তি হিসাবে বিবেচিত।

ইসলামী আইন যুক্তিবাদী প্রক্রিয়া এবং ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী ঘোষণার রূপায়ন করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ঐতিহ্যবাহি এই আইনের সমগ্র ব্যবস্থা হচ্ছে ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্তিগতভাবে যুক্তি-অনুশীলনের ফসল। মানব মনের এই সফল ইজমার ভ্রান্তিহীনতা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করেছে।

এই গ্রন্থের মোট চৌদ্দটি অধ্যায়ের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে ইজমার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা এবং এর কর্তৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এর চিরায়িত উৎকর্ষতত্ত্ব (Clasical Theory) সম্পর্কিত বিস্তারিত, কোন-সংজ্ঞা, উপযুক্ততা, মেয়াদ, পরিধি, বিষয়ক এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইজমা বিরোধীদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। শেষ দু'টি অধ্যায়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও ইজমার নতুন গতিধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রখ্যাত ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদ পাকিস্তান ইসলামী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট-এর সাবেক পরিচালক জনাব আহসান হাসান বিশ্বের ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণের নিকট সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচিত "The Doctrine of Ijma in Islam" শীর্ষক পুস্তকটি ইজমার উপর একটি প্রামাণ্য পুস্তক হিসাবে বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। "ইসলামের ইজমা দর্শন" শিরোনামে বইটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর পরিচালক জনাব নূরুল আমীন জাওহার। ইসলামী দাওয়াতী কাজের জন্য বইটি খুব উপযোগী।[১০]

---

৯. ফজল-এ খোদা, বন্দেগি, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০২ খ্রি.।

১০. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম শেখ, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার ১৯ শে চৈত্র ১৪১০, ২ এপ্রিল ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি

মূল ঃ অধ্যাপক হাসান আইয়ুব

অনুবাদক ঃ অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪১৬, মূল্য ঃ ৯০.০০ টাকা।

ঈমান ও আকীদার পরিশুদ্ধি ও সংশোধন সমস্ত নবী ও রাসূলদের প্রেরণ ও আগমনের প্রধানতম উদ্দেশ্য। মানব সভ্যতার ইতিহাসের সকল স্তরেই নবী ও রাসূলগণ ঈমান ও আকীদার উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং ঈমান ও আকীদাকেই তাদের দাওয়াতের মূল বুনিয়াদ হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। ঈমান ও আকীদাকে প্রাধান্য দিয়েই পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ইমারত গড়ে তুলেছেন।

বস্তুত আকাঈদ শাস্ত্রই হচ্ছে ইসলামী জীবন দর্শন বা ইসলামী জীবন বিধানের মূলভিত্তি। এই মূল ভিত্তি নির্ভর করে নিম্নবর্ণিত শর্তের উপর, যেমন- ১। আল্লাহর প্রতি ঈমান, ২। ফেরেস্তাদের প্রতি ঈমান, ৩। আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান, ৪। নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান, ৫। আখিরাতের প্রতি ঈমান, ৬। তাকদীরের ভাল-মন্দের এবং কিয়ামত ও হাশরের দিনের প্রতি ঈমান।

অন্যদিকে ইসলামী সংস্কৃতি বলতে বুঝায় আল্লাহর প্রদত্ত পয়গাম ও ইসলামী শরীআতের বুনিয়াদে মানুষের সামাজিক জীবনের সৌজন্যমূলক আচরণ ও শিষ্টাচার। মানুষের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডই সংস্কৃতির আওতাভুক্ত। মানবতার আদর্শ মুহাম্মদ (সা)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে যে সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় তাই ইসলামী সংস্কৃতি। এককথায় ইসলামী সংস্কৃতি হল- কুরআন ও সুন্নাহর বুনিয়াদে পরিচালিত মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড ও আচরণ।

এ গ্রন্থে এক দিকে কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য প্রমাণ অপর দিকে প্রাচীন ও আধুনিককালের রচনা শৈলী, বাস্তব বিজ্ঞান ভিত্তিক অকাট্যযুক্তি, প্রবীণ ও নবীন পণ্ডিতদের বাচনভঙ্গি ও যুক্তি বিন্যাসের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞানভাণ্ডারকে একীভূত করা হয়েছে। গ্রন্থের রচনা শৈলীতে সহজবোধ্যতা এবং সাধারণ বাচনভঙ্গির আশ্রয় নেয়া হয়েছে; কোনো প্রকার ভুল বুঝাবুঝির ও অস্পষ্টতায় নিমজ্জিত না হয়ে পরিবার ও সমাজের সকলকে সুন্দরভাবে তা পড়িয়ে দিতে পাড়া যায়।

এ গ্রন্থে সর্বমোট ১৪টি অধ্যায়ের মাধ্যমে ইসলামী আকাঈদের সকল দিককে একত্রিত ও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এটা বুঝার ও জানার জন্য এ গ্রন্থে প্রামাণ্য ও সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে। এতে বিপুল গ্রন্থরাজির বিশাল বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্ত করে এক জায়গায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। মূল গ্রন্থটি আরবী ভাষায় রচনা করেছেন মিশরের বিখ্যাত পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক হাসান আইয়ুব। বাংলায় অনুবাদ করেছেনএ দেশের একজন খ্যাতনামা আলিমে দীন ও লেখক অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ।[১১]

কন্যা জায়া জননী (নাটক) প্রথম খণ্ড

লেখক ঃ আসকার ইবনে সাইখ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০৪ খ্রি.

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৭২. মূল্য ঃ ৯২.০০ টাকা।

বাংলাদেশে যারা ইতিহাস নির্ভর নাটক রচনায় ব্যাপক কৃতিত্ব ও সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন তন্মধ্যে ড. আসকার ইবনে সাইখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম মহীয়সী নারীদের বর্ণাঢ্য জীবন কাহিনী ও কীর্তিকথা 'কন্যা-জায়া-জননী' শীর্ষক শিরোনামের নাট্যাকারে রূপায়িত করেছেন।

---

১১. মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ১৪ মে ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

নাম-না-জানা মা কবি রহিমুন্নিসা, নবাবনন্দিনী যীনাতুন্নিসা গদীনসীন বেগম, সিরাজ বেগম লুৎফুন্নিসা, সিরাজ দুহিতা, ফরহাদ বানু, নন্নুজান, সুলতানা রাজিয়া, চাঁদ সুলতানা মহিলাবাব, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন প্রমুখ মুসলিম মহীয়সী নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়েছে প্রথম খণ্ডে। বইটি প্রগতিশীল নাট্যপ্রিয়দের মনের চাহিদা মেটাতে অপরিসীম ভূমিকা রাখবে।[১২]

আর রুহ (আত্মার রহস্য)

মূল ঃ ইমাম সামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ ইবন কাইয়ম আল জাওযিয়াহ (র)

অনুবাদ ঃ আব্দুল মতীন জালালাবাদী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৬৮, মূল্য ঃ ১১৫.০০ টাকা।

রুহ্ বা আত্মা একটি চির বিস্ময়কর বস্তু যা মানুষের নিকট অবিশ্বাসযোগ্য একটি অনিবার্য বিশ্বাসের বিষয়। এটি একটি অদৃশ্য, অপরিমাপযোগ্য বিষয় যা শুধুমাত্র অনুভব করা যায়। কিন্তু এটির অভাবে একটি প্রাণী প্রাণহীন নিথর নিশ্চল হয়ে পড়ে।

রুহ বা আত্মাকে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে নামকরণ বা সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। যেমন ভাবুকগণ বা গায়কেরা তাদের গানের কলিতে প্রাণপাখী বলেছেন, বৈজ্ঞানিকরা এটিকে Activities of protoplasm বলেছেন। কিন্তু যে যাই বলুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে আত্মা (রুহ) কি? আত্মা আগে না দেহ আগে? আত্মা কিভাবে মানুষের তথা প্রাণীর দেহে আসে কিভাবে বেরিয়ে যায়, কখন আসে, কখন যায়, আত্মা আসল না দেহ আসল, মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায়? কোথায় অবস্থান করে। মৃতদের আত্মা (মানুষের) কি দুনিয়ায় আসে, কিভাবে আসে, আত্মা কি অমর না মরণশীল ইত্যাদি প্রশ্নের সঠিক জবাব, দুনিয়াতে মানব জাতির আবিভার্বের পর থেকে এ পর্যন্ত কেউ-ই দিতে পারেননি। কেবলমাত্র নবী-রসূলগণ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সমস্ত জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর দিয়ে এসেছেন এবং বিবেকসম্পন্ন মানুষের নিকট তা-ই সন্তোষজনক প্রমাণিত হয়েছে।

রুহ বা আত্মা সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্ববরেন্য আল্লামা হাফিজ ইবন কাইয়িম নামে প্রসিদ্ধ ইমাম শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ ইবন কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ আরবী ভাষায় একটি অতি মুল্যবান পান্ডুলিপি রচনা করেছিলেন যা মানব মনের স্বাভাবিক জিজ্ঞাসার আলোকে প্রশ্নোত্তর আকারে রচিত হয়েছিলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি জীবিতাবস্থায় তাঁর পান্ডুলিপিটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করে যেতে পারেননি। তাঁর ইন্তেকালের একশত বছর পর আল্লামা বুরহানুদ্দীন ইব্রাহীম ইবন উমর বুকারী পান্ডুলিপিটি সম্পাদনা করতঃ প্রয়োজনীয় শিরোনাম ও সংক্ষিপ্ত ভূমিকাসহ সিররুর-রুহ নামে তা প্রকাশ করেন। মূল লেখক গ্রন্থটির কোন নামকরণ করেননি কিন্তু পরবর্তীতে তা কিতাবুর রুহ নামে সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করে। উক্ত মহামূল্যবান গ্রন্থটি বাংলাভাষায় অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিম, লেখক ও অনুবাদক 'আব্দুল মতীন জালালাবাদী'। এটি অতী মূল্যবান গ্রন্থ। এ বিষয়ের উপর আজ পর্যন্ত এরূপ গ্রন্থ রচিত হয়নি। এ গ্রন্থে যেসব বিস্ময়কর উপাদান ও চিত্তাকর্ষক বিষয়াদি রয়েছে তা অন্যকোন গ্রন্থে পাওয়া যাবে না। আত্মা সম্পর্কীয় যাবতীয় জিজ্ঞাসা, হোক, সেটি মৃতদেহ অথবা জীবিতদের এ গ্রন্থের মধ্যে তার জবাব দেয়া হয়েছে মানব সমাজের অনুসন্ধিৎষূ জ্ঞান পিপাষু মনের রুহ সম্পর্কীয় যাবতীয় জিজ্ঞাসায় সঠিক এবং বিবেক সম্পন্ন জবাব দেয়া তথা বাংলা ভাষাভাষীদের এতদবিষয়ে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এটিকে আর রুহ (আত্মার রহস্য) নামে প্রকাশ করেছে।

বইটিতে মোট ৫৬৮ পৃষ্ঠায় একুশটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়েই আত্মা সম্পর্কে অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ (১) মৃতগণ কি জিয়ারতকারীদের চেনে এবং তাদের সালাম শুনে? (২) মৃত ব্যক্তিগণের আত্মা কি পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করে? (৩) জীবিত এবং মৃতুদের আত্মা কি পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করে? (৪) শুধুমাত্র দেহ, নাকি আত্মাসমূহও মৃত্যুবরণ করে? (৫) দেহ থেকে পৃথক হওয়ার পর আত্মাসমূহকে কিভাবে চেনা যায়? (৬) কবরে যাওয়ায় জবাবকালে মৃতের আত্মাকে তার দেহের মধ্যে কি ফিরিয়ে দেওয়া হয়? (৭) মুলহিদ ও যিনদিকদের জিজ্ঞাসার উত্তর (৮) পবিত্র কুরআনে আজাবে কবর এর উল্লেখ নেই কেন? (৯) কি কি কারণে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়? (১০) কি কি উপায় অবলম্বন করলে কবরের আযাব থেকে

১২. মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন খান, *দৈনিক যুগান্তর,* সোমবার ১১ শ্রাবণ ১৪১১, ২৬ জুলাই ২০০৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষা পাওয়া যেতে পারে? (১১) কবরের সাওয়াল, মুসলিম মুনাফিক, কাফের সবার জন্য, না শুধু মুসলিম ও মুনাফিকদের জন্য? (১২) মুনকির ও নাকির সাওয়াল কি? এ উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট, নাকি সকল উম্মতের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য? (১৩) শিশুদেরকেও কি তাদের কবরে পরীক্ষা করা হবে? (১৪) আজাবে কবর কি স্থায়ী না সাময়িক? (১৫) মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আত্মাসমূহ কোথায় অবস্থান করে? (১৬) মৃতদেহ আত্মা কি জীবিতদের ক্রিয়াকর্ম দ্বারা উপকৃত হয়? (১৭) আত্মা কি কাদীম (চিরন্তন) অথবা হাদেস (ধ্বংসশীল) ও মাখলুক (সৃষ্ট)? (১৮) আত্মাকে দেহের পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, না দেহের পরে? (১৯) নফসের স্বরূপ বা হাকিকত কি? তাকি দেহের কোন অংশ বা স্তর? (২০) নফ্স ও রুহ কি একই বস্তু, না পৃথক দু'টি বস্তু? (২১) নফ্স কি একটি না তিনটি?

বর্ণিত একশটি অধ্যায়ে আত্মা সম্পর্কে অজানা প্রচুর তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে এবং একই সঙ্গে লেখক তার যুক্তি এবং তথ্যবহুল বিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মা সম্পর্কে ভিন্ন ধারনা পোষণকারীদের বক্তব্যকেও খণ্ডন করতে প্রয়াস পেয়েছেন।[১৩]

ইসলাম ও বিজ্ঞান

মূল ঃ কারী মুহাম্মদ তায়্যিব (র)
অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ বজলুর রহমান
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০২ (দ্বিতীয় সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৯৫, মূল্য ঃ ২৪.০০ টাকা।

'ইসলাম ও বিজ্ঞান' উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক মুহতামীম কারী মুহাম্মদ তায়্যিব সাহেবের একটি ঐতিহাসিক ভাষণের বঙ্গানুবাদ। ১৯৩৮ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে 'সায়েন্স আওর ইসলাম' বিষয়ে তিনি এ ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ বজলুর রহমান। প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালের জুন মাসে।

অনুবাদক গ্রন্থের 'প্রসঙ্গ কথা'য় উল্লেখ করেছেন, "বর্তমান সংঘাতময় বিশ্বে ইসলাম ও বিজ্ঞানের বৈপরিত্যের ধারণায় সৃষ্ট পরস্পর বিরুদ্ধবাদিতার ব্যাপারটিও বহুল ব্যাখ্যাত বিষয়াবলীর অন্যতম একটি। অনেকের মতে, বিজ্ঞানের চরম উন্নতিতে এ প্রগতির যুগে যেমন কোনো 'ধর্মেরই' অস্তিত্ব অবান্তর ও অবাঞ্ছিত; তেমনি 'ইসলাম ধর্ম'টিও এ যুগে অচল, অযৌক্তিক। বিপরীত পক্ষে অন্য অনেকেরই ধারণা– বিজ্ঞান তারই স্ব-গতিতে বাধাহীন উদ্দ্যমতায় বয়ে চলা এক বলগাহীন আধুনিকতার নির্মম নিদর্শন বৈ আর কি ! আর, ইসলাম তো হল আল্লাহ্-প্রেরিত তাঁরই ইবাদতের নীতিমালা বিশেষ। এ দু'টোর মাঝে আবার কিসের বন্ধন-সূত্র, সামঞ্জস্য?

বস্তুতঃ এ দু'টি ধারণার কোনটিই সঠিক ও যথার্থ বিবেচিত হতে পারে না। পারে না তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে সত্য প্রমাণিত হতে। কেউ বিজ্ঞানকে মানছে সর্বেসর্বা-ধর্মকে নাস্তি; আবার অনেকেই ধর্মের তাঁবেদার কিন্তু বিজ্ঞানের গবেষণায় তাদের পূর্ণ অস্বীকৃতি। মূলতঃ এ দু'টোই চরম পথ। এক্ষেত্রে ইসলামকে তার শাশ্বত, উন্নত ও সুমার্জিত আবেদন অনুযায়ী যে, মর্যাদা- তা প্রদান এবং তার মূল্যবোধগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিজেদের উপকার সাধন, আর বিজ্ঞানকেও তার স্ব-আসনের ভিত্তিতে নির্ধারিত পরিসীমায় গ্রহণই হবে প্রকৃত যুক্তির দাবী। এ জন্যই চাই ও বিজ্ঞানের যথার্থ তাৎপর্যের সঠিক বিশ্লেষণ।"

বস্তুতঃ ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের বন্ধন-সূত্র, সমন্বয়, সাজুয্য বা 'প্রকৃতিগত স্বাভাবিক উপলব্ধি এবং বৈশিষ্ট্যগত মর্যাদায়' যথাযথ মূল্যায়নের অভাবেই ইসলামকে বিজ্ঞানের সাথে অথবা বিজ্ঞানের সাথে ইসলামকে সাংঘর্ষিক পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে এ সংঘর্ষের অন্তর্নিহিত কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ইসলাম ও বিজ্ঞানের তুলনামূলক তাত্ত্বিক সারগর্ভময় যথার্থ ব্যাখ্যা বিধৃত করে এর সমাধান চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে এ গ্রন্থ পাঠে একজন মুসলিমের পক্ষে যেমন ইসলাম ও বিজ্ঞানের সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধির মাধ্যমে এ দু'টোর প্রকৃত মান ও মর্তবা অনুধাবন সম্ভব। তেমনি যারা বিজ্ঞানের এ অগ্রগতির যুগে ইসলামকে 'অচল' বলে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, তাদের পক্ষেও ইসলামকে তার স্বমহিমায় উপলব্ধি করে এ ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

---

১৩. মোঃ আজমল হক, প্রতিদিন খাস খবর, চুয়াডাঙ্গা, ২৪ফেব্রুয়ারী ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থে মূলতঃ আগুন, পানি, বায়ু ও মাটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'এগুলোর মধ্যে যে পদার্থের সূক্ষ্মতার মাত্রা যত বেশি সে পদার্থ সূক্ষ্মতার মৌল কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ আল্লাহর গুণের তত বেশি নিকটবর্তী। আর বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, যে পদার্থে সূক্ষ্মতার মাত্রা যত বেশি, সে পদার্থ তত বেশি শক্তিশালী। এ সূক্ষ্মতার নিরিখেই পদার্থে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয়।' লেখক এ বিষয়ে আলোকপাত করে এ অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন যে, 'বর্ণিত পদার্থ চতুষ্টয়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় মানুষ, আর মানুষর মধ্যে তার আত্মা অধিক সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে তা পদার্থসমূহ থেকে অধিক শক্তিশালী। সৃষ্টি জগতের মধ্যে আত্মা যেহেতু সর্বাধিক সূক্ষ্ম, তাই এই আত্মা আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হতে সক্ষম।'

বস্তুতঃ লেখক এ গ্রন্থে বিজ্ঞানের মৌল বিষয়, ইসলামের মৌল দর্শন এবং ইসলাম ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় পূর্বক বিজ্ঞানকে ইসলামের আলোকে সুস্থাপিত করার তত্ত্ব ও তথ্য প্রদান করেছেন।

লেখকের ভাষায়, 'বিজ্ঞানের কার্যক্রম যতক্ষণ না দ্বীনের জন্য মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হবে, ততক্ষণ এর পরিণাম ভালো ও দিলখোশ হতে পারে না।" লেখকের মতে, "বিজ্ঞানের আবিষ্কারাদি প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সূক্ষ্ম তত্ত্বেরই বস্তুগত রূপ।.... বর্তমান যুগে ইসলামকে বুঝবার ও বোধগম্য করে তোলার জন্যই বাস্তব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আবিষ্কারাদি কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং যে ব্যক্তি বিজ্ঞানকে ইসলামের পূর্ণতার জন্য পাথেয় ও উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করবে, সে ব্যক্তি ইসলামেরই শক্তি বাড়ায়। আর যে বিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র লক্ষ্য বানিয়ে তার কর্মে প্রবৃত হয় সে তার আপন সত্ত্বাকেই দুর্বল ও বিপন্ন করে ; কিন্তু ইসলামের এতে কিছুই যায় আসে না।"[১৪]

ইকবাল ও নজরুলের কাব্য ভাবধারা

লেখক ঃ ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৬০, মূল্য ঃ ৪৬.০০ টাকা।

নজরুল ও ইকবাল-এই দুই মহৎ কবির কাব্যভাবনা নিয়ে সুচিন্তিত একটি বই সম্প্রতি বাজারে এসেছে। লিখেছেন ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ।

বাংলা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও পাকিস্তানের উর্দু কবি মহামতি ইকবাল, বলা চলে একই যুগ সন্ধিক্ষণে কবিতা ও সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। কিন্তু তাঁদের যুগ ক্রান্তিকাল এক হলেও তাদের কাব্য ভাবনা ও দর্শনে যেমন এসেছে মিল তেমন বৈসাদৃশ্যও এসেছে। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ এ বিষয়গুলো নিয়ে সুচিন্তিত গবেষণা করেন কিছুকাল তার পরই এ গ্রন্থ লেখেন।

লেখক নজরুল ও ইকবালের মধ্যে যে সাদৃশ্য তার বইতে উল্লেখ্য করেছেন তা হচ্ছে-ইকবাল ও নজরুল উভয়ই দুটি দেশের জাতীয় কবি। ইকবালের পূর্ব-পুরুষ কাশ্মীর থেকে আসা আর নজরুলের পূর্ব পুরুষ পাটনা থেকে আসা। ইকবালের পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষার ভাষা ছিল উর্দু আর নজরুলেরও ঘরের ভাষা ছিল উর্দু। তবে ইকবাল উর্দু, ফারসী ও ইংরেজিতে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। নজরুল বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। তবে কিছু উর্দু গান গজল ও লেখেন। উভয়ের জন্ম সূফী ও ধর্মভীরু পরিবারে। উভয়ের অনেক লেখাতেই সুখীভাব ও ধর্মীয় প্রেরণা পরিলক্ষিত হয়।

অন্যদিকে ইকবাল উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পেরেছিলেন। ইউরোপে পিএইচডি ও বার এট-ল ডিগ্রী লাভ করতে পেরেছিলেন। লাহোর ও লণ্ডনে অধ্যাপনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু নজরুল উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারেননি। সারাজীবন আর্থিক অনটনে গেছে তার। মেট্রিকের টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে মহাযুদ্ধের ডামাডোলে সামরিক বাহিনীতে নাম লিখিয়ে করাচী চলে যান, আর এখানেই তার আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার ইতি ঘটে।

এ দুই প্রান্তের অবস্থানের দুই জাতির কবির জীবন ও মানসিক বিবর্তন, কাব্যের বিশেষ কিছু দিক এবং উভয় কবির লেখার কিছু দিক এবং উভয় কবির লেখার কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লেখক তুলে ধরেছেন তার এ ধরনের বহু তথ্য ও উপাত্ত থেকে সংগৃহীত সাক্ষ্যের মাধ্যমে।[১৫]

---

১৪. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম;* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১৬ই কার্তিক ১৪১০, ৩১ অক্টোবর ২০০৩ খ্রি.।

১৫. আতাতুর্ক কামাল পাশা, *বাংলাবাজার পত্রিকা,* ঢাকা শনিবার ২৪ আশ্বিন, ১৪১১, ৯ অক্টোবর ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য

লেখক ঃ মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ খ্রি.

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৯২, মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা।

প্রবীণ কবি ও সাহিত্য-সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ'র 'বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য' শীর্ষক গ্রন্থটির চতুর্থ (ইফাবা তৃতীয়) সংস্করণ সম্প্রতি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭২ বঙ্গাব্দে। দ্বিতীয় (ইফাবা দ্বিতীয়) সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৪০০ বঙ্গাব্দে।

১৯২ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে মোট ১৪টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধসমূহ হচ্ছে ঃ (১) ঐতিহ্যের স্বরূপ; (২) বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য; ঐতিহাসিক পর্যালোচনা; (৩) ইসলামী পরিবেশ ও মুসলিম ঐতিহ্য; (৪) নতুন ধারার সূচনা; (৫) মধ্যযুগের বাংলা কাব্য; মুসলিম ঐতিহ্যের রূপরেখা; (৬) বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপরেখা; হযরত মুহাম্মদ (সা) বিষয়ক রচনা; (৭) বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য; লোক সঙ্গীত; (৮) বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐহিত্য ঃ লোক-কাহিনী; (৯) আধুনিক বাংলা মুসলিম ঐতিহ্য ঃ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা; (১০) আধুনিক বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপরেখা; (১১) নজরুল কাব্যে ঐতিহ্য; (১২) আধুনিক বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য ঃ নজরুলোত্তর ধারা; (১৩) বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য ঃ রেনেসাঁ-আন্দোলনের প্রভাব; (১৪) বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য ঃ বিভাগোত্তর ধারা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে মুসলিম নৃপতি বিশেষতঃ বাংলার স্বাধীন সুলতানদের অবদান সুবিদিত। একসময় বাংলা ভাষা ছিল ইতরজনের ভাষা। শ্রী দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় ঃ "ইতরের ভাষা বলিয়া বঙ্গভাষাকে পণ্ডিত মণ্ডলী 'দুর' 'দুর' করিয়া তাড়াইয়া দিতেন, হাড়ি-ডোমের স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দূরে থাকেন বঙ্গভাষা তেমনই সুধী সমাজের অপাংক্তেয় ছিল-তেমনি ঘৃণা, অনাদর ও উপেক্ষার পাত্র ছিল।" সেন আমলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা কিরূপ ছিল তা' তাদের দেওয়া এ ফতোয়া থেকে অনুমান করা যায়। তাদের ভাষায় ঃ 'অষ্টাদশ পুরানোনি রামস্য চারিতানিচ। ভাষায়ৎ মানবঃশ্রুত্বা রোব বম নরকম ব্রজেৎ-অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরান রামচরিত ধর্মশাস্ত্র লোকভাষায় আলোচনা ও শ্রবণ করলে বৌরব নরকে যেতে হবে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এ অবস্থা থেকে উত্তরণে এগিয়ে আসেন বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ। তাঁরা দেশী ভাষায় ধর্মগ্রন্থ রচনার আদেশ দিলেন। অনুমান ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে। হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করান। পরাপলী মহাভারতে উল্লেখ আছে ঃ "শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান, রচাইল পঞ্চালী সে গুণের নিধান।" হুসেন শাহ এবং অপরাপর মুসলিম সম্রাটেরা দেশীয় ভাষার প্রতি কতটা অনুরাগী ছিলেন তার প্রমাণ কবি বিদ্যাপতির এই চরণগুলো থেকেও পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি লিখেছেন "সে যে নসিরা শাহজাদা যারে হানিল মদন বানে/চিরঞ্জীবী রহ প্রভু গৌড়েশ্বর; কবি বিদ্যাপতি ভনে।" শ্রী দীনেশচন্দ্র যথার্থই লিখেছেন ঃ "বঙ্গ ভাষা মুসলমান সম্রাটদের কৃপায় দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করিয়া 'দ্বিজের' ন্যায় সম্মান লাভ করিল।"

এভাবে বাংলা ভাষার উত্থান পর্যায় থেকে আজকের বিকাশ পর্যায় পর্যন্ত কাল পরম্পরায় এর লালন ও সমৃদ্ধিতে মুসলমানদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বাঙালী মুসলমানদের এ নাড়ির টান থাকার কারণেই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম ঐতিহ্যের ছাপ পড়েছে অবরিতভাবে। আর এ আত্মানুসন্ধান নানা জন নানাভাবে করেছেন। ঐতিহ্যবাদী সাহিত্যিক মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহও সারাজীবন এ সাধনাই করেছেন। মুসলিম ঐতিহ্য অনুসন্ধানে তিনিও এক ঋদ্ধ ও ধ্যানী পরিব্রাজক। জীবনব্যাপী ঐতিহ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ এ গ্রন্থেও স্ববৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তাঁর কাছে ঐতিহ্য হচ্ছে, ধর্মীয় চিন্তা ও অনুপ্রেরণার অনুসঙ্গী, কারণ– "ধর্মীয় প্রেরণার দ্বারাও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়ে থাকে। ঐতিহ্যের প্রাচীনত্ব যদিও শুধু একটি স্থিতিশীল চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার মধ্যেই নিহিত থাকে না, তবুও ঐতিহ্যের প্রাচীনত্বের মধ্যেই তার গ্রহণ-বর্জনের স্বাক্ষর খুঁজে পেতে হয়।" মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্'র কাছে ঐতিহ্য কোন আরোপিত সম্পদ নয়। তাঁর মতে, "যুগসঞ্চিত মূল্যবোধ ও মূল্যমানের নিরিখে ঐতিহ্যের নতুন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং এই প্রয়োজনের মূলে রয়েছে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে স্বীকার করে নিয়েও নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যুগার্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন সম্পদ গ্রহণের আবশ্যকতা।" (দ্রষ্টব্য ঐতিহ্যের স্বরূপ, পৃ. ৯)

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ গ্রন্থভুক্ত দ্বিতীয় প্রবন্ধ-'বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য; ঐতিহাসিক পর্যালোচনা'য় বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য ও জাতিগত আদর্শের প্রতিফলন পর্যালোচনা করে এ অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "ধর্ম প্রচারকদের মারফত এদেশে ইসলামের শাশ্বত ও সার্বজনীন বাণী প্রচারিত হয়েছিল সত্য কিন্তু তারা শুধু ধর্মীয় আদর্শের বাণীকেই এদেশের মানুষের মর্মমূলে ছড়িয়ে দেননি, মুসলিম উত্তরাধিকারের সঙ্গেও পরিচিত করে তুলেছিলেন। (পৃষ্ঠা ঃ ১৪)

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ গ্রন্থভুক্ত ১৪টি প্রবন্ধে পৃথক পৃথক বিষয় ও শিরোনামে বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র কালপরিসরের মধ্যে মুসলিম ঐতিহ্য শীর্ষক কেন্দ্রীয় বিষয়কে কেন্দ্রীভূত করে তিনি অনেকগুলো বিষয়কে পর্যালোচনায় এনে আত্মানুসন্ধানের নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

এ পর্যালোচনা থেকে পাঠক এ অনুসিদ্ধান্তেই পৌছবেন যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূল ধারাটি এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বোধ, বিশ্বাস ও আদর্শে লালিত। কোন কোন সময় সাময়িক বিচ্যুতি সত্ত্বেও এ এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় সমৃদ্ধ।

প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি যেনো আমাদের কাব্য-সাহিত্যের সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমার এক ঐতিহাসিক দলিল।[১৬]

কাফেলা

লেখক ঃ ফররুখ আহমদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ২০০৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১১২, মূল্য ঃ ৪৫.০০ টাকা।

কবি ফররুখ আহমদের (১৯১৮-১৯৭৪) 'কাফেলা' কাব্যগ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ সম্প্রতি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণও প্রকাশিত হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে, আগস্ট ১৯৮০-তে। কাব্যগ্রন্থটি প্রথম ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হলেও এর প্রকাশ পরিকল্পনা কবি জীবদ্দশায়ই করে রেখেছিলেন। উল্লেখ্য, কবি ফররুখ আহমদের গ্রন্থাবলী প্রকাশের পর্ব দু'টি। এক. তার জীবদ্দশায় অর্থাৎ মৃত্যু-পূর্ববর্তী সময়ে এবং দুই. তার মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে। প্রথম পর্ব অর্থাৎ কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), আজাদ করো পাকিস্তান (১৯৪৬), সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২), নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১), মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩), হাতেম তা'য়ী (১৯৬৬) প্রভৃতি। [এ প্রসঙ্গে কবির পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ তালিকার জন্য অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান লিখিত 'ফররুখ আহমদের রচনাবলী' শীর্ষক প্রবন্ধ, দৈনিক ইনকিলাব, ২২ অক্টোবর, ২০০৪ দ্রষ্টব্য।]

গ্রন্থটির প্রকাশ-পরিকল্পনা জরুরী সব তথ্যাবলী জানা যাচ্ছে গ্রন্থের শুরুতে মুদ্রিত প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক প্রবীণ কবি মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহর নাতিদীর্ঘ 'কাফেলা প্রসঙ্গ' শিরোনামের ভূমিকা থেকে। কবি মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ জানাচ্ছেন, "ফররুখ আহমদ 'কাফেলা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের বাসনা তার মনে আমৃত্যু লালন করে গেছেন। এই বাসনার জন্ম হয়েছিল বিভাগ-পূর্বকালে, ফররুখ আহমদের কাব্যসাধনার প্রায় প্রাথমিক পর্বেই। এক অর্থে 'কাফেলা' কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি'র সমসাময়িক ও সহযাত্রী; প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ বিভাগ-পূর্বকালে ১৯৪২-৪৩ সালের দিকেই 'কাফেলা ও সাত সাগরের মাঝি'র পাণ্ডুলিপি কবি তৈরী করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে হয়তো দ্বিতীয় চিন্তার ফলে ফররুখ আহমদ 'কাফেলা'র পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত কিছু কবিতা নিয়ে তৈরী করেন তার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা'র পাণ্ডুলিপি।" মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহর ভূমিকা থেকে এও জানা গেল যে, কবির স্বহস্তে প্রণীত 'কাফেলা'র পাণ্ডুলিপিতে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত তার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা'র বেশ কিছু কবিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে পৃথক কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা'র প্রকাশ পরিকল্পনার ফলে 'কাফেলা'র প্রথম পরিকল্পিত পাণ্ডুলিপির বেশ কিছু কবিতা তিনি 'সিরাজাম মুনীরা'য় স্থানান্তর করেন। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ও আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'ফররুখ রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড)-এর (প্রকাশক ঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ১৯৭৯) গ্রন্থ পরিচিতিতে আরও উল্লেখিত হয়েছে ঃ 'ফররুখ আহমদের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাবলীও রচিত হয়। বিভাগ-পূর্বকালে ১৯৪৩-৪৪ সালে। কবির পাণ্ডুলিপিতে দেখা গেছে, তিনি 'কাফেলা' নামে যে গ্রন্থের সূচীপত্র তৈরী করেছিলেন তাতে 'সিরাজাম মুনীরা'র অনেক কবিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন ঃ ১. কামলিওয়ালা, ২. সিরাজাম মুনীরা, ৩. ১ম খলিফা, ২য় খলিফা, ৫. ৩য় খলিফা, ৬. ৪র্থ খলিফা, ৭. হযরত বেলাল, ৮. আওলাদ, ৯. কাফেলা, ১০. আখরোট বনে, ১১: ইশারা, ১২. সনেট। কলিকাতার নওরোজ পাবলিশিং হাউস থেকে ফররুখ আহমদের 'কাফেলা', 'ঘুঘু সংবাদ' প্রকাশিত হবে বলে বিজ্ঞাপিতও হয়েছিল। সম্ভবত পরবর্তীকালে ফররুখ আহমদ 'সিরাজাম মুনীরা' নামে আলাদা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা নেন, যদিও বিভাগ-পূর্বকালে এটি প্রকাশিত

---

১৬. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ৯ই আশ্বিন ১৪১১, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি।" (পৃষ্ঠা ঃ ৩২৯, ৩৩০) অবশ্য 'কাফেলা' কাব্যগ্রন্থে মোট ৩৩টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঃ কাফেলা, কাফেলা ও মনজিল, তায়েফের পথে, মদীনার মুসাফির, খলিফাতুল মুসলেমিন, এজিদের ছুরি, বেলাল, আলমগীর, কোন বিয়াবানে, নতুন সফর, নতুন মিনার, চতুর্দশপদী, দুই মৃত্যু হে, আত্মবিস্মৃত সূর্য, জাগো সূর্য, প্রদীপ্ত গৌরবে, বৈশাখ, ঝড়, বর্ষায়, পদ্মা, আরিচা পারঘাটে, দ্বীপ নির্মাণ সৃষ্টির গান, স্বর্ণ-ঈগল, ইনকিলাব, কিস্সাখানির বাজার, পুঁথির কাহিনী অবলম্বনে ঈদের স্বপ্ন, ঈদের কবিতা, নয়া সড়ক, শেরে বাংলার মাজারে, শিকর, বিরান সড়কের গান এবং ইবলিস ও বনি আদম।

গ্রন্থের শেষাংশে একটি তথ্য-নির্দেশিকাও স্থান পেয়েছে। এ থেকে 'কাফেলা'র অন্তর্গত কবিতাবলীর প্রথম প্রকাশকাল ও পত্র-পত্রিকার নাম জানা যায়। যেমন ঃ ১. কাফেলা (মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ ১৩৫০); ২. কাফেলা ও মনজিল (মনজিল, ১৯৭০); ৩. তায়েফের পথে (মাসিক সওগাত, শ্রাবণ ১৩৫০); ৪. খলিফাতুল মুসলেমিন (সওগাত, ভাদ্র ১৩৫); ৫. এজিদের ছুরি (সাপ্তাহিক কৃষক, ঈদসংখ্যা ১৩৫৫); ৬. বেলাল (সাপ্তাহিক কৃষক); ৭. আলমগীর (অপ্রকাশিত); ৮. কোন বিয়াবনে (মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ় ১৩৫২); ৯. দুই মৃত্যু (মনজিল); ১০. হে আত্মবিস্মৃত সূর্য (মুক্তি, ১৩৪৯); ১১. বৈশাখ (পাকিস্তানী খবর, ১৩৫৮); ১২. বর্ষায় (পাকিস্তানী খবর); ১৩. পদ্মা (পাকিস্তানী খবর); ১৪. আরিচা পারঘাটে (মনজিল, সেপ্টেম্বর ১৯৬৮); ১৫. দ্বীপ নির্মাণ (মীনার, ১৯৫৮); ১৬. সৃষ্টির গান (মোহাম্মদী); ১৭. স্বর্ণ-ঈগল (দ্যুতি, ১৩৫৮); ১৮. ইনকিলাব (মাসিক মোহাম্মদী, ১৯৪৬); ১৯. কিসসাখানির বাজার (পাকিস্তানী খবর, ১৯৬৮); ২০. পুঁথির কাহিনী অবলম্বনে (মাহে নও); ২১. ঈদের স্বপ্ন (মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২); ২২. ঈদের কবিতা (তাহজীব); ২৩. নয়া সড়ক (নয়া সড়ক বার্ষিকী, ১৯৪৮); ২৪. শেরে বাংলার মাজারে (পূর্বালী); ২৫. শিকল (স্বাধীনতা); ২৬. বিমান সড়কের গান (সওগাত, মাঘ ১৩৫২); ২৭. ইবলিস ও বনি আদম (মাসিক মোহাম্মদী ও পৃথিবী, ১৩৬৯)।

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহর মতে, 'কাফেলা'র অন্তর্গত কবিতাবলীকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ (১) মুসলিম ইতিহাস- পুরাণ, ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যভিত্তিক কবিতা; (২) স্বদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমা, মাটি ও মানুষকেন্দ্রিক কবিতা। তবে ফররুখ আহমদের কবিতার যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, আদর্শ-আশ্রিত প্রতিভাসে বক্তব্য বিষয় ফুটিয়ে তোলা, রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার; তা 'কাফেলা'র অন্তর্গত কবিতাবলীতেও দৃষ্টিগ্রাহ্য, অনুভবযোগ্য। মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব জাহানের পটভূমিতে রচিত কবিতাবলীতে যেমন, তেমনি বাংলাদেশের পটভূমিতে রচিত কবিতাবলীতেও এ ব্যাপারটি লক্ষ্য ও অনুভব করা যাবে। এ গ্রন্থের অন্তর্গত নদী-নিঃসর্গ, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিকরূপেই ফররুখ আহমদের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে এবং তিনি আদর্শ-আশ্রিত প্রতিভাসেই তা রূপায়িত করেছেন।

গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশের পর ষাটের দশকের শক্তিমান কবি আফজাল চৌধুরী 'ফররুখের নতুন গ্রন্থ কাফেলা' শিরোনামে একটি তথ্য বিশ্লেষণধর্মী স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮২-তে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত এ প্রবন্ধের নির্যাস হিসাবে প্রতিবিম্বিত কয়েকটি উজ্জ্বল পংক্তি উদ্ধৃত করলেই এ গ্রন্থ ও গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হবে। যেমন ঃ ১. "কাফেলা সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'সিরাজাম মুনীরা' গভীর ও নিকট-সম্পর্ক নিয়ে পাশেই।

উপরের তালিকার সবগুলো কবিতা শুধুমাত্র 'সিরাজাম মুনীরা' অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কিছু কবিতা যেমন ঃ 'আওলাদ,' 'আখরোট বনে' ইত্যাদিতে সাগরের মাঝি'র অন্তর্ভুক্ত হয়।

'কাফেলা' কাব্যগ্রন্থের চূড়ান্ত পর্বে ফররুখ আহমদের যেসব কবিতা স্থান পেয়েছে সেগুলো বিভাগ-পূর্ব এবং বিভাগ পরবর্তীকালের রচনা। মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ জানাচ্ছেন, 'ফররুখ আহমদ তার জীবদ্দশায় বর্তমান কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন এবং এতে ১৯৪৩ - ৫৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত কবিতাবলী স্থান দেন" এবং "কবিনির্মিত কাফেলা'র পাণ্ডুলিপিই এই গ্রন্থে অনুসৃত হয়েছে, তবে বোধগম্য কারণেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেই এই পাণ্ডুলিপি থেকে ৪টি কবিতা বাদ দেয়া হয়েছে।"

যাই হোক, 'কাফেলা' কাব্যগ্রন্থের আলোচনার প্রাক কথনে এর রচনা ও প্রকাশনা সম্পর্কিত উপরোক্ত পটভূমি থেকে জানা গেল যে, গ্রন্থগুলি কবিতাগুলো কবির প্রথম ও মধ্য প্রসারিত বয়সের কাব্য প্রেরণার ধারক, যা পাঠকের হাতে আসে দীর্ঘ দু'আড়াই দশক পরে, বিগত শতকের আশির দশকে, কবির মরণোত্তর পর্বে। এ এক আকর্ষণেরই বিষয় বটে। অবশ্য আফসোসেরই বিষয় বটে, অবশ্য আফসোসের মধ্যে সান্তনা খুঁজে পাওয়া যায় মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহর কথা থেকে ঃ "তবে সেকালে প্রকাশিত হলে হয়তো এর কবিতাসূচী অনেকটা অন্যরকম হত এবং বিভাগ পরবর্তীকালে লেখা অনেক

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাই এর অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ মিলতো না; ফলে ফররুখ আহমদ তার স্বদেশের মাটিতে, ইতিহাস ঐতিহ্যের ভিড়ে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ও যে গভীরভাবে নোঙর বেঁধে রেখেছিল তা এ গ্রন্থের অনেক কবিতা পড়ে উপলব্ধি করার ও অনুভবের সুযোগ মিলতো না। এদিক থেকে বর্তমান গ্রন্থের বিলম্বিত প্রকাশ ও অনেকটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। দুঃখ শুধু এই, কবি স্বয়ং তার প্রিয় পাণ্ডুলিপি 'কাফেলা'র গ্রন্থরূপ দেখে যেতে পারলেন না।"

হাজির-হাজির বলে উপস্থিত হয়ে যমজ সম্পর্ক বিস্তার করে। ফলে কাফেলা'র সত্তায় 'সিরাজাম মুনীরা'কেও ঝলমল করে জ্বলতে দেখি। ২. "এতকাল পরে বাঙালী মুসলিম চিত্তবৃত্তির সঞ্চয়ে একই তারকা সকাল ও সন্ধ্যাকাশে দুইরূপ নিয়ে জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠেছে যেন, তাই যদি 'সিরাজাম মুনীরা'কে প্রভাতের তারারূপে গর্ব করি, তবে "কাফেলাকে সন্ধ্যাকাশের তারারূপে অভিহিত করতে পারি।" জানি, দুটি তারা ভিন্ন নয়-একটি।" ৩. "মূলত আধুনিক বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত বিরচিত তাবৎ কাব্যগ্রন্থের বহু বিষয় আছে, কিন্তু এ দুটি কাব্যগ্রন্থের বহু বিষয় আছে, কিন্তু এ দু'টি কাব্য গ্রন্থের বিষয় উপস্থাপন সম্পূর্ণ অভিনব।--- ইসলামের প্রতি গভীর অভিনিবেশ ও আত্মতা বিস্তারের ধ্যানদৃপ্ত কাব্যরূপ এ দুটি গ্রন্থে যে সিদ্দিলাভ করেছে তা অতুলনীয়।" ৪. "সাত সাগরের মাঝি পর্যায়ের দু ধার দূরন্ত সমুদ্র সফর কাফেলার স্থলপথ অতিক্রম করেছে বিপরীত প্রতিকী ব্যঞ্জনায় যাত্রীদল' (কাফেলা)। – এখানের গতি নিরবচ্ছিন্ন, কিন্তু, দূরন্ত নয়। বাধার উপলখণ্ডে, বিশ্রামের নিশুতি রাতে, 'সাতোযা আকাশের নিচে, এক ওয়েসিস থেকে অন্য ওয়েসিসে অভিজ্ঞতা নিয়ে এখানে 'কাফেলা' শাশ্বত পথ পরিক্রমা করছে। এখানে 'কাফেলা' ও মনজিল'-এর দ্বন্দ্ব রাহাগীরের হৃদয়কে পেণ্ডুলামের মত দোলাচ্ছে এবং শেষতক পথ, অনন্ত পথই সত্য হয়ে উঠেছে।" ৫. "সাত সাগরের মাঝির উত্তাল সমুদ্র গর্জন এখানে নেই, বরং অতল নিস্তব্ধতার মোরাকাবায় ফানা হয়ে যাবার প্রবণতাই বিদ্যমান।"[১৭]

অনল প্রবাহ

লেখক ঃ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
তৃতীয় সংস্করণ ঃ এপ্রিল ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৮২, মূল্য ঃ ৪৫.০০ টাকা।

দীর্ঘ বারো বছর পর নতুন পরিশিষ্ট সংযোজনে উপমহাদেশ খ্যাত সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করল ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। অবিভক্ত ভারতে প্রথম মুসলমান লেখক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অভিযোগ এবং তা রাজরোষে পতিত হবার কারণে কারাবরণ করেন। কোলকাতার সে সময়ের চীপ প্রেসিডেন্স ম্যাজিস্ট্রেট ডি. সুইনহো ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১০ সালে তাকে দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

মূলত ঃ মুসলমানদের নবজাগরণের চেতনা, অতীত ঐতিহ্য স্মরণ ও ঐক্যে বলিয়ান হতে মুসলমানদের তাগিদ দেবার প্রেরণাদানের উদ্দেশ্যেই এ কবিতাগুচ্ছ। কিন্তু বেশ বিস্ময়ের বিষয়, সামান্য নবম শ্রেণীর ছাত্র এতো জ্ঞান গর্ভ ও দেশজ ও আন্তর্জাতিক বিষয় বৈচিত্র্যের এতো তথ্য জানতেন যা তার কাব্যের প্রতিটি ছত্রে স্থান পেয়েছে ভাবতে অবাক লাগে। যখন মাত্র উনিশ বছর বয়স তার তখনি লেখা এ কাব্য। উদাহরণ হিসাবে কিছু চরণ পাঠ করা যাক, 'মজহাব গঠন দাওরে ছাড়িয়া/সব এক হও মিলিয়া মিশিয়া/হানাফী ওহাবী ফেলরে ভাঙিয়া/তুচ্ছ মতানৈক্য দাও জ্বালাইয়া/আপনি উন্নতি হইবে দাসী/... স্ত্রী জাতির তরে দাও শিক্ষা দাও/ জাতীয় উত্থানে তাদেরে দাও/উদিবে অচিরে সৌভাগ্য তপন।' (অনল প্রবাহ)। এ ধরনের মুক্ত চিন্তা আমরা পরবর্তীতে নজরুলের মাঝেও দেখি। এমনকি সিরাজীর সেদিনের বোধদয় আজও আমাদের দেশে এমনকি বিশ্বের মুসলমানদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

"পারস্যের 'অগ্নি' আমরা নিভালে,/ভারতের 'মূর্তি' তোমরা ভাঙ্গিলে,/চীনের 'নাস্তিক্য' তোমরা তুলিলে/ইউরোপের 'ত্রিত্ব' তোমরা নাশিলে,/ 'জড় উপাসনা' তোমরা ভস্মিলে।" এখানে মাত্র এক উনিশ বছরের যুবকের অগাধ ইতিহাস-জ্ঞান সত্যিই বিস্ময়ের। (কাব্য অনল প্রবাহ)।

'বিশাল তুরস্ক রাজ্য ধন ধান্য রত্নের আকর,/গ্রাসিছে তাহারে রাহু, দিন দিন সর্ব কালের!!/ দিগন্ত বিস্তৃত রাজ্য খ্যাত ছিল মহাশক্তি বলে,/খ্রীষ্ট দস্যুদল তাহা, গ্রাসিতেছে ক্রমে দলে বলে'। (তুর্যধ্বনি)। এখানে সিরাজী সমসাময়িক বিশ্ব

---

১৭. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, শুক্রবার ১২ অগ্রহায়ণ ১৪১১, ২৬ নভেম্বর ২০০৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনাচক্রের কত যে খবর রাখতেন তারই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তুরস্ক, বৃটেন, গ্রীস, ফ্রান্স ও ইতালির সাথে যুদ্ধ করে এ সময় এবং অবশেষে ১৯২২ সালে সুলতানী ও খেলাফতী শাসন ফেলে দিয়ে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থায় প্রবর্তন করে। এই তরুণ সিরাজীর ইতিহাস সচেতনতাও বেশ প্রশংসার দাবি রাখে, যেমন 'মোগলের কীর্তিভূমি, তাইমুরের গৌরবের ধাম,/মহিমা গরিমা যার, কবি কণ্ঠে লভিয়েছে স্থান/দুর্দান্ত খ্রীষ্টান রুশ, সমব, মোসলেম আজি রুদ্ধশ্বাস।' (তুর্যধ্বনী)। 'লো হিস্পার! মোসলেম গৌরব সমাধি/কালচক্রে ঘটিয়েছে কিবা বিপর্যয়! (স্পেনের প্রতি)।

উনিশের তরুণ সিরাজীর অনল প্রবাহ শিবারীর অনল প্রবাহ আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে যে স্থানগুলোতে বিস্ময়কর সুন্দর লেগেছে তার দু'তিনটি উদাহরণের সমার্পণ আমাকে করতেই হলো। আসামী মেয়েদের জাতীয় পোশাক ব্লাউজ আর মেথলা চাদর (লুঙ্গি-তবে সেলাইযুক্ত নয়)। সিরাজী কাব্য লিখতে লিখতেও তার মাতৃভূমিকে ভুলতে পারেননি বলেই দেশজ চিত্র ব্যবহার করে সুন্দর চিত্রকল্প তৈরি করেছেন 'চারিদিকে ভাসিতেছে' শুভ্র ফেনমালা,/ রমণী নিতম্বে চারু মেথলা যেমন।' (স্পেনের প্রতি)।

'একে একে রাজ্যগুলি গরাস করিয়া শেষে/'ভম্পোয়ার' সম রক্ত খাইরেক মহা শোষে।' সিরাজী ভম্পেয়ার লিখেছেন যা বর্তমান ইংরেজীতে আমরা ভম্পায়া উচ্চারণ করি। সে যুগে এ তরুণ লেখকটি বর্তমান আধুনিক কবিদের মতই সুন্দর এবং বিশেষ ইংরেজী শব্দ সংযোজনের অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন (কবিতা মরক্কো সঙ্কটে)।

তিনি মুসলিম জাগরণে এতো বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, সময় নষ্ট করবার মত সময় দিতে আগ্রহী ছিলেন না। যার জন্যে তিনি লিখেছিলেন, বিএ এম এ পাসে আর নাহি হবে কোন কাজ / বাঁচিবার চাহ যদি চাহি মরণের পাশ।' (মরক্কো সঙ্কটে) এখানে কবি বিএ এমএ পাস করে সময় ক্ষেপণ করার চেয়ে জাতীয় জাগরণে তরুণ সমাজের এগিয়ে আসবার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

সিরাজীর অনল প্রবাহের আকৃতি বর্তমান বিশ্বে আজো দীপ্যমান, বোধহয় কালজয়ী লেখকের এটিই এক মহৎগুণ।[১৮]

আলোর পরশ

লেখক ঃ এম. এ হাশেম খান

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০০২ (৪র্থ সংস্করণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪১৫

মূল্য ঃ ৮৫.০০ টাকা।

বাংলা সাহিত্যে "আলোর পরশ" উপন্যাসটি নতুন করে পরিচয় দেবার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। উপন্যাসটি ঐতিহাসিক। আইয়ামে জাহেলিয়াত অন্ধকার যুগে মানবতার যে নিদারুণ অবস্থা বিরাজমান ছিল, তারই প্রেক্ষিতে উপন্যাসটি লেখা। ঘটনার প্রবাহ বয়ে গেছে ইসলাম প্রচারের সূচনা থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত। ইসলাম-পূর্ব ও ইসলামোত্তর ক্রমপরিবর্তনশীল সামাজিক ও ধর্মীয় বৈপ্লবিক রূপান্তরের অন্যতম জীবন ছবি উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে।

বিধর্মীদের হাতে নও-মুসলিমদের অমানুষিক নির্যাতন, নব দীক্ষিত মুসলিমদের অপূর্ব ধর্মীয় বিশ্বাস, অভাবনীয় কষ্ঠসহিষ্ণুতা ও সুদূর আবিসিনয়ায় নির্বাসন, তদানীন্তন সমাজে নারীর অকথিত মানবেতর দুর্দশার কাহিনী এই উপন্যাসে উপজীব্য।

উপন্যাসটি শুধু ইতিহাস-নির্ভর নীরস ঘটনার সমাবেশ নয়, মিথ্যা ও সত্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, প্রেম-প্রীতি, জিঘাংসা, উদারতা, দয়া-নির্দয়তা ইত্যাদি গুণাগুণের সমন্বয় ঘটেছে এবং যথার্থই রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস - ইতিহাস ও হতে হবে, উপন্যাসও হতে হবে-এই নীতি ও কঠোর দায়িত্ববোধ থেকে লেখক কোথাও বিচ্যুত হননি, বরং অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ঐতিহ্য-প্রীতি, মানব প্রেমের শাশ্বত মূল্যবোধ, মানবতার ও মহত্ত্ব, সর্বোপরি ফলধারার মতো অন্তর্নিহিত প্রবাহমান ইসলামের অপ্রতিহত দুর্বার গতিশক্তি লেখকের বুদ্ধিমত্তাকে যেমন নির্দিষ্ট শিল্প সৃষ্টিতে উজ্জীবিত রেখেছে, তেমনি ইতিহাস মিশ্রিত উপন্যাস ও তার যথাযথ শৈল্পিক সার্থকতায় পৌঁছেছে নিঃসন্দেহে।[১৯]

---

১৮. আতাতুর্ক কামাল পাশা, (১) আতাতুর্ক কামাল পাশা, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, ঢাকা, ১৪ আগস্ট ২০০৪ খ্রি.।
(২) ঐ, *দৈনিক ইনকিলাব*, ইনকিলাব সাহিত্য, ঢাকা, ১৩ আগস্ট ২০০৪ খ্রি.।

১৯. মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান, (১) *দৈনিক প্রতিদিন*, দিনাজপুর, ২৪ জুন ২০০৪ খ্রি.।
(২) *দৈনিক জনমত*, দিনাজপুর, ২৪ জুন ২০০৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাগরণের সূচনা

লেখক ঃ হোসেন মাহমুদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৩ (২য় সংস্করণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮৮, মূল্য ঃ ৩০.০০ টাকা।

'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাগরণের সূচনা' সাংবাদিক ও কথাশিল্পী হোসেন মাহমুদের লেখা গবেষণা গ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় জুন ২০০০-এ। এবারে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। এত কম সময়ের মধ্যে একটি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া থেকে এর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা সপ্রমাণিত হয়।

গ্রন্থে ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত সময়কালকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় অথচ নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে ধরা হয়েছে। মূলত এ সময়কালটিই বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাগরণের সূচনাকাল। স্বাভাবিকভাবে বাংলাভাষী মানুষ বিশেষত মুসলিম শিক্ষিত মহল তাদের সূচনাকাল সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে খুব বেশী গবেষণাও হয়নি। এ ধারার গবেষণায় অন্যতম পথিকৃৎ হচ্ছেন ডক্টর আনিসুজ্জামান (মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য) এবং ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান (আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা)। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, মুস্তফা নুরউল ইসলাম, মুহাম্মদ আব্দুল হাই, প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, ড. গোলাম সাকলায়েন, নাজিরুল ইসলাম সুফিয়ান প্রমুখও বিষয়ে আলোকপাত করে অধ্যায়টিতে বর্ণাঢ্য করেছেন। তাদের অবদানও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মর্তব্য। তবে তাঁদের গবেষণা-কর্মের মাধ্যমেই এ অধ্যায়ের চর্চা শেষ হবার নয়। এ এমন এক ইতিহাস যা বারবার চর্চিত হবার যোগ্য। তাছাড়া, এ প্রজন্মের একজন গবেষক কিভাবে এ 'কালো অধ্যায়-কে বিশ্লেষণ করেছেন, তাও বিবেচনার বিষয়। ফলে জনাব হোসেন মাহমুদের এ প্রয়াসকে বিশ্লেষণ করেছেন, তাও বিবেচনার বিষয়। ফলে জনাব হোসেন মাহমুদের এ প্রয়াসকে আমরা যুগোপযোগী বলে অভিনন্দিন করতে পারি। প্রসঙ্গত তিনি কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ অধ্যায়কে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন তাও এক কৌতুহলোদ্দীপক বিষয়।

মূলত প্রতিবেশী সমাজের লেখক গবেষকদের দ্বারা রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় বহুদিন পর্যন্ত এ অধ্যায়টি অনালোচিত ছিল। অথচ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃতজনক হচ্ছেন মুসলমান শাসকরা। বিশেষ করে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের অবদান এক্ষেত্রে সর্বশীর্ষে। সেই থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার এ প্রয়াস নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছিল। কিন্তু পলাশীর বিপর্যয় অনেক কিছুর মতো আমাদের এ দিকটিকেও অন্ধকার ঠেলে দেয়। তবুও প্রয়াস থেমে থাকেনি কিন্তু প্রতিবেশী সাহিত্য-সমাজে তা ছিল অপাংক্তেয়। ফলে মূলধারা থেকে তা বিচ্ছিন্ন থেকে যায়। মুসলিম সাহিত্য-গবেষকরা বহু সাধ্য-সাধনার পর এ 'কালো অধ্যায়'কে নব-আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন। এ ধারায় হোসেন মাহমুদের এ প্রয়াসও ধন্যবাদার্হ।

জনাব হোসেন মাহমুদ গ্রন্থের ৬টি অধ্যায়ে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। অধ্যায়সমূহ হচ্ছে ঃ প্রথম অধ্যায় - পটভূমি; দ্বিতীয় অধ্যায় ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, তৃতীয় অধ্যায় আধুনিক শিক্ষা প্রচলন প্রয়াস; চতুর্থ অধ্যায়-সাহিত্যে নবজাগরণ প্রয়াস; পঞ্চম অধ্যায়-সাময়িকপত্রের ভূমিকা এবং ষষ্ঠ অধ্যায় উপসংহার।

প্রথম অধ্যায়ে তিনি বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম জাগরণের পটভূমি তথা বিপর্যয়ের কারণ, রাজভাষারূপে ফারসীর স্থলে ইংরেজীর প্রবর্তন, শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ায় সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি এবং এ বিপর্যয় থেকে উত্তরণ-প্রচেষ্টাকে চিহ্নিত করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন' শিরোনামে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর মুজাহিদ আন্দোলন থেকে শুরু করে তিতুমীরের আন্দোলন ও ফরায়েজী আন্দোলনের উপর আলোকপাত করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান নবাব আবদুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখের 'আধুনিক শিক্ষা প্রচলন প্রয়াস'-এর বিশ্লেষণ করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে 'সাহিত্যে নবজাগরণের প্রয়াস' শিরোনামে মীর মশাররফ হোসেন খোন্দকার শামসুদ্দিন মুহাম্মদ গোলাম হোসেন শেখ আজম উদ্দিন, আয়েন আলী, মুন্সী নামদার, মুন্সী মেহেরুল্লাহ, শেখ আব্দুস সোবহান, রিয়াজ আলদীন আহমদ মাশহাদী, নওসের আলী খাঁ ইউসুফজী, কবি মোজাম্মেল হক, কায়কোবাদ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখের সাহিত্যে-সাধনার মূল প্রেরণা-সূত্রটি আবিষ্কার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ অধ্যায়টিই হচ্ছে গ্রন্থের মূল অধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়ে সাময়িকপত্রের ভূমিকা সাহিত্যের বিকাশে সাময়িকপত্রের ভূমিকা অবিস্মরণীয় এ পর্যায়ে তিনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে দুটি মাত্র মুসলমান সম্পাদিত সাময়িকপত্রের সাক্ষ্য' পেয়েছেন। এ তথ্য জানিয়ে এ দুটি সাময়িকপত্রের উল্লেখপূর্বক এ সময়কালে প্রকাশিত অন্যান্য সাময়িকপত্রের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়টি গ্রন্থের 'উপসংহার'। উপসংহার লেখক উনিশ শতকের নবজাগরণ প্রয়াসের বাস্তবায়নে সাহিত্যের ভূমিকাকে প্রধান বলে মন্তব্য করেছেন এবং এ মন্তব্যের সপক্ষে এ সময়কালের রচিত সাহিত্য সাধনাকে পূর্বাপর সাহিত্য-প্রয়াসের সাথে তুলনা করে এর সুদূরপ্রসারী ফলাফলের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলেছেন।

জনাব মাহমুদ তাঁর এ সংক্ষিপ্ত অথচ তীর্যক আলোচনায় একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে মুসলিম নবজাগরণের সূত্রগুলোকে চিহ্নিত করেছেন; অন্যদিকে এ নবজাগরণের অন্তর্ণিহিত ভাবাদর্শ, সেই সাথে এ প্রয়াসের সুদূরপ্রসারী ফলাফলকেও আবিষ্কার করেছেন। তাঁর ভাষায় ঃ

১. উনিশ শতকের সংকটময় পরিস্থিতিতে মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণের যে প্রয়াস সূচিত হয়, তাঁর পিছনে ধর্ম এবং ইসলামী ঐতিহ্য প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।"

২. "পরবর্তীকালে এ প্রয়াসের ফল হয় সুদূরপ্রসারী। ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় জাতির মধ্যে চেতনার সঞ্চার হয়। কিছুকালের মধ্যেই তার বাস্তব ফলও দেখা দেয়। জাতি হিসাবে নিজেদের আত্মপরিচয় ও আত্মানুসন্ধানের এ পর্বে মুসলমানরা নিজেদের জন্যে স্বতন্ত্র বাসভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং আরো পরে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে আমরা তারই অনিবার্য পরিণতি বলে গণ্য করতে পারি।"[২০]

কাসীদা সওগাত

মূল ঃ কা'ব ইবনে যুহায়র (রা)
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ২০০৪ খ্রি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৯৭, মূল্য ঃ ৫৭.০০ টাকা।

পবিত্র কুরআনে শু'আরা' বা 'কবিগণ' শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র সূরা রয়েছে। এ সূরায় কবিদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ "এবং কবিদিগকে অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই। তুমি কি দেখ না, উহারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং তারা তো বলে যা তারা করে না। কিন্তু উহারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করেও অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।" (আয়াত-২২৪-২২৭)

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সা) এর পরিচয় প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা; "আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করিতে শিখাই নাই এবং ইহা তাহার পক্ষে শোভনীয় নহে"। (সূরা ইয়াসীন, আয়াত- ৬৯)

রাসূলুল্লাহ (সা) যে সময়কালে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দুনিয়া-জাহানের রহমতস্বরূপ আগমন করেন, আরব উপদ্বীপের পটভূমিতে সে সময়কালটি নানা কারণে 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' হিসাবে পরিচিত হলেও, একটি কারণে উপদ্বীপটির সুখ্যাতি ছিল প্রবাদতুল্য। তা হলো কবি ও কবিতার জন্য এ জনগণের সুনাম দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। কবিতা ছিল আরবদের নিত্যসঙ্গী। অন্যান্য অভ্যাসের মতো কবিতা তাদের নিত্য-অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। সেখানে কাব্যচর্চা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, কবিতার মেলাকে কেন্দ্র করে কবিরা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন এবং সেরা কবিদের কবিতা সাধারণের পাঠের জন্য পবিত্র কা'বার দেয়ালে টাঙ্গিয়ে দেয়া হতো। যা পরবর্তীতে 'সাবা মুয়াল্লাকা' নামে সংকলিত হয়েছে।

এ অবস্থায় মানবতার মুক্তিদূত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমন হলো। তার নিকট নাযিলকৃত কিতাব 'আল কুরআন সেই যুগ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেই অবতীর্ণ হলো। ফলে কাফির-মুশরিকরা আল-কুরআনকে 'কাব্যগ্রন্থ' এবং রাসূলুল্লাহ (সা) কে 'কবি' হিসাবে আখ্যায়িত করলে কুরআনুল করীমের সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উপরোল্লিখিত প্রতিবাদ ঘোষিত হয়।

---

২০. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা, শুক্রবার ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, ২১ মে ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফির-মুশরিকরা ইসলামের বিরোধিতায় কবি ও কবিতাকে যখন ব্যবহার শুরু করলো, তখন রাসূল (সা) সাহাবী কবিদের এই বলে উৎসাহিত করলেন যে, 'যারা হাতিয়ারের দ্বারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাহায্য করে, কথার দ্বারা (অর্থাৎ কবিতার দ্বারা) আল্লাহর সাহায্য করত, কে তাদের বাধা দিয়েছে?- এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) এর উৎসাহে একদল সাহাবী কবি ইসলামের সুমহান সৌন্দর্য ও মহিমা প্রচারে কবিতাকে ব্যবহার করতে থাকেন। এভাবে ইসলামের গৃহাঙ্গনে কবি ও কবিতা গ্রহণযোগ্যতা পেল।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবিত থাকা অবস্থায় মদীনার ইসলামী কবিবৃন্দ ইসলাম প্রচারের কাজেই কবিতা চর্চা করতেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ও (সা) তাদের কবিতার বিষয় হয়ে ওঠেন এবং তার একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে স্বীকৃত হয়।

বর্তমান যুগেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সমাজে বাংলা সাহিত্যে ইসলাম বিরোধী যে সমস্ত কবি সাহিত্যিক তারা কবিতা লিখে সমাকে বিভ্রান্ত করছে, তাদের সেই বিভ্রান্তি থেকে সমাজকে বের করে আনতে কাসীদায় সওগাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।[২১]

দুহাল ইসলাম (তৃতীয় খণ্ড)

মূল ঃ ড. আহমদ আমীন

অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৪ খ্রি.

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩২২, মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা।

জাতীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার আধুনিক আরব বিশ্বে মিসরের স্থান অতি উর্ধ্বে। চিন্তা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক চর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিসর থেকে আরব জাহান পেয়েছে দিক-নির্দেশনা। ফলে মিসরীয় বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রতি গোটা আরব জাতির রয়েছে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

দুহাল ইসলাম (ইসলামের দ্বিপ্রহর) সিরিজ গ্রন্থটিতে ইসলামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক মূল্যবান ও অজানা তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এমন একটি সময় ছিল যখন ধর্মীয় ও মানবিক উভয়বিধ বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় মুসলিম জাহান অনেকদূর এগিয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে আব্বাসীয় যুগের সাংস্কৃতিক চর্চা, কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, হাদীস সংকলন, তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। ফিকাহ শাস্ত্রের বিকাশ ইত্যাদি।

গ্রন্থটির বিষয়বস্তু মোট চারটি পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে মুতাযিলী সম্প্রদায়ের আদল, ইয়াদাহ, কুদরত ও ক্ষমতা মুতাযিলী মূলনীতিসমূহের সমালোচনা ও বিশ্লেষণ, এর ইতিহাস এবং এ সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের উপর বিশদ আলোচনা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শী'আ, ফির্কা ও তাদের মতবাদ, ইসলামিয়া সম্প্রদায়, আল মাহদীর আবির্ভাব। তাকিয়্যাহ, শী'আ ফিকহে ইমাম জাফর সাদিক, যায়দিয়া সম্প্রদায় এবং তাদের শিক্ষা, শী'আ সম্প্রদায়ের সে যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে মুরজিআ সম্প্রদায় ও তাদের তৎকালীন রাজনৈতিক ভূমিকা ও তাদের সমসাময়িক সংস্কৃতি ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে খারিজী সম্প্রদায়, আব্বাসী আমলে খারিজী রাজনীতি ও তাদের সাহিত্য এবং বিভিন্ন গবেষণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থটির বিষয়ের সাথে বাংলাদেশী পাঠকের পরিচিতির মহান লক্ষ্য নিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ গ্রন্থটি বাংলাভাষায় তরজমা করে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।[২২]

---

২১. শেখ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ২৯ মাঘ ১৪১১ ঃ ১১ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ খ্রি.।

২২. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ৫ ভাদ্র ১৪১০ ঃ ২০ আগস্ট ২০০৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াহিয়ে ইলাহী

মূল ঃ সৈয়দ আহমদ আকবরাবাদী
অনুবাদ ঃ এ, কে, এম, নুরুল আলম
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৮৮; মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা।

আল্লাহর নিকট থেকে নবী-রাসূলদের প্রতি অবতীর্ণ বার্তা বা প্রত্যাদেশই ওয়াহী বা ওহী। বস্তুত ওয়াহী হলো বিশ্বমানবের জন্য সরাসরি মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে চিরন্তন নির্দেশনা বাণী। ইসলামী বিধানের মূল উৎসই হলো ওয়াহী। আল্লাহর বিধান বা দিকনির্দেশনা অনুযায়ী নবী-রাসূলগণ মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন শতাব্দির পর শতাব্দী ধরে। সর্বশেষ ওয়াহী অবতীর্ণ হয় আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর, যার নাম আল-কুরআন। ওয়াহী মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বাণী, বার্তা বা প্রত্যাদেশ হওয়ায় তা নির্ভুল, সার্বজনীন ও চিরন্তন। এ কারণে সেই শাশ্বত নির্দেশনার আলোময় পথ ধরে হেদায়েতপ্রাপ্ত মানুষ সঠিক এবং কামিয়াবীপূর্ণ মঞ্জিলে পৌঁছুতে পারে।

ওয়াহী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ 'ওয়াহীয়ে ইলাহী' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করেছে। এটি একটি অনুবাদ গ্রন্থ। মূল বইটি একই শিরোনামে উর্দু ভাষায় রচিত। লেখক ভারতের প্রখ্যাত আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী। শিরোনাম অপরিবর্তিত রেখে বাংলায় অনুবাদ করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নুরুল ইসলাম।

ওয়াহিয়ে ইলাহী বইটির বিষয়-সূচিতে রয়েছে : ওয়াহির প্রয়োজনীয়তা, ওয়াহির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, ওয়াহী ও ইলহামের পার্থক্য, ওয়াহির তাৎপর্য, ওয়াহির বিভিন্ন পদ্ধতি, সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওয়াহির সূত্রপাতের হিকমত, কুরআন ও ওয়াহি, আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা, ওয়াহি ও নুবুয়্যাত স্বভাবক্ষমতা, ওয়াহি ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের বিচারে, কুরআন মজীদ ওয়াহিয়ে ইলাহী কেন? এবং কুরআনের বর্ণনাপদ্ধতি ও খৃষ্টান লেখকদের ভিত্তিহীন মন্তব্য। মূল শিরোনামের অধীনে আরও বহু উপ-শিরোনাম রয়েছে। ওয়াহি এবং তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য এ বইটি পাঠ করা খুবই জরুরী।[২৩]

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব

মূল ঃ ড. তারাচাঁদ, অনুবাদ ঃ এস. মুজিব উল্লাহ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৫ (২য় সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২২৮; মূল্য ঃ ৫৭.০০ টাকা।

আলোচ্য বইটির লেখক প্রখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক, পণ্ডিত ড. তারাচাঁদ। ইসলামের প্রত্যক্ষ অনুসারী না হয়েও বিশ্বব্যাপী যে সকল অমুসলিম মনীষী-পণ্ডিতবৃন্দ নির্মোহ দৃষ্টিতে ইসলামের কালজয়ী আদর্শ নিয়ে আলোচনা করেছেন, ড. তারা চাঁদ তাঁদের মধ্যে একজন। আলোচ্য লেখক ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের অসামান্য প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রকৃত সত্যানুসন্ধানী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে।

মূল বইটি ইংরেজি ভাষায় রচিত, শিরোনাম : 'Influence of Islam on Indian Culture'। 'ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব' শিরোনামে বইটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন এস. মুজিব উল্লাহ। বইটির ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০০৫-এর জুন মাসে। বইটির বিষয়-সূচিতে রয়েছে : প্রাক-মুসলিম হিন্দু সংস্কৃতি, ভারতে মুসলিম আগমন, ইসলামে মরমীবাদ, দক্ষিণ ভারতে হিন্দু সংস্কারকগণ : এক. দক্ষিণ ভারতে হিন্দু সংস্কারকগণ; দুই. উত্তর ভারতে মুসলিম আগমন, রামানন্দ ও কবির; গুরু নানক; ষোড়শ শতাব্দীর সন্তগণ, পরবর্তী সন্তগণ, বাংলা মহারাষ্ট্রের সংস্কারকগণ, ভারতীয় স্থাপত্য এবং ভারতীয় চিত্রকলা।

---

২৩. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৬, পৃষ্ঠা-১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

বইটির ভূমিকায় ড. তারা চাঁদ মন্তব্য করেছেন : "হর্ষ-সাম্রাজ্যের অবসানের পর ইতিহাসের প্রাচীন পর্যায় শেষ হয় এবং মধ্যযুগের সূচনা ঘটে। প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে উত্তরণের কালটি বিশাল। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই যুগে কার্যত স্বাধীন কিছুসংখ্যক সামন্ত নৃপতির মৈত্রীর ভিত্তিতে শিথিল কনফেডারেশন ব্যবস্থা খর্ব হয়ে পড়ে। সামন্ত স্বাতন্ত্র্যবাদের বিকাশ ঘটতে থাকে এবং মুসলিম বিজয়ের পথ সুগম হয়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম তাদের জন্মভূমি থেকে কার্যত সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। সারা ভারতবর্ষে নানা সম্প্রদায় ও শাখায় বিভক্ত হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার মধ্যে সঞ্চারিত হয় ইসলামী প্রেরণার স্পন্দন। এই যুগে স্থাপত্য ও চিত্রকলায় হিন্দু-মুসলিম রীতির বিকাশ ঘটে। সাহিত্যে সংস্কৃত শিক্ষার হ্রাস এবং উর্দুর মতো কিছু আঞ্চলিক ভাষার প্রসার ঘটে এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় আরবীয় চিন্তা সংক্রমিত হয়। এক কথায় সামাজিক জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে ঘটে যুগান্তকারী পরিবর্তন এবং তাতে সূচনা হয় নতুন যুগের।"২৪

ইসলামী প্রবন্ধ সংকলন

সংকলক ঃ মুহাম্মদ সিরাজুল হক

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪২৪; মূল্য ঃ ১১৪.০০ টাকা।

আলোচ্য বইটি ইসলামের বহুমাত্রিক দিকের ওপর আলোকপাত ও বিশ্লেষণমূলক একটি গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক প্রকাশনা। এটি একটি সংকলন-গ্রন্থ, সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট আলেম, লেখক ও অনুবাদক মুহাম্মদ সিরাজুল হক। দেশের প্রখ্যাত লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদদের অনেকগুলো জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ এই সংকলনে চয়ন করেছেন সম্পাদক–যার মাধ্যমে ইসলামের কালজয়ী আদর্শ ও শিক্ষার ব্যাপকভিত্তিক প্রতিফলন সাধিত হয়েছে।

বিষয় অনুযায়ী বইটির প্রবন্ধগুলো তিনটি ভাগে বিভক্ত। এগুলো হলো : মহানবী (সা), ইসলাম ও জীবন এবং মুসলিম উম্মাহ। প্রথম ভাগে ৩০টি, দ্বিতীয় ভাগে ১৬টি এবং তৃতীয় ভাগে ৪টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ গ্রন্থভুক্ত মোট প্রবন্ধের সংখ্যা ৫০টি। এতগুলো প্রবন্ধের একত্র সমাবেশ নিঃসন্দেহে ক্রেতা-পাঠকের জন্য সুসংবাদবাহী।

'ইসলামী প্রবন্ধ সংকলন' বইটি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্ বিষয়ে নানামাত্রিকভাবে জানার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য কোষগ্রন্থের মতো।২৫

ইসলামী সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন

মূল ঃ ড. মুস্তফা সুবায়ী, অনুবাদ ঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৮৮; মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা।

সংস্কৃতি জীবনকে পরিশীলিত করে ; সভ্যতাকে উৎকর্ষ দান করে, সমাজকে করে আলোকাভিসারী। ইসলামী সংস্কৃতি এমনেই এক প্রোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর যে, ইসলামের চিরন্তন বৈশিষ্ট্যের আলোকে সহজে তাকে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ ইসলামের সুমহান শিক্ষা এবং সৌন্দর্যের নির্যাসেই গঠিত, লালিত ও পুষ্ট হয়েছে ইসলামী সংস্কৃতির প্রাগ্রসর এবং উৎকর্ষমণ্ডিত অবয়ব। আলোচ্য ইসলামী সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন' বইটিতে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির সোনালী অধ্যায়ের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে সুনিপুণভাবে। এটি একটি অনুবাদ গ্রন্থ। মূল বইটি উর্দু ভাষায় রচিত, লেখক ড. মুস্তফা সুবায়ী। বইটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট অনুবাদক গোলাম সোবহান সিদ্দিকী।

বইটি ইসলামী সংস্কৃতির সোনালী অধ্যায়ের ওপর লিখিত একটি তথ্যপূর্ণ দলিল। যে সকল বৈশিষ্ট্য ও অনুষঙ্গের মধ্যদিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ও পরিস্ফুটন ঘটে, লেখক বিস্তারিতভাবে সে সকল বিষয় মেলে ধরেছেন আমাদের

---

২৪. মুস্তাফা মাসুদ, মাসিক অগ্রপথিক, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর ২০০৬; পৃষ্ঠা-১২৯।
২৫. মুস্তাফা মাসুদ, মাসিক অগ্রপথিক, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৬; পৃষ্ঠা-১১৮।

সামনে। আলোচনার প্রারম্ভে লেখক 'আমাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য' এবং 'আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্যাসিক নিদর্শন' শীর্ষক দুটি ভিত্তি -আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। এরপর যে সকল বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করেছেন, তা হলো ঃ মানুষের প্রতি ভালবাসা, সাম্য, ধর্মীয় উদারতা, জীবে দয়া, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ, গ্রন্থাগার, মজলিস এবং সাহিত্যের আসর, রাজধানী এবং বড় বড় শহর ইত্যাদি। বইটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যএই যে, বইটিতে বর্তমান পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির সাথে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎকর্ষের উজ্জ্বল ধারাপাত আধুনিক বিশ্বের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।[২৬]

সৌভাগ্যের পরশমণি (১ম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম গাযযালী (র), অনুবাদ ঃ আবদুল খালেক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০৩ (৫ম সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৮৩; মূল্য ঃ ৬৫.০০ টাকা।

সৌভাগ্যের পরশমণি (২য় খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম গাযযালী (র), অনুবাদ ঃ আবদুল খালেক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৩ (৪র্থ সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৭৬; মূল্য ঃ ৬৬.০০ টাকা।

সৌভাগ্যের পরশমণি (৩য় খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম গাযযালী (র), অনুবাদ ঃ আবদুল খালেক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৩ (৪র্থ সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩২০; মূল্য ঃ ৭৬.০০ টাকা।

সৌভাগ্যের পরশমণি (৪র্থ খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম গাযযালী (র), অনুবাদ ঃ আবদুল খালেক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৩ (৪র্থ সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪২৪; মূল্য ঃ ৮২.০০ টাকা।

বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, পণ্ডিত ও দার্শনিক ইমাম গাযালী (র)-এর পুস্তকসমূহ চিন্তার গভীরতা, মননশীলতা ও যুক্তিনিষ্ঠতায় সমৃদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই মনীষীর বেশ ক'টি গ্রন্থ অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা নিয়েছে–বিখ্যাত 'কিমিয়ায়ে সাআদাত' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'সৌভাগ্যের পরশমণি' তাদের অন্যতম। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, আলেম ও লেখক আবদুল খালেক গ্রন্থটি চার খণ্ডে বাংলায় অনুবাদ করেছেন, যা এ দেশের পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

'সৌভাগ্যের পরশমণি' এই অনুপম কাব্যময় শিরোনামযুক্ত বইটির মূল উদ্দিষ্ট হচ্ছে–যথাযথ মু'মিন এবং আত্মসমর্পিত ব্যক্তিরাই সৌভাগ্যবান : আর এই সৌভাগ্যের অধিকারী হতে হলে ইসলামী জীবন বিধানের অনুসারী হওয়ার কোন বিকল্প নেই। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার যথার্থ অনুশীলন, চর্চা ও বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে পরিপূর্ণ সফলতা। "সৌভাগ্যের পরশমণি' গ্রন্থে ইমাম গাযালী (র) ইসলামের আচরণীয় বিধি-বিধানের আলোচনা উপস্থাপন করেছেন যুক্তিপূর্ণ ও মনোগ্রাহী ভাষায়, ভঙ্গিতে।

প্রথম খণ্ডের উপ-শিরোনাম : 'দর্শন ও ইবাদত'। আলোচ্য-সূচিতে রয়েছে : আপনার পরিচয় বা আত্মদর্শন, আল্লাহর পরিচয় (তত্ত্ব দর্শন), দুনিয়ার পরিচয়, পরকালের পরিচয়, সুন্নী মতানুসারে ধর্মবিশ্বাস দৃঢ়করণ, ইলম অন্বেষণ, পবিত্রতা, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, আল্লাহ্র যিকির ও ওযীফার তরতীব।

দ্বিতীয় খণ্ডের উপ-শিরোনাম ঃ 'ব্যবহার'। এর বিষয়-সূচিতে রয়েছে : পানাহার, বিবাহ, উপার্জন ও ব্যবসায় : হালাল, হারাম ও সন্দেহযুক্ত বিষয়ের পরিচয়, সর্বসাধারণ, বন্ধুবর্গ, প্রতিবেশী ও দাস-দাসী ও দরিদ্রের হক; নির্জনবাস, ভ্রমণ, ক্ষমা, সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ, প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন।

তৃতীয় খণ্ডের উপ-শিরোনাম : 'বিনাশন'। এ খণ্ডে আছে : চরিত্র সংশোধনের সাধনা ও কুস্বভাব বর্জনের উপায়, ভোজন-লিপ্সা ও কামরিপু, বাহুল্য কথন-লালসা বর্জনের উপায় ও রসনার আপদ ; ক্রোধ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, এবং উহা হইতে পরিত্রাণের উপায়, সংসারাসক্তি ও উহা হইতে অব্যাহতির উপায় ; মালের মহব্বত, ধনাসক্তির প্রতিকার ও কৃপণতার

---

২৬. মুস্তাফা মাসুদ, মাসিক অগ্রপথিক, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৬; পৃষ্ঠা-১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

বিপদসমূহ, সম্মান-লালসা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার প্রতিকার এবং এতদুভয়ের বিপদসমূহ, রিয়া ও ইহা হইতে অব্যাহতির উপায়, অহংকার ও আত্মগর্ব এবং উদাসীনতা, অজ্ঞানতাজনিত ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার প্রতিকার।

চতুর্থ খণ্ডটিকে লেখক 'পরিত্রাণ খণ্ড' নামে অভিহিত করেছেন। এ খণ্ডের বিষয়-সূচিতে আছে ; তওবা, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা, ভয় ও আশা, অভাবগ্রস্ততা ও সংসার-বিরাগ ; নিয়ত, সিদ্‌ক ইখলাস, মুহাসাবা ও মুরাকাবা, সাধু-চিন্তা, তাওক্কুল; মহব্বত অনুরাগ ও সন্তোষ এবং মৃত্যু-চিন্তা।[২৭]

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান

লেখক ঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৮

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৬৯; মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা।

আলোচ্য বইটির লেখক প্রখ্যাত কবি, কথাশিল্পী, প্রবন্ধকার শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা আবদুল মান্নান সৈয়দ।

একটি জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও পরিশুদ্ধ মননের উর্বরক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় না। জাতিকে দিকনির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে–বিশেষ করে ইসলামে বিভিন্ন অনুষঙ্গ ও মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ দেশের বহু কবি-সাহিত্যিক প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। মহাকবি কায়কোবাদ, সৈয়দ ইসলামাইল হোসেন সিরাজী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী নজরুল ইসলাম, শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক আমাদের ঐতিহ্য, মন-মনন এবং কৃষ্টির স্বর্ণতোরণ নির্মাণের প্রধান কারিগর।

আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর লেখা 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান' গ্রন্থে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের অবদানের মূল্যায়ন করেছেন। গ্রন্থের প্রথম পর্বে বাংলা ভাষায় রাসূল (সা)- কে নিবেদিত কবিতা, বাঙালি মুসলমানদের সংস্কৃতি,, বাংলা সাহিত্যে বিদেশী প্রভাব,বাংলা সাহিত্যে ঈদ উৎসব ও আমাদের ছোট গল্প–মূল্যায়নধর্মী এই লেখাগুলো স্থান পেয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্বে আমাদের তেরোজন ঐতিহ্যবাদী কবি -সাহিত্যিকের কৃর্তির মূল্যায়ন করা হয়েছে।

'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান' বইটি সুলিখিত এবং অত্যন্ত তথ্যবহুল। সাহিত্যের ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক এবং ঐতিহ্যপ্রিয় মুসলিমদের নিকট বইটি যথার্থ সমাদর পেয়েছে ইতিমধ্যেই।[২৮]

ইকবালের নির্বাচিত কবিতা

লেখক ঃ ফররুখ আহমদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৮০

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১০৪; মূল্য ঃ ৩৭.০০ টাকা।

মহাকবি আল্লামা ইকবাল এ উপমহাদেশের তো বটেই, বিশ্ব-কাব্যাঙ্গনেরও এক উজ্জ্বল প্রতিভা। উদার, নিঃশংক এবং বৈশ্বিক মানবতাবাদী চেতনা, তাঁর পাশাপাশি ইসলামী চেতনায় মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ-প্রণোদিত করার প্রগাঢ় প্রয়াস তাঁর রচনায় পরিদৃশ্যমান। কবি মোহাম্মদ ইকবাল আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত ; তাঁর জীনদ্দশায়ই তিনি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের রূপকার, মহৎ মানবতাবদী কবি হিসাবে স্বদেশে-বিদেশে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।"

মহাকবি আল্লামা ইকবালের কাব্যভাষা ছিলো উর্দু। এ দেশের আরেক প্রখ্যাত কবি–মুসলিম রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ বাংলা ভাষায় মহাকবি ইকবালের বেশকিছু কবিতার অনুবাদ করেছেন, 'যা ইকবালের নির্বাচিত কবিতা' শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। এই বইয়ের মাধ্যমে বাংলাভাষী মানুষ মহাকবি ইকবালের বাণী ও দর্শনের সাথে একাত্ম হতে পারবেন সহজে।

'ইকবালের নির্বাচিত কবিতা' বইয়ে মোট ২৯টি কবিতার অনুবাদ স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলো হলো : আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন, শাহীন, ইনকিলাব, খোদার ফরমান, গজল ও গীতিকা, তারেকের দো'আ, কর্ডোভা মসজিদ,

---

২৭. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, জুলাই ২০০৬; পৃষ্ঠা-১১৮-১১৯।
২৮. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, মার্চ ২০০৬; পৃষ্ঠা-১১৭।

জিব্রাইল ও শয়তান, বু'আলী কলন্দর, পাঞ্জাবের পীরজাদাদের উদ্দেশে, পাশ্চাত্যের শক্তি, গতি, আলমে বরজাখ, জামানা, মোনাজাত, অশ্বেতর ও সিংহ, 'শেকোয়া' থেকে, জওয়াব-ই-শিকওয়া, খোদার দুনিয়া, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, আসরারে খুদী সূচনা খণ্ড, ভিক্ষা, আকাঙ্ক্ষা ঈমান, শৃঙ্খলা, মর্দে মোমিন, কণিকা, পাহাড় ও কাঠ বিড়ালি এবং দোওয়া।

'মোনাজাত' কবিতা থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দেবো–

"যারা করুণার প্রার্থী–তাদের
মুশকিল তুমি করো আসান
এই অসহায় পিপীলিকাদের
সুলায়মানের করো সমান।
সেই দুর্লভ ঈশ্কের শিখা
করো তুমি আজ সুলভে দান,
হিন্দের এই মঠবাসী জনে
করো তুমি খোদা মুসলমান।"

গ্রন্থভুক্ত অন্যান্য কবিতা ও উপভোগ্য। কবি ফররুখ আহমদের শক্তিমান কবি-প্রতিভার স্পর্শে অনুবাদ হয়েছে হৃদয়গ্রাহী ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।[২৯]

সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মহানবী (সা)

সংকলন ও সম্পদনা ঃ মুকুল চৌধুরী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৫
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪০৮; মূল্য ঃ ৯৫.০০ টাকা।

বিশিষ্ট কবি, লেখক ও গ্রন্থকার মুকুল চৌধুরী সম্পাদনায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মহানবী (সা)' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সীরাত স্মরণিকা থেকে প্রাসঙ্গিক ৪০ টি প্রবন্ধ চয়ন করে এ সংকলন গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বিশ্বমানবের নিকট চিরন্তন আদর্শ; অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় এক অম্লান ব্যক্তিত্ব। যুগ যুগ ধরে তিনি বিভিন্ন স্তরের মানুষের অনুসন্ধিৎসা, আগ্রহ আর অনুভবের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছেন। পারস্যের অমর কবি শেখ সাদী অপূর্ব ভক্তিভরা কণ্ঠে তাঁর স্তবগান করেছেন এভাবে ঃ

বালাগাত-উলা বিকামালিহী
কাশাফাদ্ দুজা বিজামালিহী
হাসুনাত জামীউ খিসালিহী
সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী
অর্থাৎ
আপন কামালিয়াত আর বুযর্গীর দৌলত
গিয়ে পৌছেছেন তিনি ইয্যতের সে উচ্চাসনে।
আর আপন নূর সে সৌন্দর্য জ্যোতির বদৌলতে
দূর করে দিয়েছে আঁধার ছিল যে সব স্থানে।
নবীর আচার-ব্যবহার সবই ছিল সুন্দর
ছিল উৎকৃষ্ট ও উত্তম স্বভাব-চরিত্র তাঁর।
দরূদ পড় তাই তোমরা সকলে তাঁর ওপর
আরো পড় আওলাদের ওপর যত আছে তাঁর।

---

২৯. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৬; পৃষ্ঠা-১২২।

Dhaka University Institutional Repository

আরবি, ফারসি, জার্মানসহ পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান প্রধান ভাষার সাহিত্যের অনুষঙ্গ হয়েছেন আমাদের প্রিয়নবী (সা)। আর বাংলাভাষার এক বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে রয়েছেন তিনি। বাংলাভাষার কবি-সাহিত্যিকরা তাঁর আলোকিত সীরাতকে তাঁদের সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন অত্যন্ত গুরুত্ব ও সম্মানের সাথে। কবি ও কবিতার প্রতি মহানবী (সা)-এরও যথেষ্ট অনুরাগ ও ভালবাসা ছিল। মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত আলোচ্য সংকলনে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। সংকলনে যাদের প্রবন্ধ চয়ন করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন; ডক্টর মুহম্মদ ইকবাল [কবিতা সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর মন্তব্য], দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (রসুলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টিতে সংস্কৃতির রূপরেখা]. ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ [সাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবদান], এ, জেড. এম. শামসুল আলম [ভাষা চর্চায় মহানবী (সা)-এর আদর্শ], আবদুস সাত্তার [রাসূলে করীম (সা)-এর কাব্যপ্রীতি], জুলফিকার আহমদ কিসমতী [তৎকালীন সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নবী-জীবনের আহ্বানের প্রতিক্রিয়া], আবুল হোসেন মজুমদার [কাব্য-সাহিত্য বিচারে হযরত মুহাম্মদ (সা), ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ [ইসলামের দৃষ্টিতে কবি ও কবিতা], অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন [সাংস্কৃতিক বিপ্লবে মহানবী (সা)], এম. এ, রশীদ চৌধুরী [কাব্য-সাহিত্য প্রসঙ্গে মহানবী (সা)] শাহ আবদুস সাত্তার [শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক প্রিয়নবী (সা)], মোহাম্মদ আবদুল মান্নান [বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিনির্মাণে মহানবী (সা)-এর আদর্শ ঃ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা একটি প্রস্তাবনা], সাজ্জাদ হোসাইন খান [রাসূল (সা)-এর সাহিত্যপ্রীতি : প্রাসঙ্গিক ভাবনা]। এই মূল্যবান কোষগ্রন্থসদৃশ সংকলনে আরও যাদের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে তাঁরা হলেন : মুহাম্মদ আবদুল হান্নান, মতিউর রহমান মল্লিক, আসাদ বিন হাফিজ, মোস্তফা আবু হেনা, ডক্টর আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম, মোঃ শামসুল আলম ও মুহাম্মদ আল আমীন, রফিকুল ইসলাম ফারুকী, শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া, অধ্যাপক আখতার ফারুক, মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, শাহাবুদ্দীন আহমদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, ডক্টর এস. এম. লুৎফর রহমান, আবু জাফর, ব'নজীর আহমদ, মোহাম্মদ আবুল কাসেম ভূঞা, অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম, মুহাম্মদ শাহাব উদ-দীন, মুহাম্মদ ইউনুস, কে. এম. সাইফুল ইসলাম খান, আহমদ আবুল কালাম, মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, মুহাম্মদ নূরুল আমীন হাবিলদার, নাঈমুল ইসলাম এবং মুকুল চৌধুরী।[৩০]

সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঃ ইসলামী প্রেক্ষিত
লেখক ঃ লেখক মণ্ডলী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০১
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৮৮; মূল্য ঃ ৬১.০০ টাকা।

মানব জীবনের বিকশিত রূপই প্রতিফলিত হয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে। একথা সবাই জানেন যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইসলামের অবদান অসামান্য।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির অপরিহার্য ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষা, সভ্যতা ভদ্রতা, শিষ্ঠতা, ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা সুবিচার আদল, ইনসাফ, জ্ঞান তথা সকল মানবিক গুণের বিকাশ ও সৃষ্টির কল্যাণে আত্মনিবেদিত সমাজ। সংস্কৃতি হচ্ছে জীবন সত্তার অন্তরঙ্গ ও বহিরাঙ্গনের সামগ্রিক রূপ। শিল্প, সাহিত্য, জীবনাচার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জীবন, জগত সম্পর্কে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ফুটে উঠে। ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির বুনিয়াদ হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ। অন্যান্য সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি ভিন্নতর। সেগুলো গড়ে উঠে জীবন ও জগত সম্পর্কে অন্যান্য মতাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার ভিত্তিতে।

বিজ্ঞ লেখক মণ্ডলীর কতগুলো মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ "সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঃ ইসলামী প্রেক্ষিত" শীর্ষক এ গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলো ইতিপূর্বে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে ছাপা হয়েছিল। এসব প্রবন্ধে সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণার দৃষ্টিকোণে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে যে সকল প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে তার মধ্যে সংস্কৃতির রূপরেখা, সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন , মানবোচিত সংস্কৃতির উৎস ও আরব উপদ্বীপ, ইসলাম ও মুসলিম ঃ উৎস ও বিস্তার ইত্যাদি প্রবন্ধগুলো অন্যতম। এই সংকলন গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত প্রবন্ধগুলো সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ইসলামী ধারণাকে সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে আংশিকভাবে হলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। গবেষণাধর্মী এ গ্রন্থখানা পাঠক সমাজকে অনুপ্রাণিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।[৩১]

---

৩০. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৬; পৃষ্ঠা-১১৩-১১৪।
৩১. লেখক মণ্ডলী, *সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঃ ইসলামী প্রেক্ষিত*, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০১ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

স্রষ্টা ও ইসলাম

লেখক ঃ লেখক মণ্ডলী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০১

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৮৬; মূল্য ৪০.০০ টাকা।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা অনাদি অনন্ত এবং এক ও অদ্বিতীয়। মহান আল্লাহ নিজের পরিচয় দানের জন্য যুগে যুগে পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন। নবী রাসূলগণের প্রচারিত দীন্ তথা জীবন বিধান মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নি'আমত। সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টা বিরাজমান। স্রষ্টার অসংখ্য সৃষ্টির মাঝেই মূলতঃ তাঁর অস্তিত্বের বড় প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে স্রষ্টার অস্তিত্ব বুঝার জন্য বড় দার্শনিক কিংবা পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর প্রচারিত চিরন্তন বিধান ও অনুপম আদর্শই হলো দীন ইসলাম। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় হলো ঈমান। আর ঈমানের মূল কথাই হলো আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক বিষয়ে বিভিন্ন শিরোনামে দেশের জ্ঞানী -গুণী ব্যক্তিদের মনেক মূল্যবান প্রবন্ধ এ পত্রিকায় ছাপা হয়ে আসছে পত্রিকার শুরু থেকেই। প্রকাশনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে গবেষণা বিভাগ এসব মূল্যবান গবেষণা কর্ম একত্রিত করে সংকলন আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

'স্রষ্টা ও ইসলাম' গ্রন্থখানায় প্রখ্যাত ও বিজ্ঞ লেখক মণ্ডলী অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন এবং জগত বিখ্যাত দার্শনিকদের মতামত তুলে ধরেছেন। জড়বাদে বিশ্বাসী অনেক দার্শনিক এবং পণ্ডিতগণই জীবনের অন্তিম পর্যায়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন তারও আলোচনা গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থটিতে মোট দশটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং তথ্য সমৃদ্ধ। প্রবন্ধগুলো হচ্ছে শাশ্বত সত্তার সন্ধানে , ধর্ম ঃ দর্শন ঃ জীবন, ঐশী অভিপ্রায় ও ক্রিয়া উপলব্ধির মূল ধারণাসমূহ, স্রষ্টার সন্ধানে, স্রষ্টার একত্ব, আস্তিক্য, ইসলামী দর্শনে পরম সত্তা ও মৌল উপাদানের সংজ্ঞা, শিরক এবং মানুষের কর্মধারার উপর শিরক-এর প্রভাব জড়বাদী দর্শনের বিবর্তন এবং আস্তিকতা ও নাস্তিকতা।

গ্রন্থখানি সর্বশ্রেণীর পাঠকদের জন্য প্রয়োজনীয়। বিশেষজ্ঞ যারা স্রষ্টা সম্পর্কে সংশয় বোধ করেন তাদের সংশয় দূরীকরণে বইটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে প্রতীয়মান হয়।[৩২]

আফ্রিকী দুলহান

লেখক ঃ মাহমুদুর রহমান

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০১ (৩য় প্রকাশ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৪০; মূল্য ঃ ৭৫.০০ টাকা।

'আফ্রিকী দুলহান' বাংলা ভাষায় রচিত একটি অনন্য পাঠক-নন্দিত উপন্যাস। মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্যভিত্তিক মার্জিত রুচিসম্পন্ন এ ধরনের উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিরল। এ উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর শাসনামলে মুসলমানদের আফ্রিকা বিজয়কে কেন্দ্র করে। আফ্রিকার তৎকালীন বলদর্পী শাসক জর্জিরের অপরূপ সুন্দরী কন্যা হেলেন এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। হেলেন যেমন ছিলেন দুঃসাহসী তেমনি রণ-নিপুণা, যুদ্ধের ময়দানে অশ্ব পৃষ্ঠে বসে তিনিও মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছেন। সম্রাট জর্জির মুসলিম বাহিনীর কাছে পরাজয় আসন্ন দেখে ঘোষণা দিয়েছেন, যে বীর তাঁর দেশকে মুসলিম বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন তাঁর হাতে তুলে দেয়া হবে তাঁর বিদূষী কন্যা হেলনকে। মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকেও ঘোষণা করা হয়েছে, যিনি দাম্ভিক সম্রাট জর্জিরকে হত্যা করতে পারবেন তিনি উপহার হিসেবে পাবেন সম্রাট জর্জির কন্যা হেলেনকে এবং এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। হেলেনকে পাবার প্রত্যাশায় এক খ্রিষ্টান গোত্র অধিপতি আরসানুস স্বপক্ষ ত্যাগ করে মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেন। আফ্রিকার সব বীর যোদ্ধারই প্রত্যাশা হেলেনকে পাওয়ার। এদের মধ্যে আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ বীর সেনাপতি মারকিউস, পলওয়ানুস এবং থিওডোস্ও রয়েছেন।

---

৩২. লেখক মণ্ডলী, *স্রষ্টা ও ইসলাম*, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০১ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে মুসলিম বীর আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের হাতে নিহত হলেন সম্রাট জর্জির। যুদ্ধে বন্দি হন সম্রাট নন্দিনী হেলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের পরাজিত সম্রাট-কন্যা হেলেনের প্রতি পরম সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি এ ধরনের আচরণ জীবনে কখনো দেখেননি। যেখানে হেলেনকে পেতে তাঁর স্বজাতির সেনাপতিরা একে অন্যের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে উঠেছেন, স্বধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন, সেখানে মুসলিম যোদ্ধার এমন মার্জিত ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার তাকে করে তুলেছে বিস্ময়াভিভূত, শ্রদ্ধাবনত। হেলেন বললেন, 'জীবনে আমি কল্পনাও করিনি যে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবো। কিন্তু আজ মহাশক্তিশালী আল্লাহ আমার হৃদয় কেড়ে নিয়েছেন-- আমার অন্তরে ইসলামের আলোর তারা জ্বেলেছেন। আমার অনুরোধ, আমাকে মেহেরবানী করে মুসলমান করে নিন।' হেলেন ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইসলাম গ্রহণের পর হেলেনের ইচ্ছায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

আফ্রিকী দুলহান উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে কথা শিল্পী মাহমুদুর রহমান ইসলামের এই শাশ্বত সত্যটিই তুলে ধরেছেন যে, তলোয়ারের দ্বারা নয়, ইসলামের শান্তি, সম্প্রীতি, সৌন্দর্য, পবিত্রতা ও মানবতার আদর্শ মানুষের হৃদয় জয় করেই ইসলাম দিকে দিকে তার বিজয় কেতন উড়িয়েছে।

ইসলামের একটি বাস্তব বিজয় ইতিহাস অবলম্বনে বইখানি লেখা। আরবী ও উর্দু ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ মন্থন করে এর সামগ্রী যোগাড় করা হয়েছে মর্মে লেখক নিজেই বইয়ের শুরুতে উল্লেখ করেছেন। বইটি খুবই ভালো এবং চমৎকার হয়েছে। পড়লে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।[৩৩]

আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা

লেখক ঃ ড. আবদুল জলীল

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ২০০৬

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৬৪, মূল্য ঃ ১২৮.০০ টাকা।

মানুষের অন্তরের কথা ও অনুভূতি প্রকাশের বড় ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল সাহিত্য। সাহিত্যেরই অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা হলো কবিতা। কবিতার মাধ্যমেই সাবলীল ও ছান্দিক আকারে ফুটে ওঠে মানুষের সুখ-দুঃখ ও হাসি কান্নার বাস্তব চিত্র। এক্ষেত্রে স্মরণাতীত কাল হতে আরবী কবিতার ভূমিকা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।

শান্তির ধর্ম ইসলাম একটি নির্মল এবং ফিতরাতের ধর্ম। এর সংস্পর্শে এসে তৎকালীন তথাকথিত বর্বর ও জাহিলী যুগের মানুষগুলো সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। ইসলাম তাঁদের জীবনের ইতিবাচক সকল অনুভূতি এবং তাঁদের মৌলিক বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল এবং এসব আকীদা-বিশ্বাস ও নীতি নৈতিকতাসহ ইসলামের বিশ্বাস ও মূল্যবোধগুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে তাঁদের কাব্য-কবিতায়। জিহাদের ময়দানে, ইসলাম গ্রহণকালে, জীবনের স্মরণীয় সকল মুহূর্তে তাঁরা যে সব কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেছিলেন, তাতে ইসলামের সুস্পষ্ট ছাপ ও প্রভাব সত্যিকারভাবে জীবনকে আন্দোলিত করে।

তাঁদের কবিতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেসব ইসলামী বিষয়গুলো গভীর গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকবৃন্দের সামনে উপস্থাপন করেছেন ড. আব্দুল জলিল তাঁর "আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা (৫০০ খৃ-১২৫৮ খৃ.)" শিরোনামে সুলিখিত গ্রন্থে। উল্লেখ্য, জাহিলী যুগ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগ, উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের বিভিন্ন রকমারী কবিতার ব্যাপক পর্যালোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে।

এ গ্রন্থে যে সব কবির কবিতা পর্যালোচনা করা হয়েছে লেখক টীকায় তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যও উল্লেখ করেছেন। যার ফলে গ্রন্থখানি অধিকতর সমৃদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে। সকল শ্রেণীর পাঠক ও গবেষক গ্রন্থখানা পাঠে উপকৃত হবেন।[৩৪]

---

৩৩. মাহমুদুর রহমান, *আফ্রিকী দুলহান*, ইফাবা, ঢাকা, ৩য় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০১ খ্রি.।
৩৪. ড. আবদুল জলীল, *আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা*, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী ২০০৬ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী প্রবাদ সাহিত্য

লেখক ঃ ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০২

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬২৬, মূল্য ঃ ১৩৮.০০ টাকা।

প্রবাদ জাতির জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতীক। এতে জাতীয় জীবনের দৃষ্টিভংগি, ব্যক্তি-চরিত্র ও সামাজিক সম্পর্ক ফুটে ওঠে। দৈনন্দিন জীবনের বিশ্বাস ও অভ্যাস, আচার-আচরণের বাস্তব প্রতিচ্ছবিই হচ্ছে প্রবাদ। সাহিত্যের অংগনে প্রবাদ সাহিত্য এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী। প্রবাদ অতীতে যেমন সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, বর্তমানে ও এগুলো সাহিত্যের বিশেষ একটি স্থান দখল করে আছে। সাহিত্যে প্রবাদের ব্যবহার ব্যাপক ও বিস্তৃত। প্রবাদ ব্যতীত উন্নতমানের সাহিত্য রচনা দুষ্কর। প্রবাদ প্রভাব বিস্তারকারী, গতিশলীল ও হৃদয়গ্রাহী। এজন্য এটি সহজে জনমনে দাগ কাটতে সক্ষম।

আরবী ভাষা একটি জীবন্ত ভাষা। বিশ্ব সাহিত্যের ন্যায় আরবী সাহিত্যেও বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় সমৃদ্ধ। প্রবাদ আরবী সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ শাখা।

'আরবী প্রবাদ সাহিত্য' শীর্ষক এ গ্রন্থটিতে আরবী প্রবাদ সাহিত্যের উপর বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। আরবী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, সংরক্ষণ ও সংকলন সম্পর্কে ও আলোচনা স্থান পেয়েছে গ্রন্থটিতেও। গবেষণাধর্মী এ গ্রন্থটি অধ্যয়নে গবেষক, ছাত্র ও সাধারণ পাঠক আরবী প্রবাদ সাহিত্যের কিঞ্চিৎ হলেও ধারণা পাবেন।

লেখকের ভাবায় এ গ্রন্থটিকে একটি প্রবাদ কোষ বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেননা এতে ১৩০টি দেশ ও এলাকার ৯৩ টি ভাষার সাড়ে তিন সহস্রাধিক প্রবাদ রয়েছে। তন্মধ্যে কুরআনী-মাসাল ১৪২ টি, হাদীসে বর্ণিত প্রবাদ ১৮৬ টি, কাব্যাকারে (আরবী প্রবাদ) ১৫১ টি, আরবী প্রবাদ ১১৫৫ টি এবং বিশ্বের আরো ৯২ টি ভাষায় ১৯১০ টি প্রবাদ রয়েছে। এছাড়া প্রবাদের উপর রচিত তিন শতাধিক গ্রন্থের ও আলোচনা রয়েছে এতে। গ্রন্থটি জ্ঞানের জগতে একটি নতুন সংযোজন।[৩৫]

ইসলামী দর্শন

লেখক ঃ লেখক মণ্ডলী (সংকলন গ্রন্থ)

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৪০, মূল্য ঃ ৫৬.০০ টাকা।

মানব জাতির অভ্যুদয় হতেই ধর্ম ও দর্শন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধর্মকে বাদ দিয়ে দর্শনের কোন চিন্তাই করা যায় না। ধর্মের দর্শন হচ্ছে আল্লাহ্‌র একত্বকে স্বীকার করে তাঁর নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনা করা। কিন্তু কখনও কখনও কিছু পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত দার্শনিক শয়তানের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আল্লাহ্ প্রদত্ত দর্শনকে পরিত্যাগ করে মনগড়া দর্শনের রূপরেখা তৈরী করেছে। ধর্মে যারা অবিশ্বাসী তারা এসব দর্শনকে লুফে নিয়েছে। ডারউইনসহ পশ্চিমা বিশ্বের বহু দার্শনিক এসব মনগড়া দর্শন প্রচার করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে।

এদিকে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর হতে দর্শন সম্পর্কে নতুনভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্‌র আলোকে মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নতুন দর্শনের অভ্যুদয় ঘটেছে যার শ্রেষ্ঠত্ব অদ্যাবধি অমলিন রয়েছে এবং জড়বিশ্বাসের সামনে অপ্রতিরোধ্যভাবে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। মুসলিম দার্শনিকগণ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতত্ত্ব ও তাঁর সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে ঐসব পশ্চিমা দর্শনের অসারও প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

এই গ্রন্থে পাশ্চাত্য দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের পাশাপাশি মুসলিম দার্শনিকগণের মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা করে ইসলামী দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা প্রমাণ করতে গবেষকগণ সচেষ্ট হয়েছেন এবং বহুলাংশে তাঁরা সক্ষমও হয়েছেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় ইসলামী দর্শন-এর উপর বিভিন্ন সময় বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। এসব প্রবন্ধ হতে বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস ও সম্পাদনা কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত ১২টি প্রবন্ধের সমন্বয়ে সম্পাদনা পূর্বক এ গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছে। সর্ব শ্রেণীর পাঠক গ্রন্থটি পাঠে উপকৃত হবেন।[৩৬]

---

৩৫. ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, *আরবী প্রবাদ সাহিত্য,* ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০২ খ্রি.।
৩৬. লেখক মণ্ডলী, *ইসলামী দর্শন,* ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞান চর্চায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ

লেখক ঃ লেখক মণ্ডলী (সংকলন গ্রন্থ)

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০১

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩০৪, মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা।

বিজ্ঞান অর্থ বিশেষ জ্ঞান। আমাদের চারপাশে পরিদৃশ্য মানব জগত, জীবমন্ডলী ও বস্তুরাজী মানুষের মনে কৌতুহল সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানী তাঁর বিজ্ঞান সাধনার মাধ্যমে এ কৌতুহলের সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে ফেরেন। এই বিরাট বিশ্বজগৎ কেমন করে চলছে – সেই সত্য উদঘাটনই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। কিন্তু বাহ্যিকভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়লব্দ জ্ঞানকেই বিজ্ঞান একদিন শাশ্বত সত্য বলে জাহির করেছিল এবং ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আল্লাহ্‌র বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অথচ বিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইন স্টাইন বললেন ঃ "Science without religion is lame and religion without science is blind" অর্থাৎ ধর্মহীন বিজ্ঞান খোড়া এবং বিজ্ঞানহীন ধর্ম অন্ধ।

পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হলো বস্তুবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ বা নাস্তিক্যবাদ। বিজ্ঞান চর্চায় তাদের এদৃষ্টিভঙ্গী মুসলমানদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় হুবহু গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে মুসলিম দুনিয়ার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। অধিকন্তু, পশ্চিমা লেখকদের বিজ্ঞান সংক্রান্ত লেখায় স্রষ্টা এবং সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন বিভ্রান্তি এবং মতবাদ প্রচার চলছে। ভ্রান্তির এ বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের সৃষ্ট পৃথিবীতে মুসলমানরা যদি আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করে তবেই প্রমাণ হবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তাঁর তাবৎ সৃষ্টি কৌশলে বিদ্যমান।

বিজ্ঞান শিক্ষায় মুসলমানদের পশ্চাদপদতা এবং বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ কি হওয়া উচিত – এ বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণা বিভাগ কর্তৃক গঠিত বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস ও সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে প্রবন্ধগুলো বাছাই ও সম্পাদনা করে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থে বিজ্ঞান বিষয়ক ১৬ টি মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি বিজ্ঞান পাঠক ও গবেষকদের জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ।[৩৭]

বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা

লেখক ঃ ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৫২, মূল্য ঃ ১৫১.০০ টাকা।

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার প্রয়াস সূচিত হয় উনিশ শতকের শেষার্ধে। এসময় নবজাগরণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি মুসলিম লেখকরা ধর্মকে অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেন যার পরিণতিতে বাংলা ইসলামী সাহিত্যের ধারাটির সূচনা হয়। এ পর্যায়ে শেখ আবদুর রহিম, পন্ডিত রেয়াজ উদ্দিন আহমদ, আল-মাশহাদী, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ প্রমুখদের নাম উল্লেখ করা যায়। বিশ শতকে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির এ ধারাটি বেগবান রূপ লাভ করে এবং পরবর্তীতে সমৃদ্ধতম একটি ধারায় পরিণত হয়। তবে লক্ষণীয় যে বাংলায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার বহু পূর্ব থেকেই বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়।

সুদীর্ঘ প্রায় পৌনে দুইশত বছর ধরে আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় বাঙালী মুসলিম লেখকদের ইসলামী সাহিত্য-চর্চার ইতিহাস এতদিন আমাদের কাছে একেবারে অপরিচিত না হলেও খুব বেশী পরিচিতিও ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আবদুল বাকী আগ্রহী হয়ে সে সাহিত্য চর্চার পরিচয় তুলে ধরেছেন তাঁর "বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা" শীর্ষক গবেষণামূলক গ্রন্থে। এতে ১৮০১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত উক্ত তিনটি ভাষায় রচিত গ্রন্থ ও লেখকদের বিবরণ রয়েছে।

এ গ্রন্থটি একাধারে যেমন লেখকের বিপুল পরিশ্রমের ফসল, অন্যদিকে তা বিস্মৃত বা প্রায় বিস্মৃত একটি অধ্যায়কে রক্ষার আন্তরিক প্রায়াসও বটে। এ বিবেচনা থেকেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছে। লেখক গ্রন্থটিকে দশটি অধ্যায়ে সাজিয়ে উপস্থাপন করেছেন।[৩৮]

---

৩৭. লেখক মণ্ডলী, *বিজ্ঞান চর্চায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ*, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০১ খ্রি.।

৩৮. ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৫ খ্রি.।

পরিচ্ছেদ ঃ ৬

সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি বিষয়ক প্রকাশনা

আল-কুরআনে অর্থনীতি (১ম খণ্ড)

লেখক ঃ বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক প্রণীত, সমীক্ষিত ও সম্পাদিত

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯০; দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০০৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৬৪, মূল্য ঃ ১৭২.০০ টাকা।

আল-কুরআন হচ্ছে মানুষের সার্বিক উন্নতি ও প্রকৃত সফলতার পথনির্দেশক। অর্থ মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং আল-কুরআনে মানব জীবনের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ও আলোচনা রয়েছে। যা অনুসরণ করে খোলাফায়ে রাশিদীনের আমলে সমাজে বৈষয়িক সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির সোনালী অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছিল। উহা ছিল গোটা বিশ্বের জন্য অনুসরণযোগ্য উদাহরণ। আজকের কেউ কেউ কেবল আধ্যাত্মিকতা, তাবলিগ, জিহাদ, ইসলামী নাম সর্বস্ব আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত। তাকেই সার্বিক দীন হিসাবে মনে করেন। বৈষয়িক কার্যক্রমকে তারা ভাবেন দীনের পথের অন্তরায় হিসাবে। অথচ এ ধরনের ভাবধারা কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থী। দেশের কয়েকজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, প্রথিতযশা আলিমেদীন ও পণ্ডিতবর্গের সমন্বিত প্রচেষ্টায় আল-কুরআনে অর্থনীতি ১ম খণ্ড গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে। তারা অর্থনীতি সম্পর্কিত আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াত, বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থ ও আধুনিক অর্থনীতির আলোকে পর্যালোচনা করে এতে উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটি যেমন ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে গবেষকগণের প্রভুত সাহায্য করবে, তেমনি তা কুরআনভিত্তিক অর্থনীতি চর্চাকারীদেরও বেশ সহায়ক হিসাবে কাজে আসবে।[১]

আল-কুরআনে অর্থনীতি (২য় খণ্ড)

লেখক ঃ বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক প্রণীত, সমীক্ষিত ও সম্পাদিত

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারি ২০০৩ (২য় সংস্করণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৮২, মূল্য ঃ ১৫৪ টাকা।

আল-কুরআন মানব জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ আসমানি কিতাব। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন পরিচালনার যাবতীয় দিক নির্দেশনা এতে রয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই আল-কুরআনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিষয় ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও আদেশ-নির্দেশ স্থান পেয়েছে।

রাসূলে করীম (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সফল বাস্তবায়নের কারণে সমাজে সমৃদ্ধির যে সোনালী অধ্যায়ের সূচনা ঘটে, তা গোটা মানব জাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণযোগ্য উদাহরণ। মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত নানা অর্থনৈতিক মতাদর্শের আলোকে মানুষ বিভিন্ন সময় অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনের যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তার ব্যর্থতা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। এ অবস্থায় দিন দিন ইসলামী অর্থনীতির প্রতি মানুষের কৌতুহল বাড়ছে। এ পটভূমিতে ইসলামী অর্থনীতির উপর অনুশীলন, চর্চা ও গবেষণা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশী জাতির নৈতিকতার প্রতীক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশ করেছে 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' শিরোনামের আলোচ্য গ্রন্থটি। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে লিখিত। এটি দ্বিতীয় খণ্ড এবং প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। এবার এর দ্বিতীয়

---

১. মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন খান, *দৈনিক যুগান্তর*, সোমবার, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, ১৭ মে ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্করণ প্রকাশিত হলো। দেশের কয়েকজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও আলেমে দীনের সমন্বয়ে গঠিত একটি গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে।

গ্রন্থে অর্থনীতি সম্পর্কিত আল-কুরআনের আয়াতসমূহ বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থ ও আধুনিক অর্থনীতির আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে আগ্রহী সবার জন্য এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ।[২]

ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ (প্রথম খণ্ড)

মূল ঃ ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবদুল মতীন জালালাবাদী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ আষাঢ় ১৪১০, জুন ২০০৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৪৭, মূল্য ঃ ৬৯.০০ টাকা।

বইটি 'ইসলাম কে মা'আশী নজরিয়ে' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। গ্রন্থটি ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীনের পিএইচডি থিসিস। দক্ষিণ ভারতের হায়দরাবাদের উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এ ডিগ্রি অর্জন করেন। গ্রন্থটি প্রথম উর্দু ভাষায় প্রকাশের পর ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং পরে এটি 'The Economic Doctrines of Islam' শিরোনামে ইংরেজিতে এবং 'উসুলুস ইকতিসাদিয়াতুল ফিল ইসলাম' শিরোনামে আরবিতে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটি দুই খণ্ডে বাংলায় অনুদিত হয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে। এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। গ্রন্থটি বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ও আরবি–এ চারটি ভাষায় প্রকাশিত হওয়া থেকে এর গুরুত্ব ও পাঠকপ্রিয়তা উপলব্ধি করা যায়।[৩]

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা

লেখক ঃ লেখক মণ্ডলী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৮২, মূল্য ঃ ৪৮.০০ টাকা।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা শীর্ষক গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগ থেকে প্রকাশিত একটি সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ও কয়েকজন মুসলিম রাষ্ট্র বিজ্ঞানীর রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কিত এগারোটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলো হচ্ছে ঃ আদর্শ মুসলিম রাষ্ট্র/ মঞ্জুর উদ্দিন আহমদ, রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা ও আদর্শ হিসাবে ইসলাম নির্দেশিত গণতন্ত্র/ খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন আহমদ, ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা/ এ. জেড. এম. শ্যামসূল আলম, ইবনে খালদূনের রাষ্ট্রদর্শন/ সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, গাযালীর রাষ্ট্রচিন্তা/ মোহাম্মদ গোলাম রসূল; আল-মাওয়ার্দীর রাষ্ট্রতত্ত্ব/ কমরউদ্দিন খান, বিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও ইসলাম/ হুমায়ুন কবির, ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রদর্শন/ আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা, তত্ত্ব ও ব্যবহার একটি সমীক্ষা/ খন্দকার নাদিরা পারভীন , রাষ্ট্রদর্শনে আল-ফারাবীর অবদান/ ডক্টর মুহাম্মদ শাহজাহান এবং ইসলামী রাষ্ট্রের কয়েকটি অপরিহার্য দিক/ খালেদা খানম।

প্রবন্ধগুলো ইতোপূর্বে ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকা 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা' এবং বর্তমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগ গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত বাছাইকৃত প্রবন্ধ নিয়ে আরো কয়েকটি বিষয়ভিত্তিক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, স্রষ্টা ও ইসলাম, আল কুরআনের শাশ্বত পয়গাম, ইসলাম ও মানবাধিকার, ইসলামী দর্শন, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি, মিরাজুন্নবী (সা)

---

২. মনজুরুল করীম চৌধুরী, (১) *দৈনিক আমার দেশ,* ঢাকা ঃ শুক্রবার ১৩ ফাল্গুন ১৪১১,২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৫খ্রি.।
(২) দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা ঃ শুক্রবার ১৭ই পৌষ ১৪১১, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রি.।
(৩) *দৈনিক নয়া দিগন্ত,* ঢাকা ঃ শুক্রবার ১২ অগ্রহায়ণ ১৪১১, ২৬ নভেম্বর ২০০৪ খ্রি.।

৩. মনজুরুল করীম চৌধুরী, *দৈনিক আমার দেশ,* ঢাকা ঃ রোববার ৯ কার্তিক ১৪১১, ৯ রমজান ১৪২৫, ২৪ অক্টোবর ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি। এটি একটি শুভ উদ্যোগ। কারণ, চল্লিশ বছরেরও অধিক সময় ধরে ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা তো দুষ্প্রাপ্যই, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার পুরানো কপিগুলোও ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে। তাই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলো এভাবে গ্রন্থভুক্ত করাতে একদিকে যেমন বিষয়গুলো নতুন করে পাঠকদের সামনে আসার সুযোগ পাচ্ছে, তেমনি পত্রিকা দুটোর ভূমিকা সম্পর্কেও বিজ্ঞ পাঠকমহল অবহিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামের একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রদর্শনও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনাকেন্দ্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা এবং খোলাফায়ে রাশেদার ত্রিশ বছরের শাসনামলে গৃহীত ব্যবস্থাদি ইসলামী রাষ্ট্রদর্শনের বাস্তব ও মূল ভিত্তি। এ সময়কালে তারা ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে যে কল্যাণ রাষ্ট্র পরিচালনা করে গেছেন, তা সকল দেশ ও কালের জন্য রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার একমাত্র বিশুদ্ধ রূপরেখা। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যবস্থার মধ্যেই যে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ নিহিত, তাই গ্রন্থভূক্ত প্রবন্ধসমূহে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা প্রসূত নতুন নতুন বিষয়, যেমন ঃ সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, জাতিরাষ্ট্র, ভোটাধিকার, নির্বাচন, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলো গ্রন্থভুক্ত বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রচিন্তা বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহীদের জন্য এটি একটি সুউপযোগী গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবে।[৪]

ইসলাহুল মুসলিমীন

মূল ঃ প্রফেসর মাসউদ হাসান

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ সুয়ূদুল হক

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৬৬, মূল্য ঃ ৩৫.০০ টাকা।

'ইসলাহুল মুসলিমীন' প্রখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক ও করাচী ইসলামিয়া কলেজের অধ্যাপক হাফিজ মাসউদ হাসান লিখিত মশহুর গ্রন্থ। গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ সুয়ূদুল হক। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ।

ইসলামের মূল শিক্ষা হচ্ছে মানুষ 'ইনসানে কামিল' বা সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে। আল্লাহর নবী, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সংস্পর্শে আরবের জাহেলী যুগ ও বর্বর অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল সেই সব মানুষের দ্বারা, যাঁরা 'ইনসানে কামিল'-এর গুণে গুণান্বিত হয়েছিলেন। অথচ এরাও একদিন বর্বরতার পঙ্কে নিমজ্জিত ছিলেন। মহানবী (সা)-এর ঘোষণা ঃ "আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।" সমস্ত জগৎ সাক্ষী আল্লাহর রাসূল (সা) তার নবুয়তী জিন্দেগীতে এ দায়িত্ব এক'শ ভাগ পালন করেছেন এবং তার এ দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সমগ্র মানব জাতি একদিকে যেমন নতুন সভ্যতার স্বাদ আস্বাদন করতে পেরেছে, তেমনি উপহার পেয়েছে একদল যোগ্য মানুষ, যারা দুনিয়াকে আল্লাহ'র ইচ্ছাধীন ভাবে আবাদ করতে সক্ষম হন।

তারা যে গুণে গুণান্বিত হয়ে অর্ধেক পৃথিবী শাসন করেছেন, সেই গুণাবলী অর্জনে সক্ষম হলে আজও মুসলমানরা সেই নিয়ামত লাভে সক্ষম হয়ে দুনিয়া শাসনের মর্যাদা ফিরে পেতে পারেন।

কি সেই গুণাবলী, যা মানুষকে বর্বরতার অন্ধকার থেকে ফরস-সফেদ আলোয় নিয়ে আসে, দুনিয়ার কর্তৃত্ব হাতের মুঠোয় এনে দেয়? তা হচ্ছে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইসলামের মানবিক গুণাবলী, যা এ গ্রন্থে লেখক সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

আজকের দুনিয়ায় মানুষের জন্য যা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, তা হচ্ছে 'উত্তম চরিত্র'। চরিত্রহীনতার জন্য মানব সভ্যতা আজ চরম হুমকীর সম্মুখীন। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সেই সব আলোকিত মানুষের মতো উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া, যারা নিজের প্রয়োজনের চাইতে অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন; যারা এ ঘোষণা দিতেও কুণ্ঠিত হননি যে, ফোরাতের তীরে একটি কুকুর মারা গেলেও খলীফা দায়ী হবেন। যারা ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর ভয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত থাকতেন।[৫]

---

৪. *দৈনিক ইত্তেফাক,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১৩ ফাল্গুন ১৪১১, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৫

৫. মনজুর আবদাল, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১৮ ভাদ্র ১৪১১, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম
লেখক ঃ লেখক মণ্ডলী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০১
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৮৮, মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা।

মানব জাতির সূচনাকাল হতেই মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন-যাপন করে আসছে। পৃথিবীতে বহু জাতির আবির্ভাব ঘটেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "হে মানব জাতি আমি তোমাদেরকে সৃষ্ট করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের অধিক মুত্তাকী, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সকল খবর রাখেন।" (সূরা হুজরাত ঃ ১৩)

ইসলামী ঐতিহ্য অনুসারে মানব জাতির ভ্রাতৃত্বের এই আদর্শ হচ্ছে সমাজ কাঠামোর ভিত্তিস্বরূপ। ভ্রাতৃত্বের এই আদর্শ বর্ণ, গোত্র, জাতি, শ্রেণী, ভাষা ও পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করেছে। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি হচ্ছে মানবতা। বসওয়ার্থ স্মিথ তার "Muhammad and Muhammedanisum" গ্রন্থে বলেছেন, "মুহাম্মদ (সা) এমন এক ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন যে, ইতিহাসে তিনি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। একাধারে তিনি ত্রিগুণ বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা। একটি জাতির, একটি সাম্রাজ্য ও একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তিনি।"

ইসলামের মৌলিক সামাজিক মূল্যবোধ মানুষে মানুষে সাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের বিচারে মানুষের সমাজিক মর্যাদা তার নিজ অর্জিত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য ক্ষমতা বা সম্পদের উপর নির্ভর করে না, তার নিজ চারিত্রিক গুণ ও সমাজের উপকারার্থে তার অবদানের উপর নির্ভর করে। ইসলামের দৃষ্টিতে এক কুলশী ও চরিত্রবাণ সাধারণ লোকের স্থান একজন অযোগ্য ও চরিত্রহীন রাজা বাদশাহর উপরে।

সমাজ জীবন সম্পর্কে ইসলামের যে দিক নির্দেশনা রয়েছে সে আলোকে গঠিত সমাজকে ইসলামী সমাজ বলে। সমাজ বিজ্ঞান আমাদেরকে সমাজের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, সমাজ কাঠামো, সমাজর পরিবর্তন ও বিকাশের ধারা সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞান লাভের সুযোগ করে দেয়। বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে মানব সমাজকে নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করেছেন। 'সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম' গ্রন্থ হলো ইতোপূর্বে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন।

এই সংকলনে ইসলামিক একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল্লামা আবুল হাশিমের 'সমাজের জন্ম ও জীবন', 'সমাজ জীবনের গতি বৈচিত্র' এবং 'সমাজ পুর্নগঠনের প্রয়োজনীয় ইসলামী মুল্যবোধ' শীর্ষক মূল্যবান ৩টি প্রবন্ধ রয়েছে। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর 'ইসলামী সমাজের রূপ', ডঃ সৈয়দ আবদুল লতিফের 'ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ', বিচারপতি আবদুল মওদুদের 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য জগত' ডঃ মাজহার উদ্দীন সিদ্দিকীর 'বৈবাহিক জীবন', একাধিক বিবাহ', আবূ জাফর খানের 'অপরাধ দমনে ইসলাম' এবং ডঃ মফিজুল্লাহ কবীরের 'মুসলিম সমাজের সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন' প্রভৃতি উচ্চমানের প্রবন্ধগুলো বাছাই ও বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগের পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি যৌথভাবে সম্পাদনা করেছে।[৬]

ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা
লেখক ঃ এ. জেড. এম. শামসুল আলম
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০৩ (তৃতীয় সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৬৬, মূল্য ঃ ৬৬.০০ টাকা।

'ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা' শীর্ষক গ্রন্থটি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষক, অবসরপ্রাপ্ত সচিব, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সাবেক মহাপরিচালক জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম লিখিত একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রকাশক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা বিভাগ। এটি এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ। গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৯৬ ও ১৯৮৪ সালে।

৬. শেখ মুহম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১৮ ভদ্র ১৪১১, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

মানব সমাজে অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি অপরিবর্তনীয় পূর্ণত্বপূর্ণ বিষয়। একটি অপরিবর্তনীয় পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসাবে ইসলামের সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক রূপরেখা রয়েছে। আলোচ্যগ্রন্থে লেখক পনেরটি অধ্যায়ে অর্থনীতির মৌলতত্ত্বের সাথে ইসলামী অর্থনীতির তুলনামুলক আলোচনা করে ইসলামী অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। অধ্যায়সমূহ হচ্ছে ঃ প্রথম অধ্যায়– ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয় অধ্যায়– ধর্মভিত্তিক অর্থনীতি ও মূল্যবোধহীন অর্থনীতি, তৃতীয় অধ্যায়– ইসলামী অর্থনীতি ও ক্রেতার সার্বভৌমত্ব, চতুর্থ অধ্যায়– ব্যক্তিগত মালিকানা ও ইসলাম, পঞ্চম অধ্যায়– আল্লাহর মালিকানা, ষষ্ঠ অধ্যায় – শ্রম ও বিনিয়োগ, সপ্তম অধ্যায়– ইসলামী অর্থনীতিতে ভোগ ব্যবস্থার স্বরূপ, অষ্টম অধ্যায়– পাশ্চাত্যে ভোগ ব্যবস্থার স্বরূপ, নবম অধ্যায়– একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো, দশম অধ্যায়– অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইমাম সাহেবানের ভূমিকা, একাদশ অধ্যায়– দারিদ্র্য ইসলাম পরিপন্থী, দ্বাদশ অধ্যায়– ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, শ্রমের মর্যাদা ও শবেবরাত, অভাবমুক্ত সমাজ, ত্রয়োদশ অধ্যায়– ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা, চতুর্দশ অধ্যায়– রাষ্ট্রীয় ভূমি, বর্গাচাষ, যৌথ খামার, জীবনধারণ ও অর্থনৈতিক জোট, পঞ্চদশ অধ্যায়– অর্থনীতি সম্পর্কীয় আল-কুরআনের আয়াত সমূহ। সর্বশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জিও সংযোজিত হয়েছে। এসব অধ্যায় একদিকে যেমন কুরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামী অর্থনীতির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং ইসলামের স্বর্ণযুগে এর প্রয়োগধারা বিশ্লেষিত হয়েছে, তেমনি বর্তমান সংঘাতময় বিশ্ব-পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মত উন্নয়নকামী দেশে ইসলামী অর্থনীতির সম্ভাব্য প্রয়োগধারাও উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে গ্রন্থটি পাঠকের কাছে একটি তাত্ত্বিক গ্রন্থের চেয়ে প্রায়োগিক গ্রন্থ হিসাবেই বেশি গ্রহণযোগ্য হবে।[৭]

রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর সরকার কাঠামো

মূল ঃ ড.মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম ভূইয়া

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুলাই ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৬৪, মূল্য ঃ ২৪০.০০ টাকা।

মানবতার মুক্তিদূত রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন নবুওতের মিশন নিয়ে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন তখন আরব উপদ্বীপে সরকার বা রাষ্ট্র কাঠামো বলে কিছু ছিল না। বিভিন্ন গোত্র ও উপগোত্রে বিভক্ত সমাজে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মাধ্যমে সে সমাজে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতো। যুদ্ধে বিজয়ী গোত্র বা গোষ্ঠী অধিপতির মুখের নির্দেশই ছিল আইন। মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (সা) মদীনায় যে রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলেন তা মাত্র এক দশকের কম সময়ের মধ্যে মুসলমানদের একটি জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যদিও আরবের গোত্রীয় কাঠামোর ভেতর থেকে এই রাষ্ট্র কাঠামোর ভিত বিনির্মিত হয়েছিল তবুও শীঘ্রই মদীনাকে রাজধানী করে একটি একটি কেন্দ্র শাসনাধীন সরকারে পরিণত হয়। ফলে মদীনায় এক নতুন সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। মক্কা বিজয়ের পর আরবের গোত্রগুলো দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। এতে সমগ্র আরব উপদ্বীপ একটি সুগঠিত রাষ্ট্র কাঠামোর আওতায় চলে আসে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার পরিচালন জন্য যে সব বিভাগ ও সংগঠন গড়ে তুলেন তা যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই ছিল অনন্য ও সর্বাধুনিক। মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত এ সুগঠিত সরকার কাঠামো মানবজাতিকে অতি দ্রুত একটি সভ্যতা উপহার দিতে সক্ষম হয়।

মহানবী (সা) প্রবর্তিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে দীর্ঘকাল গবেষণা করে ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী 'অর্গানাইজেশন অব গভর্নমেন্ট আন্ডার দ্যা প্রফেট (সা)' বইটি প্রণয়ন করেন। বাংলা অনুবাদকালে এটির নাম দেয়া হয় 'রাসূল মুহাম্মদ (সা) এর সরকার কাঠামো'। বইটির অনুবাদ ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মুহাম্মদ ইব্রাহীম ভূইঁয়া।

বইটি মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরবে ইসলামের বিস্তার, তৃতীয় অধ্যায়ে নবী (সা) এর সামাজিক সংগঠন, চতুর্থ অধ্যায়ে নবী (সা) এর বেসামরিক প্রশাসন পঞ্চম অধ্যায়ে অর্থনৈতিক কাঠামো ও ষষ্ঠ অ্যায়ে নবী (সা) এর ধর্মীয় সংগঠন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সূত্রের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[৮]

---

৭. মুকুল চৌধুরী , দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা ঃ শুক্রবার ১২ই চৈত্র ১৪১০, ২৬ মার্চ ২০০৪ খ্রি.
দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা ঃ সোমবার, ২৯ পৌষ ১৪১০, ১২ জানুয়ারী ২০০৪ খ্রি.।

৮. নুরুল ইসলাম মানিক, ১. ধর্ম চিন্তা, *দৈনিক ইত্তেফাক,* ৬ নভেম্বর, ২০০৪ খ্রি.;

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইমাম

লেখক ঃ ড. মীর মন্‌জুর মাহমুদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৬০, মূল্য ঃ ৫২.০০ টাকা।

বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ। এ দেশে প্রায় আড়াই লক্ষ মসজিদ রয়েছে ইবাদতের জন্য। যে-সব মসজিদে কর্মরত রয়েছেন সমসংখ্যক ইমাম। এ সকল ইমাম জনগণের অত্যন্ত কাছের মানুষ। তাঁরা জনগণের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেন। সকলে তাঁদের কথা শোনে ও মান্য করে। এ কারনে এই বিশাল শক্তি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইমাম সাহেবদের ফলপ্রসূ ভূমিকা ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মূল্যায়নভিত্তিক একটি প্রামাণ্য বই 'বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইমাম'। বইটি রচনা করেছেন বিশিষ্ট গবেষক, লেখক ড. মীর মন্‌জুর মাহমুদ। বইটির ভূমিকায় লেখক যথার্থই বলেছেন : "বাংলাদেশ পৃথিবীর উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। তই দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অসংখ্য সমস্যা বিরাজমান। উক্ত সমস্যা দূরীকরণে সরকারসহ দেশের সচেতন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নিজ নিজ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু আমাদের ইমামগণ তাঁদের হাজারো সমস্যার মধ্যে কর্তব্য সচেতন দায়িত্ববান মানুষ হিসাবে সীমিত পরিসরে হলেও দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন তা আমাদের অনেকের কাছেই অজ্ঞাত।"

'বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইমাম' শীর্ষক বইটিতে ড. মীর মন্‌জুর মাহমুদ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বহুমাত্রিক পরিসরে সম্মানিত ইমামদের সফল অবদানের কথা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন তথ্য-উপাত্ত এবং বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। লিখিত প্রশ্নমালা এবং ইমামদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তিনি বইটিকে অধিকতর বাস্তবধর্মী ও দিকনির্দেশনামূলক করার প্রয়াস পেয়েছেন–যা একদিকে সম্মানিত ইমামদের আরও বৃহত্তর পরিসরে সুসমন্বিতভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে; অন্যদিকে দেশের নীতিনির্ধারক পরিকল্পনাবিদদের এই বিশাল শক্তি অর্থাৎ ইমামদের জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর প্রত্যয়কে আরও দৃঢ় করবে।[৯]

কল্যাণ-সমাজ গঠনে মহানবী (সা)

সংকলন ও সম্পাদনা ঃ মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩০৪, মূল্য ঃ ৯০.০০ টাকা।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছিলেন আদর্শ ও কল্যাণ-সমাজের সার্থক স্থপতি। মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধির সাথে সাথে বৈষয়িক কল্যাণময় জীবন গঠনেও তাঁর আদর্শ ও নির্দেশনা বৈপ্লবিক এবং কালজয়ী। মদীনা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে তিনি যে অনন্য ভ্রাতৃসংঘ এবং এক আদর্শ কল্যাণ-সমাজ গঠন করেছিলেন, দুনিয়ার ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। এ বিষয়টি সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে 'কল্যাণ-সমাজ গঠনে মহানবী (সা)' শীর্ষক বইটিতে। এটি একটি অগ্রপথিক-সংকলন। আজকের নানাবিধ সমস্যা-সংকট এবং অবক্ষয়ে জর্জরিত সমাজকে মহানবী (সা)-এর কল্যাণ-সমাজের আদর্শে গড়ে তোলার প্রেরণায় মানুষকে উজ্জীবিত করার মানসেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বইটি প্রকাশ করেছে। এ বইটি সম্পাদনা করেছেন মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা।[১০] যাঁরা কল্যাণ-সমাজ বিনির্মানে কাজ করতে আগ্রহী তাঁদের জন্য এ বইটি বিশেষ উপযোগী।

---

৯. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী ২০০৬; পৃষ্ঠা-১০৯।

১০. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৫, পৃষ্ঠা-১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

সুদ একটি অর্থনৈতিক অভিশাপ

লেখক ঃ মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭২, মূল্য ঃ ২৩.০০ টাকা

ইসলাম মানব জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি ও সমৃদ্ধির পথ নির্দেশনা দিয়েছে। সম্পদ যাতে গুটি কয়েক লোকের হাতে কুক্ষিগত না হয় সেজন্য সুষম বন্টনের মাধ্যমে ভারসাম্য বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। সম্পদের অপব্যবহার করে শোষণ তথা অর্থের বিনিময়ে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে। মানুষ যাতে বৈধ পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে সেজন্য বেশ গুরুত্ব দিয়েছে। সুদের মাধ্যমে ধনী আরও ধনী হয়, গরীব আরও গরীব হয়। ইসলাম সুদ প্রথা চিরতরে নিষিদ্ধ করে ব্যবসার পথ উন্মুক্ত রেখেছে।

মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী সুদ বিষয়ক এই বইটি লিখেছেন বেশ তথ্য-প্রমাণ সহকারে। তিনি এটাকে মানক জাতির জন্য অর্থনৈতিক অভিশাপ স্বরূপ ঘৃণিত ও নিষিদ্ধ প্রথা হিসেবে যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন। বইটির তথ্য কুরআন-হাদীস, ফিকাহ ও আধুনিককালে রচিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ থেকে চয়ন করেছেন। ফলে বইটি বেশ সুখপাঠ্য হয়েছে। বর্তমানে (ইফাবা প্রথম) সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।[১১]

হযরত ওমর (রা)-এর সরকারী পত্রাবলি

মূল ঃ প্রফেসর খুরশীদ আহমদ ফারিক,
অনুবাদ ঃ মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৪ (২য় সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩০০, মূল্য ঃ ৬৪.০০ টাকা।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) ছিলেন আসাধারণ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ও দক্ষ সুশাসক। তাঁর খিলাফত কাল ইনসাফ, সুশাসন এবং কঠোর প্রশাসনিক শৃঙ্খলার অনন্য মডেল হিসেবে ইতিহাসে পরিচিহ্নিত। বিশাল ইসলামী খিলাফতের সদা-সদর্ক অভিভাবক ও জনগণের নিবেদিতপ্রাণ খাদেম হিসেবে তাঁর বিচিত্রমুখী অবদান এবং কৃতিত্বের মধ্যে তাঁর সরকারী পত্রাবলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণর ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের নিকট তিনি খিলাফতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যে সকল সরকারী চিঠিপত্র লিখেছেন, তা এক কথায় অতুলনীয়। মুমিনের বিশ্বাস ও তাকওয়া; শাসকের ইনসাফ, কর্তব্যবোধ, জন-অধিকার-সচেতনতা, অনাড়ম্বর জীবনযাপন, নীতির প্রশ্নে আপোষহীন কঠোরতা, সততা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ সকল চিঠিপত্র সুদূরপ্রসারী অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলো। আজও এ পত্রগুলো একজন ন্যায়পরায়ণ, আল্লাহ-ভীরু সুশাসকের ব্যক্তি-মানসের উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিশ্বের তাবৎ শাসকদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে রয়েছে।

'হযরত ওমর (রা)-এর সরকারী পত্রাবলি' পুস্তকে সর্বমোট ৪২৫টি গুরুত্বপূর্ণ পত্র/পত্রাংশ বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। আরবী ভাষায় সংকলিত বইটির মূল সংকলক দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর খুরশীদ আহমদ ফারিক। পত্রগুলো আলোচ্য শিরোনামে বাংলায় অনুবাদ করেন মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ। মার্চ, ২০০৪-এ অনুবাদ গ্রন্থটির ২য় সংস্করণ প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ।

গ্রন্থভুক্ত উল্লেখযোগ্য কিছুসংখ্যক পত্র হলো : হযরত আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ-এর নামে প্রেরিত বহুসংখ্যক পত্র, প্রাদেশিক গভর্ণরদের নামে প্রেরিত পত্রসমূহ, খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নামে লিখিত পত্রসমূহ; রোমের সম্রাটের নামে, আবু জান্দালের নামে, ইয়াযীদ ইবনে আবী সুফিয়ানের নামে, সিরিয়ার মুসলিম বাহিনীর কমান্ডারদের নামে, ইয়াজ ইবনে গমন (রা)-এর নামে, সাঈদ ইবনে আমীর হিযয়াম (রা)-এর নামে, মুয়াবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ানের নামে, উমায়র ইবনে সা'দ আনসারীর নামে, সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ছাকাফী (রা)-এর নামে, মুছান্না ইবনে হারিছা ও অন্যান্য সেনাপ্রধানের নামে, সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর নামে, নু'মান ইবনে আদী (রা)-এর নামে, আবু মূসা আশ'আরী (রা)-এর নামে, আহওয়াজের সেনাপতিদের নামে, কুফাবাসীদের নামে, আবদুল্লাহ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে ইতবান (রা)-এর নামে, আযারবাইজানের মুজাহিদদের নামে, আমর ইবনে আ'স (রা)-এর নামে প্রেরিত পত্রসমূহ। এ

---

১১. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, মাসিক অগ্রপথিক, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট/০৪; পৃষ্ঠা-১১৮।

ছাড়া সাধারণ মুসলমানদের বিবিধ পত্রের জবাব দিতে গিয়েও হযরত ওমর (রা) বহুসংখ্যক পত্র লিখেছেন যা এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাঁর একটি পত্রের নমুনা এখানে তুলে ধরা হলো :

"জানতে পারলাম, তুমি নিজ আসন হিসেবে একটি মিম্বর বানিয়েছ। এটিতে তুমি অন্যান্য মুসলিমের তুলনায় উঁচুতে আসন গ্রহণ করে থাক। তোমার জন্য কি এতটুকু (সম্মান) যথেষ্ট নয় যে, তুমি (আমীর হিসাবে) দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে পারছ, আর বাকি মুসলিম জনতা বসে আছে (আর তা শুনছে)? আমার জোর নির্দেশ হলো, মিম্বরটি ভেঙে ফেলে দাও।"

(হযরত আমর ইবনে আ'স) (রা)-এর নামে প্রেরিত পত্র)।

কী অনন্যসাধারণ, প্রজ্ঞাপূর্ণ, ইনসাফভিত্তিক নির্দেশ!–মুসলিম জাহানের মহান খলিফার উপযুক্ত নির্দেশই বটে!

এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০০, মূল্য ৬৪ টাকা মাত্র।[১২]

ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং

লেখক ঃ অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৮, মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা।

সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বৈষম্যহীন কল্যাণ-সমাজের ভিত নির্মাণে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব অপরিসীম। সুদমুক্ত, শোষণহীন, সার্বিক অর্থে পরিশুদ্ধ ও কল্যাণময় অর্থ-ব্যবস্থা এবং আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে অবহিত হওয়া তাই প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যক। এই জানার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে আলোচ্য 'ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং' শীর্ষক নাতিদীর্ঘ অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। বইটি রচনা করেছেন এ দেশের প্রখ্যাত আলেম, শিক্ষাবিদ, বহুগ্রন্থের লেখক অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ। ছোট পরিসরে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে নানা জরুরী তথ্য উপস্থাপন করেছেন লেখক। বইটির বিষয়-সূচি এ রকম : ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও রূপরেখা, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও আধুনিক অর্থ ব্যবস্থা, ইসলামী জীবন দর্শনে যাকাতের শর'ঈ গুরুত্ব ও অবদান, ব্যবসা-বাণিজ্যে ইসলামী দৃষ্টিকোণ এবং বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সূচনা ও ক্রমবিকাশ। লেখক একাধারে প্রাজ্ঞ আলেম, অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তথা আধুনিক বিশ্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল। এ কারণে অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতার সাথে ইসলামী ও প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার স্বরূপ উদঘাটন, তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন ও ইসলামী অর্থনীতির কল্যাণকর বৈশিষ্টাবলি প্রতিপাদনে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।[১৩]

ইসলামী অর্থনীতি

লেখক ঃ লেখক মণ্ডলী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৯৬, মূল্য ঃ ৬৯.০০ টাকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দীন বা জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্যই ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা । ইসলাম ধর্মে মানব জীবনে অর্থের প্রয়োজনীয়তা মূখ্য বিবেচিত না হলেও একে অন্যতম প্রধান উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং অর্থ উপার্জন ও এর ব্যয়-ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট আদেশ নিষেধ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

আল-কুরআনে সালাত কায়েমের সাথে সাথে যাকাত আদায়েরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ যাকাত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় মূল নিয়ামক শক্তি এবং যাকাত ব্যবস্থা সম্পদকে পবিত্র করে এবং উৎপাদন খাতে অর্থ বিনিয়োগকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে।

একথা সত্য যে, বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতির উপর প্রকাশনা এখনও সীমিত। এ বাস্তবতা থেকেই অর্থনীতির উপর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হওয়ায় গবেষণা বিভাগ আলোচ্য "ইসলামী অর্থনীতি" শীর্ষক

---

১২. মুস্তাফা মাসুদ, মাসিক অগ্রপথিক, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর/০৬; পৃষ্ঠা-১২৭-১২৮।

১৩. মুস্তাফা মাসুদ, মাসিক অগ্রপথিক, ইফাবা, ঢাকা, মে/০৬; পৃষ্ঠা-১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত গবেষণামূলক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ বইটিতে সংকলিত হয়েছে। এ গ্রন্থে সংকলিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থা; ইসলামী রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থনীতিতে ভোগ-ব্যবস্থার স্বরূপ, ইসলামে অর্থনৈতিক চিন্তাধারা, ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা, ইসলামী অর্থনীতির ইতিহাস, কুরআন সুন্নাহর আলোকে অর্থনৈতিক আচরণ, ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদের উন্নয়ন ও বণ্টন, ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়ন ও উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী, ইসলামী ভূমি ব্যবস্থার মূলনীতি, ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো, মানব কল্যাণে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা, ইসলামী অর্থনীতিতে ওশর ও খারাজ এবং সুদমুক্ত ইসলামী সমাজ ও এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা।

দেশের ও বিদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদগণ প্রণীত এ প্রবন্ধগুলোতে ইসলামী অর্থনীতির স্বরূপ ও নীতিমালা সম্পর্কে গবেষণা ধর্মী ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা রয়েছে। বইটি অধ্যয়নেন সর্বস্তরের পাঠক ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভে সক্ষম হবেন।[১৪]

ইসলামের যাকাত বিধান (প্রথম খণ্ড)

মূল ঃ আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮২, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০০৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫০৪, মূল্য ঃ ১৩০.০০ টাকা।

ইসলামের যাকাত বিধান (দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল ঃ ইউসুফ আল-কারযাভী, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৩, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০০৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭০৯, মূল্য ঃ ১৮০.০০ টাকা।

যাকাত ইসলামী জীবনাদর্শের অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ। যাকাত ফরয বা অবশ্য পালনীয় এ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। সম্পদের যে নির্ধারিত অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করা ফরয করা হয়েছে তা-ই যাকাত। যাকাতের দ্বারা সম্পদ হ্রাস পায় না; বরং বৃদ্ধি পায় ও পবিত্র হয়। যাকাত মানুষের সম্পদ ও মনকে পবিত্র করে, পরিশোধিত করে, সমাজ থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অবিচার অর্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনা দূর করে এবং দেশ ও জাতিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ করে তোলে।

আধুনিক কালের ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিদগ্ধ আলিম আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী যাকাতের উপর ব্যাপক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি যাকাত ব্যবস্থাকে বর্তমানের পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। 'ফিকহুয যাকাত' শীর্ষক আরবী ভাষায় রচিত তাঁর এই অমূল্য গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বের চিন্তাশীল সুধী পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে পূর্নাঙ্গ তা অনুবাদ করে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এর অনুবাদের গুরুদায়িত্ব প্রদান করা হয় প্রখ্যাত লেখক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও সুদক্ষ অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র)-কে। তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিক ও সফলভাবে পালন করেন।

ইসলামের যাকাত বিধান প্রথম খণ্ডে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা হলো ঃ গ্রন্থকারের কথা, আলোচনার পদ্ধতি ও ধরন, প্রাথমিক কথা ঃ যাকাত ও সাদ্‌কার অর্থ, প্রথম অধ্যায় ঃ যাকাত ওয়াজিব ঃ ইসলামে তার স্থান, দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ যাকাত কার উপর ফরয, তৃতীয় অধ্যায় ঃ যেসব ধন মালে যাকাত ফরয হয় তার নিসাব পরিমাণ, (যে সম্পদে যাকাত ফরয হয়, পশু সম্পদের যাকাত, স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত), চতুর্থ অধ্যায় ঃ ব্যবসায়ী সম্পদের যাকাত, পঞ্চম অধ্যায় ঃ কৃষি সম্পদের যাকাত, ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ মধু ও প্রাণী উৎপাদনের যাকাত, সপ্তম অধ্যায় ঃ খনিজ ও সামুদ্রিক সম্পদের যাকাত, অষ্টম অধ্যায় ঃ দালান-কোঠা ও শিল্প-কারখানা প্রভৃতি প্রবৃদ্ধিমূলক প্রতিষ্ঠানের যাকাত, নবম অধ্যায় ঃ স্বাধীন শ্রমের উপার্জনের যাকাত, দশম অধ্যায় ঃ শেয়ার ও বন্ডের যাকাত।

দ্বিতীয় খণ্ডে একাদশ অধ্যায় ঃ যাকাত ব্যয়ের খাত, দ্বাদশ অধ্যায় ঃ যাকাত আদায় করার পন্থা, ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ যাকাতের লক্ষ্য এবং ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে তার প্রভাব, চতুর্দশ অধ্যায় ঃ ফিতরের যাকাত, পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ যাকাত ছাড়া ধনমালে কোন অধিকার কি স্বীকৃতব্য এবং ষষ্ঠদশ অধ্যায়ে ঃ যাকাত ও কর-এর উপর সবিস্তারে আলোচনা করে ২য় খণ্ড সমাপ্ত করা হয়েছে। যাকাতের বিধান সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সকল পাঠকের জন্য গ্রন্থটি খুবই উপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ।[১৫]

---

১৪. লেখক মণ্ডলী, ইসলামী অর্থনীতি, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর ২০০৪ খ্রি.।

১৫. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, ১ম ও ২য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৮।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ৭

ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা

মুসনাদে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)

অনুবাদক ঃ মুহাম্মদ সিরাজুল হক

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ২০০২ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৬৪, মূল্য ঃ ২২৮.০০ টাকা।

বর্তমান বিশ্বে মুসলমান জনসংখ্যা ১৩০ কোটি। এ বিপুলসংখ্যক লোক একই ইসলামে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তারা বহু দল-মত এবং ফেরকায় বিভক্ত, এমনকি আমলের দিক থেকেও তারা আলাদা আলাদা। তবে তাদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক লোক হানাফী মাযহাবভুক্ত।

মুসনাদে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) শীর্ষক বইটি এ ধরনের কথার বিরুদ্ধে শুধু একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদই নয় বরং হাদীস সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান এবং হাদীস চর্চা ও হাদীস সংকলনে তার সাধনার বাস্তব প্রমাণ।

৫৬৪ পৃষ্ঠার এই পুস্তকটিতে ১২টি অধ্যায় এবং বহু অনুচ্ছেদ রয়েছে। এসব অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসগুলো হচ্ছে সবই মানব জীবনের প্রাত্যহিক একান্ত প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড এবং ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে। কাজেই তার রায় যে, নিজস্ব চিন্তা ভাবনা প্রসূত নয় এবং কুরআন, সুন্নাহ ও হাদীসভিত্তিক তা আর নতুন করে ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই। তার সংকলিত মুসনাদের অধ্যায়গুলোর কয়েকটি শিরোনামই এ বিষয়ে ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট। অধ্যায়গুলো হচ্ছে ঈমান অধ্যায়, ইলম অধ্যায়, তাহারাত অধ্যায়, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত অধ্যায়, বিবাহ-তালাক অধ্যায়, হুদুদ, জিহাদ, ক্রয়-বিক্রয়, আদম ও অপরাধ অধ্যায়। সবগুলো অধ্যায়ই মানব জীবনের বাস্তব প্রয়োজনভিত্তিক। কাজেই তার প্রদত্ত ফতোয়া বা রায় সবই কোরআন ও হাদীস মোতাবেক তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ তাদের ইমামের মতানুযায়ী জামায়াতের সঙ্গে ইমামের পিছনে যখন নামায পড়েন তখন তারা ক্বিরআত বা কোন সূরা পড়েন না। মুসলমানদের কোন কোন শ্রেণী তার এই মত পছন্দ করেন না এবং এ মতকে একটু বক্র দৃষ্টিতে দেখেন এবং তারা নিজেরা মোক্তাদী হিসাবে ইমামের পিছনে নামায পড়ার সময় ক্বিরআত পড়েন। ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মত সম্পূর্ণভাবে রাসূলের হাদীসভিত্তিক এবং এটা তার নিজের কোন ব্যক্তিগত মত নয় তার প্রমাণ হচ্ছে নিচের এই হাদীসটি–

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যার (নামাযে) ইমাম থাকবে, ইমামের ক্বিরআতই তার জন্য যথেষ্ট। অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে (ক্বিরআত) পাঠ করে, তখন তিনি তাকে ক্বিরআত পাঠ করতে নিষেধ করেন। অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সা) ইমাম হিসাবে লোকদের নামায পড়ান। তখন তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি ক্বিরআত পাঠ করেন। যখন তিনি নামায শেষ করেন, তখন তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে আমার পিছনে কিরআত পাঠ করেছ? এটা তিনি তিনবার বললেন। তখন এক ব্যক্তি আরজ করল, আমি, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)। তখন তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়বে, এমতাবস্থায় ইমামের ক্বিরআত তার ক্বিরআত হিসাবে গণ্য হবে।

উপরে বর্ণিত নামায সম্পর্কিত হাদীসটির সঙ্গে জামায়াতের নামাযে ক্বিরআত প্রসঙ্গে হযরত ইমাম আবু হানিফার মতের সঙ্গে যেমন কোন বৈপরীত্য নেই, তেমনি হানাফীদের মধ্যে প্রচলিত অন্যান্য বিশ্বাস যেমন ইমান, ইলম, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (র) এর প্রদত্ত রায় এবং সে অনুযায়ী হানাফীদের বিশ্বাস ও আমল যে, সম্পূর্ণভাবে হাদীস ও সুন্নাহভিত্তিক, তা জনাব সিরাজুল হক কর্তৃক অনুদিত 'মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা (র) *গ্রন্থটি একটি প্রামাণ্য* দলিল। তাছাড়া, হাদীস সম্পর্কে যাদের সাধারণ আগ্রহও আছে, তাদের জন্য এ হাদীস গ্রন্থটি দৈনন্দিন জীবনের বহু কাজ সম্পর্কে হাদীসের ভাষা জানতে বিশেষ সহায়ক হবে এবং হানাফী মাযহাবের ভিত্তিস্বরূপ হাদীসগুলো একটিমাত্র বইয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত পেয়ে দারুণভাবে উপকৃত হবেন।[১]

---

১. মোঃ সিরাজ মান্নান, *দৈনিক ইনকিলাব*, শুক্রবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ ২ আশ্বিন ১৪১১।

Dhaka University Institutional Repository

ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন
লেখক ঃ লেখকমণ্ডলী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৯৬, মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা।

ইফাবা-এর গবেষণা বিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত দেশের প্রখ্যাত ইসলামী গবেষক লেখকমণ্ডলী দ্বারা সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় মৌলিকভাবে তথ্যনির্ভর হানাফী ফিকহের ইতিহাস ও দর্শন সম্পর্কীয় যাবতীয় জিজ্ঞাসার সমাধানমূলক এক দুর্লভ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আমার জানা মতে, হানাফী মাযহাব দর্শনের ওপর এত ব্যাপক, তথ্যনির্ভর সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী কোন বই প্রকাশিত হয়নি। বইটিতে হাদীস ও ফিকহের পরিচিতি, কোরআন-হাদীস-ফিকহের পারস্পরিক সম্পর্ক, ফিকহের সূচনা ক্রমবিকাশ, রাসূলুল্লাহ (সা), সাহাবা (রা) ও তাবিঈনদের যুগে ফিকহ, মদিনা, মক্কা, কূফা, বসরা, শাম-মিসর ও ইয়েমেনের ফকিহদের বিবরণ, চার মাযহাবের ইমামসহ অন্যান্য ইমামের বিবরণ, হানাফী ফকিহদের বিবরণ, উসূলে ফিকহের মূলনীতি, হানাফী ফিকহের মূলনীতি, ইজতিহাদ ও তাকলীদের বিবরণ মতভেদের কারণ, ফাতাওয়া, ইসলামী আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর মাযহাব পরিত্যাগকারী ব্যক্তিদের এবং মাযহাব সংক্রান্ত সংশয়বাদীদের সন্দেহ দূর করতে বইটি যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।[২]

ইসলামের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)
মূল ঃ মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী
অনুবাদ ঃ মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৮৩, মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা।

'ইসলামের ইতিহাস' প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও উর্দু-সাহিত্যিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী লিখিত তারিখে ইসলাম গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। গ্রন্থের এ খণ্ডটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন বাংলাদেশের দুইজন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন লেখক ও অনুবাদক মাওলানা আবদুল মতিন জালালাবাদী ও মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউডেশন বাংলাদেশের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ।

কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, আকাইদ, প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদের পাশাপাশি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম এবং আল্লামা ইবনে কাছীরের মতো জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিকের রচিত ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য বহু গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এ ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'তারীখে ইসলাম' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'ইসলামের ইতিহাস' এর দ্বিতীয় খণ্ড। উল্লেখ্য, গ্রন্থটি মোট তিন খণ্ডে বিভক্ত। এর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় এপ্রিল ২০০৩-এ। অনুবাদ করেছেন মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী, মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ও মাওলানা হাসান রহমতী। এবার প্রকাশিত হলো দ্বিতীয় খণ্ড।

সুবিস্তৃত চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত আলোচ্যগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে লেখক ইতিহাসের সংজ্ঞা, ইতিহাস পর্বের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামের ইতিহাস ও সাধারণ ইতিহাস সংক্রান্ত পর্যালোচনার পর আরব দেশ, আরব দেশের অবস্থান, প্রকৃতি ও এর অধিবাসী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্ম থেকে ওফাত পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনাবলী সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে খুলাফায়ে রাশেদার আমল, বিশেষত এ আমলে ইসলাম প্রচার, দেশ বিজয় ও রাজ্য শাসন ইত্যাদি বিষয় নিখুঁত, নির্ভুল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্রন্থের আলোচ্য খণ্ড অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে উমাইয়া বংশের শাসনামল, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আব্বাসী খিলাফত, পঞ্চম অধ্যায়ে মুতাযিদ বিল্লাহ থেকে শুরু করে, মোতাসিম বিল্লাহর সময়কাল, ষষ্ঠ অধ্যায়ে আব্বাসী আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধিত অগ্রগতি এবং স্পেনীয় ও সমকালীন অন্যান্য রাজত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

---

২. মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন খান, *দৈনিক যুগান্তর*, শুক্রবার ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে এ ইতিহাস গ্রন্থ প্রণীত হওয়ায় গ্রন্থখানি একদিকে যেমন নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণ্য হয়েছে, তেমনি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ'র সুদীর্ঘ ও গৌরবোজ্জ্বল ধারাবাহিক ইতিহাস বিধৃত হয়েছে বিধায় গ্রন্থখানি প্রাণবন্ত, অনবদ্যও অনিন্দ্যরূপ পরিগ্রহ করেছে।৩

পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম

মূল ঃ স্যার টমাস আর্ণল্ড ও আলফ্রেড গিল্ফ সম্পাদিত

অনুবাদ ঃ নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০২

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৪৪, মূল্য ঃ ১০৫.০০ টাকা।

সাত শতকে আরব ভূমিতে ইসলামের অভ্যুদয় বিশ্ব ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। তৎকালীন পৃথিবীকে যদি একটি আঁধারের আবৃত প্রান্তরের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে ইসলামকে আখ্যায়িত করা যায় এক দীপ্ত আলোর ঝলক হিসাবে। একথা সবারই জানা যে, ইসলাম একদিকে অন্ধকার যুগের যেমন অবসান ঘটিয়েছিল অন্যদিকে তা সূচিত হয়েছিল আলোকোজ্জ্বল নতুন দিনের। অচিরেই আরব ভূখণ্ডের সীমা ছাড়িয়ে সে আলো ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা বিশ্বে। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনকালেই ইসলামের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়, দীর্ঘ কয়েকশ বছর তা অব্যাহত থাকে। বিশ্বের সকল সভ্যতার ধ্বংসস্তুপের উপর মাথা তুলে দাঁড়ায় ইসলামী সভ্যতা। শিক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলায় সুচিত হয় এক সোনালী অধ্যায়ের। স্পেনের মাধ্যমে ইসলাম সভ্যতা বিস্তার লাভ করে ইউরোপে। অনুন্নত, অন্ধকারাচ্ছন্ন পাশ্চাত্য ইসলামী সভ্যতার আলো মেখে ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচনায় অগ্রসর হয়। পাশ্চাত্যের অন্ধকার দূর করেছিল প্রাচ্য ভুখণ্ডে উদিত ইসলামের জ্যোতি। ইসলামী সভ্যতার সংস্পর্শে না এলে আজকের প্রগ্রসর পাশ্চাত্য আরো কতকাল অশিক্ষা, বিশৃঙ্খল ও বর্বরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকত, তা বলা মুশকিল। দুঃখের বিষয়, কালের আবর্তে ইতিহাসের গতি পাল্টে গেছে। ইসলামী সভ্যতার গর্ব ও গৌরব একালে বিপুলাংশে ম্লান। পক্ষান্তরে অহংকার ও ঔদ্ধত্যে নিজের বিকাশলগ্নে ইসলামের কাছে ঋণের কথা আজ প্রায় বিস্মৃত হয়েছে পাশ্চাত্য। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছে যে, ইসলামী সভ্যতার কাছে ঋণ স্বীকার তো নয়ই, বরং তাকে উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধার মাধ্যমে এক পাশে সরিয়ে রাখতেই পাশ্চাত্য আজ যেন সচেষ্ট। তবে সাধারণ এ মানসিকতার বাইরে জ্ঞান ও মননশীলতার যে নিভৃত একটি জগত রয়েছে, সে জগতের সীমিত সংখ্যক মানুষের কাছে ইতিহাস ও ইতিহাসের সত্যটি নির্দ্বিধায় স্বীকৃত। আর তারাই সকল প্রতিকূলতা ও বাধাকে অতিক্রম করে রচনা করেন সত্যের জয়গান। এরই প্রমাণ 'দি লিগাসি অব ইসলাম' গ্রন্থটি। এটি ইংরেজী ভাষায় বিভিন্ন ইতিহাসবিদ ও বিশেষজ্ঞের রচিত মোট ১৩টি প্রবন্ধের একটি সংকলন গ্রন্থ। আর এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন প্রখ্যাত প্রাচ্য ইতিহাসবিদ স্যার টমাস আর্নল্ড ও আলফ্রেড গিল্ম। অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলো হচ্ছে ঃ স্পেন ও পর্তুগাল- জেবি ট্রেন্ড, ক্রুসেড–স্যার আর্নেস্ট বার্কঅর, ভূগোল ও বাণিজ্য– জেএইচ ক্রেমার্স, ইসলামী লঘু শিল্পকলা এবং ইউরোপীয় শিল্পকর্মে তার প্রভাব– এএইচ ক্রিস্টি, ইসলামী শিল্পকলা এবং ইউরোপের চিত্রকলার ওপর এর প্রভাব–স্যার টমাস আর্নল্ড, স্থাপত্য শিল্প– এমএস ব্রিগস, সাহিত্য–এইচ এ আর গিব্, আধ্যাত্মিকতা– আরএ নিকলসন, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব– আলফ্রেড গিল্ম, আইন ও সমাজ– ডেভিড ডি স্যান্টিলানা, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা-ম্যাকস মেয়ারহফ, সঙ্গীত– এইচজি ফার্মার এবং জ্যোতিবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র–কারাডি ভক্স। দি লিগ্যাসি অব ইসলাম গ্রন্থটি বাংলায় 'পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম' নামে অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী। মূল লেখকদের প্রত্যেকেই পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁদের রচনায়ও সে পাণ্ডিত্যের ছাপ স্পষ্ট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ভাষাও গুরুভার। তবে মরহুম নুরুল ইসলাম পাটোয়ারীর অনুবাদ স্বাচ্ছন্দ্য, গতিশীল। ফলে, মূল বিষয়ের সাথে সহজেই আগ্রহী ও মননশীল পাঠকের হৃদয়ের একটি যোগসূত্র সত্বর তৈরী হয়ে যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার চরম উৎকর্ষের এই দিনে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে প্রকৃতই জানতে চান, তাদের জন্য এ গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান ও সহায়ক হিসাবে বিবেচিত হবে। ইসলামী সভ্যতা একদিন পাশ্চাত্য সভ্যতার ভবিষ্যত বিকাশ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং আজও পাশ্চাত্য সভ্যতার ইসলামী প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয়নি, এ গ্রন্থ সে বিষয়টি আমাদের কাছে নতুন করে তুলে ধরেছে। এ গ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের মোট ৯২টি

৩. মনজুরুল করীম চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম;* ঢাকা ঃ শুক্রবার ১৫ মাঘ ১৪১১; ২৮ জানুয়ারী, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র রয়েছে যা একালে সাধারণ পাঠকের জন্য এক বিরাট প্রাপ্তি হিসাবে বিবেচিত হবে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম আগ্রহী পাঠকের জন্য একটি অত্যাবশ্যক সংগ্রহ যোগ্য মূল্যবান গ্রন্থই শুধু নয়, এ গ্রন্থটি আমাদের হীনমন্যতা দূর ও জ্ঞানের পরিধির বিস্তার ঘটাতেও বিপুলভাবে সহায়ক হবে।[৪]

বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান
সম্পাদক ঃ শেখ তোফাজ্জল হোসেন
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০৩
পৃষ্ঠ সংখ্যা ঃ ২৯৫, মূল্য ঃ ৬২.০০ টাকা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাস সৃষ্টির পেছনে রয়েছে আরেক সুদীর্ঘ ইতিকথা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজকের অবস্থানে এসেছে। ইতিহাসের নানা পর্যায়ে বাংলা ভাষার উপর আঘাত এসেছে। বাংলাভাষী মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে সেসব আঘাত প্রতিহত করেছে। তাই বাংলা ভাষার ইতিহাস আলোচনায় এ বিষয়ের উপর আলোকপাত অত্যন্ত জরুরী।

বাংলা ভাষার উপর প্রথম আঘাতটি আসে সেন আমলে। একাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে আগত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী আচারনিষ্ঠ গোঁড়া হিন্দু সেন রাজারা রাজকার্যে সংস্কৃত ভাষা প্রবর্তনপূর্বক লোকভাষায় শাস্ত্রলোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বিধান দেন যে, 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতা নিচ, ভাষায়ং মানবঃ শ্রুত্বা বৌরবং নরকং ব্রজেৎ। অর্থাৎ, 'অষ্টাদশ পুরাণ, রামচরিত প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র লোকভাষায় আলোচনা ও শ্রবণ করলে রৌরব নরকে যেতে হবে।' ফলে শৈশবেই বাংলা ভাষার উপর হামলা আসে। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে সেন রাজাদের এ প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বাংলাদেশে মুসলিম আগমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির দুয়ার খুলে দেয়। শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেনের ভাষায় ঃ ব'বাঙ্গালা ভাষা মুসলমান প্রভাবের পূর্বে অতীব অনাদর ও উপেক্ষায় বঙ্গীয় চাষার গানে কথঞ্চিত আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। –ইতরের ভাষা বলিয়া বঙ্গভাষাকে পণ্ডিতমণ্ডলী দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন, হাড়ি-ডোমের স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দূরে থাকেন বাঙ্গালা ভাষা তেমনই সুধী সমাজের অপাংক্তেয় ছিল– তেমনি ঘৃণা, অনাদর ও উপেক্ষার পাত্র ছিল। – কিন্তু হীরা কয়লার খনির মধ্যে থাকিয়া যেমন জহুরীর আগমনের প্রতীক্ষা করে, শুক্তির ভিতরে মুক্তা লুকাইয়া থাকিয়া যেরূপ ডুবুরীর অপেক্ষা করিয়া থাকে, বঙ্গভাষা তেমনই কোন শুভদিন, শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুসলমান বিজয় বাঙ্গালা ভাষার সেই শুভদিন, শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন করি।

– বঙ্গভাষা অবশ্য বহু পূর্ব হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল, বুদ্ধদেবের সময়ও ইহা ছিল,

– কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যকে একরূপ মুসলমানের সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

অতএব এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও বিকাশে মুসলিম অবদান আজ ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। সুচিহ্নিত এ অবদানকে আজকের পাঠকদের সামনে উন্মোচন করার উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা বিভাগ থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান' শীর্ষক এক অনবদ্য গ্রন্থ। বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট, কবি ও আবৃত্তিকার শেখ তোফাজ্জল হোসেন সম্পাদিত ২৯৫ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে ১৮টি সুলিখিত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

প্রবন্ধগুলো হচ্ছে ঃ (১) ভাষা আন্দোলন ও বাঙলা কলেজ/প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম ; (২) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আমাদের অবদান/কাজী দীন মুহম্মদ ; (৩) মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মুসলিম মহিলা কবি রহীমু-ন-নিসা/আসকার ইবনে শাইখ; (৪) বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মুসলমান / অধ্যাপক আবদুল গফুর; (৫) বাংলা ভাষার জন্য মুসলিম শাসনামলে / সৈয়দ আশরাফ আলী ; (৬) ইসলামী ভাবপুষ্ট বাংলা ভাষার কবি-সাহিত্যিক/শাহাবুদ্দীন আহমদ; (৭) মুসলমানরাই বাংলা ভাষার আদি ওয়ালেদ /ড. এস. এম. লুৎফর রহমান; (৮) বাঙালি মুসলমানের বাংলা ভাষা চর্চা/ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী; (৯) বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান/অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান; (১০) দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে বাংলা ভাষার প্রচলন/নুরন্নবী খান; (১১) বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান/ অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম; (১২) ভাষা আন্দোলনের তিন অধ্যায়/মোহাম্মদ আবদুল মান্নান; (১৩) বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান/ আবদুল মুকীত চৌধুরী; (১৪) প্রসঙ্গ – বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমান / হোসেন মাহমুদ; (১৫) বাংলা কবিতায় রসূল প্রশস্তি/মুকুল চৌধুরী; (১৬) বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক সম্মান / আসাদ বিন হাফিজ; (১৭) বাংলা ভাষার আন্দোলন/ মোশাররফ হোসেন খান; এবং (১৮) ভাষা

---

৪. হোসেন মাহমুদ, *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা ঃ শুক্রবার ১২ পৌষ ১৪১০, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন ও তমুদ্দুন মজলিস/মাহমুদ বিন কাসিম। বর্ণিত ১৮টি প্রবন্ধে বাংলা ভাষার ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় বিস্তৃতভাবে উঠে এসেছে। বিধৃত হয়েছে বাংলা ভাষার বিকাশ-পর্ব, ঘাত-প্রতিঘাতের নানা পর্যায়, সমৃদ্ধি ও শোভনের সোনালী অধ্যায়, সর্বশেষ আঘাত প্রতিহত করার সংগ্রামীপর্ব। প্রবন্ধসমূহে বিশ্লেষিত এসব ঐতিহাসিক তথ্যাদি আমাদের আমাদের আত্মপরিচয়কে যেমন উন্মোচন করেছে, তেমনি আমাদের পূর্বসূরীদের অবদান স্মরণ করে তাঁদের প্রতি ঋণ স্বীকারে কৃতজ্ঞ হওয়ারও সুযোগ করে দিয়েছে। তাছাড়া, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পথ-প্রদর্শনের জন্যও এ ইতিহাস বার বার আলোচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষা আজ আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত, সমাদৃত। বাংলাদেশের মহান শহীদ দিবস, আজ বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এ পটভূমিতে এ ভাষার কীর্তিচিহ্নের উন্মোচন করা খুবই জরুরী ছিল।[৫]

আশরাফুল জওয়াব (প্রথম খণ্ড)

লেখক ঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)
অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবু আশরাফ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩১০, মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা।

উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, খ্যাতিমান লেখক ও পণ্ডিত, আধ্যাত্মিক সাধক, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এ অঞ্চলের মুসলিম জনসাধারণের কাছে অতি পরিচিত নাম। দ্বীন ইসলামের আচার ও প্রসারের লক্ষ্যে দ্বীনী শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান যেমন অপরিসীম, লেখনীর মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের প্রচারের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান তেমনি অসামান্য। তার গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাফসীরে বায়ানুল কুরআন, বেহেশতী যেওর, হায়াতুল মুসলিমীন, ফতওয়ায়ে ইমদাদিয়া, ইসলাহুল মুসলিমীন, আশরাফুল জওয়াব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উপমহাদেশের দ্বীন পিয়াসী মুসলিম জনসাধারণের কাছে এ গ্রন্থগুলো খুবই জনপ্রিয়। তাঁর অনন্য সাধারণ এসব গ্রন্থের মধ্যে 'আশরাফুল জওয়াব' পৃথক মর্যাদায় ভূষিত।

এ গ্রন্থে ইসলাম সম্পর্কিত নানা যুগ জিজ্ঞাসার জবাব বিধৃত হয়েছে। স্রষ্টা, সৃষ্টিতত্ত্ব, আল-কুরআন, ঈমান, রিসালাত, আখেরাত, মিরাজ, কোরবানি, খুলাফায়ে রাশেদীন তথা ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয় ও ইসলামের ইতিহাসের নানা ঘটনাবলী সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন মানুষের মনে উদিত হয়, সে সবের অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য জবাব এ গ্রন্থে রয়েছে।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। এ যুগের মানুষ যুক্তির আলোকে সকল প্রশ্নের জবাব চায়। যুক্তিপ্রবণ মানুষের এ দাবী পূরণে 'আশরাফুল জওয়াব' গ্রন্থটি একটি অনবদ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রথম খণ্ডটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালের মে মাসে। সম্প্রতি এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

এ মূল্যবান গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট অনুবাদক হাফিজ মাওলানা আবু আশরাফ। এ গ্রন্থ পাঠে বাংলাভাষী মুসলমান তাদের মনে উদিত নানা প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন। ফলে সন্দেহ ও বিভ্রান্তির অবাঞ্ছিত প্রবাহ থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম হবেন।[৬]

বাংলাদেশে ইসলাম

লেখক ঃ আবদুল মান্নান তালিব
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০২ (৩য় সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৬৪, মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা

'বাংলাদেশে ইসলাম' প্রখ্যাত গবেষক-সাহিত্যিক ইসলামী চিন্তাবিদ আব্দুল মান্নান তালিব লিখিত এক প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা বিভাগ। এটি গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে। ইতিপূর্বে এর দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়।

---

৫. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক ইনকিলাব* ; ঢাকা ঃ শুক্রবার ৫ পৌষ ১৪১০, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৩।
৬. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক ইনকিলাব,* ঢাকা বৃহস্পতিবার ৪ পৌষ ১৪১০, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেরও রয়েছে অতি প্রাচীন ও বর্ণাঢ্য ইতিহাস। বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত পার্থক্য থাকলেও এ বিষয়ে সকল ঐতিহাসিক একমত যে, এ দেশের ইতিহাস বিবর্তনের ইতিহাস। বিভিন্ন বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তি এদেশে দখলদার হয়ে এসেছে। ধর্মীয় আবরণের পুরোহিততন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এদেশের নিরীহ-সাধারণ মানুষকে শাসন ও শোষণ করেছে। ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী এ দেশের মানুষ সুশাসন থেকে বঞ্চিত থেকেছে। খ্রিস্টীয় এগারো শতক পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস এভাবেই আবর্তিত হয়েছে। এ পটভূমিতে বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ছিল এ দেশের শোষিত-বঞ্চিত-অবহেলিত মানুষের জন্য বিশেষ রহমতস্বরূপ।

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন মুসলিম বিজেতাদের মাধ্যমে শুরু হয়নি। ব্যবসায়ী, সুফী, দরবেশ, ইসলাম প্রচারকগণ সর্বপ্রথম ইসলামের সুমহান আদর্শকে এদেশে নিয়ে আসেন খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে। আর এদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে ১২০১ মতান্তরে ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে। ইসলাম প্রচারকগণের মাধ্যমে ইসলামের মানবিক ও সাম্যের বাণী এ দেশবাসীর জীবনে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। তাদের জীবনে মুক্তি ও সৌভাগ্যের 'পরশ পাথর' হয়ে দেখা দেয়। তারা তৌহিদের অমীয় বাণীতে নিজেদের স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করে। ইসলামের আলোয় আলোকিত একটি সংঘবদ্ধ জনপদ এ ধারাবাহিকতায় আজকের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের ইতিহাস নির্মাণে 'ইসলাম' অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। ইসলাম এদেশের জনগণের শুধু ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটায়নি, জাতি হিসাবে স্বতন্ত্র সত্ত্বাও যোগ করেছে। তাই বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনায় 'ইসলাম' প্রসঙ্গটি খুবই প্রাসঙ্গিক। আর এ প্রাসঙ্গিক ও জরুরি বিষয়টি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও অনুসন্ধানী ভাষায় গ্রন্থপৃষ্ঠায় তুলে এনেছেন বিশিষ্ট গবেষক-সাহিত্যিক জনাব আবদুল মান্নান তালিব।

গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশের পরই সুধী মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। বিপুল প্রশংসাধন্য এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশ তারই বহিঃপ্রকাশ।

গ্রন্থটিকে মোট ৯টি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। অধ্যায়সমূহ হচ্ছে ঃ (১) পূর্বকথা (২) প্রাচীন বাংলা (৩) প্রাক ইসলাম যুগ (৪) ইসলামের প্রচার ও প্রসার (৫) ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায় (৬) ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রাজশক্তির ভূমিকা–১ (৭) ইসলাম প্রচারের তৃতীয় পর্যায় (৮) ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রাজশক্তির ভূমিকা–২ এবং (৯) সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা। গ্রন্থের শেষাংশে একটি গ্রন্থপঞ্জিও সংযোজিত হয়েছে।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত উপরোল্লিখিত ৮টি অধ্যায়ে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের সুদীর্ঘকালের প্রামাণ্য ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও তথ্যপূর্ণ ভাষায় বিধৃত হয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাস এর আগেও রচিত হয়েছে। তাহলে এ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা কি? এর সহজ জবাব, বিভিন্ন ইতিহাসবিদ-ঐতিহাসিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস রচনা করেন। তবে এ প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। লেখকের ভাষায় "ইসলামের ইতিহাস আর মুসলমানদের ইতিহাস আসলে এক কথা নয়। মুসলমানদের একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস থাকতে পারে। সেটা ঠিক ইসলামের ইতিহাস নয়। ইসলাম একটি দেশের ও একটি জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কি প্রভাব বিস্তার করেছে, তাদের জীবনধারাকে কতদূর আল্লাহর আনুগত্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে এবং দেশের অন্যান্য মতবাদ, আদর্শ ও ধর্মের সাথে তার সংঘাত কোন পর্যায়ে চলেছে– এ সবের বিবরণই ইসলামের ইতিহাস।" (ভূমিকা, পৃষ্ঠা-৫)

এ বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এ গ্রন্থ রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, লেখক সম্পূর্ণ পৃথক ও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের ইতিহাসকে পুনর্গঠন করেছেন এবং এটিই হচ্ছে এ গ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য।

পরিশেষে বলতে হয়, বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীন আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় ইসলামের যে অসামান্য অবদান রয়েছে, এ অবদানকে যুব সমাজের সামনে তুলে ধরে নানামুখী অনুপ্রবেশ সম্পর্কে সচেতন করতে এ গ্রন্থ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। আজও যারা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে এক অভিন্ন বাঙালী সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে তোলার বিনাশী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের এ প্রয়াস যে এ দেশের ইতিহাসে নতুন কোন বিষয় নয়, সে সম্পর্কেও পাঠক অবহিত হতে পারবেন। তাই নানা দিক থেকে এ গ্রন্থ শিকড়সন্ধানী ও সত্যঅনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য এক অপরিহার্য-অবশ্য পাঠ্যগ্রন্থ।[৭]

---

৭. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা ঃ শুক্রবার, ২১শে অগ্রহায়ণ ১৪১০ ; ৫ ডিসেম্বর ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলন ঃ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ

লেখক ঃ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৯৮, মূল্য ঃ ৩০.০০ টাকা।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে তৎকালীন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে অপসারণের মাধ্যমে প্রকারান্তরে যে কাজটি করে তা হলো উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের অবসান। এতে তারা যেমন নতুন একটি দেশে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হয়, তেমনি দীর্ঘকাল মুসলিম শাসনে থাকার গ্লানি থেকে হিন্দু সম্প্রদায়কে মুক্তি দেয়। পরিণতিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের অগ্রসর, বিত্তশালী ও সুবিধাভোগী শ্রেণীটির সমর্থন লাভে তারা সক্ষম হয় যা উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের বিস্তার ও প্রায় পৌনে দু'শ বছর তা টিকিয়ে রাখে। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, উড়ে এসে জুড়ে বসা ইংরেজদের দখলদারিত্ব এ দেশের তৎকালীন জনগণের একটি বিরাট অংশই মেনে নিতে পারেনি। তাই দেখা যায়, সময়ে সময়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোথাও না কোথাও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে, লড়াই চলেছে, ব্যাপক রক্তক্ষয় হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আঠারো শতকে ফকীর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, উনিশ শতকে সাঁওতাল বিদ্রোহ, তিতুমীরের লড়াই ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো ১৮৫৭ সলের আযাদী আন্দোলন, যাকে ইংরেজরা ও তাদের অনুগত ইতিহাসকাররা সিপাহী বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেছে। মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম তার ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলনঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক গ্রন্থে ১৮৫৭ সালে বাংলাদেশে সিফাহীদের তৎপরতা, সাধারণ জনগণ ও জমিদারদের ভূমিকা সম্পর্কে এই প্রথমবারের মতো সুস্পষ্ট আলোকপাতের চেষ্টা করেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মহাবিদ্রোহের সময় বাংলায় মুসলিম জমিদারের ভূমিকা ছিল স্বাধীনতার পক্ষে। এ প্রসঙ্গে তিনি টাঙ্গাইল, সিলেট, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে জমিদার ও জনগণের সমর্থনের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এও বলেছেন, তৎকালীন বাংলায় একমাত্র ঢাকার নবাব খাজা আবদুল গনি ছাড়া আর কোন মুসলমান জমিদার ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের সহযোগিতা করেননি। লেখক এ গ্রন্থের ৭৯-৮০ পৃষ্ঠার ইংরেজদের সমর্থক ও সক্রিয় সহায়তাদানকারী ৩২ জন জমিদারের নামের একটি তালিকা দিয়েছেন, যা পাঠকদের কৌতুহল মেটাতে সহায়ক হবে।

১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলন নিয়ে এ যাবৎ বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বাংলাদেশে ও বেশকিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে এসব গ্রন্থের কোনটাতেই আযাদী আন্দোলনে তৎকালীন বাংলার ভূমিকা তেমন গুরুত্ব পায়নি। মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের এ ক্ষুদ্র গ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়াস বলে বিবেচিত হবে।[৮]

মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা

লেখক ঃ আসকার ইবনে শাইখ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারি ২০০৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৩৬, মূল্য ঃ ৮৫.০০ টাকা।

বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও নাট্যকার ড. আসকার ইবনে শাইখ রচিত 'মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা' শীর্ষক গ্রন্থটি একটি ইতিহাস গ্রন্থ; বাংলার মুসলিম আমলের ইতিহাস। সাড়ে পাঁচ শতাধিক বছরের শাসন-কথা সম্বলিত এ গ্রন্থটিকে ঠিক ইতিহাস না বলে এনসাইক্লোপেডিয়া ধরনের এক ঐতিহাসিক জ্ঞানকোষ বা ঐতিহাসিক অভিধান বলাই যথার্থ হবে।

গ্রন্থে ১২০৩/৪ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৭৬৫ সাল এবং তারপরেও মুর্শিদাবাদ নাজিমী আমল (১৭৬৫-১৮৫৪ সাল)-এর শাসনকর্তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী রয়েছে। তদুপরি বিস্তৃতভাবে রয়েছে প্রথম অধ্যায়ে 'বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পটভূমি ও পূর্ব কথা' এবং শেষ দুই অধ্যায়ে 'সুফী-দরবেশদের বাংলা' এবং পরিশিষ্ট। গ্রন্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ গ্রন্থকার অতি সংক্ষেপে হলেও প্রতি অধ্যায়ে বাংলার তদানীন্তন প্রচলিত ভাষাভিত্তিক সামাজিক অবস্থার রূপরেখা তুলে ধরেছেন।

---

৮. হোসেন মাহমুদ, *দৈনিক ইনকিলাব ;* ঢাকা ঃ শুক্রবার ৩০ কার্তিক ১৪১০, ১৪ নভেম্বর ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, গ্রন্থটি মোট পনেরটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। অধ্যায়সমূহ হচ্ছে ঃ (১) বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পটভূমি ও পূর্ব কথা; (২) বাংলায় লক্ষ্মৌতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল (১২০৩-১২২৭); (৩) বাংলার লক্ষ্মৌতি রাজ্যের বিস্তৃতিকাল (১২২৭-১৩৩৭) ; (৪) স্বাধীন বাঙ্গালা ; (৫) ব্রাহ্মণ্য পুনরুত্থান-প্রয়াসকাল (১৪১২-১৪২৮); (৬) আবার সালাতানাত আমল (১৪১৮-১৪৩৫/৩৬-১৪৮৭); (৭) পরবর্তী ইলিয়াস শাহী আমল (১৪৩৫/৩৬-১৪৮৭); (৮) আবিসিনীয় শাসন আমল (১৪৮৭-১৪৯৩); (৯) হোসেন শাহী আমল (১৪৯৩-১৫৩৮); (১০) আফগান শাসন আমল (১৫৩৯-১৫৭৫); (১১) মুগল সাম্রাজ্যের অধীনে সূবে বাঙ্গালা (১৫৭৬-১৭১৭); (১২) মুর্শিদাবাদ নিয়াবত আমল (১৭১৭-১৭৬৫); (১৩) মুর্শিদাবাদ নাজিমী আমল (১৭৬৫-১৮৫৪); (১৪) সুফী দরবেশদের বাংলা; এবং (১৫) পরিশিষ্ট; প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি উপ-অধ্যায়েও বিভক্ত করা হয়েছে। তবুও কোন জনপদের প্রকৃত ইতিহাস তার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর সামাজিক অবস্থারও বিধৃতি ধারণ করে থাকে; তাই 'মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা' গ্রন্থটিকে প্রকৃত ইতিহাসের দাবীদার হতে হলে এর 'অতি সংক্ষেপিতকরণ'কে আরো বিস্তৃত করা প্রয়োজন ছিল বলে আমরা মনে করি। উল্লেখ্য, ইতিহাসের ছাত্রদের জন্য বিশেষভাবে, লিখিত না হয়ে যেহেতু সর্বসাধারণের জন্য সুখপাঠ্যরূপে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। এবং একটা বিশাল কালের কথা খুবই অল্পেতে এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে, তাই অতি সংক্ষেপিতকরণের' ফলে 'অল্পেতে' 'সমগ্র'কে অনুধাবন করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। এর প্রতিকার করতেই এ সময়ে এ ধরনের গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অপ্রতুল। এরই জন্য পরবর্তী সংস্করণে উপরিল্লিখিত অনেক স্থনেই বেশ কিছুটা 'বিস্তৃতিকরণ বিশেষ করে 'তদানীন্তন প্রচলিত ভাষা' ভিত্তিক সামাজিক অবস্থার বিস্তৃতিকরণ অবশ্যই কাম্য।

এ প্রসঙ্গে বাংলার প্রকৃত 'ইতিহাসের কথা' উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের এই উপমহাদেশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কাল থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিমদের ভাগ্য বিবর্তনের প্রকৃত-কথা যতটুকু পাঠকদের জ্ঞানে-মনে ঠাঁই করে নিয়েছে, তা কি সহজ-সরলভাবে গ্রন্থায়িত হয়েছে? এর এক কথায় জবাব– না, হয়নি। বরং 'ভারতীয় ?-এর কথামালাই সাধারণ ইতিহাসে আজও সমুপস্থিত। আজও মিথ্যার আবরণে অনেক সত্যই আবৃত হয়ে আছে।

এ প্রসঙ্গে বিগত ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৪ তারিখে কলকাতার দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার গৌতম রায় লিখিত একটি নিবন্ধের উদ্ধৃতি খুবই প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে উদ্ধৃত করছি। গৌতম রায় লিখেছেন, "সম্প্রতি ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী অধিবেশনের মঞ্চ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, দূরদর্শনে প্রচারিত সিরিয়াল 'বাহাদুর শাহ জাফর'-এ ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক বিকৃত ঘটানো হচ্ছে। শুধু দূরদর্শন বা আকাশবাণীর মতো গণমাধ্যম নয়, স্কুলকলেজে পাঠ্য ইতিহাসের বইগুলিও সাম্প্রদায়িকতা দোষে সমান দুষ্ট। আজ দেশের সর্বত্র ধনীর মৌলবাদের যে পুনরুজ্জীবন অনাস্থা, বিদ্বেষ ও হানাহানিতে নিয়ত বিস্ফোরিত, তার মূলে কিন্তু রয়েগেছে ওই সব পাঠ্যবই থেকে আহরিত বর্তমান প্রজন্মের অমার্জিত ইতিহাস চেতনা। এই সব কিতাবে ছাত্রছাত্রীরা এতকাল যা পড়ে এসেছে এবং এখনও পড়ে চলেছে, তাতে প্রকারান্তরে ভারতের যাবতীয় গৌরবের অংশীদারী দেওয়া হয়েছে হিন্দুদের, আর সব রকম দুর্ভাগা, তমসা ও ধ্বংসের দায়ভাগ চাপানো হয়েছে মুসলিমদের ঘাড়ে দেশের ইতিহাস সম্পর্কে এ রকম একপেশে ধরণা নিয়ে যা কর্মজগতে প্রবেশ করছে, প্রশাসনের কর্ণধার বা আইনসভার জনপ্রতিনিধি হয়ে তারা যে সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে অবিশ্বাস ও সন্দেহ পুষে রেখেই আগাগোড়া কাজ করে যাবে, ক্ষেত্রবিশেষে পক্ষপাতপূর্ণ ও বৈষম্যমূলক আচরণ করে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী?"

উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না– 'মুসলিম আমলে বাংলার শাসকর্তা' গ্রন্থে মূলতঃ এই 'অসত্য'কে আঘাত করে প্রকৃত সত্যের উন্মোচন ঘটানো হয়েছে।[৯]

ইসলামের ইতিহাস দর্শন

লেখক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র)

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৩

মূল্য ঃ ১৩০ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৬৩।

'ইসলামের ইতিহাস দর্শন' প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, গবেষক, অনুবাদক ও আলেমে দ্বীন মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র)-এর লেখা সুবৃহৎ গবেষণা গ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর গবেষণা বিভাগ। গ্রন্থটি এ বিভাগের আওতায় গৃহীত 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ'র ইতিহাস'-শীর্ষক একটি গবেষণা

৯. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক ইনকিলাব ;* ঢাকা শুক্রবার ৯ কার্তিক ১৪১০, ২৪ অক্টোবর ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ১৩টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত (প্রতিটি অধ্যায়ে একাধিক পরিচ্ছেদ) এ গ্রন্থে ইসলামের আলোকে ইতিহাসে উদ্দেশ্যে, লক্ষ্য, গতি-প্রকৃতির উপর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশকের ভাষায়, "আলোচনার ব্যাপ্রদেশে "সংগত কারণে তিনি (লেখক) পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দার্শনিক, ইতিহাসবিদগণের উপস্থাপিত ইতিহাস সম্পর্কিত চিন্তাধারা মতবাদের উপর জ্ঞানগর্ভ আলোকপাত করেছেন এবং তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ করেছেন তা চিহ্নিত করে আল-কুরআনের আলোকে তার সমাধান উপস্থাপন করেছেন।

এ প্রসঙ্গে গ্রন্থের শুরুতে সংযোজিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর 'মহাপরিচালকের কথা'ও প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায়, "ইতিহাস জীবন ও জগতের অতীত দর্পণ। ইতিহাসের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষের জীবন কেমন ছিল, কিভাবে মানবজাতির উত্থান-পতন ঘটে, কিভাবে তাদের সূচনা হয়েছিল, মানুষ ও সৃষ্টি জগত সম্পর্কিত এসব বিষয়ের বিশ্লেষণে বহু ঐতিহাসিক অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়েছেন। ফলে এমন কিছু ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে যার অধিকাংশই অনুমানভিত্তিক। কিন্তু ইসলামে অনুমানভিত্তিক তথ্য ও তত্ত্বের গুরুত্ব নেই। পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আসমানী আধার। আল-কুরআনে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও অধ্যয়নের আহবান জানানো হয়েছে।"

কেন এবং কি উদ্দেশ্যে কুরআনের এ আহবান তা-ই আলোচ্য গ্রন্থের মূল বক্তব্য। আর এ বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণের জন্যই লেখকের এ কঠোর ও শ্রমসাধ্য প্রয়াস। গ্রন্থের সুবৃহৎ পরিসরের দিকে তাকালে একনজরেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব। লেখক তাঁর বিশ্লেষণ আলোচনায় পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ইতিহাস ব্যাখ্যার পদ্ধতি ও তাঁদের দার্শনিক বিশ্লেষণও তুলে ধরেছেন এবং পাশাপাশি তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও চিহ্নিত করেছেন।

লেখকের কাছে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের সূচনা হযরত আদম (আঃ) থেকে নয় বরং তাঁর ভাষায় ঃ "বস্তুত মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস সূচিত হয়েছে সেই অবস্থা থেকে, যখন অস্তিত্বের জগতে একমাত্র মহান আল্লাহই ছিলেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।"

মূলত এ গ্রন্থে 'ইসলামের ইতিহাস' নয় বরং 'ইসলামের ইতিহাস দর্শন' তথা মহজগতের সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে মানবজাতির ইতিহাসকে অবিচ্ছেদ্য করে এ কথাই প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তার দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ'র প্রতিনিধিত্ব করা। আর এ উদ্দেশ্যেই আল-কুরআন মানবজাতির জন্য ইতিহাস থেকে বারবার উদাহরণ তুলে ধরেছে এ জন্যে যে, "মানুষ ইসলাম নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে গতিশীল হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে নিজের সত্তাকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে অতীতের শত শত জনগোষ্ঠী, সমাজ ও জাতি কর্তৃক অবলম্বিত বিপর্যয় ও খারাপ পথ অনুসরণ-এর পরিণতি থেকে নিজেদেরকে পুরামাত্রায় রক্ষা করবে।"[১০]

স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব

লেখক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম,

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন, ২০০৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৭২, মূল্য ঃ ১৩০.০০ টাকা।

স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইবাদী ও চিন্তাবিদ আলেমে দীন, পণ্ডিত লেখক ও গবেষক মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম রচিত একটি অসাধারণ গবেষণা গ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রকাশক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর গবেষণা বিভাগ। 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' প্রকল্পের আওতায় প্রণীত এ সুবিশাল গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অবরোহী পদ্ধতিতে লেখক মহাবিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টিতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এই বিশ্বলোকের একজন সৃষ্টিকর্তার অনিবার্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। লেখক এ গ্রন্থে মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিশ্বের সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তথ্য-উপাত্তকে আল-কুরআন ও আল-হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য.বিধান করে আধুনিক গবেষণা পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছেন। যা ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় করা হয়নি। এদিক থেকে অসাধারণ ও মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ।

মহাবিশ্বে সৃষ্টিতত্ত্ব চিরকালই মানুষের কাছে অনুসন্ধিৎসার বিষয়। আবহমানকাল থেকে মানুষ সৃষ্টির অপার রহস্য অনুসন্ধান ব্রতী হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অনুধাবনেও প্রয়াসী হয়েছে। মানুষের এই নিরন্তন প্রয়াস হিসাবে

---

১০. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা শুক্রবার, ২৯ শে ফাল্গুন ১৪১০, ১২ মার্চ ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা আজও অব্যাহত। কিন্তু মানুষের পক্ষে আজও এই অপার রহস্য ভেদ করা সম্ভব হয়নি। অথচ যিনি পরম অলৌকিকতা ও অপরিসীম রহস্যালঙ্কারসহ এ ভারসাম্যপূর্ণ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তাঁর সৃষ্টির বহু তত্ত্ব ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ পাকের ঘোষণা ঃ "তোমরা কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী? তিনি সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে। আর সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে। তিনি তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মৃত্তিকা থেকে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তাতেই প্রত্যাবৃত্ত করবেন এবং পরে পুনরুত্থিত করবেন। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পার প্রশস্ত পথে।" (সূরা নূহ ঃ ১৫-২০)

অথচ কিছুসংখ্যক একচক্ষু মানুষ ওহীলব্ধ জ্ঞানীকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বিজ্ঞান নির্ভর জ্ঞানের ভিত্তিকে সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন ব্রতী হওয়ায় বারবার বিভ্রান্ত হচ্ছে।

মানুষ ওহীলব্ধ জ্ঞানের সমন্বয়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কারক বিশ্লেষণ করলে এ বিভ্রান্তি থেকে যেমন বেঁচে যায়, তেমনি স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাঁর মহানত্ব, তাঁর শক্তি ও কুদরত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়। আলোচ্য গ্রন্থে এ মহৎ কাজটি খুবই অভিনিবেশ সহকারে সম্পাদন করা হয়েছে।

৪৭১ পৃষ্ঠায় এ সুবিশাল গ্রন্থের অধ্যায় সংখ্যা মোট ২৫টি। প্রথম অধ্যায় ঃ মহাকাশ পরিস্থিতি ঃ তৃতীয় অধ্যায় ঃ মহান স্রষ্টা-বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীদের স্বীকারোক্তি; চতুর্থ অধ্যায় ঃ আল-কুরআনের মহান স্রষ্টার পরিচিতি; পঞ্চম অধ্যায় ঃ বিশ্ব মহাশূন্য পর্যায়ে আল-কুরআন; ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ বিশ্বলোক সৃষ্টির কুরআনী তত্ত্ব, সপ্তম অধ্যায় ঃ বিশ্বলোক সৃষ্টিতে অতিবাহিত সময়কাল; অষ্টম অধ্যায় ঃ মহাকাশ তত্ত্ব; নবম অধ্যায় ঃ বিশ্বলোকের সৃষ্টির গোড়ার ইতিহাস; দশম অধ্যায় ঃ বিশ্বলোকের বিভিন্ন অংশ সূর্য ও পৃথিবী; একাদশ অধ্যায় ঃ সূর্য; চতুর্দশ অধ্যায় ঃ সূর্যের ছায়া ও গ্রহণ, পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ গ্রহ-নক্ষত্র, ষষ্ঠাদশ অধ্যায় ঃ চন্দ্রা; অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উল্কা স্থানচ্যুত তারকার পতন; ঊনবিংশ অধ্যায় ঃ পৃথিবী গোল; বিংশতম অধ্যায় ঃ পৃথিবীর আবর্তন নিজ কিলকে ও সূর্যের চারপাশে একবিংশ অধ্যায় পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস; দ্বাবিংশ অধ্যায় ঃ ভূত্বক; ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ বৃষ্টি বর্ষণ ও উদ্ভিদ রাজ্যের বিস্তার; চতুর্বিংশ অধ্যায় ঃ পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি; এবং পঞ্চবিংশ অধ্যায় ঃ মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। এছাড়াও 'পরিশিষ্ট' অংশে ফেরেশতা ও জ্বিন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে এবং সবশেষে চূড়ান্ত গ্রন্থপঞ্জি সন্নিবেশিত হয়েছে। বর্ণিত অধ্যায়সমূহকে একাধিক উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচ্য প্রতিটি বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় এ গ্রন্থ একটি অসাধারণ ও ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ। প্রকৃতই মরহুম লেখকের শতাধিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে এটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এ গ্রন্থের মাধ্যমে লেখক তাঁর ভাষায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, "সৃষ্টিলোকে একটা নিয়ম সদা কার্যকর হয়ে আছে। বিশ্বলোকের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু সে নিয়ম মেনে চলেছে এবং সে নিয়মেরই নাম ইসলাম।"[১১]

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৩য় খণ্ড)
লেখক ঃ আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর (র)
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৯৯, মূল্য ঃ ২৩০.০০ টাকা।

বিশ্ব বরেণ্য মুফাস্সিরে কুরআন ও ইতিহাসবেত্তা আল্লামা আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ্দামেশকী (র) রচিত 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থটি জনপ্রিয় এবং লেখক-গবেষকদের নিকট গ্রহণযোগ্য সুপরিচিত আকর-গ্রন্থ। লেখক আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) আসমান-যমীনসহ সমস্ত সৃষ্টির 'সূচনাপর্ব, হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি থেকে শুরু করে যুগে যুগে প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কিরাম, বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলি, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনপূর্ব ঘটনাবহুল আরব বিশ্বের ইতিহাস এবং পরবর্তীকালের খলীফা, রাজা-বাদশাহগনের কার্যাবলী ও শাসন পদ্ধতি ইত্যাদির সুবিস্তৃত ইতিহাসের অকাট্য দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতেএই বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনূদিত এ গ্রন্থের শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'ইসলামের ইতিহাস ; আদি-অন্ত'। ইসলামের ইতিহাসের রেফারেন্সের জন্য গ্রন্থটি বিশ্বব্যাপী অনন্য মর্যাদার অধিকারী।

---

১১. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১৯শে পৌষ ১৪১০, ২ জানুয়ারি ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

লেখক আল্লামা ইবনে কাসীর (র) ছিলেন একাধারে হাফেজে কুরআন, মুফাস্সিরে কুরআন, হাফেজে হাদীস মুহাদ্দিস এবং ইতিহাসবেত্তা। তাই তাঁর রচিত গ্রন্থে সব আলোচনা-পর্যালোচনা কুরআন-হাদীস, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনগণের বর্ণনা এবং মনীষীদের বিশ্লেষণধর্মী লেখনীর উদ্ধৃতি চয়ন করে সুসমৃদ্ধ করেছেন। ফলে গ্রন্থটিতে ইসলামের ইতিহাসের সঠিক রূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গ্রন্থটি ইতিহাস চর্চাকারীদের জন্য দিক-নির্দেশক হিসাবে বিবেচিত ও সমাদৃত হয়ে আসছে।

আল্লামা ইব্ন হাজার আসকালানী (র) ও আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর মত যুগস্রষ্টা মনীষী এই অনবদ্য গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ রচনা করেন। উপমহাদেশের মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরব-বিশ্বের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম অনুবাদ হওয়ায় প্রথম দু'খণ্ড বিদগ্ধ পাঠকমহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে রাসূল (সা)-এর পূর্ণাঙ্গ ও ঘটনাবহুল জীবন-চরিত ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ খণ্ডটিও অনুরূপ সমাদর লাভ করবে বলে আশা করা যায়। এ খণ্ডের অনুবাদ করেছেন মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন, মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী ও মাওলানা মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন। সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে গ্রন্থটি সম্পাদিত এবং অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের মাধ্যমে প্রকাশিত। অনুবাদ মূলানুগ ও সুখপাঠ্য হয়েছে।

মানবেতিহাস ও ইসলামের ইতিহাসের সমন্বয় সাধন করে লেখক অত্যন্ত সুনিপুণভাবে ঐতিহাসিক তথ্যাদি তুলে ধরেছেন। মূল গ্রন্থটি আরবীতে ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডের আবার দু'অংশ রয়েছে। আলোচ্য ৩য় খণ্ডটি মূল আরবী কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অংশের অনুবাদ। এভাবে ১৪ খণ্ড অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হলে ২৮ খণ্ডে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বেশ গুরুত্বের সাথে ধারাবাহিকভাবে এই আকর-গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা যায়। এ খণ্ডে মহানবী (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিলের সূচনাপর্ব থেকে শুরু করে মক্কী জীবন এবং হিজরী দ্বিতীয় সালে সংঘটিত কয়েকটি ঘটনার সুবিস্তৃত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিটি ঘটনার বর্ণনা তাঁর বহুমুখী জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে নির্ভরযোগ্য ও সাবলীল আলোচনা দ্বারা সৌকর্যমণ্ডিত করেছেন। এ গ্রন্থটি পাঠ করে রাসূল (সা)-এর অনুপম জীবন-ইতিহাস নিখুঁত ও সঠিকভাবে জানা যাবে। যা সাধারণ পাঠকগণ ছাড়াও লেখক-গবেষকগণকে সীরাত চর্চার গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেবে।[১২]

আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৬ষ্ঠ খণ্ড)

মূল ঃ আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর (র)

অনুবাদ ঃ মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী ও মাওলানা বোরহানউদ্দীন

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৭৪, মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা।

প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়া (আ)-থেকে মানব সভ্যতার শুভ সূচনা হয়েছে। হযরত আদম (আ) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা এবং সর্ব প্রথম নবী। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পর তাঁর বিধি-বিধান আম্বিয়া কিরামের মাধ্যমেই মানব জাতির কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ-সহীফা অথবা কিতাব নিয়ে এসেছেন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা আম্বিয়া কিরামের আগমন ও তাঁদের কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই ইসলামের নির্ভুল ইতিহাস জানার জন্য কুরআন এবং হাদীসই হলো মৌলিক উপাদান। আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও কুরআন-হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্য প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত।

উল্লেখিত প্রেক্ষাপটকে সম্মুখে রেখে প্রখ্যাত মুফাসসির ও ইতিহাসবেত্তা আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর (র) যিনি আল্লামা ইবনে কাসীর নামে প্রসিদ্ধ "আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া" নামে একটি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই বৃহৎ মূল গ্রন্থটি মোট ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রায় ২/২৮ খণ্ডে প্রকাশিত হতে পারে। বর্তমান খণ্ডটি বাংলা ভাষায় ৬ষ্ঠ খণ্ড, যা মূল কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের শেষ অংশ। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম ভাগে আরশ, কুরসী, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল এতদুভয়ের অন্তবর্তী ঘটনাবলী তথা ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আদম (আ)-এর সৃষ্টি, যুগে যুগে আবির্ভূত নবী-রাসূলগণের ঘটনা, বনী ইসরাইল, ইসলাম পূর্ব যুগের ঘটনাবলী এবং মুহাম্মদ (সা) এর জীবন চরিত আলোচনা করা হয়েছে।

১২. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা ঃ শুক্রবার, ৩০ কার্তিক ১৪১০; ১৪ নভেম্বর ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় ভাগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতকাল থেকে ৭৬৮ হিজরী সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের বিভিন্ন ঘটনা এবং মনীষীদের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাগে রয়েছে ফিতনা-ফ্যাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কিয়ামতের আলামত, হাশর, নশর, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ ইত্যাদি।

লেখক তাঁর এই গ্রন্থের প্রতিটি আলোচনা পবিত্র কুরআন, হাদীস, সাহাবাগণের বর্ণনা, তাবেঈন ও অন্যান্য মনীষীর উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী ও মাওলানা বোরহানউদ্দীন, প্রিন্সিপাল, কেশবপুর, আলীয়া মাদ্রাসা, যশোর। সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী।[১৩]

বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন

মূল ঃ শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস (র)

অনুবাদ ঃ ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক ও মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৮৮, মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা।

ইসলামী আইন ও শরীয়তে কুরআনের পরই হাদীসের স্থান। ইসলামী দুনিয়ায় হাদীস চর্চার ইতিহাস সুপ্রাচীন। উপমহাদেশে ইসলামের আগমনের পর থেকেই অন্যান্য বিষয়ের সাথে হাদীস চর্চাও ব্যাপকভাবে হতে থাকে এবং এ ক্ষেত্রে উপমহাদেশের মুহাদ্দিসগণ বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন।

এদিক থেকে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (র.) ও তাঁর বংশধর অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) ও (১৭৪৬-১৮২৩) হাদীস চর্চায় আত্মনিয়োগ করে তৎকালীন সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসের স্থান দখল করেন। আলোচ্য 'বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন' গ্রন্থটি তাঁর হাদীস চর্চার একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। গ্রন্থটি ফার্সী ভাষায় রচিত। পরবর্তীতে এটি উর্দুসহ অনেক ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক ও মাওলানা আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী।

এ গ্রন্থে কয়েকটি বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ ও কয়েকজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিসের আলোচনা স্থান পেয়েছে। সেই সাথে হাদীস সংকলকগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের নানা দিক ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই এর থেকে উপকৃত হবে।[১৪]

মুসলিমদের উত্থান ও পতন

মূল ঃ মাওলানা সাঈদ আহমেদ আকবরাবাদী

অনুবাদ ঃ মাওলানা খুরশীদ উদ্দীন

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩২০, মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা।

মানবজাতির সম্মিলিত প্রয়াসে বিশ্বসভ্যতা বিকশিত হয়েছে। সভ্যতার এ অগ্রযাত্রায় মুসলমানদের অবদান অনন্য ও অপরিসীম। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই একসময় মুসলিম জাতির ভূমিকা ছিল পথিকৃতের। একদিন মুসলমানদের শৌর্যবীর্য ও অগ্রগতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তৎকালীন পরাশক্তি রোম ও পারস্য তাদের পদানত ছিল। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার সর্বত্র মুসলমানদের বিজয়গাঁথা ধ্বনিত হতো। মুসলমানদের জ্ঞান-ভাণ্ডারের আহরিত সম্পদ দ্বারা ইউরোপসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী তাদের ভাগ্য গড়ে নিলেও কালের আবর্তে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থ-সামর্থে মুসলমানরা হীনবল হয়ে পড়ে। পরিণামে, সর্বত্র তাদের মেনে নিতে হয় পরাজয়ের গ্লানি।

---

১৩. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক ইত্তেফাক,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ২০ আগস্ট ২০০৪ ৫ ভাদ্র ১৪১১।

১৪. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৪১১ ঃ ১০ ডিসেম্বর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রায় মুসলমানদের উত্থান ও পতনের কারণ অনুসন্ধান করে বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইসলামী পণ্ডিত ও মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী লেখক গবেষক মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী উর্দু ভাষায় রচনা করেন 'মুসলমানুকা উরুজ ওয়া জাওয়াল' শিরোনামে অসামান্য একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে মুসলিম জাতির প্রায় দেড় হাজার বছরের উত্থান ও পতনের ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। একইসাথে মুসলিম সভ্যতার উত্থান ও পতনের কারণসমূহও অনুসন্ধান করা হয়েছে এ বইটিতে। বাংলা ভাষী পাঠক যাতে মুসলিম সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল অগ্রযাত্রা ও ব্যর্থতার কারণগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে আত্মসচেতন হতে পারে এ উদ্দেশ্যে 'মুসলিমদের উত্থান ও পতন' নামে বইটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট অনুবাদক মাওলানা খুরশীদ উদ্দীন।১৫

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র

মূল ঃ আবুল হাসান নদভী

অনুবাদক ঃ মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৪, মূল্য ঃ ৩০.০০ টাকা।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমন সামাজিক জীবনে ইসলামের চর্চা ও অনুশীলন উপমহাদেশে পূর্ণতা ও সফলতার সাথে চলে আসছে। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এখানে মুসলমানগণ অগ্রসরমান ছিলেন। বিশেষ করে হালাকু খাঁ কর্তৃক বাগদাদ পতনের পর ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র বাগদাদ থেকে দিল্লী ও ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত হয়।

১২০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত (চারশত বছর) মুসলিম উম্মাহর উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল উপমহাদেশে। এশিয়া, আফ্রিকার অনেক দেশ থেকেই শিক্ষার্থীগণ এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। বৃটিশ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে ছিল।

বর্তমান পুস্তকটি ১৯১৯ সালে 'মা'আরিফ' নামক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত নিবন্ধের সংকলন। উক্ত মাসিক পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় লেখাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখিত লেখাগুলো তৎকালে পাঠক মহলে অত্যন্ত সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থে মূলত ঃ উপমহাদেশের প্রাচীন মাদ্রাসাসমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে আজমীরী, দিল্লী, পাঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা, বিহার ও ঢাকাসহ বহু মাদ্রাসার ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রমের উপর আলোচনা হয়েছে। দেশ-দেশান্তর থেকে ভারতবর্ষে আলিমগণের আগমন ও তাদের শিক্ষা বিস্তার নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।১৬

দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাস

লেখক ঃ সাইয়িদ মাহবুব রিস্‌ভী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০৮, মূল্য ঃ ১৭০.০০ টাকা।

উপমহাদেশের শিক্ষা আন্দোলনে দারুল উলুম দেওবন্দের অবদান সুবিদিত। ভারতের সাহারনপুর জেলার 'দেওবন্দ' নামক স্থানে ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম আজ উপমহাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে।

১৭৫৭ সালে পলাশী বিপর্যয়ের পর ইংরেজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সংগঠিত হন উপমহাদেশের মুসলমানরা। ফকির বিদ্রোহ, ওহাবি আন্দোলন নামে খ্যাত সৈয়দ আহমদ শহীদের মুহাম্মদী আন্দোলন, শহীদ তিতুমীরের সংগ্রাম, ফরায়েজী আন্দোলন, সিপাহী বিপ্লব ইত্যাদি সশস্ত্র আন্দোলন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে মুসলমানরা দীর্ঘ দেড়শ' বছরেরও অধিক সময় পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদি তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের বিপর্যয়ের পর হতোদ্যম মুসলমানরা কোরআন-সুন্নাহর তালিম ও শিক্ষা, তাওহিদ ও রিসালাতের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে

---

১৫. নুরুল ইসলাম মানিক, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৪১১ ঃ ১০ ডিসেম্বর ২০০৪।

১৬. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৪১১ ঃ ১০ ডিসেম্বর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ দেড়শ' বছরব্যাপী সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইসলামী জ্ঞানের আলো বিতরণের পাশাপাশি দ্বীনের তাবলিগ, সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আজ এক কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের এমন কোন অঞ্চল নেই, যেখানে 'দেওবন্দ' থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী একজন আলেমও পাওয়া যাবে না। তাই স্বভাবতই এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস সম্পর্কে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। এ দিক থেকে এ গ্রন্থের প্রকাশ সুউপযোগী হয়েছে। গ্রন্থটি সাইয়িদ মাহবুব রিযভী লিখিত 'তারিখে দারুল উলুম দেওবন্দ'-এর বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা আবুল ফাত্তাহ মোঃ ইয়াহ্‌ইয়া এবং দ্বিতীয় খণ্ড অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক ডক্টর মাওলানা মুশতাক আহমদ।

তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ সুবিশাল গ্রন্থে উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী ও সুপ্রাচীন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুদীর্ঘ ইতিহাসের ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থটি সাইয়িদ মাহবুব রিযভী লিখিত "তারিখে দারুল উলুম দেওবন্দ" এর বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। আলেমে দ্বীন মাওলানা আবুল ফাত্তাহ মোঃ ইয়াহ্‌ইয়া এবং দ্বিতীয় খণ্ড অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক ডক্টর মাওলানা মুশতাক আহমদ। তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ সুবিশাল গ্রন্থে উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী ও সুপ্রাচীন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুদীর্ঘ ইতিহাসের ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।[১৭]

ইসলাম প্রচারের ইতিহাস

মূল ঃ শাইখ মুহাম্মদ ইসমাঈল পানিপথী

অনুবাদক ঃ মুহিউদ্দীন শামী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫১৮, মূল্য ঃ ১২০.০০ টাকা।

নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবকালে সারা আরব জাহানে দুনিয়ার যাবতীয় মাযহাব, অর্থহীন রেওয়াজ, সর্বপ্রকার অনর্থক মনগড়া বিশ্বাস, দেহ পূজা, সমস্ত পাপ, সমস্ত অন্যায়, মন্দ কাজ মোট কথা গোটা আরব জাহান সর্বপ্রকারের পথভ্রষ্টতায় পরিপূর্ণ ছিলো।

আরবের বিভিন্ন বংশ, বিভিন্ন কবিলা বা গোত্র বিভিন্ন মূর্তি যেমন- লাত, উযযা, মানাত, ইয়াগুস, ইয়াউথ, নসূর, উদ্দ, সাওথা ইত্যাদি বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে পূজা করতো। এমনকি কোন কোন গোত্রের লোক বাইরে সফরে বের হলে একটি পাথর টুকরা সাথে করে নিয়ে যেতো এবং সারাপথ ঐ পাথর টুকরোকে ফেলে দিয়ে ঐ সুন্দর পাথর টুকরাকে পূজা করা শুরু করতো।

এমনিভাবে সারা দুনিয়া ও আরব উপদ্বীপে এক চরম দুরবস্থা বিরাজমান ছিল। সে সেই ভূখণ্ড হতে উদয় করেছিলেন। নবী করীম (সা) দুনিয়াবাসীর মুক্তির নিমিত্তে অগ্রপথিক হিসাবে শিরক ও কুফর, যুলুম, ও বিদ্রোহ, পাপ ও গোনাহের বিকট ও ভয়ঙ্কর ঝড়ের বিরুদ্ধে তীব্র মুকাবিলা করে বিজয়ী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

এই তীব্র মুকাবিলার পর মহানবী (সা) দুনিয়াতে নির্ভেজাল তাওহীদকে পেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সত্য মাবুদের ইবাদতের প্রতি শুধু আরব জাহান নয় সমগ্র দুনিয়ায় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। তিনি ঈমান আকীদার উপর মানুষকে যে সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন, চরিত্রের যে উচ্চতম ব্যবহার প্রদর্শন করেছিলেন তার কোনো উদাহরণ বা নমুনা পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ও পূর্বতন ধর্মগ্রন্থরাজিতে পাওয়া যায় না।

আলোচ্য গ্রন্থটির দুটি পর্বে আলোচনা হয়েছে। প্রথম পর্বে ষোলটি অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মক্কী জীবনে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস থেকে হিজরতের পূর্বকালীন বিভিন্ন গোত্র ও কবীলাসমূহ ইসলামের প্রচারকবৃন্দের পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে অষ্টাদশ অধ্যায়ের মাধ্যমে নবী (সা)-এর মাদানী জীবনে ইসলামের দাওয়াতী কাজ থেকে শুরু করে দায়ী ইলাল্লাহ কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

---

১৭. মুকুল চৌধুরী, (১) *দৈনিক যুগান্তর,* শুক্রবার, ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১১, ১০ ডিসেম্বর, ২০০৪।
(২) *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার ১৭ই পৌষ, ১৪১১, ১৮ই জিলক্বদ, ১৪২৫ হিজরী, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটির উপসংহারে ইসলামের প্রচার ও জিহাদ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। উপসংহারের দ্বিতীয় খণ্ডে খুলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতকালে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মুহিউদ্দিন শামী এবং সম্পাদনা করেছেন মাওলানা আবদুল জলীল।[১৮]

মসজিদের ইতিহাস

লেখক : ড. মাহমুদুল হাসান

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৩ (তৃতীয় সংস্করণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৮৮, মূল্য ঃ ১৪০.০০ টাকা।

মসজিদ একদিকে যেমন ইবাদত গৃহ, তেমনি মুসলিম উম্মাহর যাবতীয় সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। বিশ্বের প্রথম ইবাদতগৃহ কা'বা শরীফ বা মসজিদুল হারাম। বিশ্বের দ্বিতীয় মসজিদ হচ্ছে মসজিদুল আকসা। হাদীসের বর্ণনানুযায়ী হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক কা'বা শরীফ নির্মাণের চল্লিশ বছর পর এ মসজিদ নির্মিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা) হিজরতের পথে কুবা নামক স্থানে নামাজ আদায় করলে সেখানেও একটি মসজিদ নির্মিত হয়। তবে ইবাদতগৃহ হিসেবে মসজিদে নববী-ই হচ্ছে নবীযুগের প্রথম মসজিদ। এটি ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা) এর মদীনা হিজরতের সময় নির্মিত হয়। পরে বসরা, কুফা, ফুসতাতেও অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়। এরপর মুসলমানরা যেখানেই গিয়েছেন, রাজ্য বিস্তার করেছেন, সেখানেই মসজিদ স্থাপন করেছেন।

স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে মসজিদ অন্যান্য গৃহ থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। নামাজ আদায়ের জন্য এখানে রয়েছে মিম্বার ও মিহরাব, আযানের জন্য মিনার, রয়েছে সাহান, বিওয়াক এবং ওযুখানা। এসব স্থাপত্য শৈলীকে আশ্রয় করে একদিকে যেমন বিশ্বজুড়ে প্রায় সব মসজিদ একই বৈশিষ্ট্যে গড়ে উঠেছে, তেমনি মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের অনান্য নির্মাণেও মসজিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছাপ পড়েছে। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান তার মসজিদের ইতিহাস বইটিতে একদিকে যেমন বিশ্বের সুবিখ্যাত মসজিদগুলোর ইতিহাস তুলে ধরেছেন, তেমনি মসজিদের স্থাপত্যশৈলী বিষয়েও আলোচনা করেছেন।

ড. হাসান বইটিতে স্থাপত্য শৈলীর আলোচনায় স্থাপত্য ও তার সংজ্ঞা, পটভূমি, মুসলিম-স্থাপত্যের উৎপত্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন যুগের, বিশেষ করে উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের মসজিদসমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাছাড়া 'ইউরোপীয় স্থাপত্যে মুসলিম শিল্পকলার অবদান' শিরোনামে গ্রন্থভুক্ত এ আলোচনাটিতেও খুবই নির্ভরযোগ্য তথ্যের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে মসজিদের স্থাপন্য শৈলীর বিস্তাতির বর্ণনাসহ একাধিক রেখাচিত্র গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করেছে।[১৯]

উপমহাদেশের আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য (চতুর্থ খণ্ড)

মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া

অনুবাদ ঃ মাওলানা মাযহারুল হক ও মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫০০, মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা।

১৭৫৭ সালের পলাশী বিপর্যয়ের পর দীর্ঘ ১শ বছরেরও বেশী সময় ধরে উপমহাদেশে মুসলমানরা সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে রত ছিলেন। ফকীর বিদ্রোহ, টিপু সুলতানের প্রতিরোধযুদ্ধ তিতুমীরের লড়াই, ফরায়েজী আন্দোলন, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর নেতৃত্বাধীন জেহাদ আন্দোলন প্রভৃতি ছিল প্রথম ১শ বছরের উল্লেখযোগ্য সশস্ত্র ও ধর্মীয় আন্দোলন। এক পর্যায়ে এসব আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে ১৮৫৭ সালে দিল্লীকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশীয় সংঘটিত হয় সশস্ত্র 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামক আযাদী আন্দোলন। এ আন্দোলনের পরিসর যেমন ছিল সুবিস্তৃত, তেমনি এর তীব্রতাও ছিল ব্যাপক। এসব আন্দোলন, সংগ্রাম ও জেহাদ উপমহাদেশের আলেম সমাজের ১৯৪৭

---

১৮. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার ১৭ই পৌষ, ১৪১১, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪।

১৯. নূরুল ইসলাম মানিক, *দৈনিক ইত্তেফাক,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ৩ ডিসেম্বর, ২০০৪, ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪১১।

Dhaka University Institutional Repository

সালে উপমহাদেশ তাঁদের এ গৌরবোজ্জ্বল দীর্ঘদিন পর্যন্ত এসব আন্দোলন, সংগ্রাম ও জেহাদের পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যনির্ভর ইতিহাস থেকে উপমহাদেশের মানুষ বঞ্চিত ছিল। উপমহাদেশের ইতিহাসে সিংহভাগ ইংরেজ ঐতিহাসিকদের দ্বারা রচিত হওয়ায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত উপমহাদেশের মানুষ এ আন্দোলনের প্রকৃত ও তথ্যনির্ভর ইতিহাস থেকে বঞ্চিত ছিল। ১৯৪৭ সালের পর মুসলিম ঐতিহ্য পাদপ্রদীপের নীচ থেকে অনেক পরিশ্রম করে সুদীর্ঘ ১৯০ বছরের আযাদী-সংগ্রামের ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী হন এবং তাঁদের অনেকেই সফলকাম হন। এ ধরনের একটি ইতিহাস গ্রন্থ 'উপমহাদেশের আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য'। উপমহাদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া এমনি এক সফল ঐতিহাসিক। তাঁর উর্দু ভাষায় রচিত 'উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাঝি' উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের এক তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ। গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় ৪ খণ্ডে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য ৪র্থ খণ্ডটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত গোলাম সোবহান সিদ্দীকী। ইতোপূর্বে এর প্রথম ৩টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং ব্যাপক পাঠক প্রিয়তা লাভ করেছে।

আলোচ্য চতুর্থ খণ্ডটি ৫০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলনের গতি প্রকৃতি, তার কারণসমূহ এবং এতদসম্পর্কিত ইংরেজ ঐতিহাসিকদের নানা বিভ্রান্তির জবাব; আন্দোলনের কেন্দ্র, মুজাহিদদেব সংগ্রামী তৎপরতার বিস্তারিত বিবরণ, ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ ও কার্যক্রম এবং আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের বিস্তারিত পরিচয় ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের অবদান সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে লেখক সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থের যেমন সহযোগিতা নিয়েছেন, তেমনি আন্দোলনে জড়িত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক তথ্য, হাতে লেখা পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি নানা সূত্র থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত ১৮৫৭ সালের আন্দোলনকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলে। কারণ, এর ভয়াবহতা, উপমহাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ, আলেম সমাজের নেতৃত্ব প্রদান, তাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষা, ব্রিটিশদের প্রতিশোধস্পৃহা, আন্দোলন দমনে তাদের নৃশংসতা প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া অত্যন্ত যত্ন ও আযাদী-পাগল মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকে সেই চাপা পড়া ইতিহাস তুলে এনেছেন এ গ্রন্থে। তাই একদিক থেকে এ যেমন ইতিহাস-গ্রন্থ, অন্যদিকে এ গ্রন্থ উপমহাদেশের আযাদী পাগল মানুষদের কান্না ঝরানো শব্দগাঁথাও বটে।[২০]

ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রাম ইহুদী ষড়যন্ত্র ও আরবদের ভূমিকা

মূল ঃ মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল

অনুবাদ ঃ ডক্টর আবদুল্লাহ আল মা'রূফ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৩৬, মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা।

'ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রাম ঃ ইহুদী ষড়যন্ত্র ও আরবদের ভূমিকা' শীর্ষক গ্রন্থটি মিসরের প্রখ্যাত লেখক, সাংবাদিক ও রাজনীতিক মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকলের লেখা 'আল মুফাওয়াদাত-আস সিররিয়্যাহ বাইনাল আরব ওয়া ইসরাইল' শীর্ষক আরবী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। একজন লেখক, সাংবাদিক ও রাজনীতিক হিসাবে আরব দুনিয়ায় হাসনাইন হাইকলের নাম জীবন্ত কিংবদন্তীতুল্য। মিসরের প্রধান দৈনিক আল-আহরাম পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসেরের মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী মন্ত্রীর (তথ্য ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী) পরিচয় ছাপিয়ে আজ তার লেখক পরিচয়টি যে কারণে দুনিয়াব্যাপী সুবিস্তৃত এর পেছনে তার অন্যান্য গ্রন্থের সাথে এ গ্রন্থটির ভূমিকাও অগ্রগণ্য। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে লণ্ডন থেকে, ইংরেজিতে এবং এক বছরের মধ্যে এর ছয়টি সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। পরে এটি আরবীতেও প্রকাশিত হয় এবং আরব বিশ্বে ব্যাপক সাড়া জাগায়। গ্রন্থটি বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক ডক্টর আবদুল্লাহ আল মা'রূফ অনুবাদ করেছেন।

বর্তমান বিশ্বের বিশেষত আরব জাহানের সুদীর্ঘকাল ব্যাপী অস্থিরতার অন্যতম প্রধান কারণ ফিলিস্তিন সমস্যা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে প্রতিষ্ঠিত ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল আজ আরব বিশ্বের জন্য এক বিষফোঁড়া। মুসলমানদের প্রথম কিবলা

---

২০. মনজুরুল করীম চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১৪ই কার্তিক ১৪১০, ২৯ অক্টোবর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

বায়তুল মুকাদ্দাসসহ অসংখ্য নবী-রাসূলের স্মৃতিধন্য ফিলিস্তিন আজ ইহুদী আধিপত্যে নিষ্পেষিত। যুদ্ধ সেখানে দৈনন্দিন ঘটনা। ফিলিস্তিন আজ এক মৃত্যু উপত্যকার নাম। এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। হাইকলের ভাষায় 'লড়াইয়ের উত্তপ্ত চুল্লি'।

কিভাবে এ ইসরাইল দুঃস্বপ্নের সূচনা, কারা এর মদদদাতা, পর্দার আড়ালে কিভাবে পাতা হয়েছিল ষড়যন্ত্রের ফাঁদ, আরবদের ভূমিকাই বা কি ছিল, হাসনাইন হাইকল তার এ গ্রন্থে এ সব অজানা তথ্যের সমাহার ঘটিয়ে প্রামাণিক বিশ্লেষণ করে দীর্ঘ দিনের এ জ্বলন্ত সমস্যার মূল উদ্‌ঘাটন করেছেন।

চূড়াস্পর্শী রাজনীতি আর সাংবাদিকতা, পশ্চিমের বহু পণ্ডিত ও ক্ষমতাধরের সাথে তার ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয় ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে হাইকল যে প্রামাণ্য তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে সক্ষম হন, এ গ্রন্থ প্রণয়ণে তিনি তা সর্বোতভাবে ব্যবহার করেছেন। ফলে গ্রন্থটি হয়েছে তথ্যভিত্তিক ও দালিলিক। ইতিহাসের নির্মোহ সাক্ষী।

গ্রন্থটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড পাঁচটি অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় খণ্ড আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। যেখানে তিনি বিশাল পটভূমিকার সময়ানুক্রমিকভাবে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও আরবদের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। হাইকল তার উপক্রমনিকায় গ্রন্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন "এ গ্রন্থটি মূলত একটি প্রশ্নের উত্তরের এক ব্যাপক প্রচেষ্টা। প্রশ্নটি সে সকল প্রশ্নের একটি, যা সূচনালগ্ন থেকে আরব ইসরাইল সংঘাতকে ঘিরে জন্ম নিয়েছে এবং এর বিবর্তন ও উত্তরণের বিভিন্ন পর্যায়ে এর সহযাত্রী হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কার্যকলাপ সৃষ্টি করে চলেছে।" এ জিজ্ঞাসার সুবিশাল জবাব প্রদান করতে গিয়ে একজন আরব হিসাবে হাইকল এ গ্রন্থে আরবদের আত্মসমালোচনায়ও এক নির্মোহ ইতিহাসবিদদের পরিচয় দিয়েছেন।

ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন আন্তর্জাতিক ফোরাম পর্যন্ত সুবিস্তৃত। জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে আগ্রহও সীমাহীন। এ গ্রন্থ একদিকে যেমন সে আগ্রহ মেটাতে সক্ষম, অন্যদিকে উম্মাহ'র অংশ হিসাবে এ সমস্যার গভীরতা উপলব্ধির জন্যও অত্যন্ত সহায়ক।[২১]

উপমহাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপট

লেখক ঃ রুস্তম আলী

প্রকাশক ঃ প্রকাশনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৯৯, মূল্য ঃ ৩১৫.০০ টাকা।

মুসলমানরা প্রায় ৭শ বছর আমাদের এই উপমহাদেশ শাসন করে। ১৭৫৭ সালে দিল্লী কেন্দ্রিক মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে পূর্ব ভারতে তৎকালীন বাংলা-বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে উপমহাদেশে ইংরেজ দখলের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন শুরু করে। যেহেতু তখনো মুসলমানরাই ছিলো উপমহাদেশের শাসক এবং রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী। সেহেতু কুচক্রী ইংরেজরা প্রথম থেকেই মুসলমানদের প্রতিটি ঘটনায় প্রথমে সুকৌশলে পরে খোলাখুলিভাবেই হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি প্রধান শক্তিশালী অংশকে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ পূর্ব ভারতে নবাব সিরাজ উদ্দৌলাহ এবং দক্ষিণ ভারতের টিপু সুলতানের পতনের ঘটনা।

উপমহাদেশের শাসন বিস্তার ও তা বজায় রাখার কৌশল হিসাবে ইংরেজরা প্রথম থেকে যে কৌশলনীতি গ্রহণ করে পরবর্তীতে সেটাই 'ডিভাইড এণ্ড রুল" নীতি হিসাবে বিকাশ লাভ করে। কার্যত ১৭৫৭ এবং ১৯৫৭-এ দু'টি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা ১৭৫৭-এর পর ইংরেজদের ব্যাপারে মুসলমানরা সংশয়গ্রস্ত ও শংকিত হয়ে পড়ে। শুরু হয় ইংরেজ-মুসলিম বৈরিতা।

অন্যদিকে ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহের পর গোটা উপমহাদেশে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর যে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে তৎপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের রক্ষার যুগোপযোগী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান, মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী প্রমুখ। ইংরেজ ও হিন্দুদের ষড়যন্ত্র রূঢ়-রোষ থেকে মুসলমানদের রক্ষা, অন্যদিকে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষায় আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য তারা মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেন। তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মনীষী। কোনো সন্দেহ নেই যে, তাঁদের প্রচেষ্টা তৎকালীন সমূহ বিপর্যয় থেকে উপমহাদেশের মুসলমানদের রক্ষায় কল্যাণ সাধনে ও উন্নয়নে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখে। আর এভাবেই উনিশ

২১. মুকুল চৌধুরী, (১) *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১৩ই ফাল্গুন ১৪১১, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৫।
(২) *দৈনিক যুগান্তর ঃ* সোমবার ১২ আশ্বিন, ১৪১১, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

শতকে উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। জাতীয় কল্যাণ ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে মুসলমানদের মধ্যে মোহামেডান লিটারারী সোসাইটিসহ (১৮৬৩) বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো ইংরেজদের সহযোগিতা করে ইতোমধ্যে অর্থনীতি, শিক্ষার রাজনীতির ক্ষেত্রেও হিন্দুরা মুসলমানদের থেকে এগিয়ে যেতে লাগলো এবং মুসলমানরা তাদের চেয়ে কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে পড়লো। আরো দেখা গেলো, ইংরেজদের সেবাদাস হিন্দুরা সকল ক্ষেত্রেই মুসলমানদের দমিয়ে রাখলো তো বটেই পাশাপাশি তাদেরকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে হেয় প্রতিপন্ন করে অগ্রগতি লাভের সবগুলো পথেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখলো। এই পরিস্থিতিতে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। মূলত ঃ ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ উপমহাদেশের দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় হলো মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়। এই দুই সম্প্রদায়ে বিরোধ বা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই ১৯৪৭ সালে মুসলমান প্রধান পাকিস্তান ও হিন্দু প্রধান ভারত রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। তখন পূর্ব বাংলায় মুসলিম মেজরিটি থাকার সুবাদে এটি হয় পূর্ব পাকিস্তান বা পরবর্তীতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভেদের কারণে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ কথা হলফ করে বলা যায়, সেদিন পাকিস্তানের অংশ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান জন্মলাভ না করলে কখনোই আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের কথা চিন্তাও করতে পারতাম না।

লেখক ও বিষয়গুলোই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এ গ্রন্থে। মোট ২৪টি অধ্যায়ের মাধ্যমে এ দেশের মুসলমানদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।[২২]

ইসলামের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)

মূল ঃ মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী
অনুবাদ ঃ মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও
মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৫৮, মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা।

ইতিহাস হলো জাতির দর্পণ স্বরূপ। এর মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে বিগত দিনের সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিকথা। আর জানতে পারে এর কারণসমূহ। তাই মানুষ ইতিহাস পাঠে আগ্রহী হয়। ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট ও অনুপ্রাণিত হয়। আর এ জন্যই ইতিহাসকে 'দেওয়ালের লিখন' বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসের এক বিরাট অংশ রচিত হয়েছে কুরআন এবং হাদীসকে ভিত্তি করে।

ইবনে হিশাম, ইবনুল আছীর, তাবারী, মাসউদী থেকে নিয়ে মোহমদ ইবন যাওন্দজাহ, যিয়াবতী পর্যন্ত এবং মুহাম্মদ কাসিম ফিলিশতা ও মোল্লা বদায়ুনী পর্যন্ত শত শত মুসলিম ঐতিহাসিকের বিপুল গবেষণা কর্মের যে বিশালতায়ন ভলিউমসমূহ সংযোজিত হয়েছে, এর প্রত্যেকটি ইসলাম ও মুসলমানদের অতীত ইতিহাসের চিত্র এবং এদের প্রত্যেকে লিখিত ইসলামের ইতিহাস এমনি উল্লেখযোগ্য যে, যুগ যুগ ধরে মুসলমানেরা তা অধ্যয়ন করে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

ইসলামের ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ যেহেতু বেশীর ভাগ আরবী, ফার্সি ও উর্দুতে প্রকাশিত তাই বাংলাদেশী বেশীর ভাগ জনগণ ঐ সমস্ত গ্রন্থ থেকে ইসলামের ইতিহাস সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছেন না। তাই এ দেশের জনগণের মধ্যে ইসলামের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার তাগিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং উর্দু সাহিত্যিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী বিরচিত 'তারিখে ইসলাম' গ্রন্থটি অনুবাদ করে "ইসলামের ইতিহাস" শিরোনামে প্রকাশ করেছে। এ বিশাল গ্রন্থ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে রাসূল (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদার সময়কাল, দ্বিতীয় খণ্ডে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতকাল এবং তৃতীয় খণ্ডে মুসলমানদের বিভিন্ন দেশ বিজয়ের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

বিজ্ঞ ঐতিহাসিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদীর উর্দু কিতাব তারিখে ইসলাম'-এর তৃতীয় খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন বিজ্ঞ অনুবাদক মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী।

---

২২. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলাম ও জীবন*, দৈনিক সংগ্রাম, ৭ জানুয়ারী ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

যারা এদেশে ইসলামী নিযাম কায়েম করতে চান, যারা চান ইসলাম এদেশে বিজয়ী শক্তি হিসাবে কামিয়াব হোক, এক কথায় যারা বাংলাদেশের জমীনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাদের ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন জরুরী।[২৩]

মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস

লেখক ঃ মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৫৪, মূল্য ঃ ৫৩.০০ টাকা।

মাদ্রাসা-ই-আলিয়া উপমহাদেশের ইতিহাসে এক ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে এটি কেবল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয় বরং এক অবিস্মরণীয় আন্দোলনেরও নাম। ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠান উপমহাদেশের প্রথম নিয়মিত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এ উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধারা সূচিত হয় ইসলামের আগমনকাল থেকেই। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো ব্যক্তিগত দান-অনুদানে এবং ওয়াকফ্ এস্টেটসমূহের আয়ে। ১৭৫৭'র পলাশী বিপর্যয়ের পর ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে তারা সুকৌশলে এদেশের মাদ্রাসা ও মসজিদসমূহের বিরাট বিরাট ওয়াকফ্ এস্টেটসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত করে এর আয়ে স্বাধীনভাবে পরিচালিত অবৈতনিক মাদ্রাসাসমূহের বিলোপ সাধনপূর্বক ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটানোর প্রয়াস চালায়। রাজ্যহারা, সম্পদহারা মুসলমানদের এমনি এক বিপর্যয়ের মুহূর্তে তৎকালীন নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের দাবীতে কলিকাতায় মাদ্রাসা-ই-আলিয়া প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিলোপ সাধিত ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষার পুনঃপ্রবর্তন ঘটে। এ ছিল রাজ্যহারা মুসলমানদের গভীর হতাশার অন্ধকারে জ্বলে ওঠা হঠাৎ কোন বাতিঘরের মতো। উপমহাদেশের পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছিল আজাদী আন্দোলনের এক সুপ্ত বীজ; উপমহাদেশে স্বতন্ত্র মুসলিম জাতিসত্তা বিনির্মাণের সুতিকাগার। তখন থেকে ১৮৩৫ সালে রাষ্ট্রভাষা ফারসীর স্থলে ইংরেজি প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ৫৫ বছর যাবত ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা শিক্ষার একমাত্র ধারক ও বাহক ছিল।

পরবর্তীকালে সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর মাদ্রাসা শিক্ষিতদের ওপর বৃটিশ নির্যাতন বৃদ্ধি পেলে বাংলা-আসামে মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অনুরূপ আলিয়া নেসাবের অসংখ্য বেসরকারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, মাদ্রাসা-ই আলিয়া কলিকাতা প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৮৭ বছর পর ১৮৬৭ সালে ভারতের প্রথম বেসরকারী কওমী মাদ্রাসা "দারুল উলূম দেওবন্দ" প্রতিষ্ঠিত হয়।

দু'শতাব্দীর প্রাচীন এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস কালস্রোতে হারিয়ে যেতে বসেছিল। এ পটভূমিতে জাতীয় ঐতিহ্যের এ গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসকে দু' মলাটের মধ্যে নিয়ে এসেছেন আলিয়া মাদ্রাসার দুই শতাধিক বছরের ইতিহাসের মধ্যে দীর্ঘ ৬৫ বছর যিনি ছাত্র ও শিক্ষক হিসাবে এ প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, সেই কৃতী ছাত্র ও শিক্ষক, সুযোগ্য আলিম, মাদ্রাসা-ই আলিয়া, ঢাকার প্রাক্তন মুহাদ্দিস মাওলানা মমতাজ উদ্দিন আহমদ। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার আলোকে লিখিত এ গ্রন্থ আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস তথা জাতীয় ইতিহাসের এক মূল্যবান ও প্রামাণ্য দলিল। মোট তিনটি অধ্যায় বিন্যস্ত (প্রতিটি অধ্যায়ে একাধিক পরিচ্ছেদ সম্বলিত) এ প্রামাণ্য গ্রন্থে আজাদী আন্দোলনসহ উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার ও সংরক্ষণে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যুগান্তকারী ভূমিকা ওঠে এসেছে। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষত আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের এটি একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ।[২৪]

---

২৩. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম ঃ* ঢাকা শুক্রবার, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ ঃ ১১ জুন ২০০৪।

২৪. মনজুর আবদাল, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার ২৬শে চৈত্র ১৪১১ ঃ ৯ এপ্রিল ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খাঁ

লেখক ঃ মনিরউদ্দীন ইউসুফ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৬, মূল্য ঃ ১৯.০০ টাকা।

শুধু ছড়া কবিতা গল্পই নয় শিশুদের কাছে নাটকেরও বিপুল আকর্ষণ রয়েছে। নাটক সাধারণত অভিনয়ের জন্যেই রচনা করা হয়। তবে অনেক নাটক আছে যেগুলো অভিনয় না করে শুধু পাঠের মাধ্যমেও আনন্দ উপভোগ করা যায়। প্রখ্যাত কবি, লেখক মনির উদ্দিন ইউসুফের 'ঈসা খাঁ' এ ধরনেরই একটি নাটক।

ইসা খাঁর নাম আমরা সবাই জানি। তিনি ছিলেন তৎকালীন বাংলাদেশের বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে শক্তিসাহস-বীরত্ব-জ্ঞানবুদ্ধিতে সকল উপমহাদেশের প্রায় পুরোটাই ছিল মুঘল শাসনাধীনে। কিন্তু ঈসা খাঁ ছিলেন সবার ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা। তাই মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন তাঁকে দমনের জন্যে সম্রাট আকবর দিল্লী থেকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা ঈসা খাঁর সাথে এঁটে উঠতে পারেনি। পরবর্তীতে সুবিখ্যাত সেনাপতি রাজা মানসিংহের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী ঈসা খাঁকে শায়েস্তা করতে বাংলাদেশে আসে। কিন্তু রাজা মানসিংহও সফল হতে পারেনি। ঈসা খাঁর সাথে তাঁর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হলে তাতে মানসিংহ পরাজিত হন। এরপর মুঘল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে কার্যত স্বাধীনভাবে বাকি জীবন বাংলাদেশ শাসন করেন। ইতিহাসখ্যাত বীর ঈসা খাঁর জীবনের এ সব ঘটনাপ্রবাহকে নাট্যকারে মনিরউদ্দিন ইউসুফ তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন চমৎকারভাবে। দেশপ্রেম, বীরত্ব ও রণকৌশল ঈসা খাঁ যে এক অনন্য বীর নায়ক তা এ নাটকটিতে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। মুঘলদের সাথে সংগ্রামের পাশাপাশি ঈসা খাঁ যে বদেশী নৌশক্তির সম্ভাব্য ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন সে বিষয়টি তুলে ধরে নাট্যকার এ বীর পুরুষের দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেছেন।[২৫]

ইসলামের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)

মূল ঃ মাওলানা আকবর শাহখান নজিবাবাদী

অনুবাদ ঃ মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী,

মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ও মাওলানা হাসান রহমতী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৪৩, মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা।

'ইসলামের ইতিহাস' প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও উর্দু সাহিত্যিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী লিখিত 'তারিখে ইসলাম' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন বাংলাদেশের তিনজন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ও অনুবাদক যথাক্রমে মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী, মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ও মাওলানা হাসান রহমতী।

কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, আকায়িদ প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদের পাশাপাশি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম এবং আল্লামা ইবনে কাছীরের যত জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের রচিত ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য বহু গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এ ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে সুবিখ্যাত, 'তারীখে ইসলাম' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ইসলামের ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ড গ্রন্থটি মোট তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

সুবিস্তৃত চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লেখক ইতিহাসের সংজ্ঞা, ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামের ইতিহাস ও সাধারণ ইতিহাস সংক্রান্ত পর্যালোচনার পর আরব দেশ, আরব দেশের অবস্থা প্রকৃতি ও এর অধিবাসী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর

২৫. হোসেন মাহমুদ, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, ঢাকা ঃ শনিবার ১২ জুন ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম থেকে ওফাত পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনাবলী সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে খুলাফায়ে রাশেদার আমল, বিশেষত এ আমলে ইসলাম প্রচার, দেশ বিজয় ও রাজ্য পরিচালনা ইত্যাদি বিষয় নিখুঁত নির্ভুল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে এ ইতিহাস গ্রন্থ প্রণীত হওয়ায় গ্রন্থখানি একদিকে যেমন নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য হয়েছে; তেমন ইসলামের সুদীর্ঘ ও গৌরবোজ্জ্বল ধারাবাহিক ইতিহাস বিধৃত হয়েছে বিধায় গ্রন্থখানি প্রাণবন্ত, অনবদ্য ও অনিন্দ্যরূপ পরিগ্রহ করেছে।২৬

মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

লেখক ঃ ড. আ. ফ. ম আবুবকর সিদ্দীক

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৪৬, মূল্য ঃ ৬৪ টাকা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য। তিনি ইসলামকে বিশ্ব মানব সমাজের জন্য সর্বোকৃষ্ট ধর্ম বা দীন হিসাবে মনোনীত করেছেন। আর ইসলামী সমাজে মসজিদ হচ্ছে মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র। সে কারণে তাদের কাছে মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম। বলা বাহুল্য যে, মহান আল্লাহর ইবাদতের জন্য পৃথিবীর বুকে প্রথম যে ইবাদতখানা প্রতিষ্ঠিত হয় সেটি হচ্ছে পবিত্র কাবাঘর। বিশ্বে অতীতে যত মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে সে সবই এই পবিত্র কাবা ঘরের প্রতিচ্ছবি। বিশ্বের যেখানেই দৃষ্টি দেয়া যাক না কেন, নিছক ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মসজিদের অস্তিত্ব সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হবে। প্রতিটি মুসলিম পরিবারের শিশু থেকে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে পর্যন্ত মসজিদের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, গোটা মুসলিম মিল্লাতের জীবনযাত্রায় মসজিদের ব্যাপক ভূমিকা ও প্রভাব রয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মদীনায় হিজরতের পরপরই তিনি প্রথমে মসজিদে কুবা ও পরে মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন। আর এই মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করেই ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানদের জমায়েত। পরামর্শ, শাসন, বিচারকর্ম রাসূল (সা) এই মসজিদে নববীতে বসেই করতেন এবং বিদেশী দূতদের সাক্ষাৎ দিতেন বলে জানা যায়। এককথায়, সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডই তখন ছিল মসজিদে নববী কেন্দ্রিক। রাসূল (সা) আজীবন এবং তার ইন্তেকালের পর চার মহান খলিফাও এর রীতি অনুসরণ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মসজিদ থেকে রাষ্ট্র শাসন ও পরিচালনার বিষয়টি আলাদা হয়ে পড়ে। এর এক পর্যায়ে মসজিদ শুধু সালাত আদায়ের স্থানে পরিণত হয়। আজ শুধুমাত্র সালাত আদায়ের সময় ছাড়া বাকি সময়টুকু মসজিদ থেকে নীরব-নিস্তব্ধ। অথচ মহানবী (সা) হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলে গেছেন– তোমরা অন্য ধর্মের অনুসারীদের ন্যায় মসজিদকে গির্জা ও মন্দিরে রূপান্তরিত কর না, বরং মসজিদ হওয়া চাই চির জীবন্ত, প্রাণবন্ত।

এ প্রেক্ষাপটে প্রখ্যাত ইসলামী শিক্ষাবিদ ড. আ. ফ. ম আবু বকর সিদ্দীক মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তিনি অতীব বেদনা ও উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছেন যে, একালে মসজিদসমূহ শুধু সালাত আদায়ের আনুষ্ঠানিক স্থান মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। মসজিদের সাথে মুসলমানদের 'রূহানী' সম্পর্ক সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। তিনি বলেছেন, মসজিদ হচ্ছে একটি সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান। ইসলামের স্বর্ণযুগে মসজিদেই মুসলিম জাতির সামাজিক, নৈতিক, জাতীয়, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা হত এবং এখনো তা করা যেতে পারে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, শুধু 'এ পথেই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব, অন্য কোন রাস্তায় নয়।" বর্তমান সময়ে মুসলমানরা যখন ক্রমেই ইসলামের প্রকৃত আদর্শের অনুসরণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার বদলে আনুষ্ঠানিকতা বা আচার সর্বস্বতাই যখন প্রধান হয়ে উঠেছে, সে প্রেক্ষাপটে মসজিদকে কেন্দ্র করে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে নতুন জীবনী শক্তি প্রবাহের লক্ষ্যে লেখকের এ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে আন্তরিক মোবারকবাদ পাবার দাবী রাখে। তিনি এ গ্রন্থে পনেরটি অধ্যায় ও উপসংহারে মসজিদের ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে শুরু করে মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব, জামাআতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাসহ বিভিন্ন বিষয় যুক্তি ও ব্যাখ্যা সহকারে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।২৭

---

২৬. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ২৫শে আষাঢ় ১৪১১ ঃ ৯ জুলাই ২০০৪।

২৭. হোসেন মাহমুদ, *দৈনিক ইনকিলাব,* ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার ২৩ মাঘ ১৪১০, ৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৩য় খণ্ড)

আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর (র)

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৯৯, মূল্য ঃ ২৩০ টাকা

বিশ্ব বরেণ্য মুফাসসিরে কুরআন ও ইতিহাসবেত্তা আল্লামা আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর আদদামেশকী (র) রচিত 'আল-বিদায়া ওয়ান নিয়াহা' গ্রন্থটি জনপ্রিয় এবং লেখক-গবেষকদের নিকট গ্রহণযোগ্য সুপরিচিত আকর-গ্রন্থ। লেখক আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) আসমান-যমীনসহ সমস্ত সৃষ্টির সূচনাপর্ব, হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি থেকে শুরু করে যুগে যুগে প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কিরাম, বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনপূর্ব ঘটনাবহুল আরব বিশ্বের ইতিহাস এবং পরবর্তীকালের খলীফা, রাজা-বাদশাহগণের কার্যাবলী ও শাসন পদ্ধতি ইত্যাদির সুবিস্তৃত ইতিহাসের অকাট্য দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে এই বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেজন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনূদিত এ গ্রন্থের শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত'। ইসলামের ইতিহাসের রেফারেন্সের জন্য গ্রন্থটি বিশ্বব্যাপী অন্যান্য মর্যাদার অধিকারী।

লেখক আল্লামা ইবন কাসীর (র) ছিলেন একাধারে হাফেজে কুরআন, মুফাসসিরে কুরআন, হাফেজে হাদীস, মুহাদ্দিস এবং ইতিহাসবেত্তা। তাই তাঁর রচিত গ্রন্থে সব আলোচনা-পর্যালোচনা কুরআন-হাদীস, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনগণের বর্ণনা এবং মনীষীদের বিশ্লেষণধর্মী লেখনীর উদ্ধৃতি চয়ন করে সুসমৃদ্ধ করেছেন। ফলে গ্রন্থটিতে ইসলামের ইতিহাসের সঠিক রূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গ্রন্থটি ইতিহাস চর্চাকারীদের জন্য দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত ও সমাদৃত হয়ে আসছে।

আলোচ্য তৃতীয় খণ্ডের বিষয়গুলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সীরাতের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যেমন শুরুতেই রয়েছে 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিলের সূচনা এবং প্রথম ওহী।' এতে লেখক রাসুলুল্লাহ (স)-এর ওহী প্রাপ্তিকালে তাঁর বয়স ও ওহী নাযিলের তারিখ ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয় সবিস্তারে আলোকপাত করেছেন। লেখক পর্যায়ক্রমে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী সাহাবায়ে কিরামের নাম ও সংখ্যা এবং তাঁরা কিভাবে ঈমান আনলেন তার বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতের মাধ্যমে। এ অংশ পাঠ করলে সাহাবায়ে কিরাম যে প্রতিকূল পরিবেশে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন তার চিত্র ফুটে ওঠে।

এভাবে ক্রমান্বয়ে মুসলিম উম্মাহর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকায় আরবের ক্ষমতাসীন মহলে তোলপাড় শুরু হয়। তারা নবী করীম (সা)-কে বাধা দিতে লাগল। আরবের কাফির-মুশরিকদের ইসলাম-প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল ও মর্মন্তুদ ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়েছে। তাদের অত্যাচার-নিষ্পেষণে জর্জরিত মুসলমানরা অন্য দেশে আশ্রয় নিতে শুরু করলেন। ইতিহাসে এটাই হিজরত নামে আখ্যায়িত। নবুয়তের পঞ্চম বছরে রজব মাসে সেই প্রথম হিজরতকারী দলের আবিসিনিয়া গমনের বিস্তারিত আলোচনা এ গ্রন্থে রয়েছে। এটুকু পড়লে অতীতে ইসলামের অনুসারীদের কণ্টকাকীর্ণ পথের সমুজ্জল ত্যাগ আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। এর পর পরই রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর অনুসারীদের উপর নেমে আসে মহা দুর্যোগ–কুরায়শদের বয়কট। এ ঘটনা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বর্ণনা বিধৃত হয়েছে আলোচ্য খন্ডে। মিরাজুন্নবী (সা)– মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস সেখান থেকে উর্ধ্বাকাশ, আরশে আজীমে নবী করীম (সা)-এর যামানায় চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া, চাচা আবু তালিবের ইন্তিকাল, খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকাল এবং তাঁর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিয়ে, তায়েফ গমন, আকাবার দ্বিতীয় শপথ ইত্যাদির ধারাবাহিকতা বর্ণনা।

নবী করীম (সা)-এর মক্কা থেকে মদীনা হিজরত এবং মদীনা মুনাওয়ারায় প্রথম জুম'আর নামায আদায়, আনসারদের আত্মত্যাগ, মসজিদে নববী নির্মাণ, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন, আয়েশা (রা.)-কে স্ত্রী হিসেবে ঘরে তোলা, আযান দেয়ার বিধান চালু, ছোটখাট কয়েকটি যুদ্ধাভিযান, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রথম যুদ্ধাভিযান, প্রথম বদরের যুদ্ধ, কিবলা পরিবর্তন, রমযানের রোযা ফরয হওয়া এবং ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ঘটনার সবিস্তারে আলোচনা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাছাড়া আরও রয়েছে বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের নাম, শহীদদের নাম, কুরায়শ ও মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ও যুদ্ধের আনুপূর্বিক বর্ণনাসহ দ্বিতীয় হিজরী সালে সংঘটিত কয়েকটি ঘটনা। মোটকথা, আল্লামা ইবনে কাসীর (র) ইসলামের ইতিহাসের একটি নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি সাহাবা, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈদের সব বর্ণনাই এতে স্থান দিয়েছেন। বর্ণনা শেষে যে সকল তথ্য ভুল এবং যে সকল বর্ণনা

Dhaka University Institutional Repository

সঠিক তা রায় দিয়েছেন। ইতিহাস বর্ণনায় যাঁরা বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য তাঁদের বর্ণনাকে তিনি অকপটভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে গ্রন্থটি একটি অনবদ্য ইতিহাস গ্রন্থ ও ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে জ্ঞান-ভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে।

আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী (র) ও আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর মতো যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী এই অনবদ্য গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ রচনা করেন। উপমহাদেশের মাদ্রাসা-বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরব-বিশ্বের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম অনুবাদ হওয়ায় প্রথম দুখণ্ড বিদগ্ধ পাঠকমহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে রাসূল (সা)-এর পূর্ণাঙ্গ ও ঘটনাবহুল জীবন-চরিত ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ খণ্ডটিও অনুরূপ সমাদর লাভ করবে বলে আশা করা যায়। এ খণ্ডেরঅনুবাদ করেছেন মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন, মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী ও মাওলানা মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন। সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে গ্রন্থটি সম্পাদিত এবং অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের মাধ্যমে প্রকাশিত। অনুবাদ মুলানুগ ও সুপাঠ্য হয়েছে। মুদ্রণ, বাঁধাই ও মানসম্মত। তবে ছাপায় সামান্য ভুল-ত্রুটি রয়েছে। যা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনযোগ্য। প্রকাশকের কথায় বিষয়টি অকপটে স্বীকার করে বলা হয়েছে যে, অত্যন্ত অল্পসময়ের ব্যবধানে গ্রন্থটি প্রকাশ করায় কোথাও ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সচেতন পাঠকদের নিকট কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মানবেতিহাস ও ইসলামের ইতিহাসের সমন্বয় সাধন করে লেখক অত্যন্ত সুনিপুণ ঐতিহাসিক তথ্যাদি তুলে ধরেছেন। মূল গ্রন্থটি আরবিতে ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডের আবার দু'অংশ রয়েছে। আলোচ্য ৩য় খণ্ডটি মূল আরবি কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অংশের অনুবাদ। এভাবে ১৪ খণ্ড অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হলে ২৮ খণ্ডে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বেশ গুরুত্বের সাথে ধারাবাহিকভাবে এই আকর-গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা যায়। এ খণ্ডে মহানবী (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিলের সূচনাপর্ব থেকে শুরু করে মক্কী জীবন এবং হিজরী দ্বিতীয় সালে সংঘটিত কয়েকটি ঘটনার সুবিস্তৃত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিটি ঘটনার বর্ণনা তাঁর বহুমুখী জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে নির্ভরযোগ্য ও সাবলীল আলোচনা দ্বারা সৌকর্যমণ্ডিত করেছেন। এ গ্রন্থটি পাঠ করে রাসূল (সা)-এর অনুপম লেখক-গবেষকগণকে নিখুঁত ও সঠিকভাবে জানা যাবে। যা সাধারণ পাঠক ছাড়াও লেখক-গবেষকগণকে সীরাত চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেবে।

'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থটি অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হওয়ায় বাংলাভাষী পাঠকদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হলো।[২৮]

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (চতুর্থ খণ্ড)
মূল ঃ আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর (র)
অনুবাদ ঃ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন,
মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী,
মাওলানা আবু তাহের ও মাওলানা মুহাম্মদ বুরহান উদ্দীন
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৫৮, মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন ও ইতিহাসবেত্তা আল্লামা হাফিজ ইবন কাসীর (র) রচিত 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' শীর্ষক ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থটি বেশ সুপরিচিত। ইসলামের ইতিহাস রচনায় তাঁর এই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার খ্যাত বিশাল গ্রন্থটি আলোকবর্তিকা হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে এই তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠক-গবেষকমহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে। বর্তমানে চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হলো। এ খণ্ডে তৃতীয় হিজরী সন থেকে সংঘঠিত ঘটনাবলীর বিশদ আলোচনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তৃতীয় হিজরীতে নাজদের যুদ্ধ, ফুরা'র যুদ্ধ, উহুদ যুদ্ধ ইত্যাদির সম্মুখীন হন। এসব যুদ্ধের বর্ণনা, বিশেষভাবে উহুদ যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ মারাত্মকভাবে আহত হওয়া, প্রিয়তম চাচা হযরত হামযা (রা)-এর শাহাদাত বরণ, উহুদ যুদ্ধে শহীদগণের জানাযার নামায, উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের নাম ও সংখ্যা ইত্যাদি লোমহর্ষক ঘটনার বিশদ বিবরণ রয়েছে।

---

২৮. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী ২০০৪, পৃষ্ঠা-১১৪-১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ হিজরীতে রাজী'র লোমহর্ষক ঘটনা, অভিযানসমূহ পরিচালনা, দ্বিতীয় বদর যুদ্ধের ঘটনার বর্ণনা আছে। এছাড়া ৮ম হিজরী পর্যন্ত ঘটনার প্রাণবন্ত আলোচনা, এতে রয়েছে খন্দকের যুদ্ধ, যুকারদের যুদ্ধ, হুদায়বিয়ার অভিযান, খায়বর যুদ্ধ, খায়বরের শহীদগণ, মুতার যুদ্ধ, যায়িদ ইব্ন হারিসার অভিযান, উমরাতুল কাযা, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণ, সিরিয়ার আরব খৃস্টান শাসনকর্তা ও পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট পত্র প্রেরণ, মক্কা বিজয়, হুনায়নের যুদ্ধ, তায়েফ যুদ্ধের শহীদ ইত্যাদি বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা। যা সীরাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক বিরাট অংশ। লেখক-গবেষকদের জন্য পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোর মতো এ খণ্ডটিও বেশ সমাদৃত হবে আশা করা যায়।[২৯]

---

২৯. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর ২০০৪, পৃষ্ঠা-১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ৮

জীবনী ও অবদান বিষয়ক প্রকাশনা

চারজন বরেণ্য মুসলিম বাংগালি

লেখক ঃ সাইফুদ্দীন চৌধুরী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৩
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১০৪, মূল্য ঃ ৩৫.০০ টাকা।

একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসাবে আমরা যে আজ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি তার পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের সাধনা, অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগ ও অব্যাহত সংগ্রামের বর্ণাঢ্য পটভূমি। কোন উন্নত জাতিই তার অতীতকে বিস্মৃত হয় না। কারণ, অতীত বিস্মৃতির অন্তরালে নিমজ্জিত হলে ভবিষ্যৎ শিকড়বিহীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। আমরা আমাদের অতীতকে ভুলে যাইনি ঠিকই ; কিন্তু অতীতের অনেক মনীষীই যে আমাদের বিস্মৃতির শিকার হয়েছেন এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁরা আমাদের কাছ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদা পাবার দাবীদার।

প্রখ্যাত গবেষক, লেখক সাইফুদ্দীন চৌধুরী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের চারজন বিশিষ্ট মনীষীর জীবন ও কর্মের পরিচয়মূলক 'চারজন বরেণ্য মুসলিম বাংগালি' গ্রন্থটি রচনা করে জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি তাঁর এ গ্রন্থে যাদেরকে নিষ্ঠার সাথে তুলে ধরেছেন তাঁরা হলেন ঃ প্রখ্যাত সাংবাদিক সাহিত্যিক আব্দুল্লাহেল কাফী, প্রখ্যাত পুঁথি সংগ্রহক সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদ। এর ফলে আমাদের সাম্প্রতিক অতীতের চারজন গুণী মনীষী সম্পর্কে একালের পাঠকরা জানার সুযোগ লাভ করবে।[১]

বেগম রোকেয়া

লেখক ঃ মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৪ (৭ম সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৪, মূল্য ঃ ১৪.০০ টাকা।

মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়ার নাম সবারই জানা। আমাদের দেশে জনশিক্ষার হার এমনিতেই আশাব্যঞ্জক নয়। আজ থেকে ৫০ বা ১০০ বছর আগে শিক্ষিতের হার দুঃখজনকভাবে কম ছিল । বিগত শতকের মাঝামাঝি সময় অর্থাৎ ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কোন মুসলমান মহিলা ডাক্তার, অধ্যাপক, পাইলট, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার কথা ভাবাই যেত না। তারও আগে মুসলমান ছেলেদের যেমন আধুনিক শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে দেখা যায়নি, তেমনি মুসলমান মেয়েদেরও স্কুল বা কলেজে যেতে দেখা যেত না। নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রসার না ঘটায় তাদের দুর্দশা ছিল বেশি। এ বিষয়টি লক্ষ্য করে বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসেন এবং কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন বাংলায় সেটাই ছিল মুসলমান মেয়েদের জন্য প্রথম হাইস্কুল। বেগম রোকেয়ার জন্ম ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। তৎকালীন মুসলমান অভিজাত ঘরের মেয়েদের মতো তারও স্কুল-কলেজে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটেনি। নিজের আগ্রহ ও চেষ্টায় বড় ভাই ইবরাহীম সাহেবের আন্তরিক সহযোগিতায় তিনি সুশিক্ষিত হয়ে ওঠেন। ১৮ বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার পর স্বামীর কাছ থেকেও তিনি সহযোগিতা পান। তখনি তিনি বাঙালি মুসলিম মেয়েদের মধ্যে অশিক্ষার বিষয়টি লক্ষ্য করে চিন্তিত হয়ে পড়েন। এদিকে তার ব্যক্তিজীবনে দুর্ভাগ্য নেমে আসে। বিয়ের পর স্বামীর সাথে তিনি বিহারের ভাগলপুরে থাকতেন। কিন্তু বিয়ের ১০

১. মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান, (১) *দৈনিক আজকের দেশবার্তা*, দিনাজপুর, ২২ জুন ২০০৪।
(২) *দৈনিক তিস্তা*, দিনাজপুর ২২ জুন ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

বছর পর তাঁর স্বামী ইন্তেকাল করেন। তার ২টি কন্যাসন্তান হয়েছিল। তাঁরা কেউই বাঁচেনি। ফলে স্বামীর মৃত্যুর পর গভীর বেদনার মধ্যে তিনি মুসলিম মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালানোর লক্ষ্যে নিজেকে নিবেদিত করেন। প্রথমে ভাগলপুরে তিনি মেয়েদের একটি স্কুল খুলেন। কিন্তু নানা সমস্যার কারণে অচিরেই তা বন্ধ করে দিতে হয়। শুধু তাই নয়, ভাগলপুরের পর্ব চুকিয়ে তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে চলে আসেন। বেগম রোকেয়ার পুরো নাম ছিল রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি একজন খ্যাতিমান লেখিকাও ছিলেন। নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো, তাদের চিন্তা-চেতনার উন্নয়ন এবং শিক্ষা লাভের মাধ্যমে নারী জাগরণ ঘটানোই ছিল তাঁর সাহিত্য রচনার মূল লক্ষ্য। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ পদ্মরাগ, মতিচুর ও অবরোধ বাসিনী।

আল্লাহর ওপর গভীর আস্থা রেখে বেগম রোকেয়া একদিন মুসলিম নারী জাগরণের সাধনায় নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। তার সে প্রচেষ্টা ছিল মহৎ তার ফল আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি। মেয়েদের তিনি শিক্ষার দিকে, মুক্তির দিকে, মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার দিকে পথ নির্দেশ করেছেন।[২]

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)
লেখক ঃ আবু সাঈদ জুবেরী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৪ (৪র্থ সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৮, মূল্য ঃ ২৮.০০ টাকা।

ইসলামের ইতিহাসে হযরত উসমান (রা)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহানবী (সা) ইসলাম প্রচার শুরু করার পর মক্কার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ব্যবসালব্ধ বিশাল সম্পদ ইসলামের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন রাসূল (সা)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাহাবী। পরবর্তীতে রাসূল (সা)-এর ওফাতের পর খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এর পর তিনি তৃতীয় খলিফা হিসাবে দক্ষতা ও সাফল্যের সাথে সে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়কালে ইসলামী রাষ্ট্র আরো প্রসার লাভ করে এবং শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত উসমান (রা)-এর একটি বড় কৃতিত্ব এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম কুরআন শরীফ একত্রে সংকলিত করার ব্যবস্থা করেন।

হযরত উসমান (রা)-এর বর্ণাঢ্য ও কর্মময় জীবনের সাথে শিশু-কিশোরদের পরিচয় ঘটানোর লক্ষ্যে বিশিষ্ট কথাশিল্পী, সাংবাদিক আবু সাঈদ জুবেরী তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা) শীর্ষক এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটি এক কথায় চমৎকার। লেখক শুধু কথা সাহিত্যিক ও সাংবাদিকই নন, তিনি শিশু-কিশোরদের উপযোগী সাহিত্য রচনায়ও যে যথেষ্ট পারঙ্গম তার প্রমাণ এ গ্রন্থের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। এ গ্রন্থের ভাষা-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য লেখককে অনুরূপ ধরনের যে কোন গ্রন্থ থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। অন্যদিকে তিনি হযরত উসমান (রা)-এর জীবনের প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও আনুষঙ্গিক তথ্য সন্নিবেশিত করায় প্রতিটি বিষয়ই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আল্লাহভীরু, দায়িত্ব পালনে আন্তরিক, জনগণের কাছে জবাবদিহিতায় সদাপ্রস্তুত, নিরহংকার এ খলিফা ছিলেন অত্যন্ত নরম হৃদয়ের মানুষ। এর সুযোগ নিয়ে তার কতিপয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শাসন কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে হস্তক্ষেপ এবং বেশকিছু সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন। যার পরিণতিতে অন্য সুযোগসন্ধানীরা তার বিরুদ্ধে গোলযোগ সৃষ্টি করে এক চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। দুঃখের বিষয়, সেদিন বিদ্রোহীদের মোকাবিলায় তার সেসব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন তেমন কোন ভূমিকা পালন করেননি, তেমনি তার নিরাপত্তা নিয়েও তাদের কোন ভাবনা ছিল না। অন্যদিকে খলিফা হযরত উসমান (রা) নিজেও কোন অবস্থায়ই মুসলিমদের মধ্যে রক্তপাত না ঘটাতে ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ রকম একটি অবস্থার মধ্যে তিনি অনেকটা অসহায়ভাবেই শাহাদাত বরণ করেন নিষ্ঠুর ঘাতকের হাতে। তিনি নিজের রক্ত ঝরালেন কিন্তু মুসলিমদের রক্ত ঝরতে দিলেন না বা তাদের রক্তে নিজের হাতও রঞ্জিত করলেন না।[৩]

---

২. হোসেন মাহমুদ, *বাংলাবাজার পত্রিকা ;* ঢাকা ঃ শনিবার ২ শ্রাবণ ১৪১১ ; ১৭ জুলাই ২০০৪।
৩. হোসেন মাহমুদ, *বাংলাবাজার পত্রিকা ;* ঢাকা ঃ শনিবার ২ শ্রাবণ ১৪১১ ; ১৭ জুলাই ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

তুর্কী দরবেশ সাঈদ নূরসী (র)

লেখক ঃ এ. জেড. এম. শামসুল আলম

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২০, মূল্য ঃ ১৮.০০ টাকা।

'তুর্কী দরবেশ সাইদ নূরসী (র)' শীর্ষক বইটি প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিশিষ্ট লেখক জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম লিখিত একটি প্রামাণ্য ও ব্যতিক্রমধর্মী পুস্তক। সাঈদ নূরসী (র) তুরস্কের এক বীর মুজাহিদ। তিনি প্রথম জীবনে রুশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ নেন। পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহর সর্বশেষ ঐক্যের প্রতীক সুদীর্ঘ ছয়শ' উনত্রিশ বছরের তুর্কী খেলাফতের পতনের পর তুরস্কের মুসলিমদের উপর ইসলাম বিদ্বেষী মোস্তফা কামাল পাশার জুলুম-নির্যাতনের যে ষ্টিমরোলার চেপে বসেছিল তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সাঈদ নূরসীর (র) অবদানও অবিস্মরণীয়। বাংলাভাষী পাঠকের অনেকেই তাঁর নামের সাথে অপরিচিত। এ গ্রন্থ সে অভাব পুরণে সহায়ক হবে।

সাঈদ নূরসীর (র) পুরো নাম বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী। জন্ম পূর্ব তুরস্কের বিতলিশ অঞ্চলের নূরস গ্রামে ১৮৭৭ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হলে তিনি রুশদের হাতে বন্দী হন এবং তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। কিন্তু ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী সাঈদ নূরসীর (র) মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও নিজ ধর্মের প্রতি দৃঢ়তা দেখে জেনারেল নিকোলাইভিচ অভিভূত হন এবং তাঁর ফাঁসির আদেশ বাতিল করেন।

পরবর্তীতে মোস্তফা কামাল পাশার শাসনামলে তাঁর ধর্মবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ করায় তাঁকে বহুবার কারাবন্দী করা হয়। আদর্শের প্রশ্নে অবিচল ও দৃঢ়চিত্ততার কারণে তাঁকে বহুবার হত্যার ষড়যন্ত্রও করা হয়। কিন্তু সাঈদ নূরসী (র) এতসব ষড়যন্ত্রের পরও আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে বেঁচে যান এবং স্বীয় আদর্শে আজীবন অটল থেকে তুর্কী জাতির দুর্যোগময় সংকটে আলোর দিশারী হিসাবে কাজ করেন। তুরস্কের অমানিশার অন্ধকারে শুকতারা হয়ে দ্বীনের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রাখেন। ১৯৬০ সালের ২৩ মার্চ ৮৩ বছর বয়সে এ মহান সাধক ইন্তিকাল করেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হলেও তৎকালীন তুর্কী জাতিকে অধঃপতনের পঙ্কে নিমজ্জিত করার মোস্তফা কামালের ফিতনা প্রতিরোধে মুজাদ্দিদ হযরত সাঈদ নূরসীর (র) ঐকান্তিক প্রচেষ্টার সংগ্রাম চিত্র উঠে এসেছে।[৪]

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

সম্পাদক ঃ হোসেন মাহমুদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রচ্ছদ ঃ মোমিন উদ্দীন খালেদ

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৮৪, মূল্য ১২০.০০ টাকা ।

কথা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হোসেন মাহমুদ সম্পাদিত 'সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী' শীর্ষক এ সুবৃহৎ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা বিভাগ থেকে। সম্প্রতি (জুন ২০০৩) প্রকাশিত হয়েছে এর দ্বিতীয় সংস্করণ। মুসলিম নবজাগরণের অগ্রদূত, অগ্নিপুরুষ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার, মন ও মনন দিয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করার মত একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের অভাব আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভব করে আসছিলাম। আলোচ্য গ্রন্থ আমাদের সে অভাবের সিংহভাগ পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। সিরাজী মানসকে যারা জানতে চান, তার বর্ণাঢ্য কর্মকাণ্ড ও জীবন সাধনার পরিচয় যারা পেতে চান, তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মকাণ্ড ও জীবন সাধনার পরিচয় পেতে চান, সিরাজী সাহিত্যকে যারা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চান, তাদের জন্য অবশ্য অবশ্যই এ এক আকর গ্রন্থ। বর্তমান প্রজন্ম কি সিরাজী মানসের সাথে পূর্ণ পরিচিত? সম্ভবত এ প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ ও না-এর সংমিশ্রণ। অর্থাৎ সিরাজী সাহেবের নাম এ প্রজন্ম জানে কিন্তু স্বর্ণ হৃদয়ের অধিকারী ইসমাইল হোসেন সিরাজীর ঘটনাবহুল, বর্ণিল জীবনের সবটুকু হয়তো তারা জানে না। এদিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থ এ অভাব পুরণে যেমন সহায়ক, তেমনি জাতীয় বীরদের স্মরণের যে জাতীয় কর্তব্যবোধ পরবর্তী প্রজন্মের ওপর বর্তায়- এ গ্রন্থ সে দায়িত্ব পালনেরও স্বারক।

---

৪. মনজুর আবদাল, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ২৩ এপ্রিল ২০০৪, ১০ বৈশাখ, ১৪১১।

Dhaka University Institutional Repository

এ পর্যায়ে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, ইসমাইল হোসেন সিরাজী কে ছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর গ্রন্থের সম্পাদক তার নাতিদীর্ঘ সম্পাদকীয়-এর শুরুতেই তুলে ধরেছেন এভাবে ঃ "স্মৃতি বিস্মৃতির আলো-আঁধারির পটভূমিতে একটি নাম এখনো আমরা মাঝে মধ্যে উচ্চারিত হতে শুনি। স্বীকার্য, সে নামের ব্যঞ্জনা তাঁর অন্তর্নিহিত অসাধারণত্বের জন্যই হৃদয়ে এখনো শিহরণ তোলে, অন্বেষণ করতে বলে আত্মপরিচয়কে, আত্মমর্যাদাবোধের ঐশ্বর্যে শির সমুন্নত রাখার জন্য জানায় বলিষ্ঠ আহ্বান, চেতনায় সঞ্চারিত করে জাতীয় উন্নতি ও কল্যাণ সাধনের একটি মহতী স্পৃহাকে। এ নামটি স্মরণ করলেই কানে ভাসে একটি বজ্রের নির্ঘোষ, মনে হয় যেন চমকে উঠেছে বিদ্যুৎ-বিশাল চরাচরব্যাপী লেগেছে ঝড়ের প্রচণ্ড দোলা; আর এ সবের মিলিত দাপটে বিপুল স্রোতমুখে তৃণের মতো ভেসে চলেছে পরাধীনতার জঞ্জালভার, শৃঙ্খল টুটে পড়েছে বিদেশী শাসনের, সুদীর্ঘকালের ঘুমঘোর থেকে টগবগে প্রাণচাঞ্চল্যে জেগে উঠছে নিপীড়িত একটি জাতি আবাহন করছে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক আলোকদীপ্ত সূর্যের। এ নামটি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর– আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম পুরুষ, মুসলিম পুনর্জাগরণ প্রয়াসের যিনি অন্যতম পুরোধা-নকীব।"

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরার লক্ষ্যে সম্পাদক গ্রন্থটিকে ৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। অধ্যায়সমূহ হচ্ছে ঃ ১. স্মৃতিচারণ ঃ বেহেশতের বুলবুলি, ২. জীবন সাধনা ঃ আত্মমর্যাদায় প্রতীক ৩. সাহিত্য ঃ খুন রাঙা ফুল; ৪. সাদৃশ্য ঃ পূর্বসুরি উত্তর সূরি এবং ৫. পরিশিষ্ট ঃ গৌরব কিরীট।

প্রথম অধ্যায়ে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী, কাজী নজরুল ইসলাম, ইবরাহীম খাঁ, জসীমউদ্দীন, আবদুল কাদির, ফজলুল হক সেলবর্ষি, আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফসহ ২১ জন রাজনীতিক, লেখক, সাংবাদিকের (যাঁরা প্রত্যেকেই স্বনামে বিখ্যাত) স্মৃতিচারণ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে ড মুহাম্মদ এনামুল হক, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবদুল কাদির মুহাম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, আনিসুজ্জামানসহ ২০ জন লেখক, সাহিত্যিক, অধ্যাপকের রচনা তৃতীয় অধ্যায়ে সৈয়দ আলী আহসান, মুজীবর রহমান খাঁ, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, ড. কাজী আবদুল মান্নান, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ , আবু রুশদ, আবদুল মান্নান সৈয়দসহ ১৩জন লেখকের মূল্যায়ন; চতুর্থ অধ্যায়ে শাহাবুদ্দীন আহমদ ও মুহাম্মদ আবদুল্লাহর ২টি তুলনামূলক প্রবন্ধ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে অর্থাৎ পরিশিষ্টে শোকবাণী, শ্রদ্ধা, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মৃত্যু সংবাদ, জীবন ও সাহিত্যপঞ্জী প্রভৃতি স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থের অধ্যায় বিন্যাস থেকে শুরু করে অনেকপুরনো, বিস্মৃত প্রায় রচনা গ্রন্থভুক্ত করা, তথা সমৃদ্ধ মর্মভেদীর সম্পাদকীয় (এটিকে একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়ন বলা যায়) এবং পরিশিষ্টে তুলে আনা অনেক প্রাগৈতিহাসিক তথ্য সন্নিবেশ থেকে এর সম্পাদক হোসেন মাহমুদের অসাধারণ কৃতিত্ব ও হৃদয় নিংড়ানো আন্তরিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে। প্রকৃতই হোসেন মাহমুদ এ গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের উজ্জ্বলতম পুরুষ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীকে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া থেকে উদ্ধার করে জাতীয় দায়িত্ব পালন করলেন।[৫]

নক্শে দাওয়াম (স্মৃতি অম্লান)

(হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আন্ওর শাহ্ কাশ্মীরী (রহ)-এর জীবন কথা)

লেখক ঃ আন্যর শাহ্ মাসউদী

অনুবাদ ঃ আবদুল মতীন জালালাবাদী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০১

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫১৫, মূল্য ঃ ১১৬.০০ টাকা।

'নক্শে দাওয়াম (স্মৃতি অম্লান)' শীর্ষক গ্রন্থটি উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুহাদ্দিস আনওর শাহ্ কাশ্মীরী (র)-এর জীবনচরিত্র সম্পর্কিত একটি অমূল্য গ্রন্থ।

আন্ওর শাহ্ কাশ্মীরী (র) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কুরআন, হাদীস, তাফ্সীর, ফিক্হ, আকায়েদ, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ছিল তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। এসব বিষয়ের উপর তিনি প্রচুর গ্রন্থও রচনা করেছেন। এসব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে তাঁর ইলমে হাদীসের চর্চা। আর এর প্রকাশ পায়– উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দ-এর

---

৫. মনজুর আবদাল, (১) ইনকিলাব সাহিত্য, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১৬ এপ্রিল ২০০৪।
(২) *বাংলাবাজার পত্রিকা*, ঢাকা, ১২ জুন ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

শায়খুল হাদীস হিসাবে তাঁর শিক্ষকতা শুরু করা থেকে। তিনি হাদীস শাস্ত্রে কত বড় পণ্ডিত ছিলেন, এর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রদত্ত বুখারী শরীফের ভাষ্য- 'ফয়যুল বারী' এবং তিরমিযী শরীফের ভাষ্য- 'আল আরফুশ শাযী' থেকে। তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহে বুখারী শরীফের এমন এমন ব্যাখ্যা করেছেন যা তাঁর আগে কেউ করতে পারেননি। এ জন্য তাঁকে এ যুগের বুখারীবিদ বলা হয়।

আনযর শাহ্ মাসউদী প্রণীত 'নকশে দাওয়াম (স্মৃতি অম্লান)' গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক মাওলানা আবদুল মতিন জালালাবাদী। বইটি প্রকাশিত হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকেই।[৬]

সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্মসহ হুসেইন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর স্মৃতিকথা

সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান তালুকদার
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৬৬, মূল্য ঃ ৯৮.০০ টাকা।

উপমহাদেশে খ্যাতিমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবন ও কর্ম-সাধনার সাথে বিদগ্ধজন মাত্রই কমবেশী পরিচিত। ব্রিটিশ ভারতের পটভূমিতে মুসলিম জন সমাজের স্বার্থরক্ষা, তাদের আশা-আকাঙ্খার সফল বাস্তবায়ন এবং তাদের আযাদীর নিয়মতান্ত্রিক লড়াইকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য।

১৯৪৭ সালের আযাদী-পূর্ব সময়ে অখণ্ড বাংলার সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কলকাতায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিজের জীবন বিপন্ন করে দাঙ্গাবিরোধী তৎপরতায় তাঁর দুঃসাহস তাঁকে জীবন্ত কিংবদন্তীতে পরিণত করে। ভারত ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সকল ফায়সালা হয়ে যাওয়ার পরও বৃহৎ বঙ্গ গঠনের তৎপরতা তাঁর দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞারই পরিচয় বহন করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে গণতন্ত্র চর্চা, গণতন্ত্রের বিকাশ ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর আপোসহীন ভূমিকার জন্য তাঁকে 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এক কথায় আজীবন তিনি ছিলেন জনগণের নেতা। তাঁর রাজনীতি ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য। তাদের প্রতি অসামান্য দরদ ও ভালোবাসার দৃষ্টান্তই তাঁর আজীবনের কর্ম-সাধনায় প্রতিফলিত হয়েছে। এই বিরল প্রজ্ঞা রাজনীতিকের 'স্মৃতিকথা' আছে, এ খবর খুব কম লোকই জানেন। কারণ, আমাদের রাজনীতিকদের (ব্যতিক্রম দু'চারজন ছাড়া) একটা বদনাম আছে, তাঁরা কিছু লিখে যাননি, লিখে যান না; মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দী এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। যদিও তাঁর এ স্মৃতিকথাটি অসম্পূর্ণ। তা সত্ত্বেও হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো শীর্ষ রাজনীতিক ও জাতীয় নেতার খণ্ডিত (অসম্পূর্ণ অর্থে) স্মৃতিকথা আমাদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ।

গ্রন্থটি দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে মরহুমের 'জীবন ও কর্ম' স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে তাঁর স্মৃতিকথা। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান তালুকদার। 'জীবন ও কর্ম' অংশটি তাঁরই লেখা। 'স্মৃতিকথা'টি তিনি ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। গ্রন্থের শুরুতে বিশিষ্ট রাজনীতিক ও আইনজীবী ড. কামাল হোসেনের একটি 'মুখবন্ধ' এবং 'অনুস্মরণ' শিরোনামে শহীদ সোহাওয়ার্দীর পুত্র রাশেদ সোহরাওয়ার্দীর একটি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদের 'সংগ্রামী সোহরাওয়ার্দী' শিরোনামে আরও একটি ভূমিকা স্থান পেয়েছে। এ তিনটি লেখা থেকে সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক এ স্মৃতিকথা লেখার পটভূমি, উদ্ধার ও ছাপার, পটভূমিসহ হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবন ও কর্ম সাধনার সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গ্রন্থের শোভা বর্ধনের মাত্রা অতিক্রমে সক্ষম হয়েছে। যেমন ড. কামাল হোসেনের 'মুখবন্ধ' থেকে জানা যায়, এ অসমাপ্ত স্মৃতিকথাটি হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবনের শেষ বছর অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে লেখা। ড. কামাল হোসেনের 'মুখবন্ধ' থেকে জানা যায়, এ অসমাপ্ত স্মৃতিকথাটি হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবনের শেষ বছর অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে লেখা। ড. কামাল হোসেনের ভাষায় ঃ "এ স্মৃতিকথা খণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দীর রাজনীতি ও তাঁর ব্যক্তিত্বের মূল্যবান ছাপ এতে পাওয়া যাবে।... তাঁর ঘনিষ্ঠতম রাজনৈতিক সহকর্মীর সঙ্গে সংলাপ থেকে উঠতি রাজনৈতিক শক্তি সম্বন্ধে তাঁর আঁচকরবার গভীরতা প্রতিফলিত হয়েছে।" শহীদ সোহরাওয়ার্দীর লেখা 'অনুস্মরণে' মূলত জীবনের শেষ দিকে

---

৬. মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ, পুথি পত্র, *দৈনিক সংগ্রাম*; ঢাকা ঃ ২৩ এপ্রিল ২০০৪, ১০ বৈশাখ, ১৪১১।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তাঁর পিতার লন্ডনে অবস্থানকালীন স্মৃতি উঠে এসেছে। বিধৃত হয়েছে আলোচ্য 'স্মৃতিকথা লেখার প্রসঙ্গটিও। যেমন ঃ "বেশীর ভাগ সময় তাঁর স্মৃতিকথা যার উপর তিনি লেখা শুরু করেছিলেন, তা ঘুচিয়ে নিয়ে সময় কেটে যেতো। আমার এখানে বাস করার শেষের দিকে তিনি প্রথম খসড়া তৈরি করে ফেলেন; এ খসড়ায় হাতে লেখা অনেক সংশোধন ছিল। সংক্ষেপে এখানে এর সম্পূর্ণ অবস্থায় যা ছাপানো হয়েছে তা সেই খসড়া। এ স্মৃতিকথা সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তা পাকিস্তানের জন্মলাভ থেকে তাঁর মৃত্যু অবধি পাকিস্তান রাজনীতির ওপর তাঁর মূল্যায়নও জড়িত থাকার এক ভাবগন আলোকপাত পাওয়া যাবে। এখানে অনেক কিছুই আছে যা আগে বলা হয়নি এবং আরও আশ্চর্যজনকভাবে পরেও বলা হয়নি।

যাইহোক, এ ধরনের একটি ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ উপহার দেয়ার জন্য এর প্রকাশক ও সম্পাদককে আন্তরিক মোবারকবাদ। এ 'স্মৃতিকথা' শুধু হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর 'জীবন-কাহিনী'ই নয়, বরং এ তো পাকিস্তানের জটিল রাজনৈতিক ইতিহাসেরই অংশ। প্রকাশকের কথায় যথার্থই বলা হয়েছে। গ্রন্থটি "হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো শীর্ষ রাজনীতিক ও জাতীয় নেতার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও প্রজ্ঞা মূল্যায়নের কারণে একটি বিশেষ সময়কাল, তার প্রেক্ষাপট, বিকাশ ও বিস্তার নিয়ে এক অতীব মূল্যবান দলিল ও ইতিহাসের রূপ গ্রহণ করেছে।[৭]

ইব্‌ন খালদুন ঃ জীবন ও কর্ম

মূল ঃ এম এ ইনান

অনুবাদ ঃ সুলতান আহমদ শহীদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৩৬, মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় মুসলমানদের অবদান বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের তুলনায় মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ভূমিকা কোনো অবস্থাতেই কম ছিল না।

মুসলিম সভ্যতার বিকাশে যাদের অবদান চিরস্মরণীয় ইব্‌ন খালদুন তাঁদেরই একজন। ইব্‌ন খালদুন ছিলেন পৃথিবীর বিখ্যাত ঐতিহাসিক সমাজ বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও লেখক। তাকে সমাজ বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সব ভাষায়ই তাঁর রচনাবলী ও পরিচিতি রয়েছে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন খালদুন উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। মুসলিম চিন্তা নায়কদের মধ্যে দর্শন এবং ইতিহাস সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে তিনি এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শত শত বছর পার হয়ে যাবার পরও তাঁর রেখে যাওয়া কাজের মূল্য শেষ হয়ে যায়নি। তার সৃষ্ট কর্মের মূল্য এবং আধুনিকতা বিশ্বের চিন্তার জগতে এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। ইউরোপীয়রা কয়েকশত বছর আগ থেকেই তার মূল্যায়ন করেছেন।

তবে সুখের কথা, দেরিতে হলেও ইব্‌ন খালদুন সম্পর্কে ইদানিং বেশ কিছু আলোচনা-পর্যালোচনা এবং জীবনীগ্রন্থ বেরিয়েছে। সকল আরবি ভাষা-ভাষী দেশসমূহের বুদ্ধিজীবি সাহিত্যিকদের মাঝে তার সম্পর্কে আলোচনা, মূল্যায়ন ইত্যাদি ব্যাপারে অভূতপূর্ব সাড়া পড়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় মিশরীয় লেখক এম. এ. ইনান রচিত এই মূল্যবান ইংরেজি বইটি অনুবাদ করেছেন জনাব সুলতান আহমদ শহীদ।[৮]

পথিকৃৎ দশ মনীষী

লেখক ঃ মুকুল চৌধুরী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৫০, মূল্য ঃ৪৫.০০ টাকা।

বাংলাদেশের দশ মনীষীর কর্মময় জীবনের মূল্যায়নের ওপর প্রকাশিত হলো পথিকৃৎ দশ মনীষী। এ দশ মনীষীর মধ্যে রয়েছেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আযাদী আন্দোলনের সৈনিক আব্দুল মতিন চৌধুরী, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, দেওয়ান

---

৭. মুকুল চৌধুরী, দৈনিক সংগ্রাম ; ঢাকা ঃ ৫ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১৪১১ ; ১৯ নভেম্বর ২০০৪।

৮. উম্মে ফারাহানা খুশি, *নয়া দিগন্ত,* ঢাকা, ১ ফেব্রুয়ারী ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ আজরফ, ডক্টর এম আবদুল কাদের, বিচারপতি আবদুল মওদুদ, চিত্রশিল্পী কাজী আবুল কাশেম, ছাত্রনেতা শহীদ নজীর আহমদ, ভাষা আন্দোলনের স্থপতি প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, ভাষা সৈনিক এম শামসুল আলম।

এর সাথে পরিশিষ্টতে সংযোজিত হয়েছে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ২৪ পৃষ্ঠাব্যাপী সাক্ষাৎকার, ডক্টর এম. আবদুল কাদেরের ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী সাক্ষাৎকার, শিল্পী কাজী আবুল কাসেমের ৯ পৃষ্ঠাব্যাপী সাক্ষাৎকার, এম শামসুল আলমের ৪ পৃষ্ঠার সাক্ষাৎকার।

১৯২১ সালে এ উপমহাদেশে খিলাফত আন্দোলন শুরু হলে আবদুল মতিন চৌধুরী আলীগড় ছেড়ে বাংলা আসামে চলে এসে এ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাকে নিয়ে লেখা দ্বিতীয় প্রবন্ধে তার উচ্চকিত ব্রিটিশ প্রতিবাদের জন্য এক বছরের যে কারাবাস হয় তাও তিনি তুলে ধরেন। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত আসামের মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি পরবর্তীতে 'ফরওয়ার্ড' 'বোম্বে ক্রনিকল', 'আসাম হেরেল্ড' ও পরবর্তীতে এর পরিবর্তিত নাম 'ইস্টার্ন হেরেল্ড' ইত্যাদিতে সাংবাদিকতা শুরু করেন। সিলেটের এ বরেণ্য সন্তানের অমর অক্ষয় কর্মময় জীবন তিনি তুলে ধরেছেন তার এ প্রবন্ধে।

অন্য এক কথায় বলতে গেলে আমাদের কাছে অজানা 'আপোসহীন সংগ্রামী সৈয়দ বদরুদ্দোজা'-এর সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস নিয়ে লিখেছেন মূল্যবান তথ্যসংবলিত প্রবন্ধ। ১৮৯৭ সালে মুর্শিদাবাদের তালিবপুর গ্রামে জন্ম। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রতিভার পরিচয় পেয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের মার্কেট সুপারিনটেন্ড পদে নিয়োগ দেন। কিন্তু সে সময়ের মেয়রের অসাধুতার প্রতিবাদে তিনি চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। পরে তিনি আজীবন রাজনীতি করে গেছেন। তার রাজনীতির মূল লক্ষ্যই ছিল পশ্চাৎপদ ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন।

গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধ দার্শনিক ও চিন্তাবিদ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্পর্কে। পরিশিষ্টে তার সাথে লেখকের নেয়া ১৯৮৬ সালের একটি সাক্ষাৎকারও রয়েছে।

এছাড়াও এক সফল ইতিহাসবিদ ডক্টর এম আবদুল কাদের (১৯০৮-১৯৯৩)-এর কর্মময় জীবন এবং তার একটি সাক্ষাৎকার, সামাজিক ইতিহাসের অনন্য পথিকৃৎ বিচারপতি আবদুল মওদুদ (১৯০৮-১৯৭০), পথিকৃৎ মুসলিম চিত্রশিল্পী কাজী আবুল কাসেম (১৯১৩-২০০৪) ও তার একটি সাক্ষাৎকার, ছাত্রনেতা শহীদ নজীর আহমদ (১৯২০-১৯২১) ও তার একটি সাক্ষাৎকার এবং ভাষাসৈনিক এম শামসুল আলম (১৯২৬-১৯৯৪) ও তার একটি সাক্ষাৎকার নিয়ে বহুল তত্ত্ব ও তথ্যমূলক প্রবন্ধ রয়েছে।[৯]

হযরত ইবরাহীম (আ)

মূল ঃ আখলাক হোসাইন

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ্

প্রকাশনায় ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৩৫, মূল্য ঃ ৪৮.০০ টাকা।

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে পরিচালনার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা আল্লাহর বান্দাদের গোমরাহির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে হেদায়াতের সফেদ আলোর সন্ধান দিয়েছেন। মহান স্রষ্টার প্রকৃত ও সত্যসন্ধ পরিচয় তুলে ধরে রব, খালিক ও মালিক মহান স্রষ্টার সাথে তাঁর সেরা সৃষ্টির নিবীড়তর সম্পর্ক সংস্থাপনের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। প্রথম মানুষ ও নবী হযরত আদম (আ) থেকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের এ ধারাবাহিকতায় যাঁরা তাঁদের অন্যতম।

হযরত ইবরাহীম (আ) মুসলিম মিল্লাতের জনক। পবিত্র আল কুরআনের ভাষায় ঃ "তিনি তোমাদের মুসলিম নামকরণ করেছেন" (সূরা হজ্জ, আয়াত-৭৮)। আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁরই বংশধর। তিনি খলীলুল্লাহ্– আল্লাহর বন্ধু। তিনি আম্বিয়া (আ)-এর পিতা। কাবা ঘরের নির্মাতা। তিনি একাই ছিলেন একটি উম্মত এবং তিনিই হচ্ছেন কাবাকেন্দ্রিক নয়া সভ্যতার জনক।

পবিত্র আল-কুরআনে হযরত মূসা (আ)-এর পর তাঁর কথাই সর্বাধিক উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি হজ্জ ও কুরবানীর মতো আল্লাহর দেওয়া দুই মহিমান্বিত নিয়ামত। কুরআনের ভাষায় ঃ "এবং স্মরণ কর, যখন

৯. আনোয়ার বিন-পাশা, *দৈনিক ইনকিলাব*, ৭ জানুয়ারি ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলাম, আমার সাথে কোনো শরীক স্থির করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখিও তাহাদের জন্য, যাহারা তাওয়াফ করে এবং যাহারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকু করে ও সিজ্‌দা করে" (সূরা হজ্জ, আয়াত - ২৬) "আমি তাহাকে মুক্ত করিলাম এক কুরবানীর বিনিময়ে। আমি ইহা পরিবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।" (সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত ঃ ১০৭-১০৯)।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবন ত্যাগ ও কুরবানীর এক অনন্য নজীর। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি শত সহস্র পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং সকল পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণও হয়েছেন। তাঁর এ পরীক্ষা ছিল নিজের জীবন, নিজের সন্তানের জীবন, পরিবার-পরিজন ও জাতিকে কেন্দ্র করে। মহান রব আল্লাহ্ তা'আলার উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি এসব পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করেছেন। তাই তাঁর জীবন মুসলিম মিল্লাতের জন্য অনুকরণীয়, অনুসরণীয়।

"হযরত ইবরাহীম (আ)" শীর্ষক আলোচ্য গ্রন্থটি প্রখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক আখলাক হোসাইন লিখিত "আজ ভি হো জু ইবরাহীম কা ঈমান পয়দা" শীর্ষক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত আলেম ও অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ। মোট ১৮টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ গ্রন্থে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবনে সংগঠিত কঠোরতর পরীক্ষাসমূহের বিবরণ এবং শিরক, কুফর ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন সংগ্রামের কথা কুরআন ও হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনার আলোকে বিশদভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

মুসলিম মিল্লাতের সামনে এখন কঠিন পরীক্ষা ও সংকটের সময়। সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী নমরুদী শক্তির আগ্রাসন ও হুমকিতে মুসলিম মিল্লাত আজ কোণঠাসা। মুসলিম মিল্লাতের এ পরীক্ষা ও সংকটময় মুহূর্তে মিল্লাতের জনক হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবন পাঠ ও তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ ইসলামী উম্মাহ্‌র সকলের জন্য অত্যন্ত জরুরী। বাংলা ভাষায় অনূদিত তাঁর এ নির্ভরযোগ্য জীবনী গ্রন্থ থেকে উম্মাহর অন্তত ৩০ কোটি বাংলাভাষী সদস্য তাদের এ মহাসংকটকালে ঈমানের প্রদীপ্ত আভায় উদ্ভাসিত হয়ে লাভ করতে পারে অটল, অচল ও দৃঢ়চিত্ততার এক নব-উদ্দীপনা। এদিক থেকে এ গ্রন্থটির প্রকাশ সময়োপযোগী।[১০]

নওয়াব আলী চৌধুরী ঃ জীবন ও কর্ম

লেখক ঃ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০২
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২২৮, মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা।

উনিশ ও বিশ শতকের ক্রান্তিলগ্নে বাঙালি মুসলমানের জাতিসত্তা নির্মাণের একটি আন্তরিক প্রয়াস সূচিত হয়েছিল। অন্য কথায় এ সময়টি ছিল বাংলার মুসলিম নবজাগরণের সূচনাপর্ব। ঐতিহাসিক গুরুত্ববহ এ সময়টিতে কয়েকজন ক্ষণজন্মা ব্যক্তি তাদের সকল মেধা ও মননকে অসাধারণ নিষ্ঠায় নিয়োজিত করেছিলেন জাতীয় উন্নতি ও কল্যাণের মহতী সাধনায়। নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁদেরই একজন। আমাদের অনেকেরই জানা নেই যে, বাঙালী মুসলিমদের অগ্রগতি, উন্নয়ন ও কল্যাণের ক্ষেত্রে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, শেরেবাংলা একে ফজলুল হক যে ভূমিকা পালন করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীও তাঁদেরই সমপর্যায়ে অধিষ্ঠিত হওয়ার মতো আরেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ইংরেজ শাসনামলের সেই দিনগুলোতে অর্থে– বিত্তে, শিক্ষায়, পশ্চাৎপদ, রাজনীতিতে অনগ্রসর একটি জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা লালনের পাশাপাশি শিক্ষা, সামাজিক কর্মকাণ্ড ও রাজনীতিতে তাদের হিস্‌সা আদায় করার কাজটি ছিল অসম্ভব এক লড়াইয়ের মতো। কিন্তু নওয়াব আলী চৌধুরী সে অসম্ভব কাজটিকে সম্ভব করে তুলেছিলেন। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। নবাব সলিমুল্লাহর ইন্তেকালের পর এতদ্‌সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে তিনিই নেতৃত্ব দেন। অন্যদিকে বাঙালি মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয় দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন প্রমাণ করে যে, বাঙালি মুসলিমদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি পর্ব বাঁকের সাথেই তিনি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এ থেকে নিজেকে পৃথক করে দেখা কিংবা নিজেকে সরিয়ে নেয়া-এর কোনটিরই অবকাশ তাঁর ছিল না। তাই বঙ্গভঙ্গের পক্ষে নবাব খাজা সলিমুল্লাহ্‌র পরই তিনি যেমন ছিলেন নেতৃত্বে দ্বিতীয় স্থানে, তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ

---

১০. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা ঃ শুক্রবার, ২৩শে আশ্বিন ১৪১১, ৮ অক্টোবর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম স্বার্থরক্ষার সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন আপোষহীন। রাজনীতি, ধর্মীয় চেতনা ও সমাজচিন্তা তাঁর মধ্যে একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল।

দুঃখের বিষয়, জাতির সেবায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী বর্তমান প্রজন্মের কাছে এক বিস্মৃতপ্রায় নাম। বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে এই ক্ষণজন্মা পুরুষের জীবন ও কর্মকে নতুন করে বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রখ্যাত গবেষক-লেখক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ "নওয়াব আলী চৌধুরী ঃ জীবন ও কর্ম" শিরোনামীয় গবেষণা গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এ গ্রন্থের মোট ৬টি অধ্যায়ে তিনি তাঁর জীবন ও কর্মের বিশদ পরিচয় পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। ফলে পাঠকের কাছে এই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বকে জানার এবং তার জীবন ও কর্মের একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।[১১]

বিপ্লবী উমর

অধ্যাপক আবদুল গফুর সম্পাদিত

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর, ২০০৩ (পঞ্চম সংস্করণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৬, মূল্য ঃ ১৯.০০ টাকা।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিষ্ঠিত শিশু ইসলামী রাষ্ট্রের পুর্নবিকাশ সাধিত হয় খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে। উল্লেখ্য, রাসূল (সা) এর নেতৃত্বকাল রিসালতের কাল হিসাবে আখ্যায়িত। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা)-এর ইসলামী হুকুমতের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় ইসলামী খিলাফত। মহানবী (সা) যে আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছিলেন, খিলাফত আমলে চার খলিফার পর্যায়ক্রমিক কার্যকাল তা ব্যাপকভাবে সম্প্রচারিত ও সমৃদ্ধি লাভ করে। ফলে মদীনাভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্রটি তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুপরিচালিত ও সুশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের সঙ্গে বিশেষ করে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে অসাধারণ দক্ষতা ও সাফল্যের পরিচয় প্রদান করেন তা সর্বকালে সকল মহলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। রাষ্ট্র নায়ক ও শাসক হিসাবে হযরত উমর (রা)-এর এ সাফল্যের গুরুত্ব ও কল্যাণকর ব্যবস্থা হিসাবে বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে একটি মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থের নাম 'বিপ্লবী ওমর'। এটি একটি সম্পাদিত গ্রন্থ। দেশের ৬ জন প্রথিতযশা লেখকের ৬টি লেখাকে সংকলিত করে এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন প্রখ্যাত লেখক, সাংবাদিক, ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক আবদুল গফুর। এ সংকলনে যাদের লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন– আবুল হাশিম (ফারুকী খিলাফত), অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ (এ যুগের প্রকৃতি ও উমর ফারুক (রা), হাসান জামান (উমর ফারুক (রা)), হাসান জামান (উমর ফারুক ও ইসলামী সমাজ), শামসুল আলম (বিপ্লবী রাষ্ট্রনায়ক হযরত উমর (রা)), অধ্যাপক আবদুল গফুর (বিপ্লবী খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা), অধ্যক্ষ আবুল কাসেম (ফারুকী খিলাফতের বৈপ্লবিক ইঙ্গিত)। এ ছাড়া এ গ্রন্থে সম্পাদকের একটি মূল্যবান ভূমিকা এবং লেখক পরিচিতি রয়েছে যা এ গ্রন্থ ও লেখকদের সাথে পাঠকের যোগসূত্র রচনায় বিপুলভাবে সহায়ক হবে।[১২]

ঈসা খান

লেখক ঃ মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন-২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৮০, মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'ঈসা খান' একটি গবেষণাধর্মী প্রকাশনা। আমাদের এই জনপদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখার সংগ্রামে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের মধ্যে ঈসা খান অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তাঁর পরিচিতি দেশ ও জাতির ইতিহাসের গোড়ার কথা জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও পরিচিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা

---

১১. হোসেন মাহমুদ, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১৬ই কার্তিক ১৪১০, ৩১ অক্টোবর ২০০৩।
১২. হোসেন মাহমুদ, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, ঢাকা, শনিবার ঃ ২ ফাল্গুন ১৪১০, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

খুবই জরুরী বিষয়। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে তৎকালীন বঙ্গের পূর্বাঞ্চল ছিল ঈসা খান মসনদে আলার অধীনে। ঈসা খানের জীবন এবং তার সংগ্রামের ইতিহাস আজও বাংলার মানুষের মুখে মুখে। লোক চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে থাকা হারানো ইতিহাস ঐতিহ্যের সেই সোনালী অধ্যায়কে জনগণের সম্মুখে তুলে ধরার মানসে কিশোরগঞ্জ জেলার বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান 'ঈসা খান' গ্রন্থ প্রণয়ন করে গ্রন্থের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।[১৩]

মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নির্বাচিত রচনা ও বক্তৃতাসমূহ

অনুবাদ ঃ আজিজ-উর-রহমান

সম্পাদনা ঃ আখতার-উল-আলম

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর, ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৯২, মূল্য ঃ ১৫২.০০ টাকা।

মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছিলেন ভারতীয় উপ-মহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ইসলামী আন্দোলনের একজন মর্দে মুজাহিদ। মুসলিম উম্মাহর প্রতি তার কোরবানী ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। অসাধারণ এই বাগ্মী সিংহ পুরুষের অপর সহোদর বড় ভাই শওকত আলীও ছিলেন সমপর্যায়ের ব্যক্তিত্ব। তৎকালে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বলতে গেলে এ দু'ভাইকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। তাদের মহিয়সী মাতা ছিলেন এক ক্ষণজন্মা মুসলিম নারী।

মোহাম্মদ আলীর জীবন ও কর্মের ব্যাখ্যা পেতে হলে তার সংগ্রামী জীবনের প্রতি আমাদের নজর দেয়া প্রয়োজন। তাঁর নিকট ইসলাম ও ভারতবর্ষ পরস্পরবিরোধী ছিল না। তাঁর বক্তৃতায় এক পর্যায়ে আমরা পাই, আল্লাহর নির্দেশ যেখানে সংশ্লিষ্ট সেখানে তিনি বলতেন, আমি প্রথমত মুসলমান, দ্বিতীয়ত মুসলমান, তৃতীয়ত মুসলমান এবং চূড়ান্তভাবেও মুসলমান।

কিন্তু তার স্বদেশ ভারতের বিষয় যেখানে সম্পৃক্ত, সেখানেও তিনি বলতেন, আমি প্রথমত ভারতীয়, দ্বিতীয়ত ভারতীয় ও শেষ পর্যন্ত ভারতীয় এবং ভারতীয় ছাড়া কিছু নই। ভারত ছিল তার এমন একটি বৃত্ত, যার মধ্যে অবস্থান করে তিনি ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের জন্য কাজ করে গিয়েছেন এবং সর্বশেষে এ কাজের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

তাই তো ১৯৩০ সালে অসুস্থ অবস্থায়ও লণ্ডনে খিলাফত ডেলিগেশনের নেতৃত্বদান ছিল মুসলিম স্বার্থের প্রতি মোহাম্মদ আলীর বৃহত্তম অবদান। বৃদ্ধ বয়সে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তিনি স্থল ও জলপথে প্রায় সাত হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে লণ্ডনে পৌছেছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনার জন্য। সেখানে চেয়ারে বসেই জীবনের শেষ বক্তৃতায় বলেছিলেন, আমি দেশে ফিরে যেতে চাই স্বাধীনতার পয়গাম হাতে নিয়ে এবং তোমরা যদি আমাদের স্বাধীনতা না দাও, তাহলে এ দেশের মাটিতেই আমাকে কবর দিতে হবে।

মোহাম্মদ আলী সেদিনের বক্তৃতার পর বৃটিশ সরকার এ উপমহাদেশকে সেদিনেই স্বাধীনতা দেয়নি ঠিকই, কিন্তু স্বাধীন দেশের মাটিতেই মোহাম্মদ আলীর কবর হয়েছিল।

ঐ চরম বক্তব্য উচ্চারণের ঠিক দেড় মাস পরে ১৯৩১ সালের ৩রা জানুয়ারী তিনি লণ্ডনে মৃত্যুবরণ করেন। বহু নবীর দেশ জেরুজালেমে নিয়ে তাকে সমাহিত করা হয়। ইসলাম এবং মানবজাতির প্রতি তাঁর অবদান আল্লাহ্ কবুল করে নিয়েছিলেন। কারণ আসমানী তথা আল্লাহর খাস রহমত না থাকলে মসজিদ-ই আকসার চত্বরে শাখরা গম্বুজের ছায়াতলে সমাহিত হয়ে তিনি পুরস্কৃত হতেন না।

আলোচ্য গ্রন্থটি মূলত মাওলানা মোহাম্মদ আলীর ইংরেজী বক্তৃতামালা, যা উক্ত সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদ আলী মাদ্রাসা বা কোন ইসলামী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাপ্রাপ্ত মাওলানা ছিলেন না। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক ইতিহাসে অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। কিন্তু সে যুগে আধুনিক শিক্ষিত হলেও ইসলাম ও মুসলিম জাহানের জন্য তার খেদমত ছিল অতুলনীয়। এ কারণেই তাকে সে যুগের মুসলিম বিশ্ব মাওলানা উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

---

১৩. এম. এ কালাম সরকার, *শতাব্দীর কণ্ঠ*, কিশোরগঞ্জ ঃ বুধবার ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪১১ বঙ্গাব্দ, ৮ ডিসেম্বর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি ২৬টি প্রবন্ধের সমন্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজী থেকে তার এই প্রবন্ধগুলো অনুবাদ করেছেন দক্ষ অনুবাদক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক যুগ্ম সচিব জনাব মুহাম্মদ আজিজ-উর-রহমান। দক্ষ সম্পাদক, বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব আখতার-উল-আলমের সম্পাদনায় অনুবাদকর্মটি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।[১৪]

সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি

মূল ঃ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৩
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৬৯, মূল্য ঃ ৯০.০০ টাকা।

১৭৫৭ সালের পলাশী বিপর্যয়ের পর ক্রমান্বয়ে উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হন মুসলমানরা। তারা কেবল শাসন ক্ষমতাই হারাননি, একই সাথে তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, তাহযীব, তামাদ্দুনের ওপরও আসে চরম আঘাত।

রাজ্যহারা মুসলিমরা শিকার হন চরম লাঞ্ছনার। এ অবস্থায় বৃটিশ-বিরোধী মুসলিমদের সামনে সশস্ত্র জিহাদ ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না।

উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃটিশ-বিরোধী সশস্ত্র জিহাদ সংঘটিত হলেও যে আন্দোলন বা জিহাদী তৎপরতা সমগ্র উপমহাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত ছিল এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে বাংলা অঞ্চল পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল, সে আন্দোলন বা জিহাদের নাম 'মুজাহিদ আন্দোলন।' বৃটিশরা বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যার নাম দিয়েছিল 'ওয়াহাবী আন্দোলন।' এ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র)।

তিনি উপমহাদেশের নেতৃত্বহীন ও হতাশাগ্রস্ত মুসলিমদের শুধু জিহাদের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করেই তোলেননি; এক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুশৃঙ্খল মুজাহিদ বাহিনীও গড়ে তোলেন এবং স্বল্প সময়ের জন্য হলেও কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে এক স্বশাসিত শাসন এলাকাও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর এ প্রয়াস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বৃটিশ ও শিখ-এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির যৌথ প্রতিরোধ এবং সীমান্ত প্রদেশের কিছু সংখ্যক সামন্ত শাসকের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর এ আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় ঐতিহাসিক বালাকোটের ময়দানে শিখদের সাথে সংঘটিত সম্মুখ যুদ্ধে তাঁর ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের শাহাদাতের মাধ্যমে।

আলোচ্য গ্রন্থটি উপমহাদেশের এই সংগ্রামী মুজাহিদের ঘটনাবহুল জীবনালেখ্য। গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচনা করেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক আল্লামা হযরত সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে রচিত। এটি প্রথম খণ্ড। এ খণ্ড বাংলায় অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে মাওলানা এ এস এম ওমর আলী, মাওলানা বোরহান উদ্দীন, মাওলানা আব্দুল জলীল, মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ ও অধ্যাপক মাজেদুর রহমান। এই খণ্ডে মোট ১৩টি অধ্যায়ে তাঁর জন্ম থেকে আকুড়ার যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনাবলী বিধৃত হয়েছে।

এ গ্রন্থের বিশেষত্ব হচ্ছে, উর্দুতে রচিত মূল গ্রন্থটি মরহুম মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (র) তাঁর ২৪/২৫ বছর বয়সে (১৯৩৯ সালে) রচনা করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এর ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং আরও বিষ্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, আল্লামা নদভী সাহেবের এটি ছিল প্রথম গ্রন্থ।

এ গ্রন্থের মাধ্যমে শুধুমাত্র সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রা)-এর জীবনী ও তাঁর সংগ্রাম-সাধনাই ওঠে আসেনি; আবিষ্কৃত হয়েছে ভারতবর্ষে ইসলামী দাওয়াত ও পুনর্জাগরণের ইতিহাসের একটি লুপ্ত অধ্যায়।[১৫]

রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা

লেখক ঃ ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০৩
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩২৮, মূল্য ঃ ৮৭.০০ টাকা।

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে খিলাফত আন্দোলন, প্যান-ইসলামী আন্দোলন, তানযীম ও তাবলীগ আন্দোলন, কৃষক-প্রজা আন্দোলনে বাংলার আলিম সমাজ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে মহান

---

১৪. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ২১ জানুয়ারী ২০০৫।
১৫. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, শুক্রবার ২৪ বৈশাখ ১৪১১, ৭ মে ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

গৌরবে চিরভাস্বর হয়ে আছেন। আলিম সমাজ যুগে যুগে ধর্মক্ষেত্রে যেমন দিশারীর ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি রাজনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রেও দিয়েছেন নেতৃত্ব।

বিশিষ্ট গবেষক ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলার আলিম সম্প্রদায় রাজনীতিতে কোন্ ধরনের ও কি ভূমিকা পালন করেছেন তা 'রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা' শীর্ষক বইটিতে বিশদভাবে তুলে ধরেছেন।

লেখক এ বইটিতে ১৯টি অধ্যায়ে তাঁর আলোচনাকে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে উনিশ শতকে বাংলার রাজনীতিতে উলামার ভূমিকা। দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সংগঠিত বিভিন্ন আন্দোলনে আলিম সমাজের অংশগ্রহণ, তাঁদের আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও কর্মপরিকল্পনা, সপ্তম থেকে নবম অধ্যায়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে পূর্ব বঙ্গের ২৫ জন, পশ্চিম বঙ্গের ১০ জন ও সিলেটের ১১ জন মোট ৪৬ জন আলিমের জীবন ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বইয়ের পরিশিষ্টে বিভিন্ন আন্দোলনে বিশিষ্ট কয়েকজন আলিমের ঐতিহাসিক ভাষণ বক্তৃতা, বিবৃতি ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে।[১৬]

হযরত বিলাল (রা)

লেখক ঃ সাইয়েদ আতেক
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৩ (৩য় সংস্করণ)
মূল্য ঃ ১৯ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৬

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতায় আছে–

"ইসলাম সে তো পরশ মানিক কে পায় তাহারে খুঁজি
পরশে তাহার সোনা হল যারা আমরা তাদেরে বুঝি"

হযরত মুহাম্মদ (সা) মহান আল্লাহ পাকের নির্দেশে ইসলাম প্রচার করতে শুরু করলেন। তাঁর অব্যাহত প্রচেষ্টায় একজন, দু'জন করে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলেন। তাদের অনেকের উপরেই তখন নেমে আসে নির্মম নির্যাতন। এমনকি মহানবী (সা) স্বয়ং মক্কার কাফিরদের নির্মম অত্যাচারের শিকার হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যেমন ইসলামের প্রচার অব্যাহত রাখেন, তেমনি মুসলমানদের সংখ্যাও ক্রমেই বাড়তে থাকে। ক্রুদ্ধ কাফেররা মুসলমানদের অনেকের উপরই নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেও তারা সত্যের পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি, কাফেরদের কাছে নত স্বীকার করেননি। ইসলামের প্রথমযুগে যিনি কাফিরদের হাতে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত বিলাল (রা)।

হযরত বিলাল ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন। তার কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত মধুর ও সুরেলা। সে কারণে স্বয়ং রাসূল (সা) তাকে মুয়াযযিন হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। এই মহান সাহাবীর জীবন কাহিনী তুলে ধরার লক্ষ্যে সাংবাদিক, কবি ও ছড়াকার সাইয়েদ আতেক 'হযরত বিলাল (রা)' বইটি রচনা করেছেন। এ বইটি পাঠ করলে ইসলামের জন্যে হযরত বিলাল (রা) যে কি অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেছিলেন, তা জানা যাবে। আশ্চর্য যে এত অত্যাচার, নির্যাতনের মধ্যেও একটি বারের জন্যেও তার ঈমান দুর্বল হয়নি। ক্ষুধা, পিপাসা, প্রহারের যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি স্থির ও অবিচল থেকেছেন। তার ধৈর্য ও সহ্যশক্তি ছিল অপরিসীম। তার উপর এই নজিরবিহীন নির্যাতন দেখে শেষ পর্যন্ত আবু বকর (রা) তাকে তার মালিকের কাছ থেকে উচ্চমূল্যে কিনে নেন এবং আজাদ করে দেন। তখন থেকে তিনি ইসলাম ও মহানবী (সা)-এর খিদমতে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

লেখক সাইয়েদ আতেকের ভাষা অত্যন্ত সুন্দর। তিনি গল্পের ছলে হযরত বিলাল (রা)-এর জীবন কাহিনী এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, তা সবার হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। কাহিনীর শেষে তিনি এই বিশিষ্ট সাহাবীর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি দিয়েছেন, যা তার সম্পর্কে ভালভাবে জানার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।[১৭]

---

১৬. নূরুল ইসলাম মানিক, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ২৬ নভেম্বর ২০০৪।
১৭. *দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা*, ঢাকা, ১ মার্চ ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন : সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান

লেখক ঃ মুহাম্মদ আব্দুর রউফ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২১১, মূল্য ঃ ৬৭.০০ টাকা।

শেখ জমিরুদ্দীন (১৮৭০-১৯৩৭ খ্রি.) ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষপাদ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। প্রথম জীবনে খ্রিস্টান পাদরীদের ধোঁকায় পড়ে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরিচিত হন 'জন জমিরুদ্দীন নামে। কিন্তু পরবর্তীকালে বাংলার অগ্নিপুরুষ 'বঙ্গবন্ধু' যশোরের কৃতীসন্তান মুনশী মোহাম্মদ মেহের উল্লার (১৮৬০-১৯০৭ খ্রি; তৎকালে মুনশী মেহের উল্লার খেতাব ছিল 'বঙ্গবন্ধু') সাথে ধর্মীয় বাহাসে পরাজিত ও ইসলামের চিরন্তনতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলামে ফিরে আসেন। তখন থেকে তাঁর নাম হয় মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন। অতঃপর সেই বৈরী সময়ে তিনি ইসলাম প্রচারে ব্যাপক অবদান রাখেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা লেখক হিসেবেও সুপরিচিত।

আলোচ্য বইটি অকুতোভয় দীন-প্রচারক, নির্ভীক মর্দে মু'মিন, সুলেখক মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের জীবন-পরিক্রমা, সমাজ-সংস্কার ও ইসলাম প্রচারে জমিরুদ্দীনের অবদান, খ্রিস্টান মিশনারী তৎপরতা জমিরুদ্দীনের প্রতিক্রিয়া, জমিরুদ্দীনের রচনাবলী পর্যালোচনা ও উপসংহার।[১৮]

মুসলিম মনীষা

লেখক ঃ আবদুল মওদুদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৫ (৫ম মুদ্রণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৮৪, মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা।

'মুসলিম মনীষা' বিচারপতি আবদুল মওদুদ লিখিত অত্যন্ত পাঠকপ্রিয় একটি বই। ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে বইটির পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সোনালি ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত চুয়াল্লিশ জন মনীষীর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বইটিতে।

বলা হয়ে থাকে–'মহাজ্ঞানী, মহাজন/ যে পথে করে গমন/হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়, সেই লক্ষ্য করে/ স্বীয় কীর্তি-ধ্বজা ধরে/ আমরাও হব বরণীয়'। এই উদ্দেশ্যেই মহৎ ব্যক্তিদের জীবন ও কর্মের আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরী। তাঁদের আলোকিত জীবনের পথ ধরেই তো অন্যরা এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হবে। আর এভাবেই সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়; জাতি আরোহণ করে সমৃদ্ধির শিখরে।

মুসলিম বিশ্বে এমন অনেক মহান মানুষের জন্ম হয়েছে–যাঁরা তাঁদের তাকওয়া, জ্ঞান-গরিমা, প্রজ্ঞা, অধ্যবসায়, ইসলাম-গবেষণা, ত্যাগ ও কর্মনিষ্ঠার গুণে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ইসলামের শিক্ষা-আদর্শের গবেষণা-বিশ্লেষণ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন সাহিত্য-সংস্কৃতি, তাসাউফ প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলিমদের রয়েছে বিশাল অবদান। আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পশ্চাতপদ মুসলিম জাতিকে নব-চেতনায় জাগ্রত করার লক্ষ্যে এসব অবদানের ইতিহাস স্মরণ ও পর্যালোচনা করা একান্ত জরুরি। আলোচ্য 'মুসলিম মনীষা' বইটি থেকে এ বিষয়ে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। এ বইটিতে যাঁদের বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে তাঁরা হলেন ঃ ইমাম আযম আবু হানীফা (র), জাবীর ইবনে হাইয়ান, মূসা আল-খারিজমী, ইমাম মুহাম্মদ আল-বুখারী (র), ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-কিন্দি, আলি তাবারী, মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আল-রাযী, ইবনে জরীর আত-তাবারী, আবদুল্লাহ আল-বাত্তানী, আবুল আল-আশরী, মুহাম্মদ আল-ফারাবী, হাসান আলি আল-মাসুদী, আল-মুকাদ্দসী, আবুল কাসেম আল-জাহরাবী, আবুল কাসেম আল-ফেরদৌসী, আবু আলি হোসেন ইবনে সিনা, হাসান ইবনে আল-হায়শাম, আল্লামা মুহাম্মদ আবু আলি হোসেন ইবনে সিনা, হাসান ইবনে আল-হায়শাম, আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল, আল-মাওয়ার্দী, আলি ইবনে হাযম, ইমাম আল-গাযালী, ওমর খৈয়াম, আবু বকর ইবনে বাজা, আবদুল কাদের জিলানী, ইবনে রুশদ, ইয়াকুত ইবনে আবদুল্লাহ, মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী, জালালউদ্দীন রুমী, নাসিরউদ্দীন তুসী, ইবনে

১৮. *মুস্তাফা মাসুদ, মাসিক অগ্রপথিক, ইফাবা, ঢাকা, মে ২০০৬; পৃষ্ঠা-১২৬-১২৭।*

Dhaka University Institutional Repository

খাল্লিকান, শেখ মসলেহউদ্দীন সাদী, আমীর খসরু, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনে খালদুন, আবদুর রহমান জামী, জালালউদ্দীন আস সুয়ূতী, আল্লামা আবুল ফযল, শাহ ওয়ালীউল্লাহ, আসাদউল্লাহ খান গালিব, জামালউদ্দীন আফগানী, ওস্তাদ আল-বিরুনী, মুফতি মোহাম্মদ আবদুহ, আল্লামা শিবলী নু'মানী ও বিয়াগক আলপ।[১৯]

জামশিদ গিয়াসউদ্দিন আল কাশি : জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অবদান

লেখক ঃ নাসরীন মুস্তাফা

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০১

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২০৮, মূল্য ঃ ৫৬.০০ টাকা।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের পর থেকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে চরমোৎকর্ষের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ক্রমান্বয়ে মুসলিমরা উৎকর্ষ ও পারঙ্গমতা প্রদর্শনে সক্ষম হন। চিকিৎসা বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে দীর্ঘ সাতশত বছর ধরে মুসলিম বিজ্ঞানিগণ অপ্রতিহতভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন। জাবীর ইবনে হাইয়ান, আল খারেজমী, ইবনে হাইছাম, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, ওমর খৈয়াম প্রমুখের নাম বিশ্ব-মনীষায় একান্ত পরিচিত। এই তালিকার অন্যতম আরেকটি নাম ইরানি বিজ্ঞানী জামশিদ গিয়াসউদ্দিন আল কাশি। জ্যোতির্বিজ্ঞানে গবেষণা এবং মহাকাশ পর্যবেক্ষণে দুটি যন্ত্র আবিষ্কারে তিনি বিরল সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন। আমেরিকা, জার্মানি, রাশিয়াসহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে এই প্রতিভাধর বিজ্ঞানী ও তাঁর গবেষণা-কর্ম নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন হয়েছে। মহাকাশ পরিদর্শনের জন্য সহায়ক যে দুটি যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করেন, যার বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেন তাঁর 'রিসালাহ দার শারহ'ই-আলাত-রাসাদ' গ্রন্থে-যা মূলত হাতে লেখা একটি পাণ্ডুলিপি। ফারসি ভাষায় লিখিত এই মুল্যবান পাণ্ডুলিপিটি কয়েক শতাব্দী যাবত আমেরিকা প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপির স্তুপের মধ্যে পড়ে ছিল। এই পাণ্ডুলিপিটি ১৯৬০ সালে ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন প্রফেসর জর্জ সার্টন, ড. আলেকজান্ডার পোগো এবং ই. এস. কেনেডি। এই বইটি অবলম্বন করে এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাবলীর সহায়তায় নাসরীন মুস্তাফা লিখেছেন আলোচ্য 'জামশিদ গিয়াসউদ্দিন আল কাশি : জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অবদান' বইটি। পদার্থবিদ্যা, গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের এই বইটি প্রভূত উপকারে লাগতে পারে। বইটি অত্যন্ত তথ্যবহুল, প্রামাণ্য এবং কৌতূহলোদ্দীপক।[২০]

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

সংকলন ও সম্পাদনা ঃ শেখ তোফাজ্জল হোসেন

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৮৪

মূল্য ঃ অফসেট ৬৭.০০।। সাদা ৬৪.০০ টাকা

'শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান' শীর্ষক গ্রন্থে মরহুম প্রেসিডেন্টের একটি ভাষণ, নিবন্ধ ও তাঁর লেখা ডায়েরীর অংশবিশেষ সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলো লিখেছেন সৈয়দ আলী আহসান, ড. এমাজ উদ্দিন আহমদ, বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল ওহাব, ড. আসকার ইবনে শাইখ, এ. জেড. এম. শামসুল আলম, এ. কে. এ ফিরোজ নূন, প্রফেসর ড. জসীম উদ্দিন আহমদ, সৈয়দ আশরাফ আলী, ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, ড. বেগম জাহানারা, প্রফেসর খলিলুর রহমান, ফজলে রাব্বি, শাহাবুদ্দিন আহমদ, ড. আবদুস সাত্তার, অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম, হারুন অর-রশিদ, ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক, অধ্যাপিকা শাহরিয়া আখতার বুলু, সরকার রফিক ও মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক শেখ তোফাজ্জল হোসেন। গ্রন্থে সংকলিত লেখাগুলোতে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতিচারণমূলক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় ভরপুর। বিদগ্ধ লেখকগণ মরহুম জিয়ার বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।[২১]

---

১৯ মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, এপ্রিল ২০০৬; পৃষ্ঠা-১৩০-১৩১।

২০. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, মে ২০০৬; পৃষ্ঠা-১২৫-১২৬।

২১. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০৪; পৃষ্ঠা-১১৭-১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ঃ জীবনসূচি

শেখ ফজলুর রহমান

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৪, মূল্য ঃ ১২.০০ টাকা

বাংলাদেশের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনসূচি নিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পুস্তকটি প্রকাশ করেছে। এই পুস্তকে এদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠাতা এবং সংবিধানের শীর্ষভাগে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন' সংযোজনকারী কর্মবীরের সংক্ষিপ্ত জীবনসূচি উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার জীবনের প্রায় প্রতিটি দিক, তথা দেশ গঠনে তাঁর ১৯ দফা কর্মসূচি, রাজনৈতিক দল গঠন, ইরাক-ইরান শান্তি মিশন, জাতিসংঘে ১০ দফা প্রস্তাব পেশ, সংবিধান সংশোধন ইত্যাদি গণমুখী কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে এতে আলোচিত হয়েছে।[২২]

হযরত উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) ঃ জীবন ও কর্ম

লেখক ঃ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৯৯; মূল্য ঃ ৩৫.০০ টাকা।

হযরত উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) ছিলেন ইতিহাসের এক উজ্জলতম নক্ষত্র। তাঁর শাসন ব্যবস্থা খিলাফতে রাশেদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল বিধায় ইতিহাসে তিনি পঞ্চম খলিফা হিসেবে সমাদৃত ও স্বীকৃত। তাঁর শাসনের ভিত্তি ছিল পবিত্র কুরআন, মহানবী (সা)-এর সুন্নাহ, ইসলামী নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা। তিনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে শরীয়াতের উজ্জীবনকে নিজের জীবনের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হিসেবে স্থির করেছিলেন।

হযরত উমার ইব্ন আবদুল আযীয মাত্র দুই বছর দেশ শাসন করেন। এ সামান্য সময়ের মধ্যেই তিনি এমন ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন যে, শুধু উমাইয়া যুগের ইতিহাসেই নয়, মুসলিম বিশ্বেও তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও আদর্শ খলিফা হিসাবে। তাঁর শাসনকালের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, সমাজের সকল স্তরে সাম্য প্রতিষ্ঠা , বায়তুল মালের সংস্কার, রাজস্ব সংস্কার, জনসাধারণের সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠা দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর সুখ-সমৃদ্ধির জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং বিশুদ্ধ ইসলামী খেলাফতের পুনর্জীবন।

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ এ দেশের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, লেখক ও গবেষক। তিনি ইতিমধ্যে বিভিন্ন মুসলিম ব্যক্তিত্বের জীবনী ও ইসলামের মৌলিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের বিজ্ঞ পাঠক মহল হযরত উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর জীবনী সম্পর্কে কম-বেশী অবহিত আছেন। তবে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর গবেষণাধর্মী ও ঐতিহাসিক মূল্যায়ন সমৃদ্ধ গ্রন্থ খুব বেশী প্রকাশিত হয়নি।

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ এ মূল্যবান কাজটি সম্পন্ন করেছেন। এটি তাঁর একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। গ্রন্থটি পাঠে দেশের সকল শ্রেণীর পাঠক উপকৃত হবেন।[২৩]

ইমাম তাহাভী (র) ঃ জীবন ও কর্ম

লেখক ঃ ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪ (২য় প্রকাশ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৬০; মূল্য ঃ ৭২.০০ টাকা

যে সকল মনীষী ও মুজতাহিদগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী শরীআতের বিধি-বিধান সম্বলিত ইসলামী ফিক্হ রচনা করে সাধারণ মুসলিমদের জন্য শরী'আতের আহকাম অনুশীলনের পথ সুগম করে দিয়েছেন, ইমাম তাহাভী (র) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিশেষত হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে যে সকল আলিম, মুহাদ্দিস,

---

২২. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০৪; পৃষ্ঠা-১১৯।

২৩. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *হযরত উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) ঃ জীবন ও কর্ম*, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৫ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

ফকীহ ও মুজতাহিদ হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে ইমাম তাহাভীর নাম অবিস্মরণীয়। হাদীস, ফিক্‌হ ও আকায়িদসহ ইসলামের বহু বুনিয়াদী বিষয়ে তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি একই সাথে হাদীস, ফিকহ্ ও উসূলে ফিকহের উপর পারদর্শী ছিলেন। ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ইমাম আযম আবু হানিফা (র)-এর অনুসারী। ফলে তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ অধ্যয়নে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে হাদীসের সাথে ফিক্‌হে হানাফীর কোথাও কোন বিরোধ নেই বরং অন্যান্য ফিকহের তুলনায় ফিক্‌হে হানাফী হাদীসের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম হানাফী ফিক্‌হের অনুসারী। এদেশের মুসলিমগণ অনেক দিন থেকেই ইমাম তাহাভীর ইসলামী গবেষণা পদ্ধতির ব্যাপক বিশ্লেষণের অভাব অনুভব করছেন। সেই অভাব পূরণের জন্য বিশিষ্ট গবেষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ 'ইমাম তাহাভী (র) ঃ জীবন ও কর্ম' শীর্ষক আলোচ্য গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৯৯৮ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের মূল বৈশিষ্ট্য হলো ইমাম তাহাভী (র)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যালোচনা এবং হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদানের মূল্যায়ন করা।

প্রাজ্ঞ লেখক গ্রন্থটিকে ৬টি অধ্যায়ে এবং অসংখ্য অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করে সাজিয়েছেন। গ্রন্থের শুরুতে লেখক ভূমিকায় গ্রন্থের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন। এছাড়া শেষে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করেছেন। পরিশিষ্টে বেশ কিছু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ও হস্তলিপির নমুনা সংযুক্ত করে গ্রন্থটি সমাপ্ত করেছেন। গ্রন্থটি অধ্যয়নে সংশ্লিষ্ট সকলেই বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।[২৪]

মুফতী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্‌সান ঃ জীবন ও অবদান

লেখক ঃ ড. এ. এফ. এম. আমীনুল হক
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০২
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৮৩, মূল্য ঃ ১০৮.০০ টাকা।

ইসলামী জ্ঞান-রাজ্যে মুফতী আমীমুল ইহ্‌সান এক উজ্জ্বল নক্ষত্রসম। তাঁর প্রকৃত নাম সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্‌সান আল-মুজাদ্দিদী আল-বারাকাতী আল-হানাফী। তিনি 'মুফতী আমীমুল ইহ্‌সান নামে' খ্যাত। তাঁর বংশধারা রসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌঁছে। এই জন্য নামের আগে 'সাইয়িদ' শব্দ ব্যবহার করতেন। তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ ও আধ্যাত্মিক বিদ্যায় তাঁর ছিল অশেষ বুৎপত্তি। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তাই উক্ত মাযহাব সম্মত ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী ফাত্ওয়া চর্চা করেন।

উপমহাদেশীয় যে কয়জন আলিমে দীনের সুতীক্ষ্ম মেধা, নিরলস অধ্যাবসায় ও সুউচ্চ যোগ্যতা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র আরব জগতকেও মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন জাতীয় মসজিদ ঢাকা বায়তুল মুকাররমের ভূতপূর্ব খতীব মুফতী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্‌সান মুজাদ্দেদী বরকতী (র)। তিনি ছিলেন একাধারে আলিম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফতী এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু উচ্চমান সম্পন্ন গ্রন্থাবলীর রচয়িতা ও সংকলক। শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিখ্যাত বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তিনি ঐতিহাসিক কলিকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার শিক্ষক এবং পরে ঢাকা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার হেড মাওলানা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সমগ্র জীবন ইলমে ফিক্‌হ ও ইলমে হাদীসের দরস প্রদান করেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ ও অসামান্য ব্যক্তিত্বের কর্মময় জীবন ও অবদান সম্পর্কে বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে খুব বেশী আলোচনা ও গবেষণা হয়নি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা বিভাগ বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের এ শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে দেশ ও জাতির সামনে বিষয়টি ব্যাপক গবেষণাপূর্বক তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করে। আলোচ্য গ্রন্থখানা সেই উদ্যোগের ফসল। এ গ্রন্থের বিজ্ঞ লেখক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. এ. এফ. এম. আমীনুল হক। লেখক গ্রন্থটিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সাজিয়েছেন। এর মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে তাঁর জীবন চরিত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর রচনাবলী, তৃতীয় অধ্যায়ে শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান, চতুর্থ অধ্যায়ে মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহ্‌সানের যুগ (১৯১১-১৯৭৪), পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর চিন্তাধারা এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপসংহার সংযোজন করা হয়েছে। গ্রন্থখানা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইসলামী সাহিত্যের অমূল্য সংযোজন হিসেবে স্বীকৃত হবে মর্মে ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (তাঁর কথায়) আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।[২৫]

---

২৪. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *ইমাম তাহাভী (র) ঃ জীবন ও কর্ম*, ইফাবা, ঢাকা, ২য় প্রকাশ, আগস্ট ২০০৪ খ্রি.।
২৫. ড. এ. এফ. এম. আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্‌সান ঃ জীবন ও অবদান*, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০২ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মালিক (র) ও তাঁর ফিক্হচর্চা

লেখক ঃ ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৩০, মূল্য ঃ ৭৭.০০ টাকা

হযরত ইমাম মালিক ইবন অনাস আল-আসহাবী (র) ছিলেন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, ফকীহ, গবেষক ও লেখক। তিনি দীর্ঘ ৮৫ বছর জীবনের প্রায় সবটুকুই ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মদীনা শরীফে অবস্থান করে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশ সাধনে যে অবদান রাখেন, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। সাহাবা যুগের পর ইসলামী জ্ঞান-জগতে এ মহান ব্যক্তির ন্যায় এতো ব্যাপক স্বীকৃতি অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি, তিনি 'ইমাদু দারিল হিজরাহ' তথা মুদীনা মুনা ওয়ারায় ইমাম উপাধিতে সর্বজন খ্যাত ছিলেন। হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে 'মুআত্তা মালিক' নামে তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেন সেটি হাদীসের সুবিন্যস্ত, পরিপাট্য ও সমৃদ্ধ প্রথম গ্রন্থই ছিল না, বরং চলমান সংকলন কার্যক্রমকে সম্ভাব্য সর্ব প্রকার সংশয় ও সন্দেহের উর্ধ্বে উন্নীতকরণ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক বলিষ্ঠ ধরার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যও তিনি ছিলেন অন্যতম মহান পথিকৃৎ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখার গোড়া পত্তনকারী এই ইসলামী মনীষীর জীবনী, দর্শন, ফিক্হ ও হাদীস চর্চা এবং অবদান সম্পর্কে বাংলাভাষায় ব্যাপক আলোচনা নেই বললেই চলে। অথচ বাংলা ভাষায় রচিত ইসলামী সাহিত্যের পরিমন্ডলে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলদেশ-এর গবেষণা বিভাগ এ গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা করে।

গ্রন্থখানা একটি ভূমিকা, আটটি অধ্যায় ও একটি উপসংহারে বিভক্ত। পরিশেষে গ্রন্থ রচনায় সহায়ক গ্রন্থাপঞ্জীর একটি বিবরণ বর্ণমালার ধারাবাহিকতায় প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থখানা এদেশে হাদীস ও ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।[২৬]

হযরত শাহজালাল (র)

লেখক ঃ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৫ (৩য় সংস্করণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫১৯, মূল্য ঃ ১১৮.০০ টাকা।

উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে যাঁরা উজ্জ্বলতম ভূমিকা পালন করেছেন, হযরত শাহ্জালাল (র) তাঁদের অন্যতম। হযরত শাহজালাল (র)-এর ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্র বাংলাদেশ। বস্তুত তিনি এবং তাঁর সংগীদের সার্বিক সাধনা ও প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে ইসলাম দৃঢ়মূল হয় এবং বাংলাদেশের জনগণের একটি বৃহৎ অংশ ইসলামী আদর্শ ও চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

ইসলামের জন্য এই আত্মত্যাগী মহা পুরুষের জীবনী সমন্ধে জ্ঞান লাভ বাংলাদেশের সকল মানুষের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে ইতিপূর্বে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী চিন্তাবিদ শামসুল আলম লিখিত 'শায়খ জালাল' নামক একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী লিখিত 'হযরত শাহ্জালাল (র)' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিতএক্ষেত্রে দ্বিতীয় গ্রন্থ।

বইটিতে জনাব দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী অনেক ব্যতিক্রমধর্মী কথা বলেছেন এবং তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, শাহ্জালাল (র) ও শায়খ জালাল উদ্দিন (র) একই ব্যক্তি।

লেখক এ গ্রন্থে একটি বিতর্কিত বিষয়ের সমাধান দিতে চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য আবিকারের চেষ্টা। সত্য আবিকারের যে কোন চেষ্টাই অভিনন্দনযোগ্য। কেননা এ থেকে পাঠক ইতিহাসের বিস্তৃত অঙ্গন ভ্রমন করার সুযোগ পাবে। বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে।

লেখক গ্রন্থটিতে মুখবন্ধ , সংকেতসূচি, ভূমিকা, ৭টি পরিশিষ্ট, গ্রন্থপঞ্জি ও নির্ঘন্ট সংযোজন করেছেন এবং মূল গ্রন্থটি বাইশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে উপস্থাপন করেছেন। বাংলা ভাষাভাষী সকল পাঠক এই গ্রন্থ পাঠে হযরত শাহ্জালালকে জানার এবং ইসলাম প্রচারের ইতিহাস জানার বিশেষ সুযোগ লাভ করবে।[২৭]

---

২৬. ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক (র) ও তাঁর ফিক্হ চর্চা*, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৪ খ্রি.।
২৭. দেয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল (র)*, *ইফাবা*, ঢাকা, ৩য় প্রকাশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সম্পাদনা ঃ ডাঃ শাহাদাত হোসেন

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০০ (২য় সংস্করণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৬০; মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ৫,২৫০;

মূল্য ঃ ১২২.০০ টাকা (সাদা), ১৭০.০০ টাকা (অফসেট)

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি। বাঙালি জাতির ইতিহাসে তিনি ধ্রুবতারার মতো অম্লান মহিমায় ভাস্বর। তাঁর দেশপ্রেম, মানবতাবোধ বাঙালি জাতির চিরদিনের গর্বিত উত্তরাধিকার। যতদিন বাঙালি থাকবে, থাকবে বাংলাদেশ, ততদিন তিনি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মহানায়করূপে বেঁচে থাকবেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে দেশে বিদেশে অজস্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এত বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ বিশ্বে আর কোথাও রচিত হয়েছে বলে জানা যায় না।

দেশের সচেতন বুদ্ধিজীবী সমাজ, কবি-সাহিত্যিক তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা তুলে ধরেছেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এসব লেখা ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। আগামী প্রজন্ম যাতে সঠিক ও নিরপেক্ষভাবে জাতির জনকের বর্ণাঢ্য জীবনেতিহাস, কর্ম ও অবদানের কথা জানতে পারে এজন্য এসব রচনা সুবিন্যস্তভাবে গ্রন্থভুক্ত করার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' বইটি ১৯৯৮ সালে প্রথম প্রকাশ করে। বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক ডাঃ শাহাদাত হোসেন প্রচুর পরিশ্রম করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও অন্যান্য উৎস থেকে লেখাগুলো সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেন। নতুন মূল্যবান দুইটি লেখা সংযুক্ত করে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয় নভেম্বর ২০০২ সালে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত একজন প্রকৃত মুসলমান। তিনি ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। এসব দিক বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধুর উপর একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা কার্যক্রম সমৃদ্ধ হয়েছে।

এই স্মারক গ্রন্থের প্রতিটি লেখাই সংকলিত। দেশের প্রখ্যাত লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের লেখা ৫৪টি প্রবন্ধ/ নিবন্ধ এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এছাড়া ডেভিট ফ্রস্টের নেয়া বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর ৬(ছয়)টি ঐতিহাসিক ভাষণ সংযুক্ত করা হয়েছে। সবশেষে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়ের পূর্ণ বিবরণ সংযোজন করে গ্রন্থের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর কর্মময় ও বর্ণাঢ্য জীবন-দর্শন তুলে ধরাই এই স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের মূল্য উদ্দেশ্য। যাঁরা বঙ্গবন্ধুকে কাছ থেকে দেখেছেন অথবা যাঁরা বঙ্গবন্ধুর কাজের উপর বিশ্লেষণী বক্তব্য রাখবার অধিকারী তাঁদের অনেকের লেখাই এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই সংকলনে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্য সম্বলিত লেখা সংগ্রহে সম্পাদকের আন্তরিকতার কোন অভাব লক্ষ্য করা যায়নি।[২৮]

এ গ্রন্থ পাঠে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এদেশের প্রতিটি নাগরিক দেশ প্রেমে উজ্জীবিত হবে এটাই প্রত্যাশা।

---

২৮. ডা. শাহাদাত হোসেন সম্পাদিত, *জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,* ইফাবা, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০০ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ৯

শিশু-সাহিত্য প্রকাশনা

শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত সাহিত্যকে শিশু-সাহিত্য বলা হয়। বিশ্ব সাহিত্যে শিশু সাহিত্যের জন্য রয়েছে আলাদা বিভাগ ও মর্যাদা। সেই আদিকাল থেকেই শিশুদের জন্য শিশু সাহিত্যের চর্চা হয়ে আসছে। শিশুদের জন্য ছড়া, কবিতা, রূপকথা, কাহিনী, গল্প ইত্যাদি যেমন লেখা হয়েছে; তাদের সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্যও রচিত হয়েছে অনেক আদর্শবিস্তারী গল্প-কবিতা। তার মধ্যে জীবন কথা, ধর্মের কাহিনী, রূপকথা ইত্যাদি আলাদা জগত সৃষ্টি করে চলেছে। বিশ্ব ধর্মীয় শিশু সাহিত্যের পরিমাণও কম নয়। বাংলা সাহিত্যেরও রয়েছে এক বিরাট শিশু সাহিত্য ভান্ডার।[১]

শিশুদের মন থাকে নরম এবং তাদের মেধার গ্রহণ-ক্ষমতা থাকে অত্যন্ত বেশী। শিশুরা শৈশবে যে শিক্ষা গ্রহণ করে-তাই তার ভবিষ্যৎ নির্মাণের কাজে লাগে। শৈশবের শিক্ষাই তার পরবর্তী জীবনকে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। শৈশবের শিক্ষা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শ সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে আদর্শবান মানুষ তৈরীর ক্ষেত্রে এই গুরুত্বকে খাটো করে দেখার কোনও সুযোগ নেই। কারণ, শিশুরা কেবল জাতির ভবিষ্যৎ নয়, তারা দেশ, জাতি, সমাজের ভবিষ্যৎ নির্মাতাও। শিশুরাই বড় হয়ে পরবর্তীতে জাতিকে পরিচালনাা করে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। যে কোনও সমাজে তাই শিশুকে নিয়ে আলাদা চিন্তা-ভাবনা থাকে, প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। আদর্শবাদী বই-পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারেও আলাদা চিন্তা পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক।

ইসলাম সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী জীবন-দর্শন। ইসলাম সুন্দর মানুষ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের আদর্শ। মানুষকে সার্বিকভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ মনোনীত এই জীবন-দর্শনের রয়েছে বিস্তারিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি। সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনে ইসলামের সুমহান আদর্শ আর মহানবী (সা) এর দেখানো পথনির্দেশনা সর্বকালের জন্য উপযোগী। জাতির ভবিষ্যৎ শিশু-কিশোরদের জন্য শিশু-সাহিত্য তৈরীর মাধ্যমে শিশুদের কাছে ইসলামের আলো পৌছে দেওয়া সম্ভব। ইসলাম যেহেতু জীবনধর্মী আদর্শ এবং মহানবী (সা)-সহ অন্যান্য নবী রাসূল ও মুসলিম ওলি-দরবেশের জীবন যেহেতু নানান বৈচিত্র্যে বর্ণাঢ্য, সুতরাং একটু আন্তরিক ও সচেষ্ট হলেও এসব নিয়ে ছোটদের জন্য সুন্দর শোভন আকর্ষণীয় লেখা তৈরি করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে আমরা অবশ্য পিছিয়ে নেই, বাংলা সাহিত্যের অনেক নামকরা লেখকই ইসলামী শিশু-সাহিত্য সৃষ্টিতে অবদান রেখে চলেছেন।

১৯৮২ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৬.৬০ ভাগই ছিল পনের বছর বয়সের নীচের শিশু-কিশোর । এখনও এই অনুপাতের বিশেষ ব্যতিক্রম হবার কারণ দেখা যায়নি। কিন্তু বাংলাদেশের পুস্তক প্রকাশনার দিকে তাকালে দেখা যাবে, এখানে পুস্তক প্রকাশনা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের দিকেই প্রধানত নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে।[২]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ ব্যাপারে বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা রেখে আসছে। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিপুলসংখ্যক মৌলিক, গবেষণাধর্মী ও অনুবাদকৃত গ্রন্থের পাশাপাশি শিশু সাহিত্য ভান্ডারও বিরাট বিপুল। আল্লাহকে নিবেদিত ছড়া-কবিতা গ্রন্থসহ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও অন্যান্য নবী-রাসূলের জীবন-কথা, মুসলিম মনীষী, ওলি-আউলিয়া, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে জীবনী গ্রন্থ, কমিক সিরিজ, নাটক, কাহিনী, গল্প ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ শতাধিক বই পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সবুজ পাতা ইসলামিক ফাউন্ডেশন -এর শিশু-কিশোরদের পত্রিকা; এটা প্রায় ৪০ বছর যাবত প্রকাশিত হয়ে আসছে। 'সবুজ পাতা' থেকেও সংকলিত হয়েছে বেশ কয়েকটি বই। সব মিলিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যে প্রকাশনা সাম্রাজ্য, তার প্রায় সিকি অংশই শিশু-কিশোর সাহিত্য।[৩]

---

১. শেখ তোফাজ্জল হোসেন, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৫ খ্রি. পৃষ্ঠা ১০৭।

২. মহিউদ্দিন আহমেদ, *বাংলাদেশে পুস্তক প্রকাশনা,* দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রি. পৃষ্ঠা ৩৭।

৩. শেখ তোফাজ্জল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁদের অবদান অসামান্য। মরহুম কবি মঈনুদ্দীন, ইবরাহীম খাঁ, ফররুখ আহমদ, আবদুস সাত্তার, আবুল হোসেন মিয়া, জামান মনির, সৈয়দ আবদুস সুলতান, শেখ ফজলুর রহমান, মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, আবুল হাশেম, সুফী জুলফিকার হায়দার, শাহেদ আলী, আবুল খায়ের আহমদ আলী, মিরজা আব্দুল হাই, এ.কে এম. মহিউদ্দীন, আবদুল আজিজ আল আমান, আতোয়ার রহমান, সানাউল্লাহ নূরী, গোলাম রহমান, গাজী শামছুর রহমান, মফিজউদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, রওশন ইজদানী, মহিউদ্দীন, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, মনওয়ার হোসেন, মতিনউদ্দীন আহমদ, শাহ্ মুহাম্মদ খুরশীদ আলম, নূরুল আবসার, জামালউদ্দিন মোল্লা, নজরুল হক, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন, কাজী আবুল হোসেন, বেদুঈন সামাদ, ড. সৈয়দ আলী আশরাফ, ড. এম. আবদুল কাদের, মুস্তফা জামাল প্রমুখ বিখ্যাত লেখকদের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। এঁদের পাশাপাশি ইসলামী শিশু-সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য কাজী গোলাম আহমদ, কবি মুফাখ্খারুল ইসলাম, অধ্যাপক আবু তালিব, গোলাম সাকলায়েন, ড. কাজী দীন মুহম্মদ, আসকার ইবনে শাইখ, এ. জেড. এম. শামসুল আলম, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল গফুর, সুলতানা রহমান, রাজিয়া মজিদ, মোবারক হোসেন খান, আখতার ফারুক, বেগম জেবু আহমদ, রাবেয়া খাতুন, হেলেনা খান, মুহাম্মদ লুতফুল হক, শহীদ আখন্দ, আল কামাল আবদুল ওহাব, মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, আবু নছরত রহমত উল্লাহ, শাহাবুদ্দীন আহমদ, আব্দুল মান্নান তালিব, মাহমুদ উল্লাহ আলী ইমাম, হাসান আবদুল কাইয়ূম ভবেশ রায়, আবদুল মুকীত চৌধুরী, মসউদ-উস-শহীদ, সায়মা চৌধুরী, মাসুদ আলী, মাহবুবুল হক, আবদুল হালীম খাঁ, সাইয়েদ আতেক, মোসলেম উদ্দীন, খোন্দকার নূরুল ইসলাম, নাজমা তাশমীন, সাবিহউল আলম, কালাম আজাদ, ফজুলল কাদির, সাজ্জাদ হোসাইন খান ওমর রায়হান, নয়ন রহমান, শাহনাজ কালাম, আবু সাঈদ জুবেরী, শরীফ মোস্তাফিজুর রহমান, সেলিনা বাহার জামান, মকবুলা মনজুর, জোবেদ আলী, হোসনে আরা শাহেদ, শাহানা ফেরদৌস, লুৎফর রহমান তালুকদার, সেকান্দার মোমতাজী, মুকুল চৌধুরী, মুস্তফা মাসুদ, তিতাশ চৌধুরী, আবুল কাশেম আশেকী প্রমুখ লেখকদের নাম স্মরণযোগ্য। এঁদের অনেকে এখনও শিশু-সাহিত্য রচনায় অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছেন।[৪]

সবুজ পাতা সংকলন সিরিজ

শিশু-কিশোরদের মাসিক পত্রিকা 'সবুজ পাতা'। গত ৪০ বছর ধরে এ পত্রিকাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। 'সবুজ পাতা' দেশের সবচেয়ে দীর্ঘজীবী শিশু পত্রিকা । নিছক বিনোদন বা আনন্দ নয়– শিশু সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য, নবী-রাসূল-সাহাবীদের জীবনকাহিনী, নানা ঐতিহাসিক ঘটনা, আদর্শ ব্যক্তিদের পরিচয় ভিত্তিক রচনা, জীবন-গঠনমূলক গল্প-কবিতা উপহার দিয়ে চলেছে। তাই, 'সবুজ পাতা' দেশের শিশু-কিশোরদের কাছে প্রিয় পত্রিকার মর্যাদা লাভ করেছে। দেশে আরো শিশু-কিশোর পত্রিকা রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর মাঝে 'সবুজ পাতা' তার আপন বৈশিষ্ট্যে আজো অনন্য ও সমুজ্জ্বল।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সম্প্রতি 'সবুজ পাতা'য় প্রকাশিত গুরুত্ববহ লেখাসমূহ নিয়ে বিষয়ভিত্তিক সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। তারই ভিত্তিতে ২০০৪ সালে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১৯টি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এর ফলে 'সবুজ পাতায়' বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের লেখাগুলো এক মলাটের মধ্যে শিশু-কিশোরদের হাতে পাবার চমৎকার সুযোগ ঘটেছে।[৫] এখানে এই বইগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলো ঃ

নবী কাহিনী

সংকলক ঃ শেখ তোফাজ্জল হোসেন
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬০, মূল্য ঃ ১৬.০০ টাকা।

সবুজ পাতা সংকলন সিরিজের প্রথম বই 'নবী কাহিনী'। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা মানুষকে তাওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন ও সত্য-সুন্দরের পথে চলার নির্দেশনা দান করেছেন। সবুজ পাতায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী ও রাসূলদের সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকাশিত লেখা থেকে ৭ জন

---

৪. শেখ তোফাজ্জল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৮।

৫. হোসেন মাহমুদ, সবুজ পাতা সংকলন সিরিজ, মাসিক অগ্রপথিক, ঢাকা, জুন ২০০৫ সংখ্যা, ইফাবা, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১০৮-১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

নবী সম্পর্কে ১০টি লেখা নিয়ে সংকলনটি তৈরি করেছেন বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক শেখ তোফাজ্জল হোসেন। অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলো হল ঃ আদি মানব হযরত আদম (আ) – অধ্যাপক মতিউর রহমান, হযরত নূহ (আ) – শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, নমরুদের আগুন ও হযরত ইবরাহীম (আ)- মোনাজাত চৌধুরী, হযরত ইবরাহীম (আ)- এর মহান আদর্শ- মাহফুজা সিদ্দিকা মেরী, হযরত মূসা (আ) ও মজ্জুব দিওয়ানা ফকির- এ. জেড. এম. শামসুল আলম, হযরত মূসা (আ) ও সত্যের জয়- আহমদ যুবায়ের, নবী দাউদ (আ)-হেলেনা খান, হযরত জাকারিয়া (আ) নবীর কাহিনী - ব'নজীর আহমদ ও হযরত ঈসা (আ) ও এক লোভী মানুষ- হোসেন মাহমুদ।

ছোটদের রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা)
সংকলক ঃ মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১০৮, মূল্য ঃ ২৮.০০ টাকা।

সবুজ পাতা সংকলন সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ছোটদের রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা)।' মহানবী (সা) সম্পর্কে ' সবুজ পাতা'য় প্রকাশিত অসংখ্য লেখা থেকে বাছাই করে সুন্দর এ সংকলনটি তৈরি হয়েছে। এটি সংকলন করেছেন লেখক, অনুবাদক মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী। এতে যেসব লেখা রয়েছে সেগুলো হলোঃ সত্যের সংগ্রামে মহানবী (সা)- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, একটি মহান হৃদয় – আবদুল আজিজ আল-আমান, অপরূপ প্রতিশোধ– আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, মহামানবের ন্যায়পরায়ণতা-গোলাম সাকলায়েন, সত্যের দিশারী বিশ্বনবী (সা) - মাওলানা শাহ আবদুস সাত্তার, নবী জীবনের গল্প- আহমদ আনওয়ার, মহানবীর মহৎ জীবন- মুহাম্মদ মতিউর রহমান, অপরূপ প্রতিশোধ - জাহানারা বেগম, শত্রুর চোখে মহানবী (সা)- আবদুল মতিন জালালাবাদী, নিখিলের চির সুন্দর-মন্ওয়ার হোসেন, গুণের নবী মুহাম্মদ (সা)- খন্দকার মুশতাক আহমদ, ক্ষমা ও উদারতায় শ্রেষ্ঠ নবী - খোন্দকার গোলাম কিবরিয়া, বিশ্বনবীর মহানুভবতা - নুরুল ইসলাম মানিক, প্রিয় নবীর স্বদেশ প্রেম -- মসউদ-উশ-শহীদ, মহানবী (সা) কেমন ছিলেন– হোসেন মাহমুদ, মহাবিজয়ের কাহিনী- মুকুল চৌধুরী, তুলনাহীন তিনি – আতীকুল্লাহ শহীদ, মহানবী (সা)-এর মহান আদর্শ– রেজাউর রহমান, চরিত্র গঠনে হযরত মুহাম্মদ (সা)-শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, বিদায় হজ্জ - মুনশী গিয়াসউদ্দীন ও রাহমাতুল্লিল আলামীন – মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী।

শিশুদের প্রিয় মহানবী (সা)
সংকলক ঃ মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৮, মূল্য ঃ ১৯.০০ টাকা।

সবুজ পাতা সংকলন-এর তৃতীয় বই হচ্ছে– 'শিশুদের প্রিয় মহানবী (সা)'। আঠারোটি লেখা নিয়ে লেখক, অনুবাদক মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী এ বই সংকলন করেছেন। এতে যেসব লেখা রয়েছে তা হল ঃ মহানবী (সা) এর শিশুপ্রীতি, মহানবী পরিবারের শিশু, শিশুপ্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা), মহানবী (সা) ও দুই বালক খাদেম – এ. জেড. এম . শামসুল আলম, নবীজীর শিশুপ্রীতি– মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, মহানবী (সা)- এর শিশুপ্রীতি ও হাস্য কৌতুক- মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, শিশু-কিশোর প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা)- মাওলানা এ. কিউ. এম. ছিফাতুল্লাহ, শিশুদের প্রতি প্রিয়নবী (সা)- অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, বাদশাহ নবী- মনওয়ার হোসেন, ছোটদের যেভাবে আদর করতেন প্রিয়নবী (সা)- মাওলানা খন্দকার মুশতাক আহমদ, শিশুদের প্রতি মহানবী (সা)–মাহমুদ জামাল, স্নেহপ্রবণ মহানবী (সা-) সরকার রফিক, শিশুদের প্রতি নবী করীম (সা)- এর.ভালবাসা – মঈনুল হক চৌধুরী, হযরত মুহাম্মদ (সা)- এর বাল্য জীবন- শহিদুর রহমান, বালক মুহাম্মদ (সা)- হেলেনা খাতুন, সবার চাইতে প্রিয় - কে. এম. মাহমুদুল হাসান, হিলফ-উল-ফজল - খন্দকার আল মামুন ও সবার প্রিয় মহানবী (সা)–মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা থেকে স্বাধীনতা

সংকলক ঃ হোসেন মাহমুদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৯১, মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা।

সবুজ পাতা সংকলনের চতুর্থ বই 'ভাষা থেকে স্বাধীনতা' বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানী শাসকদের সাথে বাঙালিদের যে বিরোধ সৃষ্টি হয় পরবর্তীকালে তা স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ নেয়। এ বিষয়ে ২০টি লেখা নিয়ে এ বইটি সংকলন করেছেন লেখক-সাংবাদিক হোসেন মাহমুদ। সংকলিত লেখাগুলো হচ্ছে ঃ ভাষা আন্দোলন-আইয়ুব ভুইয়া, একুশ আমাদের অহংকার – মান্নান কবীর, অমর একুশে ফেব্রুয়ারি-মানসুরা মাহমুদ, মহান শহীদ দিবস –মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, আ-মরি বাংলা ভাষা-আবুল হোসেন আজাদ, মহান একুশে ফেব্রুয়ারি -ওমর ফারুক নাজমুল, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস - খালেক বিন জয়েনউদদীন, স্বাধীনতা - ফজলে রাব্বি, স্বাধীনতা ঃ আমাদের অতীত ও বর্তমান - ড. গোলাম সাকলায়েন, স্বাধীনতার গর্ব ও গুরুত্ব - মন্‌ওয়ার হোসেন, স্বাধীনতার কথা স্বদেশের কথা - মসউদ-উশ-শহীদ, আমাদের স্বাধীনতা- আহমদ মতিউর রহমান, ইসলাম ও স্বাধীনতা – আ. ন. ম. আবদুর রাজ্জাক, আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা – নাসির হেলাল, প্রিয় অহঙ্কার প্রিয় স্বাধীনতা - আব্দুল্লাহ হারুন, মহান বিজয় দিবস - অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম, বিজয় গৌরবে সমুজ্জ্বল বিজয় দিবস – আবুল হোসেন আজাদ, ইতিহাসের পথ ধরে বিজয় দিবস - সালেহ মাহমুদ রিয়াদ, বিজয় দিবসের কথা - মুস্তাফিজ শিহাব ও সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ – খন্দকার আল মামুন।

'কলম ও কালির মানুষ' (প্রথম খণ্ড)

সংকলক ঃ হোসেন মাহমুদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১০০, মূল্য ঃ ২৬.০০ টাকা।

'কলম ও কালির মানুষ' (প্রথম খণ্ড) সবুজ পাতা সংকলন সিরিজের পঞ্চম বই। এ বইতে ১৯ জন খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখকদের লেখা সংকলিত হয়েছে। এটি সংকলন করেছেন লেখক-সাংবাদিক হোসেন মাহমুদ। লেখাগুলো হচ্ছে ঃ মহাকবি কায়কোবাদ – মঈনুদ্দীন শামীম, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী – মসউদ-উশ-শহীদ, কবি মোজাম্মেল হক- মন্‌ওয়ার হোসেন, মোহাম্মদ নজিবর রহমান – আ. শ. ম. বাবর আলী, গোলাম মোস্তফা - শহিদুর রহমান, কবি বেগম রোকেয়া – মাহমুদ উল্লাহ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী – আ. শ. ম. বাবর আলী, কবি আশরাফ আলী খান - মন্‌ওয়ার হোসেন, এলেমের জাহাজ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ – জাহানারা বেগম, শামসুন্নাহার মাহমুদ - মন্‌ওয়ার হোসেন, কবি শাহাদাৎ হোসেন - আ. শ. ম. বাবর আলী, পল্লী কবি জসীম উদ্দীন- মাহমুদ উল্লাহ, কবি খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন - আবদুল মুকীত চৌধুরী, কবি ফররুখ আহমদ - মুস্তাফিজ শিহাব, কবি তালিম হোসেন- নাসির হেলাল, ছোটদের কবি বন্দে আলী মিয়া - শহিদুর রহমান, কবি আহসান হাবীব - জাহাঙ্গীর হাফিজ, আবদুল হাই মাশরেকী - মন্‌ওয়ার হোসেন ও রওশন ইজদানী - মন্‌ওয়ার হোসেন। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০, মূল্য ২৬ টাকা।

কলম ও কালির মানুষ (দ্বিতীয় খণ্ড)

সংকলক ঃ হোসেন মাহমুদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১০০, মূল্য ঃ ২৭.০০ টাকা।

সবুজ পাতা সংকলন সিরিজের ষষ্ঠ বই হচ্ছে 'কলম ও কালির মানুষ' (দ্বিতীয় খণ্ড)। এ বইতে মোট বিশ জন স্বনামখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক সম্পর্কে লিখেছেন দেশের বিশিষ্ট লেখকগণ। এটিও সংকলন করেছেন লেখক, সাংবাদিক হোসেন মাহমুদ। সংকলিত লেখাগুলো হচ্ছে ঃ ভাই গিরিশচন্দ্র সেন - খালেক বিন জয়েনউদ্‌দীন, শেখ ফজলল করীম - আ. শ. ম. বাবর আলী, ডাক্তার লুৎফর রহমান - সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, আলোর দিশারী মাওলানা আকরাম খাঁ- হাসান ফারুক, প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ- আব্দুল মুকীত চৌধুরী, কাজী মোতাহার হোসেন - মন্‌ওয়ার হোসেন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন - আবদুল মুকীত চৌধুরী, মাহবুব-উল আলম – মন্‌ওয়ার হোসেন, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ – অনিন্দ্য ইসলাম, মুহম্মদ নুরুল হক – মন্‌ওয়ার হোসেন, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক – আতোয়ার রহমান, মোহাম্মদ নাসির আলী –

Dhaka University Institutional Repository

মন্ওয়ার হোসেন, কবি মনির উদ্দিন ইউসুফ – সুলতান আহমদ শহীদ, কবি হাবীবুর রহমান – লায়লা রহমান, কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ -মন্ওয়ার হোসেন, কবি আবুল হোসেন মিয়া – খালেক বিন জয়েনউদ্দীন, সানাউল্লাহ্ নূরী- অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম ও আতোয়ার রহমান – খালেক বিন জয়েনউদ্দীন।

ছোটদের সিরাজাম মুনীরা

সংকলক ঃ রশীদ আহমদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৮, মূল্য ঃ ১৮.০০ টাকা।

'ছোটদের সিরাজাম মুনীরা' বইতে মোট ১৩টি লেখা সংকলিত হয়েছে। এটি সবুজ পাতা সংকলনের সপ্তম বই। বইটি সংকলন করেছেন রশীদ আহাম্মদ। এতে যে সব লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলো হল ঃ বকুল ফোটান হাওয়া – আবদুল আজীজ আল আমান, সাহ্‌রাতে ফুটলোরে ফুল- মন্ওয়ার হোসেন, ক্ষমাসুন্দর মহানবী (সা) – সৈয়দ আশরাফ আলী, প্রিয়নবী ঃ শ্রেষ্ঠ নবী – দলিল উদ্দিন আহমদ, বিশ্বনবী ও মিলাদুন্নবী (সা) – শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, আলোর ফুল – দেলওয়ার বিন রশিদ, অমুসলিম মনীষীদের চোখে মহানবী (সা)– আবদুল মুকীত চৌধুরী, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) – মসউদ - উশ-শহীদ, চিকিৎসা বিজ্ঞানে মহানবী (সা)– এম এন হাবিবউল্লাহ্, শোকের বছর – জাহানারা বেগম, আমাদের মহানবী (সা) – সরকার রফিক ও মহান হৃদয় মহানবী (সা) – মোঃ মহররম হোসেন মাহ্দী।

নবীজীর পথে চলি

সংকলক ঃ মোহাম্মদ মোকসেদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৬, মূল্য ঃ ১৯.০০ টাকা।

সবুজ পাতা সংকলন-এর অষ্টম বই 'নবীজীর পথে চলি'। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। আমরা যাতে সহজ-সরল-সত্য পথে চলি, আমরা যাতে পথভ্রষ্ট না হই – এ জন্য তিনি যুগে যুগে নবী- রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের নির্দেশিত পথই আমাদের অনুসরণীয়। বিশেষ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)– আমাদের যে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন তা সর্বোত্তম হিসেবে সকলের অনুসরণযোগ্য। ইসলামের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যময় দিক সম্পর্কে সবুজ পাতায় প্রকাশিত ১৬টি লেখা নিয়ে এ বইটি সংকলন করেছেন মোহাম্মদ মোকসেদ। লেখাগুলো হলো ঃ আল কুরআনের নির্দেশনা – হাবীবুর রহমান, ইসলাম ও মানব সমাজ- রেজাউর রহমান, নিয়ত অনুযায়ী কর্মফল – এ. জেড. শামসুল আলম, নবীজীর পথে চলি - অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, উদারতা – মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার, ইসলামের দৃষ্টিতে আখলাক – জান্নাত চৌধুরী, ঈমানী শৃঙ্খলা – ব'নজীর আহমদ, ইসলাম ও শিষ্টাচার – আবদুল মতীন জালালাবাদী, জানার কথা মানার কথা – শেখ তোফাজ্জল হোসেন, তওবাকারীর সম্মান – এনায়েত রসুল, সাদাকার গুরুত্ব – মোহাম্মদ মনসুরুল হক খান, শয়তানের কারসাজি – কালাম আযাদ, মানুষের তিনটি মৌলিক দোষ- রুহুল আমীন, তাকওয়া – মুহাম্মদ নুরুজ্জামান মুসাফির, প্রতিবেশীর হক – মুহাম্মদ বাসির উদ্দিন আখন্দ ও মানুষকে ভালবাসা আলম কোরেশী।

সোনালী বিশ্বাস

সংকলক ঃ মুকুল চৌধুরী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৫, মূল্য ঃ ১৯.০০ টাকা।

'সোনালী বিশ্বাস' সবুজ পাতা সংকলন-এর নবম বই। ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার ভিত্তিতে বিশিষ্ট লেখকদের রচিত ১৬টি গল্পের সংকলন এ বইটি। এটি সংকলন করেছেন কবি-লেখক মুকুল চৌধুরী। সংকলিত

Dhaka University Institutional Repository

গল্পগুলো হচ্ছে ঃ দাস হল বাদশাহ-মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, হাবশী হেলালের তাকদির-এ. জেড. এম. শামসুল আলম, এক বাদশাহ ও তাঁর অঙ্গুরী-গোলাম সাকলায়েন, আবেহায়াতের সন্ধানে-মুহাম্মদ আবূ তালিব, ডাকাত থেকে দরবেশ-আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, ঈমানদার-মোমেন চৌধুরী, দেয়া নেয়ার মহান মালিক-সিরাজ কাজী, বুদ্ধিমান খলিফা-খন্দকার মনসুর আহমদ, বাদশাহ হলেন ফকির-মুহাম্মদ সিরাজুল হক, ইনসাফ-জামান মনির, অপরাধী ও এক শিশি আতর-এনায়েত রসুল, ন্যায় বিচারক-নাসির হেলাল, এক জঙ্গলের বাদশাহর গল্প-সৈয়দা খাদিজা জেসমিন, সোনালী বিশ্বাস-খালিদ সাইফুল্লাহ ও একজন ওলীর কাহিনী-জেসমিন আলী।

মরুর জ্যোতি

সংকলক ঃ আব্দুল বারেক মল্লিক

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭০, মূল্য ঃ ১৮.০০ টাকা।

'মরুর জ্যোতি' সবুজ পাতা সংকলন সিরিজের দশম বই। মহানবী (সা)-এর মহিয়সী সহধর্মিনী হযরত খাদিজা (রা) সহ মোট ১৩জন সাহাবী সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকদের রচিত ১৬টি লেখা নিয়ে এ সংকলনটি তৈরি করেছেন আবদুল বারেক মল্লিক। সংকলিত লেখাগুলো হলো ঃ মরুর জ্যোতি-উম্মে কুলসুম বীথি, হযরত আবূ বকর (রা)-রুহুল আমীন, হযরত উমর (রা)-জেসমিন আলম, হযরত আলী (রা)-এর মহানুভবতা-আবদুল হালিম খাঁ, হযরত আলী (রা)-এর সূক্ষ্ম হিসাব-অধ্যক্ষ শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, কাযীর বিচারে হযরত আলী (রা)-মাহফুজা সিদ্দিকা মেরী, প্রথম মুয়ায্‌যিন-মুহাম্মদ মতিউর রহমান, হযরত বিলাল (রা)-আহমদ যুবায়ের, আলোর খোঁজে হযরত সালমান ফারসী (রা) মোশাররফ হোসেন খান, হযরত মুসআব (রা)-হেলেনা খান, আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফাহ্‌ আস-সাহাবী (রা)-শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কাজী মুহাম্মদ হারুন-উর-রশীদ, হযরত তালহা (রা)-মুহাম্মদ আবদুল হামিম সিদ্দিকী ও একদিনের সাহাবী-ফারহানা রাশীদা ।

শিশুদের কবি নজরুল

সংকলক ঃ এস, এম হাবীবুর রহমান

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮০, মূল্য ঃ ১৯.০০ টাকা।

সবুজ পাতা সংকলন সিরিজের এগারোতম বই হচ্ছে 'শিশুদের কবি নজরুল'। এ বইতে প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও শিশুদের জন্য তাঁর সাহিত্য রচনার বিষয় তুলে ধরেছেন দেশের বিশিষ্ট লেখকগণ। এটি সংকলন করেছেন এস এম হাবিবুর রহমান। মোট ১৩টি লেখা এ সংকলনটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলো হলো ঃ আমার জীবনে নজরুল-ইব্রাহিম খাঁ, কবি নজরুলকে যেমন দেখেছি-মোহাম্মদ আজরফ, নজরুলের কিশোর গল্প-মোবারক হোসেন খান, জন্মদিনের জলসায়-মন্ওয়ার হোসেন, ছোটদের নজরুল-শাহাবুদ্দিন আহমদ, শিশু সাহিত্যে নজরুল-আবদুল মুকীত চৌধুরী, বিদ্রোহী কবি নজরুল-আবদুল মুকীত চৌধুরী, বিদ্রোহী কবি নজরুল-মাহমুদ উল্লাহ, কাজী নজরুল ইসলাম ও আমাদের শিশু সাহিত্য-মুজিব আলম, সকলের প্রিয় নজরুল-মসউদ-উশ-শহীদ, জাতীয় কবি নজরুল-নুরুল ইসলাম মানিক, জাতিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-মুকুল চৌধুরী, শিশুদের কবি নজরুল-আবুল হোসেন আজাদ ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-শিশুতোষ রচনা, সংক্ষিপ্ত জীবন ও গ্রন্থপঞ্জি খালেক বিন জনেয়উদ্‌দীন। সর্বশেষ লেখাটিতে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবন ও গ্রন্থপঞ্জি রয়েছে যা ছোটদের বেশ কাজে লাগবে।

মর্যাদাময় দিন

সংকলক ঃ নাজমুল আহসান

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫২, মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা।

সবুজ পাতা সংকলন সিরিজের বারোতম বইটির নাম 'মর্যাদাময় দিন'। এতে বিভিন্ন ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলো সম্পর্কে মোট ১২টি লেখা সংকলিত হয়েছে। এ সংকলনটি তৈরি করেছেন নাজমুল আহসান। এতে অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলো

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে ঃ মহানবী (সা) ও মিরাজ-খন্দকার মনসুর আহমদ, শব-ই-মিরাজ-মুহাম্মদ আবদুল কাদির, লায়লাতুল কদর-মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, মহানবী (সা)-এর মিরাজ-এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, শবেবরাত-মুস্তাফা মাসুদ, সৌভাগ্যের রাত-মাসউদ-উশ-শহীদ, ঐতিহাসিক মিরাজুন্নবী (সা)-মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, আখেরী চাহার শম্বা-সরকার রফিক, বারো-ই রবিউল আউয়াল–হাবীবুর রহমান, পবিত্র শবে মি'রাজ–রেজাউর রহমান, শবে মি'রাজ-নাঈমা নাজ ও শবে বরাতে করণীয় ও বর্জনীয়-মাহবুবা নাসরীন।

আশুরার আহবান

সংকলক ঃ রওশন খোন্দকার
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩২, মূল্য ঃ ১২.০০ টাকা।

সবুজ পাতা সংকলন সিরিজের তেরোতম বই 'আশুরার আহবান'। মুহররম মাসের দশ তারিখে কারবালা প্রান্তরে ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে শোকাবহ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। মহানবী (সা)-এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত হোসেন (রা) এ দিনে শাসক ইয়াজিদের অন্যায়ের বিরোধীতা করে সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ সমুজ্জ্বল রাখতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। কারবালার এ মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সবুজ পাতায় প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকদের লেখাসমূহ থেকে ৮টি লেখা নিয়ে এ সংকলনটি তৈরি করেছেন রওশন আলী খোন্দকার। লেখাগুলো হচ্ছে ঃ মুহররম আশুরা-বনজীর আহমদ, মুহররমের তাৎপর্য-আবু নছরত রহমত উল্লাহ, মুহররমের মহিমা-মুহাম্মদ সিরাজুল হক, আশুরার আহবান-আবদুল মুকীত চৌধুরী, মুহররমের শিক্ষা-রওশন আলী খন্দকার, দশই মুহররম-মুহাম্মদ আবদুর রব মিয়া আল বাগদাদী, মুহররম-সরকার রফিক ও মুহররমের শিক্ষা ও তাৎপর্য-হাবিবুর রহমান।

ঈদ ঃ আনন্দের উৎসব ত্যাগের শিক্ষা

সংকলক ঃ হোসেন মাহমুদ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৮, মূল্য ঃ ১৯.০০ টাকা।

সবুজ পাতা সংকলন-এর চৌদ্দতম বই হচ্ছে 'ঈদ ঃ আনন্দের উৎসব ত্যাগের শিক্ষা'। দুই ঈদ-ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা মুসলমানদের প্রধান দু'টি ধর্মীয় উৎসব। এ দুই ঈদ বিষয়ে বিভিন্ন লেখকদের ১৯টি লেখা নিয়ে এ সংকলনটি তৈরি করেছেন লেখক-সাংবাদিক হোসেন মাহমুদ। অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলো হলো ঃ মহান ঈদুল ফিতর-ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন, মাহে রমযান-অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, পবিত্র রমযান-মসউদ-উশ-শহীদ, সংযম ও সাধনার মাস-আহমদ মতিউর রহমান, ঈদ মুবারক আস্‌সালাম-মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, ঈদুল ফিতর ঃ খুশির ঈদ-মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, সিয়াম-রেজাউর রহমান, খুশির ইদ ঃ ঈদুল ফিতর-জাহানারা বেগম, রমযানের তাৎপর্য-শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহিম, আত্মশুদ্ধির মাস-সরকার রফিক, ঈদের খুশি-জামান সৈয়দী, খোশ আমদেদ মাহে রমযান-এস. এম. হাবিবুর রহমান, ঈদের আনন্দ-হাসান ফারুক, হজ্জ ও কুরবানী-আবদুল মুকীত চৌধুরী, ত্যাগের শিক্ষা-হাবীবুর রহমান, ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর ঃ কুরবানীর ঈদ-মুহাম্মদ সিরাজুল হক, কোরবানী-খন্দকার রওশান আলী, হজ্জ-আ. ম. কাজী মুহাম্মদ হারুন-উর-রশীদ ও খুশির ঈদ ঃ ত্যাগের ঈদ-মনজুর-ই-আলম ফিরোজী।

কীর্তি যাদের অম্লান

সংকলক ঃ রওশন আলী খোন্দকার
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫০, মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা।

সবুজ পাতা সংকলন সিরিজের পনেরোতম বই হল 'কীর্তি যাদের অম্লান'। আমাদের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন মনীষী ব্যক্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এ রকম ১০ জন কালজয়ী ব্যক্তিত্ব যুগনায়ক সম্পর্কে ১০টি লেখা এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটি সংকলন করেছেন রওশন আলী খোন্দকার। সংকলিত লেখাগুলো হলো ঃ আমীর খসরু-আতোয়ার রহমান, হযরত শাহজালাল (র)-দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, মুক্তি সংগ্রামের মহান নায়ক শহীদ তিতুমীর-

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র)-মুহাম্মদ মনসুরুল হক খান, হাজী মোহাম্মদ মোহসীন-আবু নছরত রহমত উল্লাহ, ইমাম আবু হানীফা (র)-খন্দকার মনসুর আহমদ, বরেণ্য মুসলিম পক্ষী বিজ্ঞানী সালিম আলী-আবু মুসা চৌধুরী, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা-আইয়ুব ভুইয়া, স্যার সৈয়দ আমীর আলী-রফিক ইসলাম ও ইমাম বুখারী (র)-খন্দকার মনসুর আহমদ।

আলোর পর্বত

সংকলক ঃ মোঃ আব্দুল হাই

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৪, মূল্য ঃ ১৪.০০ টাকা।

সবুজ পাতা সংকলন-এর ষোলতম বই হচ্ছে 'আলোর পর্বত'। ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে অনেকেই লিখেছেন। এ রকম ১২টি লেখা নিয়ে মোঃ আবদুল হাই এ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। লেখাগুলো হচ্ছে ঃ হাতির বছর-ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, জমজম কূপ-এ. জেড. এম. শামসুল আলম, আবাবিল ও আবরাহা-সৈয়দ আশরাফ আলী, আবরাহা ও কাবা-সালমা চৌধুরী, জমজমের কিচ্ছা-আহমদ সালাউদ্দীন, হস্তীবর্ষের কাহিনী-মাসউদ বিন আবদুল্লাহ্, হাজরে আস্ওয়াদ-উম্মে হাসিনা, হিজরত-কালাম মোহাম্মদ শফিক, আলোর পর্বত-উম্মে হাসিনা, দুলদুল-মুফাখ্খারুল ইসলাম, ইসলাম মানে শান্তি-হাবীবুর রহমান ও মরুভূমির জীবনযাত্রা-হুসনে জাহান।

মুসলিম কবি ও বিজ্ঞানী

সংকলক ঃ শেখ তোফাজ্জল হোসেন

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৪, মূল্য ঃ ১৪.০০ টাকা।

সবুজ পাতা সংকলনের সতেরোতম বইটি হচ্ছে 'মুসলিম কবি ও বিজ্ঞানী'। বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানদের বিপুল অবদান রয়েছে। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে মুসলিম শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরকম ১০ জন ইতিহাসখ্যাত বিজ্ঞানী, কবি সম্পর্কে ১০টি রচনা এ সংকলন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটি সংকলন করেছেন বিশিষ্ট কবি ও লেখক তোফাজ্জল হোসেন। এ বইতে সংকলিত লেখাগুলো হলো ঃ আল খারেজমী থেকে লগারিদম-এস এম হাবিবউল্লাহ, দুনিয়ার প্রথম রাসায়নবিদ-মাহমুদুর রহমান কামাল, চিকিৎসা বিজ্ঞানী আল রাজী-তারিক সিরাজী, চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ইবনে সিনা-মোকাররম হোসেন, বৈজ্ঞানিক আল তুসী-খন্দকার শহীদুল ইসলাম শেখর, বিশ্ব পর্যটক ইবনে বতুতা-আতোয়ার রহমান, মহাকবি ফেরদৌসী-মোহাম্মদ ইসমাইল, কবি ওমর খৈয়াম-মোবারক হোসেন খান, জালালউদ্দীন রুমী-শামসুল ফয়েজ ও পথিকৃৎ বিজ্ঞানী আবদুস সালাম-খোরশেদুল আনোয়ার।

ছোটদের কবি নজরুল

সংকলক ঃ মুহাম্মদ আজাদ আলী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৫, মূল্য ঃ ১৬.০০ টাকা।

সবুজ পাতা সংকলনের আঠারোতম বই হচ্ছে 'ছোটদের কবি নজরুল'। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে দেশের বিশিষ্ট লেখকদের বিভিন্ন লেখা 'সবুজ পাতা' থেকে সংগ্রহ করে এ বইটি সংকলন করেছেন মুহাম্মদ আজাদ আলী। মোট ১২টি লেখা রয়েছে এ বইতে। লেখাগুলো হচ্ছে ঃ নজরুলের ছেলেবেলা-মঈনুদ্দিন, প্রিয় কবি নজরুল ইসলাম-মন্ওয়ার হোসেন, জাতীয় কবি নজরুল-শাহাবুদ্দীন আহমদ, ছোটদের নজরুল-শেখ দরবার আলম, নজরুলের কিশোরকাল ও কিছু কথা-মুস্তাফা জামাল, নজরুলের শিশু-কিশোর কবিতা-খালেক বিন জয়েন উদ্দীন, ছোটদের কবি নজরুল-সৈয়দা নাজমুন নাহার, মানুষের কবি নজরুল-সালেহ মাহমুদ রিয়াদ, কাজী নজরুল ইসলাম-আবুল হোসেন আজাদ, প্রিয় কবি নজরুল-মঈনুল হক চৌধুরী, ছোটদের প্রিয় কবি নজরুল-শহিদুর রহমান ও নজরুলের কিছু কথা-আবু জাফর স্বপন।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রথম মিছিল

সংকলক ঃ মুকুল চৌধুরী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৮, মূল্য ঃ ১৮.০০ টাকা।

সবুজ পাতা সংকলন সিরিজের উনিশতম বইটির নাম 'ইসলামের প্রথম মিছিল'। এটি সংকলন করেছেন কবি-মুকুল চৌধুরী। এ বইটিতে দেশের বিশিষ্ট লেখকদের মোট ১৫টি লেখা সংকলিত হয়েছে। এগুলো হলো ঃ জবানের মূল্য-কাজী দীন মুহম্মদ,মুসলিমদের ওয়াদা-সৈয়দ আশরাফ আলী, অসৎ উপার্জন-গোলাম সাকলায়েন, তেত্রিশ বছরে আটটি কথা শিখেছি-শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, কাফেলার মক্কা প্রত্যাবর্তন-মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, বীরত্ব-আবদুল মতীন জালালাবাদী, ইসমে আযম-মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন, সেনাপতি হলেন দরবেশ ও চিকিৎসক-মুহাম্মদ সিরাজুল হক, বারোজন মেহমান-হোসেন মীর মোশাররফ, রহমতের খেলা-খন্দকার মনসুর আহমদ, অদ্ভুত বিচার-আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই, অপরাধী সন্তান-এনায়েত রসুল, পরিবর্তন-মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ, দুই ক্ষুদে সৈনিক-উমার হামযা আল আজাদ ও ইসলামের প্রথম মিছিল-শাহ আলম বাদশা।৬

নবী যুগের সোনার মানুষ (দ্বিতীয় খণ্ড)

লেখক ঃ মুহাম্মদ লুতফুল হক

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৭৬, মূল্য ঃ ৬৪.০০ টাকা।

মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা)। পবিত্র কুরআনে তাঁকে 'উসওয়াতুন হাসানাহ' বা সুন্দরতম আদর্শ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠগুণের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। তাঁর আগমনের পূর্বে সমগ্র দুনিয়া মুর্খতা ও বর্বরতায় নিমজ্জিত ছিল। তাই সে সময়টাকে বলা হতো 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' বা মূর্খতার যুগ। তখন মানুষে মানুষে বৈষম্য, বংশগৌরব, মিথ্যা অহমিকা, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, নারী ও কন্যা শিশুদের প্রতি অবহেলা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, মূর্তিপূজা এসব নানা অনাচার ও মূর্খতা পৃথিবীকে চারদিক থেকে গ্রাস করে ফেলেছিল। মানুষের মধ্যে বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, সৌন্দর্য, চর্চা, শিষ্টাচার ও নৈতিকতা বলে কিছুই ছিল না।"

এই অন্ধকার পৃথিবীতেই আমাদের প্রিয় নবী (সা) আলো জ্বেলে ছিলেন। তাঁর শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল সারা দুনিয়া। আইয়ামে জাহেলিয়াতে যে মানুষগুলো ছিল স্বার্থপর, অত্যাচারী, নবীজী (সা)-এর সান্নিধ্যে এসে তাঁরাই আদর্শ ও দরদী মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। পরশ পাথরের স্পর্শে যেমন লোহাও সোনা হয়ে যায়, তেমনি নবী (সা)-এর সংস্পর্শে এসে কুসংস্কারে নিমজ্জিত মানুষেরা হয়ে উঠেছিলেন মানব সভ্যতার সবচেয়ে আলোকিত মানুষ। নবী (সা)-এর যুগে তাঁর শিক্ষার আলোয় আলোকিত মানুষেরা ছিলেন সত্যিকার অর্থে সোনার মানুষ।

বিশিষ্ট লেখক ও শিশু সাহিত্যিক মুহাম্মদ লুতফুল হক মহানবী (সা)-এর প্রিয় সাহাবীদেরই জীবনকথা তুলে ধরেছেন, তাঁর নবী যুগের সোনার মানুষ বইটিতে। বইটি দু'খণ্ডে বিভক্ত। দ্বিতীয় খণ্ডে সাহাবী হযরত যায়েদ (রা) এবং তিনজন বিশিষ্ট সাহাবীর জীবন, ইসলামের জন্য তাঁদের ত্যাগ, মানুষের প্রতি তাঁদের দরদ ও মহানুভবতা, আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস ও পরহেজগার ও নবী (সা)-এর প্রতি আনুগত্য অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় গল্পের মতো করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি শিশু-কিশোরদের ভালো লাগার মতোই একটি বই।৭

---

৬. *হোসেন মাহমুদ, মাসিক অগ্রপথিক,* জুন ২০০৫ সংখ্যা, ইফাবা, পৃষ্ঠা ১১৮-১১৬।

৭. আবু রিফাত, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ৩ পৌষ ১৪১১, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু অধিকার ও ইসলাম
লেখক ঃ মাহমুদ জামাল
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১০০, মূল্য ঃ ২৯.০০ টাকা।

শিশু অধিকার ও ইসলাম বইটি লিখেছেন মাহমুদ জামাল। এতে রয়েছে তিনটি অধ্যায় এবং পরিশিষ্ট এক ও দুই।

প্রথম অধ্যায়ে লেখক শিশু কারা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে শিশু অধিকার ও ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুদের অধিকার, তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করেছেন। পরিশিষ্ট ঃ এক-এ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং পরিশিষ্ট ঃ দুই-এ জাতীয় শিশুনীতি, শিশুর সংজ্ঞাসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

শিশুরা প্রতিটি পিতা-মাতার যেমন নয়নের মণি, তেমনি তারা জাতিরও ভবিষ্যত। আজকের যারা শিশু তারাই বড় হয়ে দেশের যোগ্য নাগরিক হবে। দেশকে পরিচালনাও করবে তারাই। সুতরাং শিশুদের সুন্দর পরিবেশে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা জরুরি। তাদের যেমন প্রয়োজন অনুকুল পারিবারিক পরিবেশ, তেমনি প্রয়োজন শারীরিক ও মানসিক বিকাশ। তাদের পড়াশোনা খেলাধুলাসহ চিত্তাবিনোদনের যথাযথ সুযোগ দেয়া গেলে তবেই তাদের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিশ্বের অল্প কিছু দেশ ব্যতীত এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সকল অনুন্নত দেশেই শিশুরা অবহেলিত, উপেক্ষিত। দারিদ্র, অশিক্ষা, অপুষ্টি বিশ্বের বেশিরভাগ শিশুর নিত্যসঙ্গী। শুধু তাই নয়, অনেক স্থানেই শিশুদের ব্যবহার করা হয় যুদ্ধে, শিশু-সৈনিক হিসেবে। এর ফলে কত শিশু যে অকালে মারা পড়েছে, তার কোন হিসাব নেই। আবার অন্যায় আগ্রাসন বা অন্যায় যুদ্ধের শিকার হয়েও অসংখ্য শিশু মারা যাচ্ছে। যেমন ইরাক ও আফগানিস্তানে এভাবে দেখা যায় যে, সভ্যতার শুরু থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিশ্বের অধিকাংশ স্থানেই শিশুরা বিপন্ন হয়েছে এবং তাদের শিশু মনের স্বপ্ন, আশা, অকালে ঝরে গেছে। স্বস্তির কথা, সাম্প্রতিককালে শিশুদের ব্যাপারে গোটা বিশ্বেই সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশুদের জীবন রক্ষা, শিক্ষার ব্যবস্থা করা ও তাদের অধিকার রক্ষার নানাবিদ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। ফলে অনেক স্থানে শিশুদের জীবনযাত্রা আগের চেয়ে বেশ উন্নত হয়েছে।"

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, ইসলাম বরাবরই শিশুদের সাথে সদয় আচরণ করা ও তাদের প্রতি যত্নশীল হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। স্বয়ং আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) নিজেও শিশুদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন।

মাহমুদ জামালের এ গ্রন্থটি শিশু অধিকার সম্পর্কে জানার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশুদের বিষয়ে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের শিশুরা জানতে পারবে। এর ফলে তাদের মধ্যে নিজেদের অধিকার ও অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতার সৃষ্টি হবে। বাংলাদেশের অধিকর বঞ্চিত শিশুদের এ বইটি পড়ে দেখা দরকার। পাশাপাশি বড়দেরও এ বইটি পড়ে দেখা উচিত।[৮]

নবী কাহিনী
লেখক ঃ মুহাম্মদ বদরুল আলম
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪২, মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা।

শিশুমনে অপরিসীম কৌতুহল। তারা বহু কিছু জানতে চায়, শুনতে চায়। তাদের কাছে গল্পের ছলেও যা কিছু বলা হয়, তা তাদের মনে গেঁথে যায়। তাদের জন্যেই 'নবী কাহিনী' গ্রন্থে মোট ১৪টি গল্প রয়েছে। তিনি বিভিন্ন নবীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনী অবলম্বন করে কিছু গল্প রচনা করেছেন। বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক কয়েকটি গল্পও রয়েছে। যেমন মাছ ধরার গল্প, আর হলো না দেখা ও ভাবতে অবাক লাগে। তোমরা যারা এখানে অনেক ছোট, সন্দেহ সংশয় মোনাফেকী, অন্যায় কাজের মতো খারাপ জিনিসগুলো যাদের স্পর্শ করেনি, তাদের জন্যে 'নবী কাহিনী' বইটি অত্যন্ত উপযোগী। তোমাদের নিষ্পাপ মনের নরম জমিনে আল্লাহ রাসূল আলামীনের অসীম দয়া এবং তাঁর অনুগ্রহভাজন নবীদের আল্লাহর পথে, সৎপথে, ন্যায় পথে থাকার আন্তরিক প্রচেষ্টা, অন্যায় কাজ, আল্লাহর নাফরমানির পরিণতি কত কঠিন হয়– এসব বিষয় নিয়ে সুন্দর ভাষায় লেখা এ গল্পগুলো মনে ছাপ ফেলবে। আর এর পরিণতিতে তোমরা এখন থেকেই যা খারাপ যা অন্যায় তাকে পরিহার করতে শিখবে, শয়তানের প্রলোভন সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে। সবার বইটি সংগ্রহ করে পড়ার প্রয়োজন।[৯]

---

৮. হোসেন মাহমুদ, *বাংলাবাজার পত্রিকা,* ঢাকা ঃ শনিবার, ১২ জুন ২০০৪।
৯. হোসেন মাহমুদ, *বাংলাবাজার পত্রিকা,* ঢাকা ঃ শনিবার, ১২ জুন ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

নবী-প্রেমের অমর কাহিনী

লেখক ঃ মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০০২ (২য় সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৮, মূল্য ঃ ১৪.০০ টাকা।

মানুষ কাকে পছন্দ করে? যিনি ভাল মানুষ, তাকে। মানুষ কার কাছে বসে থাকতে ভালবাসে? যিনি ভাল কথা বলেন। মানুষ কার কথা মানে? যিনি সুন্দর জীবন গড়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ থেকে দেখা যাচ্ছে, মানুষ তাকেই ভালবাসে যিনি সত্যিকার একজন ভাল মানুষ। এ রকম মানুষের দেখা পেলে, তাঁর সংস্পর্শে গেলে জীবন একেবারেই পরিপূর্ণ হয়।

আমাদের মহানবী (সা) ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত একজন মহান মানুষ। কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে তথা সকল দিক দিয়েই তিনি ছিলেন সর্বোত্তম। সুতরাং তাঁর সাহচর্যে যাঁরা গেছেন, সকলেই তাঁকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভাল বেসেছেন। মহানবী (সা)-এর প্রতি তাদের এ ভালবাসা শুধু মুখের ভালবাসা ছিল না– বিভিন্ন কাজে-কর্মে তারা তাদের এ ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন।

মহানবী (সা)-এর প্রতি গভীর ভালবাসার যারা পরিচয় দিয়েছেন, এ রকম ৭ জন সাহাবীর নবী-প্রেমের কাহিনী ৬টি গল্পের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী তার 'নবী-প্রেমের অমর কাহিনী' গ্রন্থে। ছোটদের জন্যে লেখা এ গ্রন্থটিতে যাদের নবী-প্রেমের কথা বর্ণিত হয়েছে, তারা হচ্ছেন ঃ হযরত আবু বকর (রা), হযরত যায়দ ইবনে হারিসা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আতীক (রা), হযরত আসিম (রা), হযরত যুবায়র (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) ও হযরত উমর (রা)।

এ গ্রন্থটি পাঠ করলে শিশু-কিশোর ভাই ও বোনেরা জানতে পারবে যে, এই মহান পুরুষরা ইসলামের জন্যে, ইসলামের মহান নবীর জন্যে কি অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, কি অমানষিক অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। এমনকি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা)-এর জন্যে অনেকে নিজের জীবনও হাসি মুখে বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাদের অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী থেকে আমাদের শিশু-কিশোররা নিজেদের জীবন গড়ার জন্যে অনুপ্রেরণা পাবে।[১০]

সোনালী শাহ্জাদা

লেখক ঃ সাজ্জাদ হোসাইন খান
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৮১
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৮৮, মূল্য ঃ ৭০ টাকা।

সাহিত্যের এক বিচিত্র রূপ শিশু সাহিত্য। অথচ এ শিশু সাহিত্য আর একটি বিচিত্র জগৎ। ভারতীয় বাংলা লেখিকা একবার তার 'বাংলা সাহিত্যের অপরূপ কথা' প্রবন্ধে পিনাকী ভাদুড়ী লিখেছিলেন, "শিশু সাহিত্যের ভোক্তা কি কেবল শিশুরাই? সেই শিশু কারা? যে বয়স পর্যন্ত কোনো বাচ্চার ট্রামে, বাসে, ট্রেনে টিকিট লাগে না, সেই বয়সীরাই কি শিশু পদবাচ্য? প্রকৃতপক্ষে শিশু সাহিত্য এমন একটি বিভাগ যার নিজস্ব ধরনটাই বড় কথা নয়, এটা নির্ভর করে এর পাঠক বা রসগ্রাহী যারা আছে তাদের উপরে। এমন অনেকেই আছেন যাঁরা শিশু সাহিত্য পড়ে আনন্দ পান, কিন্তু তাঁরা আর কেউ শিশু নন। আবার রবিনসন ক্রুশো, গালিভারস ট্রাভেলস্ এগুলো শিশুদের জন্যেই লেখা হয়নি, কিন্তু ছোটরাও এগুলো পড়তে ভালবাসে।"

এ বিচারে সাজ্জাদ হোসাইন খান-এর ১৬টি গল্প নিয়ে লেখা সোনালী শাহ্জাদা বইটি শিশুদের উপযোগী করে ছোট ছোট বাক্যে, সুন্দর প্রাকৃতিক রূপ করে, সহজ উদাহরণে লেখা হলেও বড়দের কাছে সমান আগ্রহের ডানা মেলে দেবে।

মূলত ইসলামের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের জীবনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে গল্পের ভাষায় লেখা হলেও ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বিলাল (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) ছাড়াও এ ধর্মের নামে যারা আত্মোৎসর্গ করেছিলেন এমন অনেক অজানা ব্যক্তিত্ব যেমন নূর কুতবুল আলম, বাবা আদম শহীদ, বিহারের সুবাদার শাহ্বাজ খাঁ, শেখ জমিরউদ্দীন, মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহদের জীবনের অনেক অজানা ও নতুন তথ্য জানা যাবে এ গল্পগ্রন্থে।[১১]

---

১০. হোসেন মাহমুদ, দৈনিক বাংলাবাজার, ঢাকা, সোমবার, ১ মার্চ ২০০৪।

১১. আতাতুর্ক কামাল পাশা, (১) *দৈনিক বাংলাবাজার,* ঢাকা, শনিবার ৬ অগ্রহায়ণ ১৪১১, ২০ নভেম্বর ২০০৪।
(২) *দৈনিক ইনকিলাব,* ঢাকা, শুক্রবার, ৫ অগ্রহায়ণ ১৪১১, ১৯ নভেম্বর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

আলোর পথে
লেখক ঃ আবদুল হালীম খাঁ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২০, মূল্য ঃ ১৫ টাকা।

শিশু-কিশোরদের জন্যে যারা দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখি করেছেন, বিশিষ্ট কবি আব্দুল হালীম খাঁ তাদেরই একজন। গল্প-কবিতায় ছোটদের হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছানোর প্রচেষ্টায় কবি নিরলস। তাঁরই সাম্প্রতিকতম ফসল 'আলোর পথে'। এটি একটি কবিতার বই। মোট ষোলটি কবিতা দিয়ে বইটিকে সাজিয়েছেন তিনি। কবিতাগুলো হচ্ছে ঃ আমার বড়ই ইচ্ছে করে, প্রিয় নবীর মতো, স্বদেশ, হয়নি আঁকা ছবি, হৃদয়ের চাঁদ, আমার নবী, জীবনটাকে গড়তে হবে, রসূল বলেন, না-ঘুমানো ছেলে, এসো ভাই, সকলের প্রতীক্ষা, দুর্জয় শিবির গড়তে হবে, ভালো লাগে, একটি ছড়ার জন্যে, তোমার দেশ আমার দেশ ও সুখী মানুষ। কবিতাগুলো পড়ে দেখা যায়, একদিকে ধর্মীয় বিষয়কে তিনি যেমন তাঁর কবিতার উপজীব্য করেছেন অন্যদিকে স্বদেশ ও প্রকৃতিও তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। একদিকে তিনি প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শ অনুসরণের জন্যে যেমন শিশু-কিশোরদের ডাক দিয়েছেন, অন্যদিকে আমাদের এ সুন্দর দেশটির অপরূপ নিসর্গকেও তাঁর কলমে একেছেন।

আমরা মুসলিম। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) আমাদের প্রিয় নবী। ছোট-বড় সবাই তাঁকে ভালবাসে। আর সে ভালবাসার ফলে কি হয়? সে কথাটিই কবি আবদুল হালিম খাঁ 'প্রিয় নবীর মতো' কবিতায় সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন ঃ

প্রিয় নবীর প্রিয় বাণী ইচ্ছে করে জান্‌তে
প্রিয় নবীর প্রিয় বাণী ইচ্ছে করে মান্‌তে

'এসো ভাই' কবিতায় তিনি বলেছেন ঃ

এসো ভাই আল্লাহর হুকুম মানি,
জানবার আছে যা যা সব মিলে জানি।
এসো ভাই রাসূলের আদর্শ ধরি
সবে মিলে নয়া এক জামাত গড়ি।

আবার দুর্জয় শিবির গড়তে হবে কবিতায় তিনি বলেছেন ঃ

সরল সঠিক সত্য পথে চলতে হবে
আঁধার রাতে প্রদীপের মতো জ্বলতে হবে।

স্বদেশ ও প্রকৃতি নিয়ে লেখা কবিতায়ও কবি সহজেই হৃদয়কে স্পর্শ করে যান। যেমন 'স্বদেশ কবিতাটি–

স্বদেশ আমার অনেক সুখের অনেক আশার সিন্ধু
স্বদেশ আমার শরত ভোরের একটি শিশির বিন্দু।[১২]

আদর্শ চরিত্র ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা) ও সাহাবাদের কথা
লেখক ঃ সৈয়দ আহমাদ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪০, মূল্য ঃ ২৬ টাকা।

আমরা মুসলিম। আমাদের নবী হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (সা)। তিনিই শেষ নবী। তিনি আমাদের জন্যে যে আদর্শ রেখে গেছেন, সেটাই আমাদের সকলের অনুসরণযোগ্য। তিনি হচ্ছেন বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করব, তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন গঠন করব, এটাই স্বাভাবিক।

রাসূল (সা)-কে নিয়ে বড়দের জন্যে যেমন তেমনি ছোটদের জন্যেও প্রচুর বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এমনি এক বর্ণাঢ্য ও শ্রেষ্ঠতম জীবনের অধিকারী যে তাঁকে নিয়ে লিখেও যেন লেখার শেষ হয় না।

প্রতিটি ধর্মপ্রাণ পিতা-মাতা চান তাঁর সন্তানের জীবন যেন রাসূল (সা)-এর আদর্শ ও শিক্ষায় গড়ে উঠে। এ লক্ষ্যে ছোটবেলা থেকেই তাঁরা নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। পিতা-মাতার জন্যে এ আশা করা খুবই স্বাভাবিক। এ বিষয়টি

---

১২. হোসেন মাহমুদ, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, ঢাকা ঃ শনিবার ২০ অগ্রহায়ণ ১৪১১, ৪ ডিসেম্বর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

মনে রেখেই 'আদর্শ চরিত্র' ঃ হযরত মোহাম্মদ (সা) ও সাহাবাদের কথা শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করেছেন সৈয়দ আহমাদ। এ গ্রন্থের প্রথমেই তিনি রাসূল (সা) ও খলিফাদের পরিচিতি প্রদান করেছেন। তারপর হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। তারপর বিভিন্ন টুকরো টুকরো গল্পের মধ্য দিয়ে রাসূল (সা) ও সাহাবাদের মহত্ত্ব ও উদারতার নানা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সাহাবাদের মধ্যে অবশ্য তিনি চার খলিফা অর্থ হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর কথাই শুধু বর্ণনা করেছেন। এছাড়া হযরত আলীর মোট ৬৮টি উপদেশও তিনি এ গ্রন্থে সংযোজন করেছেন। ফলে এটি একটি চমৎকার শিশু-কিশোর গ্রন্থ হয়ে উঠেছে।[১৩]

পরম প্রিয়

লেখক ঃ শেখ তোফাজ্জল হোসেন
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৪ (তৃতীয় সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৮, মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বা নৈর্ব্যক্তিক সৌন্দর্য ও পবিত্রতার দিক থেকেও অনন্য ২৬টি ছড়ার ও প্রতি পাতায় সুন্দর চিত্রের অলংকরণের এ বইটি। পড়তে পড়তে শুধু শিশু-কিশোর নয় বরং বড়দেরও সুন্দর চিত্রকল্প, সৃষ্টির সুন্দর পবিত্রতা, মানব মনের সুন্দর স্নিগ্ধতা জেগে ওঠে। যেমন ঃ আঁধার তো যায় না ধরা/ যায় না ছোঁয়া তাকে/ সূর্য ডোবার সাথে সন্ধ্যা/ কালোর প্রলেপ মাখো/ আকাশভরা তারা ফোটে/ জোনাক জ্বলে বনে/ আঁধার ফুঁড়ে তারই আলো/ আনন্দ দেয় মনে। এখানে এক মহাশক্তির প্রচ্ছন্ন উপস্থিত মনে এনে দেয় এক অনাবিল পবিত্রতা। আবার আর এক ছড়ায় ছড়াকার শেখ তোফাজ্জল হোসেন লেখেন ঃ দৃশ্যগুলো চোখের পাতায়/ হরেক ছবি আঁকে/ অনুভবের আলতে ছোঁয়ায়/ যায় যে দেখা তাঁকে/ এ দেখা তো সে দেখা নয়/ আলোর উপর আলো/ অন্তরে তাঁর পরশ লাগে/ ভীষণ লাগে ভালো।

ছড়াগুলো এতো মর্মস্পর্শী অথচ কোথাও সরাসরি সৃষ্টিকর্তার কথা নেই। কেবল সমগ্র ছড়ার ভাবটি এক করলেই এক মহাশক্তির অনুভব ও বিশ্বাস উপলব্ধিতে আসে।[১৪]

চাঁদের কথা

লেখক ঃ মুকুল চৌধুরী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৪ (তৃতীয় সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৪, মূল্য ঃ ১৭.০০ টাকা।

আগ্নেয়গিরির আতংক, পর্বত রহস্য, চাঁদের কথা এ ৩টি বিষয় নিয়ে সুন্দর তথ্যপূর্ণ তত্ত্বমূলক এ বইটি সহজেই সবার দৃষ্টি কাড়ে।

'আগ্নেয়গিরির আতংক' লেখায় লেখক লিখেছেন, "মানুষের কাছ আগ্নেয়গিরির নামটা চিরকালই ভয়ের ব্যাপার। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, বহু ঘরবাড়ি, বহু শহর, গ্রাম আর জনপদ আগ্নেয়গিরির সর্বগ্রাসী আগুনের স্রোতে এই পৃথিবী থেকে মুছে গিয়েছে। বহু মানুষের বহু যুগের চেষ্টা, সাধনা আর পরিশ্রমে গড়ে ওঠা সুন্দর সুন্দর নগরী আগ্নেয়গিরির মাত্র এক ফুৎকারে শুকনো খড়কুটোয় কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন জ্বালালে যেমনি পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তেমনি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।" এই ভয়াবহ আগ্নেয়গিরিকে নিয়ে লেখক অনেক নতুন তথ্য ও তত্ত্ব সন্নিবেশ করেছেন তাঁর লেখায়।

ঠিক তেমনিভাবে রহস্য ও চাঁদের কথা লেখা দুটোতে আছে অনেক নতুন ও সুন্দর তথ্য ও সুন্দর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। গ্যালিলিও বৈজ্ঞানিক চাঁদ সম্পর্কে প্রথম সার্থক গবেষণা করেন। কিন্তু তিনি যখন নতুন তথ্য মানুষের সম্মুখে পরিবেশন করেন, তখন তাকে নির্যাতন করা হয় এবং অনেকটা নজরবন্দি অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অনেকের অজানা এ তথ্যও আছে এ বইতে।[১৫]

---

১৩. হোসেন মাহমুদ, *বাংলাবাজার পত্রিকা,* ঢাকা ঃ শনিবার ২০ অগ্রহায়ণ ১৪১১, ৪ ডিসেম্বর ২০০৪।
১৪. আতাতুর্ক কামাল পাশা, *বাংলাবাজার পত্রিকা,* ঢাকা, শনিবার, ১৭ জুলাই ২০০৪।
১৫. আতাতুর্ক কামাল পাশা, *দৈনিক বাংলাবাজার,* ঢাকা ঃ শনিবার ১৭ জুলাই ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর ছাদে আগুন

লেখক ঃ মমতাজ মহল মুক্তা

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮০, মূল্য ঃ ৩০ টাকা।

নিয়মিত পড়াশোনার অবসরে যেসব পড়ুয়া শিশু-কিশোর বিভিন্ন ধরনের গল্প-উপন্যাস পড়তে চায়, বিচিত্র, কাহিনী ও ঘটনার সাথে একাত্ম হয়ে যেতে ভালবাসে, তাদের কথা মনে রেখেই 'পৃথিবীর ছাদে আগুন' রচিত। এই বইতে রয়েছে নাতিবৃহৎ দুটি উপন্যাস "পৃথিবীর ছাদে আগুন" ও "বিজয়ী বীর"।

আজকের আফগানিস্তান, পাকিস্তান, চীন ও উজবেকিস্তান-এ চারটি দেশের সীমান্তে বিস্তৃত উচ্চ পামির মালভূমি। শত শত বছর ধরে এ অঞ্চলটি পৃথিবীর ছাদ বলে আখ্যায়িত। সেখানে বসবাসকারী কিরঘিজদের একটি উপজাতির জীবন-মরণ সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে "পৃথিবীর ছাদের আগুন"। বুদ্ধি, কৌশল, সাহস ও আল্লাহর উপর অবিচল আস্থাবান কিরঘিজরা শেষ পর্যন্ত একটি নিরাপদ আশ্রয় লাভে সক্ষম হয়।

"বিজয়ী বীর" উপন্যাসে ন্যায়পরায়ণ, সৎ ও বীর তুর্কী যুবক ইউসুফ খানের ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবনে সাফল্য লাভের বিষয়টিই তুলে ধরা হয়েছে। চমৎকার, দু'টি বিদেশী কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে উপন্যাস দু'টির কাহিনী, চরিত্র ও ঘটনা নতুন করে সাজানো হয়েছে। পৃথক ও বৈচিত্র্যময় প্রেক্ষাপটে রচিত এ উপন্যাস দু'টি শুধু শিশু-কিশোরদেরই নয়, বড়দের কাছেও ভাল লাগবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তার প্রকাশনা কার্যক্রমের শুরু থেকেই শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বিগত দু'যুগে এ প্রতিষ্ঠান শিশু-কিশোরদের উপযোগী প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। মমতাজ মহল মুক্তা শিশু-কিশোরদের উপযোগী প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। মমতাজ মহল মুক্তা রচিত "পৃথিবীর ছাদে আগুন" এ ধারারই ছাদ বলে আখ্যায়িত পামির পবর্ত ও মালভূমি এবং সেখানকার এর আগে সম্ভবত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। অন্যদিকে ভাগ্যান্বেষী এক তুর্কী যুবকের সাহস, বীরত্ব ও সাফল্য অর্জনে যে ছবি "বিজয়ী বীর"-এ আঁকা হয়েছে তা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। দু'টি ক্ষুদ্র উপন্যাসের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা "পৃথিবীর ছাদে আগুন" কাহিনী বৈচিত্র ও রচনা-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে অবশ্য কিশোরদেরই বেশী উপযোগী হয়ে উঠেছে। সেই সাথে সাধারণ পাঠক এ গ্রন্থটি পাঠ করে আনন্দ পাবেন।[১৬]

যাঁদের গৃহে এলেন নবী (সা)

লেখক ঃ আবু নছরত রহমত উল্লাহ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ (৪র্থ প্রকাশ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১১৫, মূল্য ঃ ৪৫.০০ টাকা।

পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের পরপরই হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনী নিয়ে বহু বই লেখা হয়েছে বাংলায়। ইসলাম ধর্মের ও মুসলিম জীবনের বহু নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। তবুও এ ধর্মের অনেক নতুন দিক অনেক নতুন বিষয় আছে জানার ও গবেষণার জন্যে। ঠিক তেমনি একটি বই 'যাঁদের গৃহে এলেন নবী (সা)'। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা) এ পৃথিবীতে যখন আসেন এবং যাঁদের গৃহে আসেন সেই আবদুল্লাহ ও বিবি আমিনার বংশ পরিচয়, বিবি আমিনার জন্ম, গায়েবী ইশারায় আমিনার নাম রাখা ও তার শাদী মোবারকে গায়েবী ইংগিত, আবদুল্লাহ ও যমযম কূপ, বিশ্বনবী (সা)-এর জন্ম, বিবি হালিমার গৃহে বিশ্বনবী (সা), বিবি আমিনার ইন্তিকাল ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু নতুন ও অজানা তথ্য ও ইতিহাস জানা যাবে এ মূল্যবান বইতে। ছোটদের পড়বার মতো করে লেখা বইটি বড়দেরও পড়বার উপযোগী।[১৭]

---

১৬. মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান, *দৈনিক তিস্তা,* দিনাজপুর ১৭ জুন ২০০৪।

১৭. আতাতুর্ক কামাল পাশা, *বাংলাবাজার পত্রিকা,* ঢাকা শনিবার ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

কোথা সে মুসলমান

লেখক ঃ সাইয়েদ আতেক

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারি ২০০৩ (২য় সংস্করণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬০, মূল্য ঃ ৩৫.০০ টাকা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি শিশু-কিশোর উপযোগী চমৎকার একটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম 'কোথা সে মুসলমান'। এর লেখক বিশিষ্ট ছড়াকার, কবি ও সাংবাদিক সাইয়েদ আতেক।

নাম থেকেই হয়তো বঝা যায়, এ কবিতার বইটি মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। হ্যাঁ, আসলেও তাই। জনাব সাইয়েদ আতেক একজন কবি। আর কবি মাত্রেই কবিতা,লিখতে ভালবাসেন ফুল-পাখি, বন-বনানী, আকাশ-বাতাস, লাল পরী-নীল পরী ইত্যাদি নিয়ে, এটা সত্যিই। কবি তাঁর কল্পনায় যেমনটি ভাববেন, তেমনটিই তো লিখেবন। তাই না?

তবে কবি সাইয়েদ আতেক কিন্তু সে রকম কবি নন। বলা যায়, তিনি মুসলিম জাতীয় চেতনাবোধের কবি। তিনি মুসলিমদের কথা ভাবেন। তাদের কথা বলেন। 'কোথা সে মুসলমান' গ্রন্থে তিনি মুসলিম বীর নায়ক, অলি-আউলিয়াদের সাহস, বীরত্ব, মহৎ কীর্তির কথা কবিতায় তুলে ধরেছেন। তাঁরা সবাই বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং এদেশেই বাস করে গেছেন। তাঁদের কালজয়ী কর্মকাণ্ড ও কীর্তিগাথা আজো মানুষের মুখে মুখে ফিরে। তারা আমাদের গর্ব ও গৌরব।তাদের কথাই 'কোথা সে মুসলমান'-এর পাতায় পাতায় কবিতার ছন্দে ঝংকার তুলেছে। অন্যদিকে, এ কবিতা গ্রন্থটিতে আমাদের ইতিহাসের একটি বিশাল অধ্যায়ও মূর্ত হয়েছে, যার ইতি টানা হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করে।

আমরা আমাদের ইতিহাসকে ক্রমেই ভুলতে বসেছি। সেক্ষেত্রে কবি সাইয়েদ আতেকের 'কোথা সে মুসলমান' গ্রন্থটি আমাদের শিশু-কিশোরদের সেই বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসের মহান মানুষদের সাথে, তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবে।[১৮]

ছোটদের ওমর ইবন আব্দুল আজিজ (র)

লেখক ঃ আবদুল হালীম খাঁ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারি, ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৬, মূল্য ঃ ১৭.০০ টাকা।

বিশিষ্ট কবি আব্দুল হালীম খাঁ আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিক আজকের শিশুদের মননকে একটি নৈতিক মানে উত্তরণের অভিপ্রায় নিয়ে খেলাফত পরবর্তী উমাইয়া শাসনকালের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ওমর ইবন আব্দুল আজিজ (র)-এর জীবনী রচনা করেছেন। শিশু মনে সত্য সুন্দর সহজে ঠাঁই পায়। এজন্য প্রয়োজন কোমলমতি শিশু মনকে সত্য সুন্দরের লালনাধার রূপে গড়ে তোলা। ভূত পেত্নির কেচ্ছা, আজব কেচ্ছা, রঙ্গ রস ইত্যাদি যেমন শিশুরা পছন্দ করে তেমনি মহৎ লোকদের জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা তাদেরকে মহৎ হতে বড় হতে মানসিকভাবে গড়ে তোলে। এজন্য শিশুদের বিনোদনের বইয়ের পাশাপাশি তার অন্তরের গভীরে বাল্যকালেই রোপন করা দরকার নীতি নৈতিকতার পুষ্পোদ্যনে। আব্দুল হালীম খাঁ সে কাঙ্ক্ষিত কাজটিই করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে নবী (সা) এরপর খেলাফতে অধিষ্ঠিত সম্মানিত চার খলিফার ত্যাগ-তিতিক্ষা গোটা মুসলিম জাতির অনুসরণীয় মডেল। কিন্তু মাত্র তিরিশ বছরের খেলাফতকাল শেষ হওয়ার পর সে মডেলের পুনরাবৃত্তি পৃথিবীতে খুব কমই ঘটেছে তবে বিভিন্নদেশে মুসলিম শাসকগণ তাদের ব্যক্তিগত উদারতার মাধ্যমে বহু স্মরণীয় এবং অনুকরণীয় ঘটনার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। তবে তাদের গোটা জীবন বা গোটা শাসনকাল অনুকরণীয় মডেলের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। তাহলে কি খোলাফায়ে রাশেদীনের পর এরূপ মডেল স্থাপন করা অসম্ভব? শুধুই কল্পনা বিলাস? না তা নয়। এ বাস্তবতাকেই আমাদের সামনে ধরিয়ে অনাগতকাল এ ধরনের মডেল হবার চেষ্টার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে গেছেন উমাইয়া শাসক ওমর ইবন আব্দুল আজিজ (র)। খেলাফতের বেশ পরে আবির্ভূত হয়েও নিজের অনন্য চরিত্র মাহাত্ম্য এবং ত্যাগ ও নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি খেলাফত যুগের হযরত ওমর (রা)-এর সময়কার শাসনের

১৮. *দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা*, ঢাকা ঃ সোমবার, ১ মার্চ ২০০৪।

যতটা পুনরাবৃত্তি করলেন তাতে লোকেরা তাঁকে দ্বিতীয় ওমর বলে ডাকতে শুরু করলো। ইতিহাসেও তার স্থান নিরূপণ হল 'পঞ্চম খলিফা' হিসাবে। তাঁর জীবনের সরস ঘটনাবলী হৃদয়াবেগ দিয়ে ছোট ছোট বাক্যে এবং সহজ করে কোমলমতি শিশুদের উপযোগী করে পেশ করা অবশ্যই একটি কঠিন কাজ। কবি আব্দুল হালীম খাঁ তার কবিমনের উপলব্ধি দিয়ে অত্যন্ত চমৎকারভাবে গ্রন্থটিতে ওমর ইবন আব্দুল আজিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী পেশ করেছেন। অনেকটা উপন্যাসের ঢংয়ে লেখার কারণে পাঠক বইটি শুরু করলে শেষ না করে উঠতে পারবেন না। এখানেই সম্ভবত লেখকের কৃতিত্ব। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ জাতীয় বই যত প্রকাশ করবে ততই জাতির জন্য মঙ্গল।[১৯]

ছোটদের শহীদ জিয়া
সংকলক ঃ হোসেন মাহমুদ,
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৩২, মূল্য ঃ ৫৭.০০ টাকা।

লেখক ঃ অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া; ড. মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ, মুনসী আবদুল মান্নান, আবদুল আউয়াল ঠাকুর, সৈয়দ আবদাল আহমদ ও আরো অনেকে।

সম্পাদক ঃ হোসেন মাহমুদ, আহমদ মতিউর রহমান, হুমায়ুন সাদেক চৌধুরী, গোলাম কাদের, সামাদ সরকার, মমতাজ মহল মুক্তা, নাসির হেলাল ও আরো অনেকে।

আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাসে শহীদ জিয়াউর রহমানের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে পলাশী থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত সময়ের প্রেক্ষাপটে। বলা চলে বাঙালি, বাংলাদেশী, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিশাল ভুবন জুড়ে এ নামটি এমন একটা স্থানে এসে পৌঁছেছে যেখানে তাঁকে ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে অবশ্যই বার বার স্মরণ করতেই হবে। রাজনীতি, রাষ্ট্রপরিচালক, মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক ছাড়াও তার একটি বিশেষ পরিচয় আছে, তা হলো তিনি ছিলেন 'শিশু বন্ধু'।

দেশ স্বাধীন হলে পরবর্তীতে তিনি যখন রাষ্ট্র পরিচালনায় আসেন তখন তাঁর অনেক কাজের মধ্যে অন্যতম একটি কাজ হয়ে দাঁড়ায়, বাংলাদেশের সযতন পরিচর্যা ও শিশু কিশোরদের মানসিক উন্নয়নে রাষ্ট্র কর্তৃক উৎসাহ প্রদান। এজন্যে তিনি শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন, প্রতিষ্ঠা করেন শিশুপার্কের, শিশুদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির উৎসাহদানের জন্যে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রবর্তন করেন নতুন কুঁড়ি অনুষ্ঠান। কৃতি কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতী ছাত্র-ছাত্রীদের বঙ্গভবনে ডেকে উৎসাহ ও পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। এভাবে তিনি হতে পেরেছিলেন শিশু-কিশোরদের বন্ধু।

এ হিসাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রবীণ সাংবাদিক হোসেন মাহমুদের সম্পাদিত "ছোটদের শহীদ জিয়া" বইটি শিশু-কিশোরদের প্রেসিডেন্ট জিয়ার একটি অন্যতম অর্ঘ বলেই তো মনে হয়। অন্যতম অর্ঘ এ কারণেও যে, শিশু কিশোরদের উপযোগী করে সরস, সহজ ও প্রাঞ্জল লেখামালার সুন্দর সম্পাদনায় এ বইটির হোসেন মাহমুদের আরো একটি পরিচয় আছে, তিনি একজন সুসাহিত্যিক এবং গল্পকারও বটে। তার দু'তিনটি গল্পের বই প্রকাশিত হওয়া ছাড়াও তিনি আরো দু'একটি বই সম্পাদনা করে নিজের মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। সুতরাং তার এবারের সম্পাদনা 'ছোটদের শহীদ জিয়া'ও সুন্দর একটি প্রকাশনা নিঃসন্দেহে।

অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান মিয়ার 'বিনয়াবনত চিত্তে স্মরণ করছি' নিবন্ধ দিয়ে বইটি শুরু হলেও তিনি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার জাতীয়তাবাদী চেতনাটিকে ঠিকমতো বিশ্লেষণ করতে পারেন। প্রকৃত প্রস্তাবে জিয়ার জাতীয়তাবাদী চেতনাকে উপলব্ধি করতে হলে সে সময়ের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করা হলে তা পরিষ্কার হয়। জাগদল তৈরির পর তিনি প্রয়াত জিয়ার এডমিরাল এমএইচ খানসহ তিনজন সামরিক কর্মকর্তাকে ভারতে পাঠান গঙ্গার পানির হিসসা চাইতে। সে সময় তারা দিল্লীতে তিন চারদিন বৈঠক করেও সফল না হয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং রাষ্ট্রপতিকে তাঁদের মতামত জানান, ভারত কখনোই বাংলাদেশের কল্যাণ ও প্রগতির সহায়ক হতে চাইবে না, তারা নানা অজুহাতে বিষয়টি বিলম্বিত করতে চাইছে।

জিয়া ছিলেন সামরিকের মানুষ। কোন বাঁকা কথা বা প্রলম্বিত অজুহাতের ধার ধারতেন না। এককথায় স্টেট ফরোয়ার্ড মানুষ। তখনি তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন, বাংলাদেশ আমাদের দেশ। এ দেশকে আমাদেরকেই গড়তে হবে। চীন,

১৯. মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, দৈনিক সংগ্রাম, ১৬ এপ্রিল ২০০৪, ৩ বৈশাখ ১৪১১।

Dhaka University Institutional Repository

ভারত, রাশিয়া, আমেরিকা কেউ আমাদের প্রগতি এনে দিবে না, আমাদের দেশকে আমাদেরকেই উন্নতির শিখড়ে নিয়ে যেতে হবে। ঠিক তখনি তার জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ হয়। শুরু করেন তিনি খাল খনন কর্মসূচি, বয়স্ক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ, খাদ্যে সয়ম্ভরতা ইত্যাদি কর্মসূচি। দেশের মানুষের সচেতনতা ও আত্মনির্ভরশীলতার জন্যে এবং পৃথিবীর মধ্যে সচেতন ও দেশপ্রেমিক জাতি হিসাবে নিজেদেরকে বলিষ্ঠ চেতনায় উদ্দিপ্ত হবার জন্যে তাদের পরিচয় আনলেন বাংলাদেশী হিসাবে।

ড. মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে দাঁড় করিয়ে তার সপক্ষে সুন্দর ও সঠিক তথ্যের মাধ্যমে যুক্তি তুলে ধরেছেন। মুনশী আবদুল মান্নান হিজবুল বাহারে রাষ্ট্রপতি জিয়ার সফরসঙ্গী হয়ে সে সময়ে জিয়ার যে সমুদ্রের মতো বিশাল দৃষ্টি ভঙ্গি ও সুদূর পরিকল্পনা ছিল দেশের ও দেশের মানুষের জন্যে তার সুন্দর অভিজ্ঞতা লিখেছেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া যে আসলেই কতটা ছোটদের জিয়া ছিলেন তার সুন্দর লালিত্য মাখানো তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন লেখক আবদুল আওয়াল ঠাকুর। আসলেই রাষ্ট্রপতি জিয়ার সময়ে শিশুদের সৃজনশীল কাজের একটা ধুম পড়ে গিয়েছিল। লেখক একটি সুন্দর কথা লিখেছেন তার প্রবন্ধের শেষে, শেষ করার আগে সেই কথাটি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, শিশুরা ঝগড়া করে কিন্তু মনে রাখে না। আমরা বড়রা যদি শিশুদের থেকে উদাহরণ গ্রহণ করতে পারি, তাহলে অবশ্যই সামগ্রিক কল্যাণে নিজেদের নিঃস্বার্থভাবে নিয়োগ করতে শিখব"। এভাবে তিনি বড়দের জন্যেও বইটি গ্রহণীয় করে তুলতে পেরেছেন।

দেশ পরিচালনার ন্যায়দীপ্ত চরিত্রের পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের নৈতিক জীবন থেকে ব্যস্ততম কর্মময় জীবনের সুদীর্ঘ একটি সুন্দর লেখা উপহার দিতে পেরেছেন সৈয়দ আবদাল আহমদ। শহীদ জিয়ার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন কোমল কমল সাবলীল ভাষায়, 'চীনের ঐতিহাসিক প্রাচীর সম্পর্কে চেয়ারম্যান মাও সেতুং-এর একটি বিখ্যাত উক্তি আছে, এই উক্তিটি হচ্ছে চীনের প্রাচীরের শীর্ষ চূড়ায় যে উঠতে পারে না, সে বীর নয়। কে এই বীর যিনি তাপমাত্রা ১০ হিমাংকের নীচে থাকা সত্ত্বেও প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ ঠেলে চীনের ঐতিহাসিক প্রাচীরের শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করেছেন এবং নিজের বীরত্ব প্রমাণ করেছেন? দেশে তারুণ্যের গতি সঞ্চার করেছিলেন কে? মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে, সহজ-সরল মানুষগুলোর সঙ্গে মিশতেন কে? দেশের উৎপাদন বাড়াতে দু'হাতে কোদাল ধরেছিলেন, এ কোন বীর? কে এই বীর যিনি 'আমি' বলে কোন ভাষণ দিতেন না। বলতেন 'আমরা' ও 'আমাদের' একজন সৈনিক হয়েও তাঁর বিশ্বাস ছিল গণতন্ত্রে এবং তিনি বলতেন সামরিক শাসন কোন স্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে না। বহুদলীয় গণতন্ত্রই স্থায়ী ব্যবস্থা। না মিশরের কর্ণেল নাসের, কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রো কিংবা ঘানার নক্রুমার কথা বলছি না। তিনি ফ্রান্সের দা' গলের মতোই একজন বীর। তিনি বাংলাদেশের জিয়াউর রহমান, সৈয়দ আবদাল আহমদ সত্যিই এক মহান বীরের গৌরবগাঁথা একেছেন।[২০]

ছোটদের হাজী মোহাম্মদ মোহসীন

লেখক ঃ আবু নছরত রহমত উল্লাহ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৪ (৭ম সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৮, মূল্য ঃ ২১.০০ টাকা।

আজকের নতুন কুড়ি শতাব্দীতে এসে আমরা আমাদের গৌরবময় অতীত এবং অতীতের অনেক মহান গুণী ব্যক্তিদের ভুলে যেতে বসেছি। ছোটদের বন্ধুরা, এসব আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। ইতিহাস ও অতীত থেকে শিক্ষা লাভ করে সব জাতি সুন্দর ভবিষ্যৎ তৈরি করে। ঠিক সে রকম অতীত দিনের মুসলিমদের এক মহান ব্যক্তিত্ব হাজী মোহাম্মদ মোহসীন। অনেকেই তাকে দানবীর বলে জানে। ইংরেজী ১৭৩০ সালে তার জন্ম ভারতের হুগলী জেলায়।

জীবনে তিনি বেশ বড় চাকরি এবং প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়েও কুরআন শরীফ নকল করে, বিক্রি করে সে সামান্য আয়েই নিজের খরচ চালাতেন। পিতা এবং বোনের কাছ থেকে পাওয়া বিশাল জমিদারী অর্থের সমস্তটাই গরীব দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন।[২১] এই মহান ব্যক্তির মহৎ জীবনের নানা দিক সহজ-সরল ভাষায় লেখক আবু নছরত রহমত উল্লাহ আলোচ্য বইটিতে তুলে ধরেছেন।

---

২০. আতাতুর্ক কামাল পাশা, *বাংলাবাজার পত্রিকা,* ঢাকা শনিবার ৫ আষাঢ় ১৪১১, ১৯ জুন ২০০৪।
২১. আতাতুর্ক কামাল পাশা, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ সোমবার, ২৫মাঘ ১৪১১ ঃ ৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

ছোটদের হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)
লেখক ঃ আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর ২০০৩
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৩, মূল্য ঃ ১৬.০০ টাকা।

শিশু-কিশোরদের জীবনকে সুন্দর ও আদর্শ পন্থায় গড়ে তোলার জন্যে তাদের সামনে মহৎ ব্যক্তিদের জীবন ও কর্মের পরিচয় তুলে ধরা প্রয়োজন। ভাল মানুষ, ভাল কাজ সম্পর্কে তারা যত বেশি পড়তে পারবে, জানতে পারবে, ততই তার ইতিবাচক প্রভাব তাদের উপর পড়বে। এ জন্যে নবী, রাসূল, সাহাবা, আউলিয়া-কেরাম, মহৎ মানুষ, দানবীর, জাতীয় কল্যাণে জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তিত্ব, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিকদের জীবন ভিত্তিক বহু গ্রন্থ এ পর্যন্ত রচিত হয়েছে ও হয়ে চলেছে। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত ছোটদের হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এ রকমই একটি বই। তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। অনেকেরই জানা আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। অল্প বয়সেই তিনি মহানবীর সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে উঠেন। কিশোর যোদ্ধা হিসাবে তিনি খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফতি হিসাবে তিনি বিপুল মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হন। হাদীস সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁর বিপুল অবদান রয়েছে। বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী বলে তিনি খ্যাত ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে তিনবার ইসলামী খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া সত্ত্বেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি প্রতিদিন প্রতিবেলা আহারের সময় গরীব-মিসকিনদের সঙ্গে রাখতেন। মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে এমন সবকাজ থেকে তিনি সব সময় দূরে থাকতেন। ইসলামের একজন বিশ্বস্ত সেবক ও আদর্শ মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ৬৯৩ সালে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[২২]

নবী প্রেমের অমর কাহিনী
লেখক ঃ মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০২
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৮, মূল্য ঃ ১৪.০০ টাকা।

পৃথিবীর বিপথগামী মানুষদের সরলপথে পরিচালনার জন্য প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে সুন্দর ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী করে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। আমাদের মহানবীর সংস্পর্শে যারা এসেছেন তারাই সোনার মানুষে পরিণত হয়েছেন। এ সোনার মানুষ সম্মানিত সাহাবী হিসাবে পরিচিত। আলোচ্য পুস্তকে সাহাবাগণের মধ্য থেকে হযরত আবু বকর (রা), হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আতীক (রা) হযরত আসিম (রা), হযরত যুবায়ের (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) ও হযরত উমর (রা) এর নবী প্রেমের কাহিনী স্থান পেয়েছে।

স্বনামধন্য মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ছোটদের উপযোগী করে অত্যন্ত সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় ছয়টি কাহিনীর মাধ্যমে নবী প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। পুস্তকটি যে কেবল শিশু-কিশোরদের জন্য তা কিন্তু নয়। বড়দের পাঠের খোরাক এখানে আছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পুস্তকটি জুন ১৯৯৫ সালে প্রথম প্রকাশ করে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয় সেপ্টেম্বর ২০০২ সালে।[২৩]

ছোটদের বিশ্বকোষ (প্রথম খণ্ড)
লেখক ঃ সম্পাদনা পরিষদ
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশক ঃ মুহাম্মদ নুরুল আমিন
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৩৯, মূল্য ঃ ২৮০.০০ টাকা ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের গবেষণা বিভাগ বাংলা ভাষাভাষী শিশু কিশোরদের মননশীলতা ও আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় ইসলামের অবদানকে কেন্দ্র করে আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং ইসলামের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের

---

২২. হোসেন মাহমুদ, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, ঢাকা শনিবার ঃ ২০ ভাদ্র ১৪১১, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪।
২৩. মোঃ হারুনুর রশিদ, *দৈনিক নয়াপয়গাম*, ফেনী, ৬ নভেম্বর ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে সমন্বয় সাধন করে নতুন প্রজন্মকে অতি সাবলীল ও সহজ ভাষায় দিকনির্দেশনার জন্য একদল সুদক্ষ, দীনদরদি, উচ্চশিক্ষিত ও প্রগতিশীল বিজ্ঞানী পণ্ডিতদের দ্বারা ছোটদের বিশ্বকোষ লেখা ও সম্পাদনা করে। সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সাম্প্রতিককালে ওই প্রচেষ্টার ফল পাঠকদের হাতে পৌঁছায়।[২৪]

শিশু অধিকার ও মহানবী (সা)

সংকলক ও সম্পাদক ঃ নুরুল ইসলাম মানিক,
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৫
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৯২, মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা।

"শিশুরা হচ্ছে জীবনের কিশলয়, আশার ফসল, মানুষের চোখ জুড়ানো ধন, উম্মাহ্‌র প্রস্ফুটিতব্য ফুল, মানবতার ভবিষ্যৎ- যার উপর নির্ভরশীল সত্যিকার প্রভাতের উদয়, ঝলমলে আগামী দিন, গৌরবময় অতীতের প্রত্যাবর্তন এবং উম্মাহ্‌র কীর্তিমান মর্যাদার শাসনকে সংরক্ষিত রাখার একটি মাধ্যম।" 'শিশু অধিকার ও মহানবী (সা)' সংকলন গ্রন্থটি শুরু হয়েছে প্রখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত ড. আল-হুসাইনী আবদুল মজিদ হালিমের উপরোক্ত চৌম্বক বক্তব্য দিয়ে। বইটি শিশুর বহুমুখী অধিকার, তার যত্ন ও পরিচর্যা ইত্যাকার বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা নানাভাবে, নানা মাত্রায় উপস্থাপন করা হয়েছে উনিশটি প্রবন্ধে। এছাড়া পরিশিষ্টে রয়েছে জাতিসংঘ প্রণীত শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শিশুনীতি। প্রবন্ধগুলোর লেখক তালিকায় আছেন : ড. আল-হুসাইনী আবদুল মজিদ হালিম, মুস্তাফা সুবায়ী, এ. জেড. এম. শামসুল আলম, আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, এম. আবদুর রব, অধ্যাপক এ. কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন, আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই, নাসির হেলাল, ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, ড. মুহাম্মদ আবদুল হক, মুহাম্মদ তাহের হোসেন, মাহমুদ জামাল, মো. সাইফুল ইসলাম খাঁন, সরকার রফিক, মাসউদুল হাসান ও মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন।

মহানবী (সা) শিশুদের কতটা স্নেহ করতেন, তাদের অধিকার কিভাবে সংরক্ষিত ও নিশ্চিত করেছেন, আজ দেড় হাজার বছরের ব্যবধানেও তা মানব জাতির জন্য অনুসরণযোগ্য। আজকের বিজ্ঞানগর্ব প্রাগ্রসর সমাজের মানুষ হয়েও আমরা মানবের সূচনা-কুসুমকে যথাযথভাবে প্রস্ফুটিত হতে দিতে পারি না; নানা বিপর্যয়, শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতন, ক্ষুধা-অপুষ্টি, রোগ-ব্যাধি শিশুর বিকাশের অপার সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে দেয়। অথচ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশনা পালন করলে শিশুদের সত্যিকার পূর্ণ-বিকশিত মানুষ তথা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, তাদের সুরক্ষা দেয়া সম্ভব।[২৫]

দক্ষিণের বাদশা খান জাহান আলী (র)

লেখক ঃ নূরুল্লাহ মাসুম
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারি ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৮, মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা।

বাংলাদেশে পীর-আউলিয়া, সুফী-দরবেশগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটেছে। আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ওলী-আল্লাহ্‌গণ নিঃস্বার্থভাবে জনসেবা ও আর্তপীড়িতের সেবার মাধ্যমে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করেছেন। তাঁদের আন্তরিক প্রয়াসে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করে আদর্শ মানুষে পরিণত হন।

খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে হযরত খান জাহান আলী (র) ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে অসংখ্য জনহিতকর কাজ করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তিনি শুধু সূফী-দরবেশ ছিলেন না, বরং একজন সুদক্ষ শাসক ও বীরযোদ্ধাও ছিলেন। বাগেরহাট জেলায় তাঁর অসংখ্য কীর্তি সাক্ষী হয়ে আছে। বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক নুরুল্লাহ্ মাসুম লিখিত 'দক্ষিণের বাদশাহ খান জাহান আলী (র)' বইটি শিশু-কিশোরদের জন্য বেশ চমৎকারভাবে লিখেছেন। বইয়ের তথ্য ও আলোচনা সুখপাঠ্য।[২৬]

---

২৪. মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন খান, *দৈনিক যুগান্তর*, শুক্রবার, ১ শ্রাবণ ১৪১১, ১৬ জুলাই ২০০৪।
২৫. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী ২০০৬, পৃষ্ঠা ১১০।
২৬. মুহাম্মদ আবূ তাহের সিদ্দিকী, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা-১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

ছোটদের বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড)

লেখক ঃ লেখক মণ্ডলী

সম্পাদক ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ আগষ্ট ২০০১

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৯২, মূল্য ঃ ২৭২.০০ টাকা।

আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। মানব সভ্যতার ক্রমবিস্তৃতির ধারায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হয়েছে, বর্ধিত হয়েছে জ্ঞানভান্ডারের পরিসর। বহু বিস্তৃত বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞান দানের জন্য সৃষ্টি হয়েছে বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থাবলীর পাশাপাশি বহুমুখী জ্ঞানের আলোকপাতমূলক বিশ্বকোষ গ্রন্থ। মুসলিম ইতিহাসেও এ জাতীয় গ্রন্থাবলী মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে অবদান রেখেছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত এ পর্যন্ত আটাশ খন্ড বিশ্বকোষ প্রকাশ করেছে। এছাড়া সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ও প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণত পরিণত বয়সের মানুষেরা এগুলো পাঠ করে থাকেন। কিন্তু তরুণ প্রজন্মের জন্য তাদের উপযোগী করে ইসলামী বিশ্বকোষ জাতীয় কোন প্রকাশনা না থাকায় বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তা প্রকাশনার লক্ষ্যে গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে "ছোটদের বিশ্বকোষ" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে দেশের সেরা জ্ঞানী গুণীদের কিছু সংখ্যক ব্যক্তিত্বকে এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও সম্পাদনায় সংশ্লিষ্ট করা হয়।

ছোটদের বিশ্বকোষ দ্বিতীয় খণ্ডে মূলত বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রণীত হয়েছে। তরুণদের জন্য যথাসাধ্য সহজবোধ্য করার প্রচেষ্টাও চালানো হয়েছে। মুসলিম কিশোর তরুণদের বিজ্ঞান মনস্ক এবং গর্বিত উত্তরাধিকারের ধারায় আত্মপ্রত্যয়দীপ্ত করে তোলার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ সহায়ক ভূমিকা রাখবে। ছোটদের বিশ্বকোষ প্রত্যাশা পূরণে অনেকটাই সৃজনশীল ভূমিকা রাখবে। তবে এ গ্রন্থের ভাষা ছোটদের জন্য আরো সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন ছিল।[২৭]

নবীযুগের সোনার মানুষ (১ম খণ্ড)

লেখক ঃ মুহাম্মদ লুতফুল হক

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২০৮

মূল্য ঃ ৭৪.০০ টাকা

ইসলাম হলো আল্লাহ্‌র পথে চলার একমাত্র জীবন বিধান। হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক ইসলাম প্রচার শুরু করার পর বিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন মানবিক ও কল্যাণ যুগের সূচনা হয়। এ সময় অনেক জ্ঞানী, গুণী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। এঁদের মধ্যে অনেক সাহাবীই তাঁদের ত্যাগ, নিষ্ঠা, আনুগত্য, বিচক্ষণতা প্রভৃতির কারণে বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন। রাসূল (সা) ছিলেন 'উসওয়াতুন হাসানা' বা সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁরা সেই আদর্শেই নিজেদের গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের সে প্রচেষ্টা ছিল আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ। তাই তাঁদের জীবনে কাঙ্খিত সাফল্য এসেছিল।

মহানবী (সা)-এর এসব সাহাবীর জীবন কাহিনী নিয়ে বিশিষ্ট লেখক ও শিশু সাহিত্যিক মুহাম্মদ লুতফুল হক রচনা করেছেন, "নবীযুগের সোনার মানুষ" শীর্ষক দুই খন্ডের গ্রন্থ। প্রথম খন্ডে হযরত হামযা (রা), হযরত আব্বাস (রা), হযরত মুসআব ইবন উমায়ের (রা), হযরত জাফর (রা) এই চারজন বিশিষ্ট সাহাবীর জীবন, ইসলামের জন্য তাঁদের ত্যাগ, নির্যাতন ও নানা ঘটনা লেখক চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

শিশু-কিশোররা এইসব ত্যাগী ও সত্যনিষ্ঠ সাহাবীদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের আদর্শ, ন্যায়নিষ্ঠা ও আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে এই প্রত্যাশায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বইটি প্রকাশ করা হয়েছে। বইটি পাঠে কোমলমতি শিশু-কিশোররা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।[২৮]

---

২৭. সম্পাদনা পরিষদ, *ছোটদের বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ২০০১ খ্রি.।

২৮. মুহাম্মদ লুতফুল হক, *নবী যুগের সোনার মানুষ*, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ১০

নারী বিষয়ক ও অন্যান্য প্রকাশনা

নারী

লেখক ঃ আবদুল খালেক
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৫
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৯৮, মুল্য ঃ ৮০.০০ টাকা।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত লেখক জনাব আবদুল খালেক রচিত "নারী" গ্রন্থটি নারী সম্পর্কীয় অনেক অজানা বিষয়ক সফল অবতারনা। 'নারী' সম্পর্কীয় তথ্যবহুল আলোচনা সমৃদ্ধ পাঠক নন্দিত এ গ্রন্থটি রচনা করে লেখক জনাব আবদুল খালেক বাংলাভাষী জনগোষ্ঠিকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন এতে সন্দেহ নেই বিন্দুমাত্র।

যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে নারীরা নিগৃহীত নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত হয়ে আসছে। তাই আজ তারা অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে সোচারু কণ্ঠ। কিন্তু নারী স্বাধীনতা ও প্রগতির নামে আজকের বিশ্বে যে নারী মুক্তি আন্দোলন চলছে তা কি নারীর সত্যিকার মর্যাদা দিতে পেরেছে? পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে কি আমাদের নারী সমাজ তাদের কাঙ্খিত মুক্তি পেতে পারবে? নারী গ্রন্থের রচয়িতা জনাব আবদুল খালেক ইসলামী জীবন বিধানের নিরিখে বিষয়টির সার্থক আলোকপাত করেছেন।

লেখক ইসলাম পূর্ব ও ইসলাম উত্তর নারীর বাস্তব অবস্থানের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে অত্যন্ত সুনিপুনভাবে। বিভিন্ন সভ্যতা, ধর্ম ও দর্শন নারীকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এ গ্রন্থের লেখক এই কথাই সুস্পষ্টভাবে বলতে চেয়েছেন তা এদের কোনটাই নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারেনি। কেবল ইসলামই নারীকে তার যথাযথ মর্যাদা দান করেছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এ সম্পর্কে সম্যক অবগতির অভাবে মানুষের মধ্যে প্রচুর ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে। পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষীরা তো এ প্রসঙ্গে নানা অপপ্রচায় করেই চলেছে। লেখক তাঁর নারী গ্রন্থে এর যথাযথ বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার প্রয়াস চালিয়েছেন।

নারী গ্রন্থটিকে লেখক মোট ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম"ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীর স্থান ও মর্যাদা"। এ অধ্যায়ে গ্রীক সভ্যতায় ভারতীয় সভ্যতার ও চীন সভ্যতায় নারী সম্পর্কীয় বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি বৌদ্ধ, ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মে নারী এবং রোমে ও আরবে ইসলামে নারীর স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম "জীবনের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি"। এখানে মানব সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মানবতার সাক্ষ্য, নারী-পুরুষের সাম্য ও নারীদের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহারের তাকীদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'নারী প্রগতি ও পাশ্চাত্য জগত'। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'নারী প্রগতির পরিণতি'। এ অধ্যায়ে নৈতিক অনুভূতির বিলুপ্তি, অশ্লীলতার আধিক্য যৌন ব্যাধি, সিফিলিস, প্রমেহ, এইডস, যুবক-যুবতীর উপর যৌন প্রভাব, নারীত্বের বিলোপসাধন,পারিবারিক বিশৃংখলা, তালাক ও বিচ্ছেদ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'নারী শালীনতা' এতে নারী শালীনতা সংরক্ষণে ইসলামী ব্যবস্থায় সতর, নারীর মুখ মন্ডল, নির্জন সাক্ষাৎ, স্পর্শ, হায়া ব্যভিচার প্রতিরোধ, ব্যভিচারের শাস্তি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম 'বিবাহ'। এতে বিবাহের বিধান, বিবাহের নির্দেশ, বিবাহের উপকারিতা, বিবাহের শ্রেণী বিভাগ আইন বিদদের দৃষ্টিভঙ্গি, নিষিদ্ধ নারীর পাত্র পাত্রী নির্বাচন, পাত্রীর সম্মতি, মোহর ও এর গুরুত্ব, এর পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম, লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষায় সন্তান-সন্তুতির মধ্যে ন্যায় বিচার, ইসলামী পরিবেশ রক্ষায় নারীর দায়িত্ব প্রকৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনাম "সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা"। এ অধ্যায়ে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার, চাকর চাকরানীর অধিকার, প্রতিবেশীর অধিকার-ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার, রোগীর সেবা শুশ্রুষা, মেহমান ও গরীব মিস্‌কিনের অধিকার, পরোপকারিতা, সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া ও সদ্ব্যবহার এবং নারীর দাওয়াতী দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়ের শিরোনাম,'অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা'। এতে অর্থ উপার্জনে নারীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ নারীর বিবিধ পারিবারিক কাজ কর্ম, সুখী-সুন্দর সংসার গঠনে নারীর ভূমিকা এবং আদর্শ নারীর ভূমিকায় কতিপয় দিক সম্পর্কে অত্যন্ত সাবলিল ও সুন্দর ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ের শিরোনাম 'বহু বিবাহ'। এতে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে বহু বিবাহ, ইসলামে বিবাহ নিয়ন্ত্রণ, ইসলামে দাস প্রথার বিবাহ ও পাশ্চাত্য মনীষীবৃন্দের ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। একাদশ অধ্যায়ের শিরোনাম 'তালাক'। এতে বিবাহ জীবন প্রীতি বন্ধন, তালাক ঘৃণ্যতম কাজ, অপরিহার্য কারণে তালাকের ব্যবস্থা, তালাকের নিয়ম, অনিয়মে তালাকের শাস্তি, তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং স্ত্রীর তালাক প্রাপ্তির সুযোগ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়ের শিরোনাম 'জীবন যাত্রার রূপরেখা'। এতে জীবনের লক্ষ্য ও জ্ঞান অর্জন, ঈমান-আকীদা, তাওহীদ-রিসালাত, আখিরাত, নামাজ, রোযা, হজ্ব ও যাকাত, আখলাক, অহংকার, মুনাফেকী, অপব্যয়, আমানতদারী, ক্ষমাশীলতা, ইসলাম এবং তাওয়াক্কুল ইত্যাদি বিষয়ে সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্রন্থের ভূমিকায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক বলেছেন ঃ "ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। নর-নারীর যথার্থ মর্যাদার প্রকৃত চিত্র একে দিয়েছেন। গ্রন্থকার বইটিতে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারী সংক্রান্ত বিষয়গুলো ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে প্রমাণ সহকারে আলোচনা করেছেন। এতে নারীশালীনতা, বিবাহ, দাম্পত্য জীবন, সমাজে নারীর ভূমিকা, অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা সংযোজিত হয়েছে। অসৎ চরিত্র বর্জন ও সৎ স্বভাব অর্জনের মাধ্যমে একজন আদর্শ সহধর্মিনী, আদর্শ জননী ও আদর্শ জাতি গঠনকারী হিসাবে নারী জীবন গড়ে তোলার পথ নির্দেশনাও রয়েছে এ গ্রন্থে।[১]

নারী ও সমাজ

লেখক ঃ আবদুল খালেক
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৪ (২য় সংস্করণ)
পৃষ্ঠা ঃ ৪১৪, মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা।

মানব সমাজের সূচনা ও ধারাবাহিকতা বজার রাখার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের যৌথ অবদান অনস্বীকার্য। নারী অধিকারের বিষয়ে অন্যান্য সব মতবাদ ও ধর্মের চেয়ে ইসরাম সবচেয়ে সোচ্চার। নারীর সম্মান পুনরুদ্ধার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অবদান অসামান্য। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক আবদুল খালেক ইসলামের মানবতা ও ইনসাফভিত্তিক আদর্শের আলোকে নারীর মর্যাদা, অধিকার, নারী স্বাধীনতার-স্বরূপ ও সীমারেখা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন 'নারী ও সমাজ' শীর্ষক গ্রন্থে। গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাঠক কর্তৃক নন্দিত হয়েছে। এবার এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। ইসলামে নারী অধিকার, নারী স্বাধীনতার স্বরূপ ও সীমারেখা ইত্যাদি নিয়ে বর্তমানে প্রচলিত নানা প্রশ্ন ও বিভ্রান্তি নিরসনে এ গ্রন্থটি অনন্যা ভূমিকা পালন করবে।[২]

যৌতুক ও ইসলাম

সম্পাদক ঃ মুহাম্মদ সিরাজুল হক
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৮৫, মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা।

মানব সৃষ্টির গোড়া থেকেই দাম্পত্য জীবনের শুরু। হযরত আদম (আ) ও হযরত হাওয়া (আ)-এর সমন্বয়ে একজোড়া দম্পত্তির দুনিয়ায় আগমন হয়। তাদের এ সম্বলিত পারিবারিক জীবনের যাত্রা শুরু হয় বিবাহ প্রথার মাধ্যমে। মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষা, বংশ এবং পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় দাম্পত্য জীবন অপরিহার্য।

---

১. আবদুল খালেক, *নারী*, ইফাবা, ঢাকা, জুন ১৯৯৫ খ্রি.।
২. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক যুগান্তর*, ঢাকা, সোমবার ৮ ভাদ্র ১৪১১, ২৩ আগস্ট ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু পর্যায়ক্রমে অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতোই এই পবিত্র বিবাহ বন্ধনের মধ্যেও নানারকম রেওয়াজ ঢুকে পড়ে। এর মধ্যে যৌতুক অন্যতম। বর্তমান পরিবেশে যৌতুক হলো বরের পক্ষ থেকে কনে পক্ষের কাছে নগদ অর্থ বা বিভিন্ন সামগ্রী দাবী ও আদায় করা।

কোন সুদূর অতীতে যে মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই রকম একটি লজ্জাকর কলঙ্কের অভিশাপ আমাদের সমাজে আবির্ভূত হয়েছে তা সুস্পষ্ট করে না বলা গেলেও এটি একটি মানবতা বিরোধী ব্যবস্থা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই লজ্জাজনক যৌতুক প্রথার নিকট কতো অসহায় বনি আদমের যে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। কতো অসহায় নারীকে মুখ বুঝে সহ্য করতে হয়েছে কতো লাঞ্জনা-গঞ্জনা তার কোনো হিসাব নেই। মনুষ্যত্বের এই অবমাননা আর মানব সমাজের এই নির্লজ্জ ক্ষোভ ও পঙ্কিলতা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়নকে করেছে বাধাগ্রস্ত, সমাজ সংস্কার ও সমাজের উনরনকে করেছে গ্লানিময়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যৌতুক প্রথাকে একটি সুস্থ, সম্মানজনক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার পথে অন্তরায় হিসাবে বিষবৃক্ষের সাথে তুলনা করে যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "যৌতুক ব্যবস্থা সরাসরি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছদ্মাবরণে সমাজে টিকে রয়েছে। ফলে নারীরা যৌতুকের নামে সহিংসতা ও অবমাননাকর পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে।" বলাবাহুল্য, দেশে নারী নির্যাতনের মূল কারণ হলো যৌতুক। যৌতুকের কারণে সহিংসতারোধে আইন হয়েছে। কিন্তু যৌতুক একটি জটিল সামাজিক প্রবঞ্চনা (অবশ্য এর সাথে অর্থনৈতিক বিবেচনাও জড়িত থাকে, বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর জন্য)। সেজন্য যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনও দরকার। আমাদের দেশের ধর্ম ও সামাজিক মূল্যবোধকে যৌতুক ও যৌতুকের সংশ্লিষ্ট নিষ্ঠুরতা সমর্থন করে না। যৌতুক প্রথা দেশ ও জাতি হিসাবে আমাদের জন্য সম্মানের নয়। দাবী করে যৌতুক নেয়া এবং দাবী ছাড়া যৌতুক নেয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই কুপ্রথা থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে।

"যৌতুক ও ইসলাম" গ্রন্থটি মূলত ঃ ২৪টি প্রবন্ধের একটি সংকলন। দেশের নাম করা লেখক, বুদ্ধিজীবি এসব প্রবন্ধসমূহ রচনা করেছেন। যেমন, সরকারের সাবেক সচিব শাহ্ আব্দুল হান্নানের লিখিত বাংলাদেশে যৌতুক ঃ একটি সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন, সরকারের সাবেক সচিব এ. জেড. এম. শামসুল আলম লিখিত বিবাহ ও যৌতুক, অধ্যাপক এম. উমার আলীর লিখিত যৌতুক, অধ্যাপক এম. উমার আলী লিখিত যৌতুক ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, মাওলানা এ. কিউ. এম. সিফাতুল্লাহ রচিত যৌতুক মানবতা বিধ্বংসী ইসলাম বিরোধী এক সামাজিক অভিশাপ ইত্যাদি বিষয়ে যৌতুকের সামগ্রিক অভিশাপের উপর সুচিন্তিত রচনাসমূহ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বর্তমান যৌতুকের কারণে সমাজে যে অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে প্রচুর গণসচেতনতা প্রয়োজন। বাংলার সুশীল সমাজে এই গণসচেতনতা ও ইসলামের আলোকে যৌতুক কি এবং কেন তা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে এ গ্রন্থে।[৩]

আল্লাহ্‌র তলোয়ার (দি সোর্ড অব আল্লাহ্)

মূল ঃ মেজর জেনারেল এ. আই. আকরাম
অনুবাদ ঃ লে. কর্ণেল আব্দুল বাতেন এ ই সি
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪২৭, মূল্য ঃ ১১০.০০ টাকা।

ইসলামের ইতিহাস প্রতিভাদীপ্ত সামরিক সাফল্য ও অস্ত্রের সৌন্দর্যমণ্ডিত কৃতিত্বে পরিপূর্ণ। সামরিক ইতিহাসে এমন কোন যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায় না যা সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সময়োপযোগী চূড়ান্ত আক্রমণ রচনায় দক্ষতার দিক থেকে ইসলামের যুদ্ধকে অতিক্রম করতে পারে। এমন কোন জেনারেলকেও খুজে পাওয়া যাবে না যিনি সাহস ও দক্ষতার ক্ষেত্রে কোন মুসলিম জেনারেলকে অতিক্রম করতে পারেন। মুসলিম সংস্কৃতিতে তরবারী সব সময় একটি সম্মানজনক অবস্থান

---

৩. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম ঃ* ঢাকা শুক্রবার, ২১ কার্তিক ১৪১১ ঃ ৫ নভেম্বর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

দখল করে আছে। তা সত্ত্বেও ইসলামের সামরিক ইতিহাসের সাফল্য সম্পর্কে আজকের দিনে খুব কম লোকই সম্যক অবহিত।

'আল্লাহর তলোয়ার' বা 'সাইফুল্লাহ' হচ্ছে বিখ্যাত সাহাবী মহাবীর হযরত খালিদ ইব্নে ওয়ালীদ (রা)-এর উপাধি। মহানবী (সা) তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করেন। গ্রন্থটি খালিদ ইব্নে ওয়ালীদ (রা)-এর সামরিক অভিযান ও তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী নিয়ে রচিত।

মূল গ্রন্থটি ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৮ দীর্ঘ পাঁচ বছরে ব্যাপক অধ্যয়ন এবং পর্যবেক্ষণের ফসল। হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-এর বিচরণ ক্ষেত্র এবং সামরিক অভিযানের স্থানগুলো সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য লেখক জর্ডান, সিরিয়া, ইরাক, কুয়েত, লিবিয়া ও সব শেষে সৌদী আরব ভ্রমণ করেন।

ইসলামের সামরিক ইতিহাসের সূত্রপাত হয় রাসূল (সা)-এর নেতৃত্বে। আর তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়। বিশেষত খলীফা হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী মহাপরাক্রমশালী পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের বিজয়ের মধ্য দিয়ে। ইবনে ওয়ালীদেরও সামরিক জীবনের সুত্রপাত হয় ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরোধিতার মাধ্যমে। পরে ইসলাম গ্রহণ করে তিনি ইসলামের এক বীর সেনানী হিসাবে প্রাথমিক যুগের প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। 'সোর্ড অব আল্লাহ' বা 'আল্লাহর তরবারী' গ্রন্থটিতে হযরত খালিদ ইব্নে ওয়ালীদ (রা)-এর জীবনী আলোচনার পাশাপাশি ইসলামের সামরিক ইতিহাসের ও রণকৌশলের ধারাটিও অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের আরও একটি বিশেষ দিক হলো ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রের বিস্তারিত বর্ণনা যেমন– বদরের যুদ্ধ, ওহুদের যুদ্ধ, ইয়ারমুকের যুদ্ধসহ মুসলমানদের বিজয়সূচক যুদ্ধক্ষেত্রের সকল তথ্য মানচিত্রসহ বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন লে. কর্ণেল আবদুল বাতেন এ ই সি।[৪]

গ্রন্থাগার সংগঠনে মুসলমান

লেখক ঃ শামসুল হক
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৫২, মূল্য ঃ ৪৩.০০ টাকা।

পবিত্র কোরআনের প্রথম শব্দটি হচ্ছে 'ইকরা' বা 'পাঠ কর'। জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি আমাদের প্রিয় নবী তাঁর উম্মতকে বার বার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য ফরজ।' 'যে জ্ঞান অর্জন করে, তার মৃত্যু নেই।' 'সমস্ত রাত্রি ইবাদত অপেক্ষা এক ঘণ্টা জ্ঞান আহরণ শ্রেষ্ঠ।' আল্লাহ ও রাসূলের এসব নির্দেশে আদিষ্ট হয়ে মুসলিমগণ জ্ঞান অন্বেষণে ব্রতী হয় এবং বিশ্ব সভ্যতায় জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। আজকের মুসলিমরা জ্ঞান বিজ্ঞানে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকলেও এ পশ্চাৎপদতা খুব বেশি দিনের নয়। মহানবী (সা) আগমনের পর মুসলিমরা যে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করেছিল, সেই সভ্যতা বার বার বিজাতীয় আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গলদের দ্বারা বাগদাদ, পঞ্চদশ শতাব্দীতে খ্রিস্টানদের দ্বারা স্পেন ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটিশদের দ্বারা ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, ইতিহাস চর্চা, স্থাপত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। জ্ঞান চর্চার জন্য মুসলিমগণ কর্ডোভা, গ্রানাডা, বাগদাদ, নজফ, ফুসতাদ, ইস্পাহান ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকায় সেসব অসাধারণ লাইব্রেরী গড়ে তোলেন যা বহিঃশক্তির আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। এক সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ট পণ্ডিতরা এসব গ্রন্থাগারে এসে তাদের জ্ঞানের চর্চা করে মানব সভ্যতাকে গৌরবোজ্জ্বল আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

বিশিষ্ট গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ ও লেখক শামসুল হক জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে মুসলমানদের অবদানের কথা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের অদম্য স্পৃহা ও নিষ্ঠার বিশদ বিবরণ 'গ্রন্থাগার সংগঠনে মুসলমান' শীর্ষক বইটিতে তুলে ধরেছেন। সে সাথে লেখক বইটিতে প্রাক-ইসলামী যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষণের পদ্ধতিসহ মহানবী (সা)-এর আমল থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীন, উমাইয়া, আব্বাসীয় ও মিসরের ফাতেমীয় আমল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি পর্যায়ে যারা লাইব্রেরী সংগঠনের উপর অবদান রেখেছেন, তাদের বিষয়েও তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছেন।[৫]

---

৪. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা, ৩০ এপ্রিল ২০০৪।
৫. নূরুল ইসলাম মানিক, *বাংলাবাজার পত্রিকা,* ঢাকা শুক্রবার, ১০ ডিসেম্বর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ একটি সমীক্ষা

লেখক ঃ মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪২৮, মূল্য ঃ ১১৫.০০ টাকা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা, প্রচার, প্রসার এবং এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সামগ্রিক জীবনকে ইসলামের কল্যাণময় স্রোতধারায় সঞ্জীবিত করা। এ লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার- এর এক অধ্যাদেশ বলে "ইসলামিক ফাউন্ডেশন" জন্ম লাভ করে।

বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বহুমুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ইসলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মনোনীত ও প্রেরিত জীবন বিধান। আল্লাহ তা'আলার কুরআন এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসই হলো জীবন বিধান প্রতিষ্ঠান মূল হাতিয়ার। ইসলাম মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের বার্তা বহন করে আসছে। এ জন্যে আল্লাহর রাসূলের জীবনাদর্শ মানব সমাজে শ্রেষ্ঠ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছে। ইতিহাসের সাক্ষ্য হচ্ছে, ইসলাম মানব জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব ও ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত অর্জন সত্ত্বেও বিশ্বে মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা আত্মঘাতি সংঘাতে জর্জরিত মূল্যবোধের অবক্ষয়ে ম্রিয়মান। মোটকথা হলো, কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অনেক দূরে অবস্থানের কারণে মুসলিমরা দারিদ্র্য এবং সামাজিকভাবে চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই যারা এক সময় বলতে গেলে সারা বিশ্ব জাহানকে শাসন করেছে তারা আজ পশ্চাদৎপদতা ও অনগ্রসরতায় আর্থিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ছে। আর দিনে দিনে ঝুঁকে পড়ছে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে। আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যদি আমরা আল্লাহর কুরআন রাসূলের আদর্শকে পুনরায় আঁকড়ে ধরতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা পুনর্জীবিত হয়ে সঠিক পথের সন্ধান পাব।

এই লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তার সীমিত পরিসরে দীনের খেদমত তথা কুরআন, হাদীস, ইসলামী সাহিত্য, বিশ্বকোষ অত্র সংস্থায় প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও বিশ্বকোষ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রকাশ ও প্রকাশনা করে যাচ্ছে। সংস্কৃতি ও দাওয়াহ্ বিভাগের মাধ্যমে ওয়াজ-মাহফিল, সেমিনার, ইসলামী বই মেলার আয়োজন করেছে। ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল গরীব রোগীদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে, সারা বাংলাদেশে মসজিদ ভিত্তিক পাঠাগার, লাইব্রেরী ও গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

আলোচ্য বইটি লেখক হারুনূর রশীদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ –এর উল্লেখিত বিবিধ কার্যক্রমের উপর গবেষণা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। বর্ণিত গ্রন্থটি অধ্যায়নের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।[৬]

মানব সভ্যতায় মসজিদের অবদান

লেখক ঃ অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৪৪, মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এই বিধান সমূহের উৎস হচ্ছে পবিত্র কুর'আন ও হাদীস। আল-কুরআন ও হাদীস শিক্ষার প্রসার ঘটেছে মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে। মহানবী (সা) এর সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সর্বত্রই মসজিদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাই বর্তমান বিশ্ব থেকে পাপ পঙ্কিলতা দূরীভূত করার ক্ষেত্রে মসজিদ ভিত্তিক সমাজ ও

৬. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা ঃ শুক্রবার, ৩০ আশ্বিন ১৪১১ ঃ ১৫ অক্টোবর ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রগঠন অপরিহার্য। ইসলামের স্বর্ণযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে সব মুসলিম মনীষি অবদান রেখেছেন, তাদের সকলেরই শিক্ষা জীবন ছিল মসজিদ ভিত্তিক। মূলত তখনকার সময়ে মসজিদই ছিল সকল দিক নির্দেশনার কেন্দ্র। বিশিষ্ট লেখক অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক আলোচ্য গ্রন্থে মসজিদের এ ভূমিকার কথা সুন্দরভাবে পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেছেন। সত্যিকার অর্থে অতীতের সাথে বর্তমান সেতুবন্ধন তৈরী করে যদি মসজিদকে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র করা যায়। তবেই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন সম্ভব এ আশায় লেখক সুন্দর ও সহজ ভাষায় পুস্তকটি লিখতে সাহসী হয়েছেন। এ প্রেক্ষাপটে গ্রন্থে মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও পরিচয়, কাবা শরীফ, মসজিদুন নবী, মসজিদুল আকসাসহ তৎসম্পর্কিত অনেক তথ্য স্থান পেয়েছে।[৭]

ফোরকানিয়া মক্তব পরিচালনা পদ্ধতি

লেখক ঃ মুহাম্মদ লুতফুল হক
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩ (পঞ্চম সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৯৪, মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা।

দীনী ইলম তথা ইসলাম শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে ফোরকানিয়া মক্তব। একটি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ফোরকানিয়া মক্তবের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকেই শিশুরা দীনী ইলম তথা নামায-রোযা, ইসলামের প্রাথমিক মাসআলা-মাসায়েল, কুরআন হাদীসের শিক্ষা অর্জন করে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ফোরকানিয়া মক্তবের ঐতিহ্যও সুবিদিত। মুসলিম দুনিয়া বিশেষতঃ পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী ও পূরাতন। আধুনিক শিক্ষিত হোন আর মাদরাসা শিক্ষিতই হোন সকলের দীনী শিক্ষার হাতেখড়ি হয় এখানেই। এসব দীনী মক্তবের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় গ্রামের মসজিদগুলোকে কেন্দ্র করে। ফলে বাংলাদেশে প্রায় সকল গ্রামেই এক বা একাধিক মসজিদ থাকায়, প্রত্যেক মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে একটি করে ফোরকানিয়া মক্তব।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও এসব মকতব বর্তমানে যেনতেন ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এর জন্য না আছে কোন পরিচালনা পদ্ধতি, না আছে কোন আর্থিক সহযোগিতা লাভের স্থায়ী ভিত্তি। বিশেষতঃ পরিচালনা পদ্ধতির অভাবে এ অপরিহার্য ও বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আজও কোন সুনির্দিষ্ট কাঠামোর উপর দাঁড়াতে পারেনি। ফলে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজে যে অবদান রাখতে পারতো তা পুরোপুরি রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। দীর্ঘদিনের এ অভাব পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন বিশিষ্ট লেখক জনাব মুহাম্মদ লুতফুল হক। 'ফোরকানিয়া মক্তব পরিচালনা পদ্ধতি' নামের এ গ্রন্থে তিনি ফোরকানিয়া মক্তব পরিচালনার একটি সহজ ও সুষ্ঠু দিক নির্দেশনা তুলে ধরেছেন। একটি ফোরকানিয়া মক্তব কিভাবে পরিচলনা করা হলে তা আরও ফলপ্রসূ হবে, আরও সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পাবে এবং আরও গতিশীলতা অর্জনে সক্ষম হবে এ সংক্রান্ত তাবৎ বিষয় এ গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। ইতিমধ্যে এর চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এবার প্রকাশিত হল এর পঞ্চম সংস্করণ। একটি গ্রন্থের পাঁচ-পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশ হওয়া থেকে এর গ্রহণযোগ্যতা ও পাঠপ্রিয়তা আন্দাজ করা যায়।

যারা ফোরকানিয়া মক্তবের সাথে সংশ্লিষ্ট এধরনের মক্তব পরিচালনা করেছেন, তাদের জন্য অবশ্যই এটি একটি গাইড বুক। এ গ্রন্থ পাঠে একদিকে যেমন মক্তবগুলোর শিক্ষা ও পরিচালনা পদ্ধতি উন্নত করা সম্ভব হবে, তেমনি 'মক্তব' নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার মানও উন্নত হবে। ফলে প্রতিষ্ঠানটিও নতুন জীবনী শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে সমাজে আরও বেশী অবদান রাখতে সক্ষম হবে।[৮]

---

৭. মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ, *সাপ্তাহিক ফেনী প্রবাহ,* ৯ নভেম্বর ২০০৩।
৮. মুকুল চৌধুরী, *দৈনিক সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১ শ্রাবণ ১৪১১, ১৬ জুলাই, ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

আলোর নবী আল আমীন

লেখক ঃ কাজী গোলাম আহমদ

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০২

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১১২, মূল্য ঃ ৪৫.০০ টাকা।

যাঁকে সৃষ্টি করা না হলে বিশ্বের কিছুই সৃষ্টি করা হতো না, তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টি করার পর যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন। মানুষকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করার জন্যে তাঁরা কাজ করে গিয়েছেন। এই নবীকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)। আল্লাহ পাকের ইচ্ছানুযায়ী মহানবী (সা) নিজেই জানিয়ে দিয়ে গেছেন যে, তারপর আর কোন নবী আসবেন না। বস্তুত হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীন অর্থাৎ ইসলামকে পূর্ণাঙ্গতা দান করেছেন। তাঁর প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন সকল সৃষ্টির জন্যে অনন্য রহমত।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে নিয়ে প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক কাজী গোলাম আহমদ রচনা করেছেন 'আলোর নবী আল আমীন' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে মোট ৩৮টি অধ্যায়ে তিনি রাসূল (সা)-এর জীবন কাহিনী ও বিভিন্ন ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। গল্পের ছলে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাষায় তিনি এ গ্রন্থে যে হৃদয়গ্রাহী আবহ সৃষ্টি করেছেন, তার ফলে বইটি পড়া শুরু করলে শেষ না করে ওঠা মুশকিল। রাসূল (সা)-কে নিয়ে শিশু কিশোরদের জন্যে রচিত অসংখ্য গন্থের মধ্যে কাজী গোলাম আহমদের গ্রন্থটি ভাষার মাধুর্য ও গতিশীলতার কারণে আলাদা বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।[৯]

কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী

লেখক ঃ ড. মাহবুবা রহমান

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুলাই ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৩৬, মূল্য ৭৫.০০ টাকা।

ইসলাম নারীকে যে পরিমাণ অধিকার দিয়েছে, দুনিয়ার অন্য কোনো ব্যবস্থা তা দিতে পারেনি। নারীর সহস্রাব্দের বঞ্চনা-যন্ত্রণা-অবহেলার অবসান ঘটানোর সাহসী এবং শাশ্বত ফর্মুলা পেশ করেছে ইসলাম। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সেই ফর্মুলার রূপরেখা বিধৃত।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইতোপূর্বে ইসলাম ও নারী বিষয়ক বেশ ক'টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। অতি সম্প্রতি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা বিভাগ থেকে। ড. মাহবুবা রহমান লিখিত এ বইটির শিরোনাম 'কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী'। এটি লেখকের পি. এইচ. ডি অভিসন্দর্ভ। বইটিতে লেখকের গভীর অনুসন্ধিৎসা, তথ্যনিষ্ঠা ও বিশ্লেষণ-নৈপুন্যের পরিচয় বিধৃত। বইটির বিষয়-সূচিতে রয়েছে– বিভিন্ন ধর্মে নারী, ইসলাম-পূর্ব আরবে নারী, ইসলামে নারী, নারী স্বাধীনতার আন্দোলন ও আধুনিক মতবাদ, নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আল-কুরআন, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আল-হাদীস এবং নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রতিটি বিষয়-শিরোনামের মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো উপ-শিরোনাম : যার ফলে বিষয় সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ধারনা পাওয়া যায়। আজকের বিশ্বে যারা নারী প্রগতি তথা নারী অধিকারের সোল এজেন্ট বলে দাবি করতে পছন্দ করেন, বইটি তাদের সামনে নারী-অধিকার সংক্রান্ত ইসলামের বৈপ্লবিক আদর্শ ও চেতনার নতুন তোরণ উন্মোচন করে দেবে ; আধুনিক নারীদের জোগাবে আত্মবিশ্বাস ও যথার্থভাবে জীবন গড়ার প্রেরণা।[১০]

---

৯. হোসেন মাহমুদ, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, ঢাকা ঃ শনিবার ১২ জুন ২০০৪।

১০. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০৬, পৃষ্ঠা ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

একটি যুগোপযোগী দীনী দাওয়াত

লেখক ঃ মোঃ সিরাজ মান্নান

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৪০, মূল্য ৩৫.০০ টাকা।

আমরা সকলেই জানি, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা অর্থ–জীবনের সকল বিষয়ের, সকল সমস্যার দিকনির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। এ কারণে আদর্শ জীবন গঠনের লক্ষ্যে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামের প্রচার-প্রক্রিয়া তথা প্রচার-কৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা ইসলাম প্রচারগত কিংবা উপলদ্ধিগত ক্রটির কারণে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর বোধগম্য হয় না, কখনও কখনও যথাযথভাবে ইসলামের মর্মবাণী মানুষের উপলব্ধির সীমায় পৌছে না।

যারা ভালোভাবে ইসলাম বোঝে না, তাদের কাছে ইসলামের আদর্শ, শিক্ষা ও মর্মবাণী উপস্থাপন করতে হবে সমাজ ও প্রয়োগ-প্রেক্ষিত, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সিরাজ মান্নান লিখিত 'একটি যুগোপযোগী দীনী দাওয়াত' বইটি অতি মূল্যবান একটি বই। বইটি দীন শিক্ষায় আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ এবং দীনের দাওয়াতে নিবেদিত কর্মীবৃন্দ–সকলের জন্যই নির্দেশকের কাজ করবে।

বইটির বিষয়-সূচিতে রয়েছে –দাওয়াতের লক্ষ্য, ঈমানের উন্নতি, ইল্‌মের উন্নতি, আমলের উন্নতি, আত্মিক উন্নতি বা আত্মশুদ্ধি, পার্থিব উন্নতি, দীনী দাওয়াত সম্প্রসারণ এবং দীনী দাওয়াতী জামায়াতভুক্ত হওয়া।[১১]

ইসলামী কিন্ডারগার্টেন ঃ রূপরেখা ও বাস্তবায়ন

লেখক ঃ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৪ (২য় প্রকাশ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৮, মূল্য ১৯ টাকা।

মহানবী (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার প্রথম ওহী হলো–ইক্‌রা বা পড়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন–জ্ঞান অন্বেষণে প্রয়োজনে চীনে যাও। তিনি আরও বলেছেন জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম জ্ঞানলাভের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

তবে এই জ্ঞানের স্বরূপ এবং তা অর্জনের পন্থা- প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি না থাকলে যথাযথভাবে জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয় না। এ জন্য প্রয়োজন মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন উভয় প্রকারের কল্যাণ ও কামিয়াবীর দিক্‌নির্দেশনাপূর্ণ শিক্ষা ও শিক্ষা-ব্যবস্থা। ইসলামী কিন্ডারগার্টেন শিক্ষালয়গুলো এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করেছে। আর এ শিক্ষা-ব্যবস্থার দিক্‌নির্দেশনা প্রদানকারী একটি মূল্যবান ও দরকারী পুস্তক হচ্ছে 'ইসলামী কিন্ডারগার্টেন : রূপরেখা ও বাস্তবায়ন'।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর এই বইটি রচনা করে সত্যিকারভাবে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ জ্ঞান- অর্জনের ক্ষেত্র প্রসারিত করেছেন।[১২]

স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম

সংকলক ও সম্পাদনা ঃ মোঃ লুৎফর রহমান সরকার

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২১৬, মূল্য ঃ ৫৫.০০ টাকা।

জীবন-জগতের সকল সমস্যার পথ-নির্দেশনা রয়েছে চিরন্তর কল্যাণের ধর্ম ইসলামে। এ কারণে স্বাস্থ্য শিক্ষার মতো একটি অতি জরুরি বিষয় ইসলামী নির্দেশনার আওতাভুক্ত থাকবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। শারীরিক সুস্থতার ওপর মনের

---

১১. মুহাম্মদ গোলামমোস্তফা,, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, মার্চ ২০০৫; পৃষ্ঠা-১২০।

১২. মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, *মাসিক অগ্রপথিক,* ইফাবা, ঢাকা, মার্চ ২০০৫; পৃষ্ঠা-১২১।

Dhaka University Institutional Repository

সুস্থতা এবং ইবাদতের সামর্থের বিষয়টি অনেকাংশে নির্ভরশীল ; এ ছাড়া পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতাও শারীরিক সুস্থতার সাথে সম্পর্কিত। এ কারণে ইসলাম স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যশিক্ষার বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

উল্লিখিত বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করেছে, যার শিরোনাম 'স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম'। এটি একটি সংকলন-গ্রন্থ, সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার। বইটিতে স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার সাথে সম্পর্কিত মোট ৩৯টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রখ্যাত চিকিৎসক ও ইসলামী চিন্তাবিদ, পণ্ডিত, লেখকবৃন্দ এ সব প্রবন্ধের লেখক। প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম হলো–তামাক ও তার প্রতিক্রিয়া (ডা. গোলাম মুয়াযযাম), দ্রুত ভ্রমণ ও সুস্বাস্থ্য (এ. জেড. এম. শামসুল আলম), হৃদরোগের ছোবল থেকে বাঁচুন (ডা. ক্যাপ্টেন আবদুল বাসেত), রোগীর সেবায় মহানবী (সা) (মুফতী মুতীউর রহমান), ধুমপান আত্মহত্যার শামিল (এম. আবদুর রব), প্রতিকারমূলক চিকিৎসায় ইসলামী অনুশাসন (ডা. কে. এম আবদুল আজিজ), চক্ষুরোগ ও প্রতিকার (ডা. এম. এ. মান্নান কবীর), বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস (আলহাজ্জ ডা. মু. মুনিরুল ইসলাম), গর্ভিণীর শুশ্রূষা (ডা. খোদেজা বেগম), রোযার পেপটিক আলসার ভীতি : বিজ্ঞান ও ইসলামী দৃষ্টিতে সমাধান (ডা. এইচ. এম. এ আর. মামুনুর রশীদ), ক্যান্সার হতে বাঁচার উপায় (মোরশেদা বেগম), শিশুদের সংক্রামক রোগ ও তার প্রতিকার (মুহাম্মদ এবাদুল্লাহ), ডেঙ্গু : প্রয়োজন ব্যক্তি ও সামাজিক উদ্যোগ (রশীদ আহাম্মদ) ইত্যাদি।[১৩]

ইসলাম প্রসঙ্গে পত্রাবলী

লেখক ঃ ড. মুহাম্মদ ফাযেল জামালী
অনুবাদ ঃ অধ্যাপিকা সালিমা সুলতানা
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ মে ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১১৬, মূল্য ঃ ৩৩.০০ টাকা।

অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, আকর্ষণীয় এবং কৌতূহলোদ্দীপক বই 'ইসলাম প্রসঙ্গে পত্রাবলী'। পত্রগুলোর লেখক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ বাগদাদে জন্মগ্রহণকারী ড. মুহাম্মদ ফাযেল জামালী (জন্ম-১৯০৩) ইরাক সরকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত–ছয় বার ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং দুবার প্রধানমন্ত্রী জনাব জামালীকে ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের তৎকালীন বিপ্লবী সরকার কারারুদ্ধ করে এবং এই সরকারের আদালত তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেয়। অবশ্য পরে তাঁর দণ্ডাদেশ মওকুফ হয় এবং তিনি জেল থেকে মুক্তি পান।

দেড় বছর কারাগারে থাকা অবস্থায় জনাব জামালী তাঁর দুই ছেলে আব্বাস এবং উসামাকে ২৪টি পত্র লেখেন। ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে এ সকল পত্রে। ইংরেজি গ্রন্থ 'লেটারস অন ইসলাম' থেকে পত্রগুলো বাংলায় অনুবাদ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপিকা সালীমা সুলতানা। বইটির প্রকাশক পরিচালক, প্রকাশনা জনাব মোহাম্মদ আবদুর রব বইটি সম্পর্কে 'প্রকাশকের কথা'য় বলেছেন ঃ এই পত্রগুলোতে তিনি (জনাব জামালী) মানুষের ধর্মবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা, আল্লাহ তা'আলায় বিশ্বাস, ইসলাম-এর অর্থ, পথ-প্রদর্শক হিসেবে পবিত্র কুরআন, বিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাস, ইসলামী সমাজ, নৈতিকতা, মানবিকতা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন।" পত্রগুলো প্রণোদনা সৃষ্টিকারী : তাক্ওয়া, আত্মবিশ্বাস, আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও নির্ভরশীলতা এবং প্রখর ঈমানী চেতনায় ভাস্বর।[১৪]

---

১৩. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টে ২০০৬, পৃষ্ঠা ১২০-১২১।
১৪. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৬; পৃষ্ঠা-১২১-১২২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা

লেখক ঃ জাতীয় অধ্যাপক এস আর খান

ডঃ মোঃ আসিরুল হক ও ডাঃ মুহম্মদ ইউনুস

সম্পাদন ঃ সম্পাদনা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত

প্রকাশক ঃ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইফাবা

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর, ২০০৩ খ্রি. (৫ম প্রকাশ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৬০

[ইমাম প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ।]

দেশের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে মসজিদের ইমামগণ যাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন, জনগণের ধর্মীয় নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি পার্থিব নেতৃত্বও যাতে তারা দিতে পারে– এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মসজিদের ইমামকে প্রশিক্ষণ দানের কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এ বইটি উক্ত কর্মসূচীরই অংশ বিশেষ।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা খুবই কম। গ্রামাঞ্চলে আকস্মিক কোন চিকিৎসকের প্রয়োজন দেখা দিলে এ জন্য ২/৩ মাইল দূরে কোন গঞ্জে অথবা বন্দরে পর্যন্ত যেতে হয়। অথচ প্রায় প্রতি মহল্লায়ই এক বা একাধিক মসজিদ আছে এবং তাতে ইমাম সাহেবও আছেন। ইমাম সাহেবগণ সেই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে প্রাথমিক চিকিৎসার দায়িত্বটুকু পালন করতে পারেন। এমনকি রোগী কিংবা রোগীর অভিভাবককে বিপদের সময় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শ দান করেও পল্লীর দুঃস্থ জনগণের বিরাট খেদমত আনজাম দিতে পারেন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়েই "প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা" শীর্ষক পুস্তকটি রচনা করা হয়েছে।

সর্বস্তরের শিক্ষিত ব্যক্তিদের বোঝার জন্য বইটিতে সহজ সরল ভাষা ও প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন জটিল রোগীকে যাতে নিজে চিকিৎসা না করেন সেজন্যও সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা হয়েছে বইটির মাধ্যমে। অধিকন্তু ইমাম সাহেব যাতে রোগ চিনতে কিংবা রোগের কারণ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারেন পুস্তকটি রচনাকালে সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা হয়েছে মর্মে বই-এর প্রকাশক উল্লেখ করেছেন।

বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ জাতীয় অধ্যাপক এম.আর. খান, ডক্টর মোঃ আসিনুল হক ও ডাঃ মুহম্মদ ইউনুস, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর সিলেবাস অনুযায়ী বইটির পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেন।

বইটির পঞ্চম প্রকাশকালে সরকার কর্তৃক গঠিত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কারিকুলাম কমিটি এ বইয়ের বিষয়সূচীতে সংযোজন, সংশোধনসহ ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন। সে অনুপাতে ডাঃ মুহম্মদ ইউনুস কর্তৃক প্রনীত ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা পরিচিতি, অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ, সুষম খাদ্য ও খাদ্যোভাস, ভিটামিনের তালিকা প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের সচিত্র উপস্থাপিত বিষয়গুলি নতুন সংযোজন করা হয়।

এছাড়া কারিকুলাম কমিটির পরামর্শ মোতাবেক ডাঃ মুহম্মদ ইউনুস কর্তৃক সংকলিত "অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ (এসেনসিয়াল ড্রাগস)" শিরোনামে বইয়ের শেষ অংশে পরিশিষ্ট আকারে পৃথক একটি অধ্যায় সংযোজন করা হয়।

বইটি পাঠে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমামসহ সর্বস্তরের শিক্ষিত মানুষ সমাজে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।[১৫]

রোহিঙ্গা সমস্যা ঃ বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গী

লেখক ঃ মোঃ মাহফুজুর রহমান

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদক ঃ ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৫

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২২৫; মূল্য ঃ ৫৮.০০ টাকা।

মিয়ানমার (বার্মা) রাষ্ট্রের আরাকান প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা নামে পরিচিত। জন্মগতভাবে রোহিঙ্গারা আরাকানের নাগরিক এবং তাদের ইতিহাস হাজার বছরের প্রাচীন। অষ্টম শতাব্দী থেকে পর্যায়ক্রমে আরাকানে মুসলিম বসতি গঠিত ও সম্প্রসারিত হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

---

১৫. সম্পাদনা বোর্ড, *প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা*, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইফাবা, ঢাকা, ৫ম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৩ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৮৫ সালে সমৃদ্ধশালী জনঅধ্যুষিত এ মুসলিম রাজ্যটি বার্মা তথা মিয়ানমার সরকারের শাসনাধীনে আসে। তখন থেকে মিয়ানমার সরকারের শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের কারণে এ প্রাচীন মুসলিম জনগোষ্ঠী নিজ জন্মভূমিতেই অনাকাঙ্খিতভাবে একটি বৈরী পরিবেশে অনিশ্চিত জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে এবং তারা চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৯৭৪, ১৯৭৮ এবং ১৯৯১-৯২ সালে শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে।

রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণের কারণে সৃষ্ট সমস্যা নিরসনের জন্য বাংলাদেশ সরকার এর সমাধানকল্পে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু এ যাবৎ এ সমস্যার কোন সমাধান বা সুরাহা হয়নি।

বাংলাদেশের জনগণ ও সরকার একান্ত মানবিক কারণে এবং আন্তর্জাতিক বিধি মোতাবেক শরণার্থীদের আশ্রয় দিচ্ছে। এর ফলে জনবহুল ছোট্ট এ রাষ্ট্রের ওপর প্রবল আর্থিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক চাপ পড়েছে। সমস্যাটি সম্পূর্ণভাবে মানবিক বিবেচনায় এর শান্তিপূর্ণ সমাধান হওয়া অতীব জরুরী।

রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এসব গ্রন্থে মুসলিম ঐতিহ্যের ধারক-বাহক এ নৃ-গোষ্ঠীর জীবনে কাল পরিক্রমায় নেমে আসা লাঞ্ছনা-বঞ্চনার ইতিহাস এবং বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গীর দিকটি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়নি। গবেষক জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান তাঁর অনুসন্ধিৎসু গবেষণার দৃষ্টিতে "রোহিঙ্গা সমস্যাঃ বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গী" শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করে এ সমস্যাটির গুরুত্ব ও প্রতিকারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থে আরাকান ও রোহিঙ্গা ঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ; রোহিঙ্গা সমস্যা ঃ ১৯৪২-১৯৭৮ ; বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ঃ ১৯৮৭-১৯৯৪ ; পত্র-পত্রিকার প্রতিফলন ঃ ১৯৭৮-১৯৯৪; সচেতন জনগোষ্ঠির দৃষ্টিভঙ্গী ঃ ১৯৭৮-১৯৯৪ ইত্যাদি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।[১৬]

গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন

লেখক ঃ লেখকমণ্ডলী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০১
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৪১; মূল্য ঃ৩৫.০০ টাকা।

আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে প্রজ্ঞাময় এবং সকল জ্ঞানের আধার। তাঁর জ্ঞানের সীমা-পরিসীমা নেই। পৃথিবী সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র্যে মুগ্ধ মানুষ তার ইন্দ্রিয়লব্ধ ও মস্তিষ্ক প্রসূত আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগ করতে শিখেছে। অর্থাৎ রাব্বুল আলামীন যতটুকু জ্ঞান বান্দাকে দিয়েছেন সে তার ততটুকু লাভ করেছে।

জ্ঞানান্বেষণে মানুষের প্রচেষ্টা থেমে নেই। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় চিন্তা ও গবেষণার দ্বার মানুষের জন্য উন্মুক্ত। জানার কৌতুহল পূরণের জন্য গবেষণার বিষয়টি আসে। শরীয়াতের পরিমণ্ডল থেকে আল-কুরআন , সুন্নাহ, ইজমা কিয়াস নির্ভর ইসলামী গবেষণা তথা ইজতিহাদের অবকাশ বর্তমানে সীমিত– বলতে গেলে রুদ্ধও বলা যায়। অথচ শুরুতে দীনের যে বিধান অনুসরণীয় ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী পরিক্রমায় নিত্য নবাগত সমস্যার সমাধান নিরূপণে ইসলামে ইজতিহাদের গুরুত্ব অব্যাহত রয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক ইসলামিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত ইজতিহাদ বিষয়ক মূল্যবান প্রবন্ধগুলোকে একত্রিত করে 'গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন' শিরোনামে এ সংকলন গ্রন্থ গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। একটি কমিটির মাধ্যমে প্রবন্ধগুলো বাছাই ও বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করা হয়। এ গ্রন্থে যে সকল প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে তা হলো ঃ

ইজতিহাদ, ইসলামে ইজতিহাদের স্থান, ইসলামী আইন-তত্ত্বে ইজতিহাদ, ইজতিহাদ ও আল-কুরআনের ভাষ্যরীতি, ইসলামী আইন তত্ত্বে ইমাম শাফিঈ (র)-এর চিন্তাধারা, ইজমা ঃ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বন্ধনের ভিত্তি, ইসলামী গবেষণার নীতি পদ্ধতি ও ইসলামী গবেষণা ও সম্পাদনা ঃ বিচ্যুতি ও প্রত্যাশিত দৃষ্টিকোণ। প্রবন্ধগুলো অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রবন্ধের সকল লেখকই বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ। তবে শেষোক্ত দুইটি প্রবন্ধ বই-এর শুরুতে স্থান দিলে ইসলামী গবেষণা সম্পর্কে ধারণা পেতে বেশী সহজ হতো।

এ বইটি পাঠে জ্ঞানপিপাসু পাঠক সমাজ বিশেষতঃ গবেষণামুখী তরুণ মানস বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।[১৭]

---

১৬. মোঃ মাহফুজুর রহমান, *রোহিঙ্গা সমস্যা : বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গী*, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০৫ খ্রি.।

১৭. লেখক মণ্ডলী, *গবেষণার ইসলামী দিকর্দশন*, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০১ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

ফররুখ আহমদ-এর কাব্যে আরবী-ফার্সী শব্দ ও
ইসলামী উপাদান ঃ একটি মূল্যায়ন

লেখক ঃ ড. মোহাম্মদ ছবিরুল ইসলাম হাওলাদার

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৭

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৩৬; মূল্য ঃ ১৭৫.০০ টাকা

কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন ইসলামী রেনেসাঁর কবি। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পর ফররুখ আহমদ বাংলা কাব্যাঙ্গণে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ইসলামী ভাবধারার অনুসারী হয়েও ফররুখ-এর মতাদর্শ কখনই তাঁর কবিসত্তাকে সংকীর্ণতায় আবদ্ধ করতে পারেনি। অধিকন্তু তাঁর কবিতায় মানবতার বাণী উচ্চারিত হয়েছে দৃঢ় প্রত্যয়ে, সোচ্চার ভঙ্গিমায়। তাঁর প্রতিটি রচনা অত্যন্ত মৌলিক এবং সৃজনশীলতায় সমৃদ্ধ।

কবি ফররুখ আহমদ-এর উল্লেখযোগ্য কবিতা, কাব্য, ছোট গল্পে বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার যেমন পরিপুষ্ট হয়েছে অনুরূপভাবে আরবী ফার্সী শব্দও সংযোজিত হয়েছে অত্যন্ত স্বার্থকভাবে। অর্থাৎ শব্দ চয়নে আরবী ফার্সী শব্দ ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এখানেই তিনি সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছবিরুল ইসলাম হাওলাদার কবি ফররুখ আহমদ-এর কাব্যে আরবী-ফার্সী শব্দ ও ইসলামী উপাদান ব্যবহারের উপর গবেষণা করেছেন। তাঁর গ্রন্থ "ফররুখ আহমদ-এর কাব্যে আরবী-ফার্সী শব্দও ইসলামী উপাদান ঃ একটি মূল্যায়ন" একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। গবেষক গ্রন্থটিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ফররুখ আহমদের জন্ম ও বংশ পরিচয়, তৃতীয় অধ্যায়ে ফররুখ কাব্যে আরবী শব্দাবলী, চতুর্থ অধ্যায়ে ফররুখ কাব্যে ফার্সী শব্দাবলী, পঞ্চম অধ্যায়ে ঃ ইসলামী উপাদান, ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জী সংযোজন করা হয়েছে।

ফররুখ আহমদের কাব্য ও কবিতার উপর নাতিদীর্ঘ আলোচনা ও বিশ্লেষণাত্মক এ গবেষণামূলক গ্রন্থটি জ্ঞানপিপাসু পাঠকদের বিশেষ উপকারে আসবে বলে প্রতীয়মান হয়।[১৮]

বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব

লেখক ঃ ড. মোঃ আবদুস সাত্তার

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪২৪, মূল্য ঃ ১০০ টাকা।

দীনী শিক্ষার প্রথম সূচনা ঘটে পবিত্র মক্কায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) আবুল কুবাইল পর্বতে অবস্থিত হযরত আরকাম ইবন আবিল আরকামের বাড়িতে মাদ্রাসা কায়েম করে সাহাবীগণকে দীনের শিক্ষা দান শুরু করেন। হিজরতের পর মসজিদে নববীতে শিক্ষাদান কর্মসূচি আরও ব্যাপক পরিসরে প্রবর্তন করা হয়। সেখান থেকেই মূলত বিদ্যমান মাদ্রাসা শিক্ষার ধারাবাহিকতা পর্যায়ক্রমে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে।

ইসলামের শিক্ষা এবং এর প্রচার-প্রসারে মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ব্যাপক ও সুদূর প্রসারি। বাংলাদেশে প্রধানত দুই ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। কওমী মাদ্রাসা ও আলিয়া মাদ্রাসা। এই দুই ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাই বাংলাদেশের সমাজ জীবনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে যাচ্ছে যুগ যুগ ধরে। বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে হাজার হাজার মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং ঐ সকল মাদ্রাসায় বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীরা কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত উলামায়ে কেরাম সকলের কাছে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ইসলামের নীতি আদর্শের কথা তুলে ধরেন। তাঁরা দেশ ও জনগণের কল্যাণে নানাবিধ সমাজকল্যাণমূলক কাজও আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

---

১৮. ড. মোহাম্মদ ছবিরুল ইসলাম হাওলাদার, *ফররুখ আহমদ-এর কাব্যে আরবী-ফার্সী ও ইসলামী উপাদান ঃ একটি মূল্যায়ন*, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৭ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

এ গ্রন্থে মাদ্রাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং বিভিন্ন সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

লেখকের ভাষায় মাদরাসা শিক্ষা কি, কখন, কোথায়, কিভাবে এ শিক্ষাধারার প্রচলন শুরু হয়? কিভাবে বিকাশ লাভ করে? বাংলাদেশে কখন কিভাবে চালু হয়? বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রূপ কি ছিল? সমাজের চাহিদা অনুসারে কিভাবে এর শিক্ষাক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল এবং সমাজে তার প্রভাব কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর জানার আগ্রহ থেকেই মূলত গ্রন্থটি রচনা করা হয়। অতএব আলোচ্য গ্রন্থ পাঠে সেসব প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে। বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করাসহ এর ইতিবাচক প্রসারে গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।[১৯]

ইসলাম ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

লেখক ঃ ড. মোঃ ময়নুল হক
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৩২, মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা।

পরিবেশ বর্তমান সময়ের সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। একবিংশ শতকের শুরুতে এসে এটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশের প্রতিটি জীব ও জড় একে অন্যের প্রতি গভীরভাবে নির্ভরশীল। কোন একটির অস্তিত্বে টান পড়লে তার প্রভাব অন্যটির উপর পতিত হয়। মানব সভ্যতার বিকাশ ও অস্তিত্বের জন্য পরিবেশের ভারসাম্যপূর্ণ সহাবস্থান অতীব জরুরী।

মহান আল্লাহ্ পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব, জীবন-যাত্রা ও বংশধারার সুষ্ঠু বিকাশ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য দান করেছেন মানবোপযোগী প্রাকৃতিক বিশ্ব পরিবেশ। মাটি, পানি, আলো, বাতাস, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, পাহাড়-পর্বত মোটকথা যমিন থেকে আসমান পর্যন্ত স্থাপিত কোটি কোটি সৃষ্ট বস্তুর সবই সেই পরিবেশের এক একটি উপকরণ ও এক একটি ক্ষুদ্র অঙ্গ। সবগুলোই মানুষের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য করেছেন।" (সূরা বাকারা, ২ঃ২৯)। তাই, মানব বংশধারার সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য প্রয়োজন প্রাকৃতিক বিশ্ব পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি।

লেখক "ইসলাম ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক বইটিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীব পরিবেশ, জড় পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, পরিবেশ বিপর্যয় ও পরিবেশ দূষণ এবং এই বিপর্যয় ও দূষণ সমস্যার সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে লেখা বইয়ের সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায়। এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণাভিত্তিক আলোচনা স্থান পেয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। পরিবেশবাদী, সমাজকর্মী, গবেষণাকর্মীসহ সমাজের সকল কল্যাণকামী মানুষের কাজে আসবে আলোচ্য গ্রন্থটি।[২০]

ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ

লেখক ঃ ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন
প্রকাশক ঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০৫
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৩০, মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা।

ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির এক অনন্য ঐতিহ্যবাহী জনপদ বাংলাদেশ। মুসলিম জন-অধ্যুষিত এ দেশে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য মসজিদ-মাদরাসা সততই এদেশের ইসলামী শিক্ষার গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে।

ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে বাংলাদেশেরও গৌরবময় অতীত রয়েছে। নানা ভাংগা-গড়ার মধ্য দিয়েও আজকের বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা অটুট ও অব্যাহত রয়েছে এবং ক্রমাগত বিস্তৃতি লাভ করেছে। এদেশের প্রতিটি এলাকায় ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মহৎ ব্যক্তিদের ত্যাগ-তিতিক্ষা জড়িত। তাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ধরনের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অবদান রাখার ফলে ইসলামী শিক্ষা স্বমহিমায় চিরভাস্বর হয়ে আছে।

---

১৯. ড. মোঃ আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০৪ খ্রি.।
২০. ড. মোঃ ময়নুল হক, *ইসলাম ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন*, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০৩ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট গবেষক ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন দীর্ঘ দিন পরিশ্রমের মাধ্যমে "ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শিরোনামের গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণা কর্মে ইসলামী শিক্ষার জরুরী ও অতিমূল্যবান বিষয়াদি সন্নিবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। অনেক অজানা তথ্যাদি এখানে বিবৃত হয়েছে এবং কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া অনেক বিষয়কে তিনি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

গ্রন্থের প্রকাশক উল্লেখ করেছেন যে, গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত তথ্য উপাত্তগুলো বিশুদ্ধ ও প্রথম শ্রেণীর রেফারেন্স দ্বারা সমৃদ্ধ। গ্রন্থটি পরিশুদ্ধভাবে পর্যালোচনান্তে উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলামী শিক্ষার ওপর অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা নিয়ে গবেষক গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে যা মৌলিক গবেষণা কর্মের জন্য রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে গণ্য হতে পারে।[২১]

ইসলামী নামের সংকলন

লেখক ঃ খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী ও মাওলানা মুহাম্মদ

সম্পাদক ঃ হাফেজ মঈনুল ইসলাম

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০৩ (৪র্থ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৫২, মূল্য ঃ ৩০.০০ টাকা।

প্রতিটি জাতির, প্রতিটি ধর্মের মানুষের জাতীয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য থাকে। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের পাশাপাশি তার আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, ওঠা-বসা, চলাফেরা, খাদ্যগ্রহণ, শব্দ ও ভাষা ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। সেইসাথে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত আরও যে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গটি থাকে, তা হলো তার নাম। এগুলো সবই তার সংস্কৃতি। ধর্ম মানুষকে তার মৌলিক বিশ্বাসে অটুট থাকার শিক্ষা দেয় আর সংস্কৃতি সেই ধর্ম-বিশ্বাসলব্ধ মানুষকে পরিদৃশ্যমান একটি সুশৃঙ্খল, সুমার্জিত আচরণ-বলয়ে আবদ্ধ করে। এ জন্য ইসলামী সংস্কৃতির লালন, পরিপোষণ ও বিকাশের প্রায়স-প্রচেষ্টায় প্রতিটি মুসলিমকে থাকতে হয় অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক।

এই বিবেচনায় একজন মুসলিমের কাছে 'নাম'-এর গুরুত্ব অনেক। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন তোমাদের নাম এবং তোমাদের পিতার নামে আহবান করা হবে। অতএব, তোমরা নিজেদের নাম সুন্দর করে রাখবে।" তিনি আরও বলেছেন, "তোমরা নাম রাখবে নবীদের নামের মতো নাম.."। সুতরাং নবজাতকের একটি সুন্দর ইসলামী নাম রাখা অত্যন্ত জরুরী। জনগণের এই প্রয়োজনের দিকটি বিবেচনায় রেখেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে প্রথম প্রকাশ করে এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই 'ইসলামী নামের সংকলন' শিরোনামে। ব্যাপক পাঠক-চাহিদার প্রেক্ষিতে বইটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে সম্প্রতি। নবজাতকের সুন্দর ইসলামী নাম রাখার ক্ষেত্রে এ বইটি প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য একটি সহায়ক-গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে।[২২]

ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

লেখক ঃ ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ২০০৬

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩২০, মূল্য ঃ ৭৭.০০ টাকা।

'ইসলাম' আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ দীন। এ পবিত্র দীনকে ক্রিয়াশীল, কার্যকর এবং প্রাণবন্ত রাখার একমাত্র এবং প্রধান প্রক্রিয়াই হলো দাওয়াতী কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চালিয়ে নেওয়া। ইসলামী দাওয়াহ্ কার্যক্রম শুরু হয়েছিল হযরত আদম (আ)-এর দুনিয়াতে পদার্পণের মাধ্যমেই যা ক্রম সম্প্রসারিত ও পূর্ণতা লাভ করে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে।

---

২১. ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর ২০০৫ খ্রি.।

২২. মুস্তাফা মাসুদ, *মাসিক অগ্রপথিক*, অক্টোবর ২০০৫ সংখ্যা, ইফাবা, ঢাকা, পৃ-১২২।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে তাবলীগ জামাতের কাঙ্খিত সূচনা হয় পঞ্চাশের দশকে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে তাবলীগের অগ্রযাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। বর্তমান বাংলাদেশের সর্বত্র এ দীনী আন্দোলনের কার্যক্রম স্থায়ী রূপ লাভ করেছে যার পেছনে সক্রিয় ব্যবস্থাপনায় রয়েছে একদল নিবেদিত প্রাণ মুসলমান। এছাড়া, এর পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছে সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু এ দাওয়াতে তাবলীগের উপর গবেষণামূলক ও তথ্যনির্ভর কোন গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় না।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক প্রফেসর মরহুম ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন প্রণীত 'ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াতঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক গ্রন্থটি পাঠকদের এসম্পর্কিত চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ গ্রন্থে তাবলীগ জামায়াতের সূচনা ও বিকাশ;.বাংলাদেশে এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতা; এদেশের সমাজে তাবলীগের প্রভাব; বরেণ্য মনীষীদের দৃষ্টিতে তাবলীগ; তাবলীগের নিবেদিত প্রাণ মুরব্বী ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি ৭ টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

গ্রন্থটি পাঠে তাবলীগ আন্দোলনের কর্মীগণসহ সাধারণ পাঠক ও নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন।[২৩]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)

লেখক ঃ এ. এফ. এম. আবদুল মজীদ রুশদী
প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ আগষ্ট ২০০৪ (ইফাবা ৪র্থ সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৮৮, মূল্য ঃ ৬২.০০ টাকা।

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামের প্রচার ও প্রসারে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। যেসব বিদুষী মহিলা এ ব্যাপারে যথার্থ ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে মহানবী (সা)-এর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর নাম শীর্ষে। কর্ম ও প্রজ্ঞায় তিনি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর কন্যা হযরত আয়েশা (রা)-র ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষা আজকের নারী সমাজের জন্য উজ্জ্বল আদর্শ হিসেবে অনুসরণীয়। আধুনিক বিশ্বের অধিকার বঞ্চিত নারী সমাজের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এই মহিয়সী নারীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানা ও সে অনুযায়ী জীবন গড়া মুসলিমদের জন্য একান্ত জরুরী।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক এ. এফ. এম. আবদুল মজীদ রুশদী 'হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)' শীর্ষক তিন পর্বের এই জীবনী গ্রন্থটি রচনা করে জাতির প্রতি তাঁর দায়িত্বানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর বাল্যজীবন থেকে সংসারজীবন, কর্মজীবন এবং অন্তিমকাল পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

বইটি নারী সমাজের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় এবং নারী-সমাজের দায়িত্বানুভূতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে প্রতীয়মান হয়।[২৪]

---

২৩. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *ইসলাম দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০৬ খ্রি.।
২৪. এ. এফ. এম. আবদুল মজীদ রুশদী, *হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)*, ইফাবা, ঢাকা, ৪র্থ প্রকাশ আগস্ট ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-১১
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ঃ পর্যালোচনা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মুখপত্র 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' বাংলাদেশের ইসলামী গবেষণামূলক একমাত্র ত্রৈমাসিক। ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকাস্থ 'দারুল উলূম'(ইসলামিক একাডেমী) তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ইসলামী গবেষণা ইনস্টিটিউটের শাখারূপে কার্যক্রম শুরু করে। ১৩ জানুয়ারী ১৯৬১ সনে একাডেমীর সভাকক্ষে ঢাকার সুধী, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদগণ একাডেমীর ভবিষ্যত কার্যক্রম ও পরিকল্পনাদি সম্পর্কে আলোচনা সভায় মিলিত হন। তাঁরা সাবেক 'দারুল উলূমে'র মুখপত্র *'দিশারীর'* পরিবর্তে ঢাকা ইসলামিক একাডেমীর মুখপত্র হিসেবে ত্রৈমাসিক 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা' প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন মনীষী ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ সিরাজুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ নূরুল হুদা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ মোমেন, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আহমদ শরীফ ও আনিসুজ্জামান, কবি আবদুল কাদির, প্রাবন্ধিক আবদুল মওদুদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

'ইসলামী একাডেমী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় এপ্রিল-জুন ১৯৬১ সনে। ১৯৭৪ সন পর্যন্ত এ নামেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট ১৯৭৫ অনুসারে ইসলামিক একাডেমী ও বায়তুল মুকাররম সোসাইটি কে একীভূত করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গঠিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে এপ্রিল-জুন ১৯৭৬ সংখ্যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়। 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' নামে প্রকাশিত ২য় সংখ্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ সংখ্যাটিকে ১৬ বর্ষের ১ম সংখ্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে এটা স্পষ্ট, 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা'র ধারাবাহিকতায় 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' প্রকাশিত হচ্ছে।

গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ সাধারণত প্রাথমিকভাবে তাঁদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান বা মৌলিক চিন্তা সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করে থাকেন। এসব রচনা অধিকাংশ সময়ই গ্রন্থবদ্ধ হয় না। পত্রিকায় প্রকাশিত সর্বাধিক তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যমন্ডিত হওয়ায় পাঠক ও গবেষকদেরকে তা বেশী আকৃষ্ট করে। গবেষণাকর্মেও সাময়িকপত্রের ব্যবহার অত্যধিক। পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলীর নির্ঘন্ট বা প্রবন্ধপঞ্জি প্রয়োজনীয় রেফারেন্স হিসেবে গবেষকদের কাজে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-এর বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা গ্রন্থে বাংলাদেশের সাতটি গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর বিষয়ভিত্তিক ও লেখক নামের বর্ণনাক্রমিক সূচি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ মজিরউদ্দিন মিয়া বাংলাদেশের গবেষণা পত্রিকা-এর প্রবন্ধপঞ্জি প্রণয়ন করেন। এছাড়া মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক ও আমিরুল মোমেনীন বাংলা একাডেমী পত্রিকা-এর প্রবন্ধপঞ্জি প্রণয়ন করেন।

'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' ইসলামের সার্বজনীন ও শাশ্বত জীবন-বিধান, নীতিমালা ও মূল্যবোধের প্রচার-প্রসারে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক অবদান রেখে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পত্রিকাটি গবেষণা পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃত। ইসলামী গবেষণায় 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা'র বিপুল অবদানের প্রেক্ষিতে এবং গবেষকদের প্রয়োজন বিবেচনায় ১৯৯৯ সালে পত্রিকাটির প্রবন্ধসূচী প্রণয়ন করেন জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর। এটি ২০০১ সালে পত্রিকাটির চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে পত্রিকায় প্রবন্ধ হিসেবে "ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার ৪০ বছরের প্রবন্ধ : বিষয় বিন্যাস ও লেখক ক্রমধারা" শিরোনামে প্রকাশিত হয়। গবেষক মহলে তা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়।

'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা'র প্রথম চারটি সংখ্যা বের হয় যথাক্রমে এপ্রিল-জুন ১৯৬১, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬১, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৬১ এবং জানুয়ারী-মার্চ ১৯৬২ তারিখে। ৪র্থ সংখ্যায় ইসলামিক একাডেমী পত্রিকার নিয়মাবলী মুদ্রিত হয়। এতে বলা হয়েছে, '১লা এপ্রিল হতে বর্ষ শুরু করে প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ জুলাই, অক্টোবর ও জানুয়ারী মাসের ১লা তারিখে ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।' কিন্তু ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬২-এ। এতে আবার নিয়মাবলীতে বলা হয়, '১লা জুলাই হতে বর্ষ শুরু করে প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ অক্টোবর, জানুয়ারী ও এপ্রিল মাসের ১লা তারিখে ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।' পরপর দু'সংখ্যায় দু'রকম বক্তব্য দেয়া হলেও দ্বিতীয় বক্তব্য অনুযায়ী আজ অবধি পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রৈমাসিক হিসেবে 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা' ১৯৭৪ সন পর্যন্ত ১৩ বছরে ৫২ সংখ্যা প্রকাশিত হবার কথা থাকলেও বেরিয়েছে ৪১ সংখ্যা। প্রথম 'ছ' বছর পত্রিকাটি ধারাবাহিকভাবেই প্রকাশিত হয়। ৬ষ্ঠ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা হল এপ্রিল-জুন ১৯৬৭ সংখ্যা। সে হিসেবে ৭ম বর্ষের ৪টি সংখ্যা হতো জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬৭, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৬৭, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৬৮ এবং এপ্রিল-জুন ১৯৬৮। কিন্তু সপ্তম বর্ষের পত্রিকাটির মাত্র দু'টি সংখ্যা বেরিয়েছিলো। এতে ১ম ও ২য় সংখ্যা হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে যথাক্রমে জানুয়ারী-মার্চ ১৯৬৯ এবং এপ্রিল-জুন ১৯৬৯। জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সংখ্যাকে ৭ম বর্ষের ৩য় সংখ্যা হিসেবে মুদ্রণ করা হলেও বর্ষক্রমিক বাঁধাই করা সংখ্যায় এটিকে ৮ম বর্ষের ১ম সংখ্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ৮ম বর্ষের ১ সংখ্যায় সন হবার কথা ১৯৬৮। ১৯৬৮ এর স্থলে ১৯৬৯ কেন মুদ্রিত হলো, তার ব্যাখ্যা পরবর্তী কোন সংখ্যায় দেয়া হয়নি এবং এভাবেই ১৩ বর্ষের ১ম ও ২য় যুগ্ম সংখ্যা জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৪ পর্যন্ত মুদ্রিত হয়; হবার কথা ছিল জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৩।

৭ম বর্ষের ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা কেন মুদ্রিত হলো না, এব্যাপারেও কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। ৮ম, ৯ম, ১০ম, এবং ১২শ বর্ষের ১টি করে যুগ্ম সংখ্যা ছিল। এগুলো হচ্ছে ৮:৩-৪, ৯:৩-৪, ১০:৩-৪ এবং ১২:২-৩ সংখ্যা, যার মানে এই বছরে ১৬ সংখ্যার স্থলে মুদ্রিত হয়েছে ১২ সংখ্যা। ১১ বর্ষের ১১:২-৪ সংখ্যাটি যুক্ত সংখ্যা ছিল। অর্থাৎ এ বছর মুদ্রিত হয়েছে ২টি সংখ্যা। ১৩শ বর্ষের ৪টি সংখ্যার পরিবর্তে বেরিয়েছে কেবল মাত্র ১৩:১-২ যুগ্ম সংখ্যাটি। দেখা যাচ্ছে, ৭ম বর্ষ হতে ১৩শ বর্ষ পর্যন্ত পত্রিকার ১১টি সংখ্যা কম মুদ্রিত হয়েছে। ফলে ইসলামিক একাডেমী পত্রিকার ১৩ বর্ষে ৫২ সংখ্যার পরিবর্তে ৪১ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' ১ম সংখ্যা হিসেবে এপ্রিল-জুন ১৯৭৬ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। এতে কোন বর্ষক্রম বা সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ সংখ্যায়ও কোন বর্ষক্রম বা সংখ্যা উল্লেখ না করলেও অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭৬ সংখ্যাকে ১৫ বর্ষের ২য় সংখ্যা এবং জানুয়ারী-জুন ১৯৭৭ এর যুগ্ম সংখ্যাকে ১৬ বর্ষের ১ম, ২য় সংখ্যা হিসেবে মুদ্রণ করা হয়েছে। কিন্তু বছর শেষে এ তিনটি সংখ্যাকে একত্রে বাঁধাই করে এগুলোকে যথাক্রমে ১৬ বর্ষের ১ম, ২য় ও ৩য়-৪র্থ সংখ্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে, এ সংখ্যাগুলোকে কেন ১৬শ বর্ষের সংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা হল ! এর কোন ব্যাখ্যা না দেয়া হলেও বিষয়টিকে এভাবে ভাবা যেতে পারে-১৯৬১ সন থেকে পত্রিকাটিকে ধারাবাহিক মনে করলে এ সংখ্যাগুলোকে ১৬শ বছরের সংখ্যাই বলতে হয় এবং এর মধ্য দিয়েই ৭ম বছর হতে ভুলক্রমে যে ১ বছর বেশী হিসাব করা হয়েছিল, তা সংশোধন হয়ে গেল।

১৪শ, ১৫শ বর্ষে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। তবে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা'র ১ম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত এপ্রিল-জুন ১৯৭৬ সংখ্যাটি ১৬ বর্ষের ১ম সংখ্যা জুলাই -সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ সংখ্যাটির পূর্বতন সংখ্যা বিবেচনা করে বলা যেতে পারে, এ দুই বছরে ১টি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

১৬শ বর্ষ হতে ৪৩তম বর্ষ পর্যন্ত ২৮ বছরে পত্রিকার ১২২ সংখ্যা প্রকাশিত হবার কথা। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে ৯৩ সংখ্যা। এতে যুগ্ম সংখ্যা রয়েছে ১১টি। সংখ্যাগুলো হচ্ছে ১৬:৩-৪, ১৭:১-২, ১৭:৩-৪, ১৮:১-২, ১৯: ১-২, ২০:৩-৪, ২১: ৩-৪, ২২: ৩-৪, ৩১: ৪-৩২:১, ৩২:২-৩, ৩২: ৪-৩৩:১। ৭ সংখ্যার যুক্ত সংখ্যা হিসেবে ২৮:৪-৩০:২ এবং ৪ সংখ্যার যুক্ত সংখ্যা হিসেবে ৩৪:২-৩৫:১ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়।

উল্লেখ্য, ৩৫:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ এবং ৩৫:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৬ হিসেবে প্রকাশিত সংখ্যা দু'টির বর্ষে ৩৫-এর স্থলে ৩৬ হবে।

'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা' হিসেবে ১৩ বছরে ৪১টি, 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যাসহ ১৬ বর্ষ হতে ৪৩ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা পর্যন্ত ৯৩ সংখ্যা সংখ্যা মিলে ৪৩ বছরে মোট ১৩৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

এ পত্রিকার ১৩৪টি সংখ্যার সম্পাদক হিসেবে মোট ১২জন সম্পাদক দায়িত্ব পালন করেছেন। ১টি সংখ্যার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে ছিলেন জনাব আবদুল মুকীত চৌধুরী। এঁদের মধ্যে প্রথম সম্পাদক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আবুল হাশিম ছিলেন ইসলামিক একাডেমীর প্রথম ডিরেক্টর। সম্পাদকগণ বিভাগীয় প্রধান বা প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করেছেন। এখানে সম্পাদকের বিবরণ ছকপত্রে ক্রমধারায় দেখানো হলো :

Dhaka University Institutional Repository

ক্রম	সম্পাদকের নাম	বর্ষ-সংখ্যা -- বর্ষ-সংখ্যা	মাস-সাল – মাস-সাল	সংখ্যা
১	আবুল হাশিম	১:১ -- ১:৪	এপ্রিল-জুন ১৯৬১--জানুয়ারী –মার্চ ১৯৬২	৪
২	শাহেদ আলী	২:১--২১:৩-৪	জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬২--জানুয়ারী-জুন ১৯৮২	৫৪
৩	অধ্যাপক আবদুল গফুর	২২:১--২৮-২	জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮২--অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৮	২৫
৪	ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	২৮:৩	জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৯	১
৫	মুহাম্মদ লুতফুল হক	২৮:৪--৩০:২- ৩১:৩	এপ্রিল-জুন ১৯৮৯ও অক্টোবর-ডিসেম্বর '৯০--জানু-মার্চ ৯২	৬
৬	অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম	৩১:৪-৩২:১	এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯২	১
৭	এম. আতাউর রহমান	৩২:২-৩-- ৩৪:১	অক্টো-ডিসে ১৯৯২ ও জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৩--জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৪	৬
৮	সৈয়দ আশরাফ আলী (মহাপরিচালক)	৩৪:২-৩৫:১--৩৫:৪	অক্টোবর ১৯৯৪-সেপ্টেম্বর ১৯৯৫--এপ্রিল-জুন ১৯৯৬	৪
৯	মোহাম্মদ মোরশেদ হোসেন (মহাপরিচালক)	৩৬:১-৩৭:২	জুলাই - সেপ্টেম্বর ১৯৯৬-- অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৭	৬
১০	মওলানা আবদুল আউয়াল (মহাপরিচালক)	৩৭:৩-৪১:৩	জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৮-- জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০১	১৫
১১	মো: আব্দুর রশীদ খান (মহাপরিচালক)	৪১:২	অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০১	১
১২	সৈয়দ আশরাফ আলী (মহাপরিচালক)	৪১:৩--৪৩:১	জানুয়ারী-মার্চ ২০০২--জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৩	৭
১৩	এ জেড এম শামসুল আলম (মহাপরিচালক)	৪৩:২--৪৫:২	অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৩--অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫	৯
১৪	মোঃ ফজলুর রহমান (মহাপরিচালক)	৪৫:৩--৪৭: ৪	জানুয়ারী-মার্চ ২০০৬--এপ্রিল-জুন ২০০৮	১১

প্রথম সংখ্যা থেকেই সম্পাদকের পাশাপাশি সহযোগী বা সহকারী সম্পাদক পত্রিকা সম্পাদনা সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা পর্যন্ত প্রধান সম্পাদক হিসেবে আবুল হাশিমের নাম মুদ্রিত হয় এবং তখন সম্পাদক ছিলেন শাহেদ আলী। এ সময় কোন সহযোগী সম্পাদক ছিলেন না। ৯ম বর্ষের ১ম সংখ্যা জুলাই --সেপ্টেম্বর ১৯৭০ থেকে ১৯:১-২ জুলাই --ডিসেম্বর ১৯৭৯ সংখ্যা পর্যন্ত কোন সহযোগী সম্পাদকের নাম মুদ্রিত হয় নি। এ ছাড়া বাকী সব সংখ্যায়ই কেউ না কেউ সম্পাদনা সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ৩৪:২-৩৫:১ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৪--জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সংখ্যা থেকে নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে গবেষণা বিভাগের পরিচালক দায়িত্ব পালন করছেন।

সহযোগী, সহকারী ভারপ্রাপ্ত ও নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে যাঁরা প্রথম থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের নাম ও কর্মকাল নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক্রম	নাম	বর্ষ-সংখ্যা -- বর্ষ-সংখ্যা	মাস-সাল – মাস-সাল	সংখ্যা
		সহযোগী সম্পাদক		
১.	ফারুক মাহমুদ	১:১ -- ১:৪	এপ্রিল-জুন ১৯৬১--জানুয়ারী –মার্চ ১৯৬২	৪
		সহকারী সম্পাদক		
২	ফারুক মাহমুদ	৫:১--৭:২	জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬৫--এপ্রিল-জুন ১৯৬৯	১০
৩	মোহাম্মদ ইব্রাহীম	৮:১--৮:৩-৪	জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬৯--জানুয়ারী-জুন ১৯৭০	৩
		সহকারী সম্পাদক		
৪	আবদুল মুকীত চৌধুরী	১৯:৩--২৩:৩	জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮০- জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৪	১৪
		ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক		
৫	আবদুল মুকীত চৌধুরী	২৩:৪	এপ্রিল-জুন ১৯৮৪	১
		সহকারী সম্পাদক		
৬	আবদুল মুকীত চৌধুরী	২৪:১--৩২:৪-৩৩:১	জুলাই-সেপ্টেম্বর-১৯৮৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৩ ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৩	২৮
		সহযোগী সম্পাদক		
৭	অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন	৩৩:২-৩৩:৩	অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৩ -- জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৪	২
৮	মনজুরুল করীম চৌধুরী	৩৩:৪--৩৪:১	এপ্রিল-জুন ১৯৯৪-- জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৪	২

Dhaka University Institutional Repository

		নির্বাহী সম্পাদক		
৯	মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান	৩৪:২-৩৫:১--৪০:২	অক্টোবর১৯৯৪- সেপ্টেম্বর ১৯৯৫-- অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০০	২২
		সহযোগী সম্পাদক		
১০ ১১	মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা আবদুল মুকীত চৌধুরী * যৌথভাবে	৩৪:২--৩৫:১-৪১:৩	অক্টোবর ১৯৯৪-সেপ্টেম্বর ১৯৯৫--জানুয়ারী-মার্চ ২০০১	২৩
		নির্বাহী সম্পাদক		
১২	মুহাম্মদ নুরুল আমিন	৪০:৩--৪২:৪	জানুয়ারী-মার্চ ২০০১- এপ্রিল-জুন ২০০৩	১০
১৩	মোহাম্মদমোশাররফ হোসাইন	৪৩:১--৪৩:২	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৩ -- অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৩	২
১৪	এ এম এম সিরাজুল ইসলাম	৪৩:৩--৪৩:৪	জানুয়ারী-মার্চ ২০০৪- এপ্রিল-জুন ২০০৪	২
		সহযোগী সম্পাদক		
১৫ ১৬	এ এম এম সিরাজুল ইসলাম মনজুরুল করীম চৌধুরী * যৌথভাবে	৪১:৪--৪৩:২	এপ্রিল-জুন ২০০২ -- অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৩	৭
		সহযোগী সম্পাদক		
১৭	মনজুরুল করীম চৌধুরী	৪৩:৩--৪৩:৪	জানুয়ারী-মার্চ ২০০৪-- এপ্রিল-জুন ২০০৪	২
		নির্বাহী সম্পাদক		
১৮	ডঃ আ.ন.ম. আবদুর রহমান	৪৪:১--৪৫:৪	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৪-- এপ্রিল-জুন ২০০৬	৮
১৯	আবদুল জলিল জমাদার	৪৬:১--৪৬:৩	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬--জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭	৩
২০	ডাঃ শাহাদাত হোসেন	৪৬:৪--৪৭:৪	এপ্রিল-জুন ২০০৭-- এপ্রিল-জুন ২০০৮	৫
		সহযোগী সম্পাদক		
২১	এম. এ. আহাদ মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ * যৌথভাবে	৪৪:১--৪৫:৪	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৪ -- এপ্রিল-জুন ২০০৬	৮
২২	ড. মুহাম্মদ আবদুল হক ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ * যৌথভাবে	৪৬:১--৪৭:৪	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬ -- এপ্রিল-জুন ২০০৮	৮

অবসরপ্রাপ্ত গবেষণা কর্মকর্তা আবদুল মুকীত চৌধুরী সহকারী সম্পাদক, সহযোগী সম্পাদক এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে জানুয়ারী ১৯৮০ থেকে মার্চ ২০০২ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২২বছরে এ পত্রিকার মোট ৭০টি সংখ্যার সম্পাদনায় দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কর্মকালে পত্রিকাটির সাথে তিনি অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তুলেছিলেন।

পত্রিকাটির প্রকাশক হিসেবে ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে ৮ম বর্ষের ৩য়-৪র্থ সংখ্যা পর্যন্ত আবুল হাশিমের নাম মুদ্রিত হয়েছে। ৯ম বর্ষের ১ম সংখ্যা থেকে ১১ বর্ষের ১ম সংখ্যা পর্যন্ত আহমদ হোসেন; ১১শ বর্ষের ২য়-৪র্থ সংখ্যা থেকে ১৩শ বর্ষের ১ম-২য় যুগ্ম সংখ্যা পর্যন্ত মাওলানা ফজলুল করীম এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার ১ম সংখ্যা থেকে অদ্যাবদি প্রকাশক হিসেবে সম্পাদকের নাম মুদ্রিত হয়।

এ পর্যন্ত পত্রিকাটি মোট ৭টি প্রেসে মুদ্রিত হয়েছে। প্যারামাউন্ট প্রেস (৯ হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩) থেকে ১:১-২:১ পর্যন্ত মোট ৫ সংখ্যা ; দি স্টার প্রেস (২১/১ শেখ সাহেব বাজার, ঢাকা-১) থেকে ২:২-১১:১ পর্যন্ত ৩১ সংখ্যা; বুক প্রমোশন প্রেস (২৮ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২) থেকে ১১:২-৪ সংখ্যা ; নয়া জামানা আর্ট প্রেস (৭১ ইসলামপুর রোড,ঢাকা-১) থেকে ১২:১ ও ১২:২-৩ এ ২ সংখ্যা; দি ইকোনমি প্রিন্টার্স (১৬৮ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১) থেকে ১২:৪ সংখ্যা কল্পনা প্রেস (৪ জিন্দাবাজার, ৩য় লেন, ঢাকা-১) থেকে ১৩:১-২ সংখ্যা ; প্যারামাউন্ট প্রেস (৯ হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩) থেকে এপ্রিল-জুন ১৯৭৬-১৬:২ সংখ্যা পর্যন্ত ৩ সংখ্যা; বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা থেকে ১৬:৩-৪ সংখ্যা এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস থেকে ১৭:১-২ থেকে ৪৩:৩ সংখ্যা পর্যন্ত মোট ৮৯ সংখ্যা মুদ্রিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত পত্রিকাটির মুদ্রণ ও বাঁধাই সম্পন্ন হয়েছে নয়া জামানা আর্ট প্রেসের এন, ইসলাম, দি ইকোনমি প্রিন্টার্সের সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, প্যারামাউন্ট প্রেসের মো: মোবারক আলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেসের মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, শেখ আবদুর রহীম, আবুল খায়ের আহমদ আলী, মুহাম্মদ মুনসুর উদ্-দৌলাহ্ পাহলোয়ান, মোঃ

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্দিকুর রহমান এবং এ এম এম সিরাজুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে। ৩৯:৩ জানুয়ারী-মার্চ ২০০০ সংখ্যা থেকে সার্কুলেশনের দায়িত্বে রয়েছেন যথাক্রমে মুহাম্মদ আবু মূসা, মনসুর আহমেদ এবং আবদুল কুদ্দুস। প্রুফ সংশ্লিষ্ট রয়েছেন আবদুশ শুকুর চৌধুরী এবং আইয়ুব আলী।

'একাডেমী সংবাদ' শিরোনামে 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা'য় ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যা থেকে প্রায় নিয়মিতই একাডেমীর বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ প্রকাশিত হতো। 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংবাদ' শিরোনামেও ২০-২১ বর্ষে সাংস্কৃতিক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ২২ বর্ষের ১ম সংখ্যা থেকে এটি আর মুদ্রিত হয় না।

এ পত্রিকায় *গ্রন্থ সমালোচনা* শুরু হয় ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যা থেকেই। অনিয়মিত ২৪ বর্ষের ৩য় সংখ্যা পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এ বিভাগটি বন্ধ থাকে। পত্রিকার মূল্যবান অংশ হিসেবে বিবেচিত এ গ্রন্থ সমালোচনা ৪১ বর্ষের ১ম সংখ্যা থেকে আবারো গুরুত্বসহকারে মুদ্রণ শুরু হয়েছে। 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা'য় ৩৩ জন সমালোচক ৪১ টি গ্রন্থ এবং ১৩ টি পত্রিকার পরিচিতি অথবা সমালোচনা করেছেন। ৪১ টি গ্রন্থের ৭ টি ইংরেজীসহ ৩৪টি মৌলিক বা অনুবাদ গ্রন্থ। ৭টি ইংরেজী বইয়ের সমালোচনা করেছেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক সাইয়েদ আবদুল হাই, ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, অধ্যাপক হাসান জামান, আবদুল মুহিদ চৌধুরী। মৌলিক বা অনুবাদ গ্রন্থে বইয়ের সমালোচনা করেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সুনীল কুমার মুখোপধ্যায়, অধ্যাপক আবদুল গফুর, আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, আ ন ম বজলুর রশীদ, মনির উদ্দীন ইউসুফ, তালিম হোসেন, ড. মুশতাক আহমদ, ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, ড. আ ক ম আবদুল কাদের, ড. মোঃ রহিম উল্যাহ এবং আ ফ ম খালিদ হোসেন প্রমুখ। পত্র-পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন নুরুল ইসলাম মানিক, অধ্যক্ষ এ কে এম দেলওয়ার হোসেন, অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক ও সৈয়দ ইমদাদুল হক প্রমুখ। উল্লেখ্য, প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচয়িতার সংখ্যার সাথে গ্রন্থ সমালোচকদের সংখ্যা হিসেব করা হয়নি।

লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১০ম বর্ষে প্রথম ছাপা হয়। এ বছর প্রকাশিত প্রতিটি সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় তা মুদ্রিত হয়েছে। দীর্ঘ বিরতির পর সূচীর পরের পৃষ্ঠায় ৩৩ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা থেকে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ছাপানো শুরু হয়। ৩৬ বর্ষের ২য় সংখ্যা থেকে অদ্যাবধি লেখকের নামের পাশে তারকা চিহ্ন দিয়ে পৃষ্ঠার শেষাংশে মুদ্রিত হচ্ছে।

পত্রিকার মূল্য দু' টাকা থেকে শুরু করে বর্তমানে ৪০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। একাডেমীর প্রথম ছ'বছর ২ টাকা করে থাকার পর পরের ছ'বছর মূল্য কমিয়ে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় রূপান্তরিত হওয়ার পর ১৮:৪ সংখ্যা পর্যন্ত ছিল ৬ টাকা। এর পর বিভিন্ন সময় হ্রাস-বৃদ্ধিতে ৬,৪, ৮ টাকা হয়। ২৩ বর্ষের ২য় ও ৪র্থ সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং সংখ্যাদ্বয়ের মূল্যও বৃদ্ধি করা হয়। যথাক্রমে ২৫ ও ৪০ টাকা ছিল সংখ্যা দুটির মূল্য। ৩৪:২-২৫:১ সংখ্যা থেকে ৪০:৩ সংখ্যা পর্যন্ত পত্রকাটির মূল্য ছিল ১৫ টাকা। ৪০ বছর ৪র্থ সংখ্যা ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ কলেবরে বের হয়। সংখ্যাটির মূল্য রাখা হয় ২৫ টাকা। এরপর ৪১:১ সংখ্যা থেকে ৪২:৩ সংখ্যা সমূহের মূল্য ২০ টাকা করে রাখা হয়। ৪২ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যাটি ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (সা) সংখ্যা হিসেবে বৃহৎ কলেবরে মুদ্রিত হয় এবং এ সংখ্যায় মূল্য ধার্য করা হয় ৪০ টকা। ৪৩ বর্ষের প্রথম দুই সংখ্যার মূল্য ২০ টাকা করে রাখা হলেও শেষ দুই সংখ্যার মূল্য ৩০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। গবেষণা বিভাগ সূত্রে জানা যায় ৪৫ বর্ষ ২য় সংখ্যা অর্থাৎ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫ সংখ্যা থেকে পত্রিকার মূল্য ৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে যা এখনও বলবৎ রয়েছে।

তেতাল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে পত্রিকাটি সাতটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। ২২:৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩ সংখ্যাটি সীরাত সংখ্যা ; ২৩:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৩ বিশ্ব মুসলিম সংখ্যা ; ২৩:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৮৪ মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা এবং ২৮:৪-৩০:২ এপ্রিল-জুন ২০০১ চল্লিশ বছর পূর্তি সংখ্যা; ৪২:৪ এপ্রিল-জুন ২০০৩ এবং ৪৩:৪ এপ্রিল-জুন ২০০৪ ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (সা) সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়। এছাড়া চল্লিশ বছর পূর্তি সংখ্যাটি বিশেষ রচনা সমৃদ্ধ হওয়ায় গবেষক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। চল্লিশ বছর পূর্তি সংখ্যা এবং ৪২:৪ ঈদ-ই মিলদুন্নবী সংখ্যা দুটিতে কেবলমাত্র ১টি করে বিশেষ রচনা মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া অন্যসব বিশেষ সংখ্যাগুলো সংখ্যা শিরোনামের আলোকে নির্বাচিত প্রবন্ধমালায় বিশেষভাবে সজ্জিত। বিশ্ব মুসলিম ও মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা দু'টি সুধী মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয় এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

বিশ্ব মুসলিম সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকা ও সমালোচকের অভিমত তুলে ধরা হল : দৈনিক বাংলা ৯ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সংখ্যায় বলা হয়েছে :

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা ' বিশ্ব মুসলিম সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৩' প্রকাশিত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের সমস্যাবলী, ইসলামী দৃষ্টিকোণ এবং বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অনেকগুলি তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ রয়েছে এ সংখ্যাটিতে।

দৈনিক আজাদ ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সংখ্যায় সৈয়দ হাসান ইমাম এ প্রকাশনা সম্পর্কে বলেন: সংখ্যাটি যেমন এই মুখপত্রটির নিজের ইতিহাসে স্মরণীয়, তেমনি এর গুনগত উৎকর্ষতার জন্য পাঠক সমাজেও বিশেষভাবে সমাদৃত হবে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু মুসলমানদের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য পাঠককুল যে অভাব অনুভব করেছিলেন দীর্ঘদিন যাবত, 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা'র এই বিশ্ব মুসলিম সংখ্যা এর একটি সিংহভাগ পূরণ করবে। আর তাই ফাউন্ডেশন প্রশংসার প্রাপক। পত্রিকার উত্তরোত্তর ও বিশেষ সংখ্যার ব্যাপক সাফল্য কাম্য। বিশিষ্ট দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এ সংখ্যা সম্পর্কে বলেন :

..It is therefore, incumbent on the part of the Muslims to know first of all the real principles of Islam and then to see how far these have been realised in the body politic of the Muslims. The Islamic Foundation has really rendered a very valuable service by presenting to the world at large and to the Muslims, in particular the main social and political principles of Islam and at the same time by giving a graphic picture of the Muslims in different parts of the world.

The articles are all well–written and the paper, printing, getup are all very nice. It is really a monumental work performed by the Islamic Foundation and it requires translation into other languages.

২৩ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা এপ্রিল-জুন ১৯৮৪ মুসলিম বিশ্ব সংখ্যাটি 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা'র সর্ববৃহৎ সংখ্যা। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮০। এ সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক আবদুল গফুর ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আবদুল মুকীত চৌধুরী। এ সংখ্যা সম্বন্ধে সম্পাদকীয় বক্তব্যে বলা হয়: আল্লাহ্ তা'আলার লাখো শোক্র অবশেষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার 'মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা' আত্মপ্রকাশ করলো। ইতিপূর্বে পত্রিকার অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৩ সংখ্যা 'বিশ্ব মুসলিম সংখ্যা ' রূপে আত্মপ্রকাশ করে সুধী মহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। সে সংখ্যাটিতে প্রধানত অমুসলিম দেশসমূহে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অবস্থাই আলোচিত হয়। তখনই চিন্তা করা হয়েছিলো, আরেকটি সংখ্যায় প্রধান মুসলিম দেশসমূহের উপরে বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করা হবে। বর্তমান সংখ্যা সেই প্রচেষ্টার বাস্তব ফল। 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা' ১ম বর্ষ হতে ১২শ বর্ষ পর্যন্ত অত্যন্ত মূল্যবান সময়োপযোগী নীতি-নির্ধারণী শিরোনামসহ সম্পাদকীয় নিবন্ধ মুদ্রিত হতো। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকারূপে প্রকাশের পরও তা ২০ তম বর্ষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন সাপেক্ষে সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়।

'বিতর্কিকা' বিভাগটি এ পত্রিকার এক বিশেষ আয়োজন ছিল। যে সকল বিষয়ে ইসলামী চিন্তাবিদ ও সুধী মহলে ভিন্নমত রয়েছে, সে বিষয়গুলো এ বিভাগে প্রকাশ করা হতো। যুক্তিভিত্তিক উদার আলোচনায় সত্যে উপনীত হবার সম্ভাবনা থাকে। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা থেকে বিতর্কিকা বিভাগের সূচনা হয়। ১:৩ অক্টোবর -ডিসেম্বর ১৯৬১ সংখ্যায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম 'ইসলামের দৃষ্টিতে ললিতকলা'; ২:১ জুলাই -সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সংখ্যায় অধ্যাপক গোলাম আযম ও আবুল কালাম আবদুল আউয়াল 'ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ'; ২০:২অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮০; ২০:৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮১ ও ২১:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮১;২১:৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮২ সংখ্যায় 'ইসলামের দৃষ্টিতে পীরপ্রথা' বিষয়ে সাঈদ আব্দুন নবী, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, আহমদ তৌফিক চৌধুরী, ড. আনওয়ারুল করিম ও মুহাম্মদ জাফরুর রহমান প্রমুখ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ অংশগ্রণ করেন। এ ছাড়াও ইসলামে সংগীত প্রসংগ, ধনসম্পদ জাতীয়করণ ও ইসলাম ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিতর্কিকা বিভাগে আলোচনা স্থান পায়। ২২:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮২ সংখ্যার পর বিতর্কিকা আর ছাপা হয়নি।

তেতাল্লিশ বছরে এ পত্রিকার ১৩৪ টি সংখ্যায় মোট ৯২৩ টি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এসব রচনার কোন কোনটি প্রবন্ধ নয়। প্রবন্ধ সংখ্যা ৮৯০। বাকী ৩৩ টি বিভিন্ন প্রকারের রচনা। যেমন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা
১	কুরআনুল কারীমের অনুবাদ	১৯
২	তাফসীর	১
৩	ভাষণ	৩
৪	ঘোষণাপত্র	৪
৫	চুক্তিপত্র	১
৬	পত্র	৩
৭	রিপোর্ট সংকলন	১
৮	নির্দেশিকা	১
		মোট- ৩৩

৮৯০টি প্রবন্ধের মধ্যে মৌলিক প্রবন্ধ ৭৪৬টি এবং ১৪৪টি দেশী-বিদেশী লেখকদের অন্য ভাষায় লেখা প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ। এই ১৪৪টি প্রবন্ধ অনুবাদ করেছেন ৯৩ জন অনুবাদক। তন্মধ্যে ২৫ জন অনুবাদক অনুবাদ ছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় এক বা একাধিক মৌলিক প্রবন্ধও লিখেছেন। বাকী ৬৮ জনের অনুবাদ ছাড়াও কোন মৌলিক প্রবন্ধ এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

মোট ৯২৩ টি রচনার মধ্যে ১৮টি রচনা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এতে ১০টি সম্পাদকীয় নিবন্ধ রয়েছে। উল্লেখ্য, ৩৮টি সম্পাদকীয়কে প্রবন্ধ সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন ঃ মৌলিক প্রবন্ধ ড. মোহাম্মদ লোকমান ও এ. এফ. এম. আমীনুল হক রচিত 'মুসলিম আমলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা' প্রথম বার ৩৩:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৪ এবং পরের বার ৩৫:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৬ সংখ্যায়; অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নুরুল করীম-এর 'মহানবীর রিসালত' ২২:৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩ সংখ্যায় প্রথমে এবং পরে 'মহানবী (সা)-এর রিসালত' শিরোনামে ২৭:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ড. মোহাম্মদ আশরাফ আলী রচিত 'ছোট সোনা মসজিদের প্রস্তর খোদাই : একটি বিশ্লেষণ' প্রথমে ৩৭:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৮ সংখ্যায় এবং পরে ৪২:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। সৈয়দ আশরাফ আলীর 'একটি ব্যতিক্রমধর্মী, অনন্য সাধারণ জ্ঞান সাধনা প্রবন্ধটি প্রথমে ৩৫:৪ এপ্রিল-জুন ১৯৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তিতে প্রবন্ধটি 'ইসলাম-আধুনিক বিজ্ঞানের জনক' শিরোনামে ৪৩:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৩ সংখ্যায় পুন:প্রকাশিত হয়েছে। এমনিভাবে ড. খোন্দকার আবু নসর মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ জাহাঙ্গীরের প্রবন্ধ 'পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা' প্রথমে ৪২:৪ এপ্রিল-জুন ২০০৩ সংখ্যায় এবং পরে ৪৩:৪ এপ্রিল-জুন ২০০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

তিনটি অনুবাদ প্রবন্ধ ড. আলী আব্দেল ওয়াহেদ ওয়াফী-এর 'ইসলামে মানবাধিকার' মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন খান অনূদিত প্রবন্ধ ১১:২-৪ অক্টোবর ১৯৭২-জুন ১৯৭৩ সংখ্যায় প্রথম এবং পরে ২৮:৪-৩০:২ এপ্রিল-জুন ১৯৮৯-অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯০ মানবাধিকার সংখ্যায়; ড. এম. হামিদুল্লাহ-এর 'মহানবীর জীবন কথা' অধ্যাপক আবদুল গফুর অনূদিত প্রবন্ধ প্রথমে ১৮:৩ জানুয়ারী -মার্চ ১৯৭৯ সংখ্যায়, পরবর্তীতে ২২:৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩ সীরাত সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে এবং আল্লামা আজাদ সুবহানীর লেখা মুজীবুর রহমানের অনূদিত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধ 'হজরত মুহাম্মদ (দ.)'-এর প্রথম অংশটিকে চলতি ভাষায় রূপান্তর করে সীরাত সংখ্যায় 'বিপ্লবী নবী' শিরোনামে প্রকাশ করা হয় । এটি প্রথমে প্রকাশিত হয় ৩:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৬৪ সালে।

৫২৬ জন রচয়িতার মধ্যে মৌলিক প্রাবন্ধিক ৩৩৫ জন অনুবাদক ৬৮ জন, ৯৮ জন দেশী-বিদেশী লেখকের লেখা অনূদিত হয়েছে এবং ২৫ জন লেখকের মৌলিক রচনার পাশাপাশি অনূদিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আবুল হাশিম, সৈয়দ মাহবুব মুর্শেদ, ড. খুরশীদ আহমদ, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান ও হুমায়ূন কবির-এর বাংলা ভাষায় লেখার পাশাপাশি অন্য ভাষায় লেখা প্রবন্ধের অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। কিছু অনূদিত প্রবন্ধে মূল লেখকের নাম মুদ্রিত হয়নি। আবার কিছু প্রবন্ধে অনুবাদকের নাম ছাপা হয়নি।

সর্বাধিক সংখ্যক প্রবন্ধ লিখেছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ আবদুর রহীম এবং বিশিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞ গাজী শামসুর রহমান। তাঁদের প্রবন্ধ সংখ্যা ২৬টি। অধ্যাপক শামসুল আলম প্রধানত অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। তাঁর প্রবন্ধ সংখ্যা ১৮। সবচেয়ে অধিক সংখ্যক প্রবন্ধ অনুবাদ করেছেন এম (মুহাম্মদ) রুহুল আমিন (কুরায়শী)। তাঁর অনুবাদের সংখ্যা ১২টি । মৌলিক ও অনুবাদ প্রবন্ধ লিখেছেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক আবদুল গফুর, সৈয়দ আবদুল মান্নান, মওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল আযহারী, ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড. কাজী দীন মুহম্মদ, মুহাম্মদ রেজাউল করীম ইসলামাবাদী , মুহাম্মদ হাসান রহমতী প্রমুখ। আন্তর্জাতিক ব্যাতিসম্পন্ন লেখক, যাঁদের রচনা অনূদিত হয়েছে, তাঁরা হলেন আল্লামা আজাদ সুবহানী, থমাস ওয়াকার আরনল্ড, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, আবুল হাসনাত নদভী, আবূ হামেদ আল গাযালী, আবুল কালাম

Dhaka University Institutional Repository

আযাদ, শায়খ আবদুল হক আদ -দেহলভী, শায়খ আবদুল করীম আল-হাম্বলী , আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল, আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ, ইবনে খালেদুন, জন এল এসপোসিটো, সৈয়দ কুতুব, অধ্যাপক ড. এ জিফরী, কে এম পানিকর, মার্মেডিউক মোহাম্মদ পিকথল, শায়খ বদরুদ্দীন সরহিন্দী, এ কে ব্রোহী, আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী, মুফতী মুহাম্মদ শফী, আল্লামা শিবলী নোমানী, সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, উইলিয়াম হান্টার, মাইকেল এইচ হার্ট, ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, মুহাম্মদ মাযহার উদ্দীন সিদ্দিকী, মুহাম্মদ আতাউর রহীম, মুহাম্মদ ইয়াসিন মাযহার সিদ্দিকী, ড. আনাস জারকা প্রমুখ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় বাংলা প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপা হলেও সাম্প্রতিক সময়ে ৪টি আরবী প্রবন্ধ ও ২টি ইংরেজী প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে। এ সব প্রবন্ধ-নিবন্ধ হাদীস শরীফ, আইন, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ৪ জন আরবী প্রাবন্ধিকের ৩ জনের বাংলা প্রবন্ধ ও রয়েছে। সব্যসাচী এ লেখকগণ হলেন-ড.আ. ক ম আবদুল কাদের, আহমদ আলী এবং ড. মোঃ জাকির হুসাইন। এছাড়া অন্য আরবী প্রাবন্ধিক হলেন ড. মোহাম্মদ রুহুল আমীন। ইংরেজী প্রাবন্ধিকের অন্য কোন রচনা এ পত্রিকায় মুদ্রিত হয়নি। ইংরেজী প্রাবন্ধিকগন হলেন-মোঃ আবদুর রশীদ খান এবং মোঃ নুসরত আজীজ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় ১৩ জন মহিলা লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এতে মরিয়ম জামিলা ও ড. লুই লামিয়া আল ফারুকী নামে দু' জন বিদেশী লেখিকাও রয়েছেন। লুৎফুন্নাহার হুদা ও অধ্যাপিকা সালীমা সুলতানার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া খলেদা খানম, অধ্যাপিকা খালেদা বেগম, ছালেমা খাতুন, জান্নাতুল ফেরদৌস আফরীন, খন্দকার নাদিরা পারভীন, নীলুফার ইসলাম নেলী, লতিফা আকন্দ, শামীম আরা চৌধুরী এবং ফাতেমা ইয়াসমীনের মৌলিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

এ পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধের তিনটি সমালোচনা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ছদরুদ্দীন-এর 'কুরআন হাদীসের মর্মকথা' প্রবন্ধের সমালোচনা লিখেছেন মুহাম্মদ আবদুল মালিক চৌধুরী ''জনাব ছদরুদ্দীন-এর 'কুরআন ও হাদীসের মর্মকথা'' শিরোনামে। মেহরাব আলীর '১২৩ হিজরীর একটি মুসলিম শিলালিপি' প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় মুহাম্মদ আবদুল কাদির '' '১২৩ হিজরীর একটি শিলালিপি': সংশোধিত পাঠ'' এবং খান আন্‌সারু-'দ-দীন আহমদ-এর লিখিত 'কুরআন শরীফ অনুবাদ ও তফসীর' প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান লিখেছেন '' 'কুরআন শরীফ : অনুবাদ ও তফসীর' প্রসঙ্গে''।

পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। যেমন: অধ্যাপক ড. এ জিফরীর 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে আল বেরুনীর অবদান' প্রবন্ধ অনুবাদ করেছেন ফারুক মাহমুদ। ধারাবাহিকভাবে দু'সংখ্যায় প্রকাশের পর লেখাটি আর ছাপা হয়নি। বজলুল হক রচিত 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা' এবং মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন-এর 'মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-এর শিক্ষামূলক ও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা' প্রবন্ধ দুটি এক কিস্তি মুদ্রণের পর 'চলবে' বলার পরও তা আর ছাপা হয়নি।*

পাঠ নির্দেশিকা

১. বর্ষ ও সংখ্যার মাঝখানে 'কোলন' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-৩:১ অর্থাৎ ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা।

২. যুগ্ম বা যুক্ত সংখ্যা বুঝাতে দু'টি সংখ্যার মাঝখানে 'হাইফেন' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : ২-৩ অর্থাৎ একত্রে ২য় ও ৩য় সংখ্যা; কিংবা ১-৪ অর্থাৎ একত্রে ১ম থেকে ৪র্থ সংখ্যা।

৩. কোনো রচনা পত্রিকার একাধিক সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলে একাধিক বর্ষ ও সংখ্যার ক্ষেত্রে 'কমা' ও 'সেমিকোলন' ব্যবহার করা হয়েছে (একই বর্ষের একাধিক সংখ্যার ক্ষেত্রে 'কমা' এবং একাধিক বর্ষের ক্ষেত্রে 'সেমিকোলন')।

৪. লেখক ক্রমধারায় নামের আগে, মাঝখানে বা পরে বন্ধনীবদ্ধ শব্দ (যা নামেরই অংশবিশেষ) থাকলে বুঝতে হবে কোনো কোনো প্রবন্ধে ঐ বন্ধনীর অংশটুকু আছে; আবার কোনো কোনো প্রবন্ধে তা নেই; যেমন : ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন (হুসাইন) , মুহাম্মদ রিজাউল করীম (ইসলামাবাদী)।

---

* তথ্যসূত্র : আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা : রচনা সূচি*, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, ঢাকা, ২০০৪ খ্রি.এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বিষয়ভিত্তিক পুস্তক তালিকা*

(২৮-০৬-২০০৮ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	বিষয়/গ্রুপ	পৃষ্ঠা নং
১.	আল-কুরআন ও তাফসীর সম্পর্কিত	২৮৫-২৯০
২.	হাদীস সম্পর্কিত	২৯০-২৯৩
৩.	সীরাতে রাসূলুল্লাহ (সা)	২৯৩-২৯৬
৪.	ইসলামী বিশ্বকোষ	২৯৬-২৯৭
৫.	সীরাত বিশ্বকোষ	২৯৭-২৯৭
৬.	জীবনী-গ্রন্থ	২৯৭-৩০৫
৭.	ইসলামী আইন ও ফিকাহ শাস্ত্র	৩০৫-৩০৭
৮.	ইসলাম ও ইসলামী আদর্শ	৩০৭-৩১৮
৯.	শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি	৩১৮-৩২৩
১০.	ইতিহাস-ঐতিহ্য	৩২৩-৩২৮
১১.	অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান ও স্থাপত্যকলা	৩২৮-৩৩৪
১২.	শিশু-সাহিত্য	৩৩৪-৩৪৫
১৩.	ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত বই	৩৪৫-৩৪৬
১৪.	অন্যান্য	৩৪৬-৩৪৮

---

* বি. দ্রঃ কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় বর্ণিত তালিকায় পুনর্মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত বিষয়ভিত্তিক বইয়ের তালিকা

আল-কুরআন ও তাফসীর সম্পর্কিত

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	৩	৪	৫		৬	৭
১	কোরআন মজিদ (শুধু আরবি)	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	ফেব্রুঃ ৮০	৪র্থ, সেপ্টে ০২	৪৩ ২	১৭৫
২	আল-কুরআনুল করীম (বড় সাইজ)	সম্পাদনা পরিষদ	ফেব্রুঃ ৬৮	২৬তম, অক্টো ০২	১০৬০	৩০০
৩	আল-কুরআনুল করীম (বহনযোগ্য)	সম্পাদনা পরিষদ	ডিসঃ ৯৯	৪র্থ, জুন ০৩	১০৬০	১৯৫
৪	আল-কুরআনুল করীম (কলকাতা ছাপার অক্ষরে মুদ্রণ)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	১০৬০	৪০০
৫	কুরআনুল করীম (১ম খণ্ড)	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	সেপ্টেঃ ৮৯	১ম, সেপ্টে ৮৯	৩১৮	৭৫
৬	কুরআনুল করীম (২য় খণ্ড)	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	নভেঃ ৯১	১ম, নভেঃ ৯১	৩৫২	১১০
৭	কুরআনুল করীম (৩য় খণ্ড)	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	নভেঃ ৯১	১ম, নভেঃ ৯১	৪০০	১২০
৮	আমপারা (শব্দার্থসহ কতিপয় ফজিলতের আয়াত	মোহাম্মদ মোরশেদ হোসেন, মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ ও মাওলানা শরীফ উদ্দীন মারুফ	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	১৭০	৫৫
৯	আমপারা	সম্পাদনা পরিষদ	জানুঃ,৯৭	১ম, জানুঃ ৯৭	৬৪	২৬
১০	উম্মুল কুরআন	মূল ঃ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	জুন ৮০	৩য় , নভেঃ ০২	২৩৭	৫২
১১	তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড)	মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) অনুবাদ ঃ মুহিউদ্দীন খান	জুন ৮০	৮ম, জানু ০৩	৭৮৭	১৯৪
১২	তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (২য় খণ্ড)	মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) অনুবাদ ঃ মুহিউদ্দীন খান	অক্টোঃ ৮০	৭ম, মে ০৩	৬১৮	১৮০
১৩	তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)	মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) অনুবাদ ঃ মুহিউদ্দীন খান	অক্টোঃ ৮০	৭ম, মে ০৩	৬১৮	১৮০
১৪	তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৪র্থ খণ্ড)	মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) অনুবাদ ঃ মুহিউদ্দীন খান	নভেঃ ৮২	৬ষ্ঠ, মার্চ ০৪	৭৬৮	২৯০
১৫	তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৫ম খণ্ড)	মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) অনুবাদ ঃ মুহিউদ্দীন খান	জুন ৮৩	৬ষ্ঠ, ফেব্রু ০৪	৬৬১	১৪৫
১৬	তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৬ষ্ঠ খণ্ড)	মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) অনুবাদ ঃ মুহিউদ্দীন খান	মার্চ ৮৩	৪র্থ, জুন ৯৪	৮৩৮	১৭০
১৭	তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৭ম খণ্ড)	মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) অনুবাদ ঃ মুহিউদ্দীন খান	ডিসেঃ ৮৩	৫ম, মার্চ ০৪	৮১৬	৩৩০
১৮	তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৮ম খণ্ড)	মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) অনুবাদ ঃ মুহিউদ্দীন খান	জুন ৮৩	৫ম, জুন ২০০০	৯২৮	২৩৫
১৯	তাফসীরে ইবনে কাসীর (১ম খণ্ড)	মূল ঃ ইবনে কাছীর (র) অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	মে ৮৮	৩য়, অক্টো ০৩	৭৭৬	২৬৭
২০	তাফসীরে ইবনে কাসীর (২য় খণ্ড)	মূল ঃ ইবনে কাছীর (র) অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	মে ৯০	৩য়, ডিসে ০৩	৮০০	২৭৬
২১	তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩য় খণ্ড)	মূল ঃ ইবনে কাছীর (র) অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	সেপ্টে ৯১	১ম, সেপ্টে ৯১	৭৪৮	২৫০
২২	তাফসীরে ইবনে কাসীর (৪র্থ খণ্ড)	মূল ঃ ইবনে কাছীর (র) অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	মার্চ ৯৯	১ম, মার্চ ৯৯	৮০৮	২৫০
২৩	তাফসীরে ইবনে কাসীর (৫ম খণ্ড)	মূল ঃ ইবনে কাছীর (র) অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	জুন ২০০০	১ম, জুন ২০০০	৫৬২	২০৫

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৪	তাফসীরে ইবনে কাসীর (৬ষ্ঠ খণ্ড)	মূল ঃ ইবনে কাছীর (র) অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	জুন ২০০০	১ম, জুন ২০০০	৫২০	১৯০
২৫	তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭ম খণ্ড)	মূল ঃ ইবনে কাছীর (র) অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	জানুঃ ০৪	১ম, জানু ০৪	৬০৪	২০৫
২৬	তাফসীরে ইবনে কাসীর (৮ম খণ্ড)	মূল ঃ ইবনে কাছীর (র) অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	মে ০২	১ম, মে ০২	৭৩৬	২৬৫
২৭	তাফসীরে ইবনে কাসীর (৯ম খণ্ড)	মূল ঃ ইবনে কাছীর (র) অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	ডিসেঃ ০২	১ম, ডিসেঃ ০২	৭৬০	২৮০
২৮	তাফসীরে ইবনে কাসীর (১০ম খণ্ড)	মূল ঃ ইবনে কাছীর (র) অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	মার্চ ০৩	১ম, মার্চ ০৩	৭৫৪	২৮০
২৯	তাফসীরে ইবনে কাসীর (১১শ খণ্ড)	মূল ঃ ইবনে কাছীর (র) অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	মে ০৩	১ম, মে ০৩	৬৪০	২১০
৩০	তাফসীরে তাবারী শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম তাবারী (র)	সেপ্টেঃ ৯৩	১ম, সেপ্টে ৯৩	৪৪০	২১৮
৩১	তাফসীরে তাবারী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম তাবারী (র)	জানুঃ ৮৮	১ম, জানু ৮৮	৩৭৮	১৭৫
৩২	তাফসীরে তাবারী শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম তাবারী (র)	জুলাই ৯২	১ম, জুলাই ৯২	৪০০	১৮০
৩৩	তাফসীরে তাবারী শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম তাবারী (র)	মার্চ ৯৩	১ম, মার্চ ৯৩	৪৭২	২১০
৩৪	তাফসীরে তাবারী শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম তাবারী (র)	মে ৯৪	১ম, মে ৯৪	৬০০	১৭৯
৩৫	তাফসীরে তাবারী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	ইমাম তাবারী (র)	মে ৯৪	১ম, মে ৯৪	৪২৪	১৬০
৩৬	তাফসীরে তাবারী শরীফ (৭ম খণ্ড)	ইমাম তাবারী (র)	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	৫০০	২১৫
৩৭	তাফসীরে তাবারী শরীফ (৮ম খণ্ড)	ইমাম তাবারী (র)	জুন ২০০০	১ম,জুন ২০০০	৪৯৬	১৮০
৩৮	তাফসীরে তাবারী শরীফ (৯ম খণ্ড)	ইমাম তাবারী (র)	অক্টো ২০০০	১ম ,অক্টো ২০০০	৪৯২	২৪০
৩৯	তাফসীরে মাযহারী (১ম খণ্ড)	আল্লামা কাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপথী	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	৭৮০	২৩০
৪০	তাফসীরে মাযহারী (২য় খণ্ড)	আল্লামা কাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপথী	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	৭৬০	২৪০
৪১	তাফসীরে মাযহারী (৩য় খণ্ড)	আল্লামা কাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপথী	নভেঃ ৯৮	১ম, নভে ৯৮	৪৯০	২৫০
৪২	তাফসীরে মাযহারী (৪র্থ খণ্ড)	আল্লামা কাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপথী	ফেব্রু ০১	১ম, ফেব্রু ০১	৫১৮	২০৩
৪৩	তাফসীরে মাযহারী (৫ম খণ্ড)	আল্লামা কাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপথী	জুন ০২	১ম, জুন ০২	৬৮৮	২৬৪
৪৪	তাফসীরে মাযহারী (৬ষ্ঠ খণ্ড)	আল্লামা কাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপথী	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	৬৯২	২৮০
৪৫	তাফসীরে মাযহারী (৭ম খণ্ড)	আল্লামা কাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপথী	অক্টোঃ ০৩	১ম, অক্টোঃ ০৩	৮৩০	২৬০
৪৬	তাফসীরে উসমানী (১ম খণ্ড)	সাব্বীর আহমদ উসমানি ও মাহমুদুল হাসান	জুন ৯৬	১ম, জুন ৯৬	৭২০	২০০
৪৭	তাফসীরে উসমানী (২য় খণ্ড)	মাওলানা সাব্বীর আহমদ উসমানী	এপ্রিল ৯৭	১ম, এপ্রিল ৯৭	৭৬৭	২১৫
৪৮	তাফসীরে উসমানী (৩য় খণ্ড)	মাওলানা সাব্বীর আহমদ উসমানী	সেপ্টেঃ ০৩	১ম, সেপ্টেঃ ০৩	৭৫৮	২৯৫
৪৯	তাফসীরে মাজেদী (১ম খণ্ড)	মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী	অক্টোঃ ৯৪	১ম, অক্টোঃ ৯৪	৫৯২	১৭০
৫০	তাফসীরে মাজেদী (২য় খণ্ড)	মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী	জুন ৯৮	১ম, জুন ৯৮	৬৮৬	২২৫
৫১	তাফসীরে নুরুল কুরআন (১ম খণ্ড ১ম পারা)	মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	জুলাই ৮৮	১ম, জুলাই ৮৮	৫৬৮	১৮০
৫২	তাফসীরে নুরুল কুরআন (২য় খণ্ড ২য় পারা)	মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	জুলাই ৮৮	১ম, জুলাই ৮৮	৪৪২	১৪০
৫৩	আহকামুল কুরআন (১ম খণ্ড)	অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	জুন ৮৮	১ম, জুন ৮৮	১৯৪২	২০০
৫৪	আহকামুল কুরআন (২য় খণ্ড)	অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	নভেঃ ৮৮	১ম, নভেঃ ৮৮	৮২৪	১৮০
৫৫	কাসাসুল কুরআন (১ম খণ্ড)	অনুবাদ : আবদুল মতীন জালালাবাদী	মে ৯০	১ম, মে ৯০	৭১১	১১০
৫৬	কাসাসুল কুরআন (২য় খণ্ড)	অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল আলম খান	অক্টোঃ ০৩	১ম, অক্টোঃ ০৩	২৫৮	৫৩
৫৭	কাসাসুল কুরআন (৪র্থ খণ্ড)	অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ মুসা	জুন ৮৯	১ম, জুন ৮৯	৫৬২	৭০
৫৮	তাবিলাতে আহলে আল সুন্নাহ (আরবী) ১ম খণ্ড	ড. মুস্তাফিজুর রহমান	সেপ্টেঃ ৮৬	১ম, সেপ্টেঃ ৮৬	৮১২	৫০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৯	তাবিলাতে আহলে আল সুন্নাহ (আরবী) ২য় খণ্ড	ড. মুস্তাফিজুর রহমান	জুন ৮৬	১ম, জুন ৮৬	৮২৪	৯০
৬০	তাফসীর-ই-জালালাইন (১ম খণ্ড)	মূল ঃ ইমাম জালালুদ্দীন মহল্লী ও ইমাম জালালুদ্দীন সয়ূতী অনুবাদ ঃ ফরীদউদ্দীন মাসউদ	জানুঃ ৯১	১ম, জানুঃ ৯১	৬৩৬	২০০
৬১	আল-কুরআনের তিনটি সূরা	এম. ফেরদাউস খান	জুলাই ৭৮	১ম, জুলাই ৭৮	৩৮	৪
৬২	সেরা কাহিনী	এম. ফেরদাউস খান	অক্টোঃ ৭৯	১ম, অক্টোঃ ৭৯	৩৬	৪
৬৩	কুরআনের শতবাণী	মোঃ আবুদল কুদ্দুস	নভেঃ ৭৯	১ম, নভেঃ ৭৯	২৪	২
৬৪	আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সমাজসেবা	জুলফিকার আহমদ কিসমতী	ফেব্রুঃ ৮০	১ম, ফেব্রুঃ ৮০	১৬	১.৫০
৬৫	পবিত্র কুরআনের সার সংক্ষেপ	মাওলানা মুহিউদ্দীন খান	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	১২৮	১২
৬৬	আল-কুরআনের কিসসা	এ. কে. এম. হারুন খান	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	৪০	৪.৫০
৬৭	তফসীরে সুরাতুল ফাতিহা	আবুল হাশিম	জুন ৬৮	২য়, নভেঃ ৭৯	৬৪	৬
৬৮	দৈনন্দিন জীবনে কুরআনের আদর্শ	এ.বি.এম. কামাল উদ্দীন	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	৪৪	২.৫০
৬৯	আল-ফাতিহা	আবুল হাশিম	১৯৭০	২য়, মার্চ ৮০	৩৬	৩
৭০	কুরআনে স্বাধীনতার বাণী	মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪৪	৩.৫০
৭১	কুরআন ব্যাখ্যার নয়া পদ্ধতি	মূল ঃ ড. ইসমাঈল আল ফারুকী অনুবাদ ঃ তালিম হোসেন	মে ৮০	১ম, মে ৮০	২৪	২
৭২	কুরআনের আলোকে শয়তান	এ.বি.এম. কামাল উদ্দীন	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৪০	১.২৫
৭৩	কুরআনের আলো	মোঃ আজহার উদ্দীন	ফেব্রুঃ ৮১	১ম, ফেব্রুঃ ৮১	৩২৮	৩০
৭৪	কুরআন গবেষণার মূলনীতি	মূল ঃ আমিন আহসান ইসলাহী অনুবাদ ঃ সৈয়দ জহিরুল হক	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	২০৭	১৩
৭৫	কুরআনের অর্থনৈতিক পথনির্দেশ	মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	২৪	১.৫০
৭৬	আল-কুরআনের তেইশটি সূরা	অনুবাদ ঃ এম. ফেরদাউস খান	জানু ৮১	১ম, জানু ৮১	৩২	৪
৭৭	কাব্যে আমপারা	কাজী নজরুল ইসলাম	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টেঃ ৮০	৬৮	৫
৭৮	আমপারা	অনুবাদ ঃ এম. ফেরদাউস খান	এপ্রিল ৮২	১ম, এপ্রিল ৮২	৯৬	১৪
৭৯	কুরআন-হাদীসের আলোকে সৈনিকের কর্তব্য	আশরাফ আলী আবাদী	ডিসেঃ ৮৭	৩য়, মার্চ ০১	১০৭	৩৮
৮০	কুরআন নির্দেশিকা	আবদুল মতীন জালালাবাদী	ডিসেঃ ৭৯	২য়, মার্চ ৮৭	৩২	৫
৮১	নৈতিক চরিত্র গঠনে কুরআনের শিক্ষা	ড. আহমদ শামসুল ইসলাম	মার্চ ৮৫	২য়, মে ৮৭	২১০	৩২
৮২	পবিত্র কুরআনের দর্পণে মানব জীবন	মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	জুলাই ৮৭	১ম, জুলাই ৮৭	২১৮	৪০
৮৩	কুরআনের আলোকে বিজ্ঞান	মুহাম্মদ শফীউল্লাহ	নভেঃ ৮৭	২য়, জুন ৯৯	১৩৫	৪০
৮৪	কুরআনের শিক্ষা	মোঃ মাজহারুল কুদ্দুস	মার্চ ৮৮	২য়, জুন ৯৫	৮৭৯	১২০
৮৫	আল-কুরআন সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ	ওবায়দুল হক মিয়া	জুন ৮৮	২য়, মে ৯২	৫২	১৮
৮৬	কুরআনিক অর্থনীতি	অধ্যক্ষ আবুল কাসেম	ফেব্রুঃ ৮৯	১ম, ফেব্রুঃ ৮৯	৭৬	১২
৮৭	আশ্চর্য এই কুরআন	ড. খলীফা মিসরী, অনুঃ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	মার্চ, ৮৪	১ম, মার্চ ৮৪	২৪	২
৮৮	আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	মূল ঃ ড. মরিস বুকাইলী অনুবাদ ঃ মঈন উদ্দীন আহমদ খান	জানুঃ ৮৪	১ম, জানুঃ ৮৪	৩২	৩
৮৯	কুরআনের চিরন্তন মুজিযা	ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান	আগস্ট ৮০	৩য়, জুন ৯১	৩১৬	৫৫
৯০	পাক কুরআনের এক নজর	মুহাম্মদ আজিজুল্লাহ	এপ্রিল ৮৫	১ম, এপ্রিল ৮৫	১১৬	১৫
৯১	কুরআনের দৃষ্টিতে বন্ধু ও শত্রু	অধ্যাপক মোঃ মোশাররফ হোসাইন	মে ৮৫	৪র্থ, মার্চ ০২	১৩৪	৩৫
৯২	আল-কুরআন ও আমাদের সমাজ	আবদুল খালেক	ডিসেঃ ৮৫	১ম,ডিসেঃ ৮৫	১৭২	২৫
৯৩	কুরআনের জ্যোতি	সৈয়দ বদরুদ্দোজা	মে ৮৬	১ম, মে ৮৬	১১৩	১৪

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯৪	বাংলা ভাষার কুরআন চর্চা	ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান	আগস্ট ৮৬	১ম, আগস্ট ৮৬	৬০০	৮০
৯৫	ইলমুল কুরআন	অনুবাদ ঃ সিরাজুল ইসলাম	জুন ৮৬	১ম, জুন ৮৬	২৫৬	৪০
৯৬	পাঞ্জে সূরা	মফিজ উদ্দীন আহমদ	ডিসেঃ ৮৬	১ম, ডিসেঃ ৮৬	৫৮	১৫
৯৭	আধুনিক বিজ্ঞান, ইতিহাস ও কুরআন	অধ্যাপক গোলাম ছোবহান	ডিসেঃ ৮৬	১ম, ডিসেঃ ৮৬	২১৬	৩৯
৯৮	কুরআনের ইতিহাস দর্শন	ড. মাযহার উদ্দীন	ফেব্রুঃ ৮৭	১ম, ফেব্রুঃ ৮৭	২৫৮	৪০
৯৯	কুরআন ও মানব মন	মূল ঃ ড. সৈয়দ আবদুল লতিফ অনুবাদ ঃ দরবেশ আলী খান	এপ্রিল ৮৭	১ম, এপ্রিল ৮৭	১৫৬	২৫
১০০	কুরআন চয়নিকা	অনুবাদ ঃ এস. মুজিবুল্লাহ	নভেঃ ৮৬	১ম, নভেঃ ৮৬	১৮০	২৫
১০১	কুরআন অধ্যয়নের মূলনীতি	মূলঃ সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী অনুবাদঃ মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী	এপ্রিঃ ৮৭	১ম, এপ্রিঃ ৮৭	২৫৬	২৫
১০২	কুরআন বুঝার উপায়	মূল ঃ মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী অনুবাদ ঃ ইসলাম গণী	জুন ৮৭	১ম, জুন ৮৭	২২৪	২৭
১০৩	কুরআনের নীতিতত্ত্ব	অনুবাদ ঃ ড. আহম্মদ হোসেন	এপ্রিল ৯০	১ম, এপ্রিল ৯০	৮০	১৫
১০৪	বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা	মোঃ শামসুদ্দিন মোল্লা	জুন ৯৩	১ম, জুন ৯৩	৩২	১৮
১০৫	আল-কুরআন ও আবহাওয়া বিজ্ঞান	মোঃ আবদুর রউফ	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	১৩০	৩৩
১০৬	কুরআন পরিচিতি	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	৫১৪	১৩৩
১০৭	তাফসীরে সূরা ইউসুফ	মুফতী দীন মুহাম্মদ খান	এপ্রিল ৯৭	১ম, এপ্রিল ৯৭	১৪১	৩৪
১০৮	বিসমিল্লাহ্‌র তাৎপর্য	শায়খ আবদুল করীম হাম্বলী	মে ৯৮	১ম, মে ৯৮	৯৬	৫০
১০৯	আল-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা বোর্ড	অক্টোঃ ২০০০	১ম, অক্টোঃ ২০০০	৫০৪	২৩৬
১১০	আল-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা বোর্ড	নভেঃ ০৩	১ম, নভেঃ ০৩	৪৯২	২৩৫
১১১	পবিত্র কুরআনের অভিধান (১ম খণ্ড)	মুহাম্মদ আবদুল হাই	ডিসেঃ ০৩	১ম, ডিসেঃ ০৩	৫২০	১৬৭
১১২	পবিত্র কুরআনের অভিধান (২য় খণ্ড)	মুহাম্মদ আবদুল হাই	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	২২৮	৬৫
১১৩	আল-কুরআনের শাশ্বত পয়গাম	সম্পাদনা বোর্ড	অক্টোঃ ০২	১ম, অক্টোঃ ০২	২৪৮	৫০
১১৪	পবিত্র কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি	মুফতী সুলতান মাহমুদ	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	৭০	৩৪
১১৫	আল কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা	মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	৪৫৫	৮৫
১১৬	কুরআনের আলোকে দীনি দাওয়াতের মূলনীতি	ক্বারী মোঃ তৈয়ব	ডিসেঃ ৮৫	১ম, ডিসেঃ ৮৫	১১২	৩৫
১১৭	কুরআনের রাষ্ট্রনীতি	অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক	ডিসেঃ ৮৬	১ম, ডিসেঃ ৮৬	৪৮	১০
১১৮	আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	মূল ঃ ড. মরিস বুকাইলি অনুবাদ ঃ ড. মঈনুদ্দীন আহমদ খান	নভেঃ ৮২	১ম, নভেঃ ৮২	৩২	৩
১১৯	আলো অনির্বাণ	আসকার ইবনে শাইখ	সেপ্টেঃ ০২	১ম, সেপ্টেঃ ০২	১৩৬	৪০
১২০	তাফসীরুল কুরআনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	ড. মোহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী	জুন ০২	১ম, জুন ০২	৪৪৮	১৬১
১২১	আল আমসালে ফি আল কুরআনুল করীম	ড. আবদুল্লাহ আল মা'রূফ মুহাম্মদ শাহ আলম	জুন ০২	১ম, জুন ০২	১৪৪	৬২
১২২	আল কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য	মূল ঃ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ	জানুঃ ০৪	১ম, জানুঃ ০৪	৩৮৪	৮০
১২৩	আল-কুরআনে অর্থনীতি (১ম খণ্ড)	ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ	এপ্রিল ৯০	২য়, অক্টোঃ ০৩	৬৬৪	১৭২
১২৪	আল-কুরআনে অর্থনীতি (২য় খণ্ড)	ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ	এপ্রিল ৯০	২য়, জুনঃ ০৩	৬৬৪	১৫৪
১২৫	সহীহ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি	মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুল মতিন সরকার	ফেব্রুঃ ০৪	১ম, ফেব্রুঃ ০৪	৪০	২৫
১২৬	ওহীর মর্ম ও তাৎপর্য	ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ	জুন ৯৯	১ম, জুন ৯৯	৫২	২০
১২৭	তাফসীর শাস্ত্র পরিচিতি	শামসুল হক দৌলতপুরী	জুন ৯৯	২য়, মার্চ ০৪	৭৬	২৭

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২৮	ফাযায়েলে কুরআন	মূল ঃ মাওলানা যাকারিয়া অনুবাদ ঃ এ.বি.এম. নুরুজ্জামান	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১৯২	৮
১২৯	বিভিন্ন ভাষায় আল-কুরআনের তরজমা ও তাফসীর	অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টেঃ ৮০	৮০	২
১৩০	হাফেজী কুরআন শরীফ	ইফাবা	জুন ৭৯	১ম, জুন ৭৯	৬০০	১২
১৩১	কুরআন কাহিনী	ড.এম.এ. সাত্তার, অনুঃ গোলাম সামদানী	ডিসেঃ ৮১	১ম, ডিসেঃ ৮১	১২৮	১৮
১৩২	তাফসীরে সূরা ইয়াসিন	মাওলানা মাহমুদুর রহমান	সেপ্টেঃ ৮৩	২য়, জুন ৯৮	২৪০	৫৬
১৩৩	কুরআনের বাণী	খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ	অক্টোঃ ৮২	১ম, অক্টোঃ ৮২	১৯২	১২
১৩৪	কুরআনের বাণী	আবুল ফজল	জুন ৮৯	১ম, জুন ৮৯	২৯০	১৮
১৩৫	কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি	মূল ঃ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	মে ৮১	১ম, মে ৮১	১৫৫	১৫
১৩৬	নাজাতুল ক্বারী	গরীবুল্লাহ মাসরুর	এপ্রিল ৮৩	২য়, জুন ৮৪	৬৪	৬
১৩৭	আল কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য	সাইয়িদ কুতুব শহীদ	জানুঃ ০৪	১ম, জানুঃ ০৪	৩৮৪	৮০
১৩৮	In the Shade of Al-Quran (Vol-1)	Syed Qutub	ডিসেঃ ৮১	১ম, ডিসেঃ ৮১	২৯০	২৫
১৩৯	Translation from the Quran (Vol-1)	Altaf Gauhar	জুন ৮৩	১ম, জুন ৮৩	১৮২	৩০
১৪০	Quran and the Modern Science	Dr. Maurice Bucaile	এপ্রিল ৮৩	১ম, এপ্রিল ৮৩	৩২	৫
১৪১	History of Printing of the Holy Quran	Dr. Mofakhakhar Hossain	জুন ৮৮	১ম, জুন ৮৮	৮০	১৪
১৪২	Science and the Quran	Dr. M. Golam Muazzam	ডিসেঃ ৮৯	১ম, ডিসেঃ ৮৯	১০২	১৫
১৪৩	Scientific Indications in the Holy Quran	Board of Researchers	ডিসেঃ ৯০	২য়, জুন ৯৫	৬৪৪	১৩২
১৪৪	The Quranic Principle of Education	Ferdous khan	ফেব্রুঃ ৮৮	১ম, ফেব্রুঃ ৮৮	৩৬	১০
১৪৫	Satanic Verses : A Thousand Year old Conspiracy	Syed Ashraf Ali	জুন ৯৬	২য়, জুলাই ০৩	১১০	৩১
১৪৬	The Scientific Findings and the Holy Quran	Md. Ferdous Khan	মার্চ ৭৮	২য়, মার্চ ৮০	২০	৩
১৪৭	The Quranic Stories	Dr. Abdus Sattar	অক্টোঃ ৭৯	২য়, জুন ৮২	৯৮	১৬
১৪৮	আল-কুরআনুল করীম (সরল তরজমা) (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	নভেঃ ০৪	১ম/ নভেঃ ০৪	৬৫৬	২৪০
১৪৯	আল-কুরআনুল কারীম (সরল তরজমা) (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	ডিসেঃ ০৪	১ম/ ডিসেঃ০৪	১২৪০	২২০
১৫০	আল-কুরআনুল কারীম (বাংলা তরজমা)	ইফাবা প্রকাশনা	মার্চ ০৫	১ম/ মার্চ ০৫	৭৭২	৮৮
১৫১	তাফ্সীরে ইব্ন আব্বাস (২য় খণ্ড)	অনুবাদ ও সংকলন	নভেঃ ০৪	১ম/নভেঃ ০৪	৫৬৮	২৫০
১৫২	তাফ্সীরে ইবনে আব্বাস (১ম খণ্ড)	অনুবাদ ও সংকলন	নভেঃ ০৪	১ম/নভেঃ ০৪	৫৪৪	২৩০
১৫৩	তাফ্সীরে মাযহারী (৮ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	এপ্রিল ০৪	১ম/এপ্রিল ০৪	৮১৬	২৬০
১৫৪	তাফ্সীরে মাযহারী (৯ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	৭৫২	২৫০
১৫৫	তাফ্সীরে মাযহারী (১০ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	ডিসে. ০৪	১ম/ডিসে. ০৪	৭০৪	২৫০
১৫৬	তাফ্সীরে মাযহারী (১১তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জানু. ০৫	১ম/জানু. ০৫	৭৮৪	২৭০
১৫৭	তাফ্সীরে মাযহারী (১২তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মার্চ ০৫	১ম/মার্চ ০৫	৬৫০	২৭০
১৫৮	তাফ্সীরে মাযহারী (১৩তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মার্চ ০৫	১ম/মার্চ ০৫	৪৪৬	১৯০
১৫৯	তাফ্সীরে উসমানী (৪র্থ খণ্ড)	মূল ঃ সাব্বির আহমদ উসমানী অনুঃ সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	৭৭৬	৩২০
১৬০	তাহাবী শরীফ (১ম খণ্ড)	অনুবাদ ঃ মাওলানা জাকির হোসেন	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	৬৩২	২৫০
১৬১	তাহাবী শরীফ (২য় খণ্ড)	অনুবাদ ঃ মাওলানা জাকির হোসেন	সেপ্টে ০৪	১ম/সেপ্টে ০৪	৭৫২	২৮৫
১৬২	তাফ্সীরে তাবারী শরীফ (১১তম খণ্ড)	মূল ঃ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জরীর তাবারী (র) অনুবাদ ঃ সম্পাদনা পরিষদ	ফেব্রু ০৪	১ম/ ফেব্রু ০৪	৭৬৮	৩৩০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৬৩	সূরা ফাতিহার মর্ম ও শিক্ষা	ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক	জুন ০৬	১ম/জুন ০৬	২৭০	৮৮
১৬৪	গভীরতম অনুভবে আল-কুরআন	মোঃ ফেরদৌস খান ও মোঃ আব্দুল হালিম	সেপ্টে.০৭	১ম/সেপ্টে.০৭	১৬৪	৫০
১৬৫	আল-কুরআনুল করীম-এর আলংকারিক বৈশিষ্ট্য	ড. মোঃ গোলাম মাওলা	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	৪০৮	১১৭
১৬৬	আল-কুরআনের কথা	মুহাম্মদ আবু আনছার	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	৯৬	৩০
১৬৭	তাফসীর ও তাফসীরকার পরিচিতি	মুহাম্মদ মূসা	ডিসেঃ ০৫	১ম/ডিসেঃ ০৫	৭৬	২৮
১৬৮	আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (৩য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মার্চ ০৪	১ম /মার্চ ০৪	৪২৪	১৮০
১৬৯	আল কুরআনে বিজ্ঞান	মূল ঃ গবেষণা বিভাগ বোর্ড অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ অনূদিত	মার্চ ০৪	১ম/মার্চ ০৪	৬৬৯	১৫২
১৭০	আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (৪র্থ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	৩০৮	১৪০
১৭১	মানবেতিহাসে আল কুরআনের প্রভাব	মূল ঃ এ.কে ব্রোহী অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ হাসান রহমতী	মে ০৪	১ম/মে ০৪	২০	১২
১৭২	কাসাসুল কুরআন (৩য় খণ্ড)	আল্লামা হিফযুর রহমান সেওহারবী	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	৩৬৪	৭০
১৭৩	কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান	মাওঃ হায়াত মাহমুদ (জাকির)	অক্টো ০৪	১ম/অক্টো ০৪	৩৯৬	১১০
১৭৪	আল কুরআনে ঈমান প্রসঙ্গ	এ, এম, এম সিরাজুল ইসলাম	ফেব্রু.০৫	১ম/ফেব্রু.০৫	২২৪	৫৭
১৭৫	কুরআনের প্রকাশভঙ্গি ও ভাষা অলংকার	দিদারুল ইসলাম	জানু ০৫	১ম/জানু ০৫	১৯৫	৬৫
১৭৬	Some Practical Lesson from the Quran	Mohammad Mazharul Quddus	মে ০৫	১ম/ মে ০৫	৯২	৫৩
১৭৭	হিদায়াতুল কুরআন (১ম খণ্ড)	প্রফেসর ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক	ফেব্রু. ০৮	১ম/ফেব্রু. ০৮	৫৩২	২৮৪
১৭৮	তাফসীরে কবীর (১ম খণ্ড)	ইমাম ফখরুদ্দীন আর রাযী (র)	ডিসে. ০৭	১ম/ডিসে. ০৭	৪০২	২২০
১৭৯	তাহাবী শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম আবূ জাফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মিসরী আত-তাহাবী (র)	ডিসে ০৭	১ম./ডিসে ০৭	৬৪৪	৩২০
১৮০	তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রা) (৩য় খণ্ড)	হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)	ডিসে ০৭	১ম/ডিসে ০৭	৭২৪	৩৪০
১৮১	তাফসীরে তাবারী শরীফ (শেষ খণ্ড)	অনুবাদ : অধ্যাপক ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক	জুন ০৮	১ম/জুন ০৮	৩৪৪	১৭০

হাদীস সম্পর্কিত

১	হাদীস সংকলনের ইতিহাস	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	জুন ৯২	১ম, জুন ৯২	৬৮৬	১৬০
২	বুখারী শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	ডিসেঃ ৮৯	৪র্থ, এপ্রিল ০২	৩১৬	১০৫
৩	বুখারী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	ফেব্রুঃ ৯১	৪র্থ, জুন ০২	৪৬২	১৬০
৪	বুখারী শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	এপ্রিল ৯১	৪র্থ, মার্চ ০৩	৩৩২	১২৭
৫	বুখারী শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	জুন ৯১	৩য়, মার্চ ০৩	৪৪০	১৫০
৬	বুখারী শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	জুন ৯১	৩য়, মার্চ ০৩	৪২০	১৪৮
৭	বুখারী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	জুন ৯১	৩য়, জুন ০৩	৫৩২	২০০
৮	বুখারী শরীফ (৭ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	মে ৯২	৩য়, জুন ০৩	৪০০	১৬০
৯	বুখারী শরীফ (৮ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	সেপ্টেঃ ৯২	৩য়, জুন ০৩	৫০২	২০০
১০	বুখারী শরীফ (৯ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	মার্চ ৯৫	৩য়, জুন ০৩	৫৯৮	২৫০
১১	বুখারী শরীফ (১০ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	মে ৯৪	৩য়, জুন ০৩	৬৪০	২৪৮
১২	মুসলিম শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম আবূ মুসলিম (র)	জানুঃ ৮৯	৩য়, মে ০২	২৮৬	১৭০
১৩	মুসলিম শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম আবূ মুসলিম (র)	মে ৯১	২য়, জানুঃ ০৩	৫১৮	২০০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪	মুসলিম শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম আবূ মুসলিম (র)	জুন ৯১	২য়, এপ্রিল ০৩	৫০৪	২১২
১৫	মুসলিম শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম আবূ মুসলিম (র)	জুন ৯২	২য়, এপ্রিল ০৩	৫৪০	২২৫
১৬	মুসলিম শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম আবূ মুসলিম (র)	ডিসেঃ ৯৪	২য়, মে ০৩	৪৩৮	২০০
১৭	মুসলিম শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	ইমাম আবূ মুসলিম (র)	জুন ৯১	২য়, জুন ০৩	৪৪৮	১৯৫
১৮	মুসলিম শরীফ (৭ম খণ্ড)	ইমাম আবূ মুসলিম (র)	জুন ৯৪	২য়, মে ০৩	৪৮৮	২০৭
১৯	মুসলিম শরীফ (৮ম খণ্ড)	ইমাম আবূ মুসলিম (র)	জুন ৯৯	১ম, জুন ০৩	৫৬০	২৫০
২০	তিরমিযী শরীফ (১ম খণ্ড)	মূল : ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী (র), অনুবাদ : ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	সেপ্টেঃ ৮৯	১ম, সেপ্টেঃ ৮৯	৪২৪	১৩০
২১	তিরমিযী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম তিরমিযী (র)	অক্টোঃ ৯৩	১ম, অক্টোঃ ৯৩	৪৪৮	২৩০
২২	তিরমিযী শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম তিরমিযী (র)	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	৬০০	২০০
২৩	তিরমিযী শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম তিরমিযী (র)	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	৭৫২	৩৫৫
২৪	তিরমিযী শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম তিরমিযী (র)	জুন ৯৯	১ম, জুন ৯৯	২৪৩	২৮০
২৫	তিরমিযী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	ইমাম তিরমিযী (র)	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	৫৫৬	২৪০
২৬	আবূ দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম আবূ দাউদ (র)	জুন ৯০	১ম, জুন ৯০	৫২০	১৮৫
২৭	আবূ দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম আবূ দাউদ (র)	এপ্রিল,৯১	১ম, এপ্রিল ৯১	৫২০	১৮৫
২৮	আবূ দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম আবূ দাউদ (র)	আগস্ট ৯২	১ম, আগস্ট ৯২	৫২০	১৯০
২৯	আবূ দাউদ শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম আবূ দাউদ (র)	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	৫৮৪	২৬০
৩০	আবূ দাউদ শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম আবূ দাউদ (র)	জুন ৯৯	১ম, জুন ৯৯	৬৬৪	২৯৫
৩১	সুনানে ইবনে মাজাহ (১ম খণ্ড)	ইবনে মাজাহ	জুন ২০০০	১ম, জুন ২০০০	৫২৪	২২৫
৩২	সুনানে ইবনে মাজাহ (২য় খণ্ড)	ইবনে মাজাহ	জানুঃ ০১	১ম, জানুঃ ০১	৬১৩	২৪৭
৩৩	সুনানে ইবনে মাজাহ (৩য় খণ্ড)	ইবনে মাজাহ	মার্চ ০২	১ম, মার্চ ০২	৬৫৬	২৬২
৩৪	সুনানে নাসাঈ শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম নাসাঈ (র)	ফেব্রুঃ ০১	১ম, ফেব্রুঃ ০১	৪৮০	২০০
৩৫	সুনানে নাসাঈ শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম নাসাঈ (র)	মে ০২	১ম, মে ০২	৬২৪	২৫৬
৩৬	সুনানে নাসাঈ শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম নাসাঈ (র)	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	৬২০	২৪০
৩৭	মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র) (১ম খণ্ড)	ইমাম মালিক (র)	সেপ্টেঃ ৮২	৪র্থ, ফেব্রুঃ ০২	৫২৪	২৩৬
৩৮	মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র) (২য় খণ্ড)	ইমাম মালিক (র)	জুন ৮৭	৩য়, ডিসেঃ ০১	৭৩৫	৩১০
৩৯	মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ (র)	অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ মুসা	আগস্ট ৮৮	১ম, আগস্ট ৮৮	৭৪৪	১৫০
৪০	মা'আরিফুল হাদীস (১ম খণ্ড)	অনুবাদ : মাওলানা নুরুজ্জামান	জুন ০১	১ম, জুন ০১	২৬৪	৬৫
৪১	মা'আরিফুল হাদীস (২য় খণ্ড)	অনুবাদ : মাওলানা নুরুজ্জামান	মে ৮৮	১ম, মে ৮৮	৩৯৬	৬০
৪২	মা'আরিফুল হাদীস (৪র্থ খণ্ড)	অনুবাদ : মাওলানা বুরহানুদ্দীন	ডিসেঃ ০৩	১ম, ডিসেঃ ০৩	২৪০	৪৮
৪৩	মা'আরিফুল হাদীস (৬ষ্ঠ খণ্ড)	অনুবাদ : মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই	সেপ্টেঃ ০৩	১ম, সেপ্টেঃ ০৩	২২২	৪৮
৪৪	মা'আরিফুল হাদীস (৭ম খণ্ড)	অনুবাদ : মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই	ডিসেঃ ০৩	১ম, ডিসেঃ ০৩	১৭৪	৪৬
৪৫	আল আদাবুল মুফরাদ (১ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	মে ৯৪	১ম, মে ৯৪	৫৫২	৯০
৪৬	আল আদাবুল মুফরাদ (২য় খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	মে ৯৪	১ম, মে ৯৪	৫৫২	৯০
৪৭	তাজরীদুস সিহাহ (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	৪৩২	২২৬
৪৮	তাজরীদুস সিহাহ (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ২০০	১ম, জুন ২০০	৪৮২	২৬০
৪৯	সহস্র হাদীস	মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান	জুন ৯৩	৩য়, ফেব্রুঃ ০১	১২০	৩৫
৫০	কাসাসুল হাদীস	মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী	ফেব্রুঃ ৮৮	১ম, ফেব্রুঃ ৮৮	৬৮	১০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫১	চল্লিশ হাদীস	মুহাম্মদ রেজাউল করীম ইসলামাবাদী	ডিসেঃ ৮৮	১ম, ডিসেঃ ৮৮	৮০	১০
৫২	হযরতের একশত হাদীস	এম. এ. সামাদ সম্পাদিত	নভেঃ ৭৯	১ম, নভেঃ ৭৯	২৮	২
৫৩	হাদীসে আরবাঈন	এ. এস. এম. আবদুল হাই	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৩২	২
৫৪	হাদীসে কুদসী	মূল ঃ আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী অনুবাদ ঃ মমতাজ উদ্দীন আহমদ	জুন ৮৭	৪র্থ, এপ্রিল ০২	৩৪৪	৬৩
৫৫	যাদুল মা'আদ (১ম খণ্ড)	অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	মার্চ ৮৮	১ম, মার্চ ৮৮	৪৫৪	১১৪
৫৬	যাদুল মা'আদ (২য় খণ্ড)	অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	জুন ৯০	১ম, জুন ৯০	৩৮৩	১২০
৫৭	তারীখে ইলমে হাদীস	মূল : মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (র), অনুবাদ ঃ লোকমান আহমদ আমীমী	মে ২০০০	১ম, মে ২০০০	১০৮	৩০
৫৮	সৈনিকের চল্লিশ হাদীস	মাওলানা আশরাফ আলী আবাদী	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	৪৮	১৭
৫৯	আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব (১ম খণ্ড)	মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদুল হক অনূদিত	নভেঃ ০৩	১ম, নভেঃ ০৩	৫৮৮	২০০
৬০	আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব (২য় খণ্ড)	হাফিজ মাওলানা মজীবুর রহমান অনূদিত	আগস্ট ০৩	১ম, আগস্ট ০৩	২৭৪	২২০
৬১	আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব (৩য় খণ্ড)	মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ্ অনূদিত	নভেঃ ০৩	১ম, নভেঃ ০৩	৬৫১	২২০
৬২	উল্মুল হাদীস	মাওলানা মুশতাক আহমদ	জুন ৯৯	১ম, জুন ৯৯	২৭২	৫৬
৬৩	আল হাদীস		জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	১৬	১
৬৪	হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি	শামসুল হক দৌলতপুরী	মার্চ ৯৫	১ম, মার্চ ৯৫	৮০	২১
৬৫	হাদীস শরীফ (১ম খণ্ড)	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	জুন ৮৪	১ম, জুন ৮৪	৩৬০	৭৫
৬৬	হাদীস শরীফ (২য় খণ্ড)	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	সেপ্টেঃ ৮৪	১ম, সেপ্টে ৮৪	৬৩২	১২৫
৬৭	তরজমানুস সুন্নাহ (২য় খণ্ড)	বদরে আলম মিরাঠী	জুন ৯৪	২য়, জুন ৯৭	৩২০	১১০
৬৮	তরজমানুস সুন্নাহ (৪র্থ খণ্ড)	অনুবাদ ঃ মওলানা মুহিউদ্দীন খান	এপ্রিল ৮৮	১ম, এপ্রিল ৮৮	৭৫২	১০০
৬৯	মসনদে ইমাম আজম আবু হানিফা (র)	অনুবাদ ঃ সিরাজুল হক	জুন ০২	১ম, জুন ০২	৫৬৭	২২৮
৭০	চল্লিশ হাদীসে কুদসী	ড. ইয়াজ উদ্দিন ইব্রাহীম	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	৭২	২২
৭১	ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান	ড. মোহাম্মদ এছহাক	জুন ৯০	১ম, জুন ৯০	২৮৬	৬০
৭২	রাসূলুল্লাহর বাণী	মূল ঃ আল্লামা স্যার আবদুল্লাহ আল-মামুন আল সুহরাওয়ার্দী অনুবাদ ঃ মাহমুদ হায়দার	আগস্ট ৭৬	৫ম, মার্চ ৯৯	১২৮	২৩
৭৩	হাদীস বিজ্ঞান	শামীম আরা চৌধুরী	মে ০১	১ম, মে ০১	২৬৩	১০৪
৭৪	Indian's Contribution to the Study of Hadith litarature	Dr. Md. Ishaque	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	৩০৯	৯০
৭৫	Sayings of Muhammad (sm)	Allama Sir Abudullah al-Mamun Suhrawardy	১৯৭৮	২য় মার্চ	১১০	৩০
৭৬	সুনানু নাসাঈ শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৪	১ম /জুন ০৪	৪৬৬	২০০
৭৭	সুনানু নাসাঈ শরীফ (৫ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	অক্টো ০৪	১ম/ অক্টো ০৪	৩৬৪	১৪৫
৭৮	ইলাউস সুনান (১ম খণ্ড)	মূল : আল্লামা জফর আহমদ উসমান (র) অনুবাদ ঃ মাওঃ মুহাঃ ইসহাক ফরিদী	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	৬১৬	২৫০
৭৯	হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান	ড. মোঃ শফিকুল্লাহ ইসলাম	মার্চ ০৫	১ম/মার্চ ০৫	৫৫২	১২৪
৮০	ইলাউস সুনান (৪র্থ খণ্ড)	অনুবাদ : মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	৫৯০	২৫০
৮১	আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব (৪র্থ খণ্ড)	মূল : হাফিজ যকীউদ্দীন আবদুল আযীম আল-মুনযিরী অনুবাদ ঃ মাওঃ আহমদ মায়মূন	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	৬১৬	২২০
৮২	মা'আরিফুল হাদীস (৮ম খণ্ড)	মাওলানা মুহাম্মদ মুনযুর নুমানী	আগস্ট ০৭	১ম/আগস্ট ০৭	৫৬৮	১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮৩	মা'আরিফুল হাদীস (৫ম খণ্ড)	মূল ঃ মাওলানা মুহাঃ মনযূর নুমানী (র) অনুবাদ ঃ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী	মার্চ ০৪	১ম/মার্চ ০৪	৩০৮	৭২
৮৪	মা'আরিফুল হাদীস (৩য় খণ্ড)	মূল ঃ মুহাঃ মনযুর নুমানী (র) অনুবাদ ঃ মাওলানা সাঈদুল হক	এপ্রিল ৪	১ম/এপ্রিল ০৪	৩৬০	৭২
৮৫	রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত	ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন	মার্চ ০৪	১ম/ মার্চ ০৪	৪৬৮	১৫০
৮৬	হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান (১ম খণ্ড)	লেখক মণ্ডলী	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	৪৪০	১৬৮
৮৭	বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন	মূল ঃ শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (র)	জুন ০৪	১ম/ জুন ০৪	২৮৮	৬০
৮৮	হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান (২য় খণ্ড)	লেখক মণ্ডলী	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	৫১৩	১৬২
৮৯	আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	ড. মোঃ জাকির হোসেন	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	৫৬৮	১২৪
৯০	Al-Hadithul Qudsiyyah	Prof. Md. Abdul Mannan	অক্টো. ০৪	১ম/অক্টো. ০৪	২৪৬	১১৫

সীরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)

১	সীরাতে রসূলুল্লাহ (সা) (১ম ও ২য় খণ্ড)	ইবনে ইসহাক (র)	জানুঃ ৮৭	১ম, জানুঃ ৮৭	৪৮০	৬৮
২	সীরাত রাসূলুল্লাহ (সা) (৩য় খণ্ড)	ইবনে ইসহাক (র)	সেপ্টেঃ ৯২	১ম, সেপ্টেঃ ৯২	৭৫২	১১৫
৩	সীরাতুন্নবী (সা) (১ম খণ্ড)	ইবনে হিশাম (র)	আগস্ট ১ম	১ম, আগস্ট ৯৪	৩২০	১১০
৪	সীরাতুন্নবী (সা) (২য় খণ্ড)	ইবনে হিশাম (র)	ডিসেঃ ৯৪	১ম, ডিসেঃ ৯৪	৪৭২	১৪০
৫	সীরাতুন্নবী (সা) (৩য় খণ্ড)	ইবনে হিশাম (র)	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	৪১৪	১৩০
৬	সীরাতুন্নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড)	ইবনে হিশাম (র)	জুন ৯৬	১ম, জুন ৯৬	৩৬৪	১৪৫
৭	বিপ্লবী নবী	মূল ঃ আল্লামা আজাদ সুবহানী অনুবাদ ঃ মুজিবুর রহমান	১৯৭৫	৪র্থ, জুন ৯৪	১২৫	৩৮
৮	আমাদের প্রিয় নবী	মাওলানা তাহের	মার্চ ৭৮	১ম, মার্চ ৭৮	৫২	৩
৯	একত্বের নবী	মূল ঃ সৈয়দ সুলায়মান নদভী অনুবাদ ঃ এ. এস. এম. আবদুলহাই	১৯৭৭	৩য়, মার্চ ০৪	৩২	১৩
১০	বাংলায় মিলাদুন্নবী	অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ	অক্টোঃ ৭৯	১ম, অক্টোঃ ৭৯	২৮	২.৫০
১১	বিশ্বনবীর আগমনের পূর্বাভাস	আবুল কাশেম ভুঁইয়া	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	৩২	১.৭৫
১২	আইন প্রণেতা হযরত মুহাম্মদ (সা)	মূল ঃ বিচারপতি এস. এ. রহমান অনুবাদ ঃ এ.বি. এম. কামাল উদ্দীন শামীম	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৩২	২
১৩	মহামানব হযরত (সা) ঃ জীবন ও আদর্শ	মহীউদ্দীন	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১৬	১
১৪	মরু ভাস্কর	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী	জুন ৮০	৩য়, অক্টোঃ ০১	১৪৮	৩৮
১৫	নবী শ্রেষ্ঠ	মোবিনুদ্দীন আহমদ জাহাঙ্গীর নগরী	নভেঃ. ৮১	২য় জুন ৯৭	৩৪৪	৭২
১৬	উসওয়াতুন হাসানা	মোহাম্মদ আবিদ আলী	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১৭২	১১
১৭	নবী মোস্তফা	সংকলন	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১৫২	১০
১৮	পবিত্র জীবন	অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন	আগস্ট ৭৮	২য়, জুন ৮০	১২৮	৮
১৯	আদর্শ জীবনের নিরিখ ঃ ইসলাম	শেখ ফজলুর রহমান	জুলাই ৮০	২য়, সেপ্টে ৮৫	৯৬	১২
২০	পয়গামে মুহাম্মদী	মূল ঃ সাইয়েদ সুলায়মান নদভী অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব	নভেঃ ৮১	৩য়, জুন ৯২	১৯২	৫০
২১	মহানবী	মুজিবুর রহমান খাঁ	ডিসেঃ ৮০	১ম, ডিসেঃ ৮০	৭৪	৬

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২২	শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)	অধ্যক্ষ সাঈদুর রহমান	ডিসেঃ ৮০	২য়, অক্টোঃ ০৩	১৬	৯
২৩	মরু ভাস্কর	কাজী নজরুল ইসলাম	মে ৮১	২য়, জুলাই ৮৭	৯০	১৮
২৪	আরবের আলো	মুহাম্মদ আজহার উদ্দীন	আগস্ট ৮১	১ম, আগস্ট ৮১	৯০	৬
২৫	মি'রাজঃসাইয়েদুল মুরসালীনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক	মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস	মার্চ ৮২	১ম, মার্চ ৮২	২৪	২
২৬	নবীগৃহ সংবাদ	মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ	১৯৬০	২য়, ডিসেঃ ৮৩	২১২	২১
২৭	মহানবী মুহাম্মদ (সা)	আকবর উদ্দীন	অক্টোঃ ৮৪	১ম, অক্টোঃ ৮৪	২৫৮	৩২
২৮	মহানবীর ভাষণ	মুহাম্মদ নুরুজ্জামান সম্পাদিত	মে ৮০	২য়, জুন ৯৫	৭৮	২৪
২৯	নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মোহাম্মদ (সা)	মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ	অক্টোঃ ৮৪	১ম, অক্টোঃ ৮৪	২৯০	৩৬
৩০	মহানবীর শাশ্বত পয়গাম	মূল ঃ আবদুর রহমান আযযাম অনুবাদ ঃ আবু জাফর	সেপ্টেঃ ৮০	৪র্থ, অক্টোঃ ৯৯	২৫৬	৫০
৩১	বিশ্বনবীর রাজনৈতিক জীবন	মূল ঃ ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ অনুবাদ ঃ আবদুল মতীন জালালাবাদী	সেপ্টেঃ ৮৫	১ম, সেপ্টে ৮৫	৩৪২	৯০
৩২	সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া	মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) অনুবাদ ঃ সিরাজুল হক	আগস্ট ৮৪	২য়, ফেব্রুঃ ৯৫	১৩২	২১
৩৩	খতমে নবুওয়ত	মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) অনুবাদ ঃ সিরাজুল হক	জুলাই ৮৬	১ম, জুলাই ৮৬	৫০৮	৬৫
৩৪	সাইয়েদুল মুরসালীন (১ম খণ্ড)	আবদুল খালেক এম. এ				
৩৫	সাইয়েদুল মুরসালীন (২য় খণ্ড)	আবদুল খালেক এম. এ		৩য়, মে ৯১	৫১২	৮৪
৩৬	দরূদ শরীফের ফজিলত ও মাহাত্ম্য	মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম	এপ্রিল ৮৮	১ম, এপ্রিল ৮৮	১৮২	৩০
৩৭	যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা	মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	জুন ৮৬	২য়, অক্টোঃ ৮৯	৩৬১	৫৫
৩৮	কত যে সুন্দর ছিলে	আ.ন.ম. বজলুর রশিদ	নভেঃ ৮৬	১ম, নভেঃ ৮৬	১৬৪	২৫
৩৯	রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মক্কা বিজয়	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	অক্টোঃ ৮২	৩য়, জুন ৯৮	৭১	২৫
৪০	শেষ নবী	খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ	ডিসেঃ ৮৬	১ম, ডিসেঃ ৮৬	৩১২	৫০
৪১	শাশ্বত নবী (সা)	অধ্যাপক আবদুল গফুর	জুন ৯১	১ম, জুন ৯১	২৭০	৪৫
৪২	মানুষের নবী	মোঃ আবদুল জব্বার সিদ্দিকী	অক্টোঃ ৮৩	১ম, অক্টোঃ ৮৩	২৯২	৩০
৪৩	ঐতিহ্য চিন্তা ও রসূল প্রশান্তি	আফজাল চৌধুরী	ডিসেঃ ৭৯	৩য়, ফেব্রুঃ ৯৫	৭১	১৫
৪৪	খাতামুন নাবীঈন	রওশন ইজদানী	মে ৮৭	১ম, মে ৮৭	২৯৮	৪৭
৪৫	রাসূলুল্লাহর সৈনিক জীবন	এ.কে.এম. আবদুল মজিদ রুশদী	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	১৪৮	১৫
৪৬	মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)	মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	১৯৭১	৩য়, জুন ৯৪	১৬৭	৪৮
৪৭	বিশ্বনবীর মি'রাজ	মওলানা এস. এম. মতিউর রহমান নুরী	ফেব্রুঃ ৮৮	১ম, ফেব্রুঃ ৮৮	১৬৪	২৫
৪৮	নবী ভাস্কর	আবদুল জলীল	অক্টোঃ ৮৭	১ম, অক্টোঃ ৮৭	৩২০	৪৪
৪৯	বিশ্বনবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	মওলানা আনিসুল হক	আগস্ট ৮৭	১ম, আগস্ট ৮৭	৯২	১৫
৫০	শামায়িলুন নবী (সা)	শাইখ আবদুর রহীম	জুলাই ৮৭	১ম, জুলাই ৮৭	৪৬৪	৬০
৫১	মুহাম্মদ (সা) জীবনী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	অক্টোঃ ৮৯	১ম, অক্টোঃ ৮৯	৪৩২	১১০
৫২	জিহাদের ময়দানে হযরত মুহাম্মদ (সা)	মূল ঃ ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ লুতফুল হক	ফেব্রুঃ ৯১	৩য়, ডিসঃ ০৩	১৬০	৩৭
৫৩	কামেল নবী	আবদুল মওদুদ	জুন ৯১	১ম, জুন ৯১	১০৬	১৮
৫৪	অগ্রপথিক সংকলন ঃ অনুপম আদর্শ	হাসান আবদুল কাইয়ুম	জুন ৯২	১ম, জুন ৯২	৪৭৪	১০০
৫৫	আখলাকুন নবী (সা)	হাফেজ আবু শায়খ আল-ইস্পাহানী (র)	অক্টোঃ ৯৪	২য়, মার্চ ০৪	৪১৬	১২০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৬	আসাহুসসিয়ার	হযরত মাওলানা হাকিম, আবুল বরাকাত আবদুর রউফ, আল কাদেরী দানাপুরী (র)	সেপ্টেঃ ৯৫	১ম, সেপ্টে ৯৫	৬৭৬	২৫৫
৫৭	রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর সরকার কাঠামো	মূল : ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবরাহীম ভুইয়া	আগস্ট ৯৪	১ম, আগস্ট ৯৪	৫৭২	১৫০
৫৮	আখলাকে সাইয়েদুল আম্বিয়া	আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক সম্পাদিত	জুন ৯৯	১ম, জুন ৯৯	১২৪	৩০
৫৯	রহমতে দোআলম	মুহাম্মদ আবদুস সামাদ	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	২৪০	৫৩
৬০	মুজিযাতুন্নবী	এস. এম. মতিউর রহমান নুরী	জানু ৮৪	২য়, জুন ৯৪	৭৮১	১৫২
৬১	নবুওয়াত ও আম্বিয়ায়ে কিরাম	মূলঃ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী অনুবাদ : রুহুল আমিন খান উজানবী	মে ৯১	২য়, জুন ২০০০	২৪৪	৬৩
৬২	হযরত মুহাম্মদ (সা) : তাঁহার শিক্ষা ও অবদান (১ম ও ২য় খণ্ড)	সৈয়দ বদরুদ্দোজা	মে ৯৭	৩য়, অক্টোঃ ০৩	৩২৮	৭০
৬৩	মাহবুবে খোদা (সা)	মাহমুদুর রহমান	জানু২০০০	১ম, জানু ২০০০	৩৫০	৬৫
৬৪	বিশ্বনবী (সা)-এর সৈনিক জীবন	মাহমুদুর রহমান	ডিসেঃ, ৯৯	২য়,ডিসেঃ ৯৯	২৪৮	৪৬
৬৫	শেষ প্রেরিত নবী	মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ	ডিসেঃ ৯৯	১ম, ডিসেঃ ৯৯	৬০	১৬
৬৬	নবী করীম (সা) ওসীয়ত	মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	জুন ২০০০	২য়, জানুঃ ০৩	৪৮	১৪
৬৭	মহানবী (সা) জীবন চরিত	মূল : হোসেন হাইকল অনুবাদ : মওলানা আবদুল আউয়াল	জুন ৯৮	২য়, জানুঃ ০১	৭০৪	২৫০
৬৮	সীরাত নুমান	আল্লামা শিবলী নোমান	আগস্ট ৯০	১ম, আগস্ট ৯০	১৭৯	৩০
৬৯	নবীয়ে রহমত	অনুবাদ : আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	জুলাই ৯৭	২য়, ডিসেঃ ০২	৫১৭	১২০
৭০	রাসূলে রহমত	মাওলানা আবুল কালাম আযাদ	ফেব্রুঃ ০২	১ম, ফেব্রুঃ ০২	৭৮৭	৩১০
৭১	মহানবী (সা)	সদর উদ্দীন ফেরদৌর আরা ফারাহিদ জেবা	ফেব্রুঃ ৭৮	১ম, ফেব্রুঃ ৭৮	৪০	২
৭২	মানুষ যাকে ভুলেনি	সানাউল্লাহ নূরী	নভেঃ ৭৮	১ম, নভেঃ ৭৮	৩৬	২.৫০
৭৩	সর্বোত্তম কাহিনী	মুহাম্মদ ফেরদৌস খান	অক্টোঃ ৭৯	১ম, অক্টোঃ ৭৯	৪২	৩
৭৪	বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত	গোলাম সোবহান সিদ্দিকী	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	৪৮	১২
৭৫	রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনে আল্লাহর কুদরত ও রূহানিয়াত	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল গফুর হামিদী	মার্চ ০১	১ম, মার্চ ০১	১৯২	৭৭
৭৬	পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা)	মূল : জয়নুল আবেদীন রাহনোমা অনুবাদ : রুহুল আমীন	মে ৮৭	১ম,	২৯০	৪৮
৭৭	বিশ্বনবীর কর্মসূচী	আবদুল খালেক	জুন ৮৫	১ম, জুন ৮৫	৫৬০	৬৫
৭৮	শ্রেষ্ঠ নবী	মুহাম্মদ আবদুল হাকিম	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	১৬০	১৫
৭৯	সীরাত বিষয়ক নির্দেশিকা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ				
৮০	রাসূল করীম (সা)-এর জীবন ও শিক্ষা	সম্পাদনা পরিষদ	মে ৯৭	১ম, মে ৯৭	৬৪০	১১৪
৮১	হযরত রাসূলে করীম (সা)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র	কালাম আজাদ ও হোসাইন আহমদ	জুন ০১	১ম, জুন ০১	৬৪	১৮
৮২	The Sword of Crescent Moon	Sir M. Azizul Huque	সেপ্টেঃ ৮৪	১ম, সেপ্টে ৮৪	২৯০	৪০
৮৩	The Prophets	Dr. Syed Ali Ashraf				২০
৮৪	The Prophet of Revolution	Inamullah khan	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১৬	১
৮৫	Prophet of-All Time	Abdus Sultan	ডিসেঃ ৮৭	১ম, ডিসেঃ ৮৭	৮২	১২
৮৬	সীরাতুল মুস্তফা (সা.) (১ম খণ্ড)	মূল : আল্লামা ইদ্রিস কান্দলবী (র) অনুবাদ : কালাম আযাদ	ফেব্রু. ০৪	১ম/ফেব্রু. ০৪	৪৩২	১২০
৮৭	নবী কাহিনী	মুহাম্মদ বদরুল আলম	মার্চ ০৪	১ম/মার্চ ০৪	৪৪	২৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮৮	মহানবীর ভাষণ	মূল ঃ আবদুল কাইয়ুম নদভী অনুবাদ ঃ আব্দুল মতীন জালালাবাদী	মার্চ ০৪	১ম/মার্চ ০৪	৩৫২	৮০
৮৯	বাইবেলে সত্যনবী মুহাম্মদ (সা.)	আবদুর রউফ চৌধুরী	এপ্রিল ০৪	১ম/এপ্রিল ০৪	১৫৬	৪৩
৯০	হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন ও বৈশিষ্ট্য	সংকলন	এপ্রিল ০৪	১ম/এপ্রিল ০৪	২১৬	৫৫
৯১	নবীউল খাতিম (সা)	অনুবাদ ঃ সৈয়দ এমদাদ উদ্দিন	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	১২০	৩০
৯২	আদর্শ চরিত্র হযরত মোহাম্মদ (সা) ও সাহাবাদের কথা	সৈয়দ আহমদ	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	৪০	২৬
৯৩	মি'রাজুন্নবী (সা.)	সংকলন	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	১১৮	৩২
৯৪	শাশ্বত নবী (সা)-২	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	১৯৬	৫১
৯৫	সীরাতুল মুস্তফা (সা) (২য় খণ্ড)	কালাম আযাদ অনূদিত	অক্টো ০৪	১ম/অক্টো ০৪	৪০৪	১১০
৯৬	রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্রাবলী, সন্ধিচুক্তি ও ফরমানসমূহ	আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী	ফেব্রু ০৫	১ম/ফেব্রু ০৫	২৭০	৬৬
৯৭	বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)	মুহাম্মদ গোলাম মুস্তফা সম্পাদিত	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	৪০৮	৯৫
৯৮	সাম্প্রাদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা)	রওশন আলী খোন্দকার সংকলিত	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	১৮৭	৫১
৯৯	শাশ্বত নবী (সা)-৩	সম্পাদনা পরিষদ	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	১৭৬	৫৪
১০০	পরিবেশ সংরক্ষণে মহানবী (সা)	নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	১৩৩	৪৩
১০১	শিশু অধিকার ও মহানবী (সা.)	নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	১৯২	৫০
১০২	সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মহানবী (সা)	মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	৪০৮	৯৫
১০৩	কল্যাণ সমাজ গঠনে মহানবী (সা)	মুহাম্মদ গোলাম মুস্তফা সম্পাদিত	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	৩০৪	৯০
১০৪	শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)	মূল ঃ ড. মজিদ আলী খান অনুবাদ ঃ আবু মুহাম্মদ	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	৪০০	১০০
১০৫	মহানবী (সা)-এর মর্যাদা	অনুবাদ ঃ ড. আবদুল্লাহ আল-মারুফ	জুন ০৬	১ম/জুন ০৬	২০৩	৬৪
১০৬	মহানবী (সা)-এর ১০০টি অনন্য বৈশিষ্ট্য	অধ্যাপক ড. আবু ইবরাহীম খলীল ইবরাহীম গুল্লা খাত্বিব	জুলাই ০৭	১ম/জুলাই ০৭	১৫৮	৪৫
১০৭	সীরাতুল মুস্তফা (সা) (৩য় খণ্ড)	আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র)	নভে. ০৭	১ম/নভে. ০৭	৪৮৮	১৪৫

ইসলামী বিশ্বকোষ

১	সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ৮২	৪র্থ, জুন ০১	৫৪৮	৩০০
২	সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মে ৮২	৩য়, জুন ৯৫	৫৩৬	৪৫০
৩	সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (অতিরিক্ত খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	আগস্ট ৮৫	১ম, আগস্ট ৮৫	১৫৪	৮০
৪	ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জানুঃ ৮৬	২য়, সেপ্টে ২০০০	৬৭৩	৪৯০
৫	ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	আগস্ট ৮৬	২য়, সেপ্টে ২০০০	৬৫৬	৪৯০
৬	ইসলামী বিশ্বকোষ (৩য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	আগস্ট ৮৭	২য়, নভেঃ ২০০০	৬৭০	৪৯০
৭	ইসলামী বিশ্বকোষ (৪র্থ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মে ৮৮	১ম, মে ৮৮	৬৭২	৪৯০
৮	ইসলামী বিশ্বকোষ (৫ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	নভেঃ ৮৮	১ম, নভেঃ ৮৮	৬৮০	৪৯০
৯	ইসলামী বিশ্বকোষ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ৮৯	১ম, জুন ৮৯	৬৮৮	৫০০
১০	ইসলামী বিশ্বকোষ (৭ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	নভেঃ ৮৯	১ম, নভেঃ ৮৯	৬৮০	৫০০
১১	ইসলামী বিশ্বকোষ (৮ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ৯০	১ম, জুন ৯০	৭০৪	৫০০
১২	ইসলামী বিশ্বকোষ (৯ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	নভেঃ ৯০	১ম, নভেঃ ৯০	৭৭৬	৫০০
১৩	ইসলামী বিশ্বকোষ (১০ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মে ৯১	১ম, মে ৯১	৮০০	৫৯০
১৪	ইসলামী বিশ্বকোষ (১১তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জানুঃ, ৯২	১ম, জানুঃ ৯২	৭৬৮	৫৯০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫	ইসলামী বিশ্বকোষ (১২তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	আগস্ট ৯২	১ম, আগস্ট ৯২	৮০০	৫৯০
১৬	ইসলামী বিশ্বকোষ (১৩ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	ডিসেঃ ৯২	১ম ডিসেঃ ৯২	৮০০	৫৯০
১৭	ইসলামী বিশ্বকোষ (১৪তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	সেপ্টেঃ ৯৩	১ম, সেপ্টে ৯৩	৭৯২	৫৯০
১৮	ইসলামী বিশ্বকোষ (১৫তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মে ৯৪	১ম, মে ৯৪	৮০০	৫৯০
১৯	ইসলামী বিশ্বকোষ (১৬তম খণ্ড ১ম ভাগ)	সম্পাদনা পরিষদ	সেপ্টেঃ ৯৫	১ম, সেপ্টে ৯৫	৬৬৪	৫৯০
২০	ইসলামী বিশ্বকোষ (১৬তম খণ্ড ২য় ভাগ)	সম্পাদনা পরিষদ	মার্চ ৯৬	১ম, মার্চ ৯৬	৬৭২	৫৯০
২১	ইসলামী বিশ্বকোষ (১৭তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মে ৯৫	১ম, মে ৯৫	৭৬৮	৫৯০
২২	ইসলামী বিশ্বকোষ (১৮তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মে ৯৫	১ম, মে ৯৫	৮০০	৫৯০
২৩	ইসলামী বিশ্বকোষ (১৯তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	অক্টোঃ ৯৫	১ম, অক্টোঃ ৯৫	৮০০	৫৯০
২৪	ইসলামী বিশ্বকোষ (২০তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	এপ্রিঃ ৯৬	১ম, এপ্রিঃ ৯৬	৮০০	৫৯০
২৫	ইসলামী বিশ্বকোষ (২১তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	আগস্ট ৯৬	১ম, আগস্ট ৯৬	৭৯২	৫৯০
২৬	ইসলামী বিশ্বকোষ (২২তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	সেপ্টেঃ ৯৬	১ম, সেপ্টে ৯৬	৭৬০	৫৯০
২৭	ইসলামী বিশ্বকোষ (২৩তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	৭৯২	৫৯০
২৮	ইসলামী বিশ্বকোষ (২৪তম খণ্ড ১ম ভাগ)	সম্পাদনা পরিষদ	আগস্ট ৯৮	১ম, আগস্ট ৯৮	৬৭২	৫৯০
২৯	ইসলামী বিশ্বকোষ (২৪তম খণ্ড ২য় ভাগ)	সম্পাদনা পরিষদ	জুলাই ৯৯	১ম, জুলাই ৯৯	৭৩৪	৫৯০
৩০	ইসলামী বিশ্বকোষ (২৫তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	অক্টোঃ ৯৬	১ম, অক্টোঃ ৯৬	৮০০	৫৯০
৩১	ইসলামী বিশ্বকোষ (২৬তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	নভেঃ ২০০০	১ম, নভে ২০০০	৮৫৬	৫৯০
৩২	ইসলামী বিশ্বকোষ নিবন্ধ সূচী	ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ	ডিসেঃ ০৩	১ম, ডিসেঃ ০৩	১৫২	১১০

সীরাত বিশ্বকোষ

১	সীরাত বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	অক্টো ২০০০	২য়, নভে ০৩	৫২৮	৩৫০
২	সীরাত বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মার্চ ০১	২য়, নভেঃ ০৩	৫৬০	৩৫০
৩	সীরাত বিশ্বকোষ (৩য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জানুঃ ০২	১ম, জানুঃ ০২	৫৩১	৩৫০
৪	সীরাত বিশ্বকোষ (৪র্থ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০২	১ম, জুন ০২	৫৭৫	৩৫০
৫	সীরাত বিশ্বকোষ (৫ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	৬০০	৩৫০
৬	সীরাত বিশ্বকোষ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	ডিসেঃ ০৩	১ম, ডিসেঃ ০৩	৬০০	৩৫০
৭	সীরাত বিশ্বকোষ (৭ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	ডিসেঃ ০৩	১ম, ডিসেঃ ০৩	৬০০	৩৫০
৮	সীরাত বিশ্বকোষ (৮ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	ডিসেঃ ০৩	১ম, ডিসেঃ ০৩	৫৯২	৩৫০
৯	সীরাত বিশ্বকোষ (৯ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	সেপ্টে ০৪	১ম/সেপ্টে ০৪	৫৩৪	৩৫০
১০	সীরাত বিশ্বকোষ (১০ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মার্চ ০৫	১ম/মার্চ ০৫	৫৭৬	৩৫০
১১	সীরাত বিশ্বকোষ (১১তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	৫৬০	৩৫০
১২	সীরাত বিশ্বকোষ (১২তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মার্চ ০৬	১ম/মার্চ ০৬	৫৪৩	৩৫০
১৩	সীরাত বিশ্বকোষ (১৩তম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৮	১ম/জুন ০৮	৫৯৯	৩৫০

জীবনী গ্রন্থ

১	মুসলিম মনীষা	লেখক মণ্ডলী (সংকলন)	জুন ০১	১ম, জুন ০১	৩৮৪	৭০
২	ইমাম আযম আবূ হানিফা (র)	এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম	জুন ০১	২য়, ফেব্রুঃ ০৪	৫৬৮	২০৪
৩	হায়াতে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (র)	আবুল হাসান আলী নদভী (র)	এপ্রিল ২০০০	১ম, এপ্রিল ২০০০	২৭০	৫০
৪	আল্লামা জারীর তাবারী (র)	ড. মোঃ আজিজুল হক	জুন ২০০০	১ম, জুন ২০০০	২৯২	৬০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫	ড. গোলাম মকসুদ হিলালী : কর্মজীবন ও চিন্তাধারা	ড. আবু ইউসুফ খান মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর	জুন ০১	১ম, জুন ০১	২৪০	৫৩
৬	শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (র)	ড. মুশতাক আহমদ	মে ০১	১ম, মে ০১	৫১২	১১০
৭	হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র)	এ.এম.এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান	ডিসেঃ ০১	১ম, ডিসেঃ ০১	৩২৪	৭০
৮	হযরত ইব্রাহীম (আ) ঃ জীবন ও সময়কাল	ড. মুহাম্মদ মুজীবর রহমান	ফেব্রুঃ ৯৩	১ম, ফেব্রুঃ ৯৩	২৩০	৪৩
৯	হযরত ইউসুফ (আ)	মূল ঃ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ অনুবাদ ঃ আবদুল আউয়াল	ডিসঃ ৭৯	৩য়, মার্চ ৯৯	৭০	২২
১০	সাহাবা চরিত	মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	এপ্রিল ৮০	৩য়, জুন ৮৬	২৫০	৪০
১১	সাহাবা চরিত (১ম খণ্ড)	মূলঃমাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভী অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	অক্টোঃ ৮০	৩য়, জুন ০২	৩০৮	৬৪
১২	সাহাবা চরিত (৫ম খণ্ড)	মূল ঃ মাওলানা সৈয়দ আনসারী অনুবাদ ঃ মোঃ আবদুল বাতেন	মে ৮৩	১ম, মে ৮৩	২৪৪	২৫
১৩	সাহাবা চরিত (৮ম খণ্ড)	মূল ঃ মাওলানা সৈয়দ আনসারী অনুবাদঃ এ.কে.এম. সিরাজুল ইসলাম	অক্টোঃ ৭৭	১ম, অক্টোঃ ৭৭	২১৩	৯
১৪	ওমর ফারুক (রা)	মুহাম্মদ হবিবুল্লাহ বাহার	জানুঃ ৮০	১ম, জানুঃ ৮০	৭৪	৭
১৫	আবূ যর গিফারী (রা)	মূল ঃ সাইয়েদ মানাজির আহসান গিলানী অনুবাদ ঃ এ.বি.এম. কামালউদ্দিন শামীম	ফেব্রুঃ ৮০	১ম, ফেব্রুঃ ৮০	১২৬	১২
১৬	হযরত ওমর ফারুকের চরিত্র মাধুরী	এ.বি.এম. কামালউদ্দিন শামীম	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	৪২	২.৫০
১৭	হযরত বেলাল (রা)	আহমদ কামাল	নভেঃ ৮০	১ম, নভেঃ ৮০	৫৬	৩.৫০
১৮	হযরত আবু বকর (রা)	মূল ঃ নওয়াব সদর ইয়ার জং বাহাদুর ও মৌলভী মোঃ হবিবুর রহমান অনুবাদ ঃ এ.কে.এম. মহিউদ্দিন	জুন, ৮১	১ম, জুন ৮১	১৪৪	১৪
১৯	হযরত আবূ হুরায়রা (রা)	মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সেপ্টেঃ ৮০	৫ম, অক্টোঃ ০২	২৯	১৩
২০	মুস'আব ইবনে উমায়র (রা)	মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	জানুঃ ৮২	৩য়, ডিসেঃ ৮৬	৩২	৩
২১	যায়েদ ইবনে হারিসা	মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	এপ্রিল ৮৩	১ম, এপ্রিল ৮৩	১০২	৩
২২	সিয়ারুস সাহাবিয়াত	অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ফরিদউদ্দিন আত্তার	মার্চ ৮৬	১ম, মার্চ ৮৬	২০২	২০
২৩	কাতেবীনে ওয়াহী	গরীবুল্লাহ মাসরুর	ডিসেঃ ৮৬	১ম, ডিসেঃ ৮৬	৬৫৪	১০০
২৪	মদীনার আনসার ও হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (র)	ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান	আগস্ট ৮৭	১ম, আগস্ট ৮৭	২২৬	৩৬
২৫	হযরত উসমান গণী (রা)	গরীবুল্লাহ মাসরুর	জুলাই ৮৭	২য়, জুন ৯৭	৮৮	২৮
২৬	মহাসত্যের সন্ধানে হযরত সালমান ফারসী (রা)	শাহজাহান ইবনে হায়দার	সেপ্টেঃ ৮৭	১ম, সেপ্টে ৮৭	২৫৬	৪০
২৭	হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)	মূল ঃ মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ সিরাজুল হক	জুন ৮৭	১ম, জুন ৮৭	৫৯৬	৬৫
২৮	হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও তাঁর ফিকাহ	অনুবাদ ঃ ড. মাওলানা আবুল বাশার সাইফুল ইসলাম	জুলাই,৮৮	১ম, জুলাই ৮৮	২৩২	৩৫
২৯	তৃতীয় খলীফা	আবু সাঈদ জুবেরী .	মার্চ ৮১	৩য়, সেপ্টেঃ ৯৬	১১২	২৮
৩০	বিপ্লবী উমর	অধ্যাপক আবদুল গফুর সম্পাদিত	এপ্রিল ৮০	৩য়, ডিসেঃ ০৩	৮০	১৯
৩১	হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)	এ.এফ. এম. আবদুল মজিদ রুশদী	সেপ্টেঃ ৮১	৫ম, ডিসেঃ ০২	২৮৮	৬২
৩২	হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা)	মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ	অক্টোঃ ৮৪	১ম, অক্টোঃ ৮৪	২৬	৩
৩৩	মুসলিম জাহানের মহান দুই দার্শনিক	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	জুন, ৮০	১ম, জুন ৮০	২৬	১.৫০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৪	মাওলানা রুমী	আবদুস সাত্তার	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	৩২	৩
৩৫	ইমাম গাযালী (র) পরিচিতি	অধ্যাপক গোলাম রসুল	নভেঃ ৮০	১ম, নভেঃ ৮০	৯০	১০
৩৬	বাংলাদেশের সূফী সাধক	ড. গোলাম সাকলায়েন	জানুঃ,৬২	৬ষ্ঠ, জানুঃ,০৩	৩৪৮	৮৬
৩৭	হযরত ইমাম বুখারী (র)	নুরুল আমিন আনসারী	জানু ৮৮	১ম, জানু ৮৮	১০০	১৬
৩৮	ইমাম ইবনে তাইমিয়া	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	ডিসেঃ ৭৮	১ম, ডিসেঃ ৭৮	৪০	২.৫০
৩৯	ইমাম বুখারী (র)	ড. মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান	জুন ৭৯	২য়, সেপ্টেঃ ৮৪	৪৮	৮
৪০	ইমাম মুসলিম (র)	ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান	অক্টোঃ ৭৯	৩য়, নভেঃ ০৩	৪৮	১৪
৪১	আমাদের সূফী সাধক	আ.ন.ম বজলুর রশীদ	এপ্রিল ৮৪	১ম, এপ্রিল ৮৪	২৪২	৩০
৪২	ইমাম নাসাঈ (র)	ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান	অক্টোঃ ৭৯	৩য়, জুন ৮৮	৩২	৮
৪৩	ইবনে খালদুন ঃ জীবন ও চিন্তাধারা	আখতার-উল-আলম	ডিসেঃ ৮৭	২য়, এপ্রিল ৮৯	১৫৬	২৫
৪৪	হায়াতে ইমাম মালিক (র)	মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	অক্টোঃ ৮৩	২য়, সেপ্টেঃ ৮৪	৭৬	১০
৪৫	মুসলিম বাংলার মনীষা	মোহাম্মদ আলী চৌধুরী	সেপ্টেঃ ৮০	৩য়, ফেব্রুঃ ৮৭	১০৭	১৮
৪৬	ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর রাজনৈতিক জীবন	অনুবাদ ঃ আবদুল জলিল	জুন ৮৪	২য়, জুন ৮৭	৪০০	৬৩
৪৭	ইমাম জাফর সাদেক (র)	অনুবাদ ঃ আবদুল জলিল	মে ৮৭	১ম, মে ৮৭	৫৫৬	৭৫
৪৮	ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর সংস্কার পরিকল্পনা	ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান	জুন ৮৭	১ম, জুন ৮৭	২৭২	৩৫
৪৯	হযরত শায়খ জালাল (র)	শামসুল আলম	এপ্রিল ৮৩	১ম, এপ্রিল ৮৩	২৪৮	২৫
৫০	বালাকোটের শহীদ শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল (র)	সৈয়দ আবদুল মান্নান	১৯৭০	২য়, জুন ৮০	২৪	১.৫০
৫১	সৈয়দ আহমদ শহীদ (র)	গোলাম রসুল মিহর	ফেব্রুঃ ৮১	১ম, ফেব্রুঃ ৮১	৩৬২	৪২
৫২	শায়খ জালাল মুজাররদ এর শিষ্যগণ	নুরুল হক ও শামসুল আলম	সেপ্টেঃ ৮২	১ম, সেপ্টেঃ ৮২	৪০	৪.৫০
৫৩	ইমাম তাহাভী (র) ঃ জীবন ও কর্ম	ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ	মার্চ ৯৮	১ম, মার্চ ৯৮	৩৫২	৭২
৫৪	খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (র)	সংকলন ঃ মোজাম্মেল হক ও ড. গোলাম সাকলায়েন সম্পাদিত	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৩২	৪
৫৫	মনসুর হাল্লাজ	সিকান্দর মোমতাজী	সেপ্টেঃ ৮২	১ম, সেপ্টেঃ ৮২	১১৬	১২
৫৬	হযরত শায়খ জালাল (র) কুনিয়াভী	শামসুল আলম	এপ্রিল ৮৩	১ম, এপ্রিল ৮৩	২৩২	২৫
৫৭	খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)	মোঃ আতহার উদ্দীন মোল্লা	আগস্ট ৮৭	১ম, আগস্ট ৮৭	২০০	৩২
৫৮	হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ	অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	মে ৮৬	২য়, জুন ৯৫	১২২	২৯
৫৯	দরবেশ কাহিনী	নজরুল হক	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	২৪৮	১৫
৬০	হযরত শাহ জালাল (র)	দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী	জানুঃ ৮৭	৩য়, জুন ৯৫	৫৬০	১১৮
৬১	মুসলিম মনীষা	সংকলন	জুন ০১	১ম, জুন ০১	৩৭৭	৭০
৬২	শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী (র)	জুলফিকার আহমদ কিসমতী	ফেব্রুঃ, ৮০	১ম ফেব্রুঃ, ৮০	২০	২
৬৩	হযরত খান জাহান আলী (র)	সেলিম আহমদ	সেপ্টেঃ ৮৭	১ম, সেপ্টে ৮৭	১৬	৪
৬৪	দার্শনিক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র) ও তাঁর চিন্তাধারা	জুলফিকার আহমদ কিসমতী	ফেব্রুঃ ৮৭	১ম, ফেব্রুঃ ৮৭	৪৮	৮
৬৫	আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম	দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	৪৯০	১১০
৬৬	নওয়াব ফয়জুননেসা	নীলুফার বেগম	ফেব্রুঃ ৮০	১ম, ফেব্রুঃ ৮০	১৬	১.৫০
৬৭	মনুজান	শামসুন্নাহার মিনু	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	১৩৪	১০
৬৮	নবাব ফয়েজুন্নেসা	এ.কে.এম. আদমুদ্দিন	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	১৬	১
৬৯	আওরঙ্গজেব	ছদর উদ্দিন	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৯৬	৬

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭০	বীর মুজাহিদ	নীলুফার বেগম	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	২২	১
৭১	সুলতান মাহমুদ	ড. এম. আবদুল কাদের	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১০০	৮
৭২	শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও সমকালীন রাজনীতি	অনুবাদ ঃ এম. রুহুল আমিন	জুলাই ৮৮	১ম, জুলাই ৮৮	৬৩০	১০০
৭৩	টিপু সুলতান	ড. এম. আবদুল কাদের	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৪৬	৪
৭৪	উজির আল মনসুর	ড. এম. আবদুল কাদের	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১০০	৭
৭৫	ফকীর মজনু শাহ	মুহাম্মদ আবু তালিব	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টে ৮০	১৩৬	৯
৭৬	শাহজাদা আওরঙ্গজেব	খোন্দকার নূরুল ইসলাম	অক্টোঃ ৮১	২য়, সেপ্টে ৮৭	১১৪	৩৩
৭৭	হায়দার আলী	ড. এম. আবদুল কাদের	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	১৫৬	১০
৭৮	দেওয়ান ঈষা খাঁ	মোঃ মতিউর রহমান	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৬৪	৪
৭৯	পীর দুদু মিয়া	আসকার ইবনে শাঈখ.	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	১৬	১.৫০
৮০	ঈসা খাঁ মসনদে আলা	আবদুল করিম	এপ্রিঃ ৮০	১ম, এপ্রিঃ ৮০	১৬	১.২৫
৮১	গ্রানাডার শেষ বীর	এস. ওয়াজেদ আলী	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৫৮	৪
৮২	মেজর আবদুল গণী	শামসুল আলম	আগস্ট ৮৭	১ম, আগস্ট ৮৭	২৯	৫
৮৩	গাজী সালাহউদ্দীন	ফজলুল হাসান ইউসুফ	মে ৬৪	৫ম, মে ০২	৫৪	২৩
৮৪	আওরঙ্গজেব	জহুরুল ইসলাম	মার্চ ৮০	৩য়, জুন ০৩	১২২	১৪
৮৫	তারিক বিন যিয়াদ	অনুবাদ ঃ মাহবুবুর রহমান ভুঁইয়া	নভেঃ ৮৮	১ম, নভেঃ ৮৮	৩০৪	৪৫
৮৬	তারীখ-ই-শেরশাহী	অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী	অক্টোঃ ৮৬	১ম, অক্টোঃ ৮৬	১৪৪	২২
৮৭	মুহাম্মদ বিন কাসিম	অনুবাদ ঃ এ. এস. এম. ওমর আলী	নভেঃ ৮৬	১ম, নভেঃ ৮৬	২৫৬	৩৫
৮৮	এয়াকুব আলী চৌধুরী ঃ জীবন ও সাহিত্য	খালেদ মাশুকে রসুল	জুন ৯৮	১ম, জুন ৯৮	৮০	২৭
৮৯	ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম ও সাথীবর্গ	হাফেজ নূরুজ্জামান	জুন,৯৪	১ম, জুন, ৯৪	২৭৯	৫৬
৯০	নওয়াব আবদুল গনি ও নওয়াব আহসান উল্লাহ ঃ জীবন ও কর্ম	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	জুন,৯৮	১ম, জুন,৯৮	১৮৪	৩৭
৯১	নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ	ড. কাজী মোতাহার হোসেন	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	২৪	১
৯২	হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ	মোঃ মনসুর উদ্দীন	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	১৪	১
৯৩	এক মহান কর্মবীর	রাজিয়া মজিদ	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৬৪	৭
৯৪	সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (র) ঃ জীবন ও কর্ম	ড. মুশতাক আহমদ	মে ০১	১ম, মে ০১	৫১২	১১০
৯৫	ড. গোলাম মকসুদ হিলালীর ঃ কর্ম জীবন ও চিন্তাধারা	ড. আবু ইউনুস খান ও মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর	জুন ০১	১ম, জুন ০১	২৩৪	৫৩
৯৬	নওয়াব আবদুল লতিফ	আবদুল কাদির	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১৬	১.৫০
৯৭	মৃত্যুহীন প্রাণ	এ.বি.এম. কামাল উদ্দীন শামীম	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৮০	৫
৯৮	মাওলানা ইসলামাবাদী	সৈয়দ মোস্তফা জামাল সম্পাদিত	অক্টোঃ ৮০	১ম, অক্টোঃ ৮০	৯৬	৬
৯৯	হাকিম হাবিবুর রহমান	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	৬৮	৯
১০০	শতাব্দীর সূর্য শিখা (২য় খণ্ড)	রাজিয়া মজিদ	জুন ৯৪	১ম, জুন ৯৪	২৩৮	৬০
১০১	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঃ আব্বা ও আমি	মাহযুযা হক	সেপ্টেঃ ৮৮	১ম, সেপ্টেঃ৮৮	৮৩	১৫
১০২	মাওলানা উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	আগস্ট ৮৪	১ম, আগস্ট ৮৪	১৮৬	২৫
১০৩	শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা	মফিজ উদ্দীন আহমদ	জুন ৮৪	১ম, জুন ৮৪	৬৪	৮
১০৪	মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী	এ.এস.এম. আজিজুল হক	মার্চ ৮৭	১ম, মার্চ ৮৭	১০৮	১৮
১০৫	নওয়াব আলী চৌধুরী ঃ জীবন ও কর্ম	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	আগস্ট ৮৭	১ম, আগস্ট ৮৭	২২৮	৬০
১০৬	জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	ডা. শাহাদাত হোসেন সম্পাদিত	জুন ৯৮	২য়, ২০০১	৫৭৬	১২২
১০৭	মহান বিপ্লবী শহীদ কাসসাম	নূর হোসেন মজীদি	জানুঃ ৯৮	১ম, জানুঃ ৯৮	৪৮	১৪

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০৮	হাবীবুল্লাহ বাহার ঃ জীবন ও সাহিত্য সাধনা	খালেদ মাসুকে রসুল	এপ্রিল ৯৯	এপ্রিল ৯৯	২৫৬	৬৭
১০৯	ইসমাইল হোসেন সিরাজী	মুনির চৌধুরী	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	৮০	১
১১০	মীর মোশাররফ হোসেন	আবদুল লতিফ চৌধুরী	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	৩২	১.২৫
১১১	ইবনে সিনা	এম. আকবর আলী	ডিসেঃ ৮০	১ম, ডিসেঃ ৮০	১২৩	৮
১১২	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	ড. মনিরুজ্জামান	মে. ৮০	১ম, মে. ৮০	২৪	১.৫০
১১৩	মহাকবি কায়কোবাদ	খোন্দকার রেজাউল করিম	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৮০	৫
১১৪	লালন শাহ ফকির	মোহাম্মদ আবদুল হাই	মে ৮০	১ম, মে ৮০	১৬	১
১১৫	আলোকের সন্ধানে শেখ সাদী	আবদুস সাত্তার	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টেঃ ৮০	৫৬	৪
১১৬	জাবির ইবনে হাইয়ান	এম. আকবর আলী	নভেঃ ৮০	১ম, নভেঃ ৮০	১১২	৭
১১৭	সাহিত্যিক সাংবাদিক আবদুর রশীদ সিদ্দিকী	শফিউল আলম	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৫৮	৪
১১৮	অগ্নিপুরুষ সিরাজী	খালেদ মাশুকে রসুল	জুন ৮৩	১ম, জুন ৮৩	১২৪	১২
১১৯	আল্লামা ইকবাল	মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী	ডিসেঃ ৮৬	১ম, ডিসেঃ ৮৬	১২৮	২২
১২০	মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী ঃ জীবন ও কর্ম	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	মার্চ ৯৫	১ম, মার্চ ৯৫	২০৮	৬৫
১২১	সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ (২য় খণ্ড)	মূল ঃ সৈয়দ আবদুল হাসান আলী নদভী (র)	আগস্ট ০৩	১ম, আগস্ট ০৩	৪৬২	১৫০
১২২	ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক (২য় খণ্ড)	মূল ঃ সৈয়দ আবদুল হাসান আলী নদভী (র)	আগস্ট ৯০	১ম, আগস্ট ৯০	৪৩৪	৭০
১২৩	জামশিদ গিয়াসউদ্দিন আল কাশি ঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অবদান	নাসরীন মুস্তাফা	ফেব্রুঃ ০১	১ম, ফেব্রুঃ ০১	২১২	৫৬
১২৪	পীর নেছারউদ্দীন আহমদ (র)	রফিকুল্লাহ নেছারাবাদী সম্পাদিত	জুন ০২	১ম, জুন ০২	১৩২	৩৪
১২৫	শায়খুল ইসলাম মাদানীর বিস্ময়কর ঘটনাবলী	অনুবাদ ঃ মুসলেম উদ্দীন	জুন ০১	১ম, জুন ০১	২৬৫	৬৫
১২৬	রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা	ড. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ	মে ৯৫	২য়, নভেঃ ০২	৩২৮	৮৭
১২৭	চার বরেণ্য মুসলিম বাঙ্গালী	ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী	আগস্ট ০৩	১ম, আগস্ট ০৩	১০৪	৩৫
১২৮	সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (র) (১ম খণ্ড)	সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী	আগস্ট ০৩	১ম, আগস্ট ০৩	৪৭২	৯০
১২৯	মুফতী সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান ঃ জীবন ও অবদান	ড. এ. এফ. এম. আমীমুল হক	জুন ০২	১ম, জুন ০২	৪৮৪	১০৮
১৩০	হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা)	মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ	অক্টোঃ ৮৪	১ম, অক্টোঃ ৮৪	২৬	৩
১৩১	হযরত খুবাইব ইবনে আবীদ (রা)	রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সেপ্টেঃ ৮৪	১ম, সেপ্টে ৮৪	২৮	৪
১৩২	মাওলানা হামিদ বাঙ্গালী	আতাহার উদ্দীন মোল্লা	জুন ৮৪	১ম, জুন ৮৪	৮৬	১২
১৩৩	ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী	আবু ফাতেমা ও মুহাম্মদ ইসহাক	জুন ৮০	২য়, এপ্রিল ৮৮	৩২৮	১৮
১৩৪	ইবনে সিনা	সৈয়দা আবদুল সুলতান	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	৪০	৩
১৩৫	হযরত শাহজালাল	সৈয়দা মুরতজা আলী	মে ৮০	১ম, মে ৮০	২৪	১.৫০
১৩৬	মুহাম্মদ বিন কাসিম	মুহাম্মদ নাসির আলী	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	৩২	২
১৩৭	শাহজাহান	এ.টি.এম.আবেদ	অক্টোঃ ৮০	১ম, অক্টোঃ ৮০	১২৪	৮
১৩৮	আল্লাহর তলোয়ার (হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের সামরিক জীবন ও অভিযান)	অনুবাদ ঃ লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ আবদুল বাতেন	জানুঃ ০৪	১ম, জানুঃ ০৪	৪৮৭	১১০
১৩৯	ইবনুল আলী আল মুবারক ইবনে মুহাম্মদ ও আলী ইবনে মুহাম্মদ (র) ঃ জীবন ও কর্ম	মুহাম্মদ সাঈদুল হক	নভেঃ ০২	১ম, নভেঃ ০২	১৯২	৫১
১৪০	কাজী নজরুল ইসলাম	মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস	জানুঃ ৮০	১ম, জানুঃ ৮০	২৪	৩

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪১	সাহাবা চরিত (৪র্থ খণ্ড)	মাওলানা যাকারিয়া	এপ্রিল ৮১	১ম, এপ্রিল ৮১	৪৮০	৩৫
১৪২	হযরত উসামা (রা)	মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	জানুঃ ৮৮	১ম, জানুঃ ৮৮	৪২	৮
১৪৩	হযরত আবূ যর গিফারী (রা)	দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	ফেব্রুঃ ৮০	২য়, জুন ৮২	১৩৪	১২
১৪৪	হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা)	আবুল বাশার আখন্দ	মার্চ ৮৪	১ম, মার্চ ৮৪	৩২	৩
১৪৫	খোলাফা-ই-রাশেদীন	রওশন ইজদানী	আগস্ট ৭৯	১ম, আগস্ট ৭৯	৪৮	৩.৫০
১৪৬	মহানবীর জীবন সংগিনী	কাজী রোজী	ডিসেঃ ৮০	১ম, ডিসেঃ ৮০	৬৪	৪.৫০
১৪৭	মোহাম্মদ আমিমুল এহছান মুজাদ্দেদী (র)	লোকমান আহমদ আমীমী	মার্চ ২০০০	১ম, মার্চ ২০০০	১১২	৩২
১৪৮	আলবেরুনী	এম. আকবর আলী	এপ্রিল ৮০	৫ম, জুন ৯৩	১৩৬	৩০
১৪৯	বিপ্লবী সাহাবী হযরত আবূ যর গিফারী (রা)	মাওলানা মুহিউদ্দীন খান	নভেঃ ৮১	১ম, নভেঃ ৮১	১৬০	২২
১৫০	নবাব সৈয়দ শামসুল হুদা	রাশিদুল হাসান	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টেঃ ৮০	৮০	৮
১৫১	মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী ঃ জীবন ও কর্ম	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	জুন ৯২	১ম, জুন ৯২	১৪৮	৫৮
১৫২	মুফতী সাইয়্যেদ আমীমুল এহসান (র)	আবুল কাশেম ভূঁইয়া	জুন ০১	১ম, জুন ০১	৮০	১৮
১৫৩	বাংলাদেশের দশ দিশারী	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	ফেব্রুঃ ৯১	১ম, ফেব্রুঃ ৯১	৩৫২	৫২
১৫৪	মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী	হাসান আবদুল কাইয়ুম সম্পাদিত	জানুঃ ৮৮	১ম, জানুঃ ৮৮	১০৪০	১৬৫
১৫৫	নওয়াব সৈয়দ শামসুল হুদা	শামসুল আলম	সেপ্টেঃ ৮৭	১ম, সেপ্টেঃ ৮৭	৪০	৬
১৫৬	হায়াতে হকীমুল ইসলাম ও দারুল উলূম দেওবন্দ	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস ছবুর সম্পাদিত	জুন ৮৯	১ম, জুন ৮৯	৬৪	১২
১৫৭	ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক	মূল ঃ সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (র) অনুবাদ ঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদওমর আলী	ডিসেঃ ৮২	১ম, ডিসেঃ ৮২	২৬৪	২৪
১৫৮	মুন্সী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ	মুহাম্মদ আবূ তালিব	ডিসেঃ ৮৩	১ম, ডিসেঃ ৮৩	২৩০	৩০
১৫৯	স্যার আবদুর রহীম ঃ জীবন ও কর্ম	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	জুন ৯০	১ম, জুন ৯০	২৫১	৪৩
১৬০	ইবনে খালদুন	অধ্যাপক আবুল কাসেম ভূঁইয়া	এপ্রিল ৮৮	১ম, এপ্রিল ৮৮	৯৬	১২
১৬১	নওয়াব সলীমুল্লাহ	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	ডিসেঃ ৮৬	১ম, ডিসে ৮৬	৪৩৪	৭০
১৬২	আল মামুন	মূল ঃ আল্লামা শিবলী নুমানী অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	অক্টোঃ ৮৭	১ম, অক্টো ৮৭	২০৪	৩২
১৬৩	মওলানা আকরম খাঁ	আবু জাফর সম্পাদিত	ডিসেঃ ৮৬	১ম, ডিসে ৮৬	৭৫২	১২০
১৬৪	মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	মে ৮৭	১ম, মে ৮৭	১৬৬	২৫
১৬৫	আগা বাকের	সিরাজ উদ্দিন আহমদ	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	১৫৮	১৫
১৬৬	আবদুর রহমান খান	মুজিবুর রহমান	এপ্রিল ৮৩	১ম, এপ্রিল ৮৩	৪৮	৪
১৬৭	স্যার সলিমুল্লাহ	মোঃ আবদুল কুদ্দুস	মার্চ ৮১	১ম, মার্চ ৮১	৪৮	৫
১৬৮	আল্লামা যামাখশারী	ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান	নভেঃ ৮০	১ম, নভেঃ ৮০	৮০	৩.৫০
১৬৯	যুগের নকীব	দেওয়ান আবদুল হামিদ	ফেব্রুঃ ৮০	২য়, জুন ৮৭	৮০	১০
১৭০	ইসলাম জাহানের দুই সেতারা	রওশন ইজদানী	সেপ্টেঃ ৮১	১ম, সেপ্টে ৮১	৮০	৬
১৭১	জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত নওয়াব আবদুল লতিফ	আখতার-উল-আলম	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১৮	১.৫০
১৭২	মাওলানা নঈমুদ্দিন	আবদুল কাদির	ফেব্রুঃ ৭৯	১ম, ফেব্রুঃ ৭৯	৫৪	৪.৫০
১৭৩	শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী	জুলফিকার আহমদ কিসমতী	ফেব্রুঃ ৮০	১ম, ফেব্রুঃ ৮০	১৬	২
১৭৪	কবি বন্দে আলী মিয়া (স্মারক গ্রন্থ)	অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েন ও তাহমিদুল ইসলাম সম্পাদিত	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	১৭৬	১২
১৭৫	শেরশাহ	ড. এম. আবদুল কাদের	জুলাই ৮০	২য়, জুন ৮৩	৬৫	৪

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭৬	সুলতান সালাহউদ্দীন	ড. এম. আবদুল কাদের	ডিসেঃ ৭৯	২য়, জুন ৮১	১৬২	১৫
১৭৭	ফকির নেতা মজনু শাহ	মুহাম্মদ আবু তালিব	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টে ৮০	১৩৬	৯
১৭৮	আলমগীর	শেখ হাবিবুর রহমান	ফেব্রুঃ ৮৮	১ম, ফেব্রুঃ ৮৮	৩৭৬	৫৮
১৭৯	তিতুমীর ঃ মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদ	এ.বি.এম. আবদুল বারী	জানুঃ ৮০	২য়, জানুঃ ৮৮	৪৮	৮
১৮০	টিপু সুলতান	মূল ঃ গোলাম রসূল মিহর অনুবাদ ঃ খালেদ মাশুকে রসূল	এপ্রিঃ ৮৮	১ম, এপ্রিঃ ৮৮	৭৩৬	১০০
১৮১	হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (র)	অনুবাদ ঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	জানুঃ ৮৫	১ম, জানুঃ ৮৫	৪০০	৫২
১৮২	হযরত নিযামউদ্দীন আউলিয়া	এমএন. আলম	এপ্রিল ৮৬	১ম, এপ্রিল ৮৬	৩২	৫
১৮৩	মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ (র)	মাওলানা মুহিউদ্দীন খান	মে ৮১	১ম, মে ৮১	১৪০	২৪
১৮৪	হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ (র)	আবদুল ওহাব	ফেব্রুঃ ৮০	১ম, ফেব্রুঃ ৮০	১০৮	২১
১৮৫	হযরত শাহজালাল (র)	মাওলানা বদিউল আলম	অক্টোঃ ৮১	১ম, অক্টোঃ ৮১	৬৪	৫
১৮৬	দুঃসাহসী ফরিদ	বাংগাল আবু সাঈদ	জানুঃ ৮৮	১ম, জানুঃ ৮৮	২৬০	৪২
১৮৭	শাহ সুলতান রুমী (র)	নুরুল হোসেন খোন্দকার	জুন ৮৭	১ম, জুন ৮৭	২৫২	৪০
১৮৮	মুসলিম মনীষা	আবদুল মওদুদ	এপ্রিল ৮০	৪র্থ, জুন ৯৪	৩১২	৮০
১৮৯	ইমাম মুসলিম (র)	নাজমুল হক				
১৯০	হযরত শাহ আলী বোগদাদী (র)	সিকান্দার মোমতাজী	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	৩২	৫
১৯১	উজীর আল মনসুর	ড. এম. আবদুল কাদের	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১০০	৭
১৯২	আওরঙ্গজেব	ছদরুদ্দীন	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৯৬	৬
১৯৩	ইমাম আবু হানিফা (রহ)	মূল ঃ সৈয়দ মানাজির আহসান গিলানী	জুন ৮৪	১ম, জুন ৮৪	৪০০	৫০
১৯৪	ওমর ফারুক	হাবিবুল্লাহ বাহার	জানুঃ ৮০	১ম, জানুঃ ৮০	৭৪	৭
১৯৫	গোলমানে ইসলাম	মূল ঃ মওলানা সাঈদ আহমদ অনুবাদ ঃ মওলানা মুজিবুর রহমান	জুন ৯১	১ম, জুন ৯১	৩৭৮	৬০
১৯৬	নবাব স্যার সলিমুল্লাহ	ড. কাজী মোতাহার হোসেন	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	৩২	১.৫০
১৯৭	ইমাম গাজ্জালী পরিচিতি	মুহাম্মদ গোলাম রসুল	নভেঃ ৮০	১ম, নভেঃ ৮০	৮৮	১০
১৯৮	হযরত খবাইর ইবন আদী (রা)	মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সেপ্টেঃ ৮৪	১ম, সেপ্টেঃ৮৪	২৪	৪
১৯৯	বাংলাদেশে সূফীবাদের দিশারী যাঁরা	শাহ মাহমুদ বখত চিশতী	সেপ্টেঃ ৮৭	১ম, সেপ্টেঃ৮৭	৬৪	১০
২০০	হযরত আবু বকর (রা)	মূল ঃ নওয়াব সদর ইয়ার জং অনুবাদ ঃ এ.কে.এম. মহিউদ্দীন	জুন ৮১	২য়, সেপ্টেঃ৮৫	১৬৪	২২
২০১	হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)	মূল ঃ মেজর জেনারেল আকবর খান অনুবাদঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	জানুঃ ৮৫	২য়, সেপ্টেঃ৮৯	৩৭২	৬০
২০২	ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)	এ.এম.এম. সিরাজুল হক	জুন ০১	১ম, জুন ০১	৫৬৮	২০৪
২০৩	শিরাজী স্মৃতি	মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ	জুলাই ২০০০	১ম, জুলাই ২০০০	৫২	২০
২০৪	ইমাম আবু হানিফার রাজনৈতিক চিন্তাধারা	আ.জ.ম. শামসুল আলম	মে ৮০	১ম, মে ৮০	২৪	১.৫০
২০৫	শেখ আবদুর রহীম	খালেদ মাসুকে রসূল	জুন ৮৭	১ম, জুন ৮৭	২২৫	৩৬
২০৬	Nowab Syed Shamsul Huda	Rashidul Hasan	জুন ৯১	১ম, জুন ৯১	৫৬	১০
২০৭	Saiyedena Hazrat Ghaus-Ul-Azoam and Some Qadire Walis	Saiyed Abdull Hai	আগস্ট ৮৫	১ম, আগস্ট ৮৫	১৪৪	২০
২০৮	Imam Ibne Taymia : His Project of Reform	Dr. Sirajul Hoq	ডিসেঃ ৮২	১ম, ডিসেঃ ৮২	২৪০	২৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০৯	Hazrat Abu Dhar Gifari (R)	Dewan Muhammad Azraf	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	৭২	৫
২১০	Ibn Khaldun	E.M. Sattar	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	৪৪	৪
২১১	Abdul Qadir Jilani (R)	Shamsul Alam	ফেব্রুঃ ৮০	১ম, ফেব্রুঃ ৮০	১৮	১
২১২	The life and works of Ibn Hajar Al-Asqalani	Dr. Aftab Ahmad Rahmani	জুলাই ২০০০	১ম, জুলাই ২০০০	৩৭১	২০০
২১৩	The First Generation of Muslim	Ishrat J. Rumy	জানুঃ ০৩	১ম, জানুঃ ০৩	১০৪	৪০
২১৪	Workers Right in Islam	Mulana Fariduddin Masued	মার্চ ৮৭	১ম, মার্চ ৮৭	১১৬	২০
২১৫	The Prisoner of Darkness	Md. Ferdous Khan	অক্টোঃ ৮২	১ম, অক্টোঃ ৮২	২৯	৫
২১৬	Select Arabic and Parsian Epigraphs	Dr. A.K.M. Yaqub Ali	অক্টোঃ ৮৮	১ম, অক্টোঃ ৮৮	১৪৮	২৫
২১৭	Some Muslim Stalwarts	Muhammad Abbulla	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৬৮	৬
২১৮	Celebration of 15th Hijra Century in Bangladesh	Islamic Foundation Bangladesh	জানুঃ ৮১	১ম, জানুঃ ৮১	৪৮	৫
২১৯	তুর্কী দরবেশ সাঈদ নুরসী	এ. জেড এম শামসুল আলম	এপ্রিল ০৪	১ম/এপ্রিল ০৪	২০	১৮
২২০	ইমাম মালেক (র) ও তাঁর ফিকহ্ চর্চা	ড. আ. ক. ম আব্দুল কাদের	এপ্রিল ০৪	১ম/এপ্রিল ০৪	৩৩০	৭৭
২২১	হযরত সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা)	মূল : আব্দুল কইয়ূম শাফাক হাযারাভী	জুন ৯৪	১ম/জুন ৯৪	১১২	২২
২২২	মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ আমিমুল এহসান (র)	মোঃ আবুল কাশেম ভূঞা	এপ্রিল ০৪	১ম/এপ্রিল ০৪	১০৭	৩৫
২২৩	হযরত আলী (রা) ঃ জীবন ও খিলাফত	সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী	মে ০৪	১ম/মে ০৪	২৯২	৭০
২২৪	ইব্ন খালদুন জীবন ও কর্ম	মূল ঃ এম. এ ইনাম	মে ০৪	১ম/মে ০৪	১৩৬	৬০
২২৫	শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান	শেখ তোফাজ্জল হোসেন সম্পাদিত	মে ০৪	১ম/মে ০৪	১৮৪	৬৭
২২৬	শহীদ প্রেসিডন্ট জিয়াউর জীবনীসূচী	শেখ ফজলুর রহমান	মে ০৪	১ম/মে ০৪	২৪	১২
২২৭	নবী যুগের সোনার মানুষ (১ম খণ্ড)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	এপ্রিল ০৪	১ম/এপ্রিল ০৪	২০৮	৭৪
২২৮	নবী যুগের সোনার মানুষ (২য় খণ্ড)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	এপ্রিল ০৪	১ম/এপ্রিল ০৪	১৭৬	৬৪
২২৯	ঈসা খান	মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	১৭৬	৫০
২৩০	সুহবতে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব (র)	মূল : সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	২৮০	৭০
২৩১	নূর কুতুবুল আলম (র)	ড. এ, কে, এম, নুরুল আলম ও ড. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন	মে ০৪	১ম/মে ০৪	২০	১২
২৩২	স্মৃতির আয়নায় শহীদ জিয়া	মুহাম্মদ গোলাম মুস্তফা সম্পাদিত	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	১৯৬	৬২
২৩৩	অনন্য জিয়াউর রহমান	মুহাম্মদ গোলাম মুস্তফা সম্পাদিত	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	৩৬৮	৮৫
২৩৪	সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্মসহ হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মৃতিকথা	মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান তালুকদার সম্পাদিত	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	৩৬৬	৮৯
২৩৫	Khan Jahan Patron Saint of the Sundar Bans	Prof. Dr. Syed Mahamudul Hassan	অক্টো ০৪	১ম/অক্টো ০৪	১২৮	৬৮
২৩৬	পথিকৃত দশ মনীষী	মুকুল চৌধুরী	সেপ্টে ০৪	১ম/সেপ্টে ০৪	১৫০	৪৫
২৩৭	সাহিত্য সাধনায় কয়েকজন মুসলিম প্রতিভা	মুহাম্মদ শাহাব উদ্দিন	ডিসে ০৪	১ম/ডিসে ০৪	১১২	৪৫
২৩৮	দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া	মুহাম্মদ গোলাম মুস্তফা সম্পাদিত	জানু ০৫	১ম/জানু ০৫	২০৪	৭১
২৩৯	প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া	মুহাম্মদ গোলাম মুস্তফা সম্পাদিত	মার্চ ০৫	১ম/মার্চ ০৫	২২০	৮৫
২৪০	হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) জীবন ও কর্ম	ড. . মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ	ফেব্রু ০৫	১ম/ফেব্রু ০৫	১২৪	৩৫
২৪১	মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন ঃ সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান	মুহাম্মদ আবদুর রউফ	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	২১৪	৬৭
২৪২	মাওলানা রুহুল আমীন ঃ জীবন ও কর্ম	মুহাম্মদ আবদুস সালাম	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	১৪০	৪৯
২৪৩	মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল আল বুখারী (র) ও তাঁর আল-জামি	ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ	ডিসে ০৫	১ম/ডিসে ০৫	৮৮	৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৪৪	হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (২য় খণ্ড)	অধ্যাপক ঃ এ, এফ, এম আবদুল আজীজ ও সিদ্দিক আহম্মদ খান	আগস্ট ০৭	১ম/আগস্ট ০৭	৩৮০	১২৪
২৪৫	হযরত আবু হুরায়রা (রা) হাদীসে তাঁর অবদান	হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল	অক্টো ০৭	১ম/অক্টো ০৭	৪২৮	১১৫
২৪৬	বেগম রোকেয়া	মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস	মার্চ ০৪	৭ম/মার্চ ০৪	১৪	১৪

ইসলামী আইন ও ফিকাহ্ শাস্ত্র

১	ইসলামের শাস্তি নীতি	মূল ঃ মুহাম্মদ কুতুব অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর	মে ৮০	২য়,	১৬	১.৫০
২	ইসলামী আইন	মূল ঃ এ.এ. ফৈজী অনুবাদ ঃ গাজী শামছুর রহমান	ডিসেঃ ৭৯	২য়	৩৯০	৫০
৩	ফাতাওয়া ও মাসাইল (১ম ও ২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মে ৯৬	২য়, মার্চ ৮৩	৪১২	২৪০
৪	ফাতাওয়া ও মাসাইল (৩য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মে ৯৭	১ম, ডিসেঃ ৮৫	৪৬২	২১০
৫	ফাতাওয়া ও মাসাইল (৪র্থ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ৯৯	১ম, জুন ০১	৩০২	১৪০
৬	ফাতাওয়া ও মাসাইল (৫ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মার্চ ০১	১ম, মার্চ ০১	৪৩২	২২৫
৭	ফাতাওয়া ও মাসাইল (৬ষ্ঠ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০১	১ম, জুন ০১	৫৭৬	২৩০
৮	ইসলামী ফিকাহ (১ম খণ্ড)	মুজীবুল্লাহ নদভী	মার্চ ৮৭	১ম, মার্চ ৮৭	৩৫২	৫০
৯	ইসলামী ফিকাহ (২য় খণ্ড)	মুজীবুল্লাহ নদভী	জুলাই ৮৬	১ম, জুলাই ৮৬	২৮৮	৩০
১০	ইসলামী ফিকাহ (৩য় খণ্ড)	মুজীবুল্লাহ নদভী	মার্চ ৮৭	১ম, মার্চ ৮৭	৩৩৬	৪৫
১১	ফিকাহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ	আবু সাইদ মোঃ আব্দুল্লাহ	নভেঃ ৮২	৩য়, জুন ৯৭	১৬৪	৩৮
১২	ইসলামী শাসনের স্বরূপ	শেখ ফজলুর রহমান	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	৬৪	৪
১৩	ফারায়েজ	গাজী শামছুর রহমান	মার্চ ৮৬	১ম, মার্চ ৮৬	২১০	২০
১৪	এই আমাদের আইন	মূল ঃ মুহাম্মদ আসাদ অনুবাদ ঃ আবুল বাশার আখন্দ	মার্চ ৮৪	১ম, মার্চ ৮৪	৩৬	৪
১৫	ইসলামী আইন তত্ত্ব	স্যার আবদুর রহীম	জানুঃ ৮০	২য়, অক্টোঃ ৮৪	৪০২	৪৫
১৬	মোগল যুগের বিচার	আবু জাফর	আগস্ট ৮০	২য়, সেপ্টে ৮৫	৯৬	১২
১৭	ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন	অনুবাদ ঃ মাওলানা কারামত আলী নিযামী	অক্টোঃ ৮১	৩য়, জুন ৯৭	২১৯	৫০
১৮	ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র	আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ	এপ্রিল ৮৭	১ম, এপ্রিল ৮৭	১০২	১৫
১৯	ইসলামে বাণিজ্য আইন	মূল ঃ এ.বি.এম. হুসাইন অনুবাদ ঃ রুহুল আমীন	সেপ্টেঃ ৮৪	৩য়, মে ২০০০	৬৪	২৫
২০	ইসলামী আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ছমীর উদ্দিন	ডিসেঃ ৮৬	১ম, ডিসেঃ ৮৬	১২০	১৫
২১	ইসলামের ভূমি, কৃষি, শিল্প ও শ্রমিক আইন	মোঃ দেলওয়ার হোসেন সাঈদী	সেপ্টেঃ ৭৯	১ম, সেপ্টে ৭৯	১৮	২
২২	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ৯৯	১ম, জুন ৯৯	৬৩৮	২৪০
২৩	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০১	১ম, জুন ০১	৭২০	
২৪	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (৩য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মার্চ ০৩	১ম, মার্চ ০৩	৬৪৬	২৩০
২৫	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (৪র্থ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	ডিসেঃ ০৩	১ম, ডিসেঃ ০৩	৮৫৬	৩২০
২৬	আল হিদায়া (১ম খণ্ড)	অনুবাদ ঃ আবু তাহের মেসবাহ	জানুঃ ৯৮	২য়, নভেঃ ০৩	৩৭৯	২০০
২৭	আল হিদায়া (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ২০০০	২য়, নভেঃ ০৩	৫৫৬	২৭০
২৮	আল হিদায়া (৩য় খণ্ড)	অনুবাদ ঃ আবু তাহের মেসবাহ	জুন ০১	১ম, জুন ০১	৬৬৩	৩১৫
২৯	আল হিদায়া (৪র্থ খণ্ড)	অনুবাদ ঃ আবু তাহের মেসবাহ ও মাওলানা ইছহাক ফরিদী	ডিসেঃ ০১	১ম, ডিসেঃ ০১	৫৯৮	২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩০	মসজিদের বিধানাবলী	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	নভেঃ ৯৯	১ম, নভেঃ ৯৯	১৪৪	৪০
৩১	ফোরকানিয়া মক্তব পরিচালনা পদ্ধতি	মুহাম্মদ লুতফুল হক	আগস্ট ৮২	৫ম, জুন ০৩	৯৪	২৫
৩২	ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন	মুহাম্মদ আজীজুর রহমান নোমানী	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	২০৬	১৮
৩৩	ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা	ড. এম. মুস্তাফিজুর রহমান	এপ্রিলঃ ৯৭	১ম, এপ্রিল ৯৭	১৩৬	৪০
৩৪	আল ফিকহুল আকবর	অনুবাদ ঃ ড. মুস্তাফিজুর রহমান	জুন ০২	১ম, জুন ০২	৯৬	৩২
৩৫	ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস	অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব	ফেব্রুঃ ০৪	১ম, ফেব্রুঃ ০৪	২৫৫	৬০
৩৬	আইন প্রণেতা হযরত মুহাম্মদ (সা)	মূল ঃ জাস্টিজ এস.এ. রহমান, অনুবাদ ঃ এ.বি.এম. কামালউদ্দীন শামীম	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৩২	২
৩৭	মুসলিম পারিবারিক আইন কানুন	মোঃ আবুল বাশার	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	২৮৮	৩৫
৩৮	বিশ্বশান্তি ও ইসলামী আইন	এ. কিউ. এম. সিফাতউল্লাহ		১ম,		৬
৩৯	ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ	গাজী শামছুর রহমান	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	৫২০	৪০
৪০	ইসলামী আইনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	হোসনে আরা মারিয়াহ	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৯৬	৯
৪১	ইসলামী আইন তত্ত্বের উৎস	গাজী শামছুর রহমান	জুলাই ৮১	১ম, জুলাই ৮১	২৬০	২৪
৪২	ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি	গাজী শামছুর রহমান	আগস্ট ৮১	১ম, আগস্ট ৮১	৩০৪	৩৫
৪৩	ইসলামী আইন ব্যবস্থা	গাজী শামছুর রহমান	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৩২০	২০
৪৪	মুসলিম আইন জগতের অনন্য-সাধারণ প্রতিভা শায়বানী	আবু জাফর	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	২৪	১.২৫
৪৫	ইসলামী আইনের সংকলন	অনুবাদ ঃ হাফেজ মঈনুল ইসলাম	জুন ৮৪	১ম, জুন ৮৪	৩০৮	৩৫
৪৬	ইসলামী নীতি দর্শন	অনুবাদঃ আবুল ফাত্তহ মোঃ ইয়াহইয়া	জুন ৮৭	১ম, জুন ৮৭		
৪৭	ইসলামের দণ্ডবিধি	গাজী শামছুর রহমান	জুন ৯২	১ম, জুন ৯২	৭০৪	১৮৯
৪৮	বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (১ম খণ্ড, ১ম ভাগ)	সম্পাদনা পরিষদ	এপ্রিঃ ৯৫	১ম, এপ্রিঃ ৯৫	৮১৬	২৫৫
৪৯	বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (১ম খণ্ড ২য় ভাগ)	সম্পাদনা পরিষদ	জানু ০১	১ম, জানু ০১	১০০৮	২৭২
৫০	বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (৩য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ৯৬	১ম, জুন ৯৬	৭৭৪	২৪৫
৫১	ইসলামে ইজমা দর্শন	মূল ঃ আহমদ হাসান অনুবাদ ঃ নূরুল আমিন জাওহার	জানুঃ ০৪	১ম, জানুঃ ০৪	৩৫২	৯৫
৫২	আনওয়ারুল মুফালেদীন	মুহাম্মদ ওসমান গনি	এপ্রিঃ ৮৫	১ম, এপ্রিঃ ৮৫	১০৮	৩৫
৫৩	Fifty years Survey of the Application of Sharia in Various Countries of the Muslim world	Dr. Tanzilur Rahman	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	১৬	১
৫৪	Thoughts on Islamic Law and Justice	Zain-ul-Abedin	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৫২	৫
৫৫	Thoughts on the Muslim Law of inheritance	Md. Fedouse Khan	ফেব্রুঃ ৮৩	১ম, ফেব্রুঃ ৮৩	৫০	৫
৫৬	Islamic Law	Ghazi Shamsur Rahman	ডিসেঃ ৮১	১ম, ডিসেঃ ৮১	৭১৮	৯০
৫৭	This Law of Ours	Muhammad Asad	জুন ৮০	৩য়, সেপ্টে ৮৩	৪৪	৬
৫৮	Thought on the Muslim Law of Inheritance	Md. Ferdouse Khan	ফেব্রুঃ ৮৩	১ম, ফেব্রুঃ ৮৩	৪৮	৫
৫৯	Commercial Laws in Islam	A.B.M. Hossain	মে ৮৩	১ম, মে ৮৩	৭২	১০
৬০	মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে মহিলাদের অংশ	মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	২০	১২
৬১	ফাতাওয়ে আলমগীরী (৫ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	৩৬০	২৮৫
৬২	ইসলামী আইন	সম্পদনা পরিষদ	সেপ্টে ০৪	১ম /সেপ্টে ০৪	২৪০	৫৮
৬৩	ওয়াকফ সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	১১৬	২৭
৬৪	জিহাদ সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	মে ০৫	১ম/মে ০৫	৭৯	২০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬৫	কুরবানী ও আকীকা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	৪৪	১৪
৬৬	শিরক-কুফর-বিদআ'ত সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	৪০	১৪
৬৭	পবিত্রতা সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	মে ০৫	১ম/মে ০৫	১২৭	২৮
৬৮	রোজার মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	৮৪	২২
৬৯	ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	মে ০৫	১ম/মে ০৫	১২৮	২৮
৭০	ফারাইয বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	মে ০৫	১ম/ মে ০৫	৭২	১৮
৭১	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (৬ষ্ঠ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	৬৫২	২৯০
৭২	জানাজা ও দাফন কাফনের মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	৭৫	১৯
৭৩	নামাজের মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	২৬৪	৫০
৭৪	ঈমান সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	২৪৬	৫০
৭৫	বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	২১৪	৫৬
৭৬	হজ্জ ও উমরার মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	১৮৪	৩৮
৭৭	যাকাত ও সাদকার মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	৬০	১৮
৭৮	ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	১০০	২৩
৭৯	মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন	ড. মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল	জানু ০৬	১ম/জানু ০৬	৪৯৬	১৪১
৮০	অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৬	১ম /জুন ০৬	১৫৬	৩৫
৮১	ঈমান সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	সেপ্টে ০৬	১ম/সেপ্টে ০৬	২৪৬	৪৮
৮২	হাদীস ও মাসাইলে আহনাফ (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৬	১ম/জুন ০৬	৬৬২	২৭০
৮৩	জানাযা ও দাফন-কাফনের মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	সেপ্টে ০৬	১ম/সেপ্টে ০৬	৭৫	১৯
৮৪	নামাযের মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	মে ০৭	১ম/মে ০৭	২৬৪	৬২
৮৫	হাদীস ও মাসাইলে আহনাফ (২য় খণ্ড)	লেখক মণ্ডলী	জুন ০৮	১ম/জুন ০৮	৪৫৫	২৩০

ইসলাম ও ইসলামী আদর্শ

১	জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম	দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	১১২	২০
২	ইসলামের মর্মকথা	প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ	ফেব্রুঃ ৮০	৩য়, জানুঃ ০৪	১৬	৮
৩	ইসলামের মর্ম বাণী (The Creed of Islam-এর বঙ্গানুবাদ)	মূল ঃ আবুল হাশিম অনুবাদ ঃ মুসলিম চৌধুরী	অক্টোঃ ৮১	১ম, অক্টোঃ ৮১	১৪৮	১৫
৪	বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম	শামসুল হক	মার্চ ৮৭	২য়, জুন ৯৪	১৬২	৪৬
৫	ইসলাম ও পার্থিব জগত	বেগম বুলবুল চৌধুরী	ডিসেঃ ৭৭	১ম, ডিসেঃ ৭৭	১৬	১
৬	ইসলাম ঃ মানুষের কর্তব্য	শামসুল হক	জুলাই ৭৭	১ম, জুলাই ৭৭	১৬	১
৭	স্পর্শমণি	আবদুল্লাহ আনসারী	নভেঃ ৭৮	১ম, নভেঃ ৭৮	৬৪	৩.৫০
৮	স্বকীয় আদর্শের সন্ধানে	মূল ঃ সৈয়দ কুতুব অনুবাদ ঃ তোহা বিন হাবীব	মার্চ ৮৭	১ম, মার্চ ৮৭	২৮	২
৯	আলোক স্তম্ভ	মুহাম্মদ নুরুল হক	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪০	৫
১০	দুই ঈদ	মূল ঃ আবুল কালাম আযাদ অনু ঃ মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	ডিসেঃ ৭৮	৩য়, ডিসেঃ ৮৮	৬০	১০
১১	ইসলাম ঃ মনীষার আলোকে	দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	জুলাই ৭৮	২য়, আগস্ট ৮৫	১৬০	২০
১২	ইসলামের চিন্তার বিকাশ	শাহেদ আলী সম্পাদিত	অক্টোঃ ৮০	১ম, অক্টোঃ ৮০	২০২	১৮

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩	ইসলামের জীবন দৃষ্টি	অধ্যাপক আবদুল গফুর	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	৩২	৪
১৪	ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা	মূল ঃ সাইয়েদ হাসান মুসান্না নদভী অনুবাদ ঃ শফিউদ্দিন	ফেব্রুঃ ৮০	১ম, ফেব্রুঃ ৮০	৪০	৪
১৫	আমাদের জাতীয় জীবনে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য	মনওয়ার হোসেন	জানুঃ ৮০	১ম, জানুঃ ৮০	৪৮	৪
১৬	আকায়েদুল ইসলাম (ইসলামী আকীদা)	মূল ঃ মাওলানা ইদ্রীস কান্দুলবী অনুবাদ ঃ সিরাজ উদ্দীন আহমদ	জুন ০১	১ম, জুন ০১	১০২	৫০
১৭	বিশ্বনবীর রেসালতী আদর্শ	মোঃ আবদুল হাকীম	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	৪০	৪
১৮	তওহীদের মর্মবাণী	আবদুল জব্বার সিদ্দিকী				৩
১৯	ইসলামী জিন্দেগী	আযিযুর রহমান নেছারাবাদী	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৭২	৪.৫০
২০	ইসলামের স্বনির্ভরতা ও সমবেত প্রচেষ্টা	রেজাউল করীম				১.২৫
২১	মুক্তির পথ	শাহেদ আলী	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৪০	২.৫০
২২	ইসলামের মুক্ত পন্থা	মূল ঃ মুহাম্মদ আসাদ অনুবাদ ঃ এম. এ. মান্নান	মে ৮০	১ম, মে ৮০	১৬	১
২৩	ইসলামী রশ্মি	এস. শহীদ উদ্দীন	মে ৮০	১ম, মে ৮০	১১২	৭
২৪	মুসলিম বাংলার চিন্তাধারা	এ.কে.এম. আবু মুসা সম্পাদিত	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৭৬	৫
২৫	ইসলাম ও মানবতাবাদ	দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	আগস্ট ৮০	২য়, জুন ৮৫	১৬৮	৪৮
২৬	কালজয়ী আদর্শ ইসলাম	মূল ঃ সৈয়দ কুতুব অনুবাদ ঃ নাজির আহমদ	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৮৪	৭
২৭	বিপ্লব বিপ্লব সত্যের বিপ্লব	সুফী জুলফিকার হায়দার	জানু ৮১	১ম, জানু ৮১	২৩	১.৫০
২৮	আমাদের দাওয়াত	আখতার ফারুক	ডিসেঃ ৮২	১ম, ডিসেঃ ৮২	৪০	৩.৫০
২৯	মুক্তির ডাক (সংকলন)	দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	জুন ৮০	১ম, ১ম	৯৬	৬
৩০	ইসলাম ও অদৃষ্টবাদ	মূল ঃ ড. হামিদ মারকাস অনুবাদ ঃ শাহেদ আলী	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১৬	১
৩১	জ্ঞানের অনুসন্ধান	আলাউদ্দীন খান	জুন ৮৭	১ম, জুন ৮৭	৪৮	৮
৩২	জীবন নিরবচ্ছিন্ন	শাহেদ আলী	জুন, ৮০	১ম জুন ৮০	১৬	২
৩৩	দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম	মাওলানা হাবিবুর রহমান	জুন, ৮০	১ম, জুন, ৮০	৫৪	৩.৫০
৩৪	ব্যবহারিক ইসলাম	নুরুজ্জামান খান	আগস্ট, ৮০	১ম, ১ম	৯৯	১৭.৫০
৩৫	ইসলাম ঃ বিপ্লবাত্মক ভূমিকায়	শেখ ফজলুর রহমান	অক্টোঃ ৮০	২য়, মে ৮৫	৮০	১২
৩৬	ইসলামের আহ্বান	মোঃ মোরশেদ আলী	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	৬০	৩
৩৭	ইসলাম ও সামরিক জীবন	মোহাম্মদ মোজাফফর হোসাইন	অক্টোঃ ৮০	২য়, মার্চ ৮৩	১৬০	১৫
৩৮	আধ্যাত্মিক জীবন	ড. কাজী আবদুল মোনয়েম		১ম,		১৩
৩৯	আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ	মুহাম্মদ আবদুর রহীম				৩৩
৪০	ইসলাম ঃ মানুষের কর্তব্য	শামসুল আলম	জুন ৭০	২য়, জুলাই ৭৭	১৬	১
৪১	মিনহাজুল আবেদীন	মূল ঃ ইমাম গাযালী (র) অনুবাদ ঃ মাওলানা মুজীবর রহমান	জুন ৬৯	৪র্থ, জুন ২০০০	৩৭২	৯০
৪২	ঐতিহাসিক জড়বাদ ও ইসলাম	ড. মাযহারুদ্দীন সিদ্দিকী	জুন ৭০	২য়, জুলাই ৭৭	২৮	১.৫০
৪৩	ইসলাম, কমিউনিজম ও পুঁজিবাদ	মোহাম্মদ কুতুব	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	৩৬	২.৫০
৪৪	আদর্শ জীবন	আবুল হোসেন	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	৮০	৫
৪৫	আলোকিত পথ	এ.কে. এম. ইয়কুব আলী	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	৫৬	৩
৪৬	বিপ্লব ইসলামের দৃষ্টিতে	প্রিন্সিপাল আশরাফ ফারুকী	মে ৮২	১ম, মে ৮২	৭০	৭.৫০
৪৭	আল্লাহর পথে জিহাদ	অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক	ডিসেঃ ৮১	১ম, ডিসেঃ ৮১	৬০	৬

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৮	স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৬২২	৬০
৪৯	আদাবে জিন্দেগী	মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী	জুন ৯৪	১ম, জুন ৯৪	৩২৪	৮২
৫০	খাজা আবদুল মজিদ শাহ রচনাবলী	মোঃ ইকবাল হোসাইন সম্পাদিত	ফেব্রুঃ ৯৯	১ম, ফেব্রু ৯৯	৪২৫	৭২
৫১	ইসলামী ভাবধারা	অনুবাদ ঃ সাইয়েদ আবদুল হাই	মে ৮৭	১ম, মে ৮৭	৩৬০	৫৫
৫২	বুদ্ধির ফসল আত্মার আশিস	শাহেদ আলী	অক্টোঃ ৭০	৩য়, জানু ২০০০	৬০	১৬
৫৩	ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান	মেজর (অবঃ) জয়নুল আবেদীন	জুলাই ৮৬	১ম জুলাই ৮৬	৬৪	৯
৫৪	সিয়াম ও রমযান	মুহিউদ্দিন খান	মে ৮১	৩য়, জুন ৯৭	১১২	৩৭
৫৫	ইসলাম ও ফিতরাত	মোহাম্মদ সাদেক	এপ্রিল ৮৭	৩য়, সেপ্টেঃ ৯৯	৮৪	২৯
৫৬	ইসলামী প্রবন্ধমালা	শামসুল আলম	জুন ৮৪	১ম, জুন ৮৪	৬১২	৯৫
৫৭	চিন্তাধারা	জুলফিকার আহমদ কিসমতী	জানুঃ ৮৮	১ম, জানুঃ ৮৮	৬৬০	১০০
৫৮	নৈতিক চরিত্র	মাহবুব আলম চাষী	ফেব্রু ৮৪	১ম, ফেব্রু ৮৪	২০০	১৮
৫৯	জীবন	আযীযুর রহমান				--
৬০	গোঁড়ামি, অসহনশীলতা ও ইসলাম	মূল ঃ ড. খুরশীদ আহমদ, অনুবাদ ঃ আবুল আসাদ	জুন ৮৯	১ম, জুন ৮৯	৪৮	৯
৬১	ইসলাম কি এ যুগে অচল	মূল ঃ মুহাম্মদ কুতুব অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর	মে ৮১	১ম, মে ৮১	৯৩	১৬
৬২	আধ্যাত্মিক মানস	মোঃ হেলাল উদ্দীন	জুন ৮৭	১ম, জুন ৮৭	১০১	১৬
৬৩	ইসলামী সংস্কৃতির বুনিয়াদ	অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ এলাহী বক্স	ডিসেঃ ৮৬	১ম, ডিসেঃ ৮৬	১৫৬	৩০
৬৪	আনওয়ারে আম্বিয়া	অনুবাদ ঃ মাওলানা এস.এম. সিরাজুল ইসলাম	মার্চ ৮৭	১ম, মার্চ ৮৭	২০৮	৩০
৬৫	ইসলামে যৌন বিধান	অনুবাদ ঃ হাসান রহমতী	সেপ্টেঃ ৮৭	১ম, সেপ্টেঃ ৮৭	৩৮০	৫০
৬৬	ইসলামে শিশু পরিচর্যা	মোঃ মুসা এবং আবু বকর	মে ৮৭	১ম, মে ৮৭	১১২	বিনামূল্যে
৬৭	তাওহীদ	শাহেদ আলী				৩.৫০
৬৮	ইসলামের চারিত্রিক বিধান	মূল ঃ কাজী মাওলানা তাইয়্যেব অনুবাদ ঃ মাওলানা আমিনুল হক	সেপ্টেঃ ৮৩	১ম, সেপ্টে ৮৩	১৮৪	২০
৬৯	বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ	আল্লামা দেলওয়ার হোসেন সাঈদী	সেপ্টে ৭৯	১ম, সেপ্টে ৭৯	৩২	৩
৭০	নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি	মোহাম্মদ ওমর ফারুক	ডিসেঃ ৮৩	১ম,ডিসেঃ ৮৩	১৬৩	১৬
৭১	পরিবার ও পারিবারিক জীবন	মুহাম্মদ আবদুর রহীম				৭০
৭২	আকিদাতুল ইসলাম ওয়াল ইমামুল মাতুরিদী	ড. এ.কে.এম. আইয়ুব আলী	নভেঃ ৮৩	১ম, নভেঃ ৮৩	৫৭২	১০০
৭৩	ইসলামী চিন্তাধারা	শামসুল আলম				১০০
৭৪	ঈমান যখন জাগলো	মূল ঃ আবুল হাসান আলী নদভী অনুবাদ ঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	২৯০	২৫
৭৫	তকমীলুল ঈমান	মূলঃ শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ সালমান	নভেঃ ৮৪	১ম, নভেঃ ৮৪	১৪৮	১৮
৭৬	ইসলামের দৃষ্টিতে চিন্তার স্বাধীনতা ও সভ্যতা	মূল ঃ মুহাম্মদ কুতুব অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর				৩
৭৭	জীবন সৌন্দর্য	ড. কাজী দীন মুহম্মদ	জানুঃ ৮১	৫ম , জুন ৯৫	২৮০	৮৪
৭৮	ইসলামী আদর্শ ও বাস্তবায়ন	মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	এপ্রিল ৮৫	১ম, এপ্রিল ৮৫	১৪০	২০
৭৯	ইসলামী আদর্শের মর্মকথা	অধ্যক্ষ মো নুরুল করীম	জুলাই ৮৫	১ম, জুলাই ৮৫	১৭৮	২২
৮০	ইসলামী জিহাদ	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	মার্চ ৮৬	১ম, মার্চ ৮৬	৬০২	৬০
৮১	বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত	অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	সেপ্টেঃ ৮৬	১ম, সেপ্টে ৮৬	৪৯৪	৭৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮২	শহীদে আযম	অনুবাদ ঃ আবদুল খালেক	জুন ৯২	১ম, জুন ৯২	৬০	১৪
৮৩	ইসলামের মর্মবাণী	সৈয়দ আমীর আলী	জানুঃ ৯৩	১ম, জানুঃ ৯৩	৫৩৬	১৫০
৮৪	ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম	মাজহার উদ্দিন সিদ্দিকী	মে ৯১	১ম, মে ৯১	১৮৮	৫০
৮৫	দুহাল ইসলাম (১ম খণ্ড)	মূল ঃ ড. আহমদ আমীন অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ	জুন ৯৪	১ম, জুন ৯৪	৩৫৪	১১০
৮৬	দুহাল ইসলাম (২য় খণ্ড)	মূল ঃ ড. আহমদ আমীন অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ	মে ০২	১ম, মে ০২	৩২৪	৭২
৮৭	ইসলাম পরিচয়	মূল ঃ ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ লুতফুল হক	এপ্রিঃ ৯৫	২য়, জানু ০৪	২৬৪	৫৮
৮৮	বিশ্ব শান্তি ও ইসলাম	সাইয়েদ কুতুব শহীদ				৭০
৮৯	ইসলামিয়াত	সংকলিত	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	৪৬৪	৯৭
৯০	দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ২০০০	২য়, এপ্রিল ০২	৭৪৮	৩০০
৯১	সমকালীন জীবনবোধ	মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ	জুন ২০০০	১ম, জুন ২০০০	৬৪	১৪
৯২	ইলমে হাদীস ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান	ড. মোহাম্মদ এছহাক	জুন ৯৩	১ম, জুন ৯৩	২৮৮	৬০
৯৩	বাবে জীবরীল	অনুবাদ ঃ মীজানুর রহমান	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	৮০	৩০
৯৪	মহাসত্যের সন্ধানে	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	জুন ৮০	৩য়, নভেঃ ৮৬	১৬০	২৫
৯৫	বেহেশতী জেওর	আশরাফ আলী থানবী (র)				২০
৯৬	ফাযায়েলে যিকির	মাওলানা মোঃ যাকারিয়া (র)				১০
৯৭	সালাত	শামসুল হক	জুলাই ৭৭	১ম, জুলাই ৭৭	৩৬	২
৯৮	দীনিয়াত শিক্ষা	মমতাজুল হক	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	৩২	১.৫০
৯৯	রাহে নাজাত	কাজী আবদুস শহীদ				৩
১০০	আকীদা ও আমল	মূল ঃ ইমাম গাযালী অনুবাদ ঃ এম. এ. সামাদ	জুন ৭৯	১ম, জুন ৭৯	১৪৬	৩০
১০১	মিশকাতুল আনওয়ার	মূল ঃ ইমাম গাযালী অনুবাদ ঃ মোঃ ইয়াকুব	জুন ৭৯	১ম, জুন ৭৯	৮০	৮
১০২	সিয়াম সাধনা	শামসুল আলম	নভেঃ ৭৯	১ম, নভেঃ ৭৯	৩২	২.৫০
১০৩	সিয়ামের তাৎপর্য	এস.এস.এম. আবদুল হাই	সেপ্টেঃ ৭৯	১ম, সেপ্টেঃ ৭৯	৮০	৪
১০৪	ফেরদাউসের পথে	এ.টি.এম. নুরুল্লাহ	নভেঃ ৭৯	১ম, নভেঃ ৭৯	৯২	৮
১০৫	রমজানের সাধনা	অধ্যাপক আবদুল গফুর	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	১৬	২
১০৬	সূফী দর্শন	ফকির আবদুর রশিদ	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	২৮৮	৪০
১০৭	উৎকোচের লাভ-লোকসান	বাংগাল আবু সাঈদ				১.৫০
১০৮	আত্মশুদ্ধির পথ	মূল ঃ হাসান আল বান্না অনুবাদঃ মাওলানা কারামত আলী নিজামী	আগস্ট ৮০	২য়, সেপ্টে ৮৬	১০৪	১৬
১০৯	রামজানুল মুবারক	আবদুল খালেক	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪৮	৩
১১০	ইসলামের আলোকে সূফীবাদ ও সাধনা	ড. কাজী আবদুল মোনয়েম				৫
১১১	সূফীবাদের গোড়ার কাথা	ড. কাজী দীন মুহম্মদ	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৩২	২
১১২	ইসলামী আকীদা	মূল ঃ আবদুল হক হক্কানী অনুবাদ ঃ মোঃ আবদুস সুবহান	মে ৮১	১ম, মে ৮১	৩১২	২৫
১১৩	ইমাম মেহদী (আ) ও কিয়ামতের নিদর্শন	মাওলানা বদিউল আলম	আগস্ট ৮১	১ম, আগস্ট ৮১	৫৫	৪.২৫
১১৪	কিভাবে নামায পড়তে হয়	মোঃ আবদুল আলী				২
১১৫	তকদীর	এম. এ. সামাদ	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	১১৮	১০
১১৬	বাংলার সূফী সমাজ	ড. আবদুল করিম	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	৪০	২.৫০
১১৭	ইসলাম প্রসঙ্গে	দেওয়ান আবদুল হামিদ	নভেঃ ৮০	১ম, নভেঃ ৮০	৮৪	৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১৮	জীবন দর্শনের পুনর্গঠন	দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	১০০	৬.৫০
১১৯	সিয়াম ও রমযান	মুহিউদ্দিন শামী সম্পাদিত	মে ৮১	২য়, মে ৮৭	১১২	২১
১২০	তকদীর বা ভাগ্যলিপি	এম.এ. ইব্রাহিমী	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪৪	১.৫০
১২১	সিয়াম সাধনা	হাসনাইন ইমতিয়াজ	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	১৬	১
১২২	আদব ও আখলাক	আবদুস সুবহান				১৭
১২৩	ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ	গাজী শামছুর রহমান	ডিসে. ৮২	১ম, ডিসেঃ ৮২	২৯৬	৩০
১২৪	শিরক ও বিদ'আত	মূল : মাওলানা সাইদ আবুল হাসান আলী নদভী অনুবাদ ঃ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	মার্চ ৮৪	২য়, জুন ০১	৪০	১৪
১২৫	আনোয়ারুল মুকাল্লিদীন	মোহাম্মদ ওসমান গনী	এপ্রিল ৮৫	১ম, এপ্রিল ৮৫	১১০	১৫
১২৬	হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ	শেখ ফজলুর রহমান	আগস্ট ৮০	২য়, সেপ্টে ৮৫	৫৬	১০
১২৭	সমস্ত প্রশংসা তাঁর	আবদুর রশীদ	মার্চ ৮০	৩য়, জুন ৮৬	৪৪	৬
১২৮	মানুষের ধর্ম	মোঃ বরকতুল্লাহ	এপ্রিল ৮৭	১ম, এপ্রিল ৮৭	১৪৮	২৫
১২৯	ইসলামী জীবন বিধান	অনুবাদ ঃ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	মার্চ ৮৬	১ম, মার্চ ৮৬	২৪০	৩০
১৩০	আল বুনিয়াদুল মুশাইয়্যাদ	অনুবাদ ঃ মাওলানা আবদুল খালেক	মে ৮৬	১ম, মে ৮৬	২৯৬	৩৫
১৩১	মানবতার বৈশিষ্ট্য	অনুবাদ : মুহাম্মদ আলী আকবর হামিদী	জুন ৮৬	১ম, জুন ৮৬	৯৫	১২
১৩২	মৃত্যুর অন্তরালে	অনুবাদ : মুহাম্মদ আবুল বাশার আহম্মদ	জুলাই ৮৬	১ম, জুলাই ৮৬	৩৫২	৪৫
১৩৩	ইসলামী আকীদা	অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ মুসা	আগস্ট ৮৬	১ম, আগস্ট ৮৬	৩৬৮	৫০
১৩৪	হক্কুল এবাদ	অনুবাদ ঃ মাহমুদা বেগম	আগস্ট ৮৬	১ম, আগস্ট ৮৬	১৪৪	২২
১৩৫	আদর্শ মানব সভ্যতায় মসজিদের অবদান	অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক	জুন ৯৪	১ম, জুন ৯৪	১৪৪	৫০
১৩৬	তাযকিয়া ওয়া ইহসান	অনুবাদ : মুহম্মদ আবুল বাশার আহম্মদ	এপ্রিল ৮৭	১ম, এপ্রিল ৮৭	১৬৬	২৫
১৩৭	সত্য সন্ধানে	অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন	আগস্ট ৮৭	১ম, আগস্ট ৮৭	৪১৬	৬০
১৩৮	আয়াকানে আরবা'আ	মাওলানা আবু তাহের মেজবাহ	নভেঃ ৮৭	১ম, নভেঃ ৮৭	৪২২	৫০
১৩৯	আমরা কি মুসলমান	মাওলানা মোহাম্মদ মুসা	এপ্রিঃ ৮৮	১ম, এপ্রিঃ ৮৮	২২৮	৩৫
১৪০	মারকুমতে ইমদাদীয়া	মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	মে ৮৮	১ম, মে ৮৮	৩৮৪	২০
১৪১	হজ্জের পথে	নুর আহমদ হাবিবুল্লাহ	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৯৮	১০
১৪২	মসজিদের মর্মবাণী	অনুবাদ ঃ কাজী মোতাসিম বিল্লাহ ও হাফেজ আবু তাহের	নভেঃ ৮২	১ম, নভেঃ ৮২	১৩৬	১২
১৪৩	ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা (২য় খণ্ড)	মেজর (অবঃ) জয়নুল আবেদীন				৯০
১৪৪	পবিত্র কুরআনের মর্মকথা	মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম				৪৪
১৪৫	ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন	ড. মুহাম্মদ ইকবাল	জুলাই ৮২	২য়, জুন ৮৭	২৫৪	৩৮
১৪৬	বরকতের রাত বরকতের মাস	মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	জুন ৮৬	৪র্থ ডিস. ৯৯	৮০	২২
১৪৭	যে সত্যের মৃত্যু নেই	মূল ঃ আবুল কালাম আযাদ অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	ডিসেঃ ৮৭	১ম, ডিসেঃ ৮	৩৭৬	৬০
১৪৮	নাস্তিকতাবাদ ও নৈতিকতা	নুরুল হোসেন খন্দকার	ডিসেঃ ৮৭	২য়, জুন ৯২	২৪০	৫২
১৪৯	ইসলাম সোপান	ইবরাহীম খাঁ ও আহছান উল্লাহ	জানুঃ ৮৮	১ম, জানুঃ ৮৮	৫৪০	৭০
১৫০	হাকীকতে তাওহীদ	মোঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	জুন ৮৩	৩য়, জুন ৯৫	১৭৮	৪৮
১৫১	মাকসাদে হায়াত	মূল ঃ আল্লামা তায়্যিব কারী অনুবাদ ঃ মোবারক হোসেন	আগস্ট ৯০	২য়, জুন ৯৫	৫২	১৪
১৫২	সৌভাগ্যের পরশমণি (১ম খণ্ড)	মূল ঃ ইমাম গাযালী (র) অনুবাদ ঃ আবদুল খালেক	জানুঃ ৮৮	৫ম, নভেঃ ০৩	২৮৩	৬৫
১৫৩	সৌভাগ্যের পরশমণি (২য় খণ্ড)	মূল ঃ ইমাম গাযালী (র) অনুবাদ ঃ আবদুল খালেক	জানুঃ ৮৮	৪র্থ ডিসেঃ ০৩	২৭৬	৬৬
১৫৪	সৌভাগ্যের পরশমণি (৩য় খণ্ড)	মূল ঃ ইমাম গাযালী (র) অনুবাদ ঃ আবদুল খালেক	নভেঃ ৮৯	৪র্থ ডিসেঃ ০৩	৩২০	৭৬

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫৫	সৌভাগ্যের পরশমণি (৪র্থ খণ্ড)	মূল ঃ ইমাম গাযালী (র) অনুবাদ ঃ আবদুল খালেক	নভেঃ ৮৯	৪র্থ ডিসেঃ ০৩	৪২৪	৮২
১৫৬	জীবনের আলো	ফজলুল বারী চৌধুরী	জানুঃ ৯০	২য়, জুলাই ৯৭	৯৬	২৯
১৫৭	আশরাফুল জওয়াব (১ম খণ্ড)	অনুবাদ ঃ হাফেজ আবু আশরাফ	মে,৮৭	২য়, জুন ০১	৩১০	৬০
১৫৮	আশরাফুল জওয়াব (২য় খণ্ড)	মূল ঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) অনুবাদ ঃ হাফেজ আবু আশরাফ	জুন ৯৮	১ম, জুন ৯৮	৪৪০	১৩০
১৫৯	ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ	অনুবাদ ঃ রোজাউল করীম ইসলামাবাদী	জুন ৮৬	১ম, জুন ৮৬	৪০০	৫০
১৬০	কিতাবুল আযকার	মূল ঃ মনযুর নোমানী অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	মে ৮৮	২য়, জুন ৯৫	১৮০	৪৫
১৬১	ওহীর মর্ম ও তাৎপর্য	মাওলানা মুশতাক আহমদ	জুন ৯৯	১ম, জুন ৯৯	৬০	২০
১৬২	ইমদাদুল সুলক (তরীকত সহায়িকা)	ফরীদ উদ্দীন মাসউদ অনূঃ	জানুঃ ০১	১ম, জানুঃ ০১	১৮৪	৫০
১৬৩	নামায	আবদুল খালেক	জুন ৯৭	৩য়, জানুঃ ০৪	৪১৮	৮৪
১৬৪	দীনিয়াত	সম্পাদনা পরিষদ	জুন,৯৫	২য়, ফেব্রুঃ ০৪	৪৫২	৯৭
১৬৫	ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ	সংকলিত	জানুঃ ৯৮	২য়, জুন ০২	২৫৪	৫০
১৬৬	হাদিয়াতুল মুসাল্লীন (নামাযীদের জন্য উপহার)	অনুবাদ ঃ লোকমান আহমদ আমীমী	সেপ্টে২০০০	১ম, সেপ্টেঃ ২০০০	৯৬	২৮
১৬৭	ইসলামের মৌল কাঠামো ও তার বাস্তবায়ন	এফ.এম. ইয়াহিয়া ও ফরীদ উদ্দীন মাসউদ				১২
১৬৮	ইসলামের দায়িত্ব ও কর্তব্য	মূল ঃ আলহাজ্জ মোঃ হাবিবুর রহমান অনুবাদ ঃ কাজী রফিকুল আলম				৫.৭৫
১৬৯	তাসাউফ কাহাকে বলে	অনুবাদ ঃ মাওলানা আবদুল খালেক	জুলাই ৮৯	১ম, জুলাই ৮৯	১৪৪	২০
১৭০	ধর্মের কাহিনী	মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী	আগস্ট ৮৭	১ম, আগস্ট ৮৭	৪০	৭
১৭১	আরাফাতের মুনাজাত	মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	জুন ৯৪	১ম, জুন ৯৪	১৬	৭.৫০
১৭২	ইসলাম কমিউনিজম ও আদর্শবাদ	মূল ঃ মোহাম্মদ কুতুব অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর				১
১৭৩	ইসলাম ও অমুসলিম সম্প্রদায়	মূল ঃ মোহাম্মদ কুতুব অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর				১
১৭৪	ইসলামে ব্যক্তি ও সমাজ	মোঃ শামসুজ্জোহা	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৩২	৩
১৭৫	কমিউনিজম ও ইসলাম	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৯০	৬
১৭৬	ইসলামের ঐতিহ্য ও খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি	এ.এফ.এম. শফিউল্লাহ	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	৯৬	১০
১৭৭	ইসলাম ও মানবতাবাদ	মূল ঃ ড. মুস্তফা আসসাবায়ী অনুবাদ ঃ আবদুল মতীন জালালাবাদী	জুলাই ৮১	১ম, জুলাই ৮১	১৬	১
১৭৮	সভ্যতার অভিশাপ	মোহাম্মদ আবদুর রহমান				৩
১৭৯	আজকের চিন্তাধারা	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	১৬০	১০
১৮০	ইসলামের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪৪	৩
১৮১	ঈমানী পরীক্ষার অমর কাহিনী	অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক				৫
১৮২	আধুনিকতার আলোকে ইসলাম	মুহিউদ্দিন শামী				৫.৫০
১৮৩	বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম	প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৩৪৪	৩২
১৮৪	ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র	মূল ঃ আবুল কালাম আযাদ অনুবাদ ঃ নুরুদ্দীন আহমদ	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	৮৪	৮
১৮৫	ইসলাম কমিউনিজম ও ভাববাদ	মূল ঃ মুহাম্মদকুতুব অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর		৩য়, মার্চ ৮৩	৪০	৩
১৮৬	ইসলাম ও খ্রিস্টবাদ	মূল ঃ আল্লামা সাইয়েদ আহমদ সাহেব কাযেমী অনুবাদ ঃ হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল করিম কাদেরী	ডিসেঃ ৮৩	১ম, ডিসেঃ ৮৩	২৪	৩
১৮৭	বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান	মূল ঃ মরিস বুকাইলি অনুবাদ ঃ আখতার-উল-আলম	সেপ্টেঃ ৮৬	১ম, সেপ্টে ৮৬	৪২৪	৭০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৮৮	মতবাদ ও মীমাংসা	আবদুল কাদির	জানুঃ ৮৭	১ম, জানুঃ ৮৭	২৩৬	৩৮
১৮৯	ইসলাম ও খৃষ্টবাদ	মোঃ আবদুল করীম নাঈমী				৩
১৯০	দীন-ই-ইলাহী ও মুজাদ্দিদে আল ফেসানী	আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দিক				
১৯১	স্যাটানিক ভার্সেস	সৈয়দ আশরাফ আলী	জুন ৯৬	২য়, জুলাই ০৩	১১০	৩১
১৯২	ইসলাম ও বিজ্ঞান	মাওলানা মুহম্মদ বজলুর রহমান	জুন ৯৭	২য়, অক্টোঃ ০২	৯৬	২৪
১৯৩	বর্তমান বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা	মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী	এপ্রিল ৮১	১ম, এপ্রিল ৮১	৩০	৩
১৯৪	তবলীগে দীনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি	জুলফিকার আহমদ কিসমতী	ফেব্রুঃ ৮০	১ম, ফেব্রুঃ ৮০	৬৪	৬
১৯৫	ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে	দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	এপ্রিঃ ৮০	২য়, জুন ৯৫	১৩২	৪০
১৯৬	মুসলিম জাহানে সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা	অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ	অক্টোঃ ৭৯	১ম, অক্টোঃ ৭৯	২৪	২
১৯৭	বাংলায় ফকীহ বিদ্রোহ	চৌধুরী শামসুর রহমান	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	২৪	২
১৯৮	মুসলিম রেনেসাঁয় নজরুলের অবদান	আবু ফাতেমা মুহাম্মদ ইসহাক	নভেঃ ৮০	৪র্থ মে ৯৭	৭৬	২৩
১৯৯	উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণের পটভূমি	আবুল কাশেম ভুঁইয়া	নভেঃ ৮১	১ম, নভেঃ ৮১	৩২	৪
২০০	ফরায়েজী আন্দোলন	ড. মঈনউদ্দিন আহমদ খান	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪০	৩
২০১	বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন	মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ				১৪
২০২	মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানীর সংস্কার আন্দোলন	মোঃ রুহুল আমিন	অক্টোঃ ৮০	১ম, অক্টোঃ ৮০	১৬৮	২২
২০৩	ইসলামী আন্দোলন ও চিন্তার বিকাশ	আবদুল মান্নান তালিব	এপ্রিল ৮৭	১ম, এপ্রিল ৮৭	১৪৪	২৪
২০৪	ইসলামে শান্তি ও যুদ্ধ	মূল ঃ মজিদ খাদ্দুরী অনুবাদ ঃ ড. হাসান জামান	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	২৪০	১৫
২০৫	মুসলিম জাহান ও পাশ্চাত্য জগত	আখতার-উল-আলম	নভেঃ ৭৯	১ম, নভেঃ ৭৯	৩২	৩
২০৬	মুসলিম ঐক্যের স্বপ্ন	শেখ ফজলুর রহমান	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	৫৪	৩.৫০
২০৭	মুসলিম জাহান	সোহরাব উদ্দিন আহমদ	১৯৮০	৩য়, জুন ৯৯	৬৮৪	১২০
২০৮	আরব বিশ্বে ইসরাঈলী আগ্রাসনী নীল নকসা	অনুবাদ ঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	জানুঃ ৮৭	১ম, জানুঃ ৮৭	৮৮	১৫
২০৯	ইসরাঈল ও মুসলিম জাহান	সাইদুর রহমান এবং মুহাম্মদ সিদ্দিক	জানুঃ ৮৯	২য়, ডিসেঃ ০৩	৪৮০	১০৮
২১০	জাগ্রত মুসলিম আফ্রিকা	ফারুক মাহমুদ				৮০
২১১	ইসলামী শিক্ষা অগ্রগতির পথে	ড. হাসান জামান	সেপ্টেঃ ৭৯	১ম, সেপ্টে ৭৯	১৬	১.৫০
২১২	ইকরা ঃ পড়	অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ	ফেব্রুঃ ৮০	১ম, ফেব্রুঃ ৮০	৮	০.৬০
২১৩	শিক্ষার নীতি ও আদর্শ	মোঃ আবদুর রহমান				৩
২১৪	ইসলামী কিণ্ডারগার্টেনঃ রূপরেখা ও বাস্তবায়ন	মুহাম্মদ আলমগীর	জানুঃ ৮২	১ম, জানুঃ ৮২	৬৪	৬
২১৫	মক্তব শিক্ষক প্রদর্শিকা	মোঃ আবদুল কুদ্দুস	নভেঃ ৮৬	২য়, জুন, ০২	২৮	৫
২১৬	ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি	মুহাম্মদ আলমগীর	ফেব্রুঃ ৮৭	১ম, ফেব্রুঃ ৮৭	২২০	৩৬
২১৭	জ্ঞানের অনুসন্ধান	আলাউদ্দীন খান	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৫৬	৩
২১৮	মুসলিম বিশ্বে নৈতিক পাঠ্যক্রম	মুহাম্মদ আবদুস শাকুর				৩৬
২১৯	উস্তাদের মর্যাদা	অধ্যাপক নিসার উদ্দীন	নভেঃ ৮১	১ম, নভেঃ ৮১	৩২	৩
২২০	বাংলাদেশে মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন	প্রিন্সিপাল মাওলানা বেগম নূরজাহান আকবর	ফেব্রুঃ ৮৪	১ম, ফেব্রুঃ ৮৪	৮০	১৩
২২১	গণশিক্ষা	কাজী রফিকুল ইসলাম				২০
২২২	রিপোর্টস অন ইসলামিক ইডুকেশন এণ্ড মাদ্রাসা এডুকেশন (৫ খণ্ড)	ড. সিকান্দার আলী ইব্রাহিমী	সেপ্টেঃ ৯০	১ম, সেপ্টে ৯০	৪৮২	১২৫
২২৩	শান্তির ডাক	শিবলী শামীম	অক্টোঃ ৮০	১ম, অক্টোঃ ৮০	১৬	১
২২৪	গরীবের হক	মোহাম্মদ আলী	নভেঃ ৮০	১ম, নভেঃ ৮০	১৬	১
২২৫	কালেমার রূপ	শামসুল হক	অক্টোঃ ৮১	১ম, অক্টোঃ ৮১	১৬	১.৫০
২২৬	ইসলাম ও আধুনিক সংস্কৃতি	মূল ঃ সাহেবজাদা মোহাম্মদ হোসেন অনুবাদঃ এ.বি.এম. কামাল উদ্দীন শামীম				১
২২৭	ধর্ম কেন	মাওলানা আবুল কালাম আযাদ	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৩২	১

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২২৮	বিশ্বে ইসলাম প্রচার ঃ একটি সমীক্ষা	মাওলানা আবুল কালাম আযাদ				১
২২৯	আধুনিক সভ্যতায় ইসলাম	মূল ঃ টি.ডব্লিউ. আর্নল্ড অনুবাদ ঃ আবদুল খালেক				১
২৩০	আল্লাহর দীন কি ও কেন	মূল ঃ সাইয়েদ কুতুব অনুবাদঃ এ.বি.এম. কামাল উদ্দীন শামীম				১
২৩১	আল-কুরআন (আরবী প্রবন্ধ সংকলন)	মোহাম্মদ এমদাদউল্লাহ সম্পাদিত				৫
২৩২	আল-ইকতেসাদুল ইসলামী	মুহাম্মদ খালেদ সাইফুল্লাহ				১০
২৩৩	আস-সাফাফাতুল ইসলামিয়া	হাফেজ মঈনুল ইসলাম সম্পাদিত				৫
২৩৪	যুব সমাজের ধর্ম বিমুখতা	শামসুল আলম	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	১৬	২
২৩৫	নয়া সমাজের যাত্রাপথ	আজিজুর রহমান	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	৩১	২
২৩৬	সংস্কৃতি চর্চা	মনিরউদ্দীন ইউসুফ	জানু ৮০	১ম, জানু ৮০	৩২	১.৫০
২৩৭	সন্ধানী দৃষ্টিতে ইসলাম	দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	জানু ৮০	১ম, জানু ৮০	২৩	১.৫০
২৩৮	শান্তি অন্বেষায়	আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	২৪	১.৫০
২৩৯	কর্তব্য সাধনে যুবক	মোঃ আবদুল কুদ্দুস	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	১৬	১
২৪০	ইসলামী অর্থনীতির স্বরূপ	শামসুল আলম	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	১৪	১
২৪১	নৈতিক চেতনাবোধ	শরীফ মোস্তাফিজুর রহমান	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	১৬	১
২৪২	ইসলাম মানে শান্তি	মাহফুজুর রহমান				৫
২৪৩	ছোটদের ইসলাম	শামসুল আলম	জুন ৯১	১ম, জুন ৯১	৪৪	২৫
২৪৪	পরিবার গঠনে নারী	মূলঃ মমতাজ জাহান বেগম সিদ্দিকী	অক্টোঃ ৮২	১ম, অক্টোঃ ৮২	১৩২	১২
২৪৫	মহীয়সী মহিলা (সংকলন)	অনুবাদ ঃ মাসউদুর রহমান				৪
২৪৬	জাতি গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা	আবু জাফর	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	১৬	১
২৪৭	নানা ধর্মে নারী	ড. এম. আবদুল কাদের	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৭২	৪.৫০
২৪৮	নারীমুক্তি ঃ যুক্তির কষ্টিপাথরে	আজিজুল হক বান্না	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	১০০	৬
২৪৯	ইসলামে পরিবার ও নারীর মর্যাদা	আবুল হাশিম				১
২৫০	ইসলামী আইনে নারীর স্থান ও অধিকার	বেগম নূর জাহান রশীদ	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	৩২	২
২৫১	মুসলিম সভ্যতায় নারী	এ.এফ.এম. আবদুল জলীল	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টে ৮০	৮০	৮
২৫২	ইসলাম ও নারী সমস্যা	ড. এম. আবদুল কাদের	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	১১৪	১০
২৫৩	ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা	মূল ঃ সৈয়দ এম. এইচ. জায়েদী অনুবাদ ঃ এস.এম. ইদরিস	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৬২	৬
২৫৪	মহিলাদের কর্মে নিয়োগ	অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন	জানুঃ ৮০	১ম, জানুঃ ৮০	১৮	২.৫০
২৫৫	ইসলামী সভ্যতায় নারীর মর্যাদা	মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী	মে ৮১	১ম, মে ৮১	৫৬	৩
২৫৬	নারী সমাজ ও ইসলামী শিক্ষা	মূল ঃ মালিক রাম অনুবাদ ঃ মাহমুদা বেগম নিকু	মার্চ ৮৭	১ম, মার্চ ৮৭	৪৪৮	৭০
২৫৭	ইসলামে নারীর মর্যাদা	শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির	জুন ৯৮	১ম, জুন ৯৮	১২৬	৩৩
২৫৮	কিতাবুল কাবায়ের (কবিরা গুনাহ)	মূল ঃ ইমাম হাফিজ শামসুদ্দিন যাহাবী অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু সাদেক মুহাম্মদ নূরুজ্জামান	এপ্রিঃ ০২	১ম, এপ্রিঃ ০২	৩১২	৭৫
২৫৯	ইসলামের আহ্বান	মূল ঃ খুরশিদ আহমদ অনুবাদ ঃ নূরুল আমিন জাওহার	জুন ৯৭	৩য়, এপ্রিঃ ০২	২৭৭	৭০
২৬০	নারীর মর্যাদা	ফরিদ রেজবী আফেন্দি	মার্চ ৯২	১ম, মার্চ ৯২	২০৬	৪৮
২৬১	ইসলাম ও মানবাধিকার	লেখক মণ্ডলী	জুন ০২	১ম, জুন ০২	২০০	৪৭
২৬২	পান্দেনামা-ই-আত্তার	সাইয়্যেদ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র)	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	১৪৭	৩৮
২৬৩	ইসলাহুল মুসলিমিন	প্রফেসর মাসউদ হাসান	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	১৬৬	৩৫
২৬৪	স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	৪৭২	১৩০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৬৫	আর রূহ (আত্মার রহস্য)	মূল : আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ অনুবাদ : মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী	এপ্রিল ০৩	১ম, এপ্রিল ০৩	৫৬৮	১১৫
২৬৬	আধুনিক চিন্তাধারা বনাম ধর্ম	মূল ঃ ওয়াহিউদ্দীন খান অনুবাদ ঃ আবদুল মতিন জালালাবাদী	জুলাই ৮৮	১ম, জুলাই ৮৮	২৩২	৩৫
২৬৭	ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ	অনুবাদ : এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম	জুলাই ৮৯	২য়, ফেব্রুঃ ০৪	৪৮০	২১০
২৬৮	নবুয়ত ও আম্বিয়া কিরাম	অনুবাদ : মাওলানা রুহুল আমীন খান	মে ৯০	২য়, ফেব্রুঃ ০৪	৪৮০	২১০
২৬৯	জীবন পথের দিশা		মার্চ ৯৩	১ম, মার্চ ৯৩	২৪০	৫০
২৭০	ইসলামের পরিচয়	অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ লুতফুল হক	এপ্রিল ৯৫	২য়, জানুঃ ০৪	৩০২	৫৮
২৭১	আদাবে জিন্দেগী	আবুল বাশার আখন্দ	জানু ৯৪	১ম, জানু ৯৪	৩২৩	৮২
২৭২	নকশে দাওয়াত (স্মৃতি অম্লান)	আনওয়ার শাহ মাসউদী	জুন ০১	১ম, জুন ০১	৫১৬	১১৬
২৭৩	পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম	মূল : মাওলানা মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন সাম্ভলী অনুবাদ ঃ এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ	জানু ০৩	১ম, জানু ০৩	২১৭	৫০
২৭৪	ইসলামের সহজ ব্যাখ্যা	সামসুজ্জামান	অক্টোঃ ০৩	১ম, অক্টোঃ ০৩	৮০	২৫
২৭৫	শিক্ষার আদর্শ ও নীতি	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৪৮	৩
২৭৬	ইসলাম মানবতার ধর্ম	আবদুল মতীন জালালাবাদী	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১৬	১
২৭৭	ইসলামের জীবন দৃষ্টি	অধ্যাপক আবদুল গফুর	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	৪০	৪
২৭৮	ইসলামের আলোকে সুফীবাদ ও সাধনা	ড. কাজী আবদুল মোমেন	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	৮০	৫
২৭৯	ইসলাম ও সমাজ দর্শন	সৈয়দ শহীদউদ্দীন আহমদ	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৯৬	৬
২৮০	ইসলাম সেতো পরশমণি	মনওয়ার হোসেন	অক্টোঃ ৭৯	১ম, অক্টোঃ ৭৯	৮৮	৮
২৮১	বেহেশতের চাবি	মাওলানা দেলওয়ার হোসেন সাঈদী	জুলাই ৮৫	১ম, জুলাই ৮৫	৯৬	১২
২৮২	হাকিকতে তাওহিদ	ইসমাইল হোসেন সিরাজী	জুন ৮৩	২য়, নভেঃ ৮৮	২১৮	৩৬
২৮৩	ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম	ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী	সেপ্টেঃ ৯১	১ম, সেপ্টেঃ ৯১	২৯২	৫৪
২৮৪	ইসলামে সহজ ব্যাখ্যা	অনুবাদ ঃ মোঃ মাহ্বুব-উজ-জামান	অক্টোঃ ০৩	১ম, অক্টোঃ ০৩	৭৮	২০
২৮৫	রোযার তাৎপর্য	এ.জেড.এম. শামসুল আলাম	অক্টোঃ ০৩	১ম, অক্টোঃ ০৩	৬৪	২০
২৮৬	নারী ও সমাজ	মোঃ আবদুল খালেক	জুন ৯৫	২য়, মার্চ ০৪	৪১৪	৮০
২৮৭	স্রষ্টা ও ইসলাম	লেখক মণ্ডলী	জুন ০১	১ম, জুন ০১	১৯২	৪০
২৮৮	গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন	লেখক মণ্ডলী (সংকলন)	জুন ০১	১ম, জুন ০১	১৪৪	৩৫
২৮৯	আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম	লেখক মণ্ডলী (সংকলন)	জুন ০১	১ম, জুন ০১	২৪০	৫০
২৯০	জীবন নিরবচ্ছিন্ন	শাহেদ আলী	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১৬	২
২৯১	আহমদ দীদাত রচনাবলী	ফজলে রাব্বী	জানুঃ ০১	১ম, জানুঃ ০১	২৫২	৫০
২৯২	জীবন পথের দিশা	সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী	মার্চ ৯৩	১ম, মার্চ ৯৩	২৪০	৫০
২৯৩	সিয়াম ও রমযান	মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী সম্পাদিত	নভেঃ ০৩	১ম, নভেঃ ০৩	৩০৪	৬৪
২৯৪	হজ্জ ও কুরবানী	রওশন আলী খোন্দকার সম্পাদিত	জানুঃ ০৪	১ম, জানুঃ ০৪	২৮০	৭০
২৯৫	ইসলামী বিশ্বাস	আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই	জানুঃ ০৪	১ম, জানুঃ ০৪	৪৮	১৮
২৯৬	ইসলামে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন	এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম	নভেঃ ০৩	১ম, নভেঃ ০৩	১৩৬	৪২
২৯৭	ইসলামে শাসন ব্যবস্থা	সাখাওয়াতুল আম্বিয়া	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৮০	৫
২৯৮	শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম	সংকলন	ফেব্রুঃ,০৪	১ম, ফেব্রুঃ ০৪		৫৩
২৯৯	কেন আমি খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলাম না	আবুল হোসেন ভট্টাচার্য	এপ্রিল ৮২	৩য়, ডিসেঃ ৯০	১২২	২০
৩০০	The Creed of Islam	Abul Hasshim	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	১৬৪	২০
৩০১	As I See It	Abul Hasshim	অক্টোঃ ৮০	১ম, অক্টোঃ ৮০	৯২	৬.৫০
৩০২	Thoughts on Islam (Compilation)	Ed. Sharif Abdullah Haroon				৬
৩০৩	Ijtihad	Abul Hasshim				১
৩০৪	Islam and Humanism	Dr. Muhammad Shahidulla	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৫৯	৫
৩০৫	As Understand Islam	S.B. Chowdhury	জানু ৮০	১ম, জানু ৮০	৬৪	৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩০৬	The Appeal of Islam	Mahbubur Rahman Bhuiyan	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টেঃ ৮০	৩৬	৩
৩০৭	The Propagation Policy of Islam	Mahbubur Rahman Bhuiyan	নভেঃ ৮০	১ম, নভেঃ ৮০	৪৪	৪
৩০৮	An Introduction to the Ideology of Islam	Shafiul Haq	জুন ৮৫	১ম, জুন ৮৫	২২	৪
৩০৯	Islam	Dr. S. M. Hassan	সেপ্টেঃ ৮০	২য়, জুন ০২	৩৩২	১৫০
৩১০	Concept of Nationalism in Islam	Abdul Bari Sarker	এপ্রিল ৮৩	১ম, এপ্রিল ৮৩	৮০	১৯
৩১১	The Beacon Light toIslam	Muhammad Nurul Karim				৯
৩১২	Islam: A Glorious Teaching	Al-Hajj AbdurRahman	মে ৮৩	১ম, মে ৮৩	৩০৪	৪০
৩১৩	The Islamic Thoughts	Shamsul Alam	আগস্ট ৮৬	১ম, আগস্ট ৮৬	১০৪৮	১০০
৩১৪	Dawah Activties Through the World	A.N.M. Abdur Rahman	অক্টোঃ ৮৬	১ম, অক্টোঃ ৮৬	৪৭২	১৫০
৩১৫	The Message of Tablig and Dawah	A.Z.M. Shamsul Alam	জুন ৯৩	১ম, জুন ৯৩	১৩৯০	৩৫৫
৩১৬	An Introduction to Islam	Dr. Abdus Sattar	জুন ৯২	১ম, জুন ৯২	১০৬	২২
৩১৭	Inquest of truth	K.M.A. Mumin	নভেঃ ৮৭	১ম, নভেঃ ৮৭	৩৮৪	২২
৩১৮	Search for peace	Badiuzzaman Barlaskar	মে ২০০০	১ম, মে ২০০০	৯৬	৪০
৩১৯	Concept of Unity	Dr. Abdul Jalil Mia	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	১৯০	২৫
৩২০	Some Aspects of the principal Sufi Order in Inda	Md. Muzammel Haque	সেপ্টেঃ ৮৫	১ম, সেপ্টেঃ ৮৫	২৪২	৩৫
৩২১	InQuest of Truth	Md. Abdur Rahim	নভেঃ ৮১	১ম, নভেঃ ৮১	১২৬	২২
৩২২	Islam : A Religion	Md. Nurul Karim				৭
৩২৩	Islam in Deeds	M. Atique	সেপ্টেঃ ৮১	১ম, সেপ্টেঃ ৮১	৮৮	৮
৩২৪	Blessed Nights and Days	Sayed Ashraf Ali	সেপ্টেঃ ৮৬	২য়, আগস্ট ০২	৫৬	২৭
৩২৫	Islam and its Holy Prophet	Nur Ahmed				১৯০
৩২৬	Freedom in Islam and Communism	Md. Khalilur Rahman Bin Mohammad	এপ্রিঃ ৮৪	১ম, এপ্রিঃ ৮৪	১৬	৩
৩২৭	An Encounter with Islam	Ahmad Farid	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	১৩৬	৪১
৩২৮	Syed Amir Ali and the Renaissance Movement	Dr. M.A. Rahim	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪০	৩
৩২৯	Global Geo-Strategy of Bangladesh OIC and Islamic Ummah	Syed Tayyebur Rahman	মে ৮৫	১ম, মে ৮৫	১২৬	২২
৩৩০	Some Leading Muslim Libraries of the World	S.M. Imamuddim	নভেঃ ৮৩	১ম, নভেঃ ৮৩	১৪০	৬০
৩৩১	Basic Information on Human and Natural Resources of Member States of the Islamic Conference	Islamic Foundation Bangladesh				১২
৩৩২	Islamic Meridian : A Way to Muslim Solidarity	A.S.M. Haque	অক্টোঃ ৭৯	১ম, অক্টোঃ ৭৯	৬০	৬
৩৩৩	Ikhwan-ul-Muslimin	Jafar Alam	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	৩২	৩
৩৩৪	Al-Hijrah Centenary Celebration	Shamsul Alam	নভেঃ ৮০	১ম, নভেঃ ৮০	২৮	২
৩৩৫	Islam in Bangladesh	Ministry of Religious Affairs	জানুঃ ৮১	১ম, জানুঃ ৮১	৩২	৮
৩৩৬	Science Islam and Basic Education in Islam	Shaikh Fazlur Rahman				২
৩৩৭	Role of Mosques and Maktabs in Removing Mass Illiteracy	Shamsul Alam				১
৩৩৮	History of Traditional Islamic Education in Bangladesh	Dr. A.K.M. Ayub Ali	মে ৮৩	১ম, মে ৮৩	২৫৪	৪০
৩৩৯	An Encounter with Islam	Ahmed Farid	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	১৫২	৪১
৩৪০	Creator an Creation	Panaullah Ahmed	ডিসেঃ ৮৬	১ম, ডিসেঃ ৮৬	৪৫২	৬০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৪১	Reports on Islamic Education & Madrasah Education in Bengal	Dr. Sikandar Ali Ebrahimi	এপ্রি ৮৭	১ম, এপ্রি,৮৭	২০০	১২৫
৩৪২	ঈমান ও ইসলাম	লেখক মণ্ডলী	মার্চ ০৪	১ম/মার্চ ০৪	৩০৮	৭৮
৩৪৩	ওয়াহীয়ে ইলাহী	মাওলানা সাঈদ আহম্মদ আকবরাবাদী	এপ্রিল ০৪	১ম/এপ্রিল ০৪	১৪৯	৩৬
৩৪৪	দুহাল ইসলাম (৩য় খণ্ড)	মূল ঃ ড. আহমদ আমীন অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু তাহের মেসবহ	মার্চ ০৪	১ম/মার্চ ০৪	৩২২	৬০
৩৪৫	শিশু অধিকার ও ইসলাম	মাহমুদ জামাল	এপ্রিল ০৪	১ম/এপ্রিল ০৪	১০০	২৯
৩৪৬	খুতুবাতে হাক্কীমুল ইসলাম (৩য় খণ্ড)	মূল ঃ কারী মুহাম্মদ তায়্যিব (র)	মে ০৪	১ম/মে ০৪	৪১৬	১০০
৩৪৭	মর্যাদার ভারসাম্য ও ইসলামী রাজনীতি	মূল ঃ শায়খুল হাদীস মুহাম্মদ যাকারিয়া (র)	মে ০৪	১ম/মে ০৪	১৯২	৬৫
৩৪৮	ইসলাম প্রসঙ্গে পত্রাবলী	অনুবাদ ঃ অধ্যাপিকা সালিমা সুলতানা	মে ০৪	১ম/মে ০৪	১১৬	৩৩
৩৪৯	ইসলাম প্রথম ও চূড়ান্ত ধর্ম	বেগম আয়েশা বাওয়ানী	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	২৬৪	৬৫
৩৫০	যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলামের বিধান	মুহাম্মদ সিরাজুল হক অনূদিত	জুন/০৪	১ম জুন/০৪	৩৩৬	৮০
৩৫১	শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর উপদেশাবলী	অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু জাফর মকবুল আহমদ	জুন/০৪	১ম জুন/০৪	১৩৪	৪৮
৩৫২	মিনহাজুস সালেহীন (২য় খণ্ড)	হাফিজ মাওলানা মুহাঃ ইসমাঈল	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪		২০০
৩৫৩	মিনহাজুস সালেহীন (১ম খণ্ড)	হাফিজ মাওলানা মুহাঃ ইসমাঈল	মে ০৪	১ম/মে ০৪		২০০
৩৫৪	ইসলামী নাম কেন রাখবেন	মাহমুদ জামাল	মে ০৪	১ম/মে ০৪	৩৮	১৫
৩৫৫	ইসলামে সমাজ কল্যাণ ও তার ব্যাপ্তি	ড. মুহাঃ রুহুল আমীন ও মোঃ আবুল বাশার	মে ০২	১ম/মে ০২	৩২	১৫
৩৫৬	ইবাদত	অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর	মে ০৪	১ম/মে ০৪	৪০	১৫
৩৫৭	পরিবেশ দূষণ প্রতিকার ও ইসলাম	মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন	মে ০৪	১ম/মে ০৪	৩২	১৪
৩৫৮	অপরাধ দমনে ইসলাম	মোঃ আবু জাফর খান	মে ০৪	১ম/মে ০৪	৪০	১৫
৩৫৯	বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্য ও মাদকাশক্তি সমস্যা ঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি	ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন ও মোঃ আবু জাফর খান	মে ০৪	১ম/মে ০৪	৩৬	১৫
৩৬০	অপরাধ প্রতিরোধে ঈমানের ভূমিকা	মুহাম্মদ আবদুর রহীম	মে ০৪	১ম /মে ০৪	৩২	১৩
৩৬১	মৌলিক মানবাধিকার	সালাহউদ্দিন	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	২৭৬	৭০
৩৬২	মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আদর্শ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব	সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	২৪৮	৬০
৩৬৩	Quality Management Islamic Perspective	Dr. A Hasan M. Sadeq	মে ০৪	১ম/মে ০৪	২৭০	১২২
৩৬৪	বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব	ড. মোঃ আবদুস সাত্তার	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	৪২৪	১০০
৩৬৫	কাফনের লেখা	মাওলানা ফযলে হক খয়রাবাদী	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	৪৮	২৫
৩৬৬	যৌতুক ও ইসলাম	সম্পাদনা মুহাম্মদ সিরাজুল হক	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	১৮৫	৫০
৩৬৭	খোদায়ী গযব	মুহাম্মদ হোসেন আলী	সেপ্টে ০৪	১ম/সেপ্টে ০৪	১০৮	৩৭
৩৬৮	মুরাদ হফম্যান-এর ইসলাম দি অলট্রারনেটিভ	মঈন-বিন-নাসির	অক্টো ০৪	১ম/অক্টো ০৪	৩৪২	২২৫
৩৬৯	ইসলামী সংস্কৃতির উজ্জল নিদর্শন	মূল ঃ ড. মুস্তফা সুবায়ী অনুবাদ ঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী	নভে ০৪	১ম/নভে ০৪	১৮৮	৮০
৩৭০	ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা	সম্পাদনা পরিষদ	নভে ০৪	১ম/নভে ০৪	১৮২	৪৮
৩৭১	ইসলাম ও উন্নত জীবন ব্যবস্থা	প্রফেসর ড. এমাজ উদ্দিন আহমদ	এপ্রিল ০৫	১ম/ এপ্রিল ০৫	৮০	২২
৩৭২	সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম	নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	১৯২	৫০
৩৭৩	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ইসলাম	মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার সম্পাদিত	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	২৯৬	৫৫
৩৭৪	ইসলামের কতিপয় মৌলিক জ্ঞান ও আমল	মোঃ শহিদুজ্জামান	মে ০৫	১ম/মে ০৫	৩২০	৯৪
৩৭৫	দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম	নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	৪৪৪	১১০
৩৭৬	Social teachings of Islam	Muhammad Safiqur Rahaman	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	৪৮	৩৯
৩৭৭	মাদারিজুন নবুওয়াত (২য় খণ্ড)	এবিএম কামাল উদ্দীন শামীম ও মাওলানা আব্দুল বাতেন অনূদিত	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	৬১৬	২২০
৩৭৮	Islamic Prescription for prevention of AIDS and addiction	Justice Abdul Bari-Sarkar	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	১৪৮	৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৭৯	কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী	ড. মাহবুবা রহমান	জুলাই ০৫	১ম/জুলাই ০৫	৩৩৬	৭৫
৩৮০	অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম	মাওলানা আবদুর রহীম	জুন ৯১	১ম/জুন ৯১	৩৫৬	৮০
৩৮১	ঈমান	আবদুল খালেক	ডিসে ০৫	১ম/ডিসে ০৫	৩৮৪	১০৪
৩৮২	সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে ইসলাম	মাওলনা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী	জানু ০৬	১ম/জানু ০৬	৮০	২৬
৩৮৩	ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন	অক্টো ০৫	১ম/অক্টো ০৫	৪৩০	১০০
৩৮৪	ইসলামী প্রবন্ধ সংকলন	মুহাম্মদ সিরাজুল হক	নভে ০৫	১ম/নভে ০৫	৪২৪	১১৪
৩৮৫	জাযায়ুম বিমা কানু ইয়া'মালুন আমলের পুরস্কার	মোঃ আবদুর রশীদ খান ও মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী	এপ্রিল ০৬	১ম/এপ্রিল ০৬	৪৩	২৭
৩৮৬	The Concept of Tawhid in Islam	Muhammad Abdul Haq	মে ০৬	১ম/ মে ০৬	২২৬	১২৬
৩৮৭	নির্বাচিত খুতবা	সম্পাদনায় ঃ মাওলানা উবাইদুল হক	জুন ০৩	১ম/জুন ০৩	২৬৩	১২৪
৩৮৮	জীবনপ্রবাহ ও ইসলাম	আবদুস সালাম খান পাঠান	জানু ০৭	১ম/জানু ০৭	৭০	৩১
৩৮৯	মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত ইসলাম	আবু হেনা মোস্তফা কামাল	ডিসেঃ ০৭	১ম/ডিসেঃ ০৭	১২৪	৪৪
৩৯০	ইসলামে শ্রমনীতি	অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশীদ খান	জানু ০৭	১ম/জানু ০৭	৮৮	৪০
৩৯১	তাওবাতুন নাসূহ	আবদুল হাফিজ অনূদিত	৫৬	১ম/'৫৬	১৭৬	৫২
৩৯২	মাদারিজুন নবুওয়াত (১ম খণ্ড)	মাওঃ শিবলী বোরহানী ও মাওঃ মাহমুদ জাকির	সেপ্টে ০৭	১ম/সেপ্টে ০৭	৫৪০	২২০
৩৯৩	আশরাফ আলী থানভী (র)-এর বক্তৃতামালা (১ম)	অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ শামসুল হক	মার্চ ০৮	১ম/মার্চ ০৮	৩৮৩	১২০
৩৯৪	ইসলামে শিশু প্রতিপালন	মাওলানা ইকরামুল্লাহ জান কাসেমী	আগস্ট ০৭	১ম/আগস্ট ০৭	১৫৬	৫৫
৩৯৫	আসমান যমীনের মালিক	অধ্যাপক আবদুল গফুর	এপ্রিল ০৮	১ম/এপ্রিল ০৮	৩৬	৩৪

শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি

১	ইসলাম ও নজরুল ইসলাম	শাহাবুদ্দীন আহমদ	আগস্ট ৮০	৩য়, জুন ৯৬	১৬০	৩৬
২	সংস্কৃতির রূপায়ণ	আখতার ফারুক	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	৩২	৪
৩	ঐতিহ্য চিন্তা ও রসূল প্রশস্তি	আফজাল চৌধুরী	ডিসেঃ ৭৯	৩য়, ফেব্রুঃ ৯৫	৭২	১৫
৪	ইকবাল প্রতিভা	অধ্যাপক গোলাম রসূল	জানুঃ ৮০	১ম, জানুঃ ৮০	৯৮	৯
৫	সিরাজাম মুনীরা	ফররুখ আহমদ	জানুঃ ৮০	১ম, জানুঃ ৮০	৮৮	১০
৬	নাত ও গজল	কাজী নজরুল ইসলাম	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	১৮	২
৭	নজরুল কাব্যে নবী মোস্তফা	মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস	জানুঃ ৮০	১ম, জানুঃ ৮০	৪০	৪
৮	ইসলামী সাহিত্য চর্চায় তসলিম উদ্দীন আহমদ	ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান	মে ৮২	১ম, মে ৮২	৫২	৫
৯	মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	অক্টোঃ ৮০	১ম, অক্টোঃ ৮০	৬০৬	৪০
১০	আযাদ রচনাবলী	মূল ঃ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ অনুবাদ ঃ নূরুদ্দীন আহমদ	মে ৮০	১ম, মে ৮০	১৩২	৮
১১	আমাদের সংস্কৃতিও সাহিত্য	ড. হাসান জামান	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	৩৮	২.৫০
১২	সিয়ামের এই মাস সাধনার এই মাস	ইকবাল হোসেন	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	২৪	২.৫০
১৩	শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি	শামসুদ্দিন মোঃ ইসহাক	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৭২	৪
১৪	উত্তর শতাব্দী	মুহাম্মদ মোরশেদ আলী	এপ্রিঃ ৮০	১ম, এপ্রিঃ ৮০	৩৬	৩
১৫	ইকবালের নির্বাচিত কবিতা	ফররুখ আহমদ	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১১২	১০
১৬	অনল প্রবাহ	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	জুলাই ৮০	১ম, জুন ০২	১৮২	৪৫
১৭	মরু সাহারায়	মূল ঃ ন্যুড হলাম্বো অনুবাদ ঃ খালেক দাদ চৌধুরী	মে ৮০	১ম, মে ৮০	২০৪	১৪
১৮	বাংলা সাহিত্যে মুসলমান	আবদুল মান্নান সৈয়দ	জুন ৯৮	১ম, জুন ৯৮	২৬৯	৬০
১৯	বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাগরণের সূচনা	হোসেন মাহমুদ	জুন ২০০০	২য়, ডিসেঃ ০৩	৮৮	৩০
২০	নজরুল ইসলাম ঃ ইসলামী গান	আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত	মে ৮০	৩য়, ডিসেঃ ২০০০	২৪০	৮০
২১	সাহিত্য ও সাংবাদিক আবদুর রশিদ সিদ্দিকী	শফিউল আলম	জুন ৮০	২য়, সেপ্টে ৮৭	৫১	৪
২২	নয়া জমানার গান	মফিজ উদ্দিন	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪০	২.৫০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৩	ইসলামী কবিতা	তালিম হোসেন	মে ৮১	১ম, মে ৮১	১৬৪	১৪
২৪	মুসলিম সাহিত্য প্রতিভা	হেলাল মোঃ আবু তাহের	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১১৬	৮
২৫	ইসলামী গান	ফজলে খোদা	ফেব্রুঃ ৮২	৩য়, ডিসেঃ ৯৯	১১২	৩০
২৬	মুসলিম সংগীতকলার বিকাশ	সৈয়দ শহীদ উদ্দীন আহমদ	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	২৮	২
২৭	বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিত সাতজন	অধ্যাপক মুহাম্মদ আবূ তালিব	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	১৫৪	১২
২৮	বাংলা সাহিত্যে মহানবী (সা)	আখতার ফারুক	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	২৪	১
২৯	মতবদল	আবদুল মতীন জালালাবাদী	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৫০	২
৩০	বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য	ড. সৈয়দ আলী আশরাফ	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	৬০	৪
৩১	বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কুরআনের প্রভাব	মুহাম্মদ আবূ তালিব	মার্চ ৮৯	১ম, মার্চ ৮৯	১০৩	১০
৩২	সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য	ড. হাসান জামান	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	২২২	১৫
৩৩	কাফেলা	ফররুখ আহমদ	আগস্ট ৮০	২য়, জানুঃ ০৪	১১২	৪৫
৩৪	কবি ফররুখ আহমদঃ ঐতিহ্যের নব মূল্যায়ন	গোলাম মঈনুদ্দিন	আগস্ট ৮০	২য়, সেপ্টে ৮৫	১১২	৪৫
৩৫	নজরুল প্রতিভা	মোঃ মোবাশ্বের আলী	জুন ৮১	৩য়, ডিসেঃ ৯৯	২৮০	৬৫
৩৬	ক্ষুধিত আত্মা	কাজী গোলাম আহমদ	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	৮৮	৫
৩৭	হেরার পথের পথিক জাগো	আবদুর রশিদ ওয়াসেকপুরী	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	৯৬	৬
৩৮	বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা প্রীতি	মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	১৩৬	৯
৩৯	সাহিত্যের রূপকার	মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	২৭২	২৫
৪০	আলোর পরশ (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	এম.এ. হাশেম খান	অক্টোঃ ৮০	৪র্থ সেপ্টে ০২	৪১৫	৮৫
৪১	ফারসী সাহিত্যের লৌকিক উপাদান	আবদুস সাত্তার	অক্টোঃ ৮০	১ম, অক্টোঃ ৮০	১০২	৮
৪২	আলোকের ঝর্ণাধারা	নুরুল মোমেন	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	১৪৮	১৫
৪৩	কালো রাত তারার ফুল	আসকার ইবনে শাইখ	জুন ৮২	২য়, জুলাই ৮৭	১৪২	২৩
৪৪	তিমির বন্দী	মোহাম্মদ ফেরদাউস খান	আগস্ট ৮২	১ম, আগস্ট ৮২	৩২	৫
৪৫	ইসলামী কবিতা ঃ শাহাদাৎ হোসেন	আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত	মার্চ ৮৩	৪র্থ নভেঃ ০২	২৩২	৪৫
৪৬	মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দিন	মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ	মার্চ ৮৩	১ম, মার্চ ৮৩	১২৪	২২
৪৭	ইকবালের কাব্যসঞ্চয়ন	মনিরউদ্দীন ইউসুফ	জুন ৮২	২য়, ফেব্রুঃ ৮৭	১৫০	২২
৪৮	বাংলাদেশে নজরুল বিদায়ী সালাম	আবদুল মুকীত চৌধুরী	মে ৮২	১ম, মে ৮২	৩২	৩
৪৯	সিন্দাবাদ	মূল ঃ ফররুখ আহমদ আখতার-উল-আলম সম্পাদিত	অক্টোঃ ৮৩	১ম, অক্টোঃ ৮৩	১৩৫	৩৫
৫০	ফররুখ আহমদ ঃ ব্যক্তি ও কবি	শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত	জুন ৯৩	৩য়, এপ্রিল ০৪	৫৭৯	১১০
৫১	মুসলিম জাগরণে মোহামেডান স্পোর্টিং	বদিউজ্জামান	জানুঃ ৮৪	২য়, নভেঃ ৮৯	১০২	২০
৫২	আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি	মনিরউদ্দীন ইউসুফ	এপ্রিল ৭৮	৩য়, জুন ৯৩	৮০	২৮
৫৩	কথিকা	আবুল হাশিম	মে ৮৪	১ম, মে ৮৪	৭৬	১০
৫৪	আধুনিক বাংলা অভিধান	মোসলেম উদ্দিন	জুন ৮৫	১ম, জুন ৮৫	১০৯৫	১৩০
৫৫	দীওয়ান-ই-গালিব	অনুবাদ ঃ মুনিরউদ্দীন ইউসুফ	এপ্রিল ৬৫	৩য়, ডিসে ৮৬	১৩৪	২০
৫৬	সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ইসলামী কবিতা	সংকলন ও সম্পাদনা ঃ হুমায়ুন খান	জুন ৮৪	১ম, জুন ৮৪	৯৬	১২
৫৭	এয়াকুব আলী চৌধুরী ঃ জীবন ও সাহিত্য	ড. খালেদ মাসুকে রসূল	জুন ৯৮	১ম, জুন ৯৮	৮০	২৭
৫৮	সাহিত্যের সীমানা	মুজিবর রহমান খাঁ	ম ৮ই০৫	২য়, জানুঃ ৮৭	৭৪	১২
৫৯	নজরুল সাহিত্যে মানবতা ও ধর্ম	শেখ আবদুল হাকিম	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১০২	৬
৬০	পারস্য প্রতিভা (১ম ও ২য় খণ্ড)	মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ	এপ্রিল ৮৭	১ম, এপ্রিল ৮৭	৩৯২	৬০
৬১	মক্কার পথ	শাহেদ আলী	অক্টোঃ ৮৪	৩য়, জুন ৯৪	৫৫৪	১২৮
৬২	মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য রত্ন	খন্দকার মুহাম্মদ বশির	এপ্রিল,৮৭	১ম, এপ্রিল ৮৭	৫৭	৯
৬৩	পত্র সাহিত্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	আ.ম. নূরুল ইসলাম সম্পাদিত	মার্চ ৮৭	১ম, মার্চ ৮৭	২১০	৩২
৬৪	ভাটির নওয়ারা	মুফাখখারুল ইসলাম	এপ্রিলঃ ৮৭	১ম, এপ্রিল ৮৭	৬৩	১২

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬৫	লোক সাহিত্যে ইসলাম	চৌধুরী গোলাম আকবর সাহিত্য ভূষণ	আগস্ট ৮৭	১ম, আগস্ট ৮৭	১৩৮	২৩
৬৬	জাগরণ	মূল ঃ কাজী নজরুল ইসলাম আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	১৪০	১০
৬৭	ফারসী সাহিত্যের কালক্রম	আবদুস সাত্তার	ডিসেঃ ৭৯	৩য়, জুন ৮৭	১৪৩	৩০
৬৮	সমস্ত প্রশংসা তাঁর	আবদুর রশীদ খান	১৯৮০	২য়, জুন ৮৬	৪৪	৬
৬৯	জীবন সায়াহ্নে নজরুলকে যেমন দেখেছি	শফি চাকলাদার	মার্চ ৮৮	১ম, মার্চ ৮৮	১১৬	১৮
৭০	মরুর কাফেলা	রওশন ইজদানী	নভেঃ ৮২	২য়, মার্চ ৮৬	১১৮	১৮
৭১	মাহফিল	ফররুখ আহমদ	এপ্রিল ৮৮	২য়, ফেব্রুঃ ০৪	১১৬	৪৫
৭২	ফরিয়াদ	রওশন ইজদানী	এপ্রিল ৮১	১ম, এপ্রিল ৮১	৭২	৫
৭৩	বাংলা কাব্যে মুসলিম সাধনা	আবদুল কাদির	মার্চ ৮৭	১ম, মার্চ ৮৭	২৩২	৩৫
৭৪	স্বর্ণ ঈগল	মুহাম্মদ রুহুল আমিন	জুন ৮৬	৩য়, মে ০৩	১৪৪	৩৮
৭৫	আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভাষা ঃ সাধুতা বনাম অসাধুতা	অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	৫৫	১০
৭৬	শিশু-সাহিত্য সাধনায় কয়েকজন মুসলমান লেখক	আলমগীর জলিল	জানু ৮৮	১ম, জানু ৮৮	২১২	৩৮
৭৭	আজমীরের পথে	আলী হোসেন	সেপ্টেঃ ৮৮	১ম, সেপ্টে ৮৮	১১২	১৮
৭৮	সাহাবায়ে কেরাম রচিত কবিতা	সংকলক ও অনুবাদকঃ ফরীদউদ্দীন মাসউদ	অক্টোঃ ৯০	১ম, অক্টোঃ ৯০	৪৮	১৫
৭৯	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শতবর্ষ পূর্তি স্মারক গ্রন্থ	মুহম্মদ আবু তালিব সম্পাদিত	ডিসেঃ ৯০	১ম, ডিসেঃ ৯০	৫৭৩	৯০
৮০	দিলরবাব	আবদুল লতিফ	জুন ৮৪	২য়, জুন ৯৯	১৩২	৩৯
৮১	অগ্রপথিক সংকলন ঃ ভাষা আন্দোলন	মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত	জুন ৯৩	১ম, ১ম,	৮৮৪	১৭৫
৮২	মুন্সি শেখ জমির উদ্দীন ঃ জীবন ও সাহিত্য	মুহাম্মদ রবিউল আলম.	জুন ৯৪	১ম, জুন ৯৪	৯৬	৩৩
৮৩	ডা. লুতফর রহমানের সাহিত্য সাধনা	মুসলেম উদ্দিন জোয়ারদার	জুন ৯৪	১ম, ১ম,	১৮০	৪২
৮৪	বাংগালী মুসলিম পূর্ণ জাগরণে কয়েকজন বাঙ্গালী সাহিত্য সাধক	আ.স.ম. বাবর আলী	জুন ৯৮	১ম, জুন ৯৮	৬৮	২৩
৮৫	নজরুল সাহিত্য বিচার	শাহাবুদ্দীন আহমদ	মে ৯৯	২য়, জুন ০১	৪৪৮	১১০
৮৬	নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও সাহিত্য	শেখ আজিজুল হক	এপ্রিল ০১	১ম, ১ম,	২১৬	৭২
৮৭	আফ্রিকী দুলহান	মাহমুদুর রহমান	জুন ৯৪	২য়, ফেব্রুঃ ০১	২৪০	৭৫
৮৮	শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন	মহসিন হোসাইন	এপ্রিল ৯৫	১ম, এপ্রিল ৯৫	২৯	১০
৮৯	ইসমাইল হোসেন সিরাজী	হোসেন মাহমুদ সম্পাদিত	জুন,৯৬	২য়, জুন ০৩	৫৬৮	১২০
৯০	শায়খ সাদীর গুলিস্তা	মূল ঃ শায়খ সাদী (রহ) অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ মোবারক আলী	জুন ৯৩	১ম, জুন ৯৩	৩০৮	৫৪
৯১	ইতিহাসের রক্তকমল	মোঃ বরকতুল্লাহ	জুন,৯৩	১ম, জুন ৯৩	৭৫	২৭
৯২	স্পেন বিজয়ী মুসা	ইব্রাহীম খলিল	ডিসেঃ ৭৮	১ম, ডিসেঃ ৭৮	৮০	৪.৫০
৯৩	হাতেম আলীরা স্বপ্ন দ্যাখে	মোঃ আফরাম হোসেন	অক্টোঃ ৭৯	১ম, অক্টোঃ ৭৯	৩২	২.৫০
৯৪	মারাঠা বিজয়িনী	মুফাখখারুল ইসলাম	ফেব্রুঃ ৮০	১ম, ফেব্রুঃ ৮০	৪৮	৫
৯৫	রক্তপদ্ম	রুহুল ইসলাম	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৭৬	৩
৯৬	শেষ দৃশ্যের পরে	মুহাম্মদ আকরাম হোসেন	নভেঃ ৮০	২য়, ডিসেঃ ৮৫	৬২	৭
৯৭	বড় ঈদ	মুফাখখারুল ইসলাম	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৩২	২
৯৮	আওলাদ	মুফাখখারুল ইসলাম	মে ৮৯	২য়, সেপ্টে ৮০	৩৪	৩
৯৯	ইস্তিস্কা	মুফাখখারুল ইসলাম	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৩৮	২.৫০
১০০	ঈসা খাঁ	মনিরউদ্দীন ইউসুফ	আগস্ট ৮০	৩য়, জুন ০৩	৫৬	১৯
১০১	শাহজাহান	এ.টি.এম. আবেদিন	অক্টোঃ ৮০	১ম, অক্টোঃ ৮০	১২৫	৮
১০২	প্রতিধ্বনি	আসকার ইবনে শাইখ	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	৫২	৬
১০৩	মহাবিজয়	আসকার ইবনে শাইখ	জানুঃ ৮০	১ম, জানুঃ ৮০	৭২	৭
১০৪	অগ্নিগিরি	আসকার ইবনে শাইখ	অক্টোঃ ৮০	২য়, অক্টোঃ ৮০	৮০	৯
১০৫	রাজ্য রাজা রাজধানী (১ম, ও ২য় খণ্ড)	আসকার ইবনে শাইখ	ডিসেঃ ৮২	১ম, ডিসেঃ ৮২	৫২৪	৫০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০৬	রাজপুত্র	আসকার ইবনে শাইখ	অক্টোঃ ৮০	২য়, ডিসেঃ ৮৭	৬৩	১৩
১০৭	মেঘলা রাতের তারা	আসকার ইবনে শাইখ	মে ৮১	৩য়, সেপ্টে ০৩	২৩৬	৬২
১০৮	কর্ডোভার আগে	আসকার ইবনে শাইখ	জানুঃ ৮১	১ম, জানুঃ ৮১	৮০	৫
১০৯	কন্যা জায়া জননী (১ম, খণ্ড)	আসকার ইবনে শাইখ	এপ্রিল ৮৭	১ম, এপ্রিল ৮৭	৪৭২	৭৫
১১০	কন্যা জায়া জননী (২য় খণ্ড)	আসকার ইবনে শাইখ	সেপ্টেঃ ৮৭	১ম, সেপ্টে ৮৭	৪৮৬	৭৫
১১১	তিতুমীর	আসকার ইবনে শাইখ	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৯২	৩
১১২	মনিকাঞ্চন	এম. আবদুল কাদের	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	৬৪	২
১১৩	মরুসুন্দর	মহিউদ্দীন	জুন ৮০	২য়, অক্টোঃ ৮৪	৫৬	১০
১১৪	মরু নির্ঝর	বেগম জেবু আহমেদ	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৩৬	৩
১১৫	দৃষ্টিফুল	আসকার ইবনে শাইখ	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	৪৭	৫
১১৬	দোপেয়াজা	ওহীদুল আলম	ডিসেঃ ৯৬	১ম, ডিসেঃ ৯৬	৭৩	২০
১১৭	টিপু সুলতান	আল কামাল আবদুল ওহাব	অক্টোঃ ৮০	২য়, জুলাই ৮০	৪৫	৪
১১৮	পৃথিবীর ছাদে আগুন	মমতাজ মহল মুক্তা	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	৮০	৩০
১১৯	আরবী প্রবাদ সাহিত্য	ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী	জুন ০২	১ম, জুন ০২	৬২৫	১৩৮
১২০	রুস্তম সোহরাব	এ.কে.এম. বসির উদ্দীন	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	৫৬	৩
১২১	আল্লাহ্ পাক স্রষ্টা মহান	দেলওয়ার বিন রশিদ	জানুঃ ০৩	১ম, জানুঃ ০৩	২০	১৮
১২২	ছোটদের হযরত বায়েজিদ বোস্তামী	আবু নছরত রহমতউল্লাহ্	নভেঃ ৮১	৪র্থ নভেঃ ৯৩	৪৮	২৫
১২৩	ছোটদের ইসলামী অর্থনীতি	শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৭৮	৬
১২৪	ছোটদের হযরত ইবরাহীম (আ)	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	৯২	৬০
১২৫	গল্পে হযরত আবু বকর (রা)	মাস-উদ-উশ-শহীদ	মার্চ ৮৮	২য়, জুন ৯৬	৮৮	৪৬
১২৬	গল্পে হযরত মুহাম্মদ (সা)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	মে ৮০	৩য়, ডিসেঃ ০২	৭২	৩৬
১২৭	কল্পলোকে গল্প নয়	কাজী গোলাম আহমদ	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৪৮	৫
১২৮	সকল কিছু হচ্ছে লেখা	মুহাম্মদ বদরুল আলম	জুন ৯৪	১ম, জুন ৯৪	৬৬	৪০
১২৯	আমাদের সংস্কৃতি প্রসঙ্গ	তারেক আবদুল বারী	মে ৮০	১ম, মে ৮০	২৪	১.৫০
১৩০	সংস্কৃতির রূপায়ন	আখতার ফারুক	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	৪০	৪
১৩১	আমাদের জাতীয় জীবনে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য	মনওয়ার হোসেন	জানুঃ ৮০	১ম, জানুঃ ৮০	৪৮	৪
১৩২	মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর	আবদুল মওদুদ	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৪৮০	৪৫
১৩৩	ছোটদের ওস্তাদ আলাউদ্দীন	মোবারক হোসেন খান	ফেব্রুঃ ৮৩	১ম, ফেব্রুঃ ৮৩	৬৬	৬
১৩৪	আযাদ পত্রাবলী	অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আখতার ফারুক	মার্চ ৮৯	১ম, মার্চ ৮৯	১৯২	২৫
১৩৫	আহমদ দীদাত রচনাবলী	অনুবাদ ঃ ফজলে রাব্বী ও মোহাম্মদ গোলাম মোস্তাফা	জানুঃ ০১	১ম, জানুঃ ০১	২৫২	৫৪
১৩৬	আরজি	জেব-উন-নেসা জামাল	জুন ৮৫	২য়, জানুঃ ০৪	৭২	২২
১৩৭	সংস্কৃতি স্বরূপ	ফারুক মাহমুদ	অক্টোঃ ৬৯	১ম, অক্টোঃ ৬৯	১৬	০.১৫
১৩৮	নজরুল ইসলাম ঃ ইসলামী কবিতা	আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত	মে ৮২	২য়, আগস্ট ৮৫	৪৪৫	৭০
১৩৯	ইসমাইল হোসেন সিরাজী	মুনীর চৌধুরী	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	১৬	১
১৪০	ইসলামী সংস্কৃতির কথা	বোরহান উদ্দীন খান	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	২০	২
১৪১	বেহেশতের সুসংবাদ পেলেন যাঁরা (১ম, খণ্ড)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	জানুঃ ০৩	১ম, জানুঃ ০৩	৩৬০	৬৮
১৪২	বেহেশতের সুসংবাদ পেলেন যাঁরা (২য় খণ্ড)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	জানুঃ ০৩	১ম, জানুঃ ০৩	১৫২	৬০
১৪৩	বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য	মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ	জুলাই ৮১	৩য়, ফেব্রুঃ ০৪	১৯২	৫০
১৪৪	মুহাম্মদ বিন কাসিম (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	মূল ঃ নাসিম হিজাযী অনুবাদ ঃ আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী	জানুঃ ৮৯	১ম, জানুঃ ৮৯	২৯২	২৫
১৪৫	ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা	শাহেদ আলী				
১৪৬	সাহিত্য প্রসঙ্গ	আখতার-উল-আলম				
১৪৭	বাংলা পুথি সাহিত্যের সংজ্ঞা ও শিক্ষা	অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	১৬	১

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪৮	হাবেদা মরুর কাহিনী	ফররুখ আহমদ	সেপ্টেঃ ৮১	১ম, সেপ্টে ৮১	৮৪	১০
১৪৯	বাংলা সাহিত্যের একটি হারানো ধারা	মুহাম্মদ আবূ তালিব	জানুঃ ৮৫	১ম, জানুঃ ৮৫	২৫৪	৩০
১৫০	পবিত্র নামের কাব্য	আবদুস সাত্তার				
১৫১	শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া	মূল ঃ স্যার ইকবাল অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ সুলতান				
১৫২	ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম				
১৫৩	বাংলাদেশে ফারসী সাহিত্য	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্	অক্টোঃ ৮৩	১ম, অক্টোঃ ৮৩	৪৪৮	৫০
১৫৪	চিরঞ্জীব	মূল ঃ কাজী নজরুল ইসলাম আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত				৮
১৫৫	যে গান অনির্বাণ	সিরাজুল ইসলাম	জুন ৮০	৪র্থ সেপ্টে ৮৭		১৫
১৫৬	সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য	ড. হাসান জামান				
১৫৭	রমুয-ই-বেখুদী	মূল ঃ আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল অনুবাদ ঃএ.এফ.এম. আবদুল হক ফরিদী	জুলাই ৮৭	১ম,	১৯২	৩২
১৫৮	ইকবালের যবূর-ই-আজম	অনুবাদ ঃ আবদুর রশীদ খান	এপ্রিল ৮৭	১ম, এপ্রিল ৮৭	২৪	৬
১৫৯	শেখ আবদুর রহিম	খালেদ মাশুকে রসুল	জুন ৮৭	১ম, জুন ৮৭	২২৪	৩৬
১৬০	ইকবাল দেশে-বিদেশে	এম. রহমান সংকলিত	মে ৮৮	১ম, মে ৮৮	১৭৩	২৭
১৬১	না'ত যুগে যুগে	আবদুস সাত্তার			৫২৮	
১৬২	ইসমাইল হোসেন সিরাজী ঃ জীবন ও সাহিত্য	ড. বদিউজ্জামান	অক্টোঃ ৮৮	১ম, অক্টোঃ ৮৮		৮২
১৬৩	ইসলামী গজল	ফজলে খোদা				৯
১৬৪	বাংলা কাব্যে ইসলামী রেনেসাঁ	মুহম্মদ আবূ তলিব	সেপ্টেঃ ৮৪	১ম, সেপ্টে ৮৪	৩৭৮	৪৮
১৬৫	মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর রচনাবলী	সংকলনে ঃ এ.এস.এম. আজিজুল হক আনছারী	মার্চ ৮৭	১ম, মার্চ ৮৭	১১০	১৮
১৬৬	মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতি	আবদুল কাদির	জুন ৮৯	১ম, জুন ৮৯	১৬০	২৪
১৬৭	হৃদয় বীণা	রওশন ইজদানী	মে ৯১	১ম, মে ৯১	৪০	৫
১৬৮	মুসলিম রেনেসাঁর কবি গোলাম মোস্তফা	খালেদ মাশুকে রসুল	এপ্রিল ৯৬	১ম, এপ্রিল ৯৬	৮০	১৮
১৬৯	মরো মুসলিম শিল্প সংস্কৃতি	মোঃ বসির উদ্দিন আখন্দ	জুন ৯৮	১ম, জুন ৯৮	৮০	২০
১৭০	বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান	মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত	জুন ৯৪	১ম, জুন ৯৪	২০০	৫০
১৭১	বন্দেগী	ফজল-এ খোদা	জুন ০২	১ম, জুন ০২	১৩২	৪৮
১৭২	সংস্কৃতি চর্চা	মুনির উদ্দিন ইউসুফ				১.৫০
১৭৩	নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও সাহিত্য	শেখ আজিজুল হক		২য়, এপ্রিল ০১	২১৬	৭২
১৭৪	তসলিমুদ্দীন রচনাবলী	তসলিমুদ্দীন	জুন ০১	১ম, জুন ০১	৫৪৪	১৩৮
১৭৫	পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম	নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী অনূদিত	জুন ১০০০	১ম, জুন ১০০০	৪৪৪	১০৫
১৭৬	হবীবুল্লাহ বাহার ঃ জীবন ও সাহিত্য-সাধনা	ড. খালেদ মাসুকে রসূল	এপ্রিঃ ৯৯	১ম, এপ্রিঃ ৯৯	২৪০	৬৭
১৭৭	অশ্রু	নূরুল আমিন				
১৭৮	মানব জীবন	ড. কাজী দীন মুহম্মদ	মে ৮০	৩য়, মে ৮০	২৮০	৫৬
১৭৯	শ্বেতপত্র	আফজাল চৌধুরী	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৪৮	৫
১৮০	কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবীদের মনোভাব	মাওলানা আবদুল জলিল	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	২২৪	৫৫
১৮১	ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি	সংকলন	এপ্রিল ০৪	১ম, এপ্রিল ০৪	৩৯৩	৮১
১৮২	সভ্যতা সংস্কৃতি ঃ ইসলামী প্রেক্ষিত	সংকলন	জুন ০১	১ম, জুন ০১	২৮৮	৬১
১৮৩	ইকবাল ও নজরুল কাব্য ভাবধারা	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	১৬০	৪৬
১৮৪	তাওবাতুন নাসূহ	আবদুল হাফিজ অনূদিত	১৯৬৫	২য়, অক্টোঃ ০৩	১৭৬	৪০
১৮৫	বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান	শেখ তোফাজ্জল হোসেন সম্পাদিত	অক্টোঃ ০৩	১ম, অক্টোঃ ০৩	২৯৬	৬২
১৮৬	কবি গোলাম হোসেন ঃ আত্মজীবন ও সাহিত্য সাধনা	মুহাম্মদ আবূ তালিব	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	১৪০	৩৭
১৮৭	নজরুল কথামালা	জহির-উল-ইসলাম সম্পাদিত	জানুঃ ০৪	১ম, জানুঃ ০৪	১২৬	৬০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৮৮	The Literary Contribution of some Important Historians Contemparary to Shams-Al-Din-Al-Dhahabi	Dr. Sultana Khanam	অক্টোঃ ৯২	১ম, অক্টোঃ ৯২	১২৪	৯৪
১৮৯	The Origin and Development of Arabic Grammar	Dr. Muhammad Nurul Haq	নভেঃ ৮৮	১ম, নভেঃ ৮৮	১৪৬	২৫
১৯০	Dhaka the City of Mosques	Dr. S.M. Hassan	জানুঃ ৮১	২য়, ফেব্রুঃ ০২	১১৮	৫৫
১৯১	Mission of Earth	C.M. Muhibar Rahman	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	২৭	৫
১৯২	Muslim Tradition in Bengali Literature	Dr. Syed Ali Ashraf		৩য়, এপ্রিঃ ৮৩	১১৯	১৫
১৯৩	Nazrul Islam	Mizanur Rahman	ফেব্রুঃ ৮৩	১ম, ফেব্রুঃ ৮৩	১৬৬	১৬
১৯৪	Some Ghazals of Nazrul Islam	Mizanur Rahman	এপ্রিল ৮৩	১ম, এপ্রিল ৮৩	৩৬	৪
১৯৫	Glimpses of Muslim Art and Architecture	Syed Mahmudul Hasan	অক্টোঃ ৮৩	১ম, অক্টোঃ ৮৩	১৪০	৭০
১৯৬	Persia's Contribution to Arabic Literature	Dr. Sahera Khatun	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	৩৭৭	২৯৫
১৯৭	Muslim tradition in Bengali Literature	Md. Mahfuzullah	মে,৮০	১ম, মে,৮০	১৬	২
১৯৮	মুসলিম লিপিকলা	এম জিয়াউদ্দীন	ফেব্রু ০৪	১ম/ফেব্রু ০৪	৯৬	২৮
১৯৯	ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি	লেখক মণ্ডলী	এপ্রিল ০৪	১ম/এপ্রিল ০৪	৩৯৩	৮১
২০০	এয়াকুব আলী চৌধুরী ঃ জীবন ও সাহিত্য	অধ্যাপক মোঃ আবুল হোসেন মল্লিক	মার্চ ৮৬	১ম/মার্চ ৮৬	৫২	২০
২০১	কন্যা জায়া জননী	আসকার ইবনে শাইখ	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	২৬৪	৯২
২০২	দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে মুসলিম চরিত্র ও প্রসঙ্গ ঃ	শামসুল হক	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	২২৮	৬০
২০৩	আলোর বাণী	এ, এম, এম সিরাজুল ইসলাম	সেপ্টে ০৪	১ম/সেপ্টে ০৪	১১০	৫৬
২০৪	আশুরার আহ্বান	সংকলন ঃ রওশন আলী খোন্দকার	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	৪৪	১২
২০৫	বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দের ইংরেজী অভিধান	উইলিয়াম গোল্ড স্যাক	জুন ৯৪	১ম/জুন ৯৪	১১২	৪২
২০৬	শেখ ফজলুল করীম রচনাবলী	হোসেন মাহমুদ ও মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সম্পাদিত	নভেঃ ০৪	১ম/নভেঃ ০৪	৭৩২	১৭০
২০৭	মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নির্বাচিত রচনা ও বক্তৃতাসমূহ	সম্পাদনা ঃ আখতার উল আলম	ডিসে ০৪	১ম/ডিসে ০৪	৪৯২	১৫২
২০৮	কাসীদা সওগাত	অনুবাদ ঃ রুহুল আমীন খান	ডিসে ০৪	১ম/ডিসে ০৪	২৯৪	৭২
২০৯	মাওলানা আবুল কালাম আযাদ রচনাবলী	মূল ঃ গোলাম রসূল মিহ্র অনুবাদ ঃ মাঃ নাজমুল হক	জানু ০৫	১ম/জানু ০৫	১৮৪	৫৫
২১০	মহানবী (সা)-কে নিবেদিত কবিতা	মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	১৯৬	৬০
২১১	বাংলা ভাষার সীরাত বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি	সংকলন ও সম্পাদনা : নাসির হেলাল	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	১২০	৪২
২১২	বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা	ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	৩৫২	১৫১
২১৩	বাঙালি মুসলমানের আলোকবর্তিকা ও অন্যান্য প্রবন্ধ	হোসেন মাহমুদ	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	১৫৬	৪৩
২১৪	আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা	ড. আবদুল জলিল	জানু ০৬	১ম/জানু ০৬	২৬৪	১২৮
২১৫	আরবী-বাংলা অভিধান (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৬	১ম/জুন ০৬	১০৯৫	৫০০
২১৬	আরবী-বাংলা অভিধান (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৬	১ম/জুন ০৬	১১০২	৫০০
২১৭	মোহাম্মদ ফেরদাউস খানের নির্বাচিত ইসলামী রচনাবলী	মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত	অক্টো ০৬	১ম/অক্টো ০৬	২৩৯	৮৩

ইতিহাস ও ঐতিহ্য

১	ফুতুহুল বুলদান	আল্লামা আশেক ইবনে ইয়াহিয়া	মার্চ ৯৮	১ম, মার্চ ৯৮	৫১২	১৬০
২	আজাদী আন্দোলন (১৮৫৭)	মাওলানা ফজলুল হক খায়রাবাদী	অক্টোঃ ৭৯	১ম, অক্টোঃ ৭৯	৫৬	৬
৩	ভারতে বিদ্রোহের কারণ	মূল ঃ সৈয়দ আহমদ খান অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	এপ্রিল ৭৯	৩য়, জুন ৯৩	৯৫	৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪	গৌরবময় যুগের ইসলাম	এ.এফ.এম. আবদুল জলিল	নভেঃ ৭৯	১ম, নভেঃ ৭৯	৭২	৬
৫	যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম	শামসুল আলম	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১৬	১
৬	কারবালা ঃ একটি সামাজিক ঘূর্ণাবর্ত	মনিরউদ্দীন ইউসুফ	ডিসেঃ ৭৯	২য়, ডিসেঃ ৯২	২৪	১০
৭	মসজিদুল আকসার ইতিবৃত্ত	সিকান্দার মোমতাজী	অক্টোঃ ৭৯	১ম, অক্টোঃ ৭৯	১৬	১
৮	সমসাময়িক ইতিহাসের আলোকে মধ্যযুগের মুসলিম ভারত	মূল ঃ ষ্টেনলী লেনপুল অনুবাদ ঃ আখতার-উল আলম				১০
৯	উপমহাদেশীয় সভ্যতায় মুসলিম অবদান	মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	২৪	১.৫০
১০	দক্ষিণ ভারতে মুসলিম মিশনারী	মূল ঃ কে.পি. কয়া অনুবাদ ঃ প্রফেসর আবুল কাসেম ভূঁইয়া	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	১৬	১
১১	ভারতে মুসলিম স্থাপত্য	মোঃ মোস্তফা চৌধুরী	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৩৬	৩
১২	সংঘাতের মুখে ইসলাম	মূল ঃ মুহাম্মদ আসাদ অনুবাদ ঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৯৬	৬
১৩	ময়ুর সিংহাসন	এম.এ. ওয়াহেদ	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	১০৬	৭
১৪	আজাদী সংগ্রামে বাকেরগঞ্জের অবদান	শামসুল আলম	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	১৬	২.২৫
১৫	আমাদের উত্তরাধিকারের স্বরূপ	অধ্যাপক গোলাম রসূল	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	৪০	৩
১৬	বিগত যুগের আদর্শ	মোহাম্মদ নুরুল হক	মার্চ ৮১	১ম, মার্চ ৮১	৪৮	৪
১৭	ক্রুসেডের ইতিহাস	ড. এম আবদুল কাদের		১ম,		১৭
১৮	বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব	সৈয়দ মুরতজা আলী	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	২৪	১
১৯	আলীয় মাদ্রাসার ইতিহাস	মূল ঃ আল্লামা আবদুস সাত্তার অনুবাদ ঃ মোস্তফা হারুন	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	২৮৮	২০
২০	সিপাহী বিপ্লবে মুসলমানদের অবদান	শেখ মোঃ লুৎফর রহমান	মার্চ ৮১	১ম, মার্চ ৮১	৬৪	৩.৫০
২১	অন্ধকূপ হত্যা রহস্য	মোঃ রুহুল আমিন	জুলাই ৮১	১ম, জুলাই ৮১	৮৮	৯
২২	পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ	মেসবাহুল হক	ডিসেঃ ৮২	১ম, ডিসেঃ ৮২	৪০৮	৪০
২৩	বাংলাদেশ (আরবী)	সম্পাদনা পরিষদ		১ম,		১৫
২৪	মক্কা শরীফের ইতিহাস	শেখ আবদুল জব্বার	অক্টোঃ ৮৭	১ম, অক্টোঃ ৮৭	১১৮	২০
২৫	মুসলিম স্পেন	সরকার শরীফুল ইসলাম	আগস্ট ৮৭	১ম, আগস্ট ৮৭	৮২	১৫
২৬	কাবা শরীফের ইতিহাস	ফিরোজ আহমদ চৌধুরী	নভেঃ ৮৫	২য়, জুন ৯৪	১৬৪	৪৮
২৭	চান্দ্রমাসের ইতিকথা	মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিয়া	নভেঃ ৮৭	২য়, জুন ৯৫	১৬১	৪৭
২৮	আরব নৌবহর	অনুবাদ ঃ হুমায়ুন খান	অক্টোঃ ৮২	১ম, অক্টোঃ ৮২	১১৬	১০
২৯	সোনালী যুগের মুসলিম নৌশক্তি	অনুবাদ ঃ ওয়াহিদ সিদ্ধী	জুন ৮৪	৩য়, জুন ৯৪	১৬০	৪৮
৩০	বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলিল (১৯৩৬-৪৭)	মোঃ সিরাজ মান্নান	মে ৮৮	১ম, মে ৮৮	২৮৮	৩৬
৩১	ইতিকাহিনী	ইবরাহিম খাঁ	অক্টোঃ ৮৭	১ম, অক্টোঃ ৮৭	২৩২	৩৬
৩২	বায়তুল মোকাদ্দাসের ইতিহাস	শেখ আবদুল জব্বার	জুন ৮৮	২য়, জুন ০১	৭৫	২৫
৩৩	খিলাফতের ইতিহাস	আবদুল জাব্বার সিদ্দিকী	ফেব্রুঃ ৮০	১ম, ফেব্রুঃ ৮০	১৮৪	১৮
৩৪	উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান	ড. আবদুল ওয়াহিদ	ফেব্রুঃ ৮৩	৩য়, জুন ৯৩	৩৪২	৫৪
৩৫	তাওয়ারিখে ঢাকা	মূল ঃ মুন্সী রহমান আলী তায়েশ অনুবাদ ঃ আ.ন.ম. শরফুদ্দিন	এপ্রিল ৮৫	১ম, এপ্রিল ৮৫	২৪৮	৩৬
৩৬	মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব	আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দিক	মার্চ ৮৬	২য়, জুন ০৩	২৪৮	৬৪
৩৭	বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	জুলাই ৮৬	১ম, জুলাই ৮৬	৩১২	৫০
৩৮	মুসলিম স্থাপত্য	এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	২৪০	২৫
৩৯	বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	ফজলুল হাসান ইউসুফ	জুন ৮৬	৩য়, মে ৯৫	১০২	৩৪
৪০	তুরস্কের ইতিহাস	ড.এম. আবদুল কাদের	ডিসেঃ ৮৬	১ম, ডিসেঃ ৮৬	৬৯২	১০০
৪১	ইতিহাস থেকে	মোঃ ইউনুস মিয়া	ফেব্রুঃ ৮৭	১ম, ফেব্রুঃ ৮৭	৪০	৬

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪২	ইতিহাস কথা কয়	মোহাম্মদ মোদাব্বের	জুন ৮১	২য়, মার্চ ৮৭	৩৫২	৫৫
৪৩	পলাশী যুদ্ধোত্তর আযাদী সংগ্রামের পাদপীঠ	হায়দার আলী চৌধুরী	জুন ৮৭	২য়, সেপ্টেঃ ০৩	৫৫৬	১৪৮
৪৪	ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা	মোঃ আবদুর রশীদ	মে ৮৭	১ম, মে ৮৭	৪৪০	৬৬
৪৫	মসজিদের ইতিহাস	ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান	জুন ৮৭	৩য়, ডিসেঃ ০৩	২৮৭	১৪০
৪৬	মহা বিজয়ের পথে	আজিজুল হক বান্না	জুন ৮৭	১ম, জুন ৮৭	৬০	১০
৪৭	ইমাম মাহদী (আ)-এর আগমনের পূর্বে ও পরে	মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	জুন ৮৬	১ম, জুন ৮৬	৬৪	১২
৪৮	মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা	আসকার ইবনে শাইখ	জুলাই ৮৮	২য়, জানুঃ ০৩	৩৩৬	৮৫
৪৯	মুসলিম কীর্তি	ড. এম. আবদুল কাদের	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	১২৮	৯
৫০	আলমগীরের পত্রাবলী	অনুবাদ ঃ কাজী আবুল হোসেন	অক্টোঃ ৮৮	২য়, মার্চ ০৩	২১০	৪৮
৫১	সোনার গাঁ	ড. এস.এম. হাসান	অক্টোঃ ৮৯	১ম, অক্টোঃ ৮৯	৪৩	৮
৫২	সাগর বিজয়ে ও আমেরিকা আবিষ্কারে মুসলমান	বাসার মঈন উদ্দীন	সেপ্টেঃ ৮৮	১ম, সেপ্টে ৮৮	৮০	১২
৫৩	বায়তুল মুকাররম ঃ জাতীয় মসজিদ	এম. রহুল আমিন	জানুঃ ৮৯	১ম, জানুঃ ৮৯	৯৩	১৫
৫৪	ইতিহাস কথা বলে	রাজিয়া মজিদ	অক্টোঃ ৮৯	১ম, অক্টোঃ ৮৯	৬১	৮
৫৫	গৌরবদীপ্ত জিহাদ	অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ লুতফুল হক	সেপ্টেঃ ৮৯	২য়, জুন ০৩	৩৭৯	৮০
৫৬	আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য (১ম খণ্ড)	মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান	সেপ্টেঃ ৮৯	১ম, সেপ্টে ৮৯	৬০৮	৯০
৫৭	মুজাহিদ আন্দোলনের ইতিবৃত্ত	মূল ঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান	ফেব্রুঃ ৮৯	১ম, ফেব্রুঃ ৮৯	৮০০	১২০
৫৮	মুসলমানদের উথান ও পতন	অনুবাদ ঃ মাওলানা খোরশেদ উদ্দীন	সেপ্টেঃ ৮৯	১ম, সেপ্টে ৮৯	৪১৪	৬০
৫৯	গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতিকথা	অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আবুল কাসেম ভূঁইয়া	মার্চ ৮৭	১ম, মার্চ ৮৭	৩০৪	৪৫
৬০	ইতিহাসের আলোকে জেরুজালেম	মুহাম্মদ নুর হুসাইন	অক্টোঃ ৮৭	১ম, অক্টোঃ ৮৭	৪৪	৮
৬১	খুলনা জেলার ইতিহাস	মুহাম্মদ আবু তালিব	জুলাই ৮৮	১ম, জুলাই ৮৮	২৪২	৩৭
৬২	মধ্যযুগের লাইব্রেরী ঃ মুসলিমদের অবদান	মোঃ সাদাত আলী				১০
৬৩	ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	জুন ৯১	১ম, জুন ৯১	৩৯০	৬২
৬৪	মাওয়ালী ও ইসলামী উলুমে তাদের অবদান	আ.হ.ম. ইয়াহিয়ার রহমান				৬০
৬৫	ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস	শামসুদ্দিন	জুন ৯৩	১ম, জুন ৯৩	৩০৪	৮৭
৬৬	ইসলামের বিজয় ঃ বদর যুদ্ধ	নাজমুন নাহার	জুন ৯৩	১ম, জুন ৯৩	১০৮	৩১
৬৭	বাংলাদেশে ইসলাম	ড. এবনে গোলাম সামাদ	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৮০	১১
৬৮	বাংলাদেশে ইসলাম	মমতাজুল হক	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	১৬	১.৫০
৬৯	বাংলাদেশে ইসলাম	আব্দুল মান্নান তালিব	মার্চ ৮০	২য়, ডিসেঃ ০২	২৬৩	৮০
৭০	চট্টগ্রামে ইসলাম	ড. আবদুল করিম	অক্টোঃ ৮০	১ম, অক্টোঃ ৮০	৯৪	৬
৭১	চট্টগ্রামে ইসলাম	এ.কে.এম. মহিউদ্দীন	জুন ৯৬	১ম, জুন ৯৬	১৩৪	৩৫
৭২	রাজশাহীতে ইসলাম	ড. এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী	ডিসেঃ ৯২	১ম, ডিসেঃ ৯২	১৮৪	৬০
৭৩	জামালপুর জেলায় ইসলাম	মুফাখখারুল ইসলাম	ফেব্রুঃ ৮৮	১ম, ফেব্রুঃ ৮৮	৯৬	১৫
৭৪	দিনাজপুরে ইসলাম	মেহরাব আলী	মার্চ ৯১	১ম, মার্চ ৯১	৩২০	৫০
৭৫	টাঙ্গাইল জেলায় ইসলাম	মুফাখখারুল ইসলাম	মার্চ ৯১	১ম, মার্চ ৯১	১১২	৩০
৭৬	যশোর জেলায় ইসলাম	মুহাম্মদ আবু তালিব	অক্টোঃ ৯১	১ম, অক্টোঃ ৯১	১৪৪	৪০
৭৭	কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম	শ.ম. শওকত আলী	নভেঃ ৯২	১ম, নভেঃ ৯২	৩১২	৯০
৭৮	ফরিদপুরে ইসলাম	মোঃ আবদুস সাত্তার	মে ৯৩	১ম, মে ৯৩	৩৩২	৭৫
৭৯	কুমিল্লা জেলায় ইসলাম	মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস	এপ্রিল ৮৭	১ম, এপ্রিল ৮৭	১১২	১৮
৮০	নোয়াখালী জেলায় ইসলাম	ড. এম. আবদুল কাদের	অক্টোঃ ৯১	১ম, অক্টোঃ ৯১	২০৪	৬৫
৮১	বরিশালে ইসলাম	আজিজুল হক বান্না	জুন ৯৪	১ম, জুন ৯৪	৩০৪	৯৫
৮২	রংপুরে ইসলাম	অধ্যাপক মোহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী	আগস্ট ৯৪	১ম, আগস্ট ৯৪	১২৮	৩৫
৮৩	সিলেটে ইসলাম	প্রিন্সিপাল দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	মে ৯৫	১ম, মে ৯৫	২০৮	৫০
৮৪	ময়মনসিংহে ইসলাম	মোঃ আবদুল করিম	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	২৯৮	৭০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮৫	পাবানায় ইসলাম	মুহম্মদ আবূ তালিব	জুন ৯৬	১ম, জুন ৯৬	১১২	৩৫
৮৬	নতুন আলোকে মধ্য এশিয়া	অনুবাদ ঃ এ.টি.এম. শামসুদ্দীন	মে ২০০০	১ম, মে ২০০০	১১৬	৪৫
৮৭	আজকের মধ্য এশিয়া	অনুবাদ ঃ কামরুল আলম রাব্বানী	জুন ২০০০	১ম, জুন ২০০০	১৭০	৫০
৮৮	স্মরণীয় বরণীয়	জাফর আলম	জানুঃ ৮০	২য়, মার্চ ৯৪	১৬৪	৩৫
৮৯	আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ২০০০	১ম, জুন ২০০০	৭৪৪	২৮২
৯০	আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) (ইসলামের ইতিহাস আদিঅন্ত)	মূল ঃ আবুল ফিদা হাফিজ ইবনে কাছীর আদ-দামেশকী (র) অনুবাদ ঃ অনুবাদক মণ্ডলী	জুন ০১	১ম, জুন ০১	৬৪০	২৮০
৯১	আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৩য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	৬০০	২৩০
৯২	সুলতানী আমলে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ	মোঃ আবদুল করিম	মার্চ ০২	১ম, মার্চ ০২	৫২	৩২
৯৩	রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	মে ৯৫	২য়, নভেঃ ০২	৩২৮	৮৭
৯৪	প্রাচ্যের উপহার	মূল ঃ সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী অনুবাদ ঃ আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	ডিসেঃ ৯০	১ম, ডিসেঃ ৯০	৪২৮	৮০
৯৫	ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব	মূল ঃ ড. তারাচাঁদ অনুবাদ ঃ এস. মুজিবুল্লাহ	জুন ৯১	১ম, জুন ৯১	২৭২	৭৫
৯৬	মহাবিজয়ের পথে	আজিজুল হক বান্না	জুন ৮৭	১ম, জুন ৮৭	৫৯	১০
৯৭	অসত্যের কালো মেঘ	মূল ঃ আবদুল্লাহ ডি অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা	জুন ৯৮	১ম, জুন ৯৮	৪৩২	৯০
৯৮	আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্মৃত ইতিহাস	দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	২৭২	৬৭
৯৯	আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন	জুলাই ৮১	২য়, জুলাই ৮১	৮৮	৩২
১০০	আফগানিস্তান আমার ভালবাসা	আল মাহমুদ ও আফজাল চৌধুরী সম্পাদিত	নভেঃ ৮৩	১ম, নভেঃ ৮৩	৩৪৬	৪০
১০১	উপমহাদেশের আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য ১ম খণ্ড	মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া.	সেপ্টেঃ ৮৯	১ম, সেপ্টে ৮৯	৬০৮	৯০
১০২	উপমহাদেশের আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য ৪র্থ খণ্ড	মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া	ফেব্রুঃ ০৩	১ম, ফেব্রুঃ ০৩	৫০০	১০০
১০৩	দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)	সাইয়্যেদ মাহমুদ রিজভী	জুলাই ০৩	১ম, জুলাই ০৩	৯০৮	১৭০
১০৪	ইসলামের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	মাওলানা আকবর শাহ খান নজীরাবাদী	মার্চ ০৩	১ম, মার্চ ০৩	৫৪০	২০০
১০৫	ইসলামের ইতিহাস (২য় খণ্ড)	মাওলানা আকবর শাহ খান নজীরাবাদী	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	৫৮৩	২০০
১০৬	ইসলামের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)	মাওলানা আকবর শাহ খান নজীরাবাদী	জানুঃ ০৪	১ম, জানুঃ ০৪	৫৮৮	২০০
১০৭	১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলন প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ	মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	৯৮	৩০
১০৮	ইসলামের ইতিহাস দর্শন	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	মে ০৩	১ম, মে ০৩	৪৬৪	১৩০
১০৯	গৌরবময় খিলাফত	অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান	ফেব্রু ২০০০	১ম, ফেব্রু ২০০০	২৮৮	৬৫
১১০	মুসলিম জাহান ও পাশ্চাত্য জগত	মূল ঃ আভার্ড টয়েনবী অনুবাদ ঃ আখতার-উল-আলম	নভে ৭৯	১ম, নভে ৭৯	৩২	৩
১১১	সভ্যতার অভিশাপ	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৪৮	৩
১১২	মুসলিম সঙ্গীত কলা বিকাশ	সৈয়দা শহীদ উদ্দীন আহমদ	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	২৪	২
১১৩	সুন্দরবনে ইসলাম	ড. এম. আবদুল কাদের	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	৪০	১.২৫
১১৪	সিপাহী বিপ্লবে মুসলমানদের অবদান	মোঃ লুৎফর রহমান	মার্চ ৮১	১ম, মার্চ ৮১	৬৪	৩.৫০
১১৫	আমাদের উত্তরাধীকারী স্বরূপ	অধ্যাপক গোলাম রসুল	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	৪০	৩
১১৬	মোগল যুগের বিচার	আবু জাফর	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	৯৬	৬
১১৭	মুসলিম রেঁনেসার মনীষা	মুহাম্মদ আলী চৌধুরী ·	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টে ৮০	১২৪	৮
১১৮	বিজয়ের পথে মুসলমান	বাশার মঈনুদ্দীন	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	১৬০	৪
১১৯	আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম	অধ্যাপক আবদুল গফুর সম্পাদিত	ডিসেঃ ৮৭	১ম, ডিসেঃ ৮৭	৩৫২	৫৬
১২০	অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	জুন ৯১	১ম, জুন ৯১	৩৫৬	৮০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২১	ঈমানী পরীক্ষায় অমর কাহিনী	অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টে ৮০	৮৮	৬
১২২	আরবী সাহিত্যের ইতিহাস	আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন	জুন ৮২	৪র্থ সেপ্টে ৩	২৮৮	৭৫
১২৩	উপমহাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণ	অধ্যাপক আবুল কাশেম ভূঁইয়া	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৬৮	৪
১২৪	আওলিয়ায়ে কিরামের ইতিহাস	শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া (রহ)	সেপ্টেঃ ০৩	১ম, সেপ্টে ০৩	২৭৬	৬৫
১২৫	মুজাহিদ বাহিনীর ইতিবৃত্ত	অনুবাদ ঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান	জুলাই ৮৮	১ম, জুলাই ৮৮	১০০০	১২০
১২৬	তারিখ-ই-শেরশাহী	অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী	অক্টোঃ ৮৬	১ম, অক্টোঃ ৮৬	১৪০	২২
১২৭	মদীনা শরীফের ইতিহাস	মৌলভী শেখ আবদুল জব্বার	ডিসেঃ ৯৮	১ম, ডিসেঃ ৯৮	১৩৬	৩৫
১২৮	মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস	মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ	ফেব্রুঃ ০৪	১ম, ফেব্রুঃ ০৪	১৫৪	৫৩
১২৯	মুসলিম জাহান	সোহরাব উদ্দিন আহমদ	১৯৮০	৩য়, জুন ৯৯	৬৮৮	১২০
১৩০	গ্রন্থাগার সংগঠনে মুসলমান	শামসুল হক	মার্চ ৯২	২য়, ফেব্রুঃ ০৪	১৫২	৪৩
১৩১	ইসলামের রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য	আবদুল গফুর	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	২৪	২
১৩২	পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম (The Legauy of Islam)	মূল ঃ আরনল্ড ও গুইলিয়াম অনুবাদ ঃ মোঃ নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী	জুন ২০০০	১ম, জুন ২০০০	৪৪৪	১০৫
১৩৩	সিপাহী বিদ্রোহে মুসলমানদের অবদান	ড. লুৎফর রহমান				৩.৫০
১৩৪	আজকের মধ্য এশিয়া	কামরুল আলম রাব্বানী অনূদিত				৫০
১৩৫	দুহাল ইসলাম (২য় খণ্ড) (ইসলামের দ্বিপ্রহর)	মূল ঃ ড. আহমদ আমীন	মে ০২	১ম, মে ০২	৩৬৫	৭২
১৩৬	চিশতিয়া সিলসিলার আওলিয়ায়ে কিরামের ইতিহাস	ড. আবদুল জলীল অনূদিত	সেপ্টেঃ ০৩	১ম, সেপ্টে ০৩	২১৭	৬৫
১৩৭	আসহাবে বদর	মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ্ অনূদিত	সেপ্টেঃ ০৩	১ম, সেপ্টে ০৩	১৯৬	৪২
১৩৮	খিলাফতে রাশেদা	মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্দলভী অনুবাদ ঃ গোলাম ছোবহান সিদ্দিকী	আগস্ট ০৩	১ম, আগস্ট ০৩	১৬০	৩৬
১৩৯	ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রাম ইহুদী ষড়যন্ত্র ও আরবদের ভূমিকা	ড. আবদুল্লাহ্ আল মা'রূফ অনূদিত	ডিসেঃ ০৩	১ম, ডিসেঃ ০৩	৭৩৬	২০০
১৪০	আল্লামা মাশরেকী খাকসার আন্দোলন	ডা. কে. এন. ইসলাম	অক্টোঃ ৮৪	১ম, অক্টোঃ ৮৪	৭২	১০
১৪১	ফিলিস্তিন সমস্যার ক্রমবিবর্তন	মোঃ রিজাউল করিম	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	৩০৮	৬৮
১৪২	পলাশী যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যু কাহিনী	মহসিন হোসেন	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	৫২	১৭
১৪৩	মুসলিম বীর নারী	খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন	জুন ৯৩	১ম, জুন ৯৩	১২৮	৩৪
১৪৪	The First Generation of Muslims	Ishrat J. Rumy	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	১০৪	৪০
১৪৫	History of the Muslims of Bengal (Volume-IB)	Md. Mohar Ali	নভে ০৩	১ম, নভে ০৩	১০৯৯	২৪৪
১৪৬	Social History of the Muslims of Bangladesh Under the British Rule	Dr. Muin-ud-din Ahmed Khan	জুন ৯২	১ম, জুন ৯২	২৬০	১১৫
১৪৭	Under Three Flags	Kazi Anwarul Haque	সেপ্টেঃ ৮৬	১ম, সেপ্টে ৮৬	৫৫৬	১০০
১৪৮	The Myths of Divinity and Crucifixion of Jesus Christ	Muhammad Sadat Hossain	নভেঃ ৮৭	১ম, নভেঃ ৮৭	৬৪	১২
১৪৯	Muslim and Indian Civilization	Maulana Abul Hasan Ali Nadvi	জুন.৮০	১ম, জুন ৮০	১৬	২
১৫০	Background of the Culture of Muslim Bengal	Dewan Md. Azraf	নভেঃ ৭৯	১ম, নভেঃ ৭৯	১৬	১.৫০
১৫১	The Hijri Year and the Christion Year	A.K. Bazlul Karim	নভেঃ ৭৯	১ম, নভেঃ ৭৯	১৬	২
১৫২	Muslim Monuments of Bangladesh	Dr. S.M. Hasan	মার্চ ৮০	৩য়, মে ০৩	৩৮০	১৬৮
১৫৩	Adina Masjid at Hazrat Pandua	Dr. S.M.Hasan	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৮৪	৭
১৫৪	Muslim Communities of South East Asia	Dr. Muinuddin Ahmed Khan	জুন ৮০	১ম, জুন	১০২	১০
১৫৫	The Nation of Evolution Through the Ages	Shaikh Sharfuddin	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	১৬০	১৫
১৫৬	Muslim Festivals in Bangladesh	Abu Jafar	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	১৪৮	১০
১৫৭	Titumir and his Followers in British Indian Records	Dr. Muinuddin Ahmed khan	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	১৮০	১৭
১৫৮	Anecdotes from Islam	Principal Ibrahim khan	মে ৮৮	১ম, মে ৮৮	৫৯৪	৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫৯	History of the Faraidi Movement	Dr. Muinuddin Ahmed khan	ফেব্রুঃ ৮০	১ম, ফেব্রুঃ ৮০	৩৪৭	৪৮
১৬০	Historical Fallacies Unveiled	Dr. M. Abdul Quader	অক্টোঃ ৮৮	১ম, অক্টোঃ ৮৮	৩২৮	৫০
১৬১	Muslim Struggle of Freedom in Bengal	Dr. Muinuddin Ahmed khan	ডিসেঃ ৮২	১ম, ডিসেঃ ৮২	১৫২	১৫
১৬২	The Great Revolt of 1857 in India and the Muslims of Bengal	Dr. Muinuddin Ahmed khan	এপ্রিল ৮১	১ম, এপ্রিল ৮১	১৬০	১০
১৬৩	The Origin and Development of Muslim Historiography	Dr. Md. Golam Rasul	জুন ৮৪	১ম, জুন ৮৪	১৪৪	২৫
১৬৪	Gaud and Hazrat Pandua	Sayed Mahmudul Hasan	এপ্রিঃ ৮৭	১ম, এপ্রিঃ ৮৭	৪০২	১৪০
১৬৫	The Muslim Political Parties in Bengal	Md. Siraz Mannan	এপ্রিঃ ৮৭	১ম, এপ্রিঃ ৮৭	১৬১	২৫
১৬৬	Iran and Islam	Shaikh Golam Moksu Hilali	আগস্ট ৮৯	১ম, আগস্ট ৮৯	১৮৬	৩০
১৬৭	Bengal Towards the Close of Aurangzeb	Dr. Enamul Haque	জুন ৯৪	১ম, জুন ৯৪	৩৭১	১৫৩
১৬৮	History of the Muslim of Bangal Vol. LA	Dr. Mohammad Mohar Ali	আগস্ট ০৩	১ম, আগস্ট ০৩	৭২০	৩৫০
১৬৯	History of the Muslim of Bangal Vol. IB	Dr. Mohammad Mohar Ali	নভেঃ ০৩	১ম, নভেঃ ০৩	১০৯৯	২৪৪
১৭০	The Muslim Political Parties in Bengal (1936-1947)	Mohammad Seraj Mannan	এপ্রিল ৮৭	১ম, এপ্রিল ৮৭	১৬৪	২৫
১৭১	The Nation of Evolution through the Ages	Shaikh Sharafuddin	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	১৬০	১৫
১৭২	উপমহাদেশের আলীম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য (৩য় খণ্ড)	মূল : মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া	মে ০৪	১ম/মে ০৪	১৯২	৫০
১৭৩	উপমহাদেশের আলীম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য (২য় খণ্ড)	মূল : মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	৩৩০	৮০
১৭৪	আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৪র্থ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	৬৫৮	৩০০
১৭৫	আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৬ষ্ঠ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	২৭৪	২৫০
১৭৬	বাংলাদেশ, বাংলাভাষা ও জাতি সত্তা	ড. কাজী দীন মুহম্মদ	মে ০৪	১ম/মে ০৪	২০	১২
১৭৭	উপমহদেশে ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাস	মূল : ড. আকরাম অনুবাদ : জুলফিকার আহমদ কিসমতী	অক্টো ০৪	১ম/অক্টো ০৪	৩৭০	৮০
১৭৮	আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৫ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ অনুদিত	অক্টো ০৪	১ম/অক্টো ০৪	৫৮৪	২৫০
১৭৯	ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র	গোলাম সোবহান সিদ্দিকী	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	২৪৭	৩০
১৮০	Muslim Ummah in the Contemporary world	Ahmed Farid	ডিসে ০৪	১ম/ডিসে ০৪	২৩৮	১৩২
১৮১	আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৭ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	ফেব্রু. ০৫	১ম/ফেব্রু. ০৫	৬৩২	২৮৫
১৮২	উপমহাদেশের রাজনীতিতে আলেম সমাজ	মূল : আই, এইচ, কুরেশী অনুবাদ : চোকদার মুহঃ আব্দুস সাত্তার	জানুঃ ০৫	১ম/জানুঃ ০৫	৩৬৫	৮৫
১৮৩	ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান	মূল : নাফিস আহমদ অনুবাদ : মুহঃ নুরুল আমিন জাওহার	এপ্রিল ০৫	১ম/ এপ্রিল ০৫	১২৪	৪০
১৮৪	মদীনা সনদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	ইফাবা প্রকাশিত	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	৪৮	১৮
১৮৫	মহানবী (সা)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	ইফাবা সংকলিত	এপিল ০৫	১ম/এপিল ০৫	৭২	২৪
১৮৬	রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হুদায়বিয়ার সন্ধি	মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দীকী সম্পাদিত	এপ্রিল ০৫	১ম/এপ্রিল ০৫	৬২	২১
১৮৭	আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৯ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মে ০৫	১ম/মে ০৫	৫৬০	৩০০
১৮৮	আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৮ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	আগস্ট ০৫	১ম/আগস্ট ০৫	৬০৮	২৪৫
১৮৯	জিহাদের ময়দানে মুসলিম বাহিনী	মুহাম্মদ লুতফুল হক	জনু ০৬	১ম/জনু ০৬	২৩৫	১০৫
১৯০	আযাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের ভূমিকা	জুলফিকার আহমদ কিসমতী	জুলাই ০৬	১ম/জুলাই ০৬	১৫১	৬৩
১৯১	ইযহারুল হক (সত্যের বিজয়) ১ম খণ্ড	অনুবাদ : ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর	অক্টো ০৭	১ম /অক্টো ০৭	৫৫৬	১৫৫
১৯২	ইযহারুল হক (সত্যের বিজয়) ২য় খণ্ড	অনুবাদ : ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর	ফেব্রু ০৮	১ম /ফেব্রু ০৮	৫৪৩	১৫৫

অর্থনীতি সমাজনীতি দর্শন বিজ্ঞান ও স্থাপত্যকলা

১	ধন-সম্পদ জাতীয়করণ ও ইসলাম	ড. হাসান জামান	জুলাই ৭৭	১ম, জুলাই ৭৭	১০	০.৭৫
২	ইসলামী অর্থনীতি	ড. হাসান জামান	ফেব্রুঃ ৭০	৩য়, অক্টোঃ ৮১	৭৩	৬
৩	ইসলামের রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	ড. কাহার উদ্দীন ইউনুস	জানুঃ ৮০	১ম, জানুঃ ৮০	৩৮	৪
৪	ইসলামী অর্থনীতি	শাহ ছহীল উদ্দীন আহমদ	জানুঃ ৮০	১ম, জানুঃ ৮০	১৩২	১৩

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫	ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের অর্থনৈতিক দায়িত্ব	মূল ঃ পারভেজ সাহেব অনুবাদ ঃ আবদুল আউয়াল	ফেব্রুঃ ৮০	১ম, ফেব্রুঃ ৮০	৪৮	৪
৬	ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়ন	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	১০৮	১০
৭	ইসলাম ও কৃষি	আবদুল মতীন জালালাবাদী	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	৭০	১০
৮	ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান	সৈয়দ কুতুব	মে ৮০	১ম, মে ৮০	২৪	২
৯	সম্পদে আল্লাহর মালিকানা	শামসুল আলম	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	২৪	১.২৫
১০	ইসলাম পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি	মূল ঃ মুহাম্মদ কুতুব অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর	মে ৮০	১ম, মে ৮০	২৪	১.৫০
১১	ইসলামে অর্থনৈতিক বিপ্লব	শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৬৪	৬
১২	ইসলামে অর্থনৈতিক মতাদর্শ (১ম খণ্ড)	মূল ঃ ড. ইউসুফুদ্দিন অনুবাদ ঃ আবদুল মতীন জালালাবাদী	জুন ৮০	৩য়, জুন ০৩	২৪৮	৬৯
১৩	ইসলামে অর্থনৈতিক মতাদর্শ (২য় খণ্ড)	মূল ঃ ড. ইউসুফুদ্দিন অনুবাদ ঃ আবদুল মতীন জালালাবাদী	এপ্রিঃ ৮৩	২য়, মে ০৩	৩৩৬	৮৮
১৪	ইসলামে অর্থনীতি	ড. মোঃ আবদুল আলী				৬
১৫	ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা	এম.এ. সামাদ সম্পাদিত	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	১৬৮	১৬
১৬	অর্থনৈতিক সুবিচার ও হযরত মুহাম্মদ (সা)	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম				১.৫০
১৭	ইসলামে মালিকানার রূপরেখা	নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী				২.৫০
১৮	ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	শেখ মাহমুদ আহমদ				১২
১৯	খাদ্য সমস্যা ও ইসলাম	ডা. ময়েজুর রহমান	অক্টোঃ ৮০			৪
২০	ইসলামে অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থা	আবদুল মোস্তফা মোজাহেদ উদ্দীন				১
২১	এক নজরে ইসলামের অর্থনীতি	অনুবাদ ঃ মোঃ সগির উদ্দীন মিয়া				১
২২	ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা	মোঃ শামসুল হক	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪৪	৫
২৩	ইসলামে ভূমি, কৃষি ও শ্রম ব্যবস্থা	ড. ময়েজুর রহমান	ডিসেঃ ৮১	১ম, ডিসে ৮১	৪০	৪
২৪	শ্রমের মর্যাদা	বাংগাল আবু সাঈদ				৯
২৫	ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা	মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) অনুবাদ ঃ কারামত আলী নিযামী	জানুঃ ৮৬	২য়, জুন ৯৫	৩২৮	৭৩
২৬	ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন ও হযরত আবূ যর গিফারী (রা)	ফরীদউদ্দীন মাসউদ	জানুঃ ৮১	২য়, নভেঃ ৮৫	২৪	৫
২৭	ইসলামে শ্রমিকের অধিকার	ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	এপ্রিঃ ৭০	৬ষ্ঠ, মে ৯৮	১৩৬	৩৬
২৮	ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	মূল ঃ মাওলানা হিফজুর রহমান অনুবাদ ঃ মওলানা আবদুল আউয়াল	জুন ৮২	৩য়, মার্চ ২০০০	৩৩৬	৭৫
২৯	ইসলামী অর্থনীতি আলোচনা প্রসঙ্গে	শেখ ফজলুর রহমান	অক্টোঃ ৮২	১ম, অক্টোঃ ৮২	৮৪	৮
৩০	ইসলামের যাকাত বিধান (১ম খণ্ড)	মূল ঃ আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৬৫২	৬০
৩১	ইসলামের যাকাত বিধান (২য় খণ্ড)	মূল ঃ আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম	আগস্ট ৮৩	১ম, আগস্ট ৮৩	৮৩৪	৯০
৩২	শরীয়তের দৃষ্টিতে অংশীদারী কারবার	মূল ঃ ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী অনুবাদ ঃ কারামত আলী নিযামী	জুন ৮৩	২য়, জুন ২০০০	১০৮	৩৪
৩৩	ইসলামী ব্যাংকিং ও যাকাত	অনুবাদঃ রুহুল আমীন	জানুঃ ৮৪	১ম, জানুঃ ৮৪	৪৪	৫
৩৪	ইসলামের অর্থ বণ্টন ব্যবস্থা	অনুবাদ ঃ ফরীদউদ্দীন মাসউদ	অক্টোঃ ৭৮	৩য়, জুন ৯৯	৩৬	১৫
৩৫	ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার	মূল ঃ মাওলানা মুশাহিদ আলী অনুবাদঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	সেপ্টেঃ ৮০	৩য়, আগস্ট ৮৮	২৩৪	৩৬
৩৬	ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা	এ. জেড. এম. শামসুল আলম	জুলাই ৮৪	৩য়, নবেঃ ০৩	২৬৬	৬৬
৩৭	সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা	মূল ঃ ড. আতাউল হক অনুবাদ ঃ আবদুল মতীন জালালাবাদী				১২

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৮	সুদমুক্ত অর্থনীতি	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম				১৫
৩৯	অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত	আবদুল খালেক	ডিসেঃ ৮৭	১ম, ডিসেঃ ৮৭	১৩৬	২৩
৪০	ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	জুন ৮৩	১ম, জুন ৮৩	১৪৮	১৫
৪১	ইসলামী ব্যাংক ঃ কতিপয় ভ্রান্তি	অনুবাদ ঃ মোঃ হাবিবুর রহমান	সেপ্টেঃ ৮৬	১ম, সেপ্টে ৮৬	৬৪	১২
৪২	ইসলামী অর্থনীতিতে বীমা	অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন	আগস্ট ৮৭	২য়, নভেঃ ০৩	৭২	২৮
৪৩	খলীফা উমর (রা)-এর শাসনামলে অর্থ ব্যবস্থা	অনুবাদ ঃ জয়নাল আবেদীন মজুমদার	মার্চ ৯০	১ম, মার্চ ৯০	২৩৮	২৩
৪৪	আমাদের জীবিকা	মুহাম্মাদ ফজলুল হক	জুলাই ৮৪	১ম, জুলাই ৮৪	৩৩৬	৩২
৪৫	স্বনির্ভর আন্দোলন	এ.এইচ.এম. নোমান	অক্টোঃ ৮০	১ম, অক্টোঃ ৮০	৩৬	১০
৪৬	সমবায়	খন্দকার রেজাউল করীম	নভেঃ ৮০	১ম, অক্টোঃ ০৩	৬৬	১০.৫০
৪৭	উন্নত পদ্ধতিতে মাছের চাষ	মুহাম্মদ ফজলুল হক	এপ্রিঃ ৯০	২য়, জানুঃ ০৩		৩০
৪৮	আল-কুরআনের অর্থনীতি (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	এপ্রিঃ ৯০	২য়, অক্টোঃ ০৩	৬৬৪	১৭২
৪৯	আল- কুরআনের অর্থনীতি (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	এপ্রিলঃ ৯০	২য়, জানুঃ ০৩	৫৮২	১৫৪
৫০	ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ	সৈয়দ আবদুল লতিফ	অক্টোঃ ৭৬	১ম, অক্টোঃ ৭৬	১৩৪	১৪
৫১	ঐতিহাসিক জড়বাদ ও ইসলাম	ড. মাজহার উদ্দীন সিদ্দিকী	জুন ৭০	২য়, জুলাই ৭৭	২৩	১.৫০
৫২	ইসলাম ও দাসপ্রথা	মূল ঃ মুহাম্মাদ কুতুব অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর	ডিসেঃ ৭৭	১ম, ডিসেঃ,৭৭	৩৬	২
৫৩	ইসলাম ও সমাজ কল্যাণ	আবদুল মতীন জালালাবাদী	সেপ্টেঃ ৭৯	১ম, সেপ্টে৭৯	১৬	২
৫৪	ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন	মাওলানা আযীযুর রহমান নোমানী	ডিসেঃ ৭৯	৪র্থ, জুন ৯৭	১৯৪	৪৮
৫৫	ধর্ম কি অচল হয়েছে	মূল ঃ মুহাম্মদ কুতুব অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	২৮	৩
৫৬	মূল্যবোধের জন্য	আখতার-উল-আলম	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	১০০	৭.৫০
৫৭	ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা	শাহেদ আলী	১৯৭০	২য়, এপিল ৮০	১৯	২
৫৮	হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন	মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	১২৫	১২
৫৯	পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য	মূল ঃ আশরাফ আলী থানভী অনুবাদঃ এ.বি.এম. কামাল উদ্দিন শামীম	অক্টোঃ ৮০	১ম, অক্টোঃ ৮০	৬৪	৪.৫০
৬০	ইসলাম ও সমাজ দর্শন	সৈয়দ শহীদ উদ্দিন আহমদ	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৮৮	৬
৬১	মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ও সংস্কৃতির রূপান্তর	আবদুল মওদুদ	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৪৭২	৪০
৬২	ব্যভিচারের পরিণাম	সৈয়দ আনসার মোহাম্মদ মোখতার	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৭২	৭
৬৩	ইসলাম ও দাসপ্রথা	মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান	মে ৮০	১ম, মে ৮০	২৪	১.৫০
৬৪	ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা	মূল ঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী অনুবাদ ঃ শফিউদ্দীন	ফেব্রুঃ ৮০	১ম, ফেব্রু ৮০	৪৮	৪.৫০
৬৫	আত্মদর্শনে সত্যদর্শন	এ. টি. এম. খলিল আহমদ	আগস্ট ৮৫	১ম, আগষ্ট ৮৫	৫০৬	৬০
৬৬	ইসলামের দৃষ্টিতে চাষাবাদ	এস.এম. ইদ্রিস	অক্টোঃ ৮৬	১ম, অক্টো ৮৬	২৪৬	৪০
৬৭	যুগ জিজ্ঞাসা ও পরিবার	অধ্যাপক মোঃ আবুল কাসেন ভূঁইয়া	জুলাই ৮৭	১ম, জুলাই ৮৭	৭২	১৬.৫০
৬৮	পরিবার নহে কারাগার	মুহাম্মদ মুজাফফর হোসাইন	আগস্ট ৮৭	১ম, আগষ্ট ৮৭	৫১৬	৮০
৬৯	ইসলাম ও কৃষি	আবদুল মতীন জালালাবাদী	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ,. ৮০	৭০	৬
৭০	ইসলাম ও আমাদের সমাজ	বিচারপতি এ.কে.এম. বাকের	ফেব্রুঃ ৯১	১ম, ফেব্রুঃ৯১	২৪	১০
৭১	বাংলাদেশে মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা	শামসুল আলম	জুন ৯৪	১ম, জুন ৯৪	৩২	৯.৫০
৭২	ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র	আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল	ডিসেঃ ৮১	১ম, ডিসেঃ ৮১	১১৬	১৫
৭৩	রাষ্ট্র দর্শনে মুসলিম মনীষা	আবু জাফর	জানুঃ ৭৯	জানু ৭৯	১৬০	১২
৭৪	শাহওয়ালী উল্লাহ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা	মূল ঃ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী অনুবাদ ঃ নুরুদ্দিন আহমদ	ডিসেঃ ৯২	১ম, ডিসেঃ ৯২	২১৬	৫৫
৭৫	ইসলাম ও রাজনীতি	আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী	নভেঃ ৭৯	১ম, নভেঃ ৭৯	৩২	৩
৭৬	ইসলামের রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য	অধ্যাপক আবদুল গফুর	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	২৪	২

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭৭	মৌল মানবাধিকার	মূল ঃ পারভেজ সাহেব অনুবাদ ঃ নূরুদ্দীন আহমদ	ফেব্রুঃ ৮০	১ম, ফেব্রুঃ ৮০	৪০	৪
৭৮	প্রশাসক ওমর (রা)	শামসুল আলম	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	২৪	১.৫০
৭৯	ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি	মুল ঃ মুহাম্মদ আসাদ অনুবাদ ঃ শাহেদ আলী		৫ম, ডিসে ৯৯	১১৮	৩০
৮০	ইমাম আবূ হানীফা (র)-র রাজনৈতিক চিন্তাধারা	শামসুল আলম	মে ৮০	১ম, মে ৮০	২৪	১.৫০
৮১	ইসলামে শান্তি ও যুদ্ধ	মূল ঃ ড. খলিফা আবদুল হাকিম অনুবাদ ঃ এম. এ. হাই	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৬০	১০
৮২	ইসলামের রাষ্ট্রীয় আদর্শ	অধ্যক্ষ আবুল কাসেম-সম্পাদিত	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৪৮	৩
৮৩	নেতৃত্বের আদর্শ	এম. এ. আজম	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	২৪	১.৫০
৮৪	ইসলাম ও গণতন্ত্র	আহমদ গোলাম মোস্তফা				১.৫০
৮৫	হযরত আলী (রা) ঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক চিঠি	শামসুল আলম সম্পাদিত	জানু ৮৩	২য়, ডিসেঃ ৮৩	৩৫	৫
৮৬	মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা	মূল ঃ ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ অনুবাদ ঃ অধ্যাপক গোলাম রসূল				৮০
৮৭	ইসলামে প্রতিরক্ষা কৌশল	মূল ঃ মেজর জেনারেল আকবর খান অনুবাদ ঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	মে ৮৪	২য়, মে ৮৭	৪২৮	৬৭
৮৮	ইসলামী রাষ্ট্র	শামসুল আলম	১৯৮১	৩য়, জুন ৯৫	২৪২	৫০
৮৯	ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ	অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক	মে ৮৭	১ম, মে ৮৭	১৩৮	২৫
৯০	মহানবী (সা)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল	মেজর জেনারেল আকবর খান	মে ৮৪	২য়, মে ৮৭	৪২৮	৬৭
৯১	কুরআনের রাষ্ট্রনীতি	অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক	ডিসেঃ ৮৬	১ম, ডিসেঃ ৮৬	৪৮	১০
৯২	হযরত উমরের সরকারী পত্রাবলী	অনুবাদ ঃ মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	ডিসেঃ ৮৪	২য়, নভেঃ ০৩	৩০০	৬৪
৯৩	শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও সমকালীন রাজনীতি	অনুবাদ ঃ এম. রুহুল আমিন	জুলাই ৮৮	১ম, জুলাই ৮৮	৬৩০	১০০
৯৪	শরীয়তী রাষ্ট্র ব্যবস্থা	অনুবাদ ঃ জুলফিকার আহমদ কিসমতী	ফেব্রুঃ ৮৭	১ম, ফেব্রুঃ ৮৭	৩২০	৫০
৯৫	পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	অক্টোঃ ৮৪	১ম, অক্টোঃ ৮৪	১২৪	১৬
৯৬	ইসলামী স্বাস্থ্যনীতি	অনুবাদ ঃ মোঃ সিরাজুল হক	জুন ৮৫	১ম, জুন ৮৫	২০৮	২৫
৯৭	আধুনিক যন্ত্রপাতির ইসলামী আহকাম	অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক	অক্টোঃ ৮৬	২য়, জুন ৯৫	১৬৪	৩৮
৯৮	কুরআন, হাদীস ও বিজ্ঞান	ছদরুদ্দীন	ডিসে ৮০	১ম, ডিসেঃ ৮০	৮৮	১৬
৯৯	চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রোযা	ডা. দেওয়ান এ. কে.এম. আবদুর রহীম	জুন ৮৪	২য়, এপ্রিল ৮৭	৩৮	৬.৫০
১০০	তাহাফুতুল ফালাসিফা	ইমাম গাযালী (র)	জুন ৮০	৪র্থ,	২৮০	১৮
১০১	পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয়	অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম				১৫
১০২	প্রাথমিক চিকিৎসা	মোঃ আমিরুল হক				২৫
১০৩	মুসলিম যুগে জ্যোতির্বিদ্যা	অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল জব্বার	জুন ৯৯	১ম, জুন ৯৯	২০৮	৬৭
১০৪	সিয়াম সাধনা ঃ চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোকে	হাসনাইন ইমতিয়াজ	জুলাই ৮০	২য়, মার্চ ৯৩	১৬	২
১০৫	বৈজ্ঞানিক কৃষি	মুজিবুর রহমান	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৮৩	৯
১০৬	পশু-পাখি পালন ও সংরক্ষণ	এম.এম. খান	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	১২৪	১৩
১০৭	ছুফী	খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টে ৮০	১০৪	৮
১০৮	উদ্ভিদ সংরক্ষণ	সুলতান মাহমুদ ও মুজিবরি রহমান	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৪০	৭.৫০
১০৯	বাংলাদেশে মাছের চাষ	আলী আজম খবীর আহমদ				৭.৫০
১১০	কুটির শিল্প	মোঃ আবদুল কুদ্দুস	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টে ৮০	১০২	১৫.৫০
১১১	ইসলামে দর্শন চিন্তার পটভূমি	ড. মঈনউদ্দীন আহমেদ খান				৫.৫০
১১২	কয়েকটি উপকারী পোকা	এস.এম. ইদ্রিস	নভেঃ ৮০	২য়, এপ্রিল ৮৯	১১২	১০
১১৩	ইসলামী দর্শনের রূপরেখা	নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত	ফেব্রুঃ ৮২	২য়, ডিসেঃ ৯৯	১৪৮	৩৭
১১৪	কালেমা শাহাদাত ঃ একটি বিপ্লবী ঘোষণা	মূল ঃ আতিয়া মুহাম্মদ সায়ীদ অনুবাদ ঃ এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	৪৮	৪

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১৫	স্বাস্থ্য পুষ্টি প্রাথমিক চিকিৎসা	ডা. আবদুল ওয়াহিদ	মার্চ ৮১	৩য়, জুলাই ৮৪	২৫৬	৩০
১১৬	ইসলামী দর্শন	মূল ঃ আল্লামা শিবলী নোমান অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	সেপ্টেঃ ৮১	১ম, সেপ্টেঃ ৮১	৪২৪	৪০
১১৭	রূহানী বিজ্ঞান	শেখ ফজলুর রহমান	মার্চ ৮২	১ম, মার্চ ৮২	১৫৬	১৫
১১৮	আধুনিক বিজ্ঞান ও কুরআন	গোলাম ছোবহান				১২
১১৯	হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা	ড. সৈয়দ আলী নকী	মার্চ ৭৮	৩য়, ডিসেঃ ৮৬	৫৬	১৫
১২০	বিশ্বমরমী চিন্তাধারায় রুমী	অধ্যাপক গোলাম রসুল	জুন ৭৭	১ম, জুন ৭৭	১২২	৮
১২১	ডারউইনবাদ বনাম মানববাদ	আখতার ফারুক	নভেঃ ৭৯	১ম, নভেঃ ৭৯	২৬	২
১২২	ইসলাম ও কমিউনিজমের সংঘাত	কাজী মাসুম	জানুঃ ৮০	১ম, জানুঃ ৮০	৪৮	৫
১২৩	ইসলাম কমিউনিজম ও পুঁজিবাদ	মূল ঃ মুহাম্মদ কুতুব অনুবাদ ঃ সিদ্দিক আহমদ	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	৪০	২.৫০
১২৪	চক্ষু চিকিৎসার বিকাশে ইসলামের অবদান	ডা. আবদুল ওয়াহিদ	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টে ৮০	৪৮	৪
১২৫	ইসলাম ও মার্কসবাদ	ড. হাসান জামান	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৩২	১
১২৬	ইসলাম ও ফিতরাত	মূল ঃ জাফর ফুলওয়ারবী অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ সাদেক	মে ৮০	২য়, এপ্রিল ৮৭	৯৬	১৭
১২৭	ধর্ম কি জনগণের আফিম	মূল ঃ মুহাম্মদ কুতুব অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর	মে ৮০	১ম, মে ৮০	১৬	১
১২৮	বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	মার্চ ৮২	২য়, অক্টোঃ ৮৪	২৪৮	৩০
১২৯	ক্ষুধিত আত্মা	কাজী গোলাম আহমদ	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	৮০	৫
১৩০	বিশ্বপ্রেমিক রুমী	শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইসহাক	এপ্রিল ৮১	১ম, এপ্রিল ৮১	১৯৮	১৯
১৩১	যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে	জিল্লুর রহমান নদভী	ফেব্রুঃ ৯১	১ম, ফেব্রুঃ ৯১	১১০	২০
১৩২	সৃষ্টি ও ইবাদত	এম.এ. আজিজ	জুন ৯৪	১ম, জুন ৯৪	১৮৭	৫২
১৩৩	সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম	লেখক মণ্ডলী	জুন ০১	১ম, জুন ০১	৩৮৪	৮০
১৩৪	ইসলামে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার	অনুবাদ ঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টে ৮০	২৩৬	১৫
১৩৫	ইসলামে অর্থনীতি বাস্তবায়ন	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	১০৮	১০
১৩৬	ইসলাম ও মানবাধিকার	সংকলন	জুন ০১	১ম, জুন ০১	২০০	৪৭
১৩৭	বিজ্ঞান চর্চায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ	সংকলন	জুন ০১	১ম, জুন ০১	৩০৪	৬০
১৩৮	জমশিদ গিয়াসুদ্দীন আল কাশী ঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অবদান	নাসরীন মুস্তাফা	ফেব্রুঃ ০১	১ম, ফেব্রুঃ ০১	২০৮	৫৬
১৩৯	সুদ একটি অর্থনৈতিক অভিশাপ	মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী	ফেব্রুঃ ০৪	১ম, ফেব্রুঃ ০৪	৭২	২৩
১৪০	ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা	লেখক মণ্ডলী	নভেঃ ০৩	১ম, নভেঃ ০৩	২৫৬	৪৮
১৪১	দারিদ্র বিমোচনে যাকাত ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ	ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন ও মুহাম্মদ আবদুল লতিফ	নভেঃ ০৩	১ম, নভেঃ ০৩	৩২	৮
১৪২	মানুষ ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য	মেজর জাকারিয়া কামাল জি	জুলাই ৯৪	১ম, জুলাই ৯৪	১৬০	৩৯
১৪৩	Origin of Mathematics	A.F.M.Abdur Rahman	সেপ্টেঃ ৮৩	১ম, সেপ্টে ৮৩	২৭	৫
১৪৪	Muslim Philosophy	Saiyed AbdulHai				৩২
১৪৫	An Intellectual Account of Religon	Ruhul Amin				২০
১৪৬	Al-Tibb Al-Islami	Hakim Md. Sayeed	সেপ্টেঃ ৮১	১ম, সেপ্টে ৮১	২১৪	২০
১৪৭	The Philosophy of Al-Ghazali	Dr. M. Mizanur Rahmam	সেপ্টেঃ ৮৬	১ম, সেপ্টে ৮৬	১৬০	২৮
১৪৮	Science and Revelation	Dewan Muhammad Azraf	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৮০	৮
১৪৯	A Contemporary Philosophy of Religion	Dr. Abdul Jalil Mia				১০
১৫০	Muslim Philosophy : A Short Survey	Sayed Abdul Hai	জানুঃ ৮৫	১ম, জানুঃ ৮৫	১০০	১০
১৫১	The Ethics of Islam	Sayed Ameer Ali	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৩৫	২
১৫২	Philosophy of History	Dewan Muhammad Azraf	জানুঃ ৮১	১ম, জানুঃ ৮১	৯৬	৭
১৫৩	Historical Maeterialism and Islam	Dr. Mazharuddin Siddiqui	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪০	২.৫০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫৪	Iqbal : The Philosopher	Sayed Abdul Hai	নভেঃ ৮০	১ম, নভেঃ ৮০	৮৮	৫৫
১৫৫	New Conceepts in Philosophical Studies	Dr. M. Mizanur Rahman	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	১৪২	১৩.৫০
১৫৬	A Simple Projection	S. Zaman	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	১৪	১.৫০
১৫৭	Allama Iqbal's Attitude Towards Sufism and Unique Philosophy of Khudi-Self	Abu Sayeed Nuruddin	মে ৭৮	১ম, মে ৭৮	৬৪	৮
১৫৮	Science Philosophy and Religion	M.Ruhul Amin	অক্টোঃ ৮৯	১ম, অক্টোঃ ৮৯	১৮৬	২০
১৫৯	Islam Science and Modern Thoughts	prof. Abul Kashem	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টে ৮০	১৫৮	১০
১৬০	The Scientific Findings and the Holy Quran	Md. Ferdouse Khan	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	৩২	২
১৬১	Islam and the Scientific Spirit	Robert Brifault	১৯৭৭	১ম, ১৯৭৭	২৪	১.৫
১৬২	Metaphysical Section of Al-Gazzali	Dr. Mizanur Rahman	জুন ৯২	১ম, জুন ৯২	২২৯	১৩৮
১৬৩	Scientific Indication in the Holy Quran	Editoriat Board - IFB	ডিসেঃ ৯০	২য়, জুন ৯৫	৬৪৪	৯৫
১৬৪	Islam and Cosmological Science	Dr. M.Abdul Jalil Miah	সেপ্টেঃ ৮৬	১ম, সেপ্টে ৮৬	৮৪	১৫
১৬৫	Islamic Economics :Principle and Application	Raihan Sharif				৫
১৬৬	Islamic Economics :Concept of Rizq	Raihan Sharif	জুন ৮৬	১ম, জুন ৮৬	৮০	১২
১৬৭	Islamic Economics	Zahurul Islam	মে ৮৭	১ম, মে ৮৭	২৬৪	৪২
১৬৮	Islam and Economic problems	Abul Hashim				২
১৬৯	Economic Order of Islam and Private Ownership	A.M. Chowdhury	ফেব্রুঃ ৭০	২য়, জুন ৮০	১৮	১.৫০
১৭০	Islamic Banking and Zakat	Dr. Najatullah Siddiqi Dr. M.A. Zaki Badawi	জুন ৮৩	১ম, জুন ৮৩	৩২	৫
১৭১	Distribution of Wealth inIslam	Mufti Md. Shafi	সেপ্টে ৮৩	১ম, সেপ্টে ৮৩	৪৫	৫
১৭২	The Muslim World's Resources	Edited. Dr. K.T. Hossain				১০০
১৭৩	Readings on Islamic Banking	Dr. Ataul Haque	এপ্রিল ৮৭	১ম, এপ্রিল ৮৭	৩৮২	৬৫
১৭৪	A Social Profile of Islam	Prof. Akhtaruz Zaman	মার্চ ৭৯	১ম, মার্চ ৭৯	১৩০	১০
১৭৫	Islam and Social Security	Muhammad Qutb				২
১৭৬	Islamic Social Framework	Raihan Sharif	নভেঃ ৮০	১ম, নভেঃ ৮০	৩০৪	১৯
১৭৭	Social History of Muslim in Bengal	Latifa Akhand	মে ৮১	১ম, মে ৮১	২৭২	৫০
১৭৮	Islam and Family Planning	Shamsul Alam	এপ্রিল ৯৫	১ম, এপ্রিল ৯৫	৯৬	১২
১৭৯	The Profile of An Islamic State	S.B. Chowdhury	এপ্রিল ৮৪	১ম, এপ্রিল ৮৪	১৭৬	২০
১৮০	Politcal Science and Islam	Dr. Hasan Zaman				১
১৮১	Leadership	M.A. Azam	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	১৬	১.২৫
১৮২	Hazrat Ali (R) : A Classic Administrative Policy Letter	Ed. Shamsul Alam	সেপ্টেঃ ৮৩	১ম, সেপ্টে ৮৩	৩২	৫
১৮৩	Concept of Democracy in Islam	Justice Abdul Bari Sarker	নভেঃ,৮৮	১ম, নভেঃ,৮৮	১৬৪	২৫
১৮৪	Concept of Islamic Statecraft	Justice Abdul Bari Sarker	ডিসেঃ ৮৭	১ম, ডিসেঃ ৮৭	২৮৮	৪৬
১৮৫	An Introduction toAl-Maturidies Ta'wilat Ahl AL-Sunna	Dr. M.M. Rahman	নভেঃ ৮১	১ম, নভেঃ ৮১	১৬৪	১৫
১৮৬	ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি	মূল অধ্যাপক হাসান আইয়ুব অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম ছিফাতুল্লাহ	ফেব্রু. ০৪	১ম/ফেব্রু. ০৪	৪১৬	৯০
১৮৭	শিক্ষা-দর্শন ও ইসলাম	লেখক মণ্ডলী	ফেব্রু ০৪	১ম/ফেব্রু ০৪	২৫৬	৫৩
১৮৮	Ethics in Business and Managment	Abul Hasan M. Sadeq, Khaliq Ahmed	মার্চ ০৪	১ম/মার্চ ০৪	৩২৬	১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৮৯	Economic Development in Islam	Dr. A. H. Md. Sadeq	এপ্রিল ০৪	১ম/এপ্রিল ০৪	১০০	৫৫
১৯০	ইসলামী দর্শন	সংকলন	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	২৪০	৫৬
১৯১	Men of letters Men of Science	Syed Ashraf Ali	মার্চ ০৪	১ম/মার্চ ০৪	২৩২	৮০
১৯২	মুফতী আমীব আল ইহসানের চিন্তা-চেতনা	ড. আবুল ফযেজ মুহাম্মদ আমীনুল হক	মে ০৪	১ম/মে ০৪	২৬	১২
১৯৩	বাংলা সাহিত্যে সুফী প্রভাব	মনিরউদ্দিন ইউসুফ	মে ০৪	১ম/মে ০৪	৭৬	২৪
১৯৪	মিরাজ ও বর্তমান বিজ্ঞান	আঃ ওয়াহাব	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	২৬	১৩
১৯৫	ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং	অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	৬৮	২৫
১৯৬	ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন	লেখক মণ্ডলী	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	৬৯৬	৩০০
১৯৭	মূল্যবোধ কি এবং কেন	এ, এফ মোঃ এনামূল হক	মে ০৪	১ম/মে ০৪	১৪৮	৪২
১৯৮	ইসলামী অর্থনীতি	সংকলন	অক্টো ০৪	১ম/অক্টো ০৪	২৯৪	৬৯
১৯৯	যৌতুক একটি অপরাধ	শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম	জানু ০৬	১ম/জানু ০৬	৪০	২২
২০০	Introduction to Islamic Insurance	Kazi Md. Martuza	মে ০৬	১ম/মে ০৬	১২৪	৫০
২০১	Readings in Islamic Economic Thought	Dr. Abul Hasan M. Sadeq and Aidit Ghazali	অক্টো ০৬	১ম/অক্টো ০৬	৪০৪	১৯৬
২০২	বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম	অধ্যক্ষ আবুল কাসেম	জুন ৮২	১ম/জুন ৮২	৩৪৪	৮৮

শিশু-সাহিত্য

১	কুরআনের কাহিনী : হযরত লূত ও হযরত হূদ (আ)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	আগস্ট ৮৪	২য়, জুন ৯৫	১৬০	৭৩
২	ছোটদের কুরআন কথা	ছদরুদ্দীন	জুন ৭০	৩য়, মে ৯৮	৪০	১৪
৩	কুরআনের মজার কাহিনী	মুহাম্মদ লুতফুল হক	আগস্ট ৮৪	২য়, অক্টোঃ ৮৬	৭২	১৫
৪	কুরআনের কাহিনী : হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ) (২য় খণ্ড)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	ডিসেঃ ৮৫	৩য়, মার্চ ০২	১৩৯	৬৪
৫	হাদীস শতক	কাজী আবুল হোসেন	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	৫৪	৩
৬	কচিদের হাদীসের কথা	মোঃ আবদুল কুদ্দুস	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	২৮	৩
৭	চল্লিশ হাদীস	মাওলানা মুফতী শফী	সেপ্টেঃ ৭৯	৩য়, জুন ৯৫	১৬	৬
৮	হাদীসের কাহিনী	মোবারক হোসেন খান	জানুঃ ৮১	৫ম, জানু ০৩	৩০	২০
৯	আমার আরবী শিক্ষা	কালাম আযাদ	জানু ৮৮	২য়, জুন ৯৫	৪০	৩৮
১০	মানুষের নবী	আবদুল আযীয আল-আমান	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	৪০	২৩
১১	পেয়ারে রসূল (সা)	নূরুদ্দীন আহমদ	নভেঃ ৮০	৩য়, জুন ৯৫	৪০	২৫
১২	ছোটদের মহানবী	শামসুল আলম	নভেঃ ৮২	২য়, জানুঃ ৮৬	৬৪	১২
১৩	আমাদের নবী	মঈনুদ্দীন	ফেব্রুঃ ৮৩	৪র্থ, জুন ৯৫	২৪	১৭
১৪	আমাদের মহানবী (সা)	সুলতানা রহমান	জুন ৭৭	৪র্থ, ফেব্রু ০১	৪৮	২৪
১৫	ছোটদের নবী মুস্তফা (সা)	মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস	ফেব্রুঃ ৮৬	১ম, ফেব্রুঃ ৮৬	৫২	৯
১৬	সেই ফুলের রওশনিতে	আজিজ আল-আমান	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	৬০	৫
১৭	আলোর নবী আল আমীন	কাজী গোলাম আহমদ	জুন ৮১	৪র্থ, জুন ০২	১১২	৪৫
১৮	পিয়ারে নবী	মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস	নভেঃ ৮০	৩য়, জুন.৯৫	৪০	২৫
১৯	ফুলের মত সুন্দর	মুস্তাফা মাসুদ	জুলাই ৮৬	৩য়, জুন ০১	৫৬	২৮
২০	মানুষ যাকে ভোলেনি	সানাউল্লাহ্ নুরী	নভেঃ ৭৮	১ম, নভেঃ ৭৮	৪০	৩.৭৫
২১	গল্পে হযরত মুহাম্মদ (সা)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	মে ৮০	৩য়, ডিসেঃ ০২	৭২	৩৬
২২	মহানবীর মহাগুণ	রাজিয়া মজিদ	অক্টোঃ ৮২	১ম, অক্টোঃ ৮২	৫৪	৬
২৩	নিখিলের চির সুন্দর	নূরুল আবসার	জানুঃ ৮৬	২য়, জুন ৯৩	৬৪	২২
২৪	সত্য সমুজ্জ্বল (মহানবীর জীবনীভিত্তিক রচনা সংকলন)	আবদুল মান্নান ও মাসুদ আলী	জানুঃ ৮১	১ম, জানুঃ ৮১	৪০	১০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৫	হযরত ওয়ারেস করণী (র)	কামরুল ইসলাম খান	মার্চ ৮০	৪র্থ, এপ্রিঃ ৯৪	৩২	২০
২৬	হযরত ইউসুফ (আ)	আবুল কাশেম আশেকী	মে ৮২	৪র্থ, মার্চ ০১	২৮	১৭
২৭	তরফ বিজয়ী নাসিরউদ্দীন	অধ্যাপক আবুল কাসেম ভূঁইয়া	অক্টোঃ ৮২	৪র্থ, অক্টোঃ ০২	৩২	১৪
২৮	ছোটদের নবী কাহিনী	ড. সৈয়দ আলী আশরাফ	অক্টোঃ ৮৫	২য়, জুন ৯৭	৭২	১৬
২৯	আল্লাহর খোঁজে	মুস্তাফা মাসুদ	জুন ৯৫	৪র্থ, জানুঃ.০১	৫৬	৩৪
৩০	নবীর জোব্বা পেলেন যিনি	মুফাখখারুল ইসলাম	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৫২	৩
৩১	নবী আউলিয়ার কিসসা শোন	মোসলেম উদ্দিন	১৯৭৮	৩য়, জুন,৮৪	৮০	১০
৩২	পরশমনির পরশে	জামান মনির	ফেব্রুঃ ৮৪	১ম, ফেব্রুঃ ৮৪	৪৮	৬.৫০
৩৩	হযরত নূহ (আ) ও নতুন পৃথিবী	নূরুল আমিন আনসারী	সেপ্টেঃ ৮৬	২য়, জুন ৯৪	৮০	২০
৩৪	হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	জুলাই ৮৩	৪র্থ, জানুঃ.০২	৪৮	২৩
৩৫	ছোটদের হযরত আইয়ুব (আ)	শাহানা ফেরদৌস	ফেব্রুঃ ৮৬	২য়, মে ৯৭	২৭	১৩
৩৬	কুদরতী কিসসা	নূরজাহান খানম	মে ৮১	২য়, জুন ৯৪	৮০	১৮
৩৭	কল্পলোকের গল্প নয়	কাজী গোলাম আহমদ	আগস্ট ৮৮	৩য়, জুন ৯৩	৪৫	১৯
৩৮	হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র)	সৈয়দ শামসুল হুদা	অক্টোঃ ৮৬	২য়, জুন ৯৫	২৪	২০
৩৯	উজ্জ্বল এক পায়রা	মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৪৪	৩
৪০	এক মুক্তোর ঝিলিক	সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৪২	৩
৪১	ষাট গম্বুজের আযান ধ্বনি	তিতাশ চৌধুরী	আগস্ট ৮৬	২য়, জুন ৯৩	৪৮	২৬
৪২	চার আউলিয়ার কাহিনী	ফেরদৌস ইসলাম	সেপ্টেঃ,৮০	৪র্থ, জানুঃ,০৪	৬০	৩০
৪৩	ছোটদের শাহ মখদুম (র)	আবদুল্লাহ আল-মামুন	জুলাই ৮০	২য়, জুন ৯৫	৪০	২৪
৪৪	পরীর পাহাড়	মনওয়ার হোসেন	জুন ৮০	২য়, জুন ৯৩	৪০	২০
৪৫	সত্যের অন্বেষায়	মাফরুহা মাহমুদা	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৭২	৫
৪৬	গওস পাক	নূরুল আবসার	এপ্রিল ৮০	৩য়, ফেব্রুঃ ৮৮	৯১	১৫
৪৭	হযরত ওয়ারেস করণী	সিকান্দর মোমতাজী	জুন ৮০	১ম, জুন ৮২	৪৫	৪.৫০
৪৮	আলোর সেতারা	মসউদ-উশ-শহীদ	জুন ৯৮	১ম, জুন ৯৮	৩২	১৫
৪৯	ছোটদের ইসলামী কবিতা	মনওয়ার হোসেন ও রওশন আলী খন্দকার সম্পাদিত	জুন ৯৯	৩য়, জানুঃ ০৪	১০৪	৪১
৫০	হৃদয় জুড়ে বঙ্গবন্ধু	খালেক বিন জয়েনউদ্দীন সম্পাদিত	জুন ৯৯	২য়, জুন ০১	৬৪	৩২
৫১	যে নামে জেগেছে স্বদেশ	জাহাঙ্গীর হাবিবুল্লাহ	অক্টোঃ ৯৯	১ম, অক্টোঃ ৯৯	১৬	১৪
৫২	ছোটদের আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (র)	আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক	জুন ৯৯	২য়, ডিসে ০৩	২৪	১৬
৫৩	ছোটদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)	ড. কাজী দীন মুহম্মদ	জুন ৯৯	৩য়, অক্টোঃ ০২	৭৮	৩৮
৫৪	প্রথম খলীফা	কালাম আযাদ	মে ৮২	২য়, অক্টোঃ ৮৪	৭৪	১০
৫৫	হীরে মোতি পান্না ঃ গল্পে হযরত আলী (রা)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	ডিসেঃ ৮৩	৫ম, ডিসেঃ,০২	৬৪	৩৩
৫৬	হীরে মোতি পান্নাঃ গল্পে হযরত উসমান (রা)	মসউদ-উশ-শহীদ	জানুঃ ৯৩	৫ম,জুন ২০০০	২৮	১৫
৫৭	আরেক ওমর	শামসুল হাসান	অক্টোঃ ৭৯	১ম, অক্টোঃ ৭৯	১১৬	১২
৫৮	চার খলীফা	আ.ন.ম. বজলুল রশীদ	ফেব্রুঃ,	১ম, ফেব্রুঃ ৮০	৮০	৮
৫৯	সাহাবা হযরত হুযায়ফা (রা)	আবুল খায়ের আহমদ আলী	মে ৮৭	২য়, ডিসেঃ ৯৪	৩২	১৭
৬০	হযরত বিলাল (রা)	আবুল খায়ের আহমদ আলী	জুলাই ৮৭	৩য়, অক্টোঃ ০২	৪৮	২০
৬১	হযরত বিলাল	সাইয়েদ আতেক	মে,৮০	৩য়, ডিসেঃ ০৩	৩৫	১৯
৬২	একটি কাহিনী শোনো	ফরীদউদ্দীন মাসউদ	জুন ৮১	৩য়, এপ্রিঃ ৯৫	৩৮	২৫
৬৩	ছোটদের হযরত উসামা (রা)	মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	জুন ৮২	২য়, জুন ৯৯	২০	১৫
৬৪	দুই সাহাবীর কাহিনী	ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	আগস্ট ৮২	২য়, জুন ৯৫	৪৫	৩২
৬৫	সোনালী যুগের কথা	নূরুদ্দীন আহমদ	জুন ৮০	৩য়, জুন ৯৫	৪৮	২৯
৬৬	জীবন বাজি রাখলেন যারা	আবুল খায়ের আহমদ আলী	ফেব্রুঃ ৮৮	২য়, নভেঃ ৯৪	৬৮	৩৮
৬৭	ছোটদের হযরত রহিমা	অধ্যাপক মতিউর রহমান গাযালী	জুন ৮৫	২য়, এপ্রিল ৯৪	৪৮	২২

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬৮	ছোটদের বিবি মরিয়ম	হেলেনা সুলতানা	ফেব্রুঃ ৮৪	৪র্থ, মে,৯৭	২৪	১১
৬৯	পুণ্যময়ী মা হাজেরা	কাজী কানিজ ফাতেমা	আগস্ট ৮৬	২য়, জুন ৯৩	৪০	৪০
৭০	হযরত ফাতেমা (রা)	আবদুল কাদের তালুকদার	জুলাই ৮০	৪র্থ, জুন ৯৫	২৭	২০
৭১	মরু ঝরণা	হোসেন আরা শাহেদ	মার্চ ৮৪	৪র্থ, জুন ০১	৩৫	২১
৭২	হযরত উম্মে সালমা (রা)	সালেহ আহমদ খান	ডিসেঃ ৮৫	১ম, ডিসেঃ ৮৫	৪৪	৮
৭৩	ছোটদের ইসমাইল হোসেন সিরাজী	খালেদ খালেদুর রহমান	জানু ২০০০	১ম, জানু ২০০০	২২	১০
৭৪	সম্রাটের বিচার ও তরুণ নবাব	বেগম জেবু আহমদ	জুন ৯৭	২য়,	২৮	১৮
৭৫	নবী দাউদ (আ) ও নবী সুলায়মান (আ)	হেলেনা খান	জুন ৯৭	২য়, জানুঃ ০৩	৪০	১৬
৭৬	ছোটদের ঈসা (আ)	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	এপ্রিল ৯৭	১ম, এপ্রিল ৯৭	৩৮	৩০
৭৭	আওরঙ্গজেব জিন্দাপীর	শহীদ আখন্দ	আগস্ট ৮৪	১ম, আগস্ট ৮৪	৪৪	১০
৭৮	হাবিলদার রজব আলী	এ.কে.এম. মহিউদ্দীন	আগস্ট ৮২	২য়, নভেঃ ৮৬	৩৬	১২
৭৯	পাগলা টিপু	এ.কে.এম. মহিউদ্দীন	নভেঃ ৮৬	১ম, নভেঃ ৮৬	২৪	১০
৮০	সুলতান গিয়াস উদ্দীন (সচিত্র)	আবদুল মুকীত চৌধুরী	জুলাই ৮৫	২য়, জুন ৯৫	২৪	২৪
৮১	ফকির মজনু শাহ	কাজী গোলাম আহমদ	ফেব্রুঃ ৮৪	২য়, জুন ৯৫	২৪	২৫
৮২	বাবর (সচিত্র)	নুরুল ইসলাম মানিক	জানুঃ ৮৫	৩য়, জুন ৯১	২৮	২০
৮৩	দিল্লীর তিন সম্রাট	মোবারক হোসেন খান	এপ্রিল ৮২	১ম, এপ্রিল ৮২	৬৪	৫
৮৪	ইনি তোমাদের শেরশাহ	আতোয়ার রহমান	জানুঃ ৮৫	২য়, জানুঃ ৯৮	৭৪	৯
৮৫	মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী (সচিত্র)	এ.কে.এম. মহিউদ্দীন	অক্টোঃ ৮৪	১ম, অক্টোঃ ৮৪	৩২	১০
৮৬	ঈসা খাঁ	আবুল খায়ের আহমদ আলী	অক্টোঃ ৮০	৩য়, জুন ৯৫	২৮	২১
৮৭	ঈসা খাঁ	মনির উদ্দীন ইউসুফ	অক্টোঃ ৮০	২য়, মে ৯৭	৫৬	১৬
৮৮	রাজার মতন রাজা	শহীদ আখন্দ	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪৮	৩
৮৯	ছোটদের আওরঙ্গজেব	শহিদুর রহমান	জুন ৮০	২য়, জুন ৯৫	৩৬	১৮
৯০	কালো কয়লার সোনার আগুন	মুফাখখারুল ইসলাম	অক্টোঃ ৮২	১ম, অক্টোঃ ৮২	৪০	৬
৯১	মহাবাহু সুলতান	মীর্জা আবদুল হাই	আগস্ট ৮০	১ম, অক্টোঃ ৮০	৬৪	৩
৯২	ছোটদের খালিদ সাইফুল্লাহ	মোঃ মহিউদ্দীন	জুন ৮২	২য়, জুন ৯৭	১২৬	১০
৯৩	কাঁপলো ইউরোপ যার ভয়ে	খোন্দকার রেজাউল করীম	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৩২	২
৯৪	মোহাম্মদ বিন কাসিম	মোঃ নাসির আলী	মে ৭৭	১ম, মে ৭৭	৩৪	২
৯৫	টিপু সুলতান	আল কামাল আবদুল ওহাব	আগস্ট ৮০	২য়, জুন ৯৩	৫২	৩
৯৬	জেরুজালেম জয়	মনওয়ার হোসেন	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	২৪	২
৯৭	গাজী সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী	এ.বি.এম. কামাল উদ্দীন শামীম	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	২৪	২
৯৮	ছোটদের হায়দার আলী	এ.কিউ.এম আবদুল্লাহ	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	৫৬	৪
৯৯	বাদশাহ আলমগীর	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	নভেঃ ৮০	১ম, নভেঃ ৮০	২৪	২
১০০	তিন মোঘল সম্রাট	মোবারক হোসেন খান	জুন ৮২	২য়, ফেব্রুঃ ৯০	৫২	৮
১০১	ছোটদের ইমাম মালিক (র)	গাজী শামসুর রহমান	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	৪০	৩
১০২	ছোটদের ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র)	গাজী শামসুর রহমান	মে ৮০	২য়, এপ্রিল ৯৯	৩৬	২০
১০৩	ছোটদের ইমাম বুখারী (র)	নূর মুহাম্মদ মল্লিক	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	২৮	১৪
১০৪	মুসলিম মনীষীদের ছেলেবেলা	হারুনুর রশীদ	জানুঃ ৮৮	৩য়, জানুঃ ০২	৮৮	৩২
১০৫	ছোটদের হাসানুল বান্না	কাজী গোলাম আহমদ	জুন ৮০	৩য়, মে ০৩	২৮	৯
১০৬	কালি কলম মন	গাজী শামছুর রহমান	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৩৮	৩
১০৭	ছোটদের হাজী মোহাম্মদ মহসীন	আবু নছরত রহমত উল্লাহ	জুন ৮০	৫ম, অক্টো ৯৭	২৮	২১
১০৮	বেগম রোকেয়া	মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস	জুন ৮০	৫ম, মে ০২	১৪	১৪
১০৯	ফুরফুরার চাঁদ	হাসান অবদুল কাইয়ুম,	আগস্ট ৮০	২য়, অক্টোঃ ৮৫	৫২	১০
১১০	শেরে বাংলা (সচিত্র)	আবুল খায়ের আহমদ আলী	অক্টোঃ ৮৬	২য়, জুনঃ ৯৫	২৮	১০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১১	আমীর আলী	মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	৪৮	৩
১১২	মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ	আবুল হাসনাত	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	৩২	২
১১৩	সৈয়দ আহমদ	আবদুল কুদ্দুস	জানুঃ ৮০	১ম, জানুঃ ৮০	২০	৩
১১৪	বাঁশদহের তোলপাড়	শেখ আখতার হোসেন	মে ৮০	১ম, মে ৮০	২৪	৫
১১৫	আলী আলী মুহাম্মদ আলী	শাহাবুদ্দীন আহমদ	নভেঃ ৮০	১ম, নভেঃ ৮০	৫৪	১৫
১১৬	ছোটদের মওলানা আকরাম খাঁ	এম. রুহুল আমিন	এপ্রিল ৮৭	১ম, এপ্রিল ৮৭	৩২	১০
১১৭	বিস্মৃত কাপ্তান	সালেহ চৌধুরী	জুন ৮৭	১ম, জুন ৮৭	৪০	১০
১১৮	ছোটদের এয়াকুব আলী চৌধুরী	নাজমুল হক	মার্চ ৮৭	১ম, মার্চ ৮৭	৪৮	১৩
১১৯	কর্মবীর এমদাদ আলী মাষ্টার	খালেক বিন জয়েন উদ্দিন	নভেঃ ৮৭	১ম, নভেঃ ৮৭	৫৩	১৬
১২০	এক যে ছিল সোনার ছেলে	ড. গোলাম সাকলায়েন	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৪৮	৪
১২১	ধানীখোলার আহমদ আলী	মাহমুদউল্লাহ	মে. ৮০	১ম, মে. ৮০	৩২	৬
১২২	এ দেশের এক হাতেম তায়ী	মোঃ আবদুল কুদ্দুস	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	২৬	৩
১২৩	ময়েজ মঞ্জিলের সোনার ছেলে	রাজিয়া মজিদ	এপ্রিল ৮৭	১ম, এপ্রিল ৮৭	৪১	৬
১২৪	জনগণের নবাব	মোঃ আবদুল কুদ্দুস	এপ্রিঃ ৮৭	১ম, এপ্রিঃ ৮৭	২৪	৫
১২৫	ছোটদের প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ	সুলতানা রহমান	মে ৯৭	১ম, মে ৯৭	৪৪	২৪
১২৬	ফুটলো গোলাপ ইরান দেশে	আখতার ফারুক	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৮৮	৪
১২৭	মিয়া তানসেন	আবদুস সাত্তার	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	৩২	৩
১২৮	কাজী নজরুল ইসলাম	মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস	জানুঃ ৮০	১ম, জানুঃ ৮০	২৪	৩
১২৯	ফুলের মত মানুষ	বেগম শামসুজ্জামান নুর	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	৩২	৩
১৩০	কয়েকজন মুসলিম বিজ্ঞানী	সাইয়েদ আশেকুল হাই	মে ৮৫	১ম, মে ৮৫	৫৬	৭
১৩১	শাহনামার কবি ফেরদৌসী	ভবেশ রায়	জানুঃ ৮১	১ম, জানুঃ ৮১	৮৪	৮
১৩২	ছোটদের নজরুল	ফেরদৌস ইসলাম	মার্চ ৮৫	২য়, জুন ৯৭	১৬	২০
১৩৩	লালন শাহ ফকীর	মুহাম্মদ আবদুল হাই	মে ৮০	১ম, মে ৮০	১৬	১
১৩৪	ছোটদের আমীর খসরু	মোবারক হোসেন খান	অক্টোঃ ৮৫	২য়, জুন ৯৯	৪০	২০
১৩৫	গুলিস্তার কবি	কে.এম. সালাহউদ্দীন	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টে ৮০	৩২	৪
১৩৬	সোনার মেয়ে রূপবতী	রাজিয়া মজিদ	মে.৮৬	১ম, মে.৮৬	৪০	৯
১৩৭	শিশু-সাহিত্যিক মোহাম্মদ নাসির আলী	এনায়েত রসুল	এপ্রিঃ ৮০	১ম, এপ্রিঃ ৮০	২৯	২
১৩৮	পাগল হওয়ার ভান	শাহ মুহাম্মদ খুরশীদ আলম	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৪০	৩
১৩৯	এ দেশের এক বিজ্ঞানী	মীর আশফাকুজ্জামান	জুলাই ৮১	৩য়, জুন ০১	৪০	২৩
১৪০	মহাকবি শেখ সাদী	মোবারক হোসেন	নভেঃ ৮৩	৩য়, জুন ৯৮	৩২	১২
১৪১	কবি কায়কোবাদ	আবদুস সাত্তার	মে ৮০	১ম, মে ৮০	২৪	৩
১৪২	কালো শেরওয়ানী	মফিক উদ্দিন আহমদ	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪০	৩
১৪৩	ধুসর পুঁথি	আলী ইমাম	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৩২	৩
১৪৪	ল্যাহিনী পাড়ার সেই ছেলেটি	জহুরুল আলম সিদ্দিকী	অক্টোঃ ৮০	১ম, অক্টোঃ ৮০	৪৮	৩
১৪৫	বুলবুল	সুলতানা রাহমান	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৪০	৩
১৪৬	ছোটদের আব্বাসউদ্দিন	এম. রুহুল আমিন	নভেঃ ৮৭	২য়, নভে ২০০০	৪৪	২৭
১৪৭	মহাকবি ফেরদৌসী	মনিরউদ্দীন ইউসুফ	জুলাই ৮৮	৩য়, জুন ০১	৪০	২০
১৪৮	ছোটদের বন্ধু কবি জসীমউদ্দীন	এ. এন. সালামত উল্লাহ	মার্চ ৮৮	২য়, জুন ০১	২৮	১৬
১৪৯	কবি গোলাম মোস্তফা	এ.কে.এম. মহিউদ্দীন	নভেঃ ৮৭	১ম, নভেঃ ৮৭	২৬	১০
১৫০	পাখ পাখালী	শেখ ফজলুর রহমান	নভেঃ ৭৯	৪র্থ, সেপ্টে ৮৫	৬৪	১৬
১৫১	কাকলি	আবুল হাশেম	সেপ্টেঃ ৮৬	১ম, সেপ্টে ৮৬	৪৮	১৫
১৫২	ছড়ায় সচিত্র আরবী হরফ	আবদুল মুকীত চৌধুরী	মার্চ ৮০	৪র্থ, জুন ৯৫	২০	১৫
১৫৩	ফুল বাগিচা	শেখফজলুর রহমান	আগস্ট ৮৫	২য়, জুন ৯৩	৫৬	১৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫৪	তোমার জন্যে	সালমা চৌধুরী	জানুঃ ৮৫	২য়, জুন ৮৪	১২	১২
১৫৫	চিড়িয়াখানা	ফররুখ আহমদ	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪০	১৫
১৫৬	ছড়ায় ইসলামী জীবন	শেখ ফজলুর রহমান	সেপ্টেঃ ৭৯	৬ষ্ঠ, নভেঃ ০২	৩২	২৭
১৫৭	সবুজের স্বপন	সৈয়দ আবুল কাশেম (কবিরত্ন)	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১৬	৪
১৫৮	ইসলামী ছড়া	আবদুল মন্নাফ	ডিসেঃ ৭৯	২য়, ডিসেঃ ৮২	২৪	৪.৫০
১৫৯	ভাল হওয়ার ভাল কথা'	শেখ ফজলুর রহমান	সেপ্টেঃ ৭৯	৫ম, নভেঃ ০২	৩২	১৮
১৬০	কোথা সে মুসলমান	সাইয়েদ আতেক	জুন ৮৪	২য়, জানুঃ ০৩	৩৬	৩৫
১৬১	ছড়ায় ছড়ায় আরবী শিখি	মোহাম্মদ নুরুদ্দীন	জুন ৮০	৪র্থ, জুন ৯৫	১২	১৫
১৬২	আমরা সেই সে জাতি	সাইয়েদ আতেক	জুন ৮২	৩য়, নভেঃ ০২	৬২	৩৪
১৬৩	ঈদের ছড়া	মোহাম্মদ তৌফিক সম্পাদিত	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	১৬	২
১৬৪	বন বনানীর দেশে	আবু জাফর	ফেব্রুঃ ৮০	২য়, ফেব্রুঃ ৮৪	৩২	১০
১৬৫	কিসসা কাহিনী	ফররুখ আহমদ	এপ্রিল ৮৪	১ম, এপ্রিল ৮৪	৪৮	১২
১৬৬	খোকা খুকুর ছড়া	হাসান আবদুল কাইয়ুম	মে ৮৪	২য়, মার্চ ০৪	২০	২১
১৬৭	শহীদী ঈদের সেনারা সাজ	সাইয়েদ আতেক	জুন ৮২	৩য়, নভেঃ ০৩	৭০	৮৪
১৬৮	ছড়া আর ছড়া	আমীরুল ইসলাম	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	১৩	২
১৬৯	রোযার ছড়া	জামাল উদ্দিন মোল্লা	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টে ৮০	২০	২.৫০
১৭০	মানিক রতন	কাজী গোলাম আহমদ	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৩২	৪
১৭১	রুমি রিনির ছড়া	জামাল উদ্দিন মোল্লা	ডিসেঃ ৮২	২য়, জুন ৮৭	২৪	১০
১৭২	শুধু ছড়া আর ছড়া	সালমা চৌধুরী	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	২৮	৪.৫০
১৭৩	বর্ণ পরিচয় (২য় পাঠ)	মসজিদ সমাজ	জানুঃ ৮২	১ম, জানুঃ ৮২	৭০	১০
১৭৪	সচিত্র আরবী পড়া	হারুনুর রশিদ	ডিসেঃ ৮৬	৩য়, জুন ৯৫	৩২	২৪
১৭৫	ছোটদের মিলাদুন্নবী (সা)	অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ	জুন ৯৩	২য়, জুন ৯৩	৩২	২৫
১৭৬	বর্ণ পরিচয় (১ম খণ্ড)	মসজিদ সমাজ	জানুঃ ৭৯	৩য়, ফেব্রুঃ ৮০	২৮	৩
১৭৭	ছোটদের জ্ঞানকোষ (১ম খণ্ড)	মাসুদ আলী	জানুঃ ৮২	২য়, ডিসেঃ ৮৭	১১০	২৫
১৭৮	আলোর পথে	আবদুল হালীম খাঁ	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	২০	১৫
১৭৯	ন্যায়বিচারের গল্প	এনায়েত রসুল	জুন ৯৭	৩য়, মার্চ ০৪	৩৬	১৯
১৮০	কাবা শরীফের কাহিনী	মোসলেম উদ্দিন	জুন ৮০	৩য়, জুন ৯৪	৬৪	১৫
১৮১	ইতিহাসের পাতা থেকে	খোন্দকার নুরুল ইসলাম	এপ্রিঃ ৭৯	৪র্থ, নভেঃ ০৩	৮৭	২৩
১৮২	মোগল মহলে	শাহনাজ কামাল	ফেব্রুঃ ৮১	১ম, ফেব্রুঃ ৮১	৯৬	৮
১৮৩	ইয়ারমুকের লড়াই	আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই	ফেব্রুঃ ৮০	১ম, ফেব্রুঃ ৮০	২৮	৩
১৮৪	অসি বাজে ঝন ঝন	ড. আশরাফ সিদ্দিকী	মে ৮২	২য়, মার্চ ৯৯	৪০	৩.৫০
১৮৫	জেহাদের গল্প	খন্দকার রেজাউলকরিম	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৩২	২
১৮৬	বিজয় নিশান উড়ছে	মনওয়ার হোসেন	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	২৭	২
১৮৭	আর রক্ত নয়	সৈয়দ আবদুস সুলতান	জুন ৮১	২য়, মার্চ ০১	৬২	৩০
১৮৮	সোনালী যুগের গল্প	এনায়েত রসুল	সেপ্টেঃ ৮০	৩য়, জুলাই ৮৫	৪০	১০
১৮৯	সুবর্ণ পৃথিবীর গল্প	নাজমা তাশমীন	মে ৮৭	৪র্থ, অক্টোঃ ০২	৬৪	৩৫
১৯০	সোনারগাঁয়ের সোনার মানুষ	শাহেদ আলী	আগস্ট ৮২	৩য়, জুন ৯৩	৭০	২১
১৯১	কুমারখালীর এক সংগ্রামী	জামান মনির	মে ৮৬	২য়, জুন ৯৩	৫২	১০
১৯২	শেখ সাদীর গল্প	আবদুস সাত্তার	সেপ্টেঃ ৮০	৪র্থ, জুন ০১	৩৮	২৭
১৯৩	তিতুমীরের বাঁশের কিল্লা	রাবেয়া খাতুন	মে ৮২	৪র্থ, জুন ৯৫	৪৪	৩৪
১৯৪	ছোটদের জেনারেল বখত খান	আতোয়ার রহমান	আগস্ট ৮৭	১ম, জুন ৮৭	৫৪	১৭
১৯৫	ইতিহাসের গল্প শোনো	ড. এম. আবদুল কাদের	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৬৪	৫
১৯৬	ইসলামের প্রথম জেহাদ	আজিজুল হক বান্না	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৮৮	৫.৫০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯৭	বীর পুরুষ সোনাগাজী	ওহীদুল আলম	অক্টোঃ ৮২	১ম, অক্টোঃ ৮২	৭৪	৯
১৯৮	দক্ষিণের বাদশাহ খান জাহান আলী (র)	নূরুল্লাহ মাসুম	এপ্রিল ৯৬	২য়, জানুঃ ০৪	২৮	২০
১৯৯	আল্লাহ আমার প্রভু	মাসুদ আলী	জানু ৮০	১ম, জানুঃ. ৮০	৪৮	৬
২০০	রক্ত চলে পানির মত	তাসাদ্দুক হোসেন	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	৪০	৪
২০১	লেখা থেকে রেখা	সবিহ্-উল-আলম	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৫৬	১২
২০২	ছাপাখানার গল্প	আতোয়ার রহমান	অক্টোঃ ৮০	২য়, জুন ৯৯	৩৬	২০
২০৩	গণিতের জন্মকথা	এ.এফ.এম. আবদুর রহমান	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৩২	৪
২০৪	সৃষ্টির বিস্ময়	শাহ আলম	জুন ৮০	২য়, জুন ৮৭	২৪	৮
২০৫	ধাঁধার আসর	মাসুদ আলী	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	১৬	৩
২০৬	মানুষ এলো কোথা থেকে	মাসুদ আলী	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	৩২	৫
২০৭	রবি শশী গ্রহ তারা	এ.এফ.এম.আবদুর রহমান	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৪০	৩
২০৮	চাঁদের দেশে শহর	নজরুল হক	অক্টোঃ ৮০	৩য়, জুন ৯৫	৮০	৪০
২০৯	মানুষ এলো পৃথিবীতে	ইসমাইল হোসেন	ফেব্রুঃ ৮০	১ম, ফেব্রুঃ ৮০	৪৮	১০
২১০	ছোটদের ইসলামী অর্থনীতি	শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৬৮	৬
২১১	আসমান যমীনের মালিক	অধ্যাপক আবদুল গফুর	১৯৮২	২য়, জুন ৮৭	৬৪	১৬
২১২	খোদার রাজ্য	অধ্যাপক আবদুল গফুর	১৯৮৩	২য়, ডিসেঃ ০২	৬৮	১০
২১৩	সোনালী দিগন্তে	অনামিকা হক লিলি	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	৩২	১০
২১৪	মহাবীর খালিদ	আল-কামাল আবদুল ওহাব	জুন,৯৭	২য়, জুন ০১	৪২	৩০
২১৫	সোনার কলম রূপালী কাহিনী	আবদুর রহমান খান	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৯৭	৪৮	৬
২১৬	সোনামণিদের জন্য	সাইয়েদ আবদুল হাই	আগস্ট ৮৭	৪র্থ, মে ০২	৩৮	২৫
২১৭	কেউ নয় ছোট বড়	কালাম আজাদ	জুন ৮২	৫ম, জানুঃ ০৪	৮০	৪০
২১৮	কে রাজা	আবদুল মান্নান তালিব	এপ্রিল ৮১	১ম, এপ্রিল ৮১	১৬	৫
২১৯	ছোট বেলায় শোনা	মতিনউদ্দীন আহমদ	নভেঃ ৮২	২য়, জুন ৯৫	২৮	২০
২২০	আঁধারে আলোর শিখা	চৌধুরী হাসমত উল্লাহ	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টে ৮০	৫৮	৩
২২১	এসো গড়ি নতুন পৃথিবী	মোহাম্মদ আবদুল মজিদ	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	২৪	২
২২২	আঁধার কেটে আলো	ফজলুল কাদির	জুন ৮২	৩য়, মে ৯৯	৫৪	২৯
২২৩	হযরত খাদীজা (রা)	নূরুল আমীন আনসারী	আগস্ট ৯০	২য়, অক্টোঃ ০২	৭২	৩৫
২২৪	রুহীর প্রথম পাঠ	শাহেদ আলী	এপ্রিল ৮৪	১ম, এপ্রিল ৮৪	৪৮	১০
২২৫	রূপালী জীবন সোনালী সিঁড়ি	শেখ ফজলুর রহমান	জুন ৮৭	১ম, জুন ৮৭	৩২	১০
২২৬	মুসলিম জাহানের রূপকাহিনী	গোলাম রহমান	জুন ৮০	২য়, সেপ্টে ৯৮	৪৮	১০
২২৭	মদীনার উপহার	সূফী নজর মুহাম্মদ সাইয়াল	মার্চ ৮৬	১ম, মার্চ ৮৬	১০৫	১৫
২২৮	সোনালী শাহজাদা	সাজ্জাদ হোসাইন খান	জুন ৮১	৫ম, জানুঃ ০৩	১৮৮	৭০
২২৯	কারুনের ধন	শফিকুল আলম	মার্চ ৮০	৫ম, জুন ৯৫	৩২	২৮
২৩০	সবুজ গায়ে সবুজ	আবুল হোসেন মিয়া	জানু ৮১	১ম, জানুঃ ৮১	১২৪	৩৩
২৩১	গল্প পড়ি জীবন গড়ি	ওমর রায়হান	এপ্রিল ৮২	৪র্থ, এপ্রিল ০১	৩৬	১৮
২৩২	মসনবীর গল্প	আবদুস সাত্তার	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৪৮	৫
২৩৩	মন ছুটে যায় দেশে দেশে	বেদুঈন সামাদ	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৫৬	৫
২৩৪	ইসলাম সে তো পরশ মানিক	মনওয়ার হোসেন	অক্টোঃ ৭৯	১ম, অক্টো ৭৯	৮৮	৮
২৩৫	টান	নয়ন রহমান	জুন ৯৯	১ম, জুন ৯৯	৫৬	২৫
২৩৬	রূপকথা নয়	কাজী গোলাম আহমদ	ডিসেঃ ৭৯	৩য়, আগস্ট ৮৪	৭৪	১০
২৩৭	আদর্শ জীবন	আবুল হোসেন	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	৮০	৫
২৩৮	অন্ধকারের সাতটি তারা	আফসার আহমদ	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৮০	৭
২৩৯	পরশ	শরীফ মোস্তাফিজুর রহমান	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	৫২	৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৪০	সোনালী দিনের সোনার মানুষ	মাহবুবুল হক	সেপ্টেঃ ৮১	২য়, জুন ০২	১০২	২২
২৪১	সবার আজিজ সবার প্রিয়	সেলিনা বাহার জামান	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	২৪	৩
২৪২	অপূর্ব উপহার	মকবুলা মনজুর	জুন ৮২	৩য়, জুন ৯৩	৩২	১৩
২৪৩	জীবনে মরণে	জোলেখা খাতুন	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৩৬	৪.৫০
২৪৪	ইস্টিশন	শাহ মুহাম্মদ খুরশিদ আলম	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৭৬	৬.৫০
২৪৫	আসর রাজা নকল রাজা	সূফী আবদুস সালাম	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	১৬	৩
২৪৬	অনেক তারার হাতছানি	আসকার ইবনে শাইখ	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৮৪	৬
২৪৭	সোনালী দিনের কাহিনী	গোলাম ছোবহান	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪৪	৪
২৪৮	এসো জীবন গড়ি	আবদুল মান্নান তালিব	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৩৬	৩
২৪৯	আল্লাহর রাজ্য	অধ্যাপক আবদুল গফুর	জুন ৭৯	৩য়, সেপ্টে ৮৫	৩৪	১০
২৫০	মানুষের মানচিত্র	কাজী গোলাম আহমদ	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	১০০	৬
২৫১	ছোটদের আল্লামা মাশরেকী	কাজী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	এপ্রিল ৮৭	১ম, এপ্রিল ৮৭	২৪	৬
২৫২	কারুকাজে যাদুকর	সবিহ-উল-আলম	জানুঃ ৮৮	১ম, জানুঃ ৮৮	৪৪	১০
২৫৩	আলোর কুসুম	মুস্তাফা মাসুদ	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	৫২	৩৩
২৫৪	অসীমে পড়ি	এন.এম. হাবিবউল্লাহ	আগস্ট ৮৮	২য়, জুন ৯৩	৮০	২৭
২৫৫	মায়ের মুখে ফুলের হাসি	ফারুক নওয়াজ	জুলাই ৮৮	৩য়, অক্টোঃ ০২	৩২	১৬
২৫৬	আলোর আলো	সৈয়দ শামসুল হুদা	নভেঃ ৮৭	১ম, নভেঃ ৮৭	৬১	১৪
২৫৭	চার নেতা	এ. কে. এম. মহিউদ্দীন	ডিসেঃ ৮৭	১ম, ডিসেঃ ৮৭	৪২	১২
২৫৮	শাস্তি দিলেন শায়েস্তা	জামান মনির	জুন ৮২	২য়, জুলাই ৮৮	৬৪	৮
২৫৯	গল্প নয় সত্যি	মুস্তফা জামান	জুলাই ৮৯	২য়, জানুঃ,০২	৩২	১৪
২৬০	মসনবীর কাহিনী	নজরুল হক	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	১১২	১০
২৬১	রূপার পাত্রে সোনার আপেল	ড. গোলাম সাকলায়েন	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৫৮	৫
২৬২	মহাজ্ঞানী বড়পীর	সুলতানা রহমান	অক্টোঃ ৮৯	১ম, অক্টোঃ ৮৯	৪০	৫
২৬৩	একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র	সাইফ সিদ্দীকী	সেপ্টেঃ ৮৮	১ম, সেপ্টে ৮৮	৪০	১০
২৬৪	সোনালী কাহিনী	মাহবুবুল হক	এপ্রিল ৮৯	১ম, এপ্রিল ৮৯	১৬	২.৫০
২৬৫	ছড়ায় ছন্দে আমার নবী	নুরুল আবসার	জুলাই ৮৩	৩য়, জুন ৯৫	৩৬	১৮
২৬৬	বীর হায়দার আলী	ড.এম. আবদুল কাদের	ফেব্রুঃ ৯১	১ম, ফেব্রুঃ ৯১	৪৮	১২
২৬৭	বেহেস্তের ফুল রাবেয়া বসরী	ফখরুদ্দীন	মার্চ ৯১	১ম, মার্চ ৯১	১৬	৫
২৬৮	অন্ধ হয়েও অন্ধ নয়	আবদুস সাত্তার	জুন ৯১	১ম, জুন ৯১	৩২	৬
২৬৯	ছোটদের হযরত শাহজাহান	মুফাখখারুল ইসলাম	জুন ৯১	১ম, জুন ৯১	২০	২০
২৭০	ছোটদের ইবনে বতুতা	মাহমুদুল্লাহ	জানু ৯২	১ম, জানু ৯২	৫২	১৬
২৭১	সন্দীপের স্বাধীন রাজা দেলোয়ার খাঁ	মহসিন হোসাইন	ডিসেঃ ৯১	১ম, ডিসেঃ ৯১	৩২	১০
২৭২	ছোটদের ফজলুল হক সেলবর্ষী	মাহমুদ লস্কর	জুন ৯২	১ম, জুন ৯২	৩২	১৬
২৭৩	যাদের গৃহে এলেন নবী	আবু নসরত রহমত উল্লাহ	জুন ৯৩	৩য়, জানু.ঃ ০৪	৩৬	১৭
২৭৪	ছোটদের ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	জোবেদ আলী	এপ্রিল,৯৫	১ম, এপ্রিল,৯৫	৭২	২৬
২৭৫	ছোটদের আল আমিন	হাফেজ আবু সাঈদ খোন্দকার	জুন ৯৪	১ম, জুন ৯৪	৬৮	৩০
২৭৬	বর্ণমালায় ছড়ার ভুবন	আবুল কাশেম আশেকী	জুন ৯৪	১ম, জুন ৯৪	২০	১৮
২৭৭	ঈমান জাগার গল্প	মোঃ জাফর উল্লাহ	নভেঃ ৯৪	১ম, নভেঃ ৯৪	৫৪	৩২
২৭৮	চাঁদের কথা	মুকুল চৌধুরী	অক্টোঃ ৯৪	২য়, মে ০২	২৪	১৭
২৭৯	এসো নবীজীর হাদীস শিখি	আবুল বাসার আকন্দ	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	৭৬	১০
২৮০	হেরার আলো	আবুল হাসানাত	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	১৬	১৭
২৮১	পরম প্রিয়	শেখ তোফাজ্জল হোসেন	জুন ৯৫	২য়, জানুঃ ০১	৩২	২০
২৮২	নবী প্রেমের অমর কাহিনী	মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী	জুন ৮৫	২য়, সেপ্টে ০২	২৮	১৪

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৮৩	নবী মোর পরশ মনি	জামান মনির	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	৬৩	৩৭
২৮৪	আলো ঝলমল	লুৎফর রহমান তালুকদার	সেপ্টেঃ ৯৩	২য়, ডিসেঃ ০৩	২৮	১০
২৮৫	ছড়ার আলো	সৈয়দ শামসুর রহমান	জুন ৯১	১ম, জুন ৯১	১৬	৬
২৮৬	দস্যি মানিক	কাজী গোলাম আহমদ	জুন ৯১	১ম, জুন ৯১	৮৮	২২
২৮৭	সোনার কাঠির ছোঁয়ায়	জামান মনির	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	৩৭	২৫
২৮৮	ছোটদের বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা বোর্ড	অক্টোঃ ০১	১ম, অক্টোঃ ০১	৬৪০	২৮০
২৮৯	ছোটদের বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা বোর্ড	অক্টোঃ ০১	১ম, অক্টোঃ ০১	৪৯২	২৭২
২৯০	আলোর স্তম্ভ	মুহাম্মদ নুরুল হক	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪০	৫
২৯১	আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা	অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব	ডিসেঃ ৭৯	২য়, জুন ৮৭		১৮
২৯২	বন্দেগি	ফজল-এ খোদা	জুন ০২	১ম, জুন ০২		৪৫
২৯৩	মরুর কাফেলা	রওশন ইয়াজদানী	নভেঃ ৮২	৩য়, মে ৮৮	১৩৬	১৮
২৯৪	আমার ইসলামী ছড়া	এ. কে. এম. হারুনুর রশীদ	এপ্রিল ৯৫	১ম, এপ্রিল ৯৫	১৬	১২
২৯৫	ছোটদের ইবনে রুশদ	শাহ মোহাম্মদ খুরশিদ আলম	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	২৪	১৭
২৯৬	সকল কিছু হচ্ছে লিখা	মুহাম্মদ বদরুল আলম	জুন ৯৪	১ম, জুন ৯৪	৬৪	৪০
২৯৭	আমি সম্রাট নই	হোসনে আরা শাহেদ	জুন ৮৪	২য়, অক্টোঃ ০৩	৩২	৫০
২৯৮	ছোটদের হযরত নূর কুতুব-উল আলম (র)	আবদুস সাত্তার শেখ	ডিসেঃ ৮৭	২য়, জুন ০৩	৭০	২৮
২৯৯	নবী ইউসুফ (আ)	হেলেনা খান	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	৩৪	২৬
৩০০	সেই দীপ্ত শপথ	মুকুল চৌধুরী	মে ০৩	১ম, মে ০৩	৩২	২৪
৩০১	ছোটদের হযরত আইউব (আ)	সাহানা ফেরদৌস	ফেব্রুঃ ৮৬	৩য়, জানুঃ ০৪	২৬	১৩
৩০২	খোলাফায়ে রাশেদীন	আবদুল কাদির	ডিসেঃ ৯৮	১ম, ডিসেঃ ৯৮	৭৬	২৩
৩০৩	ছোটদের নিজামুল মুলক	শাহ মুহাম্মদ খুরশিদ আলম	এপ্রিল ৯৯	১ম, এপ্রিল ৯৯	৮০	২০
৩০৪	ইসলামের গল্প শোন	তরিক-উল-ইসলাম	মে ৮০	৩য়, জানুঃ ০২	৩৫	১৭
৩০৫	হযরত আবু হুরায়রা (রা)	মুহাম্মদ রিজাউল করিম ইসলামাবাদী	সেপ্টেঃ ৮০	৪র্থ, জুন ৯৭	২৪	১৩
৩০৬	ছোটদের ইসলাম	শামসুল আলম	জুন ৯১	১ম, জুন ৯১	৪৪	২৫
৩০৭	গল্পে হযরত আবু বকর (রা)	মসউদ-উশ-শহীদ	মার্চ ৮৮	২য়, জুন ৯৬	৮৮	৪৬
৩০৮	হেরার মশাল	কাজী গোলাম আহমদ	ডিসেঃ ৮০	১ম, ডিসেঃ ৮০	৫৬	৫
৩০৯	আলোর ছড়া আলোর ছড়া	কাজী গোলাম আহমদ	জুন ৯২	১ম, জুন ৯২	২৪	১২
৩১০	উপহার	মোহাম্মদ তৌফিক সংকলিত	ফেব্রুঃ ৮১	১ম, ফেব্রুঃ ৮১	৩২	৫
৩১১	মুনশী মেহেরুল্লাহ (সচিত্র)	আসকার ইবনে শাইখ	এপ্রিল ৮৬	১ম, এপ্রিল ৮৬	২৪	১২
৩১২	ছোটদের কুরআন কথা	ছদরুদ্দীন	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪৮	৪
৩১৩	মনীষীদের জীবন থেকে	আতোয়ার রহমান	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	৬০	৩৮
৩১৪	দোপেয়াজা	ওহীদুল আলম	ডিসেঃ ৯৬	১ম, ডিসেঃ ৯৬	৭৪	২০
৩১৫	শেখ সাদীর গল্প	এবনে মোত্তালিব	ফেব্রুঃ ৮০	১ম, ফেব্রুঃ ৮০	৩২	২
৩১৬	কুরআন কাহিনী	ড. আবদুস সাত্তার	মে ৮৩	১ম, মে ৮৩	১২০	১৪
৩১৭	হযরত ফাতেমা (রা)	আব্দুল কাদের তালুকদার	জুলাই ৮০	৪র্থ, জুন ৯৫	২৮	২০
৩১৮	ডালিম গাছের তলে	দেওয়ান আবদুল হালিম	ডিসেঃ ৯৯	১ম, ডিসেঃ ৯৯	৩৮	১৬
৩১৯	Flowers to Pluck	Salma Chowdhury	ফেব্রুঃ ৯১	১ম, ফেব্রুঃ ৯১	২৪	১৮
৩২০	A.B.C.English Haraf	Shamsul Alam	জুন ৮৪	১ম, জুন ৮৪	৩২	৩০
৩২১	দীনিয়াত শিক্ষা	মৌলভী মমতাজুল হক	ডিসেঃ ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	৩২	২.৫০
৩২২	তিতুমীর	আসকার ইবনে শাইখ	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৯২	৩
৩২৩	ছাপাখানার গল্প	আতোয়ার রহমান	অক্টোঃ ৮০	২য়, জুন ৯৯	৩৬	২০
৩২৪	নূরনবী	মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী	সেপ্টেঃ ৮৪	২য়, আগস্ট ৯৫	১২২	৩০
৩২৫	মরু সুন্দর	মহিউদ্দীন	জুন ৮০	২য়, অক্টোঃ ৮৪	৫৬	১০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩২৬	শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র)	নফিজ উদ্দীন আহমদ	জুন ৮৪	১ম, জুন ৮৪	৬৪	৮
৩২৭	হযরত ইব্রাহীম (আ)	গাজী শামসুর রহমান	সেপ্টেঃ ৮২	১ম, সেপ্টে ৮২	৫২	৭
৩২৮	ছোটদের হযরত বায়েযীদ বোস্তামী (র)	সিকান্দর মোমতাজী	জুন ৮১	৪র্থ, জুলাই ৯৪	৪৮	২৫
৩২৯	হযরত সালমান ফারসী (র)	এ.কে.এম. মুসলেহউদ্দীন	মে ৮১	২য়, সেপ্টে ৮৪	৪৮	৮
৩৩০	হযরত মূসা (আ)	গাজী শামছুর রহমান	সেপ্টেঃ ৮২	১ম, সেপ্টে ৮২	৫৮	৭
৩৩১	দরগাহ দরবেশ	মনওয়ার হোসেন	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	১৫৬	১৩
৩৩২	মহান নেতা বঙ্গবন্ধু	নাসরীন মুস্তাফা	জুন ৯৮	২য়, জানুঃ ০১	১২৮	৫৪
৩৩৩	চতুর্থ খলীফা	শাহনাজ কালাম	আগস্ট ৮৫	২য়, জানু ২০০০	৮০	১৮
৩৩৪	তাঁরা ছিলেন মানুষ	ওমর রায়হান	জুলাই ৮৬	২য়, এপ্রিল ৯৫	৬৪	৩২
৩৩৫	ছোটদের হযরত মু'আয (রা)	আবুল খায়ের আহমদ আলী	ডিসেঃ ৯৪	১ম, ডিসেঃ ৯৪	৪৮	২৭
৩৩৬	খলীফা কাহিনী	এম. রুহুল আমিন	নভেঃ ৮৭	১ম, নভেঃ ৮৭	৭২	১৮
৩৩৭	লাল দুটি তারা	সিকান্দার মোমতাজী	সেপ্টেঃ ৭৯	১ম, সেপ্টে ৭৯	২৬	২.৫০
৩৩৮	বাদশাহ আলমগীর	মোবারক হোসেন খান	জুলাই ৮৫	১ম, জুলাই ৮৫	২৪	১২
৩৩৯	ছোটদের ইমাম আবূ হানীফা (র)	শাহেদ আলী	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪০	৩
৩৪০	আপোসহীন এক সংগ্রামী	নয়ন রহমান	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টে ৮০	২৪	৩
৩৪১	জ্ঞানপাগলা এক বুড়ো	শাহ্ মুহাম্মদ খুরশীদ আলম	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৩৯	৩
৩৪২	আরেক মহসীন	মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টে ৮০	৩৪	৫
৩৪৩	বাংলার বাঘ	জোবেদ আলী	এপ্রিল ৮০	২য়, মার্চ ৮৪	২৪	৩
৩৪৪	ছোটদের ইমাম গাজ্জালী	কাজী আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৩২	৩
৩৪৫	ছোটদের ইমাম শাফীঈ	গাজী শামসুর রহমান	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৪৮	৩
৩৪৬	মুসলিম মনীষার কথা	আবুল কাশেম	সেপ্টেঃ ৮২	১ম, সেপ্টে ৮২	৪৮	৫
৩৪৭	ছোটদের মৌলভী মুজিবুর রহমান	আমীনুর রহমান	ডিসেঃ ৮২	১ম, ডিসেঃ ৮২	৯৬	১০
৩৪৮	ছোটদের নওয়াব আলী চৌধুরী	সাবিনা ইয়াসমিন	নভেঃ ৮২	১ম, নভেঃ ৮২	৯৬	১০
৩৪৯	ছোটদের ওস্তাদ আলাউদ্দিন	মোবারক হোসেন খান	ফেব্রুঃ ৮৩	২য়, ডিসেঃ ৮৮	৬৪	৮
৩৫০	মায়ের চোখে নজরুল	মনওয়ার হোসেন	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	৫৬	৪
৩৫১	মহাকবি আলাওল	নুরুল ইসলাম মানিক	এপ্রিল ৮৮	৩য়, জানুঃ ০১	৮৬	৪৫
৩৫২	জীবন জাগার গান	শেখ ফজলুর রহমান	ডিসেঃ ৭৯	৩য়, ডিসে ৮৫	৯৬	১২
৩৫৩	কবে থেকে আযান হলো	তারিক-উল-ইসলাম	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৪৮	৮
৩৫৪	বর্ণ পরিচয় (২য় খণ্ড)	মসজিদ সমাজ	জানুঃ ৮২	১ম, জানুঃ ৮২	৭২	১০
৩৫৫	চলো যাই চাঁদের দেশে	মাহবুবুল হক	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	৮০	৮
৩৫৬	জামালউদ্দীন আফগানী	এম. রুহুল আমিন	জুলাই ৮৮	১ম, জুলাই ৮৮	১২৮	১৮
৩৫৭	সোনার তশতরী	আলী ইমাম	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	৪০	৪
৩৫৮	মক্কা মদিনা ঘুরে এলাম	রাজিয়া মজিদ	সেপ্টেঃ ৮৪	২য়, জুলাই ৮৭	৪৮	১২
৩৫৯	ইসলামের গল্প শোন	তারিক-উল-ইসলাম	মে ৮০	৩য়, জানুঃ ০৪	৩৬	১৭
৩৬০	অনেক কিছুর আগে	আবুল হোসেন মিয়া	জুন ৮২	১ম, জুন ৮২	৫২	৫
৩৬১	কিশোর এলো বীরের বেশে	আখতার ফারুক	ফেব্রুঃ ৯১	১ম, ফেব্রুঃ ৯১	৪৮	১২
৩৬২	ছোটদের মওলানা কারামতআলী	মুহম্মদ আবূ তালিব	মার্চ ৮০	৩য়, আগস্ট ৮৩	৪৪	৪.৫০
৩৬৩	বলতে পারো	সাইফুদ্দিন চৌধুরী	জুন ৮১	১ম, জুন ৮১	৩২	৪
৩৬৪	গল্প হলেও সত্যি	মোসলেম উদ্দিন	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৯৪	৬
৩৬৫	চার ইমাম	হেলাল মুহাম্মদ আবু তাহের	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	৪৮	৬
৩৬৬	ছোটদের রাবেয়া বসরী	মোঃ সালাহউদ্দীন	ফেব্রুঃ ৮৭	১ম, ফেব্রুঃ ৮৭	৩২	৭
৩৬৭	হাদীস পড়ি জীবন গড়ি	সৈয়দ নাজমুল আবদাল	মে ৮৪	৩য়, মে ০২	৫৬	৪০
৩৬৮	হাদীসের দুটি গল্প	অধ্যাপক জমির উদ্দিন আহমদ			২৪	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৬৯	আমার রসুল (সা)	ফররুখ আহমদ	জুন ৯৩	১ম, জুন ৯৩	২৪	১২
৩৭০	নবী কাহিনী	কাজী এমদাদুল হক	এপ্রিল ৮৯	১ম, এপ্রিল ৮৯	১৪৪	৩০
৩৭১	ছোটদের বিবি আছিয়া	সালিমা সুলতানা	জানুঃ ৮৬	১ম, জানুঃ ৮৬	৪০	৭
৩৭২	ছোটদের হযরত আবু যর গিফারী (রা)	জামান মনির	আগস্ট ৮৯	১ম, আগস্ট ৮৯	৮০	২৫
৩৭৩	বেহেশতী ফুল রাবেয়া বসরী (রহ)	ফখরুদ্দীন	মার্চ ৯১	১ম, মার্চ ৯১	১৬	৫
৩৭৪	গল্পে ওমর ফারুক (রা)	তোরাব আলী	মে ৮২	১ম, মে ৮২	৯৬	৮
৩৭৫	শেরশাহ (সচিত্র)	আসকার ইবনে শাইখ	জুন ৮৩	১ম, জুন ৮৩	৪০	১৫
৩৭৬	মুহাম্মদ বিন কাশেম (সচিত্র)	মোসলেম উদ্দীন	নভেঃ ৮৩	১ম, নভেঃ ৮৩	২৪	১০
৩৭৭	টিপু সুলতান (সচিত্র)	মোসলেম উদ্দীন	ডিসেঃ ৮৩	১ম, ডিসেঃ ৮৩	২৪	১০
৩৭৮	স্পেন বিজয়ী তারিক	নজরুল ইসলাম	সেপ্টেঃ ৮৭	১ম, সেপ্টে ৮৭	৪২	৬
৩৭৯	ছোটদের টিপু সুলতান	কাজী আবু মোঃ আবদুল্লাহ	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪৬	৪
৩৮০	ছোটদের আবূ তাওয়ামা (র)	মফিজ উদ্দিন আহমদ	মার্চ ৮৭	১ম, মার্চ ৮৭	৩৬	১০
৩৮১	নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা (সচিত্র)	মোসলেম উদ্দীন	ডিসেঃ ৮৩	১ম, ডিসেঃ ৮৩	২৪	১০
৩৮২	ইসলামী গজল	মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	২১	৩
৩৮৩	জীবনের কবি ফররুখ	অনীক মাহমুদ	এপ্রিল ৯০	১ম, এপ্রিল ৯০	৪০	৮
৩৮৪	বাংলার বীর সেনানী	আবুল কাশেম ভূঁইয়া				
৩৮৫	ত্রিশালের বিশাল প্রাণ	বেগম শামসুজ্জামান				
৩৮৬	বিদ্রোহী বুলবুল	শাহ মুহাম্মদ খুরশিদ আলম	মে ৮০	১ম, মে ৮০	৩২	৩
৩৮৭	ইবনে সিনা	মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	জুলাই ৮০	১ম, জুলাই ৮০	৩২	৩
৩৮৮	ইতিহাসের বঙ্গ বিভাগ	নয়ন রহমান				
৩৮৯	আলোর ফুল	আলী ইমাম	ডিসেঃ ৮০	১ম, ডিসেঃ ৮০	৩২	২
৩৯০	ছবিতে আলিফ বা তা	মাসুদ আলী	মে ৮৪	১ম, মে ৮৪	১২	৫
৩৯১	ছবিতে বর্ণ পরিচয় (১ম পাঠ)	মসজিদ সমাজ	এপ্রিল ৮১	১ম, এপ্রিল ৮১	১৬	২
৩৯২	বর্ণ পরিচয়	মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	মে ৮১	১ম, মে ৮১	৩২	৩
৩৯৩	বিজয়ীর পরাজয়	মিরজা আবদুল হাই	মে ৮৭	১ম, মে ৮৭	৫২	১০
৩৯৪	পানিপথ	কাজী গোলাম আহমদ	সেপ্টেঃ ৮০	১ম, সেপ্টে ৮০	৩৬	৪
৩৯৫	ধারালো অসি শাণিত কলম	নাজমুল কালাম সিদ্দিকী				
৩৯৬	গল্প শোন	মোঃ আনোয়ার আলী	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৪০	২.৫০
৩৯৭	মুসলিম বীরাংগনা	মঈনুদ্দীন	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	১৬	২
৩৯৮	ইসলাম পরিচিতি সিরিজ	মাসুদ আলী	জুলাই ৮১	১ম, জুলাই ৮১	৮০	১০
৩৯৯	সোনার হারিণ	জোলেখা খাতুন	মে ৮১	১ম, মে ৮১	৪০	২.৫০
৪০০	মুক্তো মনির মালা	আবুল হাসনাত	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	২৪	৫
৪০১	গল্প শুনি আদব শিখি	অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক	ডিসেঃ ৮০	১ম, ডিসেঃ ৮০	৬৮	৪.৫০
৪০২	মুসলিম বিশ্বের কিসসা	মোবারক হোসেন খান	আগস্ট ৯৩	১ম, আগস্ট ৯৩	১১২	২৫
৪০৩	শহীদ তিতুমীর	রেজাউল হক সরোজ	মে ৮১	১ম, মে ৮১	৩২	৩
৪০৪	অল্প স্বল্প গল্প	আতোয়ার রহমান	মে ৮৯	১ম, মে ৮৯	৫৪	১৬
৪০৫	নতুন চাঁদ (মহানবী সংকলন)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	জুন ৮৫	১ম, জুন ৮৫	৮০	৪.৫০
৪০৬	ফুল বাগিচা	শেখ ফজলুর রহমান	আগস্ট ৮৬	২য়, জুন ৯৩	৫৬	২৫
৪০৭	জানা অজানা জীবন কথা	আতোয়ার রহমান	জুন ৮৫	১ম, জুন ৮৫	৪৮	৩.৫০
৪০৮	মহাবাহু সুলতান	মীর্জা আবদুল হাই	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	৬৪	৩
৪০৯	ছোটদের বিবি মরিয়ম	হেলেনা সুলতানা	ফেব্রুঃ ৮৪	৩য়, নভেঃ ৯১	২৮	৮
৪১০	বীর হায়দার আলী	ড. এম. আবদুল কাদের	ফেব্রুঃ ৯১	১ম, ফেব্রুঃ ৯১	৪৮	১২
৪১১	অন্ধ হয়ে অন্ধ নয়	আবদুস সাত্তার	জুন ৯১	১ম, জুন ৯১	৩২	৬

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪১২	যমযম	ফজল-এ-খোদা	জুলাই ৮৯	১ম, জুলাই ৮৯	৩২	১০
৪১৩	কিশোর এলো বীরের বেশে	আখতার ফারুক	ফেব্রুঃ ৯১	১ম, ফেব্রুঃ ৯১	৪৮	১২
৪১৪	হযরত উম্মে সালমা (রা)	সালেহ আহমদ খাঁ	ডিসেঃ ৮৫	১ম, ডিসেঃ ৮৫	৩২	৮
৪১৫	মহাজ্ঞানী বড় পীর (র)	সুলতানা রাহমান	অক্টোঃ ৮৯	১ম, অক্টোঃ ৮৯	৪০	৫
৪১৬	ছোটদের হযরত শাহ জামাল (র)	মুফাখখারুল ইসলাম	জুন ৯১	১ম, জুন ৯১	২৪	২০
৪১৭	ইতিহাস কথা বলে	রাজিয়া মজিদ	আগস্ট ৮৯	১ম, আগস্ট ৮৯	৬৪	৮
৪১৮	হযরত উসামা (রা)	মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	জানুঃ ৮৮	১ম, জানুঃ ৮৮	৪০	৮
৪১৯	মসনবীর কাহিনী	নজরুল হক	মার্চ ৮০	২য়, মার্চ ৮৯	১০৮	১৬
৪২০	ইতিহাসের টুকরো গল্প	ড. এম আবদুল কাদের	জুলাই ৮৬	১ম, জুলাই ৮৬	৫৬	১৪
৪২১	সোনালী কাহিনী	এম. মাহবুব আলম	এপ্রিল ৮৯	১ম, এপ্রিল ৮৯	১৬	২.৫০
৪২২	ফুটলো গোলাপ ইরান দেশে	আখতার ফারুক	মে ৮০	২য়, জুন ৮৬	৮৪	৮
৪২৩	লাল সবুজের গল্প	মুহাম্মদ বদরুল আলম	ডিসেঃ ০৩	১ম, ডিসেঃ ০৩	১২৪	৪৭
৪২৪	গল্পে হযরত উমর (রা)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	ডিসেঃ ৮৭	২য়, নভেঃ ০২	৬০	৩৩
৪২৫	ছোটদের দাতা হাতেম	কে. এম. বসির উদ্দীন	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	৪৪	৩০
৪২৬	ছোটদের ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র)	আবদুল হালিম খাঁ	জানুঃ ০৪	১ম, জানুঃ ০৪	৩৬	১৭
৪২৭	আবাবিলের কবলে আবরাহা	মুহাম্মদ লুতফুল হক	জানুঃ ০৪	১ম, জানুঃ ০৪	৫২	২৫
৪২৮	ছোটদের মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা	মকবুলা মনজুর	জুন ৯৩	১ম, জুন ৯৩	৩২	১৩
৪২৯	ছোটদের ইবনে রুশদ	শাহ্ মুহাম্মদ খুরশিদ আলম	জুন ৯৫	১ম, জুন ৯৫	২৪	১৭
৪৩০	কুরআনের কাহিনী (৩য় খণ্ড)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	জানুঃ ০৪	১ম, জানুঃ ০৪	৭২	৩৭
৪৩১	একুশে ছড়া	সৈয়দ শামসুল হুদা	মে ০১	১ম, মে ০১	২৪	১৫
৪৩২	ছোটদের বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	আগস্ট ০১	১ম, আগস্ট ০১	৫০০	২৭২
৪৩৩	ইসলামের আদি যুগের একটি পরিবার	ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	৬৮	৫
৪৩৪	সবুজ পাতা সংকলন (১ম খণ্ড)	লুবনা জাহান সম্পাদিত	জুন ৯১	১ম, জুন ৯১	১৯৬	৭৫
৪৩৫	সবুজ পাতা সংকলন (২য় খণ্ড ১ম অংশ)	লুবনা জাহান সম্পাদিত	জুন ৯১	১ম, জুন ৯১	৩২৮	৮০
৪৩৬	সবুজ পাতা সংকলন (২য় খণ্ড ২য় অংশ)	লুবনা জাহান সম্পাদিত	জুন ৯১	১ম, জুন ৯১	৩৭০	৯০
৪৩৭	ছোটদের ইসলামী জ্ঞান	ইফাবা	মে ০২	৯,. ডিসে ৯৬	৪৬	বিনামূল্যে
৪৩৮	ছোটদের হযরত হামযা (রা)	দেলওয়ার বিন রশিদ	অক্টোঃ ০৩	১ম, অক্টোঃ ০৩	২৪	১৪
৪৩৯	শয়তানের খপ্পরে	লুৎফর রহমান তালুকদার	সেপ্টেঃ ০৩	১ম, সেপ্টে ০৩	৩২	২২
৪৪০	আলোর সেতারা	মসউদ-উশ-শহীদ	জুলাই ৯৫	১ম, জুলাই ৯৫	৩২	১৫
৪৪১	ঈদের গান	ফজল-এ-খোদা	মার্চ ০৪	১ম/মার্চ ০৪	৫৬	২২
৪৪২	ছোটদের শহীদ জিয়া	হোসেন মাহমুদ সম্পাদিত	মে ০৪	১ম/মে ০৪	১৩২	৫৭
৪৪৩	ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী	এ, বি, এম শামসুদ্দিন আহমদ	মে ০৪	১ম/মে ০৪	২৮	১৫
৪৪৪	শিক্ষা ও বিস্তার ও সংস্কারে ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকি (রা)	ড. আ. র. ম. আলী হায়দার	মে ০৪	১ম/মে ০৪	২৮	১৩
৪৪৫	মুসলিম কবি ও বিজ্ঞানী	সংকলনে শেখ তোফাজ্জল হোসেন	সেপ্টে ০৪	১ম/সেপ্টে ০৪	৪৪	১৪
৪৪৬	সোনালী বিশ্বাস	সংকলনে : মুকুল চৌধুরী	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	৭৫	১৯
৪৪৭	ছোটদের কবি নজরুল	মুহাম্মদ আজাদ আলী সংকলিত	সেপ্টে.০৪	১ম/সেপ্টে.০৪	৫৫	১৬
৪৪৮	ভাষা থেকে স্বাধীনতা	হোসেন মাহমুদ সংকলিত	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	৯২	২৫
৪৪৯	নবী কাহিনী	শেখ তোফাজ্জল হোসেন সংকলিত	সেপ্টে ০৪	১ম/সেপ্টে ০৪	৬০	১৬
৪৫০	শিশুদের প্রিয় মহানবী (সা)	মুহাঃ আবু তাহের সিদ্দিকী সংকলিত	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	৭৮	১৬
৪৫১	ছোটদের সিরাজুম মুনীরা	রশীদ আহমদ সংকলিত	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	৬৮	১৮
৪৫২	নবীজীর পথে চলি	মোহাম্মদ মোকচ্ছেদ সংকলিত	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	৬৬	১৮
৪৫৩	মরুর জ্যোতি	আব্দুল বারেক মল্লিক সংকলিত	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	৭০	১৮
৪৫৪	শিশুদের কবি নজরুল	এস, এম, হাবিবুর রহমান সংকলিত	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	৮০	১৯

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৫৫	কীর্তি যাতের অম্লান	রওশন আলী খোন্দকার সংকলিত	সেপ্টে ০৪	১ম/সেপ্টে ০৪	৫০	১৫
৪৫৬	আলোর পর্বত	মোঃ আব্দুল হাই সংকলিত	সেপ্টে ০৪	১ম/সেপ্টে ০৪	৪৪	=
৪৫৭	কলম ও কালির মানুষ (২য় খণ্ড)	হোসেন মাহমুদ সংকলিত	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	১০০	২৭
৪৫৮	ছোটদের রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা)	মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী সংকলিত	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	১০৮	২৮
৪৫৯	কলম ও কালির মানুষ (১ম খণ্ড)	হোসেন মাহমুদ সংকলিত	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	১০০	২৬
৪৬০	মর্যাদাময় দিন	নাজমুল আহসান সংকলিত	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	৫২	১৫
৪৬১	ইসলামের প্রথম মিছিল	মুকুল চৌধুরী সংকলিত	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	৬৮	১৮
৪৬২	ঈদ ঃ আনন্দের উৎসব ত্যাগের শিক্ষা	হোসেন মাহমুদ সংকলিত	আগস্ট ০৪	১ম/আগস্ট ০৪	৭৮	১৯
৪৬৩	হৃদয়ে যাদের সত্যের আলো	আবদুল হালীম খাঁ	নভে ০৬	১ম/নভে ০৬	৭২	২৯
৪৬৪	বেহেশতের সুসংবাদ পেলেন যারা (১ম খণ্ড)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	জানু ০৩	১ম/জানু ০৩	৩৬০	৬৮
৪৬৫	বেহেশতের সুসংবাদ পেলেন যারা (২য় খণ্ড)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	জানু ০৩	১ম/জানু ০৩	১৫২	৬০
৪৬৬	কাফনের লেখা	মূল ঃ মাঃ ফযলে হক খয়রাবাদী অনুবাদ ঃ মিন্নাত আলী	জুন ০৪	১ম /জুন ০৪	৪৮	২৫
৪৬৭	আলোর মানিক	মুস্তাফা মাসুদ	এপ্রিল ৮৮	১ম/এপ্রিল ৮৮	৩৫	১২
৪৬৮	আল্লার আহ্বান	রওশন আলী খোন্দকার	আগস্ট ০৪	আগস্ট ০৪	৩২	১২
৪৬৯	শিশু অধিকার ও ইসলাম	আহমাদ জামাল	এপ্রিল ০৪	এপ্রিল ০৪	১০০	২৯

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত

১	শিক্ষা মনোবিদ্যা ও মক্তব প্রশাসন	সৈয়দ মানজুরুল রব মুর্তাজা আহসান	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	১৭৩	১৮
২	কুটির শিল্প	আবদুল কুদ্দুস	সেপ্টেঃ ৮০	১ম,সেপ্টে ৮০	৯৬	১১
৩	হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা	ডা. সৈয়দ আলী নকী	ডিসেঃ ৮২	২য়, জুন ৮৪	৪৮	৫
৪	সমবেত প্রচেষ্টা	খন্দকার রেজাউল করিম	জুলাই ৮৪	২য়, জুলাই ৮৭	৫৬	১২
৫	ঈমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য	আলহাজ্জ মাওলানা মোঃ হাবিবুর রহমান	জুলাই ৮৭	১ম, জুলাই ৮৭	৩৬	৫.৭৫
৬	দেহের উপর সিয়ামের প্রভাব	ডা. গোলাম মুয়াযযম	ডিসেঃ ৮৩	১ম, ডিসেঃ ৮৩	১৬	৩
৭	নাজাতুল ক্বারী	মাওলানা কারী মুহাম্মদ গরীবুল্লাহ মাসরুর ইসলামাবাদী	এপ্রিল ৮৩	২য়, জুন ৮৪	৬৪	৬
৮	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা	অধ্যাপক এম. আর. খান ডা. মুহাম্মদ আছিরুল হক ও ডা. এ.কে.এম. আজিজুর রহমান	জুলাই ৮৭	২য়, জুন ০৩	১৯০	৪০
৯	পশুপাখি পালন ও চিকিৎসা বিজ্ঞান	ডা. গোলাম মোঃ শরাফত আলী	জুলাই ৮৭	২য়, ডিসেঃ ৯১	১৩৬	৩০
১০	ব্যবহারিক ইসলাম	শামসুল আলম	জুন ৮৬	১ম, জুন ৮৬	৩৬৬	৩০
১১	ইসলামের মৌল কাঠামো ও তার বাস্তবায়ন	আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া ও ফরিদউদ্দীন মাসউদ	অক্টোঃ ৮৩	১ম, অক্টোঃ ৮৩	১২৩	১২
১২	গণশিক্ষা	সম্পাদনা পরিষদ	ফেব্রুঃ ৯৪	৩য়, ডিসেঃ ০৩	২২৬	বিনামূল্যে
১৩	গণশিক্ষা	সম্পাদনা পরিষদ	জুলাই ৮৭	১ম, জুলাই ৮৭	৬৪	২০
১৪	ইসলামিয়াত ও সহীহ্ কুরআন তিলাওয়াত	হাফেজ মাওলানা এম.এ. জলীল ও মাওলানা আবু হুরায়রা·	মে ৮৮	১ম, মে ৮৮	২৮৮	৪৫
১৫	কৃষি ও বনায়ন	সম্পাদনা বোর্ড	অক্টোঃ ৯৩	৩য়, ডিসেঃ ০৩	৩১২	বিনামূল্যে
১৬	পরিবার কল্যাণ	সম্পাদনা বোর্ড	এপ্রিল ৯৪	২য়, মে ৯৭	১১২	২৫
১৭	নির্বাচিত খুতবা	সংকলন	জুন ৯৭	৩য়, ডিসেঃ ০৩	২১২	বিনামূল্যে
১৮	আমাদের জীবিকা	মোঃ ফজলুল হক	জুলাই ৮৪	৩য়, মার্চ ৯১	৩২৮	৭২
১৯	সরল উদ্ভিদ সংরক্ষণ	সুলতান আহমদ খান	জুন ৮৩	২য়, জুলাই ৮৪	১৮০	১৭
২০	বৈজ্ঞানিক কৃষি	অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান	জুলাই ৮০	২য়, নভেঃ ৮২	৮৫	৯

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২১	পরিবার কল্যাণ	সম্পাদনা বোর্ড	এপ্রিল ৮৪	৩য়, ডিসেঃ ০৩	১৮০	বিনামূল্যে
২২	উন্নত মাছ চাষ পদ্ধতি	সম্পাদনা বোর্ড	অক্টোঃ ৯৩	৩য়, ডিসেঃ ০৩	১৭৫	বিনামূল্যে
২৩	ইসলামিয়াত	সম্পাদনা বোর্ড	জুন ৯৪	৩য়, ডিসেঃ ০৩	৪৫৩	বিনামূল্যে
২৪	পশুপাখি পালন	সম্পাদনা বোর্ড	অক্টোঃ ৮৩	৩য়, ডিসেঃ ০৩	১৮৪	বিনামূল্যে

অন্যান্য

১	বাংলা ভাষার ইসলামী পুস্তকের তালিকা	সংকলনে ঃ অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক	অক্টোঃ ৭৭	১ম, অক্টোঃ ৭৭	১৯৪	৮
২	ইসলামী নামের সংকলন	মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী ও মাওলানা মুহাম্মদ সালেম ওয়াহেদী সম্পাদক ঃ হাফেজ মঈনুল ইসলাম	অক্টোঃ ৮৪	৪র্থ, অক্টোঃ ০৩	১৫২	৩০
৩	দেশ গঠনে যুব সমাজের ভূমিকা	মাহবুব আলম চাষী	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	১৬	২
৪	জীবন ও জীবিকা	মূল ঃ মাওলানা মোহাম্মদ জাফর শাহ অনুবাদ ঃ মুহিউদ্দীন খান	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	১৫	১.৫০
৫	স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতা প্রসঙ্গে	মোঃ সফিউল্লাহ	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	৬৪	৪
৬	পাঁচ মিশালী	মোস্তফা হারুন	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	১১০	৭
৭	ইসলাম ও যৌন অবদমন	মূল ঃ মুহাম্মদ কুতুব অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর		২য়,	১৪	১
৮	মানুষ	মূল ঃ আবুল কালাম আযাদ	মে ৮০	১ম, মে ৮০	১৬	১
৯	জীবন গড়ার পথে	মূল ঃ সি.জি. ডোকান অনুবাদ ঃ এ.এস. এ. হাই				৬
১০	মসজিদ পাঠাগার	আ.জ.ম. শামসুল আলম	মার্চ ৮১	৪র্থ, জুন ৯১	৬০	১০
১১	আমাদের বই	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	ফেব্রুঃ ৯১	২য়, নভেঃ ৯৭	৮০	২২
১২	ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক	এ.কে.এম. দেলোয়ার হোসেন	জুন ৮০	১ম, জুন ৮০	২৪	১.৫০
১৩	সমবায়	খোন্দকার রেজাউল করীম	নভেঃ ৮০	২য়, জুন ৮৩	১৫৪	১৫
১৪	আমাদের বই (পরিবর্ধিত সংস্করণ)	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	ফেব্রুঃ ৯১	২য়, নভেঃ ৯৭	৭৬	২২
১৫	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বই	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ				
১৬	চাঁদ দেখা	মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	মে ৮১	৩য়, জুন ৯৫	৪৫	১৬
১৭	অনুবাদ ও সংকলন গ্রন্থ তালিকা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	জুলাই ৮৬		৩৬	৮৬
১৮	প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা	সম্পাদনা পরিষদ	এপ্রিল ৯২	১ম, এপ্রিল ৯২	১৪৬	১৫
১৯	মুসলিম ঐক্যের স্বপ্ন	শেখ ফজলুর রহমান	ফেব্রুঃ ৮১	১ম, ফেব্রুঃ ৮১	৪০	৩.৫০
২০	সরল উদ্ভিদ সংরক্ষণ	সুলতান আহমদ	জুন ৮৩	২য়, জুলাই ৮৪	১৭৮	১৭
২১	সীরাত স্মরণিকা ঃ ১৪০৩ হিজরী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ				
২২	মূল্যবান ভাষণ	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	এপ্রিঃ ৮৮	১ম, এপ্রিঃ ৮৮	২৪০	১৫
২৩	ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন (কুরআন শরীফের অনুবাদক)	ড. কাজী মোতাহার হোসেন	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	৩২	২
২৪	সাইয়িদ জামাল উদ্দীন আফগানীর রচনাবলী	মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস কাশেমী	মার্চ ৯৩	১ম, মার্চ ৯৩	২৫৬	৬০
২৫	কাবুল থেকে আমান	সৈয়দ আবুলহাসান আলীনদভী	জুন ৯৪	১ম, জুন ৯৪	২৪৮	৫৫
২৬	সাহরী ইফতার সম্বলিত নামাযের স্থায়ী সময়সূচী	অনুবাদ ঃ ডা. বদরুন নাহার চৌধুরী	এপ্রিল ২০০০	১ম, এপ্রিল ২০০০	২০৮	৬৮
২৭	কর্তব্য সাধনে যুবক	মোঃ আবদুল কুদ্দুস	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	২৩	১.৫০
২৮	পড়া শিখি	লেখক মণ্ডলী				
২৯	আরবী ফারসী শব্দের ইংরেজী প্রতিবর্ণায়ন	সংকলন গ্রন্থ	জুন ৯৪	১ম, জুন ৯৪	৯৬	৪০
৩০	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্দেশিকা	নূরুল আমিন জাওহার				
৩১	আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ পরিচিতি	নূরুল আমিন জাওহার				

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩২	যাকাত ফান্ড পরিচিতি	সম্পাদনা পরিষদ	ফেব্রুঃ ৯০	১ম, ফেব্রুঃ ৯০	২৪	
৩৩	ইফাবা পরিচিতি	সম্পাদনা পরিষদ				
৩৪	ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত গ্রন্থাবলী	সম্পাদনা পরিষদ				
৩৫	হযরত শাহজালাল (র) ঃ দলীল ও ভাষ্য	দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী	জুন ৯৯	১ম, জুন ৯৯	৭০৪	১৫৫
৩৬	হাদিয়াতুল মুসাল্লীন (নামাযীদের জন্য উপহার)	লোকমান আহমদ আমীমী অনূদিত	সেপ্টে ২০০০	১ম, সেপ্টেঃ ২০০০	৯৬	২৮
৩৭	ইমদাদুস সুলূক (তরীকাত সহায়িকা)	ফরীদ উদ্দীন মাসউদ অনূদিত	জুন ০১	১ম, জুন ০১	১৮৩	৫০
৩৮	খাজা আবদুল মজিদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম	মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন	এপ্রিল ০১	১ম, এপ্রিল ০১	২৮৮	৭০
৩৯	আকায়েদুল ইসলাম	সিরাজউদ্দীন আহমদ অনূদিত			১৮৮	৫০
৪০	যুগ জিজ্ঞাসা ও পরিবার	মোহাম্মদ আবুল কাশেম ভূঁইয়া	জুলাই ৮৭	১ম, জুলাই ৮৭	৮০	১৬
৪১	স্যার আবদুর রহীম	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	জুন ৯০	১ম, জুন ৯০	২৭২	৪৬
৪২	ঈমান ঃ তত্ত্ব ও দর্শন	সংকলন	জুন ৯৯	১ম, জুন ৯৯	৪৩৬	৯০
৪৩	ঈমান ও ইসলাম	সংকলন	মার্চ,০৪	১ম, মার্চ ০৪		৬২
৪৪	আরবী ফার্সী শব্দের ইংরেজী প্রতিবর্ণায়ন	সম্পাদনা পরিষদ	জুন ৯৪	১ম, জুন ৯৪	৯৬	৪০
৪৫	মাওয়ালী ও ইসলামী উসুমে তাঁদের অবদান	আ.হ.ম. ইয়াহিয়ার রহমান	জুন ৯২	১ম, জুন ৯২	১২৮	৬০
৪৬	আযাদ পত্রাবলী (১ম খণ্ড)		মার্চ ৮৯	১ম, মার্চ ৮৯	২০৮	২৫
৪৭	গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন	লেখক মণ্ডলী	জুন ০১	১ম, জুন ০১	১৪২	৩৫
৪৮	শান্তির পথ	ডা.ঃ আবদুর রহমান	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	৩২	১৫
৪৯	ইসলাম ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	ড. মোঃ ময়নুল হক	জুন ০৩	১ম, জুন ০৩	৩৩১	৭০
৫০	সাহরী ও ইফতার সম্বলিত নামাযের স্থায়ী সময়সূচি (রাজশাহী বিভাগ)	সৈয়দ আনিসুজ্জামান অনূদিত	জানুঃ ০৪	১ম, জানুঃ ০৪	২০০	৭৫
৫১	মুসলিম বিশ্বের নৈতিক পাঠক্রম	মুহাম্মদ আবদুস শাকুর	অক্টোঃ ৮৭	১ম, অক্টোঃ ৮৭	২০৪	৩৬
৫২	ইসলামে স্বনির্ভরতা ও সমবেত প্রচেষ্টা	খন্দকার রেজাউল করিম	এপ্রিল ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	৩২	১.২৫
৫৩	রহস্যময় মহাকাশে মানুষের অভিযান	সৈয়দ সালেহ উদ্দীন	জুন ৯৭	১ম, জুন ৯৭	৮০	২৬
৫৪	হাসানী বক্তৃতামালা	মূল ঃ মরক্কো বাদশা	ডিসেঃ ৯৯	১ম, ডিসেঃ ৯৯	১৬	বিনামূল্যে
৫৫	গ্রামীণ পরিকল্পনা	আ.ন.ম. আবদুর রহমান	মে ৮৫	১ম, মে ৮৫	১৩০	১৮
৫৬	ফোরকানিয়া মকতব পরিচালনা পদ্ধতি	মুহাম্মদ লুতফুল হক	আগস্ট ৮২	৫ম, জুন ০৩	৯৬	২৫
৫৭	মসজিদ ও মাদ্রাসা লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	মোঃ হারুনুর রশীদ	জুন ৯৯	১ম, জুন ৯৯	১৫৬	৪৪
৫৮	সাহরী ও ইফতার সম্বলিত নামাযের স্থায়ী সময়সূচি	অনুবাদ ঃ ডা. বদরুন নাহার চৌধুরী	এপ্রিল ২০০০	১ম, এপ্রিল ২০০০	২০৮	৬৮
৫৯	ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১৪০৩-১৪০৪)	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	ডিসেঃ ৮৫	১ম, ডিসেঃ ৮৫	২০	বিনামূল্যে
৬০	সীরাতুন্নবী (সা) স্মরণিকা	শেখ ফজলুর রহমান	নভেঃ ৮৬	১ম, নভেঃ ৮৬	৯৬	বিনামূল্যে
৬১	সীরাত স্মরণিকাঃ ১৪১৪ হিজরী	অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম সম্পাদিত	আগস্ট ৯৩	১ম, আগস্ট ৯৩	৯৬	বিনামূল্যে
৬২	সীরাত স্মরণিকা ঃ ১৪১৫ হিজরী	দাউদ-উজ্-জামান চৌধুরী সম্পাদিত	আগস্ট ৯৪	১ম, আগস্ট ৯৪	১৮	বিনামূল্যে
৬৩	সীরাত স্মরণিকা ঃ ১৪১৬ হিজরী	দাউদ-উজ্-জামান চৌধুরী সম্পাদিত	আগস্ট ৯৫	১ম, আগস্ট ৯৫	৯৬	বিনামূল্যে
৬৪	সীরাত স্মরণিকা ঃ ১৪১৭ হিজরী	সৈয়দ আশরাফ আলী	জুলাই ৯৬	১ম, জুলাই ৯৬	১৫৬	বিনামূল্যে
৬৫	সীরাত স্মরণিকা ঃ ১৪১৮ হিজরী	মোঃ মোরশেদ হোসেন	জুলাই ৯৭	১ম, জুলাই ৯৭	২৪	বিনামূল্যে
৬৬	সীরাত স্মরণিকা ঃ ১৪১৯ হিজরী	মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	জুলাই ৯৮	১ম, জুলাই ৯৮	১৬০	বিনামূল্যে
৬৭	ঈদে মিলাদুন্নবী (স) স্মরণিকাঃ ১৪২০ হিজরী	মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	জুন ৯৯	১ম, জুন ৯৯	১৬০	বিনামূল্যে
৬৮	ঈদে মিলাদুন্নবী (স) স্মরণিকাঃ ১৪২১ হিজরী	মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	জুন ২০০০	১ম, জুন ২০০০	১৬০	বিনামূল্যে
৬৯	ঈদে মিলাদুন্নবী (স) স্মরণিকাঃ ১৪২২ হিজরী	মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	জুন ০১	১ম, জুন ০১	১৬০	বিনামূল্যে
৭০	ঈদে মিলাদুন্নবী (স) স্মরণিকাঃ ১৪২৩ হিজরী	সৈয়দ আশরাফ আলী	মে ০২	১ম, মে ০২	১৬	বিনামূল্যে
৭১	ঈদে মিলাদুন্নবী (স) স্মরণিকাঃ ১৪২৪ হিজরী	সৈয়দ আশরাফ আলী	মে ০৩	১ম, মে ০৩	১৭৬	বিনামূ
৭২	Muslim Festivals in Bangladesh	Abu Jafar	আগস্ট ৮০	১ম, আগস্ট ৮০	১২৫	১০
৭৩	AL-Hhgrah Centenery Celebrations	Shamsul Alam	নভেঃ ৮০	১ম, নভেঃ ৮০	৩২	২
৭৪	The Concept of Democracy in Islam	Justice Abdul Bari Sharker	নভেঃ ৮৮	১ম, নভেঃ ৮৮	১৪৬	২৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭৫	Publication of the Islamic Foundation	Islamic Foundation Bangladesh	জানুঃ ৮১	২য়, সেপ্টেঃ ৮১	৬৫	৫
৭৬	Arab Relations with Bangladesh	Muhammad Nurl Hoque	জুন ০১	১ম, জুন ০১	৩৬০	১২০
৭৭	Holy Propher Mission to Contemporary Rulesces	AllHaj Moulana Abdullh bin Syed Jalababi	জুন ০১	১ম, জুন ০১	৯৬	৫৬
৭৮	Social History of the Muslim Bangladesh Under the British Rule	Dr. Mainuddia Ahmad Khan	জুন ৯২	১ম, জুন ৯২	২৬০	১১৫
৭৯	Muslim Contribution to Science and technology	Board of Editors	জুন ৯৬	১ম, জুন ৯৬	৫৪৪	২৩০
৮০	A Simple Projection	S. Zaman	মার্চ ৮০	১ম, মার্চ ৮০	১৪	১.৫০
৮১	সাহরী ও ইফতার সম্বলিত নামাযের স্থায়ী সময়সূচী (চট্টগ্রাম ও সিলেট)	অনুবাদ ঃ ডা. বদরুন নাহার চৌধুরী	মার্চ ০৪	১ম/মার্চ ০৪	১৯০	৫০
৮২	সহজ আরবী শিক্ষা	মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আযহারী (র)	মার্চ ০৪	১ম/মার্চ ০৪	১৬৮	৩০
৮৩	পুস্তক তালিকা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	মার্চ ০৪	১ম/মার্চ ০৪	১২৮	৬৭
৮৪	সহজ কায়দা	মাওলানা এ. এম এম সিরাজুল ইসলাম	মে ০৪	১ম/মে ০৪	১৬	বিনামূল্যে
৮৫	সহজ নূরানী কায়দা	মাওলানা রহমতুল্লাহ	মে ০৪	১ম/মে ০৪	৪৪	বিনামূল্যে
৮৬	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ একটি সমীক্ষা	মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ	জুন ০৪	১ম/জুন ০৪	৪২৮	১১৫
৮৭	মসজিদ পরিচালনা পদ্ধতি	মুহাম্মদ লুতফুল হক	নভেঃ ০৪	১ম/নভেঃ ০৪	৫৬	২২
৮৮	বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও ইমাম	ড. মীর মনজুর মাহমুদ	অক্টো ০৪	১ম/অক্টো ০৪	১৬০	৫২
৮৯	সহজ কায়দা	সংকলন পরিষদ	ডিসে ০৪	১ম/ডিসে ০৪	৩২	বিনামূল্যে
৯০	আমপারা	মোহাম্মদ ফেরদাউস খান	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	৮৮	১৪
৯১	মজুদ পুস্তক তালিকা	ইফাবা	জুন ০৫	১ম/জুন ০৫	২৪	বিনামূল্যে
৯২	ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী	মে ০৪	১ম/মে ০৪	৩২	=
৯৩	তাবলীগ ও দাওয়াহ	মূল ঃ এ, জেড, এম, শামসুল আলম অনুবাদ ঃ শহীদ আখন্দ	সেপ্টে ০৪	১ম/সেপ্টে ০৪	৪৪০	১১০
৯৪	ইসলাম প্রচারের ইতিহাস	মুহিউদ্দীন শামী অনুদিত	নভেঃ ০৪	১ম/নভেঃ ০৪	৫১৮	১২০
৯৫	একটি যুগোপযোগী দ্বীনী দাওয়াত	মোঃ সিরাজ মান্নান	নভেঃ ০৪	১ম/নভেঃ ০৪	১০০	৩৫
৯৬	ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন	জানু ০৬	১ম/জানু ০৬	৩২০	৭৭

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার ও প্রস্তাবনা

"ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা কার্যক্রম ঃ পর্যালোচনা ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় " শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করতে গিয়ে ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত মোট ৪৪৩ খানা বইয়ের পর্যালোচনা করা হল। এসব বইয়ের মোট কলেবর দাঁড়ায় আনুমানিক ১,৭২,৮০৩ (এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার আটশত তিন) পৃষ্ঠা। এ সবের মধ্যে কিছু সংখ্যক পুস্তক মৌলিক, কিছু সংখ্যক পুস্তক গবেষণামূলক, কিছু সংখ্যক পুস্তক গতানুগতিক, কতকটা ব্যাখ্যাসূচক এবং কোন কোনটা অনুবাদমূলক। দু'দশকের অধিককাল ধরে ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রমের আওতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তিনহাজার পাঁচশত শিরোনামের অধিক বই প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ, আল-কুরআনুল করীম, বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফসহ সিহাহ্ সিত্তাহভুক্ত বিশ্ববিখ্যাত হাদীস গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ, তাফ্সীরে মা'আরেফুল কুরআনসহ অন্যান্য প্রামাণ্য তাফ্সীর গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, আল-কুরআনের অর্থনীতি, *Scientific Indications in the Holy Quran*, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামী বিশ্বকোষ, সীরাত বিশ্বকোষ, মুসলিম মনীষীদের জীবনী গ্রন্থ, শিশু-কিশোর সাহিত্য ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য। এসব গ্রন্থ ব্যাপকভাবে পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে, পাশাপাশি জনগণের মধ্যে ইসলামী বই-পুস্তক পাঠের অভ্যাস গড়ে উঠেছে। এসব বই সামাজিক ও জাতীয় জীবনে ব্যাপক ও ফলপ্রসূ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

পর্যালোচিত ৪৪৩ খানা বইয়ের মধ্যে আল-কুরআন ও তাফ্সীর বিষয়ক প্রকাশনার সংখ্যা হলো ৭৫ টি। এসব পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২৯০২। এর মধ্যে কুরআন মজীদ, আল-কুরআনুল করীম, পবিত্র কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা, উম্মুল কুরআন, তাফ্সীরুল কুরআন ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, তাফ্সীরে মাযহারী ১৩ খণ্ড, তাফ্সীরে মা'আরেফুল কোরআন ৮ খণ্ড, তাফ্সীরে ইবনে কাছীর ১১ খণ্ড, তাফ্সীরে উসমানী ৪ খণ্ড, তাফ্সীরে তাবারী শরীফ ১১ খণ্ড, আহকামুল কুরআন ২ খণ্ড, কাসাসুল কুরআন ৪ খণ্ড এবং আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত ৪ খণ্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আসমানী গ্রন্থ কুরআন শরীফের তাফ্সীর জানার প্রয়োজনীয়তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। মূলত কুরআন শরীফের ভাষা অতি সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক অর্থবোধক। সাহাবায়ে কিরাম (রা) আরবী ভাষা-ভাষী হওয়া সত্ত্বেও কুরআন বুঝার বিষয়ে রাসূল (সা) কে বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করতেন। আর এ দেশের পাঠকদের মত অনারবীয়দের জন্য তাফ্সীরের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তা সহজেই অনুমেয়। এ মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তাফ্সীর প্রকাশনার সুদূর প্রসারী উদ্যোগ। পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় অগনিত তাফ্সীর গ্রন্থ লেখা হয়েছে। সকল তাফ্সীরই ইসলামের বিধিসম্মত নীতির উপর নির্ভরশীল। মূল বিষয় এক ও অভিন্ন। তবে আনুষঙ্গিক বিষয়ে তাফ্সীরসমূহের বৈশিষ্ট্য নানাবিধ।

আল-হাদীস বিষয়ক ৬৪ টি বইয়ের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৩৮২। এর মধ্যে বুখারী শরীফ ১০ খণ্ড, মুসলিম শরীফ ৮ খণ্ড, আবু দাউদ শরীফ ৫ খণ্ড, সুনানু ইবনে মাজাহ ৩ খণ্ড, সুনানু নাসাঈ ৫ খণ্ড, তাসরিদুস সিহাহ ২ খণ্ড, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ৪ খণ্ড, মা'রিফুল হাদীস ৮ খণ্ড, তাহাবী শরীফ, রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত, হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, হাদীস বিজ্ঞান, হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান ২ খণ্ড এবং উলূমুল হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইসলামী বিশ্বকোষ, সীরাত বিশ্বকোষ ও সীরাত বিষয়ক ৭২টি পুস্তক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৪০৯। এর মধ্যে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ৩ খণ্ড, ইসলামী বিশ্বকোষ ২৬ খণ্ড, সীরাত বিশ্বকোষ ১৩ খণ্ড, হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, রাসূলে রহমত (সা), সীরাতুন্নবী (সা), মহানবী (সা) জীবন চরিত, সীরাতুল মুস্তফা (সা), নবীয়ে রহমত, বাইবেলে সত্য নবী মুহাম্মদ (সা), মরু ভাস্কর, আসহাবে বদর, মহানবী (সা) এর ভাষণ, হযরত আলী (রা) : জীবন ও খিলাফাত, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা) প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

ইসলাম, ইসলামী আদর্শ, আইন ও বিধান বিষয়ক ৫২টি বইয়ের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭০৬২। এর মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলাম পরিচয়, যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলামের বিধান, ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ, পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম, ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ, নামায, ইসলাম ঃ প্রথম ও চূড়ান্ত

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম, মৌলিক মানবাধিকার , ইসলাম দি অলটারনেটিভ, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), আল-হিদায়া ৪ খণ্ড, ইসলামী শরীয়াহ্ ও সুন্নাহ্, মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আদর্শ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে ইসলাম, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন প্রভৃতি পুস্তক বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য।

সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক ৪১ টি বইয়ের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৩৭৮। এর মধ্যে মাহফিল, ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি, ঈদের গান, বন্দেগি, ইসলামে ইজমা দর্শন, ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি, আলোর পরশ, ইসলাম ও বিজ্ঞান, ইকবাল ও নজরুলের কাব্য ভাবধারা, বাংলাকাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য, কাফেলা, অনল প্রবাহ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাগরণের সূচনা, কাসীদা সওগাত, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, ইসলামী সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন, সৌভাগ্যের পরশমনি, বাংলা সাহিত্যে মুসলমান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মহানবী (সা), সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঃ ইসলামী প্রেক্ষিত, আরবী প্রবাদ সাহিত্য, ইসলামী দর্শন, বিজ্ঞান চর্চায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি বিষয়ক ১৬ টি বইয়ের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪৭২। এর মধ্যে আল-কুরআনে অর্থনীতি ২ খণ্ড, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম, ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা, রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর সরকার কাঠামো, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইমাম, সুদ একটি অর্থনৈতিক অভিশাপ, হযরত ওমর (রা)-এর সরকারী পত্রাবলী, ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাকিং প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক ৩০টি পুস্তকের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৫৮৩। এর মধ্যে মুসনাদে ইমাম আযম আবু হানীফা (র), ফিক্হ-হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামের ইতিহাস, পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম, বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান, বাংলাদেশে ইসলাম, মুসলিম আমলে বাংলার শাসন কর্তা, ইসলামের ইতিহাস দর্শন, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র, ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, মসজিদের ইতিহাস, ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রাম ও আরবদের ভূমিকা, উপমহাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপট প্রভৃতি পুস্তক অন্যতম।

জীবনী ও অবদান বিষয়ক ২৮ টি পুস্তক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৩০১। এর মধ্যে চারজন বরেণ্য মুসলিম বাংগালী, বেগম রোকেয়া, তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ইব্‌ন খালদুন ঃ জীবন ও কর্ম, পথিকৃৎ দশ মনীষী , হযরত ইবরাহীম (আ), নওয়াব আলী চৌধুরীর জীবন ও কর্ম, বিপ্লবী উমর, ঈসা খান, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, হযরত বিলাল (রা), হযরত উমার ইবন আবদুর আযীয (র) ঃ জীবন ও কর্ম, মুসলিম মনীষা, ইমাম তাহাভী (র) ঃ জীবন ও কর্ম, ইমাম মালিক (র) ও তাঁর ফিক্হ চর্চা এবং হযরত শাহজালাল (র) প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

শিশু-সাহিত্য বিষয়ক ৩৯ টি পুস্তক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০৩৬। এর মধ্যে নবীযুগের সোনার মানুষ ২ খণ্ড, শিশু অধিকার ও ইসলাম, নবী-প্রেমের অমর কাহিনী, সোনালী শাহ্জাদা, আলোর পথে, চাঁদের কথা, পৃথিবীর ছাদে আগুন, কোথা সে মুসলমান, ছোটদের হাজী মোহাম্মদ মোহসীন, ছোটদের হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), সবুজ পাতা সংকলন সিরিজ ১৯ টি, ছোটদের বিশ্বকোষ ২ খণ্ড, শিশু অধিকার ও মহানবী (সা) এবং ছোটদের রাহ্মাতুল্লিল আলামীন (সা) প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া নারী বিষয়ক এবং অন্যান্য প্রকাশনার ২৬টি পুস্তক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২৭৮। এর মধ্যে নারী, নারী ও সমাজ, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী, যৌতুক ও ইসলাম, গ্রন্থাগার সংগঠনের মুসলমান, ফোরকানিয়া মক্তব পরিচালনা পদ্ধতি, একটি যুগোপযোগী দীনী দাওয়াত, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ইসলাম, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা, রোহিঙ্গা সমস্যা ঃ বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গী, গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন, বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, ইসলাম ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য। সবশেষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর একমাত্র গবেষণা ত্রৈমাসিক 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা'র পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের মূল্যায়ন করে বলা যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম জনগণের মাঝে সমাদৃত হয়েছে ও দিন দিন এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামী প্রকাশনার মাধ্যমে জনগণের মাঝে নৈতিক ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধর্ম-কর্ম,

Dhaka University Institutional Repository

মন-মানসিকতা ও সৃজনশীলতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিকতর সুফল পরিলক্ষিত হচ্ছে। পরমত সহিষ্ণুতা ও ইতিবাচক কাজ-কর্মে মানুষ পূর্বের তুলনায় অধিক মনোযোগী হয়েছে।

ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম ইসলামী চিন্তাধারার প্রচার-প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় একটি কর্মসূচী। জাতির বাস্তব প্রয়োজনে তথা জণগণের ধর্মীয়, নৈতিক, মননগত উৎকর্ষ বিধান এবং শুভ ও কল্যাণবোধের বিকাশে এ কার্যক্রমের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য এবং এর সামাজিক প্রভাব ও ব্যাপক। প্রকাশনা কার্যক্রমের ধারিবাহিকতা বজায় রেখে আগামীতে আরও ব্যাপক এবং সুসমন্বিতভাবে এ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে এ প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট সকল মহলের।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং এর অন্তর্নিহিত শিক্ষা ও মর্মবাণী জনগণের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে ইসলামের শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব, সহিষ্ণুতা ও মানবিক মূল্যবোধের আদর্শে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা । সেই সাথে ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের গৌরবময় অনুষঙ্গগুলো জনগণের সামনে উপস্থাপন করে তাদেরকে নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল করে তোলা। উল্লেখিত বিষয়সমূহ সহজবোধ্য ও সার্থকভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রকাশনা কার্যক্রমের ভূমিকা অনন্য।

এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে যে বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে তা জনগণের নিকট সহজবোধ্য হওয়ায় বইগুলো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং দেশে-বিদেশে এর ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। তাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, চিন্তা ও চেতনা এবং ইসলামী ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও বিস্তারের জন্য এ ধরনের কার্যক্রমের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। জণগণের নিকট এ কার্যক্রমের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা এবং এর সামাজিক চাহিদা বিবেচনা করে এ কার্যক্রমকে আরো যুগোপযোগী করে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কতিপয় প্রস্তাবনা নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

* এদেশে প্রকাশনা ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে ব্যাপক এবং সর্বমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ এখনও সৃষ্টি হয়নি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অবস্থাও একই রকম। প্রকাশনা কার্যক্রমের সংগে জড়িত বিপুল জনগোষ্ঠীকে বিদেশে পাঠিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা খুব সহজ নয়। এজন্য দেশেই এ ব্যাপারে অনুকূল ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। আমাদের দেশে ইতোপূর্বে বাংলা একাডেমী ও এশিয়ান কালচারাল সেন্টার ফর ইউনেস্কো, টোকিও, জাপানের যৌথ উদ্যোগে এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ও বৃটিশ কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে পুস্তক প্রকাশনার বিভিন্ন দিক নিয়ে একাধিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সীমিত পর্যায়ে কিছু বিচ্ছিন্ন ও অনিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনও মাঝে-মধ্যে এ ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। এর ফলে পুস্তক প্রকাশনার সংগে জড়িত কিছু লোককে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নিয়মিতভাবে এই প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা না করলে পুস্তক প্রকাশনার সংগে জড়িত ক্রমবর্ধমান জনশক্তিকে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত করে তোলা সম্ভব হবে না। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অধীনে একটি "ট্রেনিং ইনস্টিটিউট" গড়ে তোলা যেতে পারে যেখানে প্রকাশনা বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া যায়।

* ইসলামী সভ্যতায় বিজ্ঞানের চরম উন্নতি ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন ভাষায় বিষয়ভিত্তিক পারিভাষিক, জীবনীভিত্তিক বিশ্বকোষ কাগজের পাতায়, ভিসিডিয়ার ওয়েব সাইডে সমগ্র বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত করছে। সেজন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ, সীরাত বিশ্বকোষ, *Scientific Indications in the Holy Quran*সহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু পুস্তককে মাল্টিমিডিয়ার ভিসিডি এবং ওয়েবসাইট-এ সংস্করণ করে সমগ্র বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগ মুসলিম তরুণ প্রজন্মকে তাদের নিজেদের সোনালী অতীত ও সমকালের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞাত করার মানসে নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দুই খণ্ডে ছোটদের বিশ্বকোষ নামে বিশ্বকোষ প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে প্রথম খণ্ডের কপি খুঁজে পাওয়া যায়না। দ্বিতীয় খণ্ডের কপি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলেও তরুণ প্রজন্মের অনুপযোগী ভাষায় প্রণীত এবং ইসলামী ভাবধারা তাতে অবর্তমান রয়েছে। সেখানে বিজ্ঞানের বিজ্ঞানীদের অবদান, কুরআন-হাদীসে বিজ্ঞানের নির্দেশনা ও ইসলামের

Dhaka University Institutional Repository

সংগে বিজ্ঞানের ওতপ্রোত সম্পর্ক বিষয়ে কোন আলোচনা স্থান পায়নি। সেহেতু 'ছোটদের বিশ্বকোষ' শিশু-কিশোরদের জন্য উপযোগী করে ইসলামী ভাবধারায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা যেতে পারে।

* পুস্তকে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আধুনিক শৈলী এবং বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর বানান রীতি অনুসরণ করা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় প্রচলিত নয় এমন জটিল বাংলা শব্দ এবং জটিল বিদেশী শব্দ পরিহার করা যেতে পারে। সম্পাদনা এবং প্রুফরিডিং এ দক্ষ ও অভিজ্ঞ পেশাজীবি সম্পাদক ও প্রুফ রিডার নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। মানসম্মত কাজ পাবার জন্য এক্ষেত্রে তাঁদের প্রাপ্য সম্মানীর হার গ্রহণযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

* প্রকাশিতব্য পুস্তককে অধিকতর আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে পুস্তকের প্রচ্ছদ, অলংকরণ এবং আকার উন্নত ও যুগোপযোগী করা যেতে পারে। পুস্তক বাধাইয়ের ক্ষেত্রেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

* পুস্তক প্রকাশের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পুস্তক নির্বাচন কমিটির সভা যথাসময়ে আয়োজন করা যেতে পারে। অর্থ বছরের শুরুতেই পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করে রাখা যেতে পারে। নির্ধারিত সময় পার হবার পর বিকল্প রিভিউয়ার নিয়োগ করার বিধান প্রয়োগ করা যেতে পারে। রিভিউয়ারগণ যাতে পাণ্ডুলিপি যথাযথভাবে রিভিউ করেন সে ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা যেতে পারে।

* রয়্যালটি সংক্রান্ত আর্কষণীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে গুণী লেখকদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

* ইসলামী সাহিত্যের প্রসার এবং ইসলামিক সাহিত্যিক তৈরির লক্ষ্যে একটি "ইসলামিক সাহিত্য একাডেমী" প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

* পরিবার কল্যাণ, পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক পুস্তক আরো অধিক হারে প্রকাশ করা যেতে পারে। গবেষণামূলক কার্যক্রমের পরিধি আরো বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণামূলক পত্র ও প্রবন্ধ রচনার জন্য দেশের প্রতিভাবান এবং উৎসাহী গবেষকদের জন্য আর্থিক সুবিধা (বৃত্তি) প্রদান করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে ইসলামী বিষয়ের উপর গবেষণার জন্য পি-এইচ.ডি. এবং এম. ফিল কোর্সের জন্য বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে।

* নির্ভুল, বস্তুনিষ্ঠ ও মানসম্মত পুস্তক বাছাই ও প্রকাশের সুবিধার্থে সম্পাদনা ও পুস্তক বাছাই কমিটিতে দেশের প্রখ্যাত লেখক, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে আরো অধিক সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করে কমিটিকে পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে।

* আধুনিক বিশ্বে ইসলাম কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, এসব সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ লক্ষ্যে যুগোপুযাগী পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করা যেতে পারে।

* প্রকাশনা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাঁদের চাকুরীর নিশ্চয়তা ও অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

* বাস্তবতার নিরিখে ও সময়োপোযোগী পান্ডুলিপি সংগ্রহের লক্ষ্যে একাধিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যেতে পারে।

* পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী পুস্তক পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পাঠকের চাহিদা তথা বাজার যাচাই পূর্বক পুনর্মুদ্রণযোগ্য বইয়ের সংখ্যা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

* প্রকাশিত পুস্তক-পত্রিকাসমূহ বিপণনের সুবিধার্থে বেতার টেলিভিশন ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচারমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে বই প্রদর্শনী ও স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে স্টল নিয়ে পুস্তক বিক্রয় ও প্রচার-প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

* প্রকাশিত বইয়ের সঠিক ও নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য অনুকূল পরিবেশে, ঢাকায় এবং প্রয়োজনে বিভাগীয় সদরেও পুস্তক গুদামজাত করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

* মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ঃ ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও বর্তমান প্রেক্ষাপট শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা যেতে পারে।

* 'জেন্ডার ইস্যু ঃ ইসলামে নারী অধিকার ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা যেতে পারে।

* দেশের বাইরে রপ্তানীযোগ্য পুস্তক প্রকাশের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

* বাংলা ভাষায় একটি মৌলিক প্রামাণ্য কুরআনুল কারীমের তাফ্‌সীর প্রণয়ন ও প্রকাশ করা যেতে পারে।

* হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের সমন্বয়ে রচিত মরহুম মুফতী সাইয়্যিদ আমীমুল-ইহসান-এর "ফিক্‌হুস্‌-সুনান ওয়াল আছার" গ্রন্থটি বিশদ ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ ও প্রকাশ করা যেতে পারে।

* 'তাসাওউফ' শাস্ত্রের উপর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা যেতে পারে ।

* একটি সঠিক প্রামাণ্য ইসলামের ইতিহাস প্রণয়ন ও প্রকাশ করা যেতে পারে।

* খেলাধুলা, চলচ্চিত্র, মাদকদ্রব্য সেবন, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, নাচ, গান, নারী-পুরুষের অবাধে মেলামেশা ইত্যাদি বিষয়ে সহজ-সরল বাংলায় ইসলামের দিক-নির্দেশনা সম্বলিত সঠিক প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা যেতে পারে।

* 'বাংলাদেশে ইসলাম' এবং 'ইসলামের শিক্ষা ও সংস্কৃতি' এদেশে কিভাবে প্রচার-প্রসার লাভ ঘটেছে তার একটি সঠিক ও প্রামাণ্য ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন ও প্রকাশ করা যেতে পারে।

* হাদীস গ্রন্থসমূহের শরাহ্‌ গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা যেতে পারে।

* ইসলামের সামাজিক ন্যায় বিচার ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পদ্ধতির উপর প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা যেতে পারে।

* একটি 'ওলামা চরিতাভিধান' প্রণয়ন ও প্রকাশ করা যেতে পারে।

* ইসলামী গবেষণা কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অধীনে একটি "ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট" প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

* বিভিন্ন ইসলামী প্রকাশনা সংস্থার সাথে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ এবং পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রমের মানউন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর নেতৃত্বে একটি "ইসলামিক বুক ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যা ইসলামী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সেতু-বন্ধন হিসেবেও কাজ করবে।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে প্রদত্ত প্রস্তাবনার আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে চলমান এ কার্যক্রমকে আরো যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র কাছে এই প্রার্থনা তিনি যেন তাঁর অসীম করুণায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা কার্যক্রমসহ সার্বিক প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন এবং আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করেন। আমীন!!

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আল-কুরআন ও তাফ্সীর

১-১৩. সম্পাদনা পরিষদ : তাফসীরে মাযহারী (১ম-১৩খণ্ড), মূল : কাজী ছানাউল্লাহ্ পানিপথি (র), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রকাশকাল : ১ম খণ্ড-জুন ১৯৯৭, ২য় খণ্ড-জুন ১৯৯৭, ৩য় খণ্ড-নভেম্বর ১৯৯৮, ৪র্থ খণ্ড-ফেব্রুয়ারী ২০০১, ৫ম খণ্ড-জুন ২০০২, ৬ষ্ঠ খণ্ড-অক্টোবর ২০০৩, ৭ম খণ্ড-মে ২০০৪, ৮ম খণ্ড-মে ২০০৪, ৯ম খণ্ড-আগস্ট ২০০৪, ১০ম খণ্ড-ডিসেম্বর ২০০৪, ১১শ খণ্ড-জানুয়ারী ২০০৫, ১২শ খণ্ড-মার্চ ২০০৫, ১৩শ খণ্ড-মার্চ ২০০৫ খ্রি.।

১৪-২২. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), (অনুবাদ : মাওলানা মুহিউদ্দিন খান) : তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম-৮ম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম খণ্ড-জানুয়ারী ২০০৩ (৮ম সং), ২য় খণ্ড-মে ২০০৩ (৭ম সং), ৩য় খণ্ড-মে ২০০৩ (৭ম সং), ৪র্থ খণ্ড-মার্চ ২০০৪ (৬ষ্ঠ সং), ৫ম খণ্ড-ফেব্রুয়ারী ২০০৪ (৬ষ্ঠ সং), ৬ষ্ঠ খণ্ড-জুন ১৯৯৪ (৪র্থ সং), ৭ম খণ্ড-মার্চ ২০০৪ (৫ম সং), ৮ম খণ্ড-জুন ২০০০ (৫ম সং) খ্রি.।

২৩-৩৩. ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র), (অনুবাদ : অধ্যাপক আখতার ফারূক) : তাফসীরে ইবনে কাছীর (১ম-১১শ খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম খণ্ড-অক্টোবর ২০০৩ (২য় সং), ২য় খণ্ড-ডিসেম্বর ২০০৩ (৩য় সং), ৩য় খণ্ড-সেপ্টেম্বর ১৯৯১, ৪র্থ খণ্ড-মার্চ ১৯৯৯, ৫ম খণ্ড-জুন ২০০০, ৬ষ্ঠ খণ্ড-জুন ২০০০, ৭ম খণ্ড-জানুয়ারী ২০০৪, ৮ম খণ্ড-মে ২০০২, ৯ম খণ্ড-ডিসেম্বর ২০০২, ১০ম খণ্ড-মার্চ ২০০৩, ১১শ খণ্ড-মে ২০০৩ খ্রি.।

৩৪-৩৭. মাওলানা সাব্বীর আহমদ উসমানী ও মাওলানা মাহমুদুল হাসান, (অনুবাদ : আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম) : তাফসীরে উসমানী (১ম-৪র্থ খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম খণ্ড-জুন ১৯৯৬, ২য় খণ্ড-এপ্রিল ১৯৯৭, ৩য় খণ্ড-এপ্রিল ১৯৯৭, ৪র্থ খণ্ড-জুন ২০০৪ খ্রি.।

৩৮-৪৮. আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত্-তাবারী, (অনুবাদ : সম্পাদনা পরিষদ) : তাফসীরে তাবারী শরীফ (১ম-১১তম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম খণ্ড-সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, ২য় খণ্ড-জানুয়ারী ১৯৮৮, ৩য় খণ্ড-জুলাই ১৯৯২, ৪র্থ খণ্ড-মার্চ ১৯৯৩, ৫ম খণ্ড-মে ১৯৯৪, ৬ষ্ঠ খণ্ড-মে ১৯৯৪, ৭ম খণ্ড-জুন ১৯৯৫, ৮ম খণ্ড-জুন ২০০০ , ৯ম খণ্ড-অক্টোবর ২০০০, ১০ম খণ্ড-জানুয়ারী ২০০০, ১১শ খণ্ড-ফেব্রুয়ারী ২০০৪ খ্রি.।

৪৯-৫০. আল্লামা আবু বকর আহ্মাদ আল-জাস্সাস, (অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম) : আহকামুল কুরআন (১ম-২য় খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , প্রকাশকাল : ১ম খণ্ড-জুন ১৯৮৮, ২য় খণ্ড-নভেম্বর ১৯৮৮ খ্রি.।

৫১-৫৪. আল্লামা হিফজুর রহমান সেওহারবী, (অনুবাদ : আবদুল মতিন জালালাবাদী) : কাসাসুল কুরআন (১ম-৪র্থ খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম খণ্ড-মে ১৯৯০, ২য় খণ্ড-অক্টোবর ২০০৩, ৩য় খণ্ড-জুন ২০০৪, ৪র্থ খণ্ড-জুন ১৯৮৯ খ্রি.।

৫৫. সম্পাদনা পরিষদ : আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর-২০০০।

৫৬. সম্পাদনা পরিষদ : আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত, ২য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-২০০৩।

৫৭. সম্পাদনা পরিষদ : আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত, ৩য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-২০০৩।

৫৮. সম্পাদনা পরিষদ : আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত, ৪র্থ খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।

৫৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই : পবিত্র কুরআনের অভিধান, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৩।

৬০. সাইয়িদ কুতুব শহীদ : আল-কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী-২০০৪।

৬১. বোর্ড অব রিসার্চার্স : আল-কুরআনের বিজ্ঞান, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ-২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

৬২. জাস্টিস আল্লামা তাকী উসমানী ঃ কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।
৬৩. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম অনূদিত ঃ আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৩।
৬৪.মোঃ মাজহারুল কুদ্দুস ঃ কুরআনের শিক্ষা, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ-১৯৮৮।
৬৫. এ. কে. ব্রোহী ঃ মানবেতিহাসে আল-কুরআনের ইতিহাস, ইফাবা, ঢাকা-মে ২০০৪।
৬৬. আবুল কালাম আযাদ ঃ উম্মুল কুরআন, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-২০০২।
৬৭. ড. মীর ওয়ালী উদ্দীন ঃ জীবন গঠনে আল-কুরআনের শিক্ষা, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৫।
৬৮. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম ঃ আল-কুরআনে ঈমান প্রসঙ্গ, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০৫।
৬৯. লেখক মণ্ডলী ঃ আল-কুরআনের শাশ্বত পয়গাম, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর-২০০২।
৭০. মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন ঃ কুরআনের দৃষ্টিতে বন্ধু ও শত্রু, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ-২০০২।
৭১. মুফতী সুলতান মাহমুদ ঃ পবিত্র কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৩।
৭২. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী ঃ তাফসীরুল কুরআন ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০২।
৭৩. ড. মোঃ গোলাম মাওলা ঃ আল-কুরআনুল কারীম-এর আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৫।

আল-হাদীস

১-১০. আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র) ঃ বুখারী শরীফ (১ম-১০ম খণ্ড), প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম খণ্ড-এপ্রিল ২০০২ (৪র্থ সং), ২য় খণ্ড-জুন২০০২ (৪র্থ সং), ৩য় খণ্ড-মার্চ ২০০৩ (৪র্থ সং), ৪র্থ খণ্ড-মার্চ ২০০৩ (৩য় সং), ৫ম খণ্ড-মার্চ ২০০৩ (৩য় সং), ৬ষ্ঠ খণ্ড-জুন ২০০৩ (৩য় সং), ৭ম খণ্ড জুন ২০০৩ (৩য় সং), ৮ম খণ্ড জুন ২০০৩ (৩য় সং), ৯ম খণ্ড জুন ২০০৩ (৩য় সং), ১০ম খণ্ড জুন ২০০৩ (৩য় সং)।

১১-১৮. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র) ঃ (অনুবাদ ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ) ঃ মুসলিম শরীফ (১ম-৮ম খণ্ড), প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম খণ্ড-মে ২০০২ (৩য় সং), ২য় খণ্ড-জানুয়ারী ২০০৩ (২য় সং), ৩য় খণ্ড-এপ্রিল ২০০৩ (২য় সং), ৪র্থ খণ্ড-এপ্রিল ২০০৩ (২য় সং), ৫ম খণ্ড-মে ২০০৩ (২য় সং), ৬ষ্ঠ খণ্ড-জুন ২০০৩ (২য় সং), ৭ম খণ্ড-জুন ১৯৯৪ (১ম সং), ৮ম খণ্ড-জুন ১৯৯৪ (১ম সং)।

১৯-২৪. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র) ঃ (অনুবাদ ঃ মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ), সম্পাদনা ঃ ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ ঃ তিরমিযী শরীফ (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম খণ্ড-সেপ্টেম্বর ১৯৮৯, ২য় খণ্ড-অক্টোবর ১৯৯৩, ৩য় খণ্ড-জুন ১৯৯৫, ৪র্থ খণ্ড-জুন ১৯৯৭, ৫ম খণ্ড-জুন ১৯৯৯, ৬ষ্ঠ খণ্ড-জুন ১৯৯৭ খ্রি.।

২৫-২৯. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র) ঃ আবু দাউদ শরীফ (১ম-৫ম খণ্ড), অনুবাদ ঃ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, ডঃ আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক ও মাওলানা নূর মোহাম্মদ, সম্পাদনা ঃ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১ম খণ্ড-এপ্রিল ১৯৯০, ২য় খণ্ড-এপ্রিল ১৯৯১, ৩য় খণ্ড-আগস্ট ১৯৯২, ৪র্থ খণ্ড-জুন ১৯৯৭, ৫ম খণ্ড-জুন ১৯৯৯ খ্রি.।

৩০. আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযিবীনী (র) ঃ সুনানু ইবনে মাজাহ্ (১ম খণ্ড),অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ্ ও মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদুল হক, সম্পাদনা ঃ ডঃ আ.ফ.ম.আবূ বকর সিদ্দীক ও মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস সালাম, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০০খ্রি.।

৩১. আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযিবীনী (র) ঃ সুনানু ইবনে মাজাহ (২য় খণ্ড) অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদুল হক, মাওলানা হাফেজ মুজিবুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলীল ও মাওলানা মুহম্মদ মূসা, সম্পাদনা ঃ ডঃ আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক ও মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস সালাম, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ২০০১ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

৩২. আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযিবীনী (র) ঃ সুনানু ইবনে মাজাহ (৩য় খণ্ড)অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ ও মাওলানা আবুল বাশার আখন্দ, সম্পাদনা ঃ ডঃ আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক ও মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস সালাম, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০২ খ্রি.।

৩৩. ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্‌ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র) ঃ সুনানু নাসাঈ শরীফ (১ম খণ্ড),অনুবাদ ঃ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পাদনা ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক, ডঃ আবুবকর রফীক আহমদ ও অধ্যাপক আবুল কালাম পাটোয়ারী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০১ খ্রি.।

৩৪. ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্‌ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র) ঃ সুনানু নাসাঈ শরীফ (২য় খণ্ড),অনুবাদ ঃ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পাদনা ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও মাওলানা মাহবুবুল হক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মে ২০০২ খ্রি.।

৩৫. ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্‌ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র) ঃ সুনানু নাসাঈ শরীফ (৩য় খণ্ড)অনুবাদ ঃ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পাদনা ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও মাওলানা মাহবুবুল হক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৩ খ্রি.।

৩৬. ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্‌ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র) ঃ সুনানু নাসাঈ শরীফ (৪র্থ খণ্ড) অনুবাদ ঃ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পাদনা ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও ডঃ আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৪ খ্রি.।

৩৭. ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্‌ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র) ঃ সুনানু নাসাঈ শরীফ (৫ম খণ্ড)অনুবাদ ঃ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পাদনা ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও ডঃ আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০১ খ্রি.।

৩৮. ইমাম মালিক (র) ঃ মুয়াত্তা ইমাম মালিক (১ম খণ্ড), অনুবাদ ঃ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০২ (৪র্থ সং)।

৩৯. ইমাম মালিক (র) ঃ মুয়াত্তা ইমাম মালিক (২য় খণ্ড), অনুবাদ ঃ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০১ (৩য় সং)।

৪০. মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নু'মানী (র) ঃ মা'আরিফুল হাদীস (১ম খণ্ড), অনুবাদ ঃ মাওলানা নুরুজ্জামান, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০১।

৪১. মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নু'মানী (র) ঃ মা'আরিফুল হাদীস (২য় খণ্ড), অনুবাদ ঃ মাওলানা নুরুজ্জামান,প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ মে ১৯৮৮।

৪২. মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নু'মানী (র) ঃ মা'আরিফুল হাদীস (৩য় খণ্ড), অনুবাদ ঃ মাওলানা সাঈদুল হক, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ২০০৪।

৪৩. মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নু'মানী (র) ঃ মা'আরিফুল হাদীস (৪র্থ খণ্ড), অনুবাদ ঃ মাওলানা বুরহানুদ্দীন, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৩ ।

৪৪. মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নু'মানী (র) ঃ মা'আরিফুল হাদীস (৫ম খণ্ড), অনুবাদ ঃ আবদুল্লাহ বিন সাইদ জালালাবাদী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৪।

৪৫. মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নু'মানী (র) ঃ মা'আরিফুল হাদীস (৬ষ্ঠ খণ্ড), অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নু'মানী (র) ঃ মা'আরিফুল হাদীস (৭ম খণ্ড), অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৩।

৪৭. মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নু'মানী (র) ও মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাম্ভলী (র) ঃ মা'আরিফুল হাদীস (৮ম খণ্ড), অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৭।

৪৮. সম্পাদনা পরিষদ ঃ তাজরীদুস সিহাহ (১ম খণ্ড), প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯৭।

৪৯. সম্পাদনা পরিষদ ঃ তাজরীদুস সিহাহ (২য় খণ্ড), প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০০।

৫০. হাফিয যাকীউদ্দীন আবদুল আযীয আল-মুনযিরী (র) ঃ আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব (১ম খণ্ড), অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদুল হক, সম্পাদনা ঃ ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক ও মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০৩।

৫১. হাফিয যাকীউদ্দীন আবদুল আযীয আল-মুনযিরী (র) ঃ আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব (২য় খণ্ড), অনুবাদ ঃ হাফিজ মাওলানা মুজিবুর রহমান, সম্পাদনা ঃ আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০৩।

৫২. হাফিয যাকীউদ্দীন আবদুল আযীয আল-মুনযিরী (র) ঃ আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব (৩য় খণ্ড), অনুবাদ ঃ মাওলানা এমদাদুল্লাহ, সম্পাদনা ঃ আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০৩।

৫৩. হাফিয যাকীউদ্দীন আবদুল আযীয আল-মুনযিরী (র) ঃ আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব (৪র্থ খণ্ড), অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ মায়মূন, সম্পাদনা ঃ আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৫।

৫৪. ইমাম আবু জফর আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-মিসরী আত-তাহাবী (র) ঃ তাহাবী শরীফ (১ম খণ্ড), মাওলানা জাকির হোসেন অনূদিত, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০৪।

৫৫. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন ঃ রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ-২০০৪।

৫৬.ড. ইযযুদ্দীন ইবরাহীম ঃ চল্লিশ হাদীসে কুদসী, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৩।

৫৭. ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম ঃ হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ-২০০৫।

৫৮. অধ্যাপক মাওলানা আশরাফ আলী আবাদী ঃ সৈনিকের চল্লিশ হাদীস, ইফাবা, ঢাকা, আগষ্ট-২০০৪।

৫৯. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন ঃ আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল হাদীসের অবদান ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ইফাবা, ঢাকা, আগষ্ট-২০০৪।

৬০. শামীম আরা চৌধুরী ঃ হাদীস বিজ্ঞান, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০১।

৬১. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ঃ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (র) ও তাঁর আল জামি, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর- ২০০৪।

৬২. লেখক মণ্ডলী ঃ হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।

৬৩. লেখক মণ্ডলী ঃ হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ২য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, আগষ্ট-২০০৪।

৬৪. মাওলানা মুশতাক আহমদ ঃ উলূমুল হাদীস, ইফাবা, ঢাকা, জুন-১৯৯৯।

৬৫. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ ও অন্যান্য ঃ আবু দাউদ শরীফ, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, আগষ্ট -২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিশ্বকোষ

১. সম্পাদনা পরিষদ : সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ জুন ১৯৮২, ৫ম সংস্করণ মে ২০০৭ খ্রি.।

২. সম্পাদনা পরিষদ : সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯২, ৪র্থ সংস্করণ জুন ২০০৭ খ্রি.।

৩. সম্পাদনা পরিষদ : সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (অতিরিক্ত খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৫ খ্রি.।

৪. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৮৬, ২য় সংস্করণ জুন ২০০৪ খ্রি.।

৫. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৬, ২য় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০০ খ্রি.

৬. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (৩য় খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৭, ২য় সংস্করণ নভেম্বর ২০০০ খ্রি.

৭. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (৪র্থ খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ মে ১৯৮৮ খ্রি.

৮. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (৫ম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮৮ খ্রি.

৯. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ জুন ১৯৮৯, খ্রি.

১০. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (৭ম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮৯ খ্রি.

১১. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (৮ম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ জুন ১৯৯০ খ্রি.

১২. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (৯ম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯০ খ্রি.

১৩. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (১০ম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ মে ১৯৯১ খ্রি.

১৪. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (১১তম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯২ খ্রি.

১৫. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (১২তম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯২ খ্রি.

১৬. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (১৩তম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯২ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

১৭. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (১৪তম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ খ্রি.

১৮. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (১৫তম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ মে ১৯৯৪ খ্রি.

১৯. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (১৬তম খণ্ড ১ম ভাগ), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ খ্রি.

২০. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (১৬তম খণ্ড ২য় ভাগ), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ মার্চ ১৯৯৬ খ্রি.

২১. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (১৭তম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ মে ১৯৯৫ খ্রি.

২২. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (১৮তম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ মে ১৯৯৫ খ্রি.

২৩. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (১৯তম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৯৫ খ্রি.

২৪. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (২০তম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৬ খ্রি.

২৫. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (২১তম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৬ খ্রি.

২৬. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (২২তম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খ্রি.

২৭. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (২৩তম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ জুন ১৯৯৭ খ্রি.

২৮. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (২৪তম খণ্ড ১ম ভাগ), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৮ খ্রি.

২৯. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (২৪তম খণ্ড ২য় ভাগ), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৯ খ্রি.

৩০. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (২৫তম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৯৬ খ্রি.

৩১. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ (২৬তম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ নভেম্বর ২০০০ খ্রি.

৩২. ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ : ইসলামী বিশ্বকোষ নিবন্ধসূচী, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৩ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

সীরাত বিশ্বকোষ ও সীরাত বিষয়ক

১. সম্পাদনা পরিষদ : সীরাত বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ অক্টোবর ২০০০, ২য় সংস্করণ নভেম্বর ২০০৩ খ্রি.

২. সম্পাদনা পরিষদ : সীরাত বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ মার্চ ২০০১, ২য় সংস্করণ নভেম্বর ২০০৩ খ্রি.

৩. সম্পাদনা পরিষদ : সীরাত বিশ্বকোষ (৩য় খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০২ খ্রি.

৪. সম্পাদনা পরিষদ : সীরাত বিশ্বকোষ (৪র্থ খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ জুন ২০০২ খ্রি.

৫. সম্পাদনা পরিষদ : সীরাত বিশ্বকোষ (৫ম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ জুন ২০০৩ খ্রি.

৬. সম্পাদনা পরিষদ : সীরাত বিশ্বকোষ (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৩ খ্রি.

৭. সম্পাদনা পরিষদ : সীরাত বিশ্বকোষ (৭ম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৩ খ্রি.

৮. সম্পাদনা পরিষদ : সীরাত বিশ্বকোষ (৮ম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৩ খ্রি.

৯. সম্পাদনা পরিষদ : সীরাত বিশ্বকোষ (৯ম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৪ খ্রি.

১০. সম্পাদনা পরিষদ : সীরাত বিশ্বকোষ (১০ম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ মার্চ ২০০৫ খ্রি.

১১. সম্পাদনা পরিষদ : সীরাত বিশ্বকোষ (১১তম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ জুন ২০০৫ খ্রি.

১২. সম্পাদনা পরিষদ : সীরাত বিশ্বকোষ (১২তম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ মার্চ ২০০৬ খ্রি.

১৩. সম্পাদনা পরিষদ : সীরাত বিশ্বকোষ (১৩তম খণ্ড), প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ জুন ২০০৮ খ্রি.

১৪. আবদুর রহমান আয্যাম : (অনুবাদ : আবু জাফর), মহানবীর শাশ্বত পয়গাম, ইফাবা, ঢাকা-১৯৮০।

১৫. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ : (অনুবাদ : মাওলানা আবদুল মতিন জালালাবাদী), রাসূলে রহমত (সা), ইফাবা,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী-২০০২।

১৬. সৈয়দ বদরুদ্দোজা : হযরত মুহাম্মদ (সা) : তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০২।

১৭. ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল : (অনুবাদ : মওলানা আবদুল আউয়াল), মহানবী (সা) জীবন চরিত, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. সম্পাদনা পরিষদ	ঃ সীরাতুন্নবী (সা), ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা-১৯৯৪।
১৯. আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র),	ঃ (অনুবাদঃ কালাম আযাদ), সীরাতুল মুস্তফা (সা), ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০৪।
২০. আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী (র)	ঃ (অনুবাদ ঃ মাওলানা আ.ছ.ম. মাহমুদুল হাসান খান ও মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী) ঃ আসাহহুস্ সিয়ার, ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-১৯৯৬।
২১. আফযালুর রহমান	ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা) জীবনী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা-১৯৮৯।
২২. সম্পাদনা পরিষদ	ঃ হযরত রাসূলে করীম (সা) জীবন ও শিক্ষা, ইফাবা, ঢাকা, মে-১৯৯৭।
২৩. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী	ঃ (অনুবাদ : আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী), নবীয়ে রহমত, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০২।
২৪. লেখক মণ্ডলী	ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন ও বৈশিষ্ট্য, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৪।
২৫. আব্দুর রউফ চৌধুরী	ঃ বাইবেলে সত্য নবী মুহাম্মদ (সা), ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৪।
২৬. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী	ঃ মরু ভাস্কর, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৪।
২৭. আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র)	ঃ (অনুবাদ ঃ কালাম আযাদ), সীরাতুল মুস্তফা (সা), ২য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর-২০০৪।
২৮. মোহাম্মদ নুরুজ্জামান অনূদিত	ঃ মহানবী (সা)-এর ভাষণ, ইফাবা, ঢাকা-১৯৯০।
২৯. সম্পাদনা কমিটি	ঃ শাশ্বত নবী (সা), ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।
৩০. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী	ঃ (অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ), হযরত আলী (রা) : জীবন ও খিলাফত, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৪।
৩১. আবদুল কাইয়ুম নদভী	ঃ (অনুবাদ ঃ আবদুল মতিন জালালাবাদী), মহানবীর ভাষণ, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ-২০০৪।
৩২. মুহাম্মদ রিজাউল করিম ইসলামাবাদী	ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা), ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর-২০০২।
৩৩. হাফেজ আবু শায়খ আল-ইস্পাহানী (র)	ঃ আখলাকুন্ নবী, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ-২০০৪।
৩৪. লেখক মণ্ডলী	ঃ মি'রাজুন্নবী (সা), ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।
৩৫. মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভী	ঃ (অনুবাদ ঃ আখতার ফারূক), সাহাবা চরিত, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০২।
৩৬. মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা সম্পাদিত	ঃ বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা), ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৫।
৩৭. ড. মজীদ আলী খান	ঃ (অনুবাদ ঃ আবু মুহাম্মদ), শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা), ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৫।
৩৮ রওশন আলী খোন্দকার সম্পাদিত	ঃ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা), ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৫।
৩৯. সম্পাদনা কমিটি	ঃ শাশ্বত নবী (সা)-২, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।

অন্যান্য

১. এম. রুহুল আমিন	ঃ বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, ইফাবা, ঢাকা, ১ম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৮৯ খ্রি., ২য় প্রকাশ মে ২০০৫ খ্রি.।
২. সম্পাদনা পরিষদ	ঃ বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১ম খণ্ড, মার্চ ২০০৩ খ্রি.।
৩. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত	ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, ইফাবা, ঢাকা, প্রকাশনা নং-১৯১৭।
৪. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত	ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৮৯-৯০, ফাবা, ঢাকা, ১৯৯০ খ্রি.।
৫. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত	ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ইফাবা কর্তৃক প্রকাশিত ১৪২২ হিজরী সনের ডায়েরী।
৬. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত	ঃ ইসলামিক মিশন পরিচিতি, ইফাবা, ঢাকা, জুন ১৯৯০ খ্রি.।
৭. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত	ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৮ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ইফাবা কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৮ খ্রি.সনের ডায়েরী।

৯. কমিটি কর্তৃক প্রণীত ঃ চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, মসজিদ পাঠাগার প্রকল্প, ইফাবা, ঢাকা, ২০০২ খ্রি.।

১০. কমিটি কর্তৃক প্রণীত ঃ চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী (৩য় পর্যায়) প্রকল্প, ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০১ খ্রি.।

১১. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ একটি সমীক্ষা, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০৪খ্রি.।

১২. যাকাত বোর্ড ঃ যাকাত ফান্ড পরিচিতি, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৮ খ্রি.।

১৩. এ.এম.এম. বাহাদুর মুন্সী ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ম্যানুয়াল, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ ১৯৯১ খ্রি.।

১৪. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত ঃ বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, এপ্রিল ৩০, ১৯৯৮ খ্রি.।

১৫. মহিউদ্দিন আহমেদ ঃ বাংলাদেশে পুস্তক প্রকাশনা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রি.।

১৬. এ.জেড.এম.শামসুল আলম ঃ ইসলামী প্রবন্ধমালা, ইফাবা, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ এপ্রিল ২০০৪ খ্রি.।

১৭. ডঃ মুহাম্মদ আবদুল বাকী ঃ বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৫ খ্রি.।

১৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত পুস্তক তালিকা, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ ২০০৪ খ্রি.।

১৯. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত ঃ বার্ষিক প্রতিবেদন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০০৩-২০০৪ খ্রি.।

২০. কমিটি কর্তৃক প্রণীত ঃ ইসলামী প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও বিশ্বকোষ (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০৬ খ্রি.।

২১. মমতাজ দৌলতানা ঃ ধর্ম, যুক্তি ও বিজ্ঞান, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৭ খ্রি.।

২২. কমিটি কর্তৃক প্রণীত ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)-এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইফাবা, ঢাকা, জুন ১৯৯৫ খ্রি.।

২৩. কমিটি কর্তৃক প্রণীত ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইফাবা, ঢাকা, জুন ১৯৯০ খ্রি.।

২৪. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত ঃ গবেষণা বিভাগ পরিচিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

২৫. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ঃ (অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ লুতফুল হক), ইসলাম পরিচয়, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী-২০০৪।

২৬. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) ঃ (অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক), যুক্তির কষ্টি পাথরে ইসলামের বিধান, ইফাবা ঢাকা, জুন-২০০৪।

২৭. লেখক মণ্ডলী ঃ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।

২৮. এ. জেড. এম. শামসুল আলম ঃ ইসলামী প্রবন্ধমালা, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৪।

২৯. মাওলানা বোরহানুদ্দীন সাম্ভলী ঃ (অনুবাদ ঃ মাওলানা এ. কিউ. এম. হিফাজুল্লাহ্),পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম, ইফাবা ঢাকা, জুন-২০০৩।

৩০. সম্পাদনা পরিষদ ঃ দীনিয়াত, ইফাবা ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০৪।

৩১. আবু তাহের সিদ্দিকী সম্পাদিত ঃ সিয়াম ও রমযান, ইফাবা ঢাকা, নভেম্বর-২০০৩।

৩২. আফীক আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা ঃ (মাওলানা রেজাউল করীম ইসলামাবাদী অনূদিত), ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ, ইফাবা ঢাকা, আগষ্ট-২০০৪।

৩৩. ডাঃ আবদুর রহমান ঃ শান্তির পথ, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।

৩৪. এ. এফ. মোঃ এনামুল হক ঃ মূল্যবোধ কি ও কেন, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৪।

৩৫. আল্লামা ইয্যুদ্দীন বালীক (র) ঃ (অনুবাদ ঃ হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল), মিনহাজুস সালেহীন, ১ম খণ্ড, ইফাবা ঢাকা, মে-২০০৪।

৩৬. মাওলানা আবদুল খালেক ঃ নামায, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৪।

৩৭. বেগম আয়েশা বাওয়ানী ঃ (অনুবাদ ঃ খন্দকার হাবিবুর রহমান), ইসলাম ঃ প্রথম ও চূড়ান্ত ধর্ম, ইফাবা ঢাকা, জুন-২০০৪।

৩৮. সালাউদ্দিন ঃ (অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ), মৌলিক মানবাধিকার, ইফাবা ঢাকা, জুন-২০০৪।

৩৯. মুরাদ হফম্যান ঃ (অনুবাদ ঃ মঈন বিন নাসির), ইসলাম দি অলটারনেটিভ, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর-২০০৪।

৪০. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) ঃ (অনুবাদ, মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী), আল আদাবুল মুফরাদ, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর-২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

৪১. এ. জেড. এম. শামসুল আলম ঃ (অনুবাদ ঃ শহীদ আখন্দ), তাবলীগ ও দাওয়াহ্, ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-২০০৪।

৪২. লেখক মণ্ডলী ঃ ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৩।

৪৩. মোঃ শহিদুজ্জামান ঃ ইসলামের কতিপয় মৌলিক জ্ঞান ও আমল, ইফাবা,ঢাকা, মে-২০০৫।

৪৪. প্রফেসর ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ ঃ ইসলাম ও উন্নত জীবন ব্যবস্থা, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৫।

৪৫. মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ অনূদিত ঃ আল-হিদায়া, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-২০০৩।

৪৬. মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ অনূদিত ঃ আল-হিদায়া, ২য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-২০০৩।

৪৭. মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ অনূদিত ঃ আল-হিদায়া, ৩য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৩।

৪৮.মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ ও মাওলানা ইসহাক ফরিদী অনূদিত ঃ আল-হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০১।

৪৯. শামসুদ্দীন যাহাবী (র) ঃ (অনুবাদ ঃ আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান), কিতাবুল কাবায়ের, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৫।

৫০. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম অনূদিত ঃ ইসলামী শরীয়াহ্ ও সুন্নাহ্, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৭।

৫১. সাইয়েদ কুতুব শহীদ ঃ (অনুবাদ ঃ নাজির আহমদ), কালজয়ী আদর্শ ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৫।

৫২. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী ঃ (অনুবাদ ঃ মাওলানা ওবায়দুল হক), মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আদর্শ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।

৫৩. মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ঃ সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী-২০০৬।

৫৪. মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ ঃ অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৭।

৫৫. সম্পাদনা পরিষদ ঃ নামাযের মাসআলা-মাসায়েল, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৭।

৫৬. সম্পাদনা পরিষদ ঃ রোযার মাসআলা-মাসায়েল, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৫।

৫৭. সম্পাদনা পরিষদ ঃ কুরবানী ও আকীকা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৫।

৫৮. সম্পাদনা পরিষদ ঃ হজ্জ ও উমরার মাসআলা-মাসায়েল, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৫।

৫৯. সম্পাদনা পরিষদ ঃ দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৫।

৬০. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল ঃ মিনহাজুস সালেহীন, ২য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।

৬১. নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত ঃ দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৫।

৬২. সম্পাদনা পরিষদ ঃ পবিত্রতা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৫।

৬৩. সম্পাদনা পরিষদ ঃ শিরক-কুফর-বিদআত সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৫।

৬৪. সম্পাদনা পরিষদ ঃ বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৫।

৬৫. ড. খুরশীদ আহমদ ঃ (অনুবাদ ঃ আবুল আসাদ), গোঁড়ামী, অসহনশীলতা ও ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, জুন-১৯৮৯।

৬৬. সম্পাদনা পরিষদ ঃ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৫।

৬৭. সম্পাদনা পরিষদ ঃ ফারাইয বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৫।

৬৮. সম্পাদনা পরিষদ ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৫।

৬৯. ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড ঃ বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড ১ম ভাগ, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-১৯৯৫।

৭০. ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোড ঃ বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড ২য় ভাগ, ইফাবা, ঢাকা, জুন-১৯৯৬।

৭১. ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড ঃ বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড ৩য় ভাগ, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী-২০০১।

৭২. মুহাম্মদ তাকী আমিনী ঃ (আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত), ইসলামী ফিক্হ-এর পটভূমি ও বিন্যাস, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০৪।

৭৩. ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল ঃ মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী-২০০৬।

৭৪. লেখক মণ্ডলী ঃ ইসলামী আইন, ইফাবা, ঢাকা সেপ্টেম্বর-২০০৪।

৭৫. জহির-উল-ইসলাম ঃ নজরুল কথামালা, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী-২০০৪

৭৬. শাহাবুদ্দীন আহমদ ঃ ইসলাম ও নজরুল ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪

৭৭. কবি রুহুল আমীন খান ঃ স্বর্ণ-ঈগল, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৩।

৭৮. ফররুখ আহমদ ঃ মাহফিল, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

৭৯. লেখক মণ্ডলী ঃ ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৪।

৮০. মুকুল চৌধুরী ঃ সেই দীপ্ত শপথ, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৩।

৮১. মনির উদ্দীন ইউসুফ ঃ বাংলা সাহিত্যে সূফী প্রভাব, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৪।

৮২. ফজল-এ খোদা ঃ ঈদের গান, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ-২০০৪।

৮৩. ফজল-এ-খোদা ঃ বন্দেগী, ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০২।

৮৪. আহমদ হাসান ঃ (অনুবাদ ঃ নূরুল আমীন জাওহার), ইসলামে ইজমা দর্শন, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী-২০০৪।

৮৫. অধ্যাপক হাসান আইয়ুব ঃ ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০৪।

৮৬. আসকার ইবনে সাইখ ঃ কন্যা জায়া জননী, প্রথম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।

৮৭. আবদুল মতীন জালালাবাদী অনূদিত ঃ আর রূহ্ (আত্মার রহস্য), ইফাবা, ঢাকা,এপ্রিল-২০০৩।

৮৮. ক্বারী মুহাম্মদ তায়্যিব (র) ঃ (মাওলানা মুহাম্মদ বজলুর রহমান অনূদিত), ইসলাম ও বিজ্ঞান, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর-২০০২।

৮৯. ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ঃ ইকবাল ও নজরুলের কাব্য ভাবধারা, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৩।

৯০. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্ ঃ বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০৪।

৯১. ফররুখ আহমদ ঃ কাফেলা, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী-২০০৪।

৯২. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ঃ অনল প্রবাহ, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৪।

৯৩. এম.এ. হাশেম ঃ আলোর পরশ, ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-২০০২।

৯৪. হোসেন মাহমুদ ঃ বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাগরণের সূচনা, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৩।

৯৫. ড. আহমদ আমিন ঃ (অনুবাদ ঃ আবু তাহের মেসবাহ), দুহাল ইসলাম, ৩য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ-২০০৪।

৯৬. কা'ব ইবনে যুহায়র (রা) ঃ কাসীদা সওগাত, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৪।

৯৭. সৈয়দ আহমদ আকবরাবাদী ঃ (অনুবাদ ঃ ড. এ.কে.এম. নুরুল আলম), ওয়াহিয়ে ইলাহী, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী-২০০৪।

৯৮. ড. তারা চাঁদ ঃ (অনুবাদ ঃ এস. মুজিব উল্যাহ), ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৫।

৯৯. মুহাম্মদ সিরাজুল হক সংকলিত ঃ ইসলামী প্রবন্ধ সংকলন, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-২০০৫।

১০০. ড. মুস্তফা সুবায়ী ঃ (অনুবাদ ঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী), ইসলামী সংস্কৃতির উজ্জল নিদর্শন, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-২০০৪।

১০১. আবদুল মান্নান সৈয়দ ঃ বাংলা সাহিত্যে মুসলমান, ইফাবা, ঢাকা, জুন-১৯৯৮।

১০২. ইমাম গাযালী (র) ঃ (অনুবাদ ঃ আবদুল খালেক), সৌভাগ্যের পরশমণি, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-২০০৩।

১০৩. ইমাম গাযালী (র) ঃ (অনুবাদ ঃ আবদুল খালেক), সৌভাগ্যের পরশমণি, ২য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-২০০৩।

১০৪. ইমাম গাযালী (র) ঃ (অনুবাদ ঃ আবদুল খালেক), সৌভাগ্যের পরশমণি, ৩য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-২০০৩।

১০৫. ইমাম গাযালী (র) ঃ (অনুবাদ ঃ আবদুল খালেক), সৌভাগ্যের পরশমণি, ৪র্থ খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-২০০৩।

১০৬. ফররুখ আহমদ ঃ ইকবালের নির্বাচিত কবিতা, ইফাবা, ঢাকা, জুন-১৯৮০।

১০৭. মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত ঃ সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মহানবী (সা), ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৫।

১০৮. লেখক মণ্ডলী ঃ সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঃ ইসলামী প্রেক্ষিত, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০১।

১০৯. লেখক মণ্ডলী ঃ স্রষ্টা ও আসলাম, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০১।

১১০. মাহমুদুর রহমান ঃ আফ্রিকী দুলহান, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০১।

১১১. ড. আবদুল জলীল ঃ আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী-২০০৬।

১১২. ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী ঃ আরবী প্রবাদ সাহিত্য, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০২।

১১৩. লেখক মণ্ডলী ঃ ইসলামী দর্শন, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।

১১৪. লেখক মণ্ডলী ঃ বিজ্ঞান চর্চায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০১।

১১৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী ঃ বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৫।

১১৬. বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক প্রণীত ঃ আল-কুরআনে অর্থনীতি, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর-২০০৩।

১১৭. বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক প্রণীত ঃ আল-কুরআনে অর্থনীতি, ২য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী-২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

১১৮. ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন ঃ (অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবদুল মতিন জালালাবাদী), ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৩।

১১৯. লেখক মণ্ডলী ঃ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-২০০৪।

১২০. প্রফেসর মাসউদ হাসান ঃ (অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ সুয়ুদুল হক), ইসলাহুল মুসলিমীন, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।

১২১. লেখক মণ্ডলী ঃ সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০১।

১২২. এ জেড.এম. শামসুল আলম ঃ ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-২০০৩।

১২৩. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী ঃ (অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ইব্রাহিম ভূইয়া), রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর সরকার কাঠামো, ইফাবা, ঢাকা, জুলাই-২০০৪।

১২৪. ড. মীর মনজুর মাহমুদ ঃ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইমাম, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর-২০০৪।

১২৫. মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা সম্পাদিত ঃ কল্যাণ সমাজ গঠনে মহানবী (সা), ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৫।

১২৬. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ঃ সুদ একটি অর্থনৈতিক অভিশাপ, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০৪।

১২৭. প্রফেসর খুরশীদ আহমদ ফারিক ঃ (অনুবাদ ঃ মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ), হযরত ওমর (রা)-এর সরকারী পত্রাবলী, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ-২০০৪।

১২৮. অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ ঃ ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।

১২৯. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী ঃ (অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম), ইসলামের যাকাত বিধান, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৮।

১৩০. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী ঃ (অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম), ইসলামের যাকাত বিধান, ২য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৮।

১৩১. মুহাম্মদ সিরাজুল হক অনূদিত ঃ মুসনাদে ইমাম আযম আবু হানীফা (র), ইফাবা, ঢাকা, ২০০২।

১৩২. লেখক মণ্ডলী ঃ ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।

১৩৩. মাওলানা আকবর শাহ্‌ খান নজিবাবাদী ঃ (অনুবাদ ঃ মাওলানা আবদুল মতিন জালালাবাদী ও মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী), ইসলামের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৩।

১৩৪. শেখ তোফাজ্জল হোসেন ঃ বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর-২০০৩।

১৩৫. স্যার টমাস আর্ণল্ড ও আলফ্রেড গিলফ ঃ (অনুবাদ ঃ নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী), পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৮।

১৩৬. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) ঃ (অনুবাদ ঃ আবু আশরাফ), আশরাফুল জওয়াব, প্রথম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৩।

১৩৭. আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০২।

১৩৮. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ঃ ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৩।

১৩৯. আসকার ইবনে শাইখ ঃ মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী-২০০৩।

১৪০. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ঃ ইসলামের ইতিহাস দর্শন, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৩।

১৪১. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ঃ স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৩।

১৪২. আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর (র) ঃ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৩।

১৪৩. আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর (র) ঃ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।

১৪৪. শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস (র) ঃ (অনুবাদ ঃ ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক ও মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী), বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।

১৪৫. মাওলানা সাঈদ আহমেদ আকবরাবাদী ঃ (অনুবাদ ঃ মাওলানা খুরশীদ উদ্দীন), মুসলিমদের উত্থান ও পতন, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৪।

১৪৬. আবুল হাসান নদভী ঃ (অনুবাদ ঃ মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী), ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।

১৪৭. সাইয়িদ মাহবুব ঃ দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাস, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৩।

১৪৮. শাইখ মুহাম্মদ ইসমাঈল পানিপথী ঃ (অনুবাদ ঃ মুহিউদ্দীন শামী), ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-২০০৪।

১৪৯. ড. মাহমুদুল হাসান ঃ মসজিদের ইতিহাস, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৩।

১৫০. মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া ঃ (অনুবাদ ঃ মাওলানা মাযহারুল হক ও মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী), উপমহাদেশের আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য, ৪র্থ খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৫১. মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল ঃ (অনুবাদ ঃ ডক্টর আবদুল্লাহ্ আল-মা'রূফ), ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রাম ইহুদী ষড়যন্ত্র ও আরবদের ভূমিকা, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৩।

১৫২. রুস্তম আলী ঃ উপমহাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপট, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-২০০৪।

১৫৩. মাওলানা আকবর শাহ্ খান নজিবাবাদী ঃ (অনুবাদ ঃ মাওলানা আবদুল মতিন জালালাবাদী ও মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী), ইসলামের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী-২০০৪।

১৫৪. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ ঃ মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০৪।

১৫৫. মনির উদ্দীন ইউসুফ ঃ ঈসা খাঁ, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৩।

১৫৬. মাওলানা আকবর শাহ্ খান নজিবাবাদী ঃ ইসলামের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৩।

১৫৭. ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক ঃ মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৩।

১৫৮. আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর ঃ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৩।

১৫৯. আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর ঃ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।

১৬০. সাইফুদ্দীন চৌধুরী ঃ চারজন বরেণ্য মুসলিম বাংগালি, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৩।

১৬১. মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস ঃ বেগম রোকেয়া, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ-২০০৪।

১৬২. আবু সাঈদ জুবেরী ঃ তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা), ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৪।

১৬৩. এ.জেড.এম. শামসুল আলম ঃ তুর্কী দরবেশ সাঈদ নূরসী (র), ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৪।

১৬৪. হোসেন মাহমুদ সম্পাদিত ঃ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৩।

১৬৫. আন্‌ওয়ার শাহ্ মাসউদী ঃ (অনুবাদ ঃ মাওলানা আবদুল মতিন জালালাবাদী), নকশে দাওয়াম (স্মৃতি অম্লান), ফাবা, ঢাকা, জুন-২০০১।

১৬৬. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান তালুকদার ঃ সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্মসহ হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মৃতিকথা, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৪।

১৬৭. এম.এ.ইনান ঃ (অনুবাদ ঃ সুলতান আহমদ শহীদ), ইব্‌ন খালদুন ঃ জীবন ও কর্ম, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৪।

১৬৮. মুকুল চৌধুরী ঃ পথিকৃত দশ মনীষী, ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-২০০৪।

১৬৯. আখলাক হোসাইন ঃ (অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ্), হযরত ইবরাহীম (আ), ইফাবা, ঢাকা, মার্চ-২০০৪।

১৭০. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ঃ নওয়াব আলী চৌধুরী ঃ জীবন ও কর্ম, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর-২০০২।

১৭১. মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান ঃ ঈসা খান, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।

১৭২. আজিজ-উর-রহমান অনূদিত ঃ সম্পাদনা : আখতার-উল-আলম, মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নির্বাচিত রচনা ও বক্তৃতাসমূহ, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৪।

১৭৩. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী ঃ সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৩।

১৭৪. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ঃ রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-২০০৩।

১৭৫. সাইয়েদ আতেক ঃ হযরত বিলাল (রা), ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৩।

১৭৬. মুহাম্মদ আব্দুর রউফ ঃ মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন ঃ সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৫।

১৭৭. আবদুল মওদুদ ঃ মুসলিম মনীষা, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৫।

১৭৮. নাসরীন মুস্তাফা ঃ জামশীদ গিয়াসউদ্দীন আল-কাশি ঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অবদান, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০১।

১৭৯. শেখ তোফাজ্জল হোসেন সম্পাদিত ঃ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৪।

১৮০. শেখ ফজলুর রহমান ঃ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ঃ জীবনসূচি, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৪।

১৮১. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ঃ হযরত উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ঃ জীবন ও কর্ম, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০৫।

১৮২. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ ঃ ইমাম তাহাভী (র) ঃ জীবন ও কর্ম, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৪।

১৮৩. ড. এ.এফ.এম. আমীনুল হক ঃ মুফতী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্‌সান ঃ জীবন ও অবদান, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০২।

১৮৪. ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের ঃ ইমাম মালিক (র) ও তাঁর ফিকহ্ চর্চা, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৪।

১৮৫. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ঃ হযরত শাহজালাল (র), ইফাবা, ঢাকা, জুন-১৯৯৫।

১৮৬. ডা. শাহাদাত হোসেন সম্পাদিত ঃ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭. মহিউদ্দিন আহমেদ ঃ বাংলাদেশে পুস্তক প্রকাশনা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৩।
১৮৮. শেখ তোফাজ্জল হোসেন সংকলিত ঃ নবী-কাহিনী, ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-২০০৪।
১৮৯. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী সংকলিত ঃ ছোটদের রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা), ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৪।
১৯০. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী সংকলিত ঃ শিশুদের প্রিয় মহানবী (সা), ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৪।
১৯১. হোসেন মাহমুদ সংকলিত ঃ ভাষা থেকে স্বাধীনতা, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৪।
১৯২. হোসেন মাহমুদ সংকলিত ঃ কলম ও কালির মানুষ, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৪।
১৯৩. হোসেন মাহমুদ সংকলিত ঃ কলম ও কালির মানুষ, ২য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৪।
১৯৪. রশীদ আহাম্মদ সংকলিত ঃ ছোটদের সিরাজাম মুনীরা, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৪।
১৯৫. মোহাম্মদ মোকসেদ সংকলিত ঃ নবীজীর পথে চলি, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৪।
১৯৬. মুকুল চৌধুরী সংকলিত ঃ সোনালী বিশ্বাস, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৪।
১৯৭. আবদুল বারেক মল্লিক সংকলিত ঃ মরুর জ্যোতি, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৪।
১৯৮. এস.এম. হাবিবুর রহমান সংকলিত ঃ শিশুদের কবি নজরুল, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৪।
১৯৯ নাজমুল আহসান সংকলিত ঃ মর্যাদাময় দিন, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৪।
২০০. রওশন আলী খোন্দকার সংকলিত ঃ আশুরার আহবান, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৪।
২০১. হোসেন মাহমুদ সংকলিত ঃ ঈদ ঃ আনন্দের উৎসব ত্যাগের শিক্ষা, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৪।
২০২. রওশন আলী খোন্দকার সংকলিত ঃ কীর্তি যাদের অম্লান, ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-২০০৪।
২০৩. মোঃ আবদুল হাই সংকলিত ঃ আলোর পর্বত, ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-২০০৪।
২০৪. শেখ তোফাজ্জল হোসেন সংকলিত ঃ মুসলিম কবি ও বিজ্ঞানী, ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-২০০৪।
২০৫. মুহাম্মদ আজাদ আলী সংকলিত ঃ ছোটদের কবি নজরুল, ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-২০০৪।
২০৬. মুকুল চৌধুরী সংকলিত ঃ ইসলামের প্রথম মিছিল, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৪।
২০৭. মুহাম্মদ লুতফুল হক ঃ নবী যুগের সোনার মানুষ, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৪।
২০৮. মুহাম্মদ লুতফুল হক ঃ নবী যুগের সোনার মানুষ, ২য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৪।
২০৯. মাহমুদ জামাল ঃ শিশু অধিকার ও ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৪।
২১০. মুহাম্মদ বদরুল আলম ঃ নবী কাহিনী, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ-২০০৪।
২১১. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ঃ নবী-প্রেমের অমর কাহিনী, ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-২০০২।
২১২. সাজ্জাদ হোসাইন ঃ সোনালী শাহ্‌জাদা, ইফাবা, ঢাকা, জুন-১৯৮১।
২১৩. আবদুল হালিম খাঁ ঃ আলোর পথে, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।
২১৪. সৈয়দ আহমাদ ঃ আদর্শ চরিত্র ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা) ও সাহাবাদের কথা, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।
২১৫. শেখ তোফাজ্জল হোসেন ঃ পরম প্রিয়, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৪।
২১৬. মুকুল চৌধুরী ঃ চাঁদের কথা, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৪।
২১৭. মমতাজ মহল মুক্তা ঃ পৃথিবীর ছাদে আগুন, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৩।
২১৮. আবু নছরত রহমত উল্লাহ্ ঃ যাঁদের গৃহে এলেন নবী (সা), ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০৮(৪র্থ সং)।
২১৯. সাইয়েদ আতেক ঃ কোথা সে মুসলমান, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী-২০০৩।
২২০. আবদুল হালিম খাঁ ঃ ছোটদের ওমর ইবন আবদুল আজিজ (র), ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী-২০০৪।
২২১. হোসেন মাহমুদ সংকলিত ঃ ছোটদের শহীদ জিয়া, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৪।
২২২. আবু নছরত রহমত উল্লাহ্ ঃ ছোটদের হাজী মোহাম্মদ মোহসীন, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৪।
২২৩. আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক ঃ ছোটদের হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৩।
২২৪. সম্পাদনা পরিষদ ঃ ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর-২০০১।
২২৫. সম্পাদনা পরিষদ ঃ ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০১।
২২৬. নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত ঃ শিশু অধিকার ও মহানবী (সা), ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৫।
২২৭. আবদুল খালেক ঃ নারী, ইফাবা, ঢাকা, জুন-১৯৯৫।
২২৮. আবদুল খালেক ঃ নারী ও সমাজ, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৪।
২২৯. মুহাম্মদ সিরাজুল হক সম্পাদিত ঃ যৌতুক ও ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৪।
২৩০. মেজর জেনারেল এ.আই. আকরাম ঃ (অনুবাদ ঃ লে. কর্ণেল আব্দুল বাতেন এইসি), আল্লাহর তলোয়ার (দি সোর্ড অব আল্লাহ্), ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী-২০০৪।
২৩১. শামসুল হক ঃ গ্রন্থাগার সংগঠনে মুসলমান, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০৪।
২৩২. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ একটি সমীক্ষা, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

২৩৩. অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক ঃ মানব সভ্যতায় মসজিদের অবস্থান, ইফাবা, ঢাকা, জুন-১৯৯৪।
২৩৪. মুহাম্মদ লুতফুল হক ঃ ফোরকানিয়া মকতব পরিচালনা পদ্ধতি, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৩।
২৩৫. কাজী গোলাম আহমদ ঃ আলোর নবী আল-আমীন, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০২।
২৩৬. ড. মাহবুবা রহমান ঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী, ইফাবা, ঢাকা, জুলাই-২০০৫।
২৩৭. মোঃ সিরাজ মান্নান ঃ একটি যুগোপযোগী দীনী দাওয়াত, ইফাবা, ঢাকা, নভেম্বর-২০০৪।
২৩৮. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর ঃ ইসলামী কিন্ডারগার্টেন ঃ রূপরেখা ও বাস্তবায়ন, ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-২০০৪।
২৩৯. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার সংকলিত ঃ স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৫।
২৪০. ড. মুহাম্মদ ফাযেল জামালী ঃ (অনুবাদ ঃ অধ্যাপিকা সালিমা সুলতানা), ইসলাম প্রসঙ্গে পত্রাবলী, ইফাবা, ঢাকা, মে-২০০৪।
২৪১. সম্পাদনা বোর্ড ঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৩।
২৪২. লেখক মণ্ডলী ঃ গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০১।
২৪৩. মোঃ মাহফুজুর রহমান ঃ রোহিঙ্গা সমস্যা ঃ বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গী, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৫।
২৪৪. ড. মোহাম্মদ ছবিরুল ইসলাম হাওলাদার ঃ ফররুখ আহমদ-এর কাব্যে আরবী-ফার্সী শব্দ ও ইসলামী উপাদান ঃ একটি মূল্যায়ন, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৭।
২৪৫. ড. মোঃ আবদুস সাত্তার ঃ বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৪।
২৪৬. ড. মোঃ ময়নুল হক ঃ ইসলাম ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০৩।
২৪৭. ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন ঃ ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর-২০০৫।
২৪৮. হাফেজ মঈনুল ইসলাম সম্পাদিত ঃ ইসলামী নামের সংকলন, ইফাবা, ঢাকা, অক্টোবর-২০০৩।
২৪৯. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন ঃ ইসলামী দাওয়াহ্ ও তাবলীগ জামায়াত ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী-২০০৬।
২৫০. এ.এফ.এম. আবদুল মজীদ রুশদী ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা), ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট-২০০৪।
২৫১. আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ঃ রচনাসূচি, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, ঢাকা, ২০০৪ খ্রি.।

(বি. দ্র. অভিসন্দর্ভে পুস্তক পর্যালোচনার ক্রমানুসারে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীর তালিকা সাজানো হয়েছে)

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

* সম্পাদনা পরিষদ ঃ বায়তুল মুকাররম মস্ক নামক মুখপাত্র, ১৯৬৮ খ্রি.।
* বজলুল হক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
পত্রিকা, ইফাবা, ঢাকা, ২০ঃ১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮০ খ্রি.।
* মুহম্মদ আতাউর রহমান ঃ ইমামদের ক্ষমতায়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় ইমাম সম্মেলন স্মরণিকা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০০৭ খ্রি.।
* ডঃ আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ ঃ শান্তি ও উন্নয়নের জন্য বই, দ্বাদশ ঢাকা বইমেলা স্মরণিকা, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০৬ খ্রি.।
* মফিদুল হক ঃ বাংলা প্রকাশনার আদি পর্ব, দ্বাদশ ঢাকা বইমেলা স্মরণিকা, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০৬ খ্রি.।
* কমিটি কর্তৃক প্রণীত ঃ মিনার নামক স্মরণিকা, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০০ খ্রি.।
* সম্পাদনা পরিষদ ঃ মাসিক অগ্রপথিক, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৫, মে ২০০৫, সেপ্টেম্বর ২০০৫, ফেব্রুয়ারী ২০০৭, আগস্ট ২০০৪, ফেব্রুয়ারী ২০০৫, মার্চ ২০০৫, মার্চ ২০০৪, নভেম্বর ২০০৪, জুন ২০০৬, মার্চ ২০০৬, জানুয়ারী ২০০৬, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৬, অক্টোবর ২০০৬, মে ২০০৬, এপ্রিল ২০০৬, জুলাই ২০০৬, সেপ্টেম্বর ২০০৬, আগস্ট ২০০৬, এপ্রিল ২০০৬, ফেব্রুয়ারী ২০০১, আগস্ট ২০০৫, জানুয়ারী ২০০৪, মে ২০০৬, জুন ২০০৪, জানুয়ারী ২০০৭, এপ্রিল ২০০৫, এপ্রিল ২০০৬, সেপ্টেম্বর ২০০৫, জুন ২০০৫, এপ্রিল ২০০৪, মার্চ ২০০৭, নভেম্বর ২০০৫ খ্রি. সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

* দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা	ঃ ৮ এপ্রিল ২০০৪, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৪, ২৩ জুলাই ২০০৪, ২১ নভেম্বর ২০০৩, ১৯ নভেম্বর ২০০৪, ২৬ নভেম্বর ২০০৪, ১৩ আগস্ট ২০০৪, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৩, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৩, ১৪ নভেম্বর ২০০৩, ২৪ অক্টোবর ২০০৩, ৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৪, ১৬ এপ্রিল ২০০৪, ৭ জানুয়ারী ২০০৫, ৩ ডিসেম্বর ২০০৪, ৩০ অক্টোবর ২০০৩ খ্রি. সংখ্যা।
* দৈনিক হবিগঞ্জ এক্সপ্রেস	ঃ ১২ ডিসেম্বর ২০০৩ খ্রি. সংখ্যা।
* দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা	ঃ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪, ২৭ আগস্ট ২০০৪, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৫, ৬ নভেম্বর ২০০৪, ২০ আগস্ট ২০০৪, ৩ ডিসেম্বর ২০০৪, ১৯ নভেম্বর ২০০৪, ৮ অক্টোবর ২০০৪ খ্রি. সংখ্যা।
* দৈনিক শতাব্দীর কণ্ঠ, কিশোরগঞ্জ	ঃ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪, ১০ অক্টোবর ২০০৪, ১ জুলাই ২০০৪, ৮ ডিসেম্বর ২০০৪, ২৮ আগস্ট ২০০৪ খ্রি. সংখ্যা।
* দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা	ঃ ১৩ আগস্ট ২০০৪, ৮ অক্টোবর ২০০৪, ২৬ নভেম্বর ২০০৪, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৪, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪, ৪ জানুয়ারী ২০০৪, ৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৫, ২৮ মে ২০০৪, ১৬ জুলাই ২০০৪, ২১ মে ২০০৪, ১২ মার্চ ২০০৪, ১৫ অক্টোবর ২০০৪, ৪ মার্চ ২০০৫, ৬ আগস্ট ২০০৪, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৫, ৩ ডিসেম্বর ২০০৪, ১৫ অক্টোবর ২০০৪, ২ এপ্রিল ২০০৪, ৩১ অক্টোবর ২০০৩, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০০৫, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪, ২৬ মার্চ ২০০৪, ১৯ নভেম্বর ২০০৪, ২৮ জানুয়ারী ২০০৫, ৫ ডিসেম্বর ২০০৩, ২ জানুয়ারী ২০০৪, ১৪ নভেম্বর ২০০৩, ১০ ডিসেম্বর ২০০৪, ২৯ অক্টোবর ২০০৪, ৭ জানুয়ারী ২০০৫, ১১ জুন ২০০৪, ৯ এপ্রিল ২০০৪, ৯ জুলাই ২০০৪, ২৩ এপ্রিল ২০০৪, ৮ অক্টোবর ২০০৪, ২১ জানুয়ারী ২০০৫, ৭ মে ২০০৪, ২৬ নভেম্বর ২০০৪, ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৪, ৩ ডিসেম্বর ২০০৪, ১৬ এপ্রিল ২০০৪, ৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৫, ৫ নভেম্বর ২০০৪, ৩০ এপ্রিল ২০০৪ খ্রি. সংখ্যা।
* দৈনিক আজকের দেশ, কিশোরগঞ্জ	ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪, ২০ ডিসেম্বর ২০০৪, ৭ জুন ২০০৪, ৯ জুলাই ২০০৪ খ্রি. সংখ্যা।
* দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা	ঃ ৭ জুন ২০০৪, ১৪ ডিসেম্বর ২০০৪, ১৪ মে ২০০৪, ১৬ এপ্রিল ২০০৪, ২৬ জুলাই ২০০৪, ১৭ মে ২০০৪, ১২ জানুয়ারী ২০০৪, ৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৫, ১০ ডিসেম্বর ২০০৪, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪, ৭ মার্চ ২০০৩, ১৯ নভেম্বর ২০০৪, ১৬ জুলাই ২০০৪, ২৩ আগস্ট ২০০৪ খ্রি. সংখ্যা।
* বাংলাবাজার পত্রিকা, ঢাকা	ঃ ২৮ আগস্ট ২০০৪, ১২ জুন ২০০৪, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪, ৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৫, ২০ নভেম্বর ২০০৪, ৪ ডিসেম্বর ২০০৪, ৯ অক্টোবর ২০০৪, ১৪ আগস্ট ২০০৪, ১২ জুন ২০০৪, ১৭ জুলাই ২০০৪, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৪, ১ মার্চ ২০০৪, ২৮ আগস্ট ২০০৪, ৩ ডিসেম্বর ২০০৪, ১৭ জুলাই ২০০৪, ১৯ জুন ২০০৪, ১০ ডিসেম্বর ২০০৪, ১২ জুন ২০০৪ খ্রি. সংখ্যা।
* দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা	ঃ ৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৫, ২৬ নভেম্বর ২০০৪, ১১ ডিসেম্বর ২০০৪, ১ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ খ্রি. সংখ্যা।
* প্রতিদিন খাসখবর, চুয়াডাঙ্গা	ঃ ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ খ্রি. সংখ্যা।
* দৈনিক প্রতিদিন, দিনাজপুর	ঃ ২৪ জুন ২০০৪ খ্রি. সংখ্যা।
* দৈনিক জনমত, দিনাজপুর	ঃ ২৪ জুন ২০০৪ খ্রি. সংখ্যা।
* দৈনিক আজকের দেশবার্তা, দিনাজপুর	ঃ ২২ জুন ২০০৪ খ্রি. সংখ্যা।
* দৈনিক তিস্তা, দিনাজপুর	ঃ ২২ জুন ২০০৪, ৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৪, ১৭ জুন ২০০৪ খ্রি. সংখ্যা।
* দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা	ঃ ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৫, ২৪ অক্টোবর ২০০৪, ১ নভেম্বর ২০০৪ খ্রি. সংখ্যা।
* দৈনিক নয়া পয়গাম, ফেনী	ঃ ৬ নভেম্বর ২০০৩ খ্রি. সংখ্যা।
* সাপ্তাহিক ফেনী প্রবাহ	ঃ ৯ নভেম্বর ২০০৩ খ্রি. সংখ্যা।